











# अध्यातु-रामायणम् ।

---

(ब्रह्मांडपुराणास्तुर्गतम्)

मूलम् ।

महाश-रुद्रद्वैपायनवेदव्यासु

प्रणीतम् ।

---

दृष्टपद्मी-निवासि

श्रीपद्मानन तर्करत्न-रुतानुवाद

समेतम् ।

---

कलिकाता ।

१९११ कलुटोलास्ट्रीट्, बङ्गवासी-श्रीमयोसन भेदे

श्रीबिहारीलाल सरकार द्वारा

मुद्रितं ० प्रकाशितं ।

सन् १९१६ साल ।



## মুখবন্ধ।

অধ্যাক্ষর-রামায়ণ,—ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত; হর-পার্বতী-সংবাদে ইহার উল্লেখ। ইহা পাঠ না করিলে শ্রীরামের প্রতি পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব জ্ঞান বন্ধ-মূল হয় না; রাম-চরিতের প্রকৃত মর্ম অবগত হওয়া যায় না। সাধারণের সহজ বোধার্থে ইহার অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। এই অনুবাদই সর্বপ্রথম, নূতন ও অবিকল-মূল-সঙ্গত তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাঙ্গালী-রামায়ণের অনুবাদ বা কাশী দাসী মহাভারতকে বেদব্যাস-প্রোক্ত মহাভারতের অনুবাদ বলিয়া যাহাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা কিছু আরও এক আধটা অনুবাদ দেখিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন;—“এই অনুবাদই সর্বপ্রথম নূতন ও অবিকল-মূল-সঙ্গত।”

অধ্যাক্ষর-রামায়ণের প্রচলিত টীকা সকল স্থানে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; এই জন্য অনেকস্থলে টীকার অর্থ উপেক্ষা করিয়া অনুবাদ করা গিয়াছে। কোন অর্থ ভাল ইহার বিবেচনা করা পাঠকগণের কর্তব্য, এই অভিপ্রায়ে কোন কোন স্থলে আমার সম্যক অর্থ মূলে এবং টীকা-সমীত অর্থ নিয়ে টীকাকারে নিবেশিত করিয়াছি। তবে টীকাকারের অতি অসঙ্গত অর্থ সকল উদ্ধৃত করি নাই।

আদিকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ডের অধিক কাংশের অনুবাদ আমার কৃত নহে; তবে ইঁ তাহা একরূপ আদ্যোপান্ত আমি দেখিয়াছি।

আদিকাণ্ড অনুবাদ ১ পৃষ্ঠা ২ স্তম্ভ ৩৬ পংক্তিতে আছে। আদিকাণ্ডের অনুবাদক, টীকা-অনুসারে ক্রম অর্থ করিয়াছেন; বস্তুতঃ মূলের পাঠ “শব্দচক্রে গদাভূতঃ” তাহার অনুবাদ—“ভগবান্ গদাধরের শব্দ ও চক্রে, ভরত ও শক্রেয় রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন” এইরূপ হইবে। মূল ৪র্থ অধ্যায় ১৯শ স্লোক দেখিলেই উল্লিখিত পাঠ দেখিতে পাইবে। এই পাঠ বিবিধ প্রাচীন-পুস্তক-সম্মত; এবং পূর্বাপরসঙ্গত।

অধ্যাক্ষর-রামায়ণ পাঠ করিতে হইলে এই কএকটা কথা মনে রাখিবে—

“ভূতনাথ ভব, বারংবার নিখিল বেদ রাশি আলোড়ন করিয়া জানিয়াছেন, “শ্রীরাম, বিষ্ণুর বৃহস্পতি মুর্তি”। তিনি উপনিষৎ সকলে র মর্ম সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামের এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টরূপে প্রিয়া সন্নিধানে ব্যক্ত করেন।” (লঙ্কাকাণ্ড শেষ) ইত্যাদি কতিপয় স্থান—প্রকাশক ব্রহ্মা বা সূতের উক্তি বলিয়া জানিবে। মহাদেবের উক্তি নহে; তাহা হইলে অসঙ্গত হয়। এই রামায়ণের মধ্যে যেখানে “সহস্র সুবর্ণ বা অমৃত কাঞ্চন” এইরূপ কথা আছে, তথাকার সুবর্ণাদি শব্দে তৎকাল-প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রা বুঝিতে হইবে। জন্ম প্রভৃতি ছয় বিকার শব্দের অর্থ—জন্ম, জীবন, নাশ, হ্রাস, বৃদ্ধি ও অবস্থান্তর।

যাহা হউক এই তত্ত্বোপদেশ-পূর্ণ অধ্যাক্ষর-রামায়ণ অনুবাদ সাহায্যে যদি কিঞ্চিৎ সহজ-বোধ্য হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল। ইতি—

অনুবাদক

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন  
ভট্টপট্টী





# अध्यातु-रामायणम् ।

आदिकाण्डम् ।



अनुक्रमणिकाध्यायः ।

अध्याय-प्रस्तावित-निर्णयज्ञानमूले ।

मनोगिरिः शिदुराः दक्षिणमूर्तसे नमः ।

सूत उवाच ।

कदाचिन्नारदो योषी परामुग्रहवाङ्मया ।  
 पृथान् सकलान् लोकान् सत्यलोकमुपागमन् ॥ १  
 तत्र हृष्टो मूर्तिमन्दिच्छन्दोभिः परिवेष्टितम् ।  
 बालार्कप्रेतया सम्यग्भासयन्तं सत्तपुत्रम् ॥ २  
 मार्कण्डेयादिमुनिभिः सुगुमानं प्रजापतिम् ।  
 सर्वाङ्गपोचरज्ज्ञानं सरसतां समर्षितम् ॥ ३  
 चतुर्धा जगन्नाथं तद्भास्यैकलप्रदम् ।  
 प्रथमं दण्डवदभ्युत्थाय मुनिपुत्रवः ॥ ४  
 सत्तपुत्रं मुनिं प्राह स्वयम्भूर्देवैरुवाचमम् ।  
 किं प्रष्टुं कामञ्जयसि तद्वदिव्यामि ते मुने ॥ ५  
 इत्याकर्ण्य मुनिश्रेष्ठो वाक्यं ब्रह्माण्डप्रवाच ॥ ६

नारद उवाच ।

दुस्तः प्रतप्तं मया सर्षं पूर्वमेव सुभासुभम् ।  
 ईदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं ह्यसस्तम् ॥ १  
 उग्रहस्तमपि त्रिंशद्दिने देहमुग्रहो मयि ॥ ८  
 षोडशे कलिमुषे षोडशे नराः पुण्याविवर्जिताः ।  
 हराचाररताः सर्वे सत्यावातापराम्बुधाः ॥ ९  
 पराणवादनिरताः परज्जव्यातिलाषिणः ।  
 परस्त्रीसङ्गमनसः परहिंससापरायणः ॥ १०  
 देवास्यदृष्टेरो मुला नास्तिकाः पशुवृद्धयः ।  
 बाहूपिङ्गुकृतदेवाः त्रौदेवाः कामकङ्कराः ॥ ११  
 विष्णो मोक्षभयङ्करा वेदविक्रयज्जीविनः ।  
 बर्णाकर्षणार्थं सत्यविद्यामदविमोहिताः ॥ १२  
 उग्रहस्तमपि त्रिंशद्दिने देहमुग्रहो मयि ॥ १३

कस्त्रियाश्च तथा वैश्याः सधर्मतागशीलिनः ॥ १०  
 उग्रहस्तमपि त्रिंशद्दिने देहमुग्रहो मयि ॥ ११  
 त्रिंशत् प्रायशो ज्ञाता तत्रैव ज्ञाननिर्भराः ॥ १४  
 शत्रुरज्जोहकारिणो भविष्यन्ति न मन्त्रयः ।  
 एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत् ॥ १५  
 इति चिन्ताकुलं चिन्तं जायते मम सन्ततम् ।  
 लघुपायेन येनैवां परलोकगतिर्भवेत् ॥ १६  
 तमुपायमुपाध्यायि सर्षं वेत्ति यतो भवान् ।  
 इत्यावर्क्याकामाकर्ण्य प्रह्लावाचागुज्जसनः ॥ १७  
 ब्रह्मोवाच ।

साधु पृष्ठं त्वया साधो वक्ष्ये तच्छ्रेष्ठं साधनम् ।  
 पुरा त्रिपुरहस्तारं पार्श्वतां तद्वत्सलम् ॥ १८  
 श्रीरामतपःं जिज्ञासुः पश्येत्तु विनयाविता ।  
 प्रियारैर्गिरिशक्तं गृह्यं व्याख्यातवान् ह्यमुः ॥ १९  
 पुराणोक्तमथ्यास्त्ररामायणमिति श्रुतम् ।  
 तं पार्श्वतो जगन्नाथो पूजयित्वा दिवानिशम् ॥ २०  
 आलोचयन्ती खान्दमथा तिष्ठति साप्रतम् ।  
 प्रचरिष्यति तन्नोके प्राण्यदृष्टवशाद्बन्दि ॥ २१  
 तत्राध्वर्यनमारेण जना वाञ्छति सपत्तिम् ।  
 तावन्नित्यन्तते पापं ब्रह्महत्यापूरःसरम् ॥ २२  
 यावज्जगति नाध्यास्त्ररामायणमुदेद्यति ।  
 तावत् सर्वानि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम् ॥ २३  
 यावज्जगति नाध्यास्त्ररामायणमुदेद्यति ।  
 तावत् ब्रह्मणः रामश्च हरेर्नाथं महतामपि ॥ २४  
 यावज्जगति नाध्यास्त्ररामायणमुदेद्यति ॥ २५

অধ্যাক্স-রামায়ণম্ ।

তাবৎ সৰ্বপুৰাণানি প্রবর্তন্তে মহীতলে । ২৫  
 বাবজ্জপতি কাথ্যাক্সরামায়ণমুদেযাতি ।  
 তাবৎ কলির্নহোংসাহঃ সক্ষরিযাতি নিৰ্করঃ । ২৬  
 অধ্যাক্সরামায়ণসংকীৰ্ত্তনপ্রবণাদিভাম্ ।  
 ২৭ কলং বকুং ন শক্রামি কাংসেয়ান মুনিসত্তম ।  
 তথাপি তন্ত মহাশাক্সং বক্ষ্যে কিকিৎ তবানষ ।  
 শৃণু চিত্তং সনাদায় শিবেনোক্তং পুরা মম । ২৮  
 অধ্যাক্সরামায়ণতঃ সৌকর্যং সৌকমেব বা ।  
 যঃ পঠেৎকিঞ্চিদেকং স পাপমুচ্যতে কপাৎ । ২৯  
 যন্ত প্রত্যহং স্মরণায়ণমশস্তথাঃ ।  
 যথাশক্তিঃ স্মরণায়ণমুচ্যতে নরঃ । ৩০  
 যো ভক্ত্যাদিহৈতৎধ্যায়ায়ণমুচ্যতে নরঃ । ৩১  
 দিনে দিনেহবশেষতঃ কলং তন্ত ভবেন্মুনে । ৩২  
 বদুচ্ছয়াপি যোহধ্যাক্সরামায়ণমনাদরাৎ ।  
 অস্ততঃশুণুয়াম্ভ্যঃ সোহপি মুচ্যেত পাতকাৎ । ৩৩  
 নমস্করেতি যোহধ্যাক্সরামায়ণমদরতঃ ।  
 সৰ্বদেবার্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ । ৩৪  
 নিৰ্বিঘ্না পুস্তকেহধ্যাক্সরামায়ণমশেষতঃ ।  
 যো দদ্যাড্রামভক্তেভ্যস্তন্ত পুণ্যফলং শৃণু । ৩৫  
 অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাহুতেষু চ ।  
 যৎ ফলং ছন্ত ভংলোকে তৎফলং তন্ত সংভবেৎ । ৩৬  
 একাদশীদিনেহধ্যাক্সরামায়ণমুপোষিতঃ ।  
 যো রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ । ৩৭  
 তন্ত পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম ।  
 প্রত্যক্ষরন্ত গায়ত্রীপূৰ্ব্বেকধ্যাক্সং লভেৎ । ৩৮  
 উপবাসস্ততঃ কৃত্বা শ্রীরামনবমীদিনে ।  
 রাত্রৌ জাপরিতোহধ্যাক্সরামায়ণমনস্তথাঃ ।  
 যঃ পঠেৎ শৃণুয়াৎপি তন্ত পুণ্যং বদাম্যহম্ । ৩৯  
 কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেধনেকশঃ ।  
 আশ্রুতুল্যং ধনং সৃধ্যগ্রহণে সৰ্বতোমুখে । ৪০  
 বিপ্রৈভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যো দশা যৎ ফলমদ্বয়ে ।  
 তৎফলং সস্তবেৎ তন্ত সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ । ৪১  
 যো গায়তে মুদাধ্যাক্সরামায়ণমহনিশম্ ।  
 অজ্ঞাৎ তন্ত প্রতীক্শ্চ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ । ৪২  
 পঠন্ প্রত্যহমধ্যাক্সরামায়ণমতস্ত্রিতঃ ।  
 বদুৎকরোতি তৎকৰ্ম তন্তকোটিগুণং ভবেৎ । ৪৩  
 তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ সুসমাहितঃ ।  
 স ব্রহ্মল্লোহপি পুত্ৰাশ্চ ত্রিভিরেব দ্বিতৈর্ভবেৎ । ৪৪  
 শ্রীরামহৃদয়ং যন্ত হৃদয়ংপ্রতিমাত্মিকে ।  
 ত্রিঃপঠেৎপ্রত্যহংমৌনী স সৰ্বক্লিপ্তভাগভবেৎ । ৪৫  
 পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্তথার্থোৎস্বিদি ।  
 প্রদক্ষিণং প্রকুর্বীত ব্রহ্মহত্যা নিবর্ততে । ৪৬  
 শ্রীরামগীতামাহাশ্রয়ং সৰ্বং জানাতি শকরঃ ।

তদৰ্জং গিরিজা বেতি তদৰ্জং বেদ্যাং মুনে । ৪৬  
 তৎতেকিকিৎ প্রবক্ষ্যামি কুংসঃ বকুং ন শক্যতে ।  
 যজ্ঞাস্তা তৎক্ষণান্নোক্শিত্তক্তক্ষিমবাপ্র সাং । ৪৭  
 শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ ।  
 তত্র পশ্চাম্যহং লোকে মার্গমাণোহপি সৰ্বদা । ৪৮  
 রামেশোপনিষৎসিদ্ধমুখ্যেভ্যোংপাদিতাং পুরা ।  
 রামলক্ষণয়োগীতামুখ্যং পীতামরো ভবেৎ । ৪৯  
 জমদগ্নিসূতঃ পূৰ্ব্বং কাৰ্ত্তবীৰ্যবধেচ্ছয়া ।  
 বহুর্বিদ্যাভাসিতুং মহেশস্যাস্তিকে বসন্ । ৫০  
 অধায়মানাং পার্শ্বতাং রামগীতাং প্রথমতঃ ।  
 শ্রুত্বা গৃহীত্বা সুপঠন্ নারায়ণকলামগাং । ৫১  
 ব্রহ্মাহত্যাশ্চিপাপানাং ত্রিক্রুতিং বদ্বি বাহতি ।  
 রামগীতাং মাস্মাত্ৰং পঠিত্বা মুচ্যতে নরঃ । ৫২  
 হৃদ্রাভিগ্রহছত্ৰোজ্যোহুরালাপাদিসত্ত্ববন্ ।  
 পাপং সৰুৎকীৰ্ত্তনেন রামগীতাং বিনাশয়েৎ । ৫৩  
 শালগ্রামশিলাগ্রে চ ভুলসাপ্ৰধসন্নিধৌ ।  
 বর্তীতান্ পুরতন্ত্বহত্রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ ।  
 স তৎকগমবাপ্নোতি যদ্বাচোহপি ন গোচরম্ । ৫৪  
 রামগীতাং পঠন্ ভক্ত্যা যঃ শ্রদ্ধে ভোজয়েদৃষিক্শান্ ।  
 তন্ত তে পিতরঃ সৰ্বের্ বাস্তি বিষ্ণোঃ পরংপদম্ । ৫৫  
 একাদশ্যাং নিরাহারো নির্যতো হৃদগীতদিনে ।  
 স্থিদ্ধাৰ্গস্ত্যতরোম্ লে রামগীতাং পঠেৎ তু যঃ ।  
 স এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সৰ্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে । ৫৬  
 বিনা দ্বানং বিনা ধ্যানং বিনা তীৰ্থবিগ্গাহনম্ ।  
 রামগীতাং নরোহধীতা তদনন্তকলং লভেৎ । ৫৭  
 বহনা কিমিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ ।  
 শ্রুতিস্মৃতিপূরাণেতিহাসাগমশতানি চ ।  
 অর্হস্তি নানামধ্যাক্সরামায়ণকলামপি । ৫৮  
 অধ্যাক্সরামচরিতন্ত মুনীশ্বরায়  
 মাহাশ্রয়মেতদুদিতং কমলাসনেন ।  
 যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মৰ্ত্ত্যঃ  
 প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং হরপূজ্যমানঃ । ৫৯

ইত্যহুক্রমমিকাধার্যঃ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

যঃ পৃথীভরবারণায় দিবজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিরঃ  
 সংজাতঃপৃথিবীতলে রবিকুলেমায়াসমুখ্যোহব্যরঃ  
 হস্তা রাক্ষসপুংসবং পুনরগাঢ় ব্রহ্মহত্যাং হিরাং  
 কীৰ্ত্তিংপাপহরাংবিধায়জনতাংতৎজ্ঞানকীশংভজে  
 বিবোধবহ্নিতিলয়াদিযু হেতুমেকং  
 মায়াক্ষরং বিগতমায়মচিভ্যমুর্তিম্

## आदिकाण्डम् ।

आनन्दसाक्षममलं निजबोधरूपं  
 सौतापत्तिं विद्विदतश्चमहं नमामि । २  
 पृथङ्ति ये नित्यामनन्यचेतसः  
 शुशुङ्गि चाध्यात्मकसंज्ञितं च त्वम् ।  
 रामायणं सर्वप्रमाणसम्मतं  
 विद्वत्पापा हरिमेव वाञ्छिते । ३  
 अध्यात्मरामायणमेव नित्यं  
 पठेद्यदीच्छेत्तत्त्वमुक्तिम् ।  
 गवां सहस्रायुतकोटिश्चानजं  
 कलं लजेद्वयः शृणुयां स नित्यम् । ४  
 पुरारिगिरिद्विभङ्गता श्रीरामार्धसङ्गता ।  
 अध्यात्मरामपङ्केतं पुनाति भुवनत्रयम् । ५  
 कैलासाग्रे कदाचिद्विशतविलसे  
 मन्दिरं रत्नपीठे  
 संविष्टं ध्याननिष्ठं त्रिनयनगतयं  
 सेवितं सिद्धसदृशः ।  
 देवी वामाक्षसंज्ञा पिरिवरतनया  
 पार्कती उज्जिनन्दा ।  
 प्राहेदं देवमौखं सकलमलहरं  
 वाक्यमानन्दकन्दम् । ६  
 पुरीक्ष्य चावाच ।  
 नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास  
 सर्वासुदृक् त्वं परमेश्वरोऽसि ।  
 पृच्छामि त्वं पुरुषोत्तमस्य  
 सनातनस्य सनातनोऽसि । ७  
 गोप्यं वदतश्चमनश्चावाच  
 वदस्ति त्वत्सु महान् उवाच ।  
 तदप्याहोऽहं तव देव भक्त्या  
 प्रियोऽसि मे त्वं वद मे तू पृष्टम् । ८  
 ज्ञानं सविज्ञानमथानुभूतिक्रि-  
 बैराग्यायुक्तं मितं विज्ञानं ।  
 जानाम्यहं बोधिदपि सुदुर्लभं  
 यथा तथा क्रुहि तरस्ति येन । ९  
 पृच्छामि चाञ्छुः परं रहस्यं  
 तद्वेव चाग्रे वद वारिजाङ्ग ।  
 श्रीरामचञ्चेहखिलतश्चसारे  
 उक्तिदृष्टा नोर्भवति प्रसिद्धा । १०  
 उक्तिः प्रसिद्धा भवमोक्षपाय  
 नान्यं तत्र साधनमस्ति किञ्चिदं ।  
 तथापि ह्यसंशयवद्वनं मे  
 विभेक्तु महस्यमगोक्तिश्च त्वम् । ११  
 वदस्ति रामं परमेकमात्म्यं  
 निरस्तमायागुणसंप्रवाहम् ।

उद्वृत्तिं चाहनिश्चमप्रमत्ताः  
 परं पदं वाञ्छि तथैव सिद्धाः । १२  
 वदस्ति केचित् परमोऽहपि रामः  
 साविद्यायां संवृतमात्मसंज्ञम् ।  
 जानाति नाश्चानमतः परेषु  
 संबोधिषु वेद पराङ्मुखम् । १३  
 यदि न जानाति कूतो विलापः  
 सौतारुतेहनेन कृतः परेषु ।  
 जानाति नैवयं यदि केन सेव्यः  
 समो हि सर्वैरपि क्षीवजातेः । १४  
 अज्ञोऽन्तरं किञ्चिद्विदितं उद्वृत्ति-  
 क्षुद्रक्रुहि मे संशयतेदि वाक्यम् । १५  
 श्रीमहादेव उवाच ।  
 यथासि तज्जानि पराश्चनश्च  
 यज्ज्जातुमीहा तव रामतत्त्वम् ।  
 पुरा न केनाप्याशिनोदितोऽहं  
 वक्तुं रहस्यं परमं निगृह्यम् । १६  
 अद्याद्य उक्त्या परिणोदितोऽहं  
 वक्ष्ये नमस्तु त्वयुत्तमं ते ।  
 रामः पराश्चा प्रकृतेरनादि-  
 रानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि । १७  
 नमायया कृष्णमिदं हि शृष्टे ।  
 नतोऽवदन्तुर्कहिराश्वितो यः ।  
 सर्वासुतरन्तो हि निगृह्य साश्चा  
 स्वमायया शृष्टमिदं विचष्टे । १८  
 जगत्ति नित्यं परितो जगत्ति  
 यन्मिदो ह्युत्तमोऽहवद्वि ।  
 एतन्न जानस्ति विमुट्चिताः  
 साविद्यायां संवृतमानसा वै । १९  
 साज्जानमप्याशनि उद्वृत्तबोधे  
 सारोपयन्तीह निरस्तमाये ।  
 संसारमेवाशुसस्ति ते वै  
 पुत्रादिमन्ताः पुरुकर्मगुताः । २०  
 जानस्ति नैवयं ह्यद्वयस्ति तं वै  
 चामीकरं कर्तुं यथाऽऽः । २१  
 यथा प्रकाशो नतु विद्यते रवौ  
 ज्योतिःसत्त्वाय परमेश्वरे तथा ।  
 विद्वद्भिरज्जानयन्ने रयुत्तमे-  
 हविद्या कथं स्यात् परतः पराश्वनि । २२  
 यथा हि चाक्ष्मात्रयता गृहादिकं  
 विनष्टदृष्टेः मतीकृद्गुते ।  
 तथैव देहेन्द्रियकर्तुं शक्यं  
 कृतं परे ह्यथ जने विमुह्यति । २३

नाहो न रात्रिः सविबुध्वा भवेत्  
 प्रकाशरूपाव्यतिचारतः कचिन् ।  
 ज्ञानं उवाञ्जानमिदं ययं हरो  
 रामे कथं ह्यास्यति सुकचिद्वधेन । २४  
 तन्वां परानन्दमये रघुसुत्तमे  
 विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः ।  
 अज्ञानसाक्षिण्यविन्दपोचने  
 मयाश्रयदाय विमोहकारणम् । २५  
 तत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम् ।  
 सौतारामकथं सुसुसंवाद्यं मोक्षसाधनम् । २६  
 पुरा रामायणे रामो रावणं देवकटकम् ।  
 हृदा रणे रणप्राथी सपुत्रवपवाहनम् । २७  
 सौतत्रा सह सुश्रीवलक्षणभावां समन्वितः ।  
 अबोध्यामगमत्रामो हनुमत्प्रमुथैव तः । २८  
 अतिबिन्तः परिव्रजेता वसिष्ठोदयमहाशक्तिः ।  
 सिंहासने समासीनः कोटिहर्षसमप्रभः । २९  
 दृष्ट्वा तदा हनुमन्तं प्राण्णानं पुरतः स्थितम् ।  
 क्रुतकार्यान्निराकाङ्क्षं ज्ञानापेक्षं महामतिम् । ३०  
 रामः सौतामुवाचेदं क्वहि तद्वत् हनुमते ।  
 निष्प्रबोध्यं ज्ञानसापात्रं नो निताड्यक्तिमान् ३१  
 उद्येति जानकी प्राह तस्य रामविनिश्चितम् ।  
 हनुमते प्रणम्य सौता लोकविमोहिनी । ३२

सौतेवाच ।

रामं विद्धि परं एकं सच्चिदानन्दमद्वयम् ।  
 सर्वोपाधिनिर्मूलं सत्ताम्रात्रमोचरम् । ३३  
 ज्ञानन्दं निर्मूलं शास्त्रं निर्दिक्कारं निरञ्जनम् ।  
 सर्वव्यापिनमाज्ञानं सप्रकाशमकल्पम् । ३४  
 मां विद्धि मूलप्रकृतितं सर्गस्थितासुकारिणीम् ।  
 उक्तं सर्गिधामात्रेण सज्जामीदमत्स्रिता । ३५  
 त्वंसाधिधाम्ना सुष्ठं तन्मिमात्रोपाप्येतेहृथैः । ३६  
 अबोध्यानगरे जन्म रघुवंशेश्चैतिनिर्मले ।  
 विश्वामित्रसहायस्यं मधमंरक्षणं ततः । ३७  
 अहल्याशपथमनं चापभङ्गो महेशितुः ।  
 मन्पाणिग्रहणं पञ्चाङ्गुर्धगवस्य मदक्रयः । ३८  
 अबोध्यानगरे वासो मया द्वादशवारिकः ।  
 नृपकारण्यमनं विराधवध एव च । ३९  
 मयामारीचमरणं ह्यासौताहृतिस्तथा ।  
 जटाश्रुवो मोक्षलाभः कवकस्य तथैव च । ४०  
 शर्वर्याः पुञ्जं पञ्चाङ्गं सुश्रीवेण समागमः ।  
 बालिकश्च वधः पञ्चाङ्गं सौताश्लेषणमेव च । ४१  
 सेतुवृक्षश्च जलधो लङ्कायाश्च निरोधनम् ।  
 रावणश्च वधो वृक्षे सपुत्रश्च हुराज्जनः । ४२

विधीयते राज्यादानं पुष्पकेण मया सह ।  
 अबोध्यागमनं पञ्चाङ्गराज्ये रामाभिषेचनम् । ४३  
 एवमादीनि चाज्ञानि मरैवचरितास्तपि ।  
 आरोपयन्तिरामेश्चिन्निर्दिक्कारेहथिलासुनिः । ४४  
 रामो न गच्छति न तिष्ठति नाहृषोर्षे—  
 त्याकाङ्क्षते तद्यत्ति नो न करोति किञ्चिन् ।  
 जानन्दमुर्ध्वरचलः परिणामहीनो  
 मयाशुभानुगतो हि तथा विद्यति । ४५

श्रीमहादेव उवाच ।

ततो रामः वयं प्राह हनुमन्तमुपहितम् ।  
 शुभं तस्यं अबोध्यामि हनुमन्नासुपरानन्दम् । ४६  
 आकाशश्च वधा श्रेष्ठविशेषो दृष्टते-महान् ।  
 जलाशये महाकाशश्चदवाहुर्य एव हि । ४७  
 श्रुतिविद्यायाश्च श्रेष्ठं तत्रिविधं भजः ।  
 बुद्ध्याविद्धि मन्त्रैः कथं पुण्यं उपापरम् । ४८  
 आभासस्तुपरं विभक्तमेव त्रिधा चितिः ।  
 सात्तासुबुद्धेः कर्तुं शक्यं विद्धि त्रैविकारिणि । ४९  
 साक्षिण्याप्याप्यते ज्ञान्या जीवन्मुक्तं तथाऽबुधेः ।  
 आभासस्तु मुखाबुद्धिरविद्याकार्यामृताते । ५०  
 अविद्धि मन्त्रं तद्वत् रिद्धेदस्य विकल्पितः ।  
 अबुद्धि मन्त्रं पुण्येन एकस्यं श्रुतिपात्राते । ५१  
 तन्मन्त्रादिविकार्येण सात्तासुताहमन्त्रथा ।  
 ईकाज्ञानं वयोपण्यं महावाक्येन चाज्ञानोः । ५२  
 तदा विद्या स्वकार्येण च नश्रुत्येव न संशयः ।  
 एवं विज्ञानं मन्त्रेण मन्त्रावयोरुपपद्यतेः । ५३  
 मन्त्रविमुधानां हि शास्त्रमात्रेण मुक्तताम् ।  
 न ज्ञानं न च मोक्षः ज्ञानं तेवां जगत्शैतेरपि ५४  
 इदं रहस्यं ज्जदयं मयाश्रुनो  
 मद्येव साक्षात् कथितं तवानुषे ।  
 मन्त्रविहीनय शठाय न दुःखा  
 दातव्यमैन्द्रोदपि राज्याद्योहधिकम् ॥ ५५

श्रीमहादेव उवाच ।

एतत् तेहतिहितं देवि श्रीरामज्जदयं मया ।  
 अति सुश्रुतं हृद्यं पवित्रं पापनाशनम् । ५६  
 साक्षात्त्रामेण कथितं सर्ववेदाङ्गसंग्रहम् ।  
 वः पृथे संततं उक्त्या स मुक्तो नत्र संशयः । ५७  
 ब्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्मार्जितान्तपि ।  
 नश्रुत्येव न सन्नेहो रामश्च कचनः वधा । ५८  
 ज्ञातिव्रतोहतिपापी परधनपरदा-  
 रेणु निन्द्योऽप्यतो वा  
 श्वेरी ब्रह्ममातापितृवधनिरतो  
 बोधिबुद्धापकारी ।

যঃ সংপূজ্যান্তিরামং পঠতি চ হৃদয়ং  
রামচন্দ্রস্য ভক্ত্য।  
যোগীশ্বরপালভ্যং পদমিহ লভতে  
সর্বদেবৈঃ স পূজ্যঃ । ৫৯

ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ষি তীরোহধ্যায়ঃ ।

পার্কত্বাচ ।

ব্রহ্মান্যমুগ্ধহীতানি কৃতার্থাশি জগৎপ্রভৌ  
বিচ্ছিন্নৌ শ্রেয়সিসন্দেহপ্রীতিভবনমুগ্ধহাং । ১  
তুম্বাধিপনিতং বানরভ্রমণতরঙ্গসরিনম ।  
পিবন্ত্য মে মধো প্রোক্তং ত্বন্যতি ক্বাপহম্ । ২  
শ্রীরামস্য কথাতরং প্রত্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ ময়।  
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ ক্বচিৎক্বচিৎ । ৩

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শুণু মেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ ।  
অধ্যাত্মরামচরিতং রামধোক্তং পুরা মম । ৪  
তদদ্য কথরিষ্যামি শূণু তাপত্রাপহম্ ।  
বন্ধুতা মুচ্যতে অস্তরজ্ঞানান্না মহাতরং । ৫  
প্রোপ্নোতি পরমানুজিং দীর্ঘানুঃ পুত্রসত্ত্বিতম্ । ৬  
তুমিভীরেণ মথা দশবদনমুখশেখরকোপণানং  
ধৃত্য পোরুপমাদৌদিবিজয়নিগণৈঃসাকমজ্ঞানসম্ভ  
পত্নালোকংরুদন্তীব্যসনমুপগতংব্রহ্মপেহপ্যাহসর্কং  
ব্রহ্মাধ্যাত্মমুহূর্তংসকলমপিগ্ধবদেদশেবাশ্বকৃত্যং ৭  
তস্যং হ্রীরসমুদ্রতীরমগমর জাধ দেবৈবরু তো  
দেব্য। চাখিলোকজংসমজরং সর্কজমীশংহরিম্ ।  
অন্তৌবীক্কুতিভুজনির্গলপদৈঃস্বোত্রৈঃপুরাশোভবৈ  
র্ভক্ত্যা গন্দাদর্য। গিরিভিবিমলৈরানন্দবাসৈশ্চরুভঃ । ৮  
ততঃ কুরংসহস্রাংভসমহস্রসদৃশপ্রতঃ ।  
আখিরাসীং হরিঃ প্রাচ্যং দিশাং ব্যপনয়ঃস্তুমঃ । ৯  
কথঞ্চিদৃষ্টবানু ব্রহ্মা চর্চর্শমকৃত্যস্বানাম্ । ১০  
ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং স্মিতাস্যং পদ্বলোচনম্ ।  
কিরীটহারকেশুরুঙলেঃ কটকাদিভিঃ । ১১  
বিন্দ্ভাজমানং শ্রীবংসকৌন্তভপ্রভরা সূতম্ ।  
স্ববক্তিঃ সনকাতৈশ্চ পার্শ্বদৈঃ পরিবেষ্টিতম্ । ১২  
শশ্চক্রগদাপদ্ববনমালাবিরাজিতম্ ।  
স্বর্ণবজ্রোপবীতেন স্বর্ণবর্ণাশ্বরেণ চ । ১৩  
জিহ্বা ভূম্যাক সহিতং গুরুড়োপরি সংস্থিতম্ ।  
স্বর্ষসবদর্য। বাচা স্তোত্রং সনুপচক্রমে । ১৪

ত্রয়োবাচ ।

নতোহস্মি তে পদং দেব প্রাণবুক্কীজ্জিরাবিত্তিঃ ।  
যক্তিস্ত্যতে কর্ণপাশাঙ্ঘ দি নিত্যং মুমুকুভিঃ । ১৫  
মায়রা গুণমধ্যা অং স্বজস্যবসি নৃশাসি ।  
অপং তেন ন তে দেপঃ বানন্দামুভবান্বনঃ । ১৬  
তথা শুচিন্ কুট্টানাং দানাদ্যরনকর্ষভিঃ ।  
শুকাস্মনস্তে মশসি মদা ভক্তিমতাং বধু । ১৭  
অভক্তধাক্সি মে কুইশ্চিন্তদোবাপমুস্তয়ে ।  
সদ্যোহং ত্বহু দয়ে নিত্যং মনিতং সাক্ষতৈবু তঃ । ১৮  
ত্রয়োদ্যৈঃ বার্থসিদ্ধার্থমস্মাভিঃ পূর্কসেবিতঃ ।  
অপরোকানুভূত্যর্থং জ্ঞানিতিল্ল দি ভাবিতঃ । ১৯  
তদস্মি পূজ্যানি শ্রীল্যাভুলসীমানরা বিত্তৌ ।  
স্পর্ধিতে বন্ধসি পদং লক্ষ্যাপি শ্রীঃ সপদ্বিবং । ২০  
অভক্তংপাদভক্তেবু তব ভক্তিঃ জিরোহধিকা ।  
ভক্তিমেবাভিবাশ্চি ত্বদভক্তাঃ সারবেদিনঃ । ২১  
অভক্তংপাদকমলে ভক্তিরেব সদাশ মে ।  
সংসারাময়তপ্তানিং ভেবজং ভক্তিরেব তে । ২২  
ইতি ব্রহ্মাং ব্রহ্মাং বভাবে ভগবানু হরিঃ ।  
কিং করোমীতি তং বেধাঃ প্রত্নাচাচিহরিতঃ । ২৩  
ভগবনু রাবণে নাম পৌলস্ত্যতনয়ো মহানু ।  
রামসানামখিপতিশ্বদন্তবরদর্পিতঃ । ২৪  
ত্রিলোকীং লোকপালাংচ বাধতে বিববাধকঃ ।  
মামুবেণ মতিস্তত্ত ময়া কস্যাপকরিতা । ২৫  
অভক্তং মামুহো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিত্তৌ । ২৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

কশ্রপস্য বরো দত্তস্তপসা তোষিতেন মে ।  
বাচিতং পুত্রভাবায় তথৈত্যানীকৃতং ময়া । ২৭  
স ইদানীং দশরথো ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে ।  
তস্যাহং পুত্রতামেতা কৌসল্যায়ং শুভোদয়ে । ২৮  
চতুর্দ্বানমেবাহং স্বজ্ঞানীতরয়োঃ পৃথক্ ।  
যোগমায়াপি সীতেতি জনকস্য গৃহে তদা । ২৯  
উৎপৎস্যতে ময়া সার্কিং সর্কং সম্পাদরাম্যহম্ ।  
ইত্য়ুক্ত্যস্তর্গধে বিফুর ক্বা দেবানধাত্রবীং । ৩০

ত্রয়োবাচ ।

বিফুর্গর্গুধরুপেণ ভবিষ্যতি রমোঃ কুলে ।  
যুৎ স্বজধরং সর্কেংপি বানরেখংশসন্তবানু । ৩১  
বিকোঃ সহারা তবত বাবং হ্যাস্যতি ভূতলে ।  
ইতি দেবানু সমাদিশ্য সমাধাত চ মেদিনীম্ ।  
বযৌ ব্রহ্মা খতবনং বিষ্ণরঃ হৃৎমাহিতঃ । ৩২  
দেবাশ্চ সর্কে হরিরূপবাধিণঃ  
হিতাঃ সহায়ার্থমিতত্ততো হরৈঃ ।

মহাবলাঃ পর্কভবক্ৰোধধিনঃ  
 প্রতীকমাণা ভগবন্তমীধরম্ । ৩২  
 ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্বর্গবংশেভবক্রাজা দিলীপ ইতি বিক্রমতঃ ।  
 তস্ত পুত্রোহস্তবরান্না অজ ইত্যভিবিশ্রমতঃ । ১  
 তস্ত পুত্রো দশরথো মহাবলপরাক্রমঃ ।  
 বশক্রো হয়মোধানাং শতমিহসঙ্গমপ্রভঃ । ২  
 অথ রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।  
 অমোধ্যাধিপতিবীরঃ সর্পলোকেশু বিশ্রমতঃ । ৩  
 সোহনপত্যস্বহঃখেন পীড়িতো গুরুমেকদা ।  
 বসিষ্ঠং স্বকুলাচার্য্যমভিবাচ্যেদমব্রবীৎ । ৪  
 স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে স্যুতঃ সর্কলক্ষণলক্ষিতাঃ ।  
 পুত্রহীনস্য যে রাজ্যং সর্কং হুংখায় কল্পতে । ৫  
 ততোহব্রবীৎসিষ্ঠস্তং ভবিত্যস্তি হুতাস্তব ।  
 চত্বরঃ সত্তসম্পন্ন্য লোকপালা ইবাপরে । ৬  
 শাভাভর্তারমানীর ঋষাশুক্রং তপোধনম্ ।  
 অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্টং শীঘ্রমাচর । ৭  
 তথৈতি মুনিমানীর মতিভিঃ সহিতঃ স্তচিঃ ।  
 যজ্ঞকর্ম সমারেভে মুনিভিবীতকস্মৈষে । ৮  
 অক্সয়াহুয়মানেন্হমৌ তপ্তজাশ্বনদ্রপ্রভঃ ।  
 পায়সং স্পর্গপাত্রস্বং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট । ৯  
 গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনির্মিতম্ ।  
 লপ্যসে পরমান্নানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ । ১০  
 ইত্যুক্ত্য পায়সং দৃশ্য রাজ্ঞে সোহজুদধেহনলঃ ।  
 বধন্বে মুনিশাদুলৌ রাজা লক্ষ্মনোরথঃ । ১১  
 বসিষ্ঠঋষাশুক্রাভ্যামনুজ্ঞাতো দদৌ হবিঃ ।  
 কৌসল্যায়ে সঠকৈথে হর্দ্বমর্কং বিভজ্য সং । ১২  
 ততঃ স্মিত্রা সংপ্রাপ্তা জগধুঃ পৌত্রিকং চরম্ ।  
 কৌসল্যা তু স্বভাগাঙ্কং দদৌ তেষ্টে মুদাধিতা । ১৩  
 কৈকেয়ী চ স্বভাগাঙ্কং দদৌ শ্রীতিসমম্বিতা ।  
 উপভূজ্য চরুং সর্কাঃ স্ত্রিয়ো গর্ভসমম্বিতাঃ । ১৪  
 দেবতা ইব তা রেবুঃ স্বভাসা রাজমন্দিরে ॥ ১৫  
 দশমে মাসি কৌসল্যা সূহবে পুত্রমবায়ম্ ।  
 মধুমােসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে । ১৬  
 পুনর্কস্ব ক্ৰসহিতে উচ্চেষে গ্রহপঞ্চকে ।  
 মেঘং পৃথি সংপ্রাপ্তে পুশবৃষ্টিসমাকুলে । ১৭  
 আবিরাসীক্সগমাধঃ পরমান্না সনাতনঃ ।  
 নীলোৎপলদলস্ফামঃ পীতবাসাসচ্ছূ জঃ । ১৮  
 জলজল্লগণেনব্রান্তঃ স্ববৃৎকুণ্ডলমভিতঃ ।  
 সহস্রাৰ্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুক্তিতালকঃ । ১৯

শম্ভচক্রগদাপদ্রবনমালাবিরাজিতঃ ।  
 অনুরূপেহাধ্যায়ংহেদুচক্রমি তচক্রিকঃ । ২০  
 করুণারসসম্পূর্ণো বিশালোৎপললোচনঃ ।  
 শ্রীবৎসহারকৈয়ুরনপুরাদিবিভূষণঃ । ২১  
 দৃষ্টী তং পরমান্নানং কৌসল্যা বিশ্বয়াকুলাঃ  
 হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নন্দা প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ । ২২  
 কৌসল্যোবাচ ।  
 দেবদেব নমস্তভ্যং শম্ভচক্রগদাধর ।  
 পরমান্নাত্তোহনন্তঃ পূর্ণস্বং পুঙ্কযোত্তমঃ । ২৩  
 বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্ ।  
 স্তাং বেদবাধিনঃ সত্যমাত্রং জ্ঞানৈনকবিগ্রহম্ । ২৪  
 স্তমেব মায়য়া শিখং স্বজস্যাবসি হংসি চ ।  
 সস্বাদিগুণসংযুক্তঃ স্বর্ঘ্য এবামলঃ সদা । ২৫  
 করৌষীব ন কর্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি ।  
 ন শৃণোষি শৃণোষীব পশুসীব ন পশাসি । ২৬  
 অপ্রাণো হমন্যঃ স্তজ ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ  
 সমঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে । ২৭  
 অজ্ঞানক্সাশ্চিচ্চিন্তানাং ব্যক্তপ্রব স্তমেধসামু  
 জঠরে তব দৃশ্যস্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ । ২৮  
 ত্বং মমোদরসম্ভূত ইতি লোকান্ বিভূষসে ।  
 ভক্তেষু পারবশ্চং তে দৃষ্টং মেহদ্যা রদ্বহ । ২৯  
 সংসারসাগরে স্ৰধা পতিপুত্রবনাদিষু ।  
 জমামি মায়য়া তেহস্য পাদমূলমুপাগতা । ৩০  
 দেব স্বক্রপমেতমে সদা তিষ্ঠতু মানসে ।  
 আরণোভু ন মাং স্মাশ্বা তব বিশ্ববিমোহিনী । ৩১  
 উপসংহর বিশ্বাস্বল্পেতক্রপমলৌকিকম্ ।  
 দর্শয়থ মহানন্দং বালভাবং স্তকোমলম্ ।  
 ললিতালিঙ্গনালোপৈস্তরিম্যাম্যুৎকটং তমঃ । ৩২  
 শ্রীভগবানুব্রবাচ ।  
 যদ্বদিত্তং তবাস্ত্যস্ব তত্তত্তবু নাস্তথা । ৩৩  
 অহঙ্ক ব্রহ্মণা পূর্কং ভূমেভারাপনুস্তয়ে ।  
 প্রার্থিতো রাবণং হস্তং মানুষতমুপাগতঃ । ৩৪  
 ত্বয়া দশরথেনোহং তপসারাদিতঃ পুরা ।  
 মৎপুত্রস্বাভিকাজিঞ্জণ্যা তথা কৃতমনিদ্বিতে । ৩৫  
 রুপমেতং ত্বয়া দৃষ্টং প্রোক্তনং তপসঃ ফলম্ ।  
 মদর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হস্তদুল ভম্ । ৩৬  
 সংবাদমাবয়োর্বিত্ত পঠেথা শৃণুয়াদপি ।  
 স বাতি মম সারুপাং মরণে মৎস্মৃতিংলভেৎ । ৩৭  
 ইত্যুক্ত্য মাতকং রামো বালোভূত্বা করৌদ হ । ৩৮  
 বালস্বেৎ পীল্লনীলাভো বিশালাক্হেতিমুন্দরঃ ।  
 বালারুণপ্রতীকাশো লালিতাথিললোকপঃ । ৩৯  
 অথ রাজা দশরথঃ ক্রভা পুত্রভবোৎসবম্ ।  
 আনন্দাৰ্ণবমম্বোহসাবাঘবৌ গুরুণা মহ । ৪০

রামং রাজীবপত্রাকং দৃষ্ট্য় । হর্ষাক্রমসংপ্রভৃত্য ।  
 গুরুণা জাতকর্ষাণি কঠব্যানি চকার সঃ । ৪১  
 কৈকেয়ী চাপ ভরতমহুত কমলেক্ষণম্ ।  
 সুমিত্রায়ঃ সমৌ জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ । ৪২  
 তদা গ্রামসহস্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা দদৌ ।  
 সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুবর্তীঃ শুভাঃ । ৪৩  
 যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যায়া জ্ঞানবিপ্রবে ।  
 তৎ গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাজ্ঞান ইতাপি । ৪৪  
 ভরণাঙ্করতো নাম লক্ষণং লক্ষণাধিতম্ ।  
 শক্রয়ঃ শক্রহস্তারমেবং গুরুভায়ত । ৪৫  
 লক্ষণো রামচন্দ্রেণ শক্রয়ো ভরতেন চ ।  
 দৃষ্ট্বীভূয় চরতৌ তৌ পায়সান্শালুসারতঃ । ৪৬  
 রামস্ত লক্ষণেনাথ বিচরন্ বাগলীলয়া ।  
 রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈশ্চ পুত্রাধিতৈঃ । ৪৭  
 ভালে স্বর্ণময়ান্বপর্ণমুক্তাফলপ্রভম্ ।  
 কঠে লগ্নমণিত্রাতমধ্যারীপিতাধিকিতম্ । ৪৮  
 কর্ণয়োঃ স্বর্ণসম্পন্নরত্নোঙ্কুলকপোলকম্ ।  
 শিঞ্জানমণিমঞ্জীরকটিপূজাদৈর্ঘ্যতম্ । ৪৯  
 শ্রিতবক্তাঃ প্রদর্শনমিঃ শীলমণিপ্রভম্ ।  
 অহনে বিক্রমাণে তৎ তর্ককাননু সর্কতঃ । ৫০  
 দৃষ্ট্য় দশরথো রাজা কৌসল্যা মুমুদে তদা ।  
 ভোক্তব্যমাণো দশরথো রামমেহীতি চাসকুৎ । ৫১  
 আহ্বয়ত্যতিহাৰ্দেন প্রেমধা নায়াস্তি লীলয়া ।  
 জানয়েতি চ কৌসল্যামাহ সা সম্বিতা স্নতম্ । ৫২  
 ধাবতাপি ন শক্নোতি স্পৃষ্টং যোগিননোহতিসম্ ।  
 প্রহসন্ স্বয়মায়ান্তি কর্দমাঙ্গিতপাণিনা । ৫৩  
 কিঞ্চিদগৃহীয়া কবলং পুনরেব পলায়তে ।  
 কৌসল্যা জননী তত্র মাসি মাসি প্রকূর্ক্বতী । ৫৪  
 বায়নানি বিচিত্রানি সমলকৃত্য রাখবম্ ।  
 অপূপান্ মোদকান্ কৃত্বা কর্ণশুল্কিকান্তথা । ৫৫  
 কর্ণপূরাশ্চ বিবিধা বর্ষবৃদ্ধৌ চ বায়নম্ ।  
 গৃহকৃত্যং তয়া ত্যক্তং তত্র চাপল্যকারণাৎ । ৫৬  
 একদা রঘুনাথোহসৌ গতো মাতরমস্তিকে ।  
 ভোজনং দৌহি মে মাতর্ন শ্রুতং কার্যাসকল্য । ৫৭  
 ততঃ ক্রোধেন ভাণ্ডাণি লণ্ডেনাইনৎ তদা ।  
 শিকাস্বং পাতয়ামাস গব্যক্ নবনীতকম্ । ৫৮  
 লক্ষ্মণায় দদৌ রামো ভরতায় স্বধাক্রমম্ ।  
 শক্রয়ায় দদৌ পচ্চাদ্বিহুৎ তথৈবচ । ৫৯  
 হৃদেন কষিৎ মাত্রে হাস্তং কৃত্বা প্রধাবতি ।  
 আনতাং ভাং বিলোক্যাধতঃ সর্কৈঃ পলায়িতম্ ৬০  
 কৌসল্যা ধাবমানাপি প্রেঙ্খলন্তী পদে পদে ।  
 রঘুনাথং কস্মে খুভা কিঞ্চিব্রোচভামিনী । ৬১  
 বালাভাবং সমাপ্তিত্য মদং মদং কুরৌদ হ ।

তে সর্কৈ লালিতা মাত্ৰা গাঢ়মালিন্য যত্নতঃ । ৬২  
 এবমানন্দমলোহরুগদানন্দকারকঃ ।  
 ঝায়বালবপুত্রী স্বা রময়ামাস দম্পতী । ৬৩  
 অথ কালেন তে সর্কৈ কৌমাৰং প্রতিপেদিরে ।  
 উপনীতাবসিষ্টেন সর্কৈ বিদ্যাশিক্ষারদাঃ । ৬৪  
 চ নিরতাঃ সর্কৈ শান্তা হুববেদিনঃ ।  
 গতাংনাথা লীলয়া নররূপিণঃ । ৬৫  
 লক্ষণস্ত সদা রামমুগ্ধকৃতি সাদরম্ ।  
 সেব্যসেবকভাবেন শক্রয়ো ভরতং তথা । ৬৬  
 রামশাপথরো নিত্যং বশীবাধাধিতঃ প্রভুঃ ।  
 অশার্কটো বনঃ যান্তি মৃগয়ায়ৈ সলক্ষণঃ । ৬৭  
 হস্তা হুষ্টমৃগান্ বয়ান পিত্রে সর্কৈ ত্ববেদয়ৎ । ৬৮  
 প্রোডকথায় স্নাতঃ পিতরাবভিবাধ্য চ ।  
 পৌরকার্যাণি সর্কাণি কুরোতি বিনয়াধিতঃ । ৬৯  
 বহুভিঃ সহিতৌ নিত্যং ভূক্ত্য মুনিভিরহম্ ।  
 ধর্মশাস্ত্ররহস্যানি শৃণোতি ব্যাকরোতাপি । ৭০  
 এবং পরাশ্রা মনুজীবতারো  
 মহুয্যালোকাননুভূত্যা সর্কম্ ।  
 চক্রেহষিকারী পরিণামহীনো  
 বিচার্যমাণো ন কুরোতি কিঞ্চিং । ৭১

ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কদাচিত্ কৌশিকেহভ্যায়াদযোধ্যাং জলনপ্রভঃ  
 দ্রষ্টুং রামং পরাশ্রানং জাতং জাত্বা পমায়য়া । ১  
 দৃষ্ট্য় দশরথো রাজা প্রভূখায়াচিরেণ তু ।  
 বসিষ্টেন সমাগম্য পূজয়িত্বা যথাবিধি । ২  
 প্রভূবাচ মুনিং রাজা প্রাঞ্জলির্ভক্তিনন্দনধীঃ ।  
 কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্রাহঃ ত্বদাগমনকারণাৎ । ৩  
 ত্ববিধা বহুগৃহং যান্তি তত্রৈবায়ান্তি সম্পদঃ । ৪  
 বর্ধমানতোহস্মি স্বং ক্রুহি সত্যং কুরোমি তৎ ।  
 বিশ্বামিত্রোহপি তৎ প্রীতঃ প্রভূবাচ মহামতিঃ । ৫  
 অহং পর্কণি সম্প্রাপ্তে ইষ্ট্যা বৃষ্টং হুরানু পিতৃনু ।  
 বদারোভে তদা দৈত্য্য নিম্নং কূর্ক্বন্তি নিত্যশঃ । ৬  
 মারীচশ্চ সুবাহশ্চ পরে চানুচরান্তয়োঃ ।  
 অভন্তয়োর্বধাৰ্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে । ৭  
 লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ।  
 বসিষ্টেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে । ৮  
 পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিত্তাপরায়ণঃ ।  
 কিংকরোমি গুরোরামং ত্যক্তং নোৎসহতে মনঃ  
 বৎ বর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সূতাঃ ।



চন্দ্রারোহম তুঙ্গ্যাক্তে তেবাং রামোহতিবল্লভঃ । ১০  
 রামস্তিতো গচ্ছতি চেন্ন জীবামি কথকন ।  
 প্রত্যথাযাতো যদি মুনিঃশাপং দান্তত্যসংশয়ম্ । ১১  
 কথং প্রেরো ভবেন্নহ্যমসত্যাকাশিন স্পশেৎ । ১২  
 বসিষ্ঠ উবাচ ।  
 শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।  
 রামে ন মাহুৰ্বো জাতঃ পরমাষ্টাসিনাতনঃ । ১৩  
 ভূমেতীরাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা । ১৪  
 স এব জাতো ভবনে কৌসল্যায়ান্ তবানঘ । ১৪  
 যত প্রজাপতিঃ পূৰ্ণং কশ্যপো ব্রহ্মণঃ স্তুতঃ ।  
 কৌসল্যা চাদিতিঃ পূৰ্ণং দেবমাতা যশস্বিনী । ১৫  
 ভবন্তো তপ উগ্রং বৈ তেপাতে বহবৎসরম্ ।  
 অগ্নোম্যবিষয়ৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ । ১৬  
 তদা প্রসন্নৌ ভগবান্ বরদৌ ভক্তবৎসলঃ ।  
 বৃগীষ বরমিত্যুক্তৌ ত্বং মে পুত্রো ভবানঘ । ১৭  
 ইতি ত্বয়া বাচিতে বৈ ভববান্ ভূতভাবনঃ ।  
 তথৈতুক্তাদ্য পুত্রস্তে জাতো রামঃ স এব হি । ১৮  
 শেবন্ত লক্ষণৌ রাজন্ রামমেবাধপদ্যত ।  
 জাতৌ তরতশক্রয়ো শঙ্খচক্রে গদাভূতঃ । ১৯  
 যোগমার্যাপি সীতেতি জাত জনকনন্দিনী ।  
 বিশ্বামিত্রোহপি রামায় তাং যোজয়িতুমগতঃ । ২০  
 এতদগুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কথাতন । ২১  
 অতঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকম্ ।  
 প্রেরয়ন্ত রমানাথং রাবৎ সহলক্ষণম্ । ২২  
 বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্ত রাজা দশরথস্তদা ।  
 কৃতকৃত্যমিবাঙ্গান্ মেনে প্রমুদিতান্তরঃ । ২৩  
 আহুয় রামরামেতি লক্ষণেতি চ সাদরম্ ।  
 জালিন্য মূৰ্ছ্যুবসায় কৌশিকায় সমর্পয়ৎ । ২৪  
 ততোহভিল্লাষ্টৌ ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।  
 জাশীভিরভিনক্যাথ রাজানং রামলক্ষণৌ । ২৫  
 গৃহীত্বা চাপতুগীরবাধধজ্ঞাধরৌ যযৌ ।  
 ককিদেশমতিক্রম্য রামমাহুয় ভক্তিতঃ । ২৬  
 দর্শৌ বলাকাতিবলাং বিদ্যে হে দেবনির্মিতে ।  
 যয়োগ্র হৃণমাত্রৈণ স্তুংপিপাসা ন জায়তে । ২৭  
 তত উত্তীৰ্য্য নদ্যাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।  
 বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমম্ । ২৮  
 অত্রাক্তে তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।  
 বাধতে লোকমখিলং অহি তামবিচারয়ন্ । ২৯  
 তথেষতি ধনুর্দায় সগুণং রঘুনন্দনঃ ।  
 ঠকারমকরোং তেন শঙ্কেনাপুরয়ন্ বনম্ । ৩০  
 তক্ষুদাসহমানা সা তাড়কা ষোররূপিণী ।  
 ক্রোধসংমুচ্ছিতা রামমভিহুত্বাৎ বেধবৎ । ৩১  
 ভানেকেন শরেনোক্ত তাড়য়ামাস বক্ষসি ।

পগাত বিপিনে ধোর্য বনস্তী কধিরং মুহঃ । ৩২  
 ততোহভিল্লাষ্টৌ বক্ষী সর্কাতরনভূবিভা ।  
 শাপাং শিখাচতাং প্রোপ্রী মুক্তা রামপ্রসাবিতঃ । ৩৩  
 নদ্যা রামং পরিক্রম্য গতা রামাঙ্জর্য দিবম্ । ৩৪  
 ততোহভিল্লাষ্টঃ পরিরতা রামং  
 মূৰ্ছন্যবসায় বিচিত্র্য্য কিঞ্চিৎ ।  
 সর্কাত্তিলালং সরহস্তমন্ত্রং  
 প্রীত্যাভিরাহার্য দর্শৌ মুনীশ্রঃ । ৩৫

ইতি চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভক্ত কামাশ্রমে রমো কাননে মুনিসঙ্কলে ।  
 ঠবিষ্টা রজনীমেকাং প্রভাতে প্রস্থিতাঃ শনৈঃ । ১  
 সিদ্ধাপ্রমংগতাঃ সূৰ্কে সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।  
 বিশ্বামিত্রেণ সন্দিষ্টা মুনয়স্তন্নিবাসিনঃ । ২  
 পূজাক মহতীং চকু রামলক্ষণয়োজ্ঞ তম্ ।  
 শ্রীরামঃ কৌশিকং প্রাহ মুনে দীক্ষা প্রবিপ্রতাম্ । ৩  
 দর্শয়ত্ব মহাত্মণ কৃতস্তৌ রাক্ষসাধমৌ ।  
 তথৈতুক্ত্য মুনির্ষষ্ট মারেতে মুনিভিঃ সহ । ৪  
 মধ্যাহ্নে দধুশাতে তৌ রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ ।  
 মারীচশ্চ সুবাহশ্চ বর্ষস্তৌ কধিরাহ্বিনী । ৫  
 রামোহপি ধনুরানম্য দ্বৌ বাণৌ সন্ধে সুধীঃ ।  
 জাকর্ণাশ্চ সমাকৃষ্য বিসসঙ্ক তয়োঃ পৃথক্ । ৬  
 তয়োরেকস্ত মারীচং ভ্রাময়ন্ দশযোজনম্ ।  
 পাতয়ামাস জনধৌ তনুভূতমিবাভবৎ । ৭  
 দ্বিতীয়োহগ্নিমরৌ বাণং সুবাহমদহৎ কৃপাৎ ।  
 অপরে লক্ষ্মণেনোক্ত হতান্তদহুয়ামিনঃ । ৮  
 পুষ্পোদৈথরাকিরন্ দেবা রাবৎ সহলক্ষণম্ ।  
 দেবদ্রুভরো নেহুস্তষ্ট বৃঃ সিদ্ধচারণাঃ । ৯  
 বিশ্বামিত্রস্ত সংপূজ্য পূজাহং রঘুনন্দনম্ ।  
 অক্কে নিবেশা চালিন্য ভক্ত্যা বাস্পাকুলেশ্বরঃ । ১০  
 ভোজয়িত্বা সহ ভ্রাতা রামং পক্কলগ্নিভিঃ ।  
 পুরাণবাকৌশিকিবিদেহ নির্নায় দিবসজয়ম্ । ১১  
 চতুর্ধেহহনি সস্ত্যাপ্তে কৌশিকৌ রামমবধীৎ ।  
 রাম রাম মহাবল্লভং উষ্টু মিচ্ছামহে বয়ম্ । ১২  
 বিদেহরাজনধরে জনকস্ত মহাধনঃ ।  
 ভক্ত মহেধরং চাপমস্তি স্তস্তং পিনাকিনা ।  
 ত্রক্ষ্যসি ত্বং মহাসংঘং পূজ্যসে জনকেন চ । ১৩  
 ইত্যুক্ত্য মুনিভিত্তাত্যাং যযৌ পদাস্তরীপনম্ ।  
 গৌতমস্যাপ্রমৎ পৃথ্যঃ বত্রাহন্যা শিলায়ী । ১৪  
 দিব্যপুষ্পকলোপেতপাশৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ।

শুগপক্ষিপথৈর্হীনং নানাঙ্গত্ববিবর্জিতম্ । ১৫  
 বৃষ্টৌবাচ মুনিঃ শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 কস্যৈতদ্যাত্ৰযপদং তপত্যাং সুধনং মতং । ১৬  
 পত্র পুষ্পলৈবধ্বংসং স্কৃত্তিঃ পরিবর্জিতম্ ।  
 আল্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ক্রহি তব্বতঃ ১৭  
 বিধামিত্র উবাচ ।  
 শুম্ রাম পুরাতনং পৌতমো লোকবিশ্রুতঃ ।  
 পূর্বধর্মভূতাং শ্রেষ্ঠতপসাদারবন্ হরিম্ । ১৮  
 তসৈ ব্রহ্মা দদৌ কস্তামহল্যাং লোকসুন্দরীম্ ।  
 ব্রহ্মচর্যেণ সঙ্কটঃ স্ত্রীক্ৰমবধপারায়ণীম্ ১৯  
 তয়া সাক্ষিমহাবাসীপৌতমতপতাং বরঃ ।  
 শক্রস্ত তং ধর্ময়িতুমস্তরং প্রেপু রবহম্ । ২০  
 কদাচিন্মুনিবেশেন নির্গতে পৌতমে গৃহীৎ ।  
 ত্যাং ধর্ময়িত্বা নিরশাং ত্বরিতং মুনিরপ্যস্যাৎ । ২১  
 বৃষ্টৌ বাস্তং সক্রপেণ মুনিঃ পরমকোপনঃ ।  
 পশ্চৎ কস্তং বৃষ্টীশ্চন্ মম রূপধরোহধমঃ ২২  
 সত্যং ক্রহি নচেদভয় করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।  
 সৌহবরবীন্দেবরাজোহংপিহি মাংকামকিঞ্চনম্ ২৩  
 কৃতং ক্ষুণ্ডপিতং কর্ম ময়া কুংসিতচেতসা ।  
 পৌতমঃ ক্রোধতাম্রাধঃ শশাপ দিবিজ্ঞাধিপম্ । ২৪  
 যৌনিলম্পট হৃষ্টীশ্চন্ সঙ্গশ্রভগবান্ ভব ।  
 শশৌ তং দেবরাজানং প্রবিশ্য স্বাশ্রমং ক্রতম্ ২৫  
 বৃষ্টৌহল্যাং বেপমানাংপ্রাঞ্জলিংপৌতমোহব্রবীৎ ।  
 চেষ্টে ত্বং তিষ্ঠে হুর্নং শিলায়াম্ভ্রমে মম ২৬  
 নিরাহারো দিব্যরাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ২৭  
 আতপানিলবর্ধাদিসহিষ্ণুঃ পরমধরম্ ।  
 ধ্যায়ন্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্ ২৮  
 নানাঙ্গত্ববিন্যোহরমাপ্রমো মে ভবিষ্যতি ২৯  
 এবং বর্ধসহশ্রেণু স্বনেকেষু গতেষু চ । ৩০  
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সাহুজঃ । ৩১  
 বদ্য তদাপ্রমশিনাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি ।  
 শুভৈব ধৃতপাশা স্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ৩২  
 পরিক্রমা নমস্কৃত্য স্তম্বা শাপারিমোক্ষ্যসে ।  
 পূর্ববয়ম স্ত্রীক্ৰমাং করিষ্যামি বধাসুধম্ ৩৩  
 ইত্যুক্ত্য পৌতমঃ প্রোগাঙ্কিমবস্তং নগোত্তম্ ।  
 ভদ্রাদ্যহল্যা ভূতানামনুষ্ঠা স্বাশ্রমে শুভে ৩৪  
 শুভ পাদরজঃশর্শং কাক্ষস্তু পাপনাশনম্ ।  
 আন্তেহদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো হৃদরমাস্থিতা ৩৫  
 পাবরব মূনেভাধ্যামহল্যাং স্ত্রীক্ৰমঃ স্ত্রীতাম্ ৩৬  
 ইত্যুক্ত্য রাবণং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্কবঃ ।  
 শর্শরানাস চাহল্যামুগ্ৰেণ তপসা স্থিতাং ৩৭  
 রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্টৌ তাকাপশ্যং তপোধনাম্ ।  
 নবম রাবণবোহল্যাং রামোহহমিতি চাব্রবীৎ ৩৮

ততো বৃষ্টী রঘুশ্রেষ্ঠং পীডকৌবেয়বচসম্ ।  
 ধনুর্কাপধরং রামং লক্ষ্মণেন সমধিভম্ । ৩৮  
 স্মিতবক্রং পদ্মনেত্রং শ্রীমংসাক্ষিতবক্রসম্ ।  
 নীলমাধিক্যসম্ভাষণং দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ৩৯  
 বৃষ্টৌ রামং রমানাথং হর্ষবিধুরিতেকথা ।  
 পৌতমস্ত বচঃ শ্রুত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরম্ ৪০  
 সংপূজ্য বিধিবক্রামমর্ঘ্যাদিভিরনিন্দিতা ।  
 হর্ষাক্রমশনেত্রোক্তা দণ্ডবৎ প্রথিপত্য সা ৪১  
 উখায় চ পুনর্দৃষ্টৌ রামং রাজীবলোচনম্ ।  
 পুলকাক্ষিতসর্কাক্ষা শিরা গদগদযেয়েয়ং ৪২

অহল্যোবাচ ।

অহো কৃতার্থান্নি জগদ্বিবাস তে  
 পাদাঙ্গসংলক্ষরজঃকথানহম্ ।  
 স্মৃশামি যৎ পদ্মজম্বরাদিভি-  
 বিমৃগ্যতে রক্ষিতমানসৈঃ সনা ৪৩  
 অহো বিচিত্রং তবু রাম চেষ্টিতং  
 মনুভাবাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ ।  
 চলন্তজগৎ চরণাদিবর্জিতঃ  
 সম্পূর্ণ আনন্দমদ্রোহতিমায়িকঃ ৪৪  
 যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা  
 ভাগীরথী ভববিরিকিমুখান্ পুনাতি ।  
 সাক্ষাৎ স এব মম দুঃখিয়ৌ বদান্তে  
 কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ৪৫  
 মর্ত্য্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং  
 রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।  
 ধনুধরং পদ্মবিশাললোচনং  
 ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ৪৬  
 যৎপাদপঙ্কজরজঃ স্পৃতিভিবিমৃগ্যং  
 যন্নাত্তিপঙ্কজভবঃ কমলাগনন্ট ।  
 যন্নাসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-  
 স্ত্বং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ৪৭  
 বশ্যবতারচরিতানি বিরিকিলোকে  
 গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ ।  
 আনন্দজাক্ষপরিষিক্তকূট্রাসীমা  
 বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রেপদ্যে ৪৮  
 সৌহয়ং পরাস্মা পূকুবঃ পুরাণ  
 এষঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত জ্ঞান্যঃ ।  
 স্নাত্যহং লোকবিমোহিনীং বো  
 ধন্তে পরাসুগ্রহে এষ রামঃ ৪৯  
 অয়ং হি বিশ্বোত্তবসংবমানা-  
 মেকঃ স্মারাগুণধর্মিস্থিতো যঃ ।  
 বিরিকিবিকীরনামভেদান্  
 ধন্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ৫০

নমোহস্ত তে রাম তবাস্মি পঞ্চমঃ  
শ্রিয়া বৃত্তং বক্ষসি লালিতং শ্রিয়াং ।

আক্রান্তমেকেন জগজ্জয়ং পুরা

• ধোয়ং সুনীতৈরতিমানবর্জিতৈঃ । ৫১

জগতামাদিত্তত্ত্বং জগৎ বৎ জগদাশ্রয়ঃ ।

সর্বভূতৈষসংস্কৃত একো ভাতি ভবান পরঃ । ৫২

• ওঁ কারবাচ্যস্তং রাম বাচাস্বিধয়ঃ পুরান ।

বাচ্যবাচকভেদেন তবানেব জগন্ময়ঃ । ৫৩

কার্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ ।

একো বিভাসি রাম ত্বং মায়ায় বহুরূপয়া । ৫৪

কৃম্যামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

মাৎসং ত্ভাতিমন্যস্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ । ৫৫

আকাশবৎ ত্বং সর্বত্র বহিরন্তগতোহমলঃ ।

অসঙ্গে হ্যচলোনিত্যঃশুভ্রো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ । ৫৬

যোষিমুঢ়াহমজা তে তবুং জানে কথং বিভো ।

তন্মাতং তে শতশো রাম নমস্কৃত্যামন্যধীঃ । ৫৭

দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়্যাপি সর্বদা ।

ত্বংপাদকমলে সঙ্গা ভক্তিরেব সদাস্ত মে । ৫৮

নমস্তে পুরুষাধিক্য নমস্তে ভক্তবৎসল ।

নমস্তেহস্ত হৃদীকেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ৫৯

ভবভয়হরমেকং ভানুকোটীপ্রকাশং

করধৃতশরচাপং কালমেঘাবভাসম্ ।

কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাচ্যং

কমলবিশদনৈত্রং সানুজং রামনীড়ে ॥ ৬০

• শুভৈবং পুরুষং সাকাদ্ভাষবৎ পুরতঃ স্থিতম্ ।

পরিজ্ঞেয়া ঞ্জণম্যান্ত সাহস্জাতা যথৌ পতিম্ । ৬১

অহল্যয়া কৃতং শ্বেত্রাং যং পঠেভক্তিসংযুতঃ ।

স মুচ্যতেহৃষিলাৈঃ পাঠৈঃ পরং ব্রহ্মাধিপচ্ছতি ॥ ৬২

পুত্রাদ্যর্থে পঠেভক্তয়া রামং জদি নিধায় চ ।

সংবৎসরেণ লভতে বক্ষ্যাম্যপি পুত্রকম্ । ৬৩

সর্বান কামানবাশ্নোতি রামচন্দ্রপ্রশাসতঃ । ৬৪

ব্রহ্মহো গুরুভক্তগোহপি পুরুষঃ

ত্বেয়ৌ হুরাপোহপি বা

মাড়ভ্রাতৃবিহিংসকোহপি সততং

• তোশৈকবদ্ধাত্ত্বতঃ ।

নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন রঘুপতিং

ভক্ত্যা হৃদিষংস্বরন

ধ্যয়ন বুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ

স্বাচারবুদ্ধো নয়ঃ । ৬৫

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

যতৌহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিধামিত্রোহপি তং প্রাহ রাষবং সহলক্ষণম্ ।

গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপাশিতা ॥ ১

দৃষ্ট্য ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং পত্তমহদি ।

ইত্যুকা শ্রবণৌ গঙ্গামুক্তর্তং সহরাষবঃ ॥ ২

তস্মিন কালে নারিকেন নিবিহ্নো রঘুনন্দনঃ ॥ ৩

নাবিক উবাচ ।

শালয়ামি তব পাদপঙ্কজং

নাথ দারুদ্রযদৌ ক্রিয়ন্তবম্ ।

• মামুদ্রীকক্ষণচূর্ণমস্তি তে

পাদয়োৱিতি কথা শ্রবীয়সী ॥ ৪

পাদাষুজং তে বিমলং হি কৃত্বা

পশ্চাৎ পূর্ণং তীরমহং নয়ামি ।

নোচেৎ তরিং সদৃশবতী মলেন

জ্ঞাচ্ছেদিতো বিদ্ব কুটুম্বহানিঃ ।

ইত্যুক্ত্য শ্মালিতৌ পাদৌ পরং তীরং ততোপতাঃ

কৌশিকো রঘুনাথেন সহিত্য মিথিলাং যথৌ

বিদেহস্য পূর্বং প্রাতঃশিৱাজঃ সমাবিশং ॥ ৬

প্রাপ্তং কৌশিকমাকর্ণ্য জনকোহপি মুদায়িতঃ ॥ ৬

পূজাদ্রব্যাপি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাবযৌ ।

দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৭

পশ্চাৎ রাষবৌ দৃষ্ট্য সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ ।

দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্কাস্ত্রক্ষুর্ঘ্যাবিবাপরৌ ॥ ৮

কটম্যেতৌ নরশাঙ্গৌ পুত্রৌ দেবহৃতোপমৌ ।

মনঃপ্রীতিকরৌ মেহদ্যা নরনারায়ণাবিব ॥ ৯

প্রভ্রাবাচ মুনিঃ প্রীতো হর্ষয়ন জনকং তদা ।

পুত্রৌ দশরথটম্যেতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষণৌ ॥ ১০

মথসংরক্ষণার্থায় ময়ানীতৌ পিতৃঃ পুরাং ।

আগচ্ছন রাষণৌ মার্গে তাড়কা বিধ্বঘাতিনীম্ ॥ ১১

শরেনৈকেন হতবাংশ্চোদিতৌহমিতবিক্রমঃ ।

ততো মমাপ্রমং গদ্য মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ১২

স্ববাহুপ্রযুথান্ হস্তা মারীচং সাগরেহক্ষিপৎ ।

ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে পৌতনস্যাপ্রমে শুভে ॥ ১৩

গদ্য তত্র শিলাৱূপা পৌতনস্ত বধুঃ স্থিতা ।

পাদপঙ্কজসংস্পর্শাৎ কৃত্য মাহুধরুপিনী ॥ ১৪

দৃষ্ট্য হিহল্যাং নমস্তুভ্য তয়া সন্ধ্যক্ ঞ্জপুঞ্জিতঃ ।

ইদানীং দ্রষ্ট কামন্তে গৃহে মাহেধরং ধনুঃ ॥ ১৫

পুঞ্জিতং রাজভিঃ সর্কৈর্দৃষ্টমিত্যুতুস্কবঃ ॥ ১৬

অতো দর্শয় রাজেন্ন শৈবং চাপমহত্তমম্ ।

দৃষ্ট্যযোধ্যাং জিগমিযুঃ পিতরং দ্রষ্ট মিত্তি ॥ ১৭

ইত্যুক্তো মুনির্না রাক্ষা পূজার্হাবিতি পূজয়া ।

পূজয়ামাস ধর্মজ্ঞো বিধিযুতেন কর্মণা । ১৮  
 ততঃ সংশ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণঃ বুদ্ধিমত্তরথ ।  
 নীচ্রমানয় বিবেশচাপৎ রামায় দর্শয় । ১৯  
 ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমন্ত্রবীৎ ।  
 যদি রামো ধনুধ্বংস্বা কোট্যামারোপয়েৎ গুণম্ । ২০  
 তদা ময়াস্রজা সীতা দৌরভেত্ত রাধবায় হি ।  
 তথেন্তি কৌশিকঃ প্রোহ রামমুদ্বীক্য সম্মিতম্ । ২১  
 সীত্রং দর্শয় চাপাগ্রং রামায়ামিততেজসে ।  
 ধনুঃ বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকাঃ ।  
 সীত্রং গৃহীত্বা বলিনঃ পরমাহস্রসম্মাযকাঃ । ২২  
 কোট্যশতসমায়ুজ্যৎ কর্ণপত্রৈঃ বিভূষিতম্ ।  
 দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদ্যাং শরঃ । ২৩  
 কুট্ট । রামঃ প্রোহটীক্সা মন্ত্রা পরিকরং হৃচম্ ।  
 গৃহীত্বা বামহস্তেন সীতায় তোলয়ন্ ধনুঃ ।  
 আরোপয়ামাস গুণং পশ্চৎ সখিলরাজহুঃ । ২৪  
 সীতাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সহ ।  
 বতজ্জাধিলজৎসারো দিশঃ শব্দেন পুরয়ন্ । ২৫  
 দিশঃ চ বিদিশশ্চৈব সর্গং মর্ত্যং রসাতলম্ ।  
 তদনুতমভূৎ তত্র দেবানাং দিবি পশ্চতাম্ । ২৬  
 অক্ষাদয়ন্তঃ কুম্ভৈর্মেদে বাঃ স্ততিভিরাড়িরে ।  
 দেবদন্দুভয়ো মেহূর্ননুতুংসাপরোগণাঃ । ২৭  
 দিধা তথং ধনুধ্বংস্বা । রাজালিঙ্গ্য রঘুধ্বম্ ।  
 বিদ্বয়ং লেভিরে সীতামাতরোহস্তঃ পুরাজিরে । ২৮  
 সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ।  
 স্মিতবক্রু । স্বর্ণবর্ষা সর্কাতরপভূষিতা । ২৯  
 মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ রুণকলিতনুপূরা ।  
 হৃকুলপরিসংবীতা বস্ত্রাভব্যঞ্জিতভঙ্গনী । ৩০  
 রামস্তোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং বর্ষো ।  
 ততো মুমুদিরে সর্কে রাজদারঃ সলকৃত্যঃ । ৩১  
 গবাক্জালরন্ধ্রে ভোয়া হৃষ্ট । লোকবিমোহনম্ ।  
 ততোহব্রবীমুনিং রাজা সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ । ৩২  
 ভোঃ কৌশিক মুনিশ্রেষ্ঠ পত্রং প্রেষয় সত্তরম্ ।  
 রাজা দশরথঃ নীচ্রমাগচ্ছত্ব সপুত্রকঃ ।  
 বিবাহার্থং কুমারপাৎ সদায়ঃ সহ মন্ত্রিভিঃ । ৩৩  
 তথেন্তি প্রেষয়ামাস দূতাঃ স্বরিতভিক্রমানু ।  
 তে গতা নরশর্ক লং রামশ্রেয়ো ভবেদয়ন্ । ৩৪  
 শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্ততঃ ।  
 মিথিলাগমনার্থায় স্বরয়ামাস মন্ত্রিণম্ । ৩৫  
 গচ্ছত্ব মিথিলাং সর্কে গজাবরথপত্তরঃ ।  
 রথমানয় মে নীচ্রং পঙ্কাম্যেচ্যেব মাচিরং ॥ ৩৬  
 বসিষ্ঠজ্ঞপ্রতো বাতু সদায়ঃ সহিতোহগ্নিভিঃ ।  
 রামবাতুঃ সমাচার মুনিশে ভগবানু শুকঃ । ৩৭  
 এবং প্রোহপ্য সর্কলং রাজবিবিপুং রথম্ ।

মহত্যা সেনয়া সার্কমারক্ছ ভরিতো বযৌ । ৩৮  
 আগতং রাধবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাহুলঃ ।  
 প্রোহুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা । ৩৯  
 যথোকপূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সংকৃতম্ । ৪০  
 রামক্ লক্ষ্মণেনাশু ববলে চরণৌ পিতুঃ ।  
 ততো হ্রষ্টৌ দশরথো রামং বচনমতবীৎ । ৪১  
 দিষ্টা পশ্চামি তে রাম মুখং কুলাম্বুজোপমম্ ।  
 মনোরমগ্রহাৎ সর্কং সম্পরং মম শোভনম্ । ৪২  
 ইত্য়াক্সা জায় মুক্চানমাগিষ্য চ পুনঃ পুনঃ ।  
 হর্ষেণ মহতাবিষ্টৌ ব্রহ্মানন্দং গতো যথা । ৪৩  
 ততো জনকরাজেন মদিরে সংনিবেশিতঃ ।  
 শোভনে সর্কভোগাটো সদায়ঃ সহস্রং সখী । ৪৪  
 ততঃ শুভে দিনে লগে হুমুহূর্ভে রযুত্তমম্ ।  
 আনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সত্রাতুপিতৃকং তথা । ৪৫  
 রযুত্তন্তে সুবিস্তারে সুবিতানে সুতোরণে ।  
 মণ্ডপে সর্কশোভাতো মুক্তাপুষ্কলায়িতৈঃ । ৪৬  
 বেদবিভিঃ স্রসংবাধে ব্রীক্ষণৈঃ সর্গভূষণৈঃ ।  
 সুবাসিনীভিঃ পরিতো নিককজীভিরাবুতৈঃ । ৪৭  
 ভেরীদ্রুম্ভিনির্ধোষে সূতগীতসমাহুলে ।  
 দিব্যরত্নাঙ্কিতে কর্ণপীঠে রামং ভবেশয়ং । ৪৮  
 বসিষ্ঠং কৌশিককৈব শতানন্দঃ পুরোহিতুঃ ।  
 যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্যোভয়পার্ষয়েঃ । ৪৯  
 স্থাপয়িত্বা স তত্রায়িৎ আশয়িত্বা যথাবিধি ।  
 সীতামানীয় শোভাঢ্যং নামারয়বিভূষিতাম্ । ৫০  
 সভাধ্যো জনকঃ প্রায়দ্ররামং রাজীবলোচনম্ ।  
 পার্শ্বো প্রোহলায় বিধিবৎ তদপো মুক্চাধারয়ং ।  
 বা ধৃত্য মুক্চি শর্কণে ব্রহ্মণা মুনিভিত্ত সদা । ৫১  
 ততঃ সীতাং করে ধৃত্য সাক্ষতোদগপর্ককম্ ।  
 রামায় প্রদর্শো প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ ॥ ৫২  
 সীতা কমলপত্রাঙ্গী স্বর্ণমুক্তাদিভূষিতা ।  
 দীযতে মে সুতা তুভ্যং প্রীতো ভব রযুত্তম । ৫৩  
 ইতি প্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেৎপর্ণয়ন্ ।  
 মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীত্রাক্সিরিব বিকবে । ৫৪  
 উর্শ্বিলাক্খোরসীং কত্যাং লক্ষ্মণায় তদা দর্শো । ৫৫  
 তথৈব প্রতুতকীর্তিক্ মা গুবীং ভাতকন্তকে ।  
 ভরভায় দদাবেকাত শক্জ্জায়াপারং দর্শো ॥ ৫৬  
 চত্বারো দারসম্পন্ন্য ভ্রাতরঃ শুভলক্ষণাঃ ।  
 বিরজুঃ প্রভয়া সর্কে লোকপালা ইষাপরে । ৫৭  
 ততোহব্রবীহসিষ্ঠায় বিখামিত্রায় যৈধিলঃ ।  
 স্বহৃত্যয়া যথোদন্তং নারদেনাভিত্তায়িতম্ । ৫৮  
 বজ্জভূমিবিভূষ্যর্থং কৃযতো লাক্ষ্মণেন য়ে ।  
 সীতামুখাং সমুৎপন্ন্য কষ্টকা শুভলক্ষণা । ৫৯  
 তামজ্জাম্বয়ং প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভূষিতাম্ ।

অর্পিতা ত্রিয়ভাৰ্য্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিষ্ঠাননাম্ । ৬০  
 একথা নারদোহ্যপ্যাপাদ্ বিবিক্কে ময়ি সংস্থিতে ।  
 রথবন্দু মহতীঃ বীণাঃ গায়ন নারায়ণং বিভুস্ ॥ ৬১  
 পুঞ্জিতঃ সূৰ্য্যমাসীনো মামুবাচ মুদাম্বিতঃ ॥ ৬২  
 পুণ্ড্র বচনং শুক্লং তবাক্যদয়কারণম্ ।  
 পরমাস্মা কবীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যস্মা ॥ ৬৩  
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থঃ শ্রাবণস্ত নথায় চ ।  
 জ্ঞাতো হ্যাম ইতি ধ্যাতে স্মার্য্যামানুস্মরুণ্ডম্ ।  
 স্মান্তে দাশরথিভূত্বা চতুর্কা পরমেশ্বরঃ ॥ ৬৪  
 যোগমার্য্যপি সীতেতি জ্ঞাতো নৈ তব বেষ্মনি ।  
 অতস্তৎ শ্রাবণবৈব দেহি সীতাং শ্রবস্ততঃ ॥ ৬৫  
 নাস্ত্রেভ্যঃ পূৰ্ণভাৰ্য্যোযা রামস্ত পরমাস্মনঃ ।  
 ইত্যুক্তঃ শ্রবণো দেবগতিং দেবমুনিস্তদা ॥ ৬৬  
 তদ্বারভা ময়া সীতা বিকোলার্দ্ধনীতি ভাব্যতে ॥ ৬৭  
 কথং ময়া শ্রাবায় জ্ঞানকী দীপ্যতে শুভা ।  
 ইতিচিন্ত্যসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্ ॥ ৬৮  
 সংপিতামহগেহে তু স্তাস্ৰীতমিদং ধনুঃ ।  
 ঐশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদ্বাহাদনস্তরম্ ॥ ৬৯  
 ধনুরেতৎ পণং কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথা কৃতম্ ।  
 সীতাপাণিগ্রহার্থায় সৰ্বেষাং মাননামনম্ ॥ ৭০  
 স্ত্বংপ্রসাদানুনিশ্চেষ্টে রামো রাজীবলোচনঃ ।  
 আনতোহত্র ধনুর্গ্ৰেইং কলিতো মে মনোরথঃ ॥ ৭১  
 অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ ।  
 একাসিনস্থং পশ্চামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৭২  
 স্ত্বংপাদাধুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্ৰবর্তকঃ ।  
 বলিস্ত্বংপাদসলিলং ধৃত্বাভূদিতিক্কাধিপঃ ॥ ৭৩  
 স্ত্বংপাদপাংসুসংস্পর্শাদহল্যা ভৰ্ভূশাপতঃ ।  
 সদ্য এব বিনিমুক্তা কোহস্তস্তোহধিরক্ষিতা ॥ ৭৪  
 যৎপাদপঙ্কজপরাশরুপাগধোগি-  
 রুদৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ ।  
 যস্মাকীর্জনপরাশ্রিততঃখশোকা  
 দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপদ্যে ॥ ৭৫  
 ইতি স্ত্বতা নৃপঃ প্রীদাদ্শ্রাবায় মহাস্মানে ।  
 বীনাগাণাং কোটিশতং রথানাময়ুতং তথা ॥ ৭৬  
 অসানং নিমুতং প্রীদাদ্গজানং যটশতং তথা ॥  
 পশুনানং লক্ষমেকক দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥ ৭৭  
 দিব্যাস্তরাণি হারাংসু মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলান্ ।  
 সীতারৈ জনকঃ প্রীদাৎ প্রীত্যা হুহিতবৎসলঃ ॥ ৭৮  
 বসিষ্ঠাদীনু সূসংপূজ্য ভরতং লক্ষণং তথা ॥  
 পূজয়িত্বা যথাস্তায়ং তথা দশরথং নৃপম্ ॥ ৭৯  
 শ্রবাপরমাস নৃপো রাজানং রমুসস্তমম্ ।  
 সীতামালিক্য রুদতীং সাতরং সাক্ষীগোচনাঃ ॥ ৮০  
 অক্রবন্ পদসদং ধীরা বৃজস্ত্যো হহিতুসু ধম্ ॥

বশস্ত্রব্রবণরতা নিত্যং রামমুভূততা ।  
 পাতিব্রতামুপালন্য তিষ্ঠ বৎসে যথাযুধম্ ॥ ৮১  
 শ্রবণকালে রঘুনন্দনস্ত  
 ভেরীমুদকানকতুৰ্য্যযোষঃ ।  
 কৰ্কাসিভেরীধনতুৰ্য্যশকৈঃ  
 সংমুঞ্জিতো কৃতন্তরকরোহস্ত্বং ॥ ৮২  
 ইতি বচোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অধ গচ্ছতি শ্রীরামে নৈমিলাদুবোজনস্তরম্ ।  
 নিমিত্তান্ত্রিধৈর্দেবীনাং দর্শন নৃপসস্তমঃ ॥ ১  
 নত্বা বসিষ্ঠং পশ্চচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্কব ।  
 নিমিত্তানীহ দৃষ্টান্তে বিষমাণি সমস্ততঃ ॥ ২  
 বসিষ্ঠস্তমধ প্রাহ ভয়মাগামি সূচাতে ।  
 পুনরপ্যভয়ং তেহৎ শীত্নমেব ভবিষ্যতি ।  
 যুগাঃ প্রাদক্ষিণং যান্তি হুবশ্চাং শুভসূচকাঃ ॥ ৩  
 ইত্যেবং বদতস্ত্বং ববৌ ষোরতরোহনিলঃ ।  
 মুক্লংস্কৃৎখি সৰ্বেষাং পাংসুসৃষ্টিভিরক্ষয়ন্ ॥ ৪  
 ততো দদৃশে ভগবান্ জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।  
 নীলমেঘানভপ্রাংসুজটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ৫  
 ধনুঃপন্নপাণিচ সাক্ষাংকাল ইবাস্তকঃ ।  
 কার্ভবীধ্যাকৌ রামো দৃষ্টকৃত্রিয়মর্দনঃ ।  
 প্রীপ্তো দশরথস্ত্যাগ্রে কালমুহুরিবাপরঃ ॥ ৬  
 তৎ দৃষ্ট্বা ভয়সংক্রান্তো রাজা দশরথস্তদা ।  
 অর্থাপিপূজাং বিস্মৃত্য ত্রাহি ত্রাহীতি চাত্রবীৎ ॥ ৭  
 দণ্ডবৎ শ্রীপিত্যাহ পুত্রপ্রাণান্ শ্রবচ্ছ মে ॥ ৮  
 ইতি ক্রবাণং রাজানমনাদৃত্য রমুস্তমম্ ।  
 উবাচ নিষ্ঠ রং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেস্ত্রিয়ঃ ॥ ৯  
 ত্বং রাম ইতি নাম্য মে চরসি ক্ষত্রিরাধম ।  
 হস্তমুজং শ্রবচ্ছান্তি যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োহসি বৈ ॥ ১০  
 পুরাণং জঙ্করং চাপং ভঙক্তা হং কথসে যুবা ।  
 ইদন্ত বৈকবে চাপে অরোপয়সি চেদুগ্ধম্ ॥ ১১  
 তদা মুছং স্ময়া সর্দিং করোমি রঘুবংশজ ।  
 নোচেৎসর্কানুহনিষ্যামিক্ষত্রিয়ান্ত করোহন্যাহমু ১২  
 ইতি ক্রবতি বৈ তস্মিৎচচাল বহুধা ভূশম্ ।  
 অক্ষকারো বভূবাহ সৰ্বেষামপি চক্ষুসাম্ ॥ ১৩  
 রামো দাশরথিবীরো বীক্য তৎ ভার্গবং কৃষা ।  
 ধনুরাচিত্য তক্ষুদারোপ্য গুণমঙ্গস্মা ॥ ১৪  
 ত্বনীরাধাপাদায় সক্ষারাকৃষ্য বীৰ্যবান্ ।  
 উবাচ ভার্গবং রামং ব্রহ্মণ শূণু বচো মম ॥ ১৫  
 লক্ষ্যং দর্শয় বাণস্ত হ্যমোযো রামশায়কঃ ।  
 শোকানু পদযুগং বাপি বদ শীত্নং মহাজ্ঞয়া ॥ ১৬

এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ ।  
 সংস্রবন্ পূৰ্ণবৃত্তান্তমিৎসং বচনমব্রবীৎ । ১৭  
 রাম রাম মহাবাহো জানে হাং পরমেশ্বরম্ ।  
 পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসংলয়োক্তবন্ম্ । ১৮  
 বালোহহং তপসা বিষ্ণুমার্যধিরুতঙ্গসাম্ ।  
 চক্রতীর্থং শুভংগত্বা তপসা বিষ্ণুমবহম্ । ১৯  
 অতোধরং মহাস্থানং নারায়ণমনস্তথাঃ ।  
 ততঃ পুণ্ড্রকৌশ্লেবেশঃ শঙ্খচক্রপাদধরঃ ।  
 উবাচ-মাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপদজঃ । ২০  
 শ্রীতপবালুবাচ ।  
 উচ্চৈঃ তপসো ব্রহ্মণ কপিভ্যং কুতপো মহৎ । ২১  
 মচ্ছিদংশেন যুক্তভুং জহি হৈহিরুদ্রবন্ম্ ।  
 কার্ত্তবীৰ্য্যং পিতৃহণং বদধ্বং তপসং শ্রমঃ । ২২  
 ততঃসিঃসপ্তকৃতভুং হত্বা ক্ষতিয়মশুনম্ ।  
 কুংস্রাং ভূমিং কশ্যপায় দত্তা শান্তিমুপাবহ । ২৩  
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূত্বা রামোহহমবযায়ঃ ।  
 উৎপৎসন্তে পরায় শক্ত্যা তদা ভক্ষ্যসি মাং পুনঃ । ২৪  
 মতেজঃ পুনরাদান্তে তয়ি দন্তং ময়া পুরা ।  
 তদা তপশ্চরন্ লোকৈ তিষ্ঠে ত্বং ব্রহ্মণো দিনম্ । ২৫  
 ইত্যাঙ্কান্তদধে দেবস্তথা সৰ্ব্বং কৃতং ময়া ।  
 স এব বিষ্ণুস্ত্বং রাম জাতোহসি ব্রহ্মণঃপৃথিতঃ । ২৬  
 যয়ি স্থিতস্ত স্বরোজস্বইযেব পুনরাস্তমম্ ।  
 অন্য মে সুকলং জয় প্রতীতোহসি মম প্রভো । ২৭  
 ব্রহ্মাদিত্তিরনভাভুং প্রকৃতেঃ পারগো মতঃ ।  
 'য়ি জন্মাদিবড়্ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ । ২৮  
 নিৰ্ব্বিকারোহসি পূৰ্ব্বং গমনাদিবিবৰ্জিতঃ ।  
 যথা জলে কেনজালং ধুমো বহৌ তথা স্ময়ি । ২৯  
 ঙ্গনাধারা ত্বদ্বিষয়া মারা কার্য্যং স্বজত্যহো ।  
 বাবদ্যায়াবৃত্তা লোকান্তাবৎ স্থাং ন বিজ্ঞানতে ।  
 অবিচারিতসিদ্ধৈষাবিদ্যা বিদ্যাবিরোধিনী । ৩০  
 অবিদ্যাকৃতদেহাদিসম্মাতে প্রতিবিশ্চিতা ।  
 চিচ্ছক্তি জীবলোকেশমিন্ জীবইত্যভিধীয়তে ৩০  
 বাবদেহমনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিচ্ছভিমানবান্ ।  
 তাবৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বস্বধঃপাদিত্যগ্ভবেৎ । ৩১  
 আত্মনঃ সংস্কৃতিনাশি বুদ্ধেজ্ঞানং ন জাতিতি ।  
 অবিবেকাদ্ভয়ং যুক্ত্ । সংসারীতি প্রবর্ত্ততে । ৩২  
 জড়স্ত চিৎসমাবোগাক্তিঃ স্বভূয়াক্তিতেন্তথা ।  
 জড়সদ্বাক্জড়ত্বং হি জলাগ্যোর্মেলনং যথা । ৩৩  
 বাবৎ ত্বংপাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং ন বিদতি ।  
 তাবৎ সংসারদুঃখৌষায় নিবৰ্ত্তেন্নরঃ সদা । ৩৪  
 সংসঙ্গলক্ষ্যা ভক্ত্যা যথা হাং সমুপাসতে ।  
 তদা ময়া নষ্টৈর্বাতি হ্রাসেবং প্রতিপদ্যতে । ৩৫  
 ততঃস্বজ্ঞানসম্পন্নঃ সদুপক্ৰেমে লভ্যতে ।

বাক্যজ্ঞানং গুরোলঙ্কা । ত্বংপ্রসাদাধমুচ্যতে । ৩৬  
 তস্মাৎ তদভক্তিহীনানাং করকোটিপঠৈরপি ।  
 ন মুক্তিশক্তি বিজ্ঞানশক্তা নৈব সুখং তথা । ৩৭  
 অতস্বংপাদযুগলে ভক্তির্মে জয়জয়নি ।  
 স্থাৎ স্বভক্তিমনতাংসঙ্গোহবিদ্যাযাভ্যাংবিনস্ততি  
 লোকে স্বভক্তিনিরতাস্বকর্মাণ্ডতবর্ষিণঃ ।  
 পুনস্তি লোকমধিলং কিং পুনঃ স্কুলোত্তবান্ । ৩৯  
 নমোহস্ত জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন ।  
 নমঃ কারুণিকানস্ত রামচন্দ্র নমোহস্ত তে । ৪০  
 দেব বদৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিঞ্জীষয়া ।  
 তৎসৰ্ব্বং তব পাণায় ভূয়াজাম নমোহস্ত তে । ৪১  
 ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ ।  
 প্রসন্নোহপি তন ব্রহ্মন্ম্ যং তে মনসি বর্ত্ততে । ৪২  
 দ্বাশ্চে তদধিলং কামং মা বক্রুষাত সংশয়ম্ ।  
 ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ । ৪৩  
 যদি মেহুগ্ৰহো রাম তবান্তি মধুহৃদন ।  
 ত্বস্তস্বসঙ্গুৎপাদে দৃঢ়া ভক্তিঃ সদাস্ত মে । ৪৪  
 স্তোত্রমেতৎ পরৈদৃশ্যস্ত ভক্তিহীনোহপি সর্ষদা ।  
 হৃদভক্তিস্ত্বং বিজ্ঞানং ভূয়াদস্তে স্বতিস্তব । ৪৫  
 তপেতি রাধেবোক্তঃ পরিক্রমা প্রণম্য তম্ ।  
 পূজিতস্বদনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রাচলমধবাৎ । ৪৬  
 রাজা দশরথো জ্ঞষ্টো রামং সূতমিবাগতম্ ।  
 আলিঙ্গ্যালিন্দ্র্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎপজ্জৎ । ৪৭  
 ততঃ প্রীতেন মনসা স্মৃশ্চিন্তঃ পুরঃ যথৌ । ৪৮  
 রামলক্ষ্মণকৃত্যভরতা দেবসম্মিতাঃ ।  
 স্যাৎ স্যাঃ ভাৰ্য্যানুপাদায় রেমিরে স্বধমন্দিরে । ৪৯  
 মাতাপিতৃভ্যাং সংজ্ঞষ্টো রামঃ সীতাসমম্বিতঃ ।  
 রেমে বৈকুণ্ঠবনে জিহ্রা সহ যথা হরিঃ । ৫০  
 যুধাঙ্কিন্নাম কৈকেয়ীশ্রাতা ভরতমাতুলঃ  
 ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ । ৫১  
 প্রেযয়ামাস ভরতং রাজা সৌমসম্বিতঃ ।  
 শক্রয়কপি সংপূজ্য যুধাঙ্কিন্দ্রিয়নিমঃ । ৫২  
 কৌসল্যা শুভভে দেবী রামেণ সহ সীতয়া ।  
 দেবমাত্বেব পৌলম্যা শচ্যা শক্রপ শোভনা । ৫৩  
 সাকেতে লোকনাথপ্রথিতগুণগণো লোক-  
 সংপীতকীৰ্ত্তিঃ শ্রীরামঃ সীতাস্তেহধিগহুরনিকরান-  
 ন্দসম্পোহমুৰ্ত্তিঃ । নিত্যশ্রীনিৰ্ব্বিকারোনিরবধি-  
 বিতবো নিত্যমার্যানিরাসো মায়াকাৰ্য্যানুসারী  
 মনুজ ইব সদা ভাতি দেবোহধিলেশঃ । ৫৪

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।  
 সমাপ্তকোদমাদিকাণ্ডম্ ।

# অযোধ্যাকাণ্ডম্ ।

## প্রথমোধ্যায়ঃ ।

### শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা সুখমাসীনং রামং স্মান্তঃপুরাজিত্রে ।  
 সর্কীভরণম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ৷১  
 নীলোৎপলদলশ্যামং কোঙ্কভামুক্তকঙ্করম্ ।  
 সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেষণা বীজিতম্ ৷২  
 বিনোদয়ন্তং তাম্ লচরুর্ণগাদিভিরদরাং ।  
 নারদোহবাতরং তুষ্টিমম্বরাদৃষত্ রাঘবঃ ৷ ৩  
 তুষ্টিমটিকমদ্বাশঃ শরচ্চল ইবামলঃ ।  
 অতর্কিতমুপায়াতো নারদো দিব্যদর্শনঃ ৷ ৪  
 তং দৃষ্ট্বা সহসোপায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাজ্ঞলিঃ ।  
 ননাম শিরসা ভূমৌ সীত্রেয়া সহ ভক্তিমান্ ৷ ৫  
 উবাচ নারদঃ রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ।  
 সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠে হুন্ন ভবং তব দর্শনম্ ৷ ৬  
 অস্মাকং বিবরাস কচেতস্যাং নিতরাং যুনে ।  
 অবাণ্ডং মে পূর্ণজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ ।  
 সংসারিণাপি হি যুনে লভ্যতে সংসমাগমঃ ৷ ৭  
 অতস্তদদর্শনাদেব কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্বর ।  
 কিং কার্ধ্যং তে ময়া কার্ধ্যংক্রহি তং করবাণিভে ৷  
 অথ তং নারদোহুপ্যাহ রাঘবঃ ভক্তবৎসলম্ ।  
 কিং মোহয়সি মাংরাম বাট্যকোলোকানুসারিভিঃ ৷৯  
 সংসার্যাহমিতি প্রোক্তং সত্যমেতং ত্বয়া বিভো ।  
 জনতামাদিতুতা বা সা ময়া গৃহিণী তব ৷ ১০  
 ত্বংসম্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে উচ্যাত ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ ।  
 বৃন্দাশ্রয়া সদা ভাতি ময়া বা ত্রিগুণাস্মিকি ৷ ১১  
 সূতেংজস্রং গুরুকুললোহিতাঃ সর্কদা প্রজাঃ ।  
 লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্বমুদাহৃতঃ ৷ ১২  
 ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মাঃ শিবঃ জ্ঞানকী শিবা ।  
 ব্রহ্মা ত্বং জ্ঞানকী বাণী স্বর্ঘস্বং জ্ঞানকী প্রভা ৷১৩  
 ভবানু শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা ।  
 শক্রভ্রমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবানু ৷১৪  
 বমত্বং কাশরুগশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো ।  
 নিষ্কণ্ডিৎস্বঃ জগন্নাথ তামসী জ্ঞানকী শুভা ৷১৫  
 রাম তমেব বরুণো ভার্গবী জ্ঞানকী শুভা ।  
 বায়ুঃ রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ৷১৬  
 কুবেরঃ রাম সীতা সর্কসম্পৎ প্রকীর্তিতা ।  
 রুদ্রাণী জ্ঞানকী প্রোক্তং রুদ্রস্বং লোকনাশকং ৷১৭  
 লোকে স্ত্রীবাচকং বাবং তং সর্কং জ্ঞানকী শুভা ।  
 পুরামবাচকং বাবং তং সর্কং তং হি রাঘব ৷ ১৮

তস্মান্নোকত্রয়ে দেব সুবাত্যাঃ নাস্তি কিকম্ ৷১৯  
 বৃন্দাভাসোদিতাজ্ঞানমব্যাকৃতমিতী ্যতে ।  
 তস্মান্নহাংস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্কাস্বকং ততঃ ৷২০  
 অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেশ্রিয়পি চ ।  
 লিঙ্গমিত্যুচ্যতে প্রাট্জজন্মমুক্যমুখাদিমং ৷২১  
 স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ ।  
 অবাচ্যানাদ্যবিদ্যেব কারণোপাধিকৃত্যতে ৷২২  
 স্থলং সূক্ষ্মং কারণাশ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিত্তম্ ।  
 এতৈর্কিশিষ্টৌ জীবঃ স্রাষিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ৷২৩  
 জাগ্রৎস্বপ্নসূপ্তাখ্যা সংসৃতিধা প্রবর্ততে ।  
 তথা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্বং বসুধম্ ৷ ২৪  
 স্ত্বং এব জগজ্জাতং ত্বয়ি সর্কং প্রেতিষ্ঠিতম্ ।  
 ত্বযেব লীয়তে কুংসং তস্মাৎ ত্বং সর্ককারণম্ ৷ ২৫  
 রজ্জ্বাবহিমিবাস্মানং জীবং জ্জাত্বা ভয়ং উবেৎ ।  
 পরাস্নাহহমিতি জ্জাহা ভয়তুঃস্থেবিমুচ্যতে ৷ ২৬  
 চিন্মাত্রজ্যোতিধা সর্কীঃ সর্কদেহেয়ু বুদ্ধয়ঃ ।  
 ত্বয়া যস্মাৎ প্রেকাশ্রন্তে সর্কশ্রাস্তা ততো ভবানু ৷ ২৭  
 অজ্ঞানান্ন্যাশ্রতে সর্কং ত্বয়ি রাজৌ ভুজদ্ববৎ ৷  
 তুষ্টিজ্ঞানান্নীয়েতৎসর্কং তস্মাজ্জ্ঞানংসদাভ্যাসেৎ ৷ ২৮  
 ত্বংপাদস্তক্তিসুতানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ ।  
 তস্মাৎ ত্বক্তিস্তিসুতং যে মুক্তিভাজস্ত এব হি ৷২৯  
 অহং ত্বস্তক্তভক্তানাং তত্তক্তানাঙ্ক কিঙ্করঃ ।  
 অতো মামগুগৃহীষ মোহয়স ন মাং প্রেভো ৷ ৩০  
 ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রেভো ।  
 অতস্ত্ববাহংপৌত্রোহস্মি তক্তং মাংপাহি রাঘব ৩১  
 ইতুজ্জং বহশো নভা স্থানশাশ্রপরিপ্লুতঃ ।  
 উবাচ বচনং রাম ব্রহ্মণা নোদিতোহস্ম্যাহম্ ৷ ৩২  
 রাবণস্ত বধার্থায় জাতোহসি রঘুসুতম ।  
 ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা স্বামতিবেশ্যতি ৷ ৩৩  
 যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি ।  
 প্রতিজ্ঞা তে কৃত্তা রাম ভৃত্যারহরণায় বৈ ৷ ৩৪  
 তং সত্যং কুরু রাজেক্ষে সত্যসঙ্কবমেব হি ।  
 শ্রেত্বৈতন্মদিতং রামো নারদঃ প্রাহ সস্মিতম্ ৷ ৩৫  
 শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্দিদ্যতেহেবিদিতং ক্চিৎ ।  
 প্রতিজ্ঞাতকং স্বং পূর্কং করিব্যে তন্ন সংশয়ঃ ৷ ৩৬  
 কিস্ত কালাহুরোধেন তত্তৎপ্রোরকসংক্ষমাৎ ৷  
 হরিবো সর্বভৃত্যরং ক্রেমেণাহুরমণুলম্ ৷ ৩৭  
 রাবণস্ত বিনাশার্থং খো গস্তা লুৎকাননম্ ৷  
 চতুর্দশসমাস্তত্র ত্যাবিত্তা মুনীবৈশম্বক্ ৷ ৩৮  
 সীতামিবেশ তং তুষ্টিং সকুলং নাশয়াম্যাহম্ ।  
 এবং রামে প্রতিজ্ঞতে নারদঃ প্রমুদোদ হ ৷ ৩৯  
 শ্রেদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা দণ্ডবৎপ্রণিপত্য তম্ ।  
 অমুজ্জাতশ্চ রামেণ বরৌ দেবপতিং মুনিঃ ৷ ৪০

## অধোধ্যাকণ্ডম্ ।

সংবাদং পঠতি শূণোতি সংস্বরেহা  
 যে নিত্যং মুনিবররাময়োঃ স তজ্জা ।  
 সংপ্রাভোত্যামরহুল্লভঃ বিমোক্ষং  
 ট্রকবল্যং বিরতিপুরঃসরং ক্রমেন । ৪১

ইতি প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

### দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ রাজা দশরথঃ কদাচিত্ত্বহসি স্থিতঃ ।  
 বসিষ্ঠং স্বকুলাচার্যমাহুয়েদমভাবত । ১  
 ভগবন! রামমৰিণাঃ প্রশংসন্তি সুহৃদুহঃ ।  
 পৌরান্ধ নৈশমা বৃদ্ধা মঙ্গিগণ্ড বিশেষতঃ । ২  
 তত্ত্ব সৰ্ব্বগুণোপেত্যং রামং রাজীবলোচনম্ ।  
 কোষ্ঠঃ রাজোহভিবেক্ষ্যামি রকোহহং মুনিপুত্রব ।  
 তরতো মাতুলং ত্রিষ্টং পতঃ শক্রুঙ্গসংসৃতঃ ।  
 অভিবেক্ষ্যে ষ এবস্ত ভবাং স্বকৃত্যমোদতাম্ । ৪  
 সস্তারাঃ সংক্রিয়স্তাৎ পঞ্চ মন্থর রাধবম্ ।  
 উজ্জীয়তাং পতাকাশ নানাবর্ণাঃ সমস্ততঃ । ৫  
 তোরণানি বিচিত্রানি স্পন্দমুক্যায়ানি বৈ ।  
 আহুয় মঙ্গিগং রাজা হুময়ং মুঙ্গিসত্তমম্ । ৬  
 আঙ্গাপন্নতি যদ্যৎ ক্রাং মুনিস্তত্তং সমানয় ।  
 যৌবরাজ্যেহভিবেক্ষ্যামি ধৌভূতে রঘুনন্দনম্ । ৭  
 তথৈতি হর্ষাং স মুনিং কিং করোমীতাভাবত ।  
 তমুবাচ মহাতেজা বসিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ । ৮  
 ষঃ প্রভাতে মধ্যাহ্নে কন্ডকাঃ সর্বভূমিতাঃ ।  
 তিষ্ঠন্ত ষোড়শ গজঃ সর্বরত্নাদিভূষিতাঃ । ৯  
 চতুর্দন্তঃ সমায়াতু ঐরাবতকুলোত্তবঃ ।  
 নানাভীর্ষোদৈকঃ পূর্বাঃ সর্বকৃষ্ণাঃ সহপ্রশঃ । ১০  
 স্তাপ্যস্তাং নব বৈ ব্যাঘ্রচর্ম্মাণি ত্রৌপি চানয় ।  
 ষেতচ্ছত্রং রত্নদণ্ডং মুক্তামণিবিরাঙ্জিতম্ । ১১  
 দিব্যামাল্যানি বস্ত্রানি দিব্যান্যাত্তরণানি চ ।  
 মুনয়ঃ সংকৃতান্তত্র তিষ্ঠন্ত কুশপাণয়ঃ । ১২  
 নর্তকো বারমুখ্যাৎ গায়কা বেণুকান্তধা ।  
 নানাবাদিত্তকুশলা বাদরত্ন নৃপাঙ্গণে । ১৩  
 হস্ত্যস্বরথপাদাতা বহিষ্ঠিত্ত্ব সাধুধাঃ ।  
 নপরে যানি তিষ্ঠন্তি দেবতায়তনানি চ । ১৪  
 তেনু প্রবর্ত্ততাং পূজা নানাবলিভিরাবৃত্তা ।  
 রাজানঃ শীঘ্রমায়ান্ত নানোপায়নপাণয়ঃ । ১৫  
 ইত্যাদিশ্য মুনিঃ শ্রীমান্ হুময়ং নৃপমঙ্গিগম্ ।  
 স্বয়ং জগাম ভবনং রাধবস্তাতিশোভনম্ । ১৬  
 রথমারুহ ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।

ত্রৌপি কল্যাণতিক্রম্য রথাং ক্ষিতম্বাতরং । ১৭  
 অন্তঃপ্রবিশ্য ভবনং স্বাচাধ্যাত্তদবীরতিঃ ।  
 গুরুমাগতমাজ্জায় রামস্তূর্ণং কৃতাকুলিঃ । ১৮  
 প্রত্যাঙ্গম্য নমস্কৃত্য দণ্ডবজ্জিতসংসৃতঃ ।  
 সর্বপাত্রেণ পানীয়মানিনারান্ত্র জানকী । ১৯  
 রত্নাসনে সমাবেশ্য পাশৌ প্রেক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।  
 তদাপঃ শিরসা ধৃত্বা সীতর্য্য সহ রাধবঃ । ২০  
 ধতোহ স্বীত্যত্রবীজ্যামস্তব পাদাম্বুধারণাং ।  
 শ্রীরামৌগৈবমুক্তস্ত প্রহসন্ মুনিরত্রবীৎ । ২১  
 ত্বংপাদসলিলং ধৃত্বা ধতোহ হৃদুগিরিজাপতিঃ ।  
 ব্রহ্মাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাভক্তঃ । ২২  
 ইদানীঃ ভাষসে যৎ ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ ।  
 জানামি ত্বাং পরাশ্রয়ং লক্ষ্ম্যা সঙ্গাতমীধরম্ । ২৩  
 দেবকার্ষাধ্যক্ষির্দ্বাং ভক্তানাং ভক্তিসিদ্ধয়ে ।  
 রাধগন্ত বধার্থায় জাতং জানামি রাধব । ২৪  
 তথাপি দেবকার্ষার্থং শুভং নোদ্ব্যটিন্নাম্যহং ।  
 যথা ত্বং মারয়্য সর্বং কৈরোষি রঘুনন্দন । ২৫  
 তথৈবানুবিধাঞ্জেহং শিষ্যস্তং গুরুরপ্যহম্ ।  
 গুরুগুরুণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ । ২৬  
 অন্তর্ধামী জগদ্ব্যাত্তাবাহকস্তমগোচরঃ ।  
 শুক্লসত্তময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসত্তমম্ । ২৭  
 মনুষ্যা ইব শোকৎস্মিন ভাসি ত্বং যোগমায়য়্য ।  
 পৌরোহিত্যমহং জ্ঞানে বিগহং দুব্যজীবনম্ । ২৮  
 ইক্ষুকণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে ।  
 ইতি জাতং ময়া পূর্বেং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা । ২৯  
 ততোহহমায়য়্য রাম তব সম্বন্ধকাজ্জগয়্য ।  
 অকার্ষং গহিতমপি তবাচার্য্যাস্তিসিদ্ধয়ে । ৩০  
 ততো মনোরথো মেঘন্ কলিতো রঘুনন্দন ।  
 তদধীনা মহামায়্য সর্বলোকৈকমোহিনী । ৩১  
 মাং যথা মোহয়েতৈব তথা কুরু রঘুদহ ।  
 গুরুনিষ্ঠিতিকামস্তং যদি দেহেতদেব মে । ৩২  
 প্রসঙ্গ্য সর্বমপ্যুৎকং ন বাচ্যং কৃত্তচিন্ময়্য ।  
 রাজা দশরথেনাহং প্রেথিতোহস্তি রঘুদহ । ৩৩  
 ত্বনামঙ্গয়িত্বং রাজো ধৌভূতিবেক্ষ্যতি রাধব ।  
 অন্য ত্বং সীতর্য্য সার্কমুপবাসং যথাবিধি । ৩৪  
 কৃষ্ণা ভচিত্ত্ব মিশারী ভব রাম জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 গচ্ছামি রাজসঙ্গিধাং স্বক প্রাতঃগম্বিষ্যামি । ৩৫  
 ইত্যুক্ত্য রথমারুহ যথৌ রাজগুরুস্ত তম্ ।  
 রামোহপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্য প্রহসন্নিদমত্রবীৎ । ৩৬  
 সৌমিত্রে যৌবরাজ্যে মে গেহভিবেকোভবিষ্যতি ।  
 নিমিত্তমাত্রমেবাহং কন্তা ভোক্তা ভূমেব হি । ৩৭  
 মম ত্বং হি বহিঃপ্রাণোপেক্ত কার্য্য বিচারণা ।  
 ততো বসিষ্ঠেন যথা ভাবিতং ত্বং তথাংকরোং । ৩৮



বসিষ্ঠোহপি নুপং গতা রুতং সর্কং ভ্রবেদয়ং ।  
 বসিষ্ঠত পুরো রাজ্ঞা হ্যজং রাশাভিবেচনম্ । ৩৯  
 যদা তদৈব নগরে শ্রুতা কশ্চিৎ পুমান্ জনৌ ।  
 কোসল্যাতৈঃ রামমাত্রে সুমিত্রাতৈঃ তথৈব চ । ৪০  
 শ্রুতা তে হর্ষসম্পূর্ণৈঃ দল-হুঁহাঁরমুক্তম্ ।  
 তদৈব ততঃ প্রীতমনাঃ কোসল্যা পুত্রবৎসলা । ৪১  
 লক্ষ্মীং পর্য্যচরদেবীং রামশার্থপ্রসিদ্ধয়ে ।  
 সভাবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ । ৪২  
 কৈকেয়ীবশপঃ কিত্ত কামুকঃ কিং করিষ্যতি ।  
 ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা চর্গাং দেবীমপূজয়ৎ । ৪৩  
 এতন্নিম্নস্তরে দেবা দেবীঃ বাণীমচোদয়ন্ ।  
 গচ্ছ দেবি ভূবো লোকমযোধারীণাং প্রযত্নতঃ । ৪৪  
 রামাভিষেকবিষ্মত্বাৎ যতশ্চ ব্রহ্মবাক্যতঃ ।  
 মহরায়ং প্রবিশসদৌ কৈকেয়ীকৃততঃ পরম্ । ৪৫  
 ততো বিদ্যে সমুৎপন্নৈ পুনরেহি দিবং শুভে ।  
 তথেষুতুক্যু । তথা চক্রে প্রবিশেষাশং মহরায়ম্ । ৪৬  
 সাপি কৃঞ্জা ত্রিবক্রা তু প্রীসাদাগ্রমধারুহং ।  
 নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সর্কতঃ সমলকৃতম্ । ৪৭  
 নানাতোরণসম্বাধং পতাকাভিরলকৃতম্ ।  
 সর্কোৎসবসমায়ুক্তং বিশ্রিত্তা পুনরাগতম্ । ৪৮  
 ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মাতঃ কিং নগরং সমলকৃতম্ ।  
 নানোৎসবসমায়ুক্তা কোসল্যা চাতি হর্ষিতা ৪৯  
 দহাতি বিপ্রমুখোভোঃ বস্মাপি বিবিধানি চ ।  
 তাম্র বাচ তদা ধাত্রী রামচন্দ্রাভিবেচনম্ । ৫০  
 যো ভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্কতোহলকৃতং পুরম্ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গতা কৈকেয়ীঃ বাক্যমব্রবীৎ । ৫১  
 পর্য্যক্কাঃ বিশালাকামেকান্তে পর্য্যবস্থিতাম্ ।  
 কিং শেষে দুর্ভগে মুচে মহদদয়ঃপশ্চিতম্ । ৫২  
 ন জানীষেহতিসৌকর্ষ্যমোহিনীমন্তগামিনী । ৫৩  
 রামস্তানুগ্রহাদ্রাজঃ পোহভিষেকো ভবিষ্যতি ।  
 তচ্ছ্রুত্বা সহসোপায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী । ৫৪  
 তস্যৈ দিব্যাং দদৌ স্বর্ণনপুরং রত্নভূষিতম্ ।  
 হর্ষহানে কিমতি মে কথ্যতে ভয়নাগতং । ৫৫  
 ভরতাদিধিকো রামঃ প্রিয়কৃত্বাঃ প্রিয়ঃ বদঃ ।  
 কোসল্যাংমাং সমং পশুনসদাওক্রবতে হি মাম্ ৫৬  
 রাশাভয়ঃ কিমাপনঃ তব মুচে বদস্ব মে ।  
 তচ্ছ্রুত্বা বিষম্বাদাধ কৃঞ্জা কারণবৈরিনী । ৫৭  
 শূনু বধচনং দেবি স্বার্থঃ তে মহন্তয়ম্ ।  
 ত্বাং ভোবয়ন্ সখা রাজ্ঞা প্রিয়বাক্যানি ভায়তে । ৫৮  
 কামুকোহতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোবয়ন্ ।  
 কার্যং করোতি তস্তা তৈব রামমাতৃঃ নুপুত্রলম্ । ৫৯  
 বনভেত্তমিধায়ৈব প্রেবহ্মাভাস তে সুতম্ ।  
 ভরতং মাতুলকুলে প্রেবয়ামাস সাহজম্ । ৬০

সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 লক্ষ্মণো রামমথেনি রাজ্যং সোহহুভবিষ্যতি । ৬১  
 ভরতো রাঘবভাগে ক্রিয়রো বা ভবিষ্যতি ।  
 বিবাক্ততে বা নগরাৎ প্রাপীর্ষবা হাশ্যতেহচিরাৎ ৬২  
 যত্ন দাসীব কোসল্যাং নিত্যং পরিচরিষ্যসি ।  
 ততোহপি মরণং শ্রেয়ো বৎসপত্ন্যাঃ পরাতনবঃ ৬৩  
 জতঃ শীঘ্রং যতবাদ্য ভরতম্যভিবেচনে ।  
 রামস্য বনবাসার্থং বর্ষাপি নব পক্ষ চ । ৬৪  
 ততো রুচোছভয়ে পুত্রস্তব রাশ্চি ভবিষ্যতি ।  
 উপায়ং তে প্রবক্ষ্যামি পূর্কমেব হুনিশ্চিতম্ । ৬৫  
 পুরা দেবাহরে যুজে রাজ্ঞা দশরথঃ স্বয়ম্ ।  
 ইশ্রেণ য়াচিতো ধর্ষী সহায়ার্থং মহারথঃ । ৬৬  
 জগাম সেনয়া সার্কং ত্বয়া সহ শুভনানে ।  
 যুজং প্রকূর্কতস্তস্য রাঙ্কসৈঃ সহ ধ্বিনঃ । ৬৭  
 তদাঙ্ককীলো শ্রুপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ ।  
 তত্ছ হস্তং সমাশেষ্য কীলরক্কে হতিধৈর্যতঃ । ৬৮  
 স্থিতবতাসিডাপাঙ্গী পতিপ্রাণপরীপ্সয়া ।  
 ততো হতাহুহরান্ সর্কান্ দদশ্চ তামরিন্দম্ । ৬৯  
 আশ্চর্য্যং পরমং গেতে তামোলিন্দ্য মুদাধিতঃ ।  
 বৃণীষ যৎ তে মনসি বাহ্লিতং বরদোহস্যাহম্ । ৭০  
 বরঘয়ং বৃণীষ ত্বমেবং রাজ্ঞাহবদৈৎ স্বয়ম্ ।  
 তয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরঘয়ম্ । ৭১  
 ত্বয়েব তিত্ততু চিরং শ্রাসতু তং মনাবধ ।  
 যদা মেহবসরো ভূয়াং তদা দেহি বরঘয়ম্ । ৭২  
 তথেষুতুক্তাঃ স্বয়ং রাজ্ঞা মন্দিরং ব্রজ সুব্রতে  
 যত্নঃ শ্রুতং যয়া পূর্কমিদানীং স্মৃতিমাপতম্ । ৭৩  
 জতঃ শীঘ্রং প্রবিশাদ্য্য কোধাগারং কষাধিতা ।  
 বিমুচ্য সর্কাভরণং সর্কতো বিনিকীর্ষ্য চ ।  
 ভূমাবেব শয়ানা তং তুর্কীমাত্তষ্ঠ ভামিনী । ৭৪  
 বাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজ্ঞাভীষ্টং করোতি তে ।  
 শ্রুত্বা ত্রিবক্রয়োক্তং তৎ তদাঃ কৈকয়নদিনী । ৭৫  
 তথ্যমেবাধিলং মেনে দুঃসঙ্গাহিতবিব্রম্বা ।  
 তামাহ কৈকরী চুটী কৃতস্তে বৃদ্ধীরাটীশী । ৭৬  
 এবং ত্বাং বৃদ্ধিসম্পন্নং ন জানে বক্ষুশ্চরি ।  
 ভরতো যদি রাজ্ঞা মে ভবিষ্যতি সূতঃ প্রিয়ঃ । ৭৭  
 গ্রামান্ শতং প্রেদাতামি মম তং প্রোণবব্রতা ।  
 ইত্যুক্তা কোপভবনং প্রেবিশ্ব সহসা কষা । ৭৮  
 বিমুচ্য সর্কাভরণং পরিকীর্ষ্য সমস্ততঃ ।  
 ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাশ্বরধারিনী । ৭৯  
 শ্রোবাচ শূনু মে কৃঞ্জৈ বাক্যমো বনং ব্রজেন ।  
 প্রোণাং ত্ব্যন্যেহর্ষবা বক্রৈ শায়িত্যে ভাবমেব হি । ৮০  
 নিশ্চরং কুরু কল্যাণি । কল্যাণং তে ভবিষ্যতি ।  
 ইত্যুক্তা প্রববৌ কৃঞ্জা যুৎ সাপি তথাধারোৎ । ৮১

বীরোঃ ত্যক্তদয়্যামিতোঃ পিতৃ গুণাচারামিতো বাধবা  
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপনরো বিদ্যা বিবেকোঃ ধৰ্বা  
হুষ্টানামতিপাণাভাবিতধিরাং সন্তং সন্না চেত্তজ্জেনং  
তৎ স্ম্যপরিভাবিতোঃ ব্রজতিভং সাম্যং ক্রমেণ প্ৰ টমুঃ ২  
অতঃ সন্তঃ পরিত্যজ্যো হুষ্টানং সৰ্গদৈব হি ।  
হুঃ সন্সী চ্যবতে স্বাৰ্ধাদ্ববেধং রাজকন্ডকা । ৮৩

ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো দশরথো রাজা রামাত্মদয়কারধাৎ ।  
জাদিশ্য ময়ি প্রকৃতীঃ সানন্দো গৃহমাবিশৎ । ১  
তত্রাদষ্টুঃ শ্রিয়াং রাজা কিমেতদিত্তি বিহ্বলঃ ।  
যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা । ২  
হসন্তী মামুপায়াত্ সা কিং নৈবাদ্য দৃশ্যতে ।  
ইত্যাম্বস্তেব সংচিন্ত্য মনসাত্তিবিদ্বুত্বা । ৩  
পশ্চচ্ছ দাসীনিবরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা ।  
নায়াতি মাং যথা পূৰ্ব্বং মং শ্রিয়া শ্রিয়মর্শনা । ৪  
তা উচুঃ ক্রোধস্তবনং প্রবিষ্টা নৈব বিদুহে ।  
কারণং তত্র দেব ত্বং গতা নিশ্চৈত্তুমর্হসি । ৫  
ইত্যুক্তো ভয়সন্নস্তো রাজা তস্যাঃ সমীপগুঃ ।  
উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্ বৈ পাণিনাত্ৰবীৎ । ৬  
কিং শেষে বহুধাপৃষ্ঠে পর্যাঙ্কাদীনু বিহার চ ।  
মাং স্বং খেদয়সে ভীৰু যতো মাং নাবভাবসে । ৭  
অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা ।  
কিমর্থং ক্ৰহি সকলং বিধাশ্চে তব বাঞ্ছিতম্ । ৮  
কো বা তর্হাহিতং কৰ্ত্তা নারী বা পুরুষোহপি বা ।  
স মে দণ্ডাশ্চ বধ্যাশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৯  
ক্রহি দেবি যথা শ্রীতিস্তদবস্তং মমাগ্ৰতঃ ।  
তদিদানীং সাধয়িষ্যে সূহৃৎভমপি কণাৎ । ১০  
জানামি স্বং মম স্বাস্তং শ্রিয়ং মাং দ্ববশে স্থিতম্ ।  
তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ । ১১  
ক্রহি কং ধনিনং কুৰ্গ্যাং দরিদ্রং তে শ্রিয়ঙ্করম্ ।  
ধনিনং অশমাত্রেণ নিৰ্দ্ধনং তবাহিতম্ । ১২  
ক্রহি কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে ।  
কিমত্র বহনোক্তেন প্রাণানু দাতামি তে শ্রিয়ং । ১৩  
মম প্রাণাং শ্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ ।  
ততোপরি শপে ক্ৰহি স্বভিতং স্বং করোম্যহম্ । ১৪  
ইতি ক্রবাণঃ রাজানং শপস্তং রাধবোপরি ।  
শনৈর্কিয়জ্য নেদ্রে সা রাজানং প্রত্যভাবত । ১৫  
বদ্য সত্যপ্রতিজ্ঞোহসি শপধং কুরুবে যদি ।  
বাক্যং মে সকলং কৰ্ত্তং শীঘ্রমেব তুমর্হসি । ১৬

পূৰ্ব্বং দেবাহরে যুক্ষে ময়্যঃ স্বং পরিরক্ষিতঃ ।  
তদা বরদয়ং দন্তং ত্বয়া মে কুট্টচেতসা । ১৭  
তদ্বক্ষং জ্ঞানভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুহৃত ।  
তত্রৈকেন বরেণাশু ভরতং মে শ্রিয়ং সুতম্ । ১৮  
এতিঃ সন্তু তসস্তারৈবৌবরাজ্যোহভিষেচয় ।  
অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকানু । ১৯  
মুনিবেশধরঃ শ্রীমানু জটাবক্ললভূষণঃ ।  
চতুর্দশ সমান্তত্র কলমূলকলাশনঃ । ২০  
পুনরায়িতু তস্তান্তে বনে বা তিত্তু স্বয়ম্ ।  
প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ । ২১  
যদি কিঞ্চিং বিলম্বেত প্রাণাং স্ত্যাক্যে তবাপ্ৰতঃ ।  
স্তব সত্যপ্রতিজ্ঞস্বমেতদেব মম শ্রিয়ম্ । ২২  
শ্রুতৈত্তত্কারুণং বাক্যং কৈকেয্যো রোমহর্ষণম্ ।  
নিপপাত মহীপাশো বজ্রাহত ইবাচলঃ । ২৩  
শনৈরশ্মীলা নরনে বিমূঢ়া পরয়া ভিদ্ভা ।  
হুঃসপ্তো বা ময়া দৃষ্টো কথবা চিত্তবিক্রমঃ । ২৪  
ইত্যালোক্য পুরঃ পূৰ্ব্বং ব্যাত্তীমিব পুরঃ স্থিতাম্ ।  
কিমিদং ভাবসে ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ । ২৫  
রামঃ কমপরাধং তে কৃতবানু কমলেকর্ণঃ ।  
মমাগ্রে রাধবগুণানু বর্গয়ন্তিমিশং ভুতানু । ২৬  
কৌশল্যাং মাং সমং পশন্তু শুক্রবাং কুরুতে সদা  
ইতি ক্রবন্তী স্বং পূৰ্ব্বমিদানীং ভাবসেহস্তথা । ২৭  
রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিত্তু মন্দিরে ।  
অমুগৃহীষ মাং বামে রামানাস্তি ভয়ং তব । ২৮  
ইত্যুক্তাশ্রপরাভাক্যঃ পাণ্ডরোনিপপাত হ ।  
কৈকেয়ী প্রকৃত্বাচেনং সাপি রক্তাশুলোচনা । ২৯  
রাজেশ্ব কিং স্বং ত্রাতোহসি উক্লং তস্তাবসেহস্তথা ।  
মিধ্যা করোষি চেৎসদীযং ভাবিতং নরকো ভবেৎ ৩০  
বনং ন গচ্ছেদ্বয়ি রামচন্দ্রঃ  
প্রভাতকালেহজিনচীরযুক্তঃ ।  
উদ্বহনং বা বিষভক্ষণং বা  
কৃত্বা মরিচে পুরতস্তবাহম্ । ৩১  
সত্যপ্রতিজ্ঞোহসি মিতীহ লোকে  
বিভঙ্কসে সৰ্গমভাস্তরেম্ ।  
রামোপরি স্বং শপধঞ্চ কৃত্বা  
মিধ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রয়াসি । ৩২  
ইত্যুক্তঃ শ্রিয়য়া দীনো মগ্ধো হুঃখগণে নৃপঃ ।  
মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞো মৃতকো যথা ৩৩  
এবং ব্রাজিগতা তত্র হুঃখাং সংবৎসরোপমা ।  
অরুণোদয়কালে তু বদিন্দো পারকা জগুঃ ৩৪  
নিবারয়িত্বা তানু সৰ্গানু কৈকেয়ী রোমহর্ষিতা ।  
ততঃ প্রভাতসময়ে মধ্যাহ্নকমুপস্থিতাঃ । ৩৫  
ব্রাহ্মণাঃ কজিয়া বৈশ্যা কবয়ঃ কন্ডকাস্থথা ।  
হস্তক চামরং দিব্যং গজো বাজী তদৈব চ । ৩৬

অভ্যাস্ত বায়ম্ভ্যাং বাঃ পৌরজানপরাস্তথা ।  
 বসিষ্ঠেন যথাশ্রপ্তং তং সৰ্বং তত্র সংস্থিতম্ । ৩৭  
 ত্রিয়ো বালাঃ বৃদ্ধাশ্চ রাজৌ নিজাং ন শেতিরে  
 কীদা ত্রক্ষ্যামহে রামং পীতকেশেরবাসসম্ । ৩৮  
 সর্দাভরণসম্পন্নং কিরীটকটকোজ্জলম্ ।  
 কৌন্তভাতরণং শ্যামং কলপশতমুদরম্ । ৩৯  
 মতিযিতং সমায়াতং গজাকুটং স্থিতাননম্ ।  
 গণ্ডকমুদরং তত্র লক্ষণং লক্ষণাঘিতম্ । ৪০  
 রামং কদা বা ত্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ  
 ইত্যুৎসুকশিষ্যঃ সৰ্বের বভূবুঃ পূৰ্ববাসিনঃ । ৪১  
 নেধানীমুখিতো রাজা কিমৰ্থকৈতি চিন্তয়ন্ ।  
 সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রারাদ্ধত রাজাবতিষ্ঠতে । ৪২  
 বন্ধয়ন জয়শকেনে প্রশমন শিরসা নৃপম্ ।  
 অতিশিষ্যং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেরীং সমপৃচ্ছত । ৪৩  
 দেবি কৈকেরি বন্ধক কিং রাজা দৃশ্যতেহন্যাথা ।  
 তমাহ কৈকরী রাজা রাজের নিজাং ন লভ্বান্ । ৪৪  
 রাম রামেতি রামেতি রামমেবাহুচিন্তয়ন্ ।  
 প্রজাগরেণ বৈ রাজা হনম্ ইব লক্ষ্যতে ।  
 রামমানয় শীত্ৰং ত্বং রাজা ত্রৈমিহেচ্ছতি । ৪৫  
 সুমন্ত্র উবাচ ।  
 অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি ।  
 তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিপন্নবীৎ । ৪৬  
 সুমন্ত্র রামং ত্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুমন্ত্রম্ ।  
 ইত্যুক্তম্বুরিৎ গতাঃ সুমন্তো রামমন্দিরম্ । ৪৭  
 অব্যরিতঃ প্রবিশ্টৌঃ স্বরিতং রামমন্ত্রবীৎ ।  
 শীঘ্রমাপচ্ছ ভয়ং তে রাম রাজীবলোচন । ৪৮  
 পিতৃর্গেহং ময়া সার্কং রাজা স্বাং ত্রৈমিচ্ছতি ।  
 ইত্যুক্তো বধমাক্রম্য সন্ত্রমাং স্বরিতো বর্ষো । ৪৯  
 রামঃ সারথিনা সার্কং লক্ষণেন সমাধিতঃ ।  
 মধ্যকক্ষে বসিষ্ঠাদীনৃ পশ্যয়েব স্বরাধিতঃ । ৫০  
 পিতৃঃ সমীপং সন্ত্রমা ননাম চরণৌ পিতৃঃ ।  
 রামমালিন্জিতুং রাজা সমুখার সমস্রমঃ । ৫১  
 বাহু প্রসার্য রাষেতি হৃৎশাখাষে পপাত হ ।  
 হাহেতি রামস্তং শীঘ্রমালিন্জিত্যকে ন্যবেশয়ৎ । ৫২  
 রাজানং মুচ্ছিতং দৃষ্ট্বা চক্রুঃ সৰ্ব্বোবাধিতঃ ।  
 কিমর্থং গৌদনমিতি বসিষ্ঠৌঃপি সমাধিপং । ৫৩  
 রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিহং রাজো হৃৎশাখ্য কারণম্ ।  
 এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেরী রামমন্ত্রবীৎ । ৫৪  
 ত্বমেব কারণং তত্র রাজো হৃৎশাখ্যশািতয়ে ।  
 কিঞ্চিৎ কাৰ্য্যং ত্বয়া রাম কর্তব্যং নৃপতোহিঁতম্ । ৫৫  
 কু সত্যপ্রতিজ্ঞস্বং রাজানং সত্যবাসিনম্ ।  
 রাজা বরদয়ং দত্তঃ মম সমষ্টচেতসা । ৫৬  
 বদধীনঃ তং সৰ্বং বক্তুং স্বাং লক্ষ্যতে নৃপঃ

সত্যপাশেন সযজ্ঞং পিতরং ত্রাতুমহসি । ৫৭  
 পুত্রশকেন চৈতচ্চি নরকাং ত্রারতে পিঞ্জা ।  
 রামস্তয়োধিতং ক্রদ্ধা শুলেনাভিহতো বধা । ৫৮  
 ব্যাধিতঃ কৈকরীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে ।  
 পিতৃর্থে জীবিতং দাত্তে পিবেয়ং বিষমুদ্বগ্ধম্ । ৫৯  
 সীতাং ত্যক্তেহং কৌসল্যাং রাজ্যকাসিত্যজামাহম্  
 অনাজ্ঞপ্তৌঃপি কুরুতে পিতৃঃ কাৰ্য্যং স উত্তমঃ । ৬০  
 উক্তঃ করোতি বঃ পুত্রঃ ম মধ্যম উদাহতঃ ।  
 উক্তৌঃপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে । ৬১  
 জাতঃ কেরামি তং সৰ্বং বধামাহ পিতা মম ।  
 সত্যং সত্যং কেরামেব রামো দিনাভিতাঘতে । ৬২  
 ইতি রামপ্রতিজ্ঞাং সা ক্রদ্ধা বক্তুং প্রচক্রমে ।  
 রাম স্বদতিবেকার্থং সন্ত্রারাঃ সন্ত্র ডাক্ত বে । ৬৩  
 তৈরেব ভরতোহং বস্ত্রমভিমেচাঃ ত্রিয়ো মম ।  
 অপরেণ বরেণাশু চীরবাসা জটাধরঃ । ৬৪  
 বনং প্রবাহি শীত্ৰং স্বমদ্যৈব পিতুরাজয়া ।  
 চতুর্দশমাসাত্র বস মুক্তন্নভোজনঃ । ৬৫  
 এতদেব পিতৃত্তেহং কাৰ্য্যং ত্বং কর্তুমহসি ।  
 রাজা তু লক্ষ্যতে বক্তুং তামেবং রঘুনন্দন । ৬৬  
 শ্রীরাম উবাচ ।  
 ভরতস্তেব রাজ্যং স্রাদহং গচ্ছামি দণ্ডকান্ ।  
 কিন্তু রাজা ন বতীহ মাং ন জানেহং কারণম্ । ৬৭  
 ক্রৌড়েভদ্রাবচনং দৃষ্ট্বা রামং পূৰ্বস্থিতম্ ।  
 প্রাহ রাজা দশরথো হৃৎশিতো হৃৎশিতং বচঃ । ৬৮  
 ত্রীজিতং ভ্রাতৃহৃদয়মার্গপরিবর্তিনম্ ।  
 নিবৃষ্ণ মাং গৃহাধেদং রাজ্যং পাপং ন তত্তবেৎ । ৬৯  
 এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্রঘুনন্দন ।  
 ইত্যুক্তাঃ হৃৎশসত্তপ্তৌ বিললাপ নৃপস্তথা । ৭০  
 হা রাম হা জগদ্রাভ হা মম প্রশংসয়ত ।  
 মাং বিহজ্য কথং ধোরঃ বিপিনং গন্তুমহসি । ৭১  
 ইতি রামং সমালিন্জা মুক্তকণ্ঠে রুরোধ হ ।  
 বিবৃধ্য নয়নে রামঃ পিতৃঃ সজলপাৰ্থিনা । ৭২  
 াধাসন্নাসন নৃপং শটেন স নরকোবিদঃ ।  
 কিমত্র হৃৎশেন বিভো রাজ্যং শাসতু মেহং হৃৎশঃ । ৭৩  
 অহং প্রতিজ্ঞাং নিতীর্থা পূৰ্ববাসিনি তে পূৰ্বম্ ।  
 রাজ্যাৎ কোটিগুণং দৌঘাৎ মম রাজনু বনে সত্যঃ । ৭৪  
 স্বং সত্যপালনং দেব কাৰ্য্যকাসি ভবিষ্যতি ।  
 কৈকের্যাশ্চ ত্রিয়ো রাজনু বনবাসো মহা গুণঃ । ৭৫  
 ইদানীং গন্তমিচ্ছামি যোতু মাভুচ হৃৎশঃ  
 সন্ত্রারাসোশ্রীয়াস্মভিষেকার্থায়াসামঃ । ৭৬  
 যাতরক সন্ন্যাসত অহনীর চ জানকীয় ।  
 আশ্রয় পূর্বো বসিষ্টা তব দাত্তে সুখং বনম্ । ৭৭  
 ইত্যুক্তা তু পরিক্রম্য যাতরং ত্রৈমাবধৌ ।

কৌসল্যাপি হরে: পূজাং কুরুতে রামকারণাং । ৭৮  
 হোমক কারয়ামাস ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ ধনম্ ।  
 ধ্যায়তে বিষ্ণুমেকাগ্রয়নসা সৌনরাহিতা । ৭৯  
 অতঃস্থমেকং বনচিৎপ্রকাশং  
 নিরন্তমসীতিশরথরূপম্ ।  
 বিষ্ণুং সদানলময়ং ক্ষমজ্ঞে  
 সা ভাবয়ন্তী ন বদশ্চ রামম্ । ৮০  
 ইতি তৃতীয়াহোধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ স্থমিত্রা দৃষ্টেইনং রামং রাজ্ঞীং সসন্তয়া ।  
 কৌসল্যাং বোধয়ামাস রামোহয়ং সমুপস্থিতঃ । ১  
 ঞ্চৈত্বব রামনামৈবাবিহী চিপ্রবাহিতা ।  
 রামং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষমালিন্যাক্তে ন্যবেশয়ং । ২  
 নুর্কুবত্রায় পম্পর্শ গাত্রং নীলোৎপলচ্ছবিনম্ ।  
 ভুক্তম্ পুত্রৈতি চ প্রাহ নিষ্টময়ং ক্ষুধার্কিতঃ । ৩  
 রামঃ প্রাহ ন মে মাতর্ভোজনাবসরঃ কৃতঃ ।  
 দণ্ডকায়মনে শীঘ্রং মম কালোহদ্য নিশ্চিতঃ । ৪  
 কৈকেরীবরদানেন সত্যসকঃ পিতা মম ।  
 তরতায় দদৌ রাজ্যং মনাপ্যারণ্যমুত্তমম্ । ৫  
 চতুর্দশ সমাস্ত্রে হ্যমিত্রা মুনিবেশধক ।  
 আগমিষ্যে পুনঃ শীঘ্রং ন চিন্ত্যং কর্তৃ মর্হসি । ৬  
 তক্ষুঙ্কা সহসৌদঘিমা মুচ্ছিতা পুনরুখিতা ।  
 আহ রামং স্নহঃখার্কী হুঃখসাগরসংস্ফুতা । ৭  
 যদি রাম বনং সত্যং ষাসি চেন্নম্ মামপি ।  
 ত্বহিহীনী ক্ষণাচ্ছং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্ । ৮  
 বধা গোবালকং বৎসং ত্যক্তা তিষ্ঠেন্ন কুত্রচিৎ ।  
 তঐধবভ্যাংন শক্রোমি ত্যক্তুং প্রাণাংশ্চিহ্নংস্নতম্ । ৯  
 তরতায় প্রেসন্নচেৎ রাজ্যং রাজ্ঞা প্রমচ্ছতু ।  
 কিমর্থং বনবাসায় স্বামাজ্ঞাপর্যতি শ্রিয়ম্ । ১০  
 কৈকেয়া বরদৌ রাজা সর্কপং বা প্রথচ্ছতু ।  
 ত্বয়া কিমপরাক্তং হি কৈকেয়া বা নৃপস্যা বা । ১১  
 পিতা গুরুর্ধবা রাম উবাহমধিকা ততঃ ।  
 পিত্রাজ্ঞশ্চো বনং গন্তং বারমেয়মহং সূতনু । ১২  
 যদি গচ্ছসি মহাকাশমুরভ্যা নৃপবাক্যতঃ ।  
 তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি বনসাদনম্ । ১৩  
 লক্ষণোহপি ততঃ প্রক্কা কৌসল্যাবচনং ক্ববা ।  
 উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহস্মিব লক্ষণায়ম্ । ১৪  
 উন্নতং ভ্রাজ্জমনসং কৈকেরীবশবর্তিনম্ ।  
 বহা মিহস্মি তরতং তবন্ধনু মাভুলানপি । ১৫  
 অদ্য পতন্ত মে শৌৰ্যং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা ।

রাম স্তমভিবেকায় কুরু বহুমরিকম্ব । ১৬  
 বনুপানিরহং তত্র নিহন্যাং বিদ্বকারিণঃ ।  
 ইতি ক্রবন্তং সৌমিত্রিমালিন্যায় বয়নকননঃ । ১৭  
 শূরোহসি রঘুশর্কিল মনাত্যস্তং হিতং বন্তঃ ।  
 জানামি সর্কং তে সত্যং কিস্ত তে সমরো ন হি । ১৮  
 যদিদং দৃশ্যতে সর্কং রাজ্যং দেহাদিককং বৎ ।  
 যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আত্মাসা সকলশ্চ তে । ১৯  
 ভোগা শ্বেষবিতানস্থবিদ্যাদ্বেষে চকলাঃ ।  
 আয়ুরপ্যাগ্নিসত্ত্বশ্লোগোহস্থজলবিন্দুবৎ । ২০  
 বধা ব্যালগলহোহপি ভেকো দংশানপেক্ষতে ।  
 তথা কালাহিনাগ্রশ্চোগোকোভোগানশাখতান্ । ২১  
 করোতি হুঃখেন হি কর্ণতন্ত্রং  
 শরীরভোগার্থমহনিশং নরঃ ।  
 দেহস্ত ভিন্নঃ পুরুবাৎ সমীক্যতে  
 কো বাত্র ভোগঃ পুরুবেণ ভূজ্যতে । ২২  
 পিতৃমাতৃভৃত্তভাতৃদারকচ্ছাদিসকমঃ ।  
 প্রপারামিব জন্তুনাং নদ্যাং কাঠৌষবজলঃ । ২৩  
 ছায়েব লক্ষ্মীশচপলা প্রেতীতা  
 তারুণ্যমবুর্ধিবদক্রবক ।  
 স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরমং  
 তথাপি জন্তোরতিমান এষঃ । ২৪  
 সংহতিঃ বদ্রসদৃশী সদাঃ রোগাদিসম্মূলা ।  
 গকর্কনপরপ্রথ্যা মুক্তস্তামহম্বর্ততে । ২৫  
 আয়ুবাৎ ক্ষীরতে স্বন্যাদাদিত্যস্ত রতানভৈঃ ।  
 দৃষ্ট্বাশ্লেবাং জরানুহা কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে । ২৬  
 স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মুক্তবীঃ ।  
 ভোগাননুপততোব কালবেগং ন পশ্যতি । ২৭  
 প্রতিক্ষণং ক্ষরতেত্যদায়ুরামঘটাশুবৎ ।  
 সপরা ইব রোগোষাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো । ২৮  
 জরা ব্যাত্ত্রীব পুরতন্তক্ষয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে ।  
 মৃত্যুঃ সর্হেব বাত্যেব সময়ং সম্প্রতীকৃতে । ২৯  
 দেহেহহস্ত্যবমাপনৌ রাজ্যহং লোকবিশ্রুতঃ ।  
 ইত্যস্মিন্ মনুতে জন্তঃ কৃষিবিদ্ কৃষ্যমংজিতে । ৩০  
 ভগন্তিমাংসবিধুঃ ত্রেতোরক্তাদিসংযুতঃ ।  
 বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ । ৩১  
 বনাম্বায় ভবান্নোকং দধু মিচ্ছতি লক্ষণ ।  
 দেহাভিমানিনঃ সর্কে দোষাঃ প্রাপ্তভবন্তি হি । ৩২  
 দেহোহহমিত্তি বা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্তিতা ।  
 নাহং দেহশ্চিদাস্মেতি বুদ্ধিবিদ্যেতি ভূধ্যতে । ৩৩  
 অবিদ্যা সংস্কতেহেতুবিদ্যা তজ্জা নিরুক্তিকা ।  
 তন্মাদ্বেষঃ সধা কার্যোঃ বিদ্যাভ্যাসেন মুমুকুতিঃ ।  
 কামক্রোধাদরন্তত্র শত্রবঃ শক্রসুদন । ৩৪  
 তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিদ্যায় সর্কদা ।

বেনাবিষ্টঃ পূমান্ হস্তি পিত্রাত্তমুল্লংসখীনৃ । ৩৫  
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্ ।  
 ধর্মকল্পকরঃ ক্রোধস্তম্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ । ৩৬  
 ক্রোধ এব মহান্ শক্রস্তুকা বৈতরণী নদী ।  
 সত্ত্বোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ । ৩৭  
 তপ্সাচ্ছান্তিং তক্তপ্সাশ্চ শক্ররেবং ভবেন তে ।  
 দেহেজ্জিয়মনঃপ্রাণবুক্যাদিত্যো বিলক্ষণঃ । ৩৮  
 আত্মা শুদ্ধঃ সয়ংজ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ ।  
 যাবদেহেজ্জিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং মাঙ্গনো বিষ্ঠুঃ । ৩৯  
 ভাবং সংসারদুঃখৌষেঃ পীড়ান্তে মুড়্যসংযুতাঃ ।  
 তন্মাৎ ত্বং সর্কাদা ভিন্নমাঙ্গানং জ্জিদি ভাবয় । ৪০  
 বুদ্ধাদিত্যো বহিঃ সর্কসমুভর্জন মা বিদ ।  
 ভূজন প্রারক্কাখিলং হৃৎং বা দুঃখমেব বা । ৪১  
 প্রবাহপতিতঃ কার্ধ্যং কুর্কল্পপি ন লিপ্যতে ।  
 বাহে সর্কত্র কর্কটমাবহন্নপি রাষব । ৪২  
 অন্তঃশুদ্ধনভাবস্বং লিপ্যসে ন চ কল্পসি ।  
 এতন্নোদিভং কৃৎস্নং ক্দি ভাবয় সর্কাদা ৪৩  
 সংসারদুঃখরথিলেবাধাসে ন কদাচন ।  
 ত্বমপ্যস্ব ময়াদিষ্টং জ্জিদি ভাবয় নিতাদা । ৪৪  
 সমাগমং প্রৌড়ীক্শ ন চুঃঐঃ পীড়াসে চিরম্ ।  
 ন স্টেদকত্র সংবাসঃ কর্মমার্গানুভর্জিনাম্ । ৪৫  
 যথা প্রবাহপতিতস্তবানং সরিতাং তথা ।  
 চতুর্দশসমাসংখ্যা ক্কাধিক্শিবি জ্যায়তে । ৪৬  
 অল্পমাত্রং মামস্ব দুঃখং সত্যজ্যা দূরতঃ ।  
 এবং চেৎ স্নহসংবাসো ভবিষ্যতি বনে মম । ৪৭  
 ইত্যুক্তা দণ্ডবনাত্তঃ পাদয়োঃপতাক্করম্ ।  
 উত্থাপ্যাক্শে সমাবেশ্চ আশীর্জিঃরতিনকয়ং । ৪৮  
 সর্কে দেবাঃ সগন্ধর্কী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়য়ঃ ।  
 রুক্মত্ব ডাং সদা যাত্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতম্ । ৪৯  
 ইতি প্রস্থাপরামাস সমাগিচ্ছ্য পুনঃ পুনঃ ।  
 লক্ষণোহপি ভদা রামং নস্তা হর্ষাশ্রগদগদঃ । ৫০  
 আহ রাম মহাত্ত্বঃস্বঃ সংসারোৎসয় স্বয়া হৃতঃ ।  
 বাস্তামি পৃষ্ঠতো রাম সেবাং কর্ত্বং তদাদিশ । ৫১  
 অল্পগুহুীষ মাং রাম নোচেৎ প্রাণাংস্ত্যজ্যাম্যহম্ ।  
 তথেষতি রাষবোহপ্যাহ লক্ষণং বাহি মা চিরম্ । ৫২  
 প্রতক্ষে তাং সমাধাভুং গতঃ সীতাপতির্ভিভুঃ ।  
 আগতং পতিমালোক্য সীতা স্তম্ভিতভাবিণী । ৫৩  
 স্বর্ণপাত্রহৃৎসলিলৈঃ পান্দৌ প্রক্কাশ্য ভঙ্কিতঃ ।  
 পপ্রচ্ছ পতিমালোক্য দেবঃ কিং সেননা বিনা । ৫৪  
 আগতোহসি গতঃ কুত্র শেতচ্ছত্রক্শ তে কুতঃ ।  
 বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিবিবর্জিতঃ । ৫৫  
 সামন্তরাজসহিতঃ সন্ত্রস্নমাগতোহসি কিম্ ।  
 ইতি ন্য সীতয়া পৃষ্টো রামঃ সন্নিভমব্রবীৎ । ৫৬

রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেহখিলম্ ।  
 অতস্ত্বংপালনার্থায় শীঘ্রং বাস্তামি ভামিনি । ৫৭  
 অদ্যেব বাস্তামি বনং স্বস্ত শক্রসমীপগা ।  
 শুক্রিয়াং কুরু মে মাতুলং মিথ্যাবাদিনো বয়ম্ । ৫৮  
 ইতি ক্রবন্তুং শ্রীরামং সীতা ভীতাত্রবীহচঃ ।  
 কিমর্থং বনরাজ্যং তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা । ৫৯  
 তামাহ রামঃ কৈকেযৌ রাজ্ঞা শ্রীতো বরং দদৌ ।  
 ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানসে । ৬০  
 চতুর্দশ সমান্ত্রজ্যে বাসো মে কিল বাচিতঃ ।  
 তয়া দেব্যা দদৌ রাজ্ঞা সত্যবাদী দয়াপরঃ । ৬১  
 অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিদ্বং কুরু ভামিনি ।  
 শ্রুত্বা তত্রারবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা । ৬২  
 অহমাপ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাৎ তুমেযসি ।  
 ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাষব নোচিতম্ । ৬৩  
 তামাহ রাষবঃ প্রীতঃ সপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীম্ ।  
 কথং বনং ত্বাং নেষেহহং বহুব্যাঙ্গমগাকুলম্ । ৬৪  
 রাক্ষসা ষোররুপাশ্চ সন্তি মাতুলভোজিনঃ ।  
 সিংহব্যাত্তবরাহাশ্চ সঞ্চরন্তি সমন্ততঃ । ৬৫  
 কট্টমূলমূলানি ভোজনার্থং স্তমধ্যমে ।  
 অপূপানি ব্যঞ্জনানি বিদ্যন্তে ন কদাচন । ৬৬  
 কালে কালে ফলং বাপি বিদ্যতে কুত্র হৃন্দরিঃ  
 মার্গো ন দৃশ্যতে কাপি শর্করাকটকাধিতঃ । ৬৭  
 গুহাগহ্বরসম্বাধং বিল্লীদং শাদিভিহু তম্ ।  
 এবং বহুবিধং দোষং বনং দণ্ডকসংজিতম্ । ৬৮  
 পাদচারণে গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমং ।  
 রাক্ষসাদীনৃ বনে দৃষ্টী জীবিতং হাশ্বসেহ চিরাৎ ৬৯  
 তন্মাত্ত্রে গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ ।  
 রামস্ত বচনং শ্রুত্বা সীতা দুঃখসমম্বিতা । ৭০  
 প্রত্যাঘাচ কু বদন্ত্যু কিঞ্চিকোপসমম্বিতা ।  
 কথং মামিচ্ছসে তাক্ত্বং ধর্মপত্নীং পতিব্রতাম্ ৭১  
 শুদনন্যামদোবাং মাং ধর্মজ্যোহসি দদ্বাপরঃ ।  
 ত্বংসমীপে স্থিতাং রাম কো বা মাং ধর্ষয়েহ্বনে ৭২  
 ফলমূলাদিকং যদ্বৎ তব ভূতাবশেষিতম্ ।  
 তদেবামৃততুল্যং মে তেন ভূষ্টা রমাম্যাহম্ । ৭৩  
 ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কটকাঃ ।  
 পুষ্পাস্তরণতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংখয়ঃ ৭৪  
 অহং ত্বাং কেশয়ে নৈব ভবেয়্যং কার্যাসাধিনী ।  
 বাল্যে মাং বীক্ষ্যকশ্চিৎপ্রৈজ্যোতিঃশান্ত্রিশিারদঃ ৭৫  
 প্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যা সহ ভবিষ্যতি ।  
 সত্যবাদী হিহো তুরাক্ষামিষ্যামি ত্বয়া সহ । ৭৬  
 অন্তং কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নর কাননম্ ।  
 রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভিহি হৈঃ ৭৭  
 সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিৎ ।

অতস্তয়া গমিষ্যামি সৰ্ব্বথা স্বংসহায়িনী । ৭৮  
 যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্তা প্রাণাং স্যাম্যামি তেহুগ্রতঃ  
 ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতারা রঘুনন্দনঃ । ৭৯  
 অত্রবীন্দেবি গচ্ছ স্বং বনং শ্রীভ্রং ময়া সহ ।  
 অরুক্ষতে প্রবজ্জাত হারানাতরণানি চ । ৮০  
 ত্রাক্ষণেভ্যো ধনং সৰ্ব্বৈ দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্ ।  
 ইত্যুক্তা লক্ষ্মণেনান্তে দ্বিজানাত্ত্বর তক্রিতঃ । ৮১  
 দদৌ গবাং বৃশ্চশতং ধনানি  
 বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি ।  
 হৃষ্টধবস্তাঃ শ্রুস্তীলবভ্যো  
 মুদা দ্বিজেভ্যো রঘুবংশকেভূঃ । ৮২  
 অরুক্ষতে দদৌ সীতা মুখ্যাভ্যাতরণানি চ ।  
 রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকথা । ৮৩  
 সকাশ্চঃ পুরবাসিত্যঃ সেবকেভ্যস্তথৈব চ ।  
 পৌরজানপদেভ্যশ্চ ত্রাক্ষণেভ্যঃ সহস্রশঃ । ৮৪  
 লক্ষ্মণেহপি স্তমিত্রাক্ষ কৌসল্যায়ে সমর্পয়ৎ ।  
 ধনুস্যাণিঃ সমাপত্য রামজাগ্রে ব্যবস্থিতঃ । ৮৫  
 রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্নঃ সৰ্বৈ নৃপালয়ম্ । ৮৬  
 শ্রীরামঃ সহ সীতয়া নৃপগণে গচ্ছন শনৈঃ সাহজঃ  
 পৌরান জানপদান কুতুহলদশঃ সানন্দমুদীক্ষয়ন ।  
 শ্রামঃ কামসংস্রহন্দরবপুঃ সান্ত্যা দিশো ভাসয়ন  
 পাদন্যাসপবিত্রিতাখিলজগৎপ্রাপালয়ৎ তং পিতুঃ । ৮৭  
 ইতি চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

• আয়াত্নং নাগরা দৃষ্ট্যে মার্গে রামং সজ্ঞানকিম্ ।  
 লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য উচুঃ সৰ্ব্বৈ পরস্পরম্ । ১  
 কৈকেযা বরদানাদি শ্রুত্বা হুঃখসমারতাঃ ।  
 বভূবুজা দশরথঃ সত্যসঙ্কং শ্রিয়ং হৃতম্ । ২  
 স্ত্রীহেতোরতাজ্ঞং কামী তস্ত সত্যবতা কৃতঃ ।  
 কৈকেয়ী বা কথং হৃষ্টা রামং সত্যং শ্রিয়ঙ্করম্ । ৩  
 দিবাসরামাস কথং ক্রুরকর্মাতিমুচরীঃ ।  
 হে জনা নাত্রি বস্তব্যং গচ্ছনোহুদৈব্য কাননম্ । ৪  
 যত্র রামঃ সভাৰ্ষ্যশ্চ সাহুজো গন্তুমিচ্ছতি ।  
 পশ্যন্ত জানকীঃ সৰ্ব্বৈ পাদচারেণ গচ্ছতীম্ । ৫  
 পুংভিঃ কদাচিদৃষ্টা বা জানকী লোকহন্দরী ।  
 সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনকং জেবধনানুতা । ৬  
 রামোহপি পাদচারেণ গজ্ঞাধাদিবিবজ্রিতঃ ।  
 গচ্ছতি ত্রক্ষ্যধ বিভূঃ সৰ্ব্বলোকৈকহন্দরম্ । ৭  
 রাক্ষসী কৈকরীনারী জাতা সৰ্ববিদামিনী ।  
 রামজ্ঞাপি ভবেদুঃখং সীতার্নাঃ পাদবানতঃ । ৮

বলবান্ বিধিরেবাত্র পুস্ত্রবদো হি হুর্কলঃ ।  
 ইতি হুঃখাকুলে বৃক্ষে সাধনাং মুনিপুংকবঃ । ৯  
 অত্রবীন্দেবদেবোহং সাধনাং সঙ্কমধ্যগঃ ।  
 মাতৃশোচণ রামং বা সীতাং বা বচি তবস্ততঃ । ১০  
 এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্বতঃ ।  
 এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্ধোগমায়ৈতি বিপ্রজা । ১১  
 অসৌ শেষস্তমভেতি লক্ষ্মণাধ্যশ্চ সাশ্রুতম্ ।  
 এষ মায়ী শুভৈশ্চ কৃতস্তদাকাশরবানি । ১২  
 এষ এব বজ্রায়ুক্তো ব্রহ্মাত্ত্বিধিগতাবনঃ ।  
 সত্ত্বাবিষ্টস্তথা বিষ্ণুশ্রীজগৎপ্রতিপালকঃ । ১৩  
 এষ রুদ্রস্তমসোহস্তে জগৎপ্রলয়কারণম্ ।  
 এষ মংস্তঃ পুরা ভূত্বা তক্তং বৈবস্বতং মহম্ । ১৪  
 নাব্যারোপা লয়স্তান্ধং পালয়ামাস রাবণঃ ।  
 সমুদ্রমথনে পূৰ্ব্বং মন্দরে স্ততজংগতে । ১৫  
 অধারয়ং স্বপুঠেহুদিং কৃশ্মরূপী রঘুশ্রমঃ ।  
 মহী রসাতলং যাতা প্রশ্মৈশ্চ শুকরোহুভবৎ । ১৬  
 তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং কোণীং রঘুনন্দনঃ ।  
 নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা প্রজ্ঞাদিবরদঃ পুরা । ১৭  
 ত্রিলোককটকং রক্ষঃ পাটয়ামাস তন্নদৈঃ ।  
 পুত্ররাজ্যং কৃত্য দৃষ্ট্যে হৃদিভ্যা বাচিতঃ পুরা । ১৮  
 বামনতমুপাগম্য বাচঞয়া চাহরং পুনঃ ।  
 দুষ্টক্ষত্রিয়ভূত্বারনিবৃত্ত্যে ভার্গবোহুভবৎ । ১৯  
 স এব জগ্নতাং নাথ ইদানীং রামতাং গুতঃ ।  
 রাবণাদীনী রক্ষাংসি কোটিশো নিহনিষ্যতি । ২০  
 মাতৃষেণৈব মরণং তস্ত দৃষ্টং হুরায়নঃ ।  
 রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারদিভো হরিঃ । ২১  
 পুত্রজ্ঞাকাজ্ঞয়া বিকোস্তকা পুত্রোহুভবদ্ধরিঃ ।  
 স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদিবধায় হি । ২২  
 গস্ত্রাদৈব্য বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।  
 এষা সীতা হরেমর্যা স্তৃষ্ট্বিহ্যাস্তকারিণী ॥ ২৩  
 রাজ্ঞা বা কৈকরী বাপি নাত্র কারণমবুপি ।  
 পূৰ্ব্বেহুর্নারাধঃ প্রাহ ভূতারহরণয় চ ॥ ২৪  
 রামোহুপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্বো গমিষ্যামাহং বনম্  
 অতো রামং সমুদ্दिশু চিন্ত্যং তাজ্ঞত বাপিশাঃ ২৫  
 রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি ।  
 তেবাং মৃত্যুভারাদীনী ন ভবন্তি কদাচন । ২৬  
 কা পুনস্তস্ত রামস্ত হুঃখশ্চা মহায়ননঃ ।  
 রামনারৈব মুক্তিঃ জ্ঞাং কলৌ নাশ্চেন কৈনচিৎ ॥ ২৭  
 মায়ামাহুধরুপেণ বিভূদয়তি লোককৃত্যং ।  
 তক্তান্যং তক্তনার্থয়ি রাবণস্ত বধায় চ ২৮  
 রাজ্ঞস্তাত্তিষ্টসিদ্ধার্থঃ মাতৃশ্চ বপুঃপ্রস্রিতঃ ।  
 ইত্যুক্তা বিরামাধং বাহুদেবো মহামুনিঃ ॥ ২৯  
 শ্রুত্বা তেহপি দ্বিজাঃ সৰ্ব্বৈ রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভূশু

জহৎ সংশয়গ্রহিৎ রামমেবাধচিত্তয়ন্ । ৩০  
 ব ইবং চিত্তয়েদিত্যং রহস্যং রামসীতয়োঃ ।  
 তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তিবোধিত্জ্ঞানপূরিকা ১০১  
 বৃহত্তং পোপনীরং বো বুরং বৈ রাঘবপ্রিয়ঃ ।  
 ইত্যুক্তাঃ প্রথমো বিপ্রস্তেহপি রামং পরং বিহুঃ ১০২  
 ততো রামঃ সমাবিশ্চ পিতৃনেহমবারিতঃ ।  
 সাত্ত্বজঃ সীতয়া গতা কৈকেরীমিদমব্রবীৎ ১০৩  
 আপত্যঃ শ্মো বয়ং মাতঙ্গরস্তুে সমস্তং বনম্ ।  
 গন্তং কৃত্যধয়ঃ শীঘ্রমাজ্ঞাপয়তু নঃ পিতা ১০৪  
 ইত্যুক্তা সহসোখার চারাপ প্রদদৌ বনম্ ।  
 রামায় লক্ষ্মণায়োঃ সীতায়ৈ চ পৃথক্ পৃথক্ ১০৫  
 রামস্ত বস্ত্রগুণং স্বক্য বস্ত্রচারাপ পর্ধ্যবাৎ ।  
 লক্ষ্মণোহাপ তথা চক্রে সীতা তন্ন বিজানতী ১০৬  
 হস্তে গৃহীত্বা রামস্ত লক্ষ্ময়া মুখমৈক্ষত ।  
 রামো গৃহীত্বা তচ্চীরমং শুকে পর্ধ্যবেষ্টয়ৎ ১০৭  
 তদৃষ্ট্বা কুরুতুঃ সশ্ৰে রাজলার্যঃ সমস্ততঃ ।  
 বসিত্তস্ত তদাকর্ণ্য রুদিতং ত্বংসরন্ কৃষা ১০৮  
 কৈকেরীং প্রাহ হুব ত্তে রাম এব ত্বয়া বৃতঃ ।  
 বনবাসায় হৃষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রথচ্ছাসি ১০৯  
 যদি রামং সমবেতি সীতা ভক্ত্যা পতিব্রতা ।  
 দিব্যাস্বরধরা নিত্যং সর্গাভরণভূষিতা ১১০  
 রময়ত্নিনশং রামং বনহঃখনিবারিণী ।  
 রাজা দশরথোহপ্যাহ স্তমস্তং রথমানয় ১১১  
 রথমাক্ষহ গচ্ছন্ত বনং বনচরপ্রিয়ঃ ।  
 ইত্যুক্তাঃ রামমালোক্য সীতাকৈব সলক্ষণম্ ১১২  
 হৃৎখামিপতিতো ভূমৌ রুরোদাশ্চপরিপ্লু ডঃ ।  
 আকরোহ ধ্বং সীতা শীঘ্রং রামস্ত পশ্যতঃ ১১৩  
 রামঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা পিতরং রথমাক্ষহং ।  
 লক্ষণং বক্তায়ুগলং ধমস্তবীযুগং তথা ১১৪  
 গৃহীত্বা রথমাক্ষহ নোদয়ামাস সারথিম্ ।  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ স্তমস্তেতি রাজা দশরথোহব্রবীৎ ১১৫  
 গচ্ছ গচ্ছতি রামেণ নোদিতোহচোদয়প্রথম্ ।  
 রামে দূরং গতে রাজা মুক্তি তঃ প্রাপতভুবি ১১৬  
 পৌরাস্ত বালরুজাশ্চ বৃদ্ধা ব্রাহ্মণসত্তমাঃ ।  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি রামেতি ক্রোশস্তো রথমবয়ুঃ ১১৭  
 রাজা রুদিশ্চা স্তচিত্রং বা নয়ন্ত গৃহং প্রতি ।  
 কৌসল্যারা রামমাতুরিত্যাং পরিচারকান্ ১১৮  
 কিঞ্চিৎকালং ভবেৎ তত্র জীবনং হৃৎপিত্তম মে ।  
 অত উভং ন জীবামি চিরং রামং বিনাকৃতঃ ১১৯  
 ততো গৃহং প্রবেশ্বেব কৌসল্যারাঃ পপাত হ ।  
 মুক্তি তচ্চ চিরাদবুকা ভুক্তীমেবাবতস্থিবান্ ১২০  
 রামস্ত তমসাতীরং গতা তত্রাবসং স্থপী ।  
 জলং প্রাশ্চ নিরাহারো বৃক্ষমুলেহ বপরিভুঃ ১২১

সীতয়া সহ বর্শাস্তা ধম্পাণিত্ত লক্ষণঃ ।  
 পাণরামাস বর্শাস্তঃ স্তমস্তেণ সমধিতঃ ১২২  
 পৌরাঃ সর্শে সমাপত্য হিতাত্ত্বাভিদিরতঃ ।  
 শক্তা রামং পুরং নেতুং নোচেদগচ্ছামহে বনমাশ্চ  
 ইতি নিশ্চরমাজ্ঞায় তেবাং রামোহভিবিম্বিতঃ ।  
 নাহং গচ্ছামি নগরমেতে বৈ রেশভাগিনঃ ১২৩  
 ভবিষ্যত্বীতি নিশ্চিত্য স্তমস্তমিদমব্রবীৎ ।  
 ইদানীমেব গচ্ছামঃ স্তমস্ত রথমানয় ১২৪  
 ইত্যাক্রুস্তঃ স্তমস্তোহপি রথং বাহৈরবোজয়ৎ ।  
 আক্ৰহ রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণোহপি বহুক্র তম্ ১২৫  
 অষোধ্যাভিমুখং গতা কিঞ্চিদূরং ততো যযুঃ ।  
 তেহপি রামমদৃষ্টে ব প্রাতরুথায় হৃৎধিতাঃ ১২৬  
 রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরং যযুঃ ।  
 যদি রামং সসীতং তে ধারন্তস্তত্ত্ব রথহম্ ১২৭  
 স্তমস্তোহপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাধরম্ ।  
 ক্ষীতান জনপদান পশ্যান রামঃ সীতাসমধিতঃ ১২৮  
 গঙ্গাতীরং সমাগচ্ছৎ শৃঙ্গিবেরাবিদুরতঃ ।  
 গঙ্গাং দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য শাস্তা সানক্ষমানসঃ ১২৯  
 শিংশপারুকমূলে স নিবসাদ রমস্তমঃ ।  
 ততো গৃহো জনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবম্ ১৩০  
 সখায়ং স্বামিনং শ্রুত্বং হর্ষাং তুর্গং সমাপতৎ ।  
 কলানি মধুপুস্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ১৩১  
 রামস্তাপ্তে যিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎ প্রাপতভুবি ।  
 গৃহমুখাপা তং তুর্গং রাঘবঃ পরিষব্জে ১৩২  
 সংপৃষ্টকুলো রামং গৃহং প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ ।  
 ধস্তোহহমদ্য মেজম নৈবাদং লোকপাবন ১৩৩  
 বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেহং রমস্তম ।  
 নৈবাদরাজ্যমেতং তে কিম্বরস্ত রমস্তম ১৩৪  
 তদধীনং বসমত্র পাণরামান রঘুবহ ।  
 আপচ্ছ বামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহম্ ১৩৫  
 গৃহাণ কলমূলানি ত্বদর্থং সক্তিভানি মে ।  
 অমৃগৃহীষ ভগবন্ দাসস্তেহং সুরোত্তম ১৩৬  
 রামস্তমাহ স্তপীতো বচনং শৃণু মে সখে ।  
 ন বেক্যামি গৃহং গ্রামং নব বর্ষাধি পঞ্চ চ ১৩৭  
 দত্তমস্ত্রেন নো ভুঞ্জে কলমূলাদি কিঞ্চন ।  
 রাজ্যং মমৈতৎ তে সর্বং ত্বং সখামেইতিব্রতঃ ১৩৮  
 বটকীরং সমান্য্য জটামুকটমাদরাং ।  
 ববজ লক্ষ্মণেনাধ সহিতো রঘুনন্দনঃ ১৩৯  
 জলমাত্রস্ত সংপ্রাশ্চ সীতয়া সহ রাঘবঃ ।  
 আশ্রু তং কুলপর্থায়েঃ স্তমস্তং লক্ষ্মণেন হি ১৪০  
 উবাস তত্র নগরপ্রাসীদাশ্চৈ বধা পূবা ।  
 সুধাপ তত্র বৈবেশ্য পর্ধ্যক্ ইব সংস্কতে ১৪১  
 ভতোহভিদিরে পরিগৃহ চাপং  
 সবাণতুর্গীরথমুঃ স লক্ষ্মণঃ ১৪২

ররক্ রামং পরিভো বিপশ্যন্  
ওহেন সর্ভং সর্পরাসনেন । ৭৩

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সুপ্তং রামং সমালোক্য ওহঃ সোহশ্রপরিপ্লুতঃ ।  
লক্ষ্মণং প্রাহ বিনরাহুভ্রাতঃ পশ্যসি রাঘবম্ । ১  
শয়ানং কুশপত্রৌষস স্তরে সীতয়া সহ ।  
যঃ শেতে কুশপত্রৌষসে স্বাস্তীর্ষে ভবনোত্তমে । ২  
কৈকেয়ী রামদুঃখস্ত কারণং বিধিনা কৃত্য ।  
মহুরাবুদ্ধিমায়ায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ । ৩  
তঙ্কুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সপে শূণু বচো মম ।  
কঃ কস্ত হেতুহঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা । ৪  
সপূর্বাঙ্কিতকর্ম্মেব কারণং সুখদুঃখয়োঃ । ৫  
সুখস্ত দুঃখস্য ন কোহপি দাতা  
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেবা ।  
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ  
স্বকর্ম্মসূত্রপ্রথিতো হি লোকঃ । ৬  
সুহৃদ্বিত্রাণ্যদাসীনদেষ্যমধ্যস্ববাকবাঃ ।  
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম তথা তত্র বিভাব্যতে । ৭  
সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশনো নরঃ ।  
যদ্বদ্বদ্বথাগতং উত্তরুজ্ঞাত্য স্বমনা ভবেৎ । ৮  
ন মে ভোগাগমে বাহ্না ন মে ভোগবিবর্জনে ।  
আগচ্ছত্থ মাগচ্ছত্ভোগবশণো ভবে । ৯  
যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাথা যেন কেন বা ।  
কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোক্তব্যং তৎ তত্র নাত্রথা । ১০  
জগৎ হর্ষবিষাদাত্যাং শুভাশুভকলোদয়ে ।  
বিধাত্ৰা বিহিতং যদ্বৎ তদলক্ষ্যং সুরাসুরৈঃ । ১১  
সর্কদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুধ্যতে ।  
শরীরং পুণ্যপাপাত্যামুংপন্নং সুখদুঃখবৎ । ১২  
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ।  
ছয়মেতচ্চি জন্মানামলজ্যাং দিনরাত্রিবৎ । ১৩  
সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্ ।  
ঘরমন্যোনাঃ সংযুঙং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ । ১৪  
তন্মাত্রৈকধেয়ং বিধাংস ইষ্টীনিষ্টৌপলভিবু ।  
ন জ্যতি ন মুহুন্তি সর্কং যারৈতি ভাবনাৎ । ১৫  
ওহলক্ষ্মণয়োরিবং ভাবতোবিমলং নভঃ ।  
বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্ট্য প্রোভঃ সমাহিতঃ । ১৬  
উবাচ শীঘ্রং সুদৃঢ়াং নবমানয় মে সপে ।  
কথা রামস্য বচনং নিষাধাধিপতিশু হং । ১৭  
স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিয়ায় সুলক্ষণাম্ ।  
স্মিন্মিত্রাকৃত্যাং নৌকা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ । ১৮

বাহয়ে জাতিভিঃ সার্কমহমেব সমাহিতঃ ।  
ভবেতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাম্ । ১৯  
ওহসা হস্তাবলম্বা স্বরকারহদচ্যুতঃ ।  
পানুধাকীন সবারোপা লক্ষণোহপ্যারুরোহ চ । ২০  
ওহস্তান বাহরামাস জাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ম্ ।  
পদ্মামঘো নভা পদ্মাং প্রার্থয়ামাস জানকী । ২১  
দেবি পঙ্গু নমস্তুভ্যাং নিরুত্বা বনবাসতঃ ।  
রামেণ সহিতাহং স্বাং লক্ষ্মণেন চ পুঙ্কয়ে । ২২  
সুরাকাসোসোপহাটৈশ্চ নানাবলিতরিদৃতা ।  
ইত্যুক্ত্য পরকুলং তৌ শঠৈনকুর্থাব্য জ্ঞাতুঃ । ২৩  
ওহোহপি রাঘবং প্রাহ পশিষ্যামি ত্বয়া সহ ।  
অহুজ্ঞানদেহিরাজেন্ননোচেৎপ্রাণং স্ত্যজাম্যহম্ । ২৪  
কথা নৈবামবচনং শ্রীরাশমন্তমথাত্রবীৎ ।  
চতুর্দশ সমাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপাহম্ । ২৫  
স্মায়াস্যামুদিতং সত্যং নাসত্যং রামভাষিতম্ ।  
ইত্যুক্ত্যালিন্দ্র্য তৎ ভক্তং সমাপাস্য পুনঃ পুনঃ । ২৬  
নিবর্তয়ামাস ওহং স্রোহপি কুরু দৃষ্যমৌ গৃহম্ ।  
তত্র মেধাং যুগং হস্তা পক্ত্য হস্তা চ তে ত্রয়ঃ । ২৭  
ভুক্ত্য বৃক্ষমলে সুপ্ত্য সুখমাসত তাং নিশাম্ ।  
ততো রামস্ত বেদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমম্বিতঃ । ২৮  
ভরষাজ্রমগপদং নভা বহিরুপাস্থিতঃ ।  
তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্য রামঃ প্রাহ চ যে বটৌ । ২৯  
রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষণাভ্যাং সমম্বিতঃ ।  
আন্তে বহিব নস্তেতি চ্যচ্যত্যং যুনিসরিধৌ । ৩০  
তঙ্কুত্বা সহসা পদ্মা পাদয়োঃ পতিভো মনোঃ ।  
স্মিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্বাহিরবহিতঃ । ৩১  
সভার্থ্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসম্বিতঃ ।  
ভরষাজ্র মনরে জাগরয় যথোচিতম্ । ৩২  
তঙ্কুত্বা সহসোপায় ভরষাজ্ঞৌ মুনীপরঃ ।  
গৃহীত্বার্থক পাদ্যক রামসাগীপামাঘবৌ । ৩৩  
দৃষ্ট্য রামং স্বথাত্মায়ং পূজয়িত্বা সলক্ষণম্ ।  
আহ মে পরশালাং ভো রাম রাজীবলোচন । ৩৪  
আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন ।  
ইত্যুক্তোইজমানীয় সীতয়া সহ রাঘবৌ । ৩৫  
ভক্ত্যা পুনঃ পুঙ্কয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্ ।  
অদ্যাং তপসঃ পারং গতোহস্মি তব সঙ্গমাৎ । ৩৬  
জাতং রাম তবোদম্ভং ভূতকাপামিকক যৎ ।  
জানামি স্বাং পরাস্তানং মায়য় কার্যমাহুযম্ । ৩৭  
স্বধর্ম্মবতীর্ষোহসি প্রার্থিতো লক্ষ্মণা পুরা ।  
যদ্বর্ধং বনবাসস্তে যৎ করিষ্যামি বৈ পুরঃ । ৩৮  
জানামি জ্ঞানবৃষ্ট্যাংহং জাতয়া ভূতপাসনাৎ ।  
ইতঃ পরং ত্বাং কিং কুরু্য কৃতার্থোহং রঘুত্তম । ৩৯  
যথাং পশ্যামি কাকুংহং পুঙ্কযং প্রকৃত্তেঃ পরম্ ।



রামশ্চমন্ডিবাধ্যাহু সীতালক্ষণসংযুতঃ । ৪০  
 অক্ষুণ্ণাভ্যাংকর্য্যাক্রমং বয়ং কক্ষিয়বাক্ষবাঃ ।  
 ইতি সস্ত্রাষাতেহত্রোক্তমুখিত্বা মুনিস্মিত্বৌ । ৪১  
 প্রীতকৃপায় যমুনামুত্তীৰ্ণা মুনিদারৈকঃ ।  
 ক্রোধাপ্রবেশ মুনিবা দৃষ্টমার্গেণ রাষবঃ । ৪২  
 প্রমথৌ চিত্রকটাসিং বাস্মীকৈর্ধত্র চাপ্রমঃ ।  
 গহ্না রামোঃধ বাস্মীকৈরাশ্রমং শ্বষিসঙ্কসম্ । ৪৩  
 নানানগদ্বিজ্ঞাকীর্ণং নিত্যং পুষ্পফলাকুলম্ ।  
 তত্র দৃষ্টা সমাসীনং বাস্মীকিং মুনিসন্তমম্ । ৪৪  
 ননামে শিরসা রামো লক্ষণেন চ সীতয়া ।  
 দৃষ্টা রামং রমানাথং বাস্মীকির্লোকহৃন্দরম্ । ৪৫  
 জানকীলক্ষণোপেতং জটায়ুকটমণ্ডিতম্ ।  
 কন্দর্পাদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেষ্ণুগমম্ । ৪৬  
 দৃষ্টে ব সহসোত্তরৌ বিশ্বয়ানিমিষেক্ষণঃ ।  
 জ্বালিত্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রলোচনঃ । ৪৭  
 পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং তক্ত্যর্চ্যাদিভিরাদৃতম্ ।  
 ফলমূলেঃ হৃদযুর্ভৈরৌজয়িত্বা চ লাশিতঃ । ৪৮  
 রাষবঃ প্রাজলিঃ প্রাহ বাস্মীকিং বিনয়াদ্বিতঃ ।  
 পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্ । ৪৯  
 ভবন্তৌ যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোহত্র কারণম্ ।  
 যত্র মে সূত্ববাসায় ভ্রবেৎ স্তানং বদন্ত তৎ । ৫০  
 সীতয়া সহিতঃ ক লং কিঞ্চিৎ তত্র নয়াম্যহম্ ।  
 ইত্যুক্তো রাষবেনাসৌ মুনিঃ সম্বিতমত্রবীৎ । ৫১  
 স্তম্বেব সর্সলোকানানং নিবাসস্থানমুত্তমম্ ।  
 তথাপি সর্সভূতানি নিবাসসদনানি হি । ৫২  
 এবং সাধারণং স্থানমুজঃ তে রতুনন্দন ।  
 সীতয়া সহিতস্তেতি বিশেষং পৃচ্ছ তস্তব । ৫৩  
 তদক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ যৎ তে নিয়তমন্দিরম্ ।  
 শাস্তানানং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্ট গাঞ্চ জন্তবু ।  
 স্থাম্বেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেহধিমন্দিরম্ । ৫৪  
 ধর্ম্মধর্ম্মান্ পরিভাজ্য স্থাম্বেব ভজতোহনিশম্ ।  
 সীতয়া সহ তে রাম তন্ত হং সূত্বমন্দিরম্ । ৫৫  
 স্তম্ভজাপকো যন্ত স্থাম্বেব শরণং গতঃ ।  
 নিবৃন্দৌ নিস্পৃহস্তস্ত হৃদয়ং তে স্তমন্দিরম্ । ৫৬  
 নিরহঙ্কারিণঃ শাস্তা য়ে রাগদ্বेषবর্জিতাঃ ।  
 সমলোপাশ্চ কনকান্তেবাং তে হৃদয়ং গৃহম্ । ৫৭  
 তয়ি দন্তমনৌবুদ্ধির্ষঃ সন্তপ্তঃ সদা ভবেৎ ।  
 তয়ি সস্ত্রাকর্ষ্মা যন্তস্তনস্তে স্তভৎ গৃহম্ । ৫৮  
 যো ন দ্বেষ্টাপ্রিয়ং প্রাপ্যাপ্রিয়ং প্রাপ্য ন হব্যতি ।  
 সর্সং মায়েতি নিশ্চিত্য ভাংভজন্তমনৌ গৃহম্ । ৫৯  
 যড় ভাবাদিবিকারান্ যৌ দেহেহ পশুতি নাস্মনি ।  
 কুভূত সূত্বঃ ভয়ং হৃৎখং প্রাপবুদ্ধ্যোনিরীকতে । ৬০  
 সংসাপধর্ষ্মৈর্নিম্নু স্তস্তত্র তে মানসং গৃহম্ । ৬১

পশুতি যে সর্সগুহানরহং  
 ত্বাং চিদঘনং সত্যমনস্তমেকম্ ।  
 অলেপকং সর্সগতং বরেণ্যং  
 তেবাং হৃদয়ে সহ সীতয়া বস । ৬২  
 নিরন্তরাভ্যাসদৃটীকৃত্যস্তনানং  
 ত্বংপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাম্ ।  
 ত্বমামকীর্ত্যা ইতকম্বাণাং  
 সীতাসমেতস্ত গৃহং হৃদয়ে । ৬৩  
 রাম ত্বমামরহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্ ।  
 যৎপ্রভাবাদহং রাম ত্রক্ষিভম্বাপ্তবানু । ৬৪  
 অহং পুরা কিরাতেষু কিরাটেঃ সহ বর্জিতঃ ।  
 জনমাত্রদ্বিজন্তং মে শূদ্রাচারতঃ সদা । ৬৫  
 শূদ্রায়্যং বহবঃ পুত্রা উৎপন্ন মেহজিতাস্তনঃ ।  
 তত্শোচৈরৈশ্চ সদ্ভয়া চোরোহহমভবং পুরা । ৬৬  
 ধনূর্বাণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ ।  
 একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে । ৬৭  
 সাঙ্কানয়া প্রকাশন্তো জলনার্কসমপ্রভাঃ ।  
 তানষধাবং লোভেন তেবাং সর্সপরিহৃদ্বানু । ৬৮  
 গ্রহীত্বকামস্তোহং তিষ্ঠে তিষ্ঠেতি চাক্রবম্ ।  
 দৃষ্টা মাং মনরোহপৃচ্ছন্ কিমায়াসি দ্বিজাধম । ৬৯  
 অহং তানক্রবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসন্তমাঃ ।  
 পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুদ্ধক্ষিতাঃ । ৭০  
 তেবাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে ।  
 ততো মামুচুরবাগ্নাঃ পৃচ্ছ গতা কুটুমকম্ । ৭১  
 যৌ যৌ ময়া প্রতদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ ।  
 যুয়ং উভাগিনঃ কিং বা নেতিবেতি পৃথক্ পৃথক্ । ৭২  
 বয়ং স্থাতামহে তাবদাগমিযাসি নিশ্চয়ঃ ।  
 তথেষুজ্ঞা গৃহং গতা মুনিভির্বহুদীরিতম্ । ৭৩  
 আপৃচ্ছং পুত্রদারাদীন তৈরুক্তোহহং রঘুত্তম ।  
 পাপং তবৈব তৎসর্সং বয়ং তু ফলভাগিনঃ । ৭৪  
 তচ্ছ ত্বা জাতনির্দোদৌ বিচার্য্য পুনরাগমম্ ।  
 মনরো যত্র তিষ্ঠন্তি কল্পাপূর্ণমানসাঃ । ৭৫  
 মুনীনং দর্শনাদেব শুক্রান্তঃকরণৌহভবম্ ।  
 ধনুরাদীন পরিভাজ্য লণ্ডবৎপতিতোহন্যাহম্ । ৭৬  
 রক্ষসং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্যবম্ ।  
 ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্টা মামুচুম্ নিসন্তমাঃ । ৭৭  
 উস্তিষ্ঠোস্তিষ্ঠে ভদ্রং তে সফলং সংসমাগমঃ ।  
 উপদেক্ষ্যমহে তুভ্যং কিঞ্চিৎতেনৈব মোক্ষ্যসে ।  
 পরস্পরং সমালোচ্য হুয়ু ভৌহং বিজাধমঃ । ৭৮  
 উপেক্ষ্য এষ সদ্ভূতৈস্তথাপি শরণং গতঃ ।  
 রক্ষণীয়ঃ প্রেষয়েৎ মোক্ষমার্গোপদেশতঃ । ৭৯  
 ইত্যুক্তা রাম তে নাম ব্যস্তান্তাকরপূর্বকম্ ।  
 একাগ্রমনসাত্রেব মরতি জপ সর্সবা । ৮০

আগচ্ছামঃ পুনর্ধাবতাবৎ তাকং সদা জপ ।  
 ইত্য়াক্ । প্রথমঃ সর্গে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ । ৮১  
 অহং বথোপদিষ্টং তৈস্তথা করবমঞ্জসা ।  
 জপমেকাগ্রমনসা বাহুং বিশ্বভবানহম্ । ৮২  
 এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরূপিণঃ ।  
 সর্কসঙ্গবিহীনস্ত বন্যীকোহভূক্ষমোপরি । ৮৩  
 ততো যুগসহস্রান্তে স্বর্ষয়ঃ পুনরাগমন্ ।  
 মামুচুর্নিক্রমশ্চেতি তচ্ছব্দা তুর্নুখিতঃ । ৮৪  
 বন্যীকান্নির্গতশ্চাহং নীহারাদিব ভাস্বরঃ ।  
 অমাপাতম্ নিগণা বাসীকিজ্জং মুনীপর । ৮৫  
 বন্যীকান্ সন্তবো বন্যাদ্বিতীয়ং জন্ম তেহভবৎ ।  
 ইত্য়াক্ । তে যমুর্দিব্যগতিং রত্নকুলোত্তম । ৮৬  
 অহং তে রামনামশ্চ প্রভাবাদীদৃশোহভবম্ ।  
 স্যদা সাক্ষাৎ প্রপঞ্জামি সমীতং লক্ষ্মণেন চ । ৮৭  
 বামং রাজীবপরাঙ্কং ত্বামুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ।  
 আগচ্ছ রাম ভদ্রং তে মূলং বৈ দর্শয়াম্যহম্ । ৮৮  
 এবমুক্ত্য মুনিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ।  
 শিষ্টৈঃ পরিব্রুতো গচ্ছা মধ্যে পর্ভগজয়োঃ । ৮৯  
 তত্র শালাং দুবিত্তীর্ণং কারমাগাস বাসভূঃ ।  
 প্রাক্পশ্চিমং দক্ষিণেদক্ শোভনং নন্দিরহরম্ । ৯০  
 জ্ঞানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ।  
 তত্র তে দেবসদৃশা হৃবসন্ ভবনোত্তমৈঃ । ৯১  
 বাসীকিনা তত্র সুপূজিতোহয়ং  
 রামঃ সমীতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।  
 দেবৈবমুনীন্দ্রৈঃ সহিতো মুদ্রান্তে ।  
 সর্গে বধা দেবপতিঃ স শচ্যা । ৯২  
 ইতি বঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

স্তমস্তোহপি তদাযোধ্যাং দিনান্তে প্রবিবেশ হ ।  
 বস্ত্রং মুখমাচ্ছাদ্য বাপ্কাঙ্কলিতলোচনঃ । ১  
 নভিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং ত্রুষ্টমাধবৌ ।  
 জয়শব্দেন রাজানং স্তম্ভা তং প্রণনাম হ । ২  
 ততো রাজা নমস্তং তং স্তমস্তং বিহ্মলোহবত্রীং ।  
 স্তমস্ত রামঃ কুত্রান্তে সীতাত্রা লক্ষ্মণেন চ । ৩  
 কুত্র তাকুত্ময়া রামঃ কিং মাং পাপিনমবত্রীং ।  
 সীতাত্রা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দয়ং মাং কিমবত্রীং । ৪  
 হা রাম হা গুণনিধে হা সীতে প্রিয়বাদিনি ।  
 দুঃখার্থবে নিমমং মাং স্মিয়মাণং ন পশ্যসি । ৫  
 বিলপ্যেবং চিরং রাজা নিম্নো দুঃখসাগরে ।  
 এবং মন্ত্রী কদম্বং তং প্রাজ্জলির্বা ক্যমবত্রীং । ৬

রামঃ সীতা চ সৌমিত্রিযরা নীতা রধেন তে ।  
 শূন্রিবেরপুরাত্যাসে গন্ধাক্লে ব্যবহিতাঃ । ৭  
 গুহেন কিঞ্চিদানীতং কলমূলানিককং যৎ ।  
 স্পৃষ্টা হস্তেন সস্ত্রীত্যা বাগ্রহীবিসমঙ্গ তৎ । ৮  
 বটকীরং সমানায় গুহেন রঘুনন্দনঃ ।  
 জটামুক্তমাযবা মায়াই নৃপতে বয়ম্ । ৯  
 স্তমস্ত জ্জিহ রাজানং শোকস্তেহস্ত ন মংকুতে ।  
 সাকেতাদধিকংসৌধ্যংনিপিনে নো ভবিষ্যতি । ১০  
 মাতুর্মে বন্দনং জ্জিহ শোকং ত্যজতু মংকুতে ।  
 আশাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্ণ তম্ । ১১  
 সীতা চাক্ষপত্রীতাকী মায়াই নৃপসত্তম ।  
 দুঃখগলদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী । ১২  
 মাষ্ট্রাঙ্কং প্রণিপাতং মে জ্জিহ বশ্রোঃ পদাবুজ্জে ।  
 ইতি প্রকদতী সীতা গতা কিঞ্চিদবাসুধী । ১৩  
 ততস্তেহক্ষপত্রীতাক্কা নাবমাকুরুহস্তদা ।  
 যাবদগচ্ছাং সমুত্তীর্ষ্য গস্তান্তাবদহং স্থিতঃ । ১৪  
 ততো দুঃধেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ ।  
 ততো রুদন্তী কোসল্যা রাজানমিমমবত্রীং । ১৫  
 কৈকেয্যে প্রিয়ভাৰ্ঘ্যায়ৈ প্রসন্নো দহবান বয়ম্ ।  
 স্তং রাজ্যং দেহি তন্ত্ৰৈবমংপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ । ১৬  
 কৃচ্ছা স্বমেব তংসর্কমিধানীং কিং তু রোদিষি ।  
 কোসল্যাবচনং শ্রদ্ধা ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা । ১৭  
 পুনঃ শোকাশ্রুর্গুণীকঃ কোসল্যামিদমবত্রীং ।  
 দুঃধেন স্মিয়মাণং মাং কিং পুনত্রঃখয়তলম্ । ১৮  
 ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ম্ ।  
 শশ্রোহহং বাশ্যতাবেন কেনচিযুনিনা পূবা । ১৯  
 পুরাহং যোবনে দৃশ্ণস্তাপবাধরৌ নিশি ।  
 অচরং মগ্নয়াস্ততো নদ্যাস্তীরে মহাবনে । ২০  
 তত্রাক্ষরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিৎ ত্বাধিক্তঃ ।  
 পিপাসাদিক্তয়োঃ পিত্রোর্জলমানেভুমুদ্যতঃ ।  
 অপূরয়জ্জলে কুস্তং তদা শশ্রোহভবমহান্ । ২১  
 গজঃ পিবতি পানীয়মিতি যথা মহানিশি ।  
 বাণং ধনুবি সঙ্কায় শব্দবেধিমক্ষিপম্ । ২২  
 হাহতোহস্মীতি তত্রাত্ৰুচ্ছবো মাত্ৰমশ্চকক !  
 কস্তাপি নকুতো দোষো ময়াকেন হতো বিধে । ২৩  
 প্রতী ক্ষতে মাং মাতা চ পিতা চ জগকাজ্জয়া ।  
 তচ্ছব্দা ত্রসয়স্তস্ততোহহং পৌত্রমং বচঃ । ২৪  
 শটনগচ্ছাধ তংপাৰ্শ্বং স্মামিন দশরথোহম্ম্যহম্ ।  
 অজানতা ময়া বিদ্ধস্তাতুর্মর্গিস মাং মুনে । ২৫  
 ইত্য়াক্ । পাদয়োস্তস্ত পতিতো গদাভাঙ্করঃ ।  
 তদা মায়াই স মুনিমর্দিক্ৰবীন্ পনতম্ । ২৬  
 ব্রহ্মহত্যাশ্পশ্চেন্ন স্বাং বৈশ্রোচহং তপসি স্থিতঃ ।  
 পিতরোমাংপ্রতীক্ষেতেহুস্তুভুভ্যাপরিপীড়িতৌং ।

উদ্যোগমুদকঃ দেহি নীলমেবাচিচারয়ন ।  
 ন চেহাং ভঙ্গস্যাং কুৰ্ঘ্যাং পিতামে যদি কুপতি ॥২৮  
 জলং দদ্য তু তৌ নত্বা কৃতং সৰ্কেং নিবেদয় ।  
 শূল্যামুদকং মে দেহাংপ্রাণাংস্ত্যক্যামি পীড়িতঃ ॥২৯  
 ইত্যাক্তো মুনিনা সীতং বাণমুংপাটা বেহতঃ ।  
 সঞ্জলং কণসং বৃদ্ধা গতোহহং বত্র দম্পতী ॥৩০  
 অতিবৃদ্ধাবঙ্গদৃশৌ কুংপিপাসাধিতৌ নিশি ।  
 নায়াতি সলিলং গৃহ পুত্রঃ কিংবাত্র কারণম্ ॥৩১  
 অনন্তগতিকৌ বুদ্ধৌ শোচৌ উটপরিপীড়িতৌ ।  
 আবাশুপেক্ষতে কিংবা ভক্তিমানাবয়ৌঃ সূতঃ ॥৩২  
 ইতি চিন্তাব্যাকুলৌ তৌ মনুপাদন্যাসজঃ ধ্বনিম্  
 ক্রভা প্রাহ পিতা পুত্র কিং বিলম্বঃ কৃতংহয়াঃ ॥৩৩  
 দেহাবয়ৌঃ সূপানীরং পিব ভুমপি পুত্রক ।  
 ইতোবৎ লপতোভীত্যা সকাশমগমং শনৈঃ ॥ ৩৪  
 পাদয়ৌঃ প্রণিপত্যাহমক্রবং বিনয়বিতঃ ।  
 নাহং পুত্রস্ববোধ্যায় রাজা দশরথোহম্ম্যহম্ ॥ ৩৫  
 পাপোহহং মৃগরাসক্তো রক্তৌ মৃগবিহিংসকঃ ।  
 জলাবহারাদ্দ্রেহহং হিহ্বা জলগতং ধ্বনিম্ ॥ ৩৬  
 ক্রভাহং শব্দবেহিহ্বাদেকং বাণমথাভ্যজম্ ।  
 হতোহম্মীতি ধ্বনিং শব্দা ভয়ান্ত্রাহমাগতঃ ॥৩৭  
 জটা বিকীৰ্ণা পতিতং দৃষ্ট্বাহং মুনিদারকম্ ।  
 ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষতি চাক্রবম্ ॥৩৮  
 মা ভৈবীরতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাক্ষয়ং ন তে ।  
 মনুপিত্রোঃ সলিলং দদ্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ॥৩৯  
 ইত্যাক্তো মুনিনা তেন হাগতো মুনিসংসকঃ ।  
 রক্তোভ্যং মাং দদ্যামুক্তৌ যুবাং হি শরণাগতম্ ॥৪০  
 ইতি ক্রভা তু দুঃখাভৌ বিলপ্য বহশোচ্য তম্ ।  
 পতিতৌ নৌ সূতো বত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন ॥ ৪১  
 ততো নীতৌ সূতো বত্র ময়া তৌ বুদ্ধদম্পতী ।  
 স্মৃ ॥ সূতং তৌ হস্তাভ্যাংবহশোহং বিলেপতুঃ ॥৪২  
 হা হেতি ক্রন্দমানৌ তৌ পুত্র পুত্রোত্যবোচতাম্ ।  
 জলং দেহীতি পুত্রোতি কিমর্থং ন দদাত্তম ॥ ৪৩  
 ততো মামুচতুঃ শীত্বং চিত্তং রচয় ভূপতে ।  
 ময়া তদৈব রচিতা চিত্তিক্তে নিবেশিতাঃ ।  
 রস্তজ্যামিরুংহষ্টোঃ দদ্বাস্তে ত্রিদিবং বয়ুঃ ॥ ৪৪  
 তত্র বুদ্ধঃ পিতা আহ ভুমপেব্যং ভবিষ্যসি ।  
 পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্যসে বচনাম্বম ॥ ৪৫  
 স ইদানীং মম প্রাপ্তা শাপকালোহনিবারিতঃ ।  
 ইতু ঙ্কা বিললাপাধ রাজা শোকসমাহুলঃ ॥ ৪৬  
 হা রাম পুত্র হা সীতে হা লক্ষণ গুণাকর ।  
 স্বদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবম্ ॥৪৭  
 বদমেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্য দিবং গতঃ ।  
 কৌসল্যা চ স্মিত্রা চ তথাহা রাজবোবিতঃ ॥৪৮

চক্রে শুশ বিলে পুশ উরস্তাডনপূৰ্ণকম্ ।  
 বসিষ্ঠঃ শ্ৰবণৌ তত্র প্রাণতন্ত্রিভিরাবৃতঃ । ৪৯  
 তৈলদ্রোণ্যাং দশরথং কিল্পুঃ দূতানথাব্রবীৎ ।  
 গচ্ছত স্বরিতং সাধা যুধাজিরগরং প্রতি । ৫০  
 তত্রাস্তে ভরতঃ শীমান্ শক্ৰসমসিতঃ প্রভুঃ ।  
 উচ্যত্যং ভরতঃ শীত্ৰমাগচ্ছতি মমাক্ষরা । ৫১  
 অবোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীকপি পশুতু ।  
 ইত্যাক্তাশ্বরিতং দূতা গদ্বা ভরতমাতুলম্ ॥ ৫২  
 যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সাহজং প্রতি ।  
 বসিষ্ঠস্বাত্রবীড়াজন ভরতঃ সাহজঃ প্রভুঃ ॥ ৫৩  
 শীত্ৰমাগচ্ছতু পুরীমবোধ্যামবিচারয়ন ।  
 ইত্যাক্তোহথ ভরতদ্বরিতং ভরতিল্ললঃ ॥ ৫৪  
 আঘণৌ গুৰুগণদ্বিষ্টঃ সহ দূতৈস্ত সাহজঃ ।  
 রাক্ষৌ বা রাঘবজ্ঞাপি হুঃখং কিঞ্চিদপস্থিতম্ ॥৫৫  
 ইতি চিন্তাপরৌ মার্গে চিন্তয়রগরং বধৌ ।  
 নগরং ভ্রষ্টলক্ষীকং জনসম্ভাষবর্জিতম্ ॥ ৫৬  
 উৎসবেশ পরিভ্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরৌহভবং ।  
 শ্ৰেণিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবর্জিতম্ ॥৫৭  
 অপশ্যৎকৈকরীং তত্র একামেবাসনে স্থিতাম্ ।  
 ননাম শিরসা পাদৌ মাতৃভক্তি সমধিতঃ ॥৫৮  
 আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রেমসম্ভমাং ।  
 উখ্যালিক্কা রতসা স্বাক্ষমারোপ্য সংস্থিতা ॥৫৯  
 মুগ্ধব্রজায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্ত সা ।  
 পিতা মে কুশলী ভ্রাতা যাতা চ শুভলক্ষণা ॥৬০  
 দিষ্ট্যা স্বময়া কুশলী ময়া দৃষ্টোহসি পুত্রক ।  
 ইতি পৃষ্টঃ স ভরতো যাতা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৬১  
 দৃয়মানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত ।  
 মাতঃ পিতা মে কুত্রাস্তে একা ভমিসংস্থিতা ॥৬২  
 ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিত্ত্বেহসি স্থিতঃ ।  
 ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ ॥৬৩  
 অদৃষ্ট্বা পিতরং মেহদ্য ভয়ং হুঃখং জায়তে ।  
 অথাহ কৈকরী পুত্রং কিং হুঃখেন তবানঘ ॥৬৪  
 যা গতিধর্ষণীলানামখমেধাদিবাজিনাম্ ।  
 তাং পতিং গভবানদ্যা পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৬৫  
 তচ্ছুদ্বা নিপপাতোৰ্ব্যাং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ ।  
 হাতাত ক গতোহসি স্বং ত্যক্ত্যামাংবুজিনার্ণবে ॥৬৬  
 অসমর্পৈব্য রামায় রাজ্ঞে মাং ক গতোহসি ভৌ ।  
 ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মুক্তমুর্ছকম্ ॥৬৭  
 উখাপ্যামুজ্য নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ ।  
 সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সৰ্কেং সম্পাদিতং ময়া ॥৬৮  
 তামাহ ভরতজ্ঞাতো ব্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ ।  
 তমাহ কৈকরী দেবী ভরতং ভয়বর্জিতা ॥৬৯  
 হা রাম রামসীতোত লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ ।

বিলপন্থেব স্ফটিকং দেহং ত্যক্ত্য দিবং যযৌ ৷১০  
 তামাহ ভরতো হেহং রামঃ সন্নিহিতো ন কিম্ ৷  
 তদানীং লক্ষণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ৷১১  
 কৈকেয়বাচ ।  
 রামস্ত যৌবরাজ্যার্থং পিত্নী তে সত্রমঃ কৃতঃ ।  
 তব রাজ্যপ্রদানায় তদাহং বিদ্বামাচরম্ ৷১২  
 রাজ্ঞা দস্তং হি মে পূর্কং বয়দেন বরধয়ম্ ।  
 যাচিতং তদিদানীং মে তরোরেকেন তেহবিলম্ ৭৩  
 রাজ্যং রামস্য চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতম্ ।  
 ততঃ সত্যপরো রাজ্ঞা রাজ্যং দত্ত্বা তবৈব হি ৷১৪  
 রামং সশ্ৰেয়য়ামাস বনমেব পিতা তব ।  
 সীতাপ্যত্নগতা রামং পাতিব্রতামুপাপ্রিতা ৷১৫  
 সৌভ্রাতঃ দর্শয়ন্ রামবনুযাতোহপি লক্ষণঃ ।  
 বনং গতেষু সর্কেষু রাজা তানেন চিন্তয়ন্ ৷১৬  
 শ্রলপন্ রাম রামোত মমার নৃপসত্তমঃ ।  
 ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রহাত ইব ক্রমঃ ৷১৭  
 পপাত ভূমৌ নিঃসংস্কস্তং দৃষ্ট্বা হৃদাধিতা তদা ।  
 কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস শোকেন কিং তব ৷১৮  
 রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে হুঃখশাসবসঃ কৃতঃ ।  
 ইতি ক্রবন্তীমালোক্য মাতরং প্রদহস্বিব ৷১৯  
 অসন্তুষ্টাযামি পাপে মে যোরে ত্বং তর্ভুবাতিনী ।  
 পাপে ত্বদগর্ভজাতোহহং পাপবানসি সম্প্রতম্ ।  
 অহময়িং প্রবেক্ষ্যামি বিবং বা তক্ষয়াম্যহম্ ৷২০  
 ষ্ণজোন বাধ চান্বানং হত্বা যামি বয়ক্ষয়ম্ ।  
 তর্ভুবাতিনি হৃষ্টে ত্বং কুস্তীপাকঃ পমিযাসি ৷২১  
 ইতি নির্ভং স্য কৈকেয়ীং কোসল্যাভবনং যযৌ ।  
 সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোধহ ৷২২  
 পাদয়োঃ পতিতস্তস্তা ভরতোহপি তদারুদন্ ।  
 আলিঙ্গ্য ভরতং সাধ্বী রামমাতা যশস্বিনী ৷২৩  
 কৃশাতিদীনবদনা সান্ত্রনেনেত্রদমব্রবীৎ ।  
 পুত্র ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্কমভূদিদম্ ।  
 উক্লং মাত্রাশ্রুতং সর্কং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতম্ ৷২৪  
 পুত্রঃ সভার্যো বনমেব যাভঃ  
 সলক্ষণো মে রত্নরামচন্দ্রঃ ।  
 চীরাধরো বজ্রটাকলাপঃ  
 সন্ত্যক্ত্য মাং হুঃখসমুদ্রমধ্যম্ ৷২৫  
 হা রাম হা মে রত্নবংশনাথ  
 জাতোহসি মে ত্বং পরভঃ পরাত্মা ।  
 তথাপি হুঃখং ন জহাতি মাং বৈ  
 বিধিবলীয়াসিতি মে মনীষা ৷২৬  
 স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভূপং শুচা ।  
 পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শূণু মাতর্বচো মম ৷২৭  
 কৈকেয়া বৎকৃতং কর্ম রামরাজ্যাতিবেচনে ।

অস্তম্বা যদি জানামি সা ময়া মোদিতা যদি ৷২৮  
 পাপং মেহস্ত তদা মাতত্র ক্লেহত্যাশতোস্তবম্ ৷  
 হত্বা বসিষ্ঠং ষ্ণজোন অরুদত্যা সম্বিতম্ ৷২৯  
 ভূয়াস্তংপাপমখিলং মম জানামি বদ্যাহম্ ।  
 ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোধ ভরতস্তদা ৷৩০  
 কোসল্যা তমথালিঙ্গ্য পুত্র জানামি মা শুচং ।  
 এতম্মিন্নস্তরে শ্রুত্বা ভরতস্ত সমাপমম্ ৷৩১  
 বসিষ্ঠো মস্ত্রিবিঃ সার্কং প্রযযৌ রাজমন্দিরম্ ।  
 রুদস্তং ভরতঃ দৃষ্ট্বা বসিষ্ঠঃ প্রাহ সাগরম্ ৷৩২  
 বুদ্ধো রাজা দশরথো স্ত্রানী সত্যপরাক্রমঃ ।  
 ভুক্ত্য মর্তাসুখং সর্কমিষ্ট্য বিপুলদণ্ডিগৈঃ ৷৩৩  
 অধমেধাধিভির্বিজ্ঞৈর্লক্ণা রামং স্তুতং হরিম্ ।  
 অস্তে জগাম ত্রিদিবঃ দেবেন্দ্রাঙ্কাসিনং প্রভূম্ ৷৩৪  
 তং শোচসি বৃধেব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্ ।  
 আন্বানিত্যেহব্যয়ঃ শুক্লো জম্বনাশাদিবচিত্তঃ ৷৩৫  
 শরীরং জডমত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্ ।  
 বিচার্যমাণে শোকস্ত নীবকাশঃ কথঞ্চন ৷৩৬  
 পিতা বা তনয়ো বাপি যদি যুক্ত্যবশংগতঃ ।  
 মুচ্যন্তমমুশোচন্তি স্বাস্তাতড়নপূর্ককম্ ৷৩৭  
 নিঃসারে ধনু সঃসারে বিরোগো জানানীং যদা ।  
 তবৈহৈর্যাপ্যেহতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ ৷৩৮  
 জম্ববান যদি লোকহস্মিন তর্হি তং যুক্ত্যবশংগ ৷  
 তন্মাদপরিহার্যোহয়ং যুক্ত্যর্জম্ববতাং সদা ৷৩৯  
 সর্কশ্বশতঃ সর্কজন্তুনাং শ্রোভবাপ্যয়ো ।  
 বিজ্ঞানমপ্যবিদ্বান যঃ কথং শোচতি শাক্ধবান ৷৪০  
 ব্রহ্মাণ্ডকৌটয়ো নষ্টাঃ সষ্টয়ো বহুশো গতাঃ ।  
 শুযান্তি সাগরাঃ সর্কৈ কৈবাহা কৃণজীবিতে ৷ ১০১  
 চলপত্রান্তলম্বাস্বিন্দুবুৎ অগ্ণভঙ্গুরম্ ।  
 আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়ন্তব ৷১০২  
 দেহী প্রাক্তনদেহোপকর্ষণা দেহবানু পুনঃ ।  
 তদেহোথেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাশ্বনঃ ৷১০৩  
 যথা ত্যজতি বৈ জীর্গং বাসো গৃহ্মতি নৃতনম্ ।  
 তথা জীর্গং পরিত্যজ্য দেহী মেহং পুনর্বম্ ।  
 ভজন্তোব সদা তত্র শৌকস্ত্রাবসরঃ কৃতঃ ।  
 আত্মা ন স্মিয়তে জাক্ত্য জায়তে ন চ বর্কতে ৷১০৫  
 যড় তাবরহিতোহনন্তঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ ।  
 আনন্দরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী লয়বিবর্জিতঃ ৷১০৬  
 এক এব পরো হ্যাত্মা হৃদিতীরঃ সম্বিতঃ ।  
 ইত্যাত্মানংদৃষ্ট্বা জ্ঞাতাত্ম্যশোকং কুরুক্রিয়াম্ ৷১০৭  
 তৈলজ্রোপ্যাঃ পিতুর্দেহমুক্ত্য সচিচৈব সহ ।  
 কৃত্যং কুর যথা শ্রায়মশ্রাভিঃ কুলনন্দন ৷ ১০৮  
 ইতি স্বেধাধিতঃ সাধ্বীশুক্রগা ভরতস্তদা ।  
 বিবক্ষ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎক্রিয়াম্

শুরুধোক্তপ্রকারেণ আহিতার্থেধাবিধি ।  
 সংস্কৃত্য স পিতৃদেহং বিধিদ্বেষ্টন কর্ণণা ॥১১০  
 একাদশেহনি প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান বেদপারগান্ ।  
 ভোক্তব্যাসাং বিধিবদ্ধতশোহং সহশ্রশঃ ॥১১১  
 উদ্ভিশ্চ পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু ।  
 দদৌ গণ্ডাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাপরাণি চ ॥১১২  
 অবসং বৃগুহে তত্র রামমেবাহুচিহ্নয়ন ।  
 বসিষ্ঠেন সহ ত্রাত্না মন্বিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১১৩  
 রামেহংগাং প্রযাতে সহ জনকহৃতাংশ-  
 ণাত্যাংসুঘোরং মাতা মে রামসীব প্রদহতি  
 স্বদয়ঃ দর্শনাদেব সদাঃ । গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থির-  
 মতিরথিলং দূরতোৎপাশ্চ রাজ্যং রামং সীতা-  
 সমেতঃ স্নিতকচিত্রমুখং নিত্যমেবাছমেবে ॥ ১১৪

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বসিষ্ঠে মূনিভিঃ সার্কং মন্বিভিঃ পরিবারিতঃ ।  
 রাজঃ সভাং দেবসভাসরিভামবিশিষ্টিভূঃ ॥ ১  
 তদ্বাসনে সমাসীনশ্চক্ৰুৎ ধ ইবাপরঃ ।  
 আনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহায়ুজ্জ ॥ ২  
 অত্রবীঘচনং দেশকালোচিতমরিন্দমম্ ।  
 বৎস রাজ্যেহভিষেক্যামহামদ্য পিতৃশাসনাং  
 কৈকেযা যাচিতং রাজ্যং স্বদর্পে পুরুষৰ্ভত ।  
 সত্যসকো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ॥ ৪  
 অভিষেকো ভবতদ্যা মূনিভিমন্ত্রপূর্বকম্ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা ভরতোহপ্যাহ মম রাজ্যেণ কিং মূনে ॥ ৫  
 রামো রাজাধিরাজশ্চ বরং তস্যৈব কিল্লরাঃ ।  
 ঋঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥ ৬  
 অহং যুয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীঃ রাক্ষসীং বিনা ।  
 হনিষ্যামাধুনৈবাং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম্ ॥ ৭  
 কিন্তু মাং নো রত্নশ্রেষ্ঠঃ ক্রীহিতারং সহিষ্যতে ।  
 তচ্ছ্রুত্বৈ গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্ ॥ ৮  
 শক্লবসহিতস্তু ধ্বং যুয়মায়ান্ত বা নবা ।  
 রামো বধা বনে বাতস্তথাহং বনুলায়সঃ ॥ ৯  
 কলমূলকতাহারঃ শক্লবসহিতো মূনে ।  
 কুমিশারী জটাধারী যাবজ্জামো নিষর্ভতে ॥ ১০  
 ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্তু ক্রীয়েবাবতস্থিবান্ ।  
 সাধু সাধিতি তং সর্কে প্রশশংসুযু দাধিতাঃ ॥ ১১  
 ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্কসৈনিকাঃ ।  
 অনুজগ্মুঃ স্তমস্ত্রেণ নোদিতাঃ সাধুকুঞ্জরাঃ ॥ ১২

কৌসল্যায়া রাজদারা বসিষ্ঠপ্রমুখা বিজ্ঞাঃ ।  
 ছাদয়ন্তো ভুবং সর্কে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ॥ ১৩  
 শৃঙ্গিবেরপুরং গভ্রা গন্ধাকুলে সমস্ততঃ ।  
 উবাস মহতী সেনা শক্লবপরিচোদিতা ॥ ১৪  
 আগতং ভরতং ক্রুত্বা শুভঃ শঙ্কিতমানসঃ ।  
 মহত্যা সেনয়া সার্কমাগতো ভরতঃ কিল ॥ ১৫  
 পাপং কর্তুং ন বা যাতি রামস্যাবিহিতাত্মনঃ ।  
 গভ্রা তদুদয়ং জ্ঞেয়ং যদি শুদ্ধস্তরিযাতি ॥ ১৬  
 গন্ধাং নো চেৎ সমারুধ্য নাবস্তিষ্ঠত্ সাযুধাঃ ।  
 জ্ঞাতয়ো মে সমায়জ্ঞাঃ পশ্যন্তঃ সর্কতো দিশম্ ॥ ১৭  
 ইতি সর্কান্ সমাদিশ্চ শুভো ভরতমাগতঃ ।  
 উপায়নানি সংগৃহ্য বিবিধানি বহুগুণি ॥ ১৮  
 প্রযথো জ্ঞাতিভিঃ সার্কং বহুভিবিধায়ুধৈঃ ।  
 নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমস্ততঃ ॥ ১৯  
 দৃষ্ট্বা ভরতমাসীনং সাহুজ্জং সহ মন্বিভিঃ ।  
 চীরাপসরং ঘনশ্চামং জটামুকটধারিণম্ ॥ ২০  
 রামমেবাহুশোচন্তং রাম রামেতি বাদিনম্ ।  
 নমাম শিরসা ভূমৌ শুহোহহমিতি চাত্রবীৎ ॥ ২১  
 শীঘ্রমুখাপ্য ভরতো পাটমালিকা সাদরম্ ।  
 পৃষ্ট্বা নাময়মব্যগ্রঃ সখায়মিদমত্রবীৎ ॥ ২২  
 ভ্রাতৃত্বং রাষবেণীত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ ।  
 রামেণালিঙ্গিতঃ সার্কনয়নে নামলাঞ্ছনা ॥ ২৩  
 ধম্মোহসি কৃতকৃত্যোহসি বশ্বশ্য পরিভাষিতঃ ।  
 রামো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ॥ ২৪  
 যত্র রামস্তয়া দৃষ্টস্তত্র মাং নয় সুরত ।  
 সীতয়া সহিতো যত্র পুস্তন্দ্বরয়শ্চ মে ॥ ২৫  
 তং রামস্ত প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্ ।  
 ইতি সংসৃত্য সংস্কৃত্য রামং শাস্ত্রবিলোচনঃ ॥ ২৬  
 শুভেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি ।  
 যথৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতম্ ॥ ২৭  
 সীতাভরণসংলগ্নধ্বগবিন্দুভিরঙ্কিতম্ ।  
 দুঃখসন্তপ্তজদরো ভরতঃ পর্ধ্যদেবয়ৎ ॥ ২৮  
 অহোহতিসুকুমারী বা সীতা জনকনন্দিনী ।  
 প্রাসাদে রত্নপর্ধ্যকে কোমলাস্তরণে শুভে ॥ ২৯  
 রামেণ সহিতা শেতে সা কধং কুশবিষ্টরে ।  
 সীতা রামেণ সহিতা দুঃখেন মম দৌষতঃ ॥ ৩০  
 পিণ্ডাং জাতোহস্মি কৈকেয্যাং পাপপারশিসমানতঃ ।  
 মন্নিমিত্তমিদং রেশং রামস্ত পরমান্বনং ॥ ৩১  
 অহোহতি সফলং জয় লক্ষ্মণস্ত মহাত্মনঃ ।  
 রামমেব সদাবেতি বনস্থমপি ছষ্টধীঃ ॥ ৩২  
 অহং রামস্ত দাসা যে তেষাং দাসস্ত কিঙ্করঃ ।  
 যদি ত্রাং সফলং জয় মম ভুরায় সংশয়ঃ ॥ ৩৩  
 ভ্রাতর্জানাসি যদি তং কণ্ঠয় মহাবিলম্ ।

স্বত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং পচ্ছাম্যানেতুমঙ্গস্য । ৩৪  
 শুহন্তং শুক্লদ্রবং জ্ঞাত্বা সবেহমত্রবীৎ ।  
 দেব ত্বমেব ধন্তোহসি বস্ত তে জক্তিরীদৃশী । ৩৫  
 রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াম্ লক্ষ্মণে তথা ।  
 চিত্রকূট্যগ্রিনিকটে মন্যাক্ষিত্রাবিদুরতঃ । ৩৬  
 মুনীনামাশ্রমণদে রামস্তিষ্ঠতি সাহুজঃ ।  
 জ্ঞানক্যা সহিতো নন্দ্যং সুধমাস্তে কিল প্রভুঃ । ৩৭  
 তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গচ্ছ্যং তর্জমিহাহসি  
 ইত্যুক্তা ত্বরিতং গচ্ছা নাবঃ পক্ষশতানি হ । ৩৮  
 সমানয়ং সসৈশ্চত্ব তর্জং গচ্ছ্যং মহানদীম্ ।  
 স্বয়মেবানিনারৈকায় রাজনাবং শুহন্তদা । ৩৯  
 আরোপ্য ভরতং তত্র শক্রয়ং রামমাতরম্ ।  
 বসিষ্ঠক তথাশত্রু কৈকেরীং চাত্ত্ববোধিতঃ । ৪০  
 তীর্ত্বা গচ্ছ্যং বর্ষো শীঘ্রং ভরহাজাশ্রমং প্রভি ।  
 দূরে স্থাপ্য মহাসৈশ্চত্ব ভরতঃ সাত্ত্বজো বর্ষো । ৪১  
 আশ্রমে মুনীমাসীনং জলশুভিম পাবকম্ ।  
 দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাত্ত্বাঙ্গমতিভক্তিতঃ । ৪২  
 জ্ঞাত্বা দাশরথিং প্রীত্য পূজয়ামাস মৌনিরাট্ ।  
 পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবক্লগধারিণম্ । ৪৩  
 রাজ্যং প্রশাসতস্তেহদ্য কিমেতত্ত্বলাদিকম্ ।  
 আগতোহসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতম্ ৪৪  
 ভরহাজবচেঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সাক্ষোলোচনঃ ।  
 সর্বং জানাসি ভগবন্ সর্বভূতশয়স্থিতঃ । ৪৫  
 তথাপি পৃচ্ছসে কিংকিন্দম্নগ্রহে এব মে ।  
 কৈকের্যা বৎকৃতং কর্ম্মরামরাজ্যবিষাতনম্ । ৪৬  
 বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন ।  
 ভবংপাদযুগং মেহদ্য প্রমাণং মুনিসত্তম । ৪৭  
 ইত্যুক্তা পাদযুগলং মূনেঃ স্পৃষ্ট্বা ত্ত্বমানসঃ ।  
 জ্ঞাতুমহসি মাং দেব শুক্লো বা শুক্ল এব বা । ৪৮  
 মম রাজ্যেয়ং কিং স্বামিন্ রামে তিষ্ঠতি রাজনি ।  
 কিম্বরোহহং মুনিপ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রস্ত শাশতঃ । ৪৯  
 অতো গচ্ছা মুনিপ্রেষ্ঠ রামস্ত চরণান্তিকে ।  
 পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমর্প্যাট্রেব রাধবম্ । ৫০  
 অভিবেক্ষ্যে বসিষ্ঠান্যোঃ পৌরজ্ঞানপটৈঃ সহ ।  
 নেঘোহবোধ্যাং রমানাং দাস্যঃ সেবেহ তিনীচবৎ ৫১  
 ইত্যদীপিতমাকর্ণ্য ভরতস্ত বচো মুনিঃ ।  
 আলিন্দ্য মুক্ত্যবস্থায় প্রেশশংস সবিদ্বয়ঃ । ৫২  
 বৎস জ্ঞাতং পুরৈবৈতত্ত্ববিদ্যাং জ্ঞানচক্ৰম্ ।  
 মা শুচক্ছং পরো ভক্ছঃ ত্রীরামে লক্ষ্মণাদপি । ৫৩  
 আতিথ্যং কর্ত্ত্বমিচ্ছামি সসৈশ্চত্ব তবানম্ ।  
 অদ্য তুজ্ঞা সসৈশ্চত্ব বো গচ্ছা রামসন্নিধিম্ । ৫৪  
 বথা জ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেষতি ভরতোহত্রবীৎ ।  
 ভরহাজবচঃ স্পৃষ্ট্বা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ । ৫৫

দধৌ কামহুবাং কামবর্ধিণীং কামলো মুনিঃ  
 অহজং কামদুক্ সর্বং বধাকামমলৌকিকম্ । ৫৬  
 ভরতস্ত সসৈশ্চত্ব বথেষ্টক মনোরথম্ ।  
 তথা ববর্ষ সকলং তুপ্রান্তে সর্বসৈনিকঃ । ৫৭  
 বসিষ্ঠং পুঞ্জয়িত্বায়ে শাস্ত্রদুষ্টেয় কর্ণণা ।  
 পশ্যং সসৈশ্চত্ব ভরতং তর্পয়ামাস বোগিরাট্ । ৫৮  
 উষিত্বা দিনমেকস্ত আশ্রমে বর্গসন্নিতে  
 অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতঃ ভরহাজং সহানুজঃ ।  
 ভরতস্ত কৃতানুজঃ প্রবোধো রামসন্নিধিম্ । ৫৯  
 চিত্রকূটমুদ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্ ।  
 রামসন্দর্শনাকাজ্ঞী প্রবোধো ভরতঃ স্বয়ম্ । ৬০  
 শক্রয়েন সুমন্ত্রেণ শুহেন চ পরস্তপঃ ।  
 তপস্বিমণ্ডলং সর্বং বিচিধানো জুবর্জত । ৬১  
 অদৃষ্ট্বা রামভবনম্পৃচ্ছদ্বিমণ্ডলম্ ।  
 কুত্রান্তে সীতয়া সান্বিৎ লক্ষ্মণেন বৎসমঃ ৬২  
 উচুরগ্রে পিরেঃ পশাদগঙ্গারী উত্তরে তটে ।  
 বিবিক্তং রামসদনং রমীং কাননমণ্ডিতম্ । ৬৩  
 সফলৈরাজ্ঞপনসৈঃ কদলীখণ্ডসংযুতম্ ।  
 চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুষ্পাগৈর্গিপুলৈস্তথা । ৬৪  
 এবং দর্শিতমালোকা মুনিত্তিষ্ঠরতোহগ্রেতঃ ।  
 হর্ষাদ্বযথো রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মন্ত্রিণা সহ । ৬৫  
 দদর্শ দূরাদতিভাসুং শুভং  
 রামস্ত গেহং মুনিস্বয়সেবিতম্ ।  
 বৃক্ষাগ্রেসংলগ্নস্ববয়লাজিনং  
 রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ । ৬৬  
 ইত্যষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ গচ্ছাম্রমণদসনীং ভরতো মুদ্রা ।  
 সীতারামপদেষু ত্বং পবিত্রমভিশোভনম্ ।  
 স তত্র বজ্রাক্ষ শবারিজাক্ষিত-  
 ক্সজাদিচিকানি পদানি সর্কৃতঃ ।  
 দদর্শ রামস্য ভুবোহতিমঙ্গলা-  
 ন্যচেষ্টয়ং পাদরঞ্জঃস্থ সাহুজঃ । ২  
 অহো সুধমস্তুং হমমুনি রাম-  
 পাদারবিনাক্ষিতভূতলানি ।  
 পশ্যামি বৎপাদরঞ্জো বিমুগ্ধ্যং  
 ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিশ্চিত্ত নিত্যম্ । ৩  
 ইত্যহুভুভ্রেমরসার্ন ভাশয়ো  
 বিগাচচেতা রঘুনাথভাবনে ।

জামলক্ষ্মীশ্রমণিতত্তনান্দুরঃ  
 শটেনরবাণাপ্রমসরিধিং হরেঃ । ৯  
 স তত্র দৃষ্ট্ৱী রঘুনামধামহিতং  
 দন্দাদলশ্যামলমায়তেক্ষণম্ ।  
 জটাকিরীটং নবকঙ্কলাধরং  
 প্রসন্নবক্তং তরুণাকরণ্যতিম্ । ৫  
 বিলোকয়ন্তং জনকাস্বজাং শুভাং  
 সৌমিত্রিণা মেবিতপাদপঙ্কজম্ ।  
 তদাভিত্তজাব রঘুতমং শুভা  
 হর্ষাক্ত তংপাদযুগং কনাগ্রহীতং । ৬  
 রামস্তমাক্রম্য হৃদীর্ঘবাহ-  
 দৌভ্যাং পরিষ্জ্য সিন্ধিক নেত্রৈঃ ।  
 জলৈরথাকৌপরি সম্নাবেশয়ং  
 পুনঃপুনঃ সম্পরিষয়জে বিভূঃ । ৭

অথ তা মাতরঃ সর্কীঃ সমাজগা স্তরারিতাঃ ।  
 রাঘবং দ্রষ্ট্ব কামাস্তাত্ত্ব বাণী মৌর্ষেখা জলম্ । ৮  
 রামঃ স্মাতরঃ বীক্য জতমুখায় পাদয়োঃ ।  
 ববন্দে সাক্ষ সা পুত্রমালিন্যাতীব দুঃখিতা । ৯  
 ইতরাণ্ড তথা নভা জননী রঘুনন্দনঃ ।  
 ততঃ সমাগতং দৃষ্ট্ৱী বসিষ্ঠং মুনিপুত্রমম্ । ১০  
 সাষ্টীকপ্রণিপত্যা হনোহ স্মীতি পুনঃপুনঃ ।  
 যথার্মমুপবেশ্যাৎ সর্কীনেব রঘদহঃ । ১১  
 পিতা মে কুশলী কিংবা মাং কিমাহাতিদুঃখিতঃ ।  
 বসিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন । ১২  
 শুদিয়েোগাভিতপ্তায়া কামেব পরিচিস্তয়ন ।  
 রাম রামেতি সীতেতি লক্ষণেতি মমার হ । ১৩  
 শ্রেড়া তং কর্ণশূলাভং শুরোবচনমঙ্কসা ।  
 হা হতোহ স্মীতি পতিতো রুদন রামঃ সলক্ষণঃ । ১৪  
 ততোহনু রুদ্রঃ সর্কী মাতরং তথাপরে ।  
 হা তাত মাং পরিত্যজ্য ক গতোহস্মি স্তৃণাকর । ১৫  
 জনাথোহস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়েদিতঃ  
 সীতা চ লক্ষণশ্চেব বিলেপতুরতো ভূশম্ । ১৬  
 বসিষ্ঠঃ শান্তবচনৈঃ শমরামাস বাৎশুচম্ ।  
 ততো মন্দাকিনীং গতা মাত্ৱী তে সীতকন্যাঃ । ১৭  
 রাজ্ঞে দৃঢ়জং তত্র সর্কী তে জনকাজিক্রমে ।  
 পিণ্ডাশ্রিবাণরামাস রামো লক্ষণসংসৃতঃ । ১৮  
 ইন্দ্রনীলনিপাণাকর । চতান্নমুসং পু তান্ ।  
 বয়ং যদনাঃ পিতরস্তদনাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ । ১৯  
 ইতি দুঃখাক্রপূর্ণাকঃ পুনঃ সাত্তো পূহং যযৌ ।  
 সর্কী কদিত্বা স্মৃচিরং হাতী জঘ্ন স্বধাপ্রমম্ । ২০  
 তস্মিন্শ্ব দিবসে সর্কী উল্লাবাসং প্রচক্রিরে ।  
 ততঃ পরেছাবিমলে সাত্তা মন্দাকিনীজলে । ২১  
 উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমবীং ।

রাম রাম মহাতাপ স্বান্বানমভিবেচয় । ২২  
 রাজ্যং পালয় পিত্র্যস্তে ছ্যেষ্ঠং মে পিতা তথা  
 ক্ষত্রিয়গাময়ং বর্শো বৎপ্রজাপরিপালনম্ । ২৩  
 ইষ্টা বজ্জিবহবিধেঃ পুত্রাশ্চপাণী তত্তবে ।  
 রাজ্যে পুত্রং সমারোগ্য স্মিব্যসি ততো বনম্ । ২৪  
 ইদানীং বনমাসস্য কালো নৈব প্রসাদ মে ।  
 মাতৃর্মে চক্রুতং কিঞ্চিং স্বর্জুং নার্ষসি পাহি নেঃ ২৫  
 ইতুজ্জ। চরণৌ ভ্রাতৃঃ শিরস্যাদায় তক্তিভঃ ।  
 রামস্য পূবতঃ সাক্ষাদ্গুৎপতিতো ছুবি । ২৬  
 উপাখ্য রাঘবঃ শ্রীপ্রমারোগ্যস্তেহ তিতক্তিভঃ ।  
 উবাচ ভরতং রামঃ শ্বেহাজ নরনঃ শটেনঃ । ২৭  
 শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি স্বরোক্তং যন্তথৈব তৎ ।  
 কিম্ব মামব্রবীতাতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ । ২৮  
 উষিত্বা দণ্ডকারণে পুরং পশ্চাৎ সমাশিষ ।  
 ইদানীং ভরতায়ৈদং রাজ্যং দত্তং মর্যাদিলম্ । ২৯  
 ততঃ পিট্রৈব স্বেব্যক্তং রাজ্যং তত্তং তবৈব হি ।  
 দণ্ডকারণরাজ্যং মে দত্তং পিতা তথৈব চ । ৩০  
 অতঃ পিতৃর্বচঃ কার্যমা বাভ্যামতিযত্বতঃ ।  
 পিতৃর্বচনমুদ্রম্ব্য স্বতন্ত্রো যন্ত বর্ততে । ৩১  
 স জীবন্নেব মুতকো দেহান্তে নিরয়ং ভ্রজেৎ ।  
 তস্মাজাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দ গুপালকাঃ । ৩২  
 তরতস্তব্রবীজামং কামুকো মুচুধীঃ পিতা ।  
 স্ত্রীজিতো ভ্রাতৃহৃদয় উল্লাস্তো বদি বক্ষ্যতি ।  
 তং সত্যমিতি ন গ্রাহং ভ্রাতৃব্যাক্যং যথা সূধীঃ ৩৩  
 রাম উবাচ ।

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ত্রয়াম কামী নৈব মুচুধীঃ ।  
 পূর্বং প্রতিশ্রুতং তসৈ সত্যবাহী দদৌ ভয়াৎ ৩৪  
 অসত্যাতীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি ।  
 করোমীত্যহমপ্যেতং সত্যং তসৈ প্রতিশ্রুতম্ ৩৫  
 কথং বাচ্যমহং কুর্ধ্যামসত্যং রাঘবো হি মনু ।  
 ইত্যদীরিতমাকর্ষ্য রামস্য ভরতোহব্রবীং । ৩৬  
 তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি স্মৃত্বত ।  
 চতুর্দশসমাস্ত্বং তু রাজ্যং কুরু যথাশুভম্ । ৩৭  
 পিত্রদত্তং তবৈবৈতজাজ্যং মহাং বনং দদৌ ।  
 বাত্যয়ং যদ্যহং কুর্ধ্যামসত্যং পূর্বং স্থিতম্ ৩৮  
 ভরত উবাচ ।

অহমপ্যাপস্মিয়ামি সেবে ক্রাং লক্ষণো যথা ।  
 নো চেৎ প্রারোপবেশেন ত্যজ্যাত্যেতং কলেবরম্ ৩৯  
 ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তৌধী চাতপে ।  
 মনমাপি বিনিশ্চিত্য প্রাজুখোপবেশ সঃ ৪০  
 ভরতস্তাপি নিবন্ধং দৃষ্ট্ৱী রামোহিতিবিস্তিতঃ ।  
 নেত্রাঙ্কসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ । ৪১  
 একান্তে ভরতং প্রাহ বসিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ ।

বৎস ওহং নৃপুংষণং মম বাক্যং সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪২  
 রামো নারায়ণঃ সাক্ষাৎস্বৰূপা বাচিতঃ পুরা ।  
 রাবণস্ত বধার্থায় জাতো দশরথায়স্বকঃ ॥ ৪৩  
 যোগমায়ানি সীতেতি জাতো জনকনন্দিনী ।  
 শেবোহপি লক্ষণো জাতো রামমবেতি সৰ্বদা ॥ ৪৪  
 রাবণং হস্তকামান্তে পমিত্তস্তি ন সংশয়ঃ ।  
 কৈকেয়া বরদানাদি খদ্বয়িত্ত্বমুভয়াবধম্ ॥ ৪৫  
 সৰ্বং দেবকৃতং এনা চেদেবং সা ভাবয়েৎকথম্ ।  
 তদ্ব্যক্ত্যজাগ্রহং তাত রামস্ত বিবিবর্তনে ॥ ৪৬  
 নিবর্তন্ব মহাসৈন্তৈরজ্ঞাত্তিভিঃ সহিতঃ পুরম্ ।  
 রাবণং সকুলং হস্তা নীত্বমেবাগমিত্তি ॥ ৪৭  
 ইতি ক্ৰম্ভা গুরোর্বাক্যং ভরতো বিশ্বয়াদিতঃ ।  
 গতা সন্নীপং রামস্ত বিশ্বয়োগেহুন্নলোচনঃ ॥ ৪৮  
 পাতুকে দেহি রাজেন্দ্র রাজ্যায় তব পুঞ্জিতে ।  
 তয়োঃ সেবাং করোম্যেব ষাৰদাগমনং তব ॥ ৪৯  
 ইত্যুক্তা পাতুকে দিব্যে বোজরামাস পাদয়োঃ ।  
 রামস্ত তে দদৌ রামো ভরতায়াত্তিভক্তিতঃ ॥ ৫০  
 গৃহীত্বা পাতুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে ।  
 রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণবাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১  
 ভরতঃ পুনরাহেদং তভ্য্য গপদয়্য গিরা ।  
 নবপঞ্চসমাস্তে তু প্রথমে দিবসে যদি ॥ ৫২  
 নাগমিত্তসি চেদ্যম প্রবিশামি মহানলম্ ।  
 পাতুমিত্যেব তং রামো ভরতং সন্মাবর্তয়ং ॥ ৫৩  
 সটৈস্তুঃ সবসিষ্ঠশ্চ শক্রস্বসহিতঃ সূধীঃ ।  
 মাতৃভিস্তিস্তিভিঃ সাস্ত্বং গমনায়োপচক্রমে ॥ ৫৪  
 কৈকেয়ী রামমেকান্তে অবব্রেক্তলক্ষাকুলা ।  
 প্রাঞ্জলিঃ প্রাঙ্ হে রাম তব রাজ্যবিধাতনম্ ॥ ৫৫  
 কৃতং ময়া দুষ্টধিরা মায়ামোহিতচেতসা ।  
 ক্রমং মম শৌর্য্যায় ক্রমাসারা হি সাধবঃ ॥ ৫৬  
 ত্বং সাক্ষাৎস্বৰূপব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।  
 মায়ামাহুবরূপেণ মোহয়স্তখিলং জগৎ ।  
 ত্বয়েব প্রেরিতোলোকঃ কুরুতে সাগ্ৰসাধু বা ॥ ৫৭  
 ত্বদবীনমিৎসং বিশ্বমদত্ত্বয়ং করোতি কিম্ ।  
 যথা কৃত্রিমনর্তকো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥ ৫৮  
 ত্বদবীনা তথা মায়্য নর্তকী বহুপিনী ।  
 ত্বয়েব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিত্ততা ॥ ৫৯  
 পাপিষ্ঠং পাপমনসা কৰ্ম্মচারমরিন্দম্ ।  
 অদ্য প্রতীতোহসি মম দেবানামপ্যাগোচর ॥ ৬০  
 পাহি বিশেষরানস্ত জগদ্রাধ নমোহস্ত তে ।  
 ছিত্তি স্বেহময়ং পাশং পুত্রবিক্রাদিপ্যাগোচরম্ ॥ ৬১  
 ত্বজ্ঞানামলধৰ্ম্মেণ কামহং শরণং গত্বা ।  
 কৈকেয়া বচনং শ্ৰুত্বা রামঃ সন্তিত্তমব্রবীৎ ॥ ৬২  
 বদাহ মাং মহাভাগে নানুতং সত্যমেব তং ।

ময়েব প্রেরিতা বাণী তব বক্তৃদ্বিবিগতা ॥ ৬৩  
 দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ।  
 গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিব্যানিশম্ ॥ ৬৪  
 সৰ্বত্র বিধত্নেহা মত্তক্য্য মোক্ষ্যসেহচিত্রাৎ ।  
 অহং সৰ্বত্র সমদৃগ্দেহ্যো বা শ্রিত্র এব বা ॥ ৬৫  
 নান্তি মে কল্পকল্পেভ জ্ঞাতোহহুতজাম্যহম্ ।  
 মন্যায়ামোহিতিথিরো মামশ মহাজাকৃতিম্ ॥ ৬৬  
 সুখদুঃখাদ্যহুগতং জানন্তি ন তু তমতঃ ।  
 দিষ্টায়া মনোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহম্ ॥ ৬৭  
 যত্রস্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কৰ্ম্মভিঃ ।  
 ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিন্দয়া ॥ ৬৮  
 প্রণম্য শতশো ভূমৌ বধৌ সেহং মুদাষিতা ।  
 ভরতস্ত সহামাটীভ্যমাতৃভিগু রূপা সহ ॥ ৬৯  
 অযোধ্যায়গমচ্ছীত্রং রামমেবাচুচিত্তয়ন্ ।  
 পৌরজানপদান্ সৰ্বানযোধ্যায়াদারধাঃ ॥ ৭০  
 স্থাপয়িত্বা ষ্ণাশ্চায়ং নৃসিঞ্জায়ং বধৌ স্বরম্ ।  
 তত্র সিংহাসনে নিত্যং পাতুকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ७১  
 পুঞ্জয়িত্বা ষ্ণা রামং গন্ধপুষ্পাক্রাদিত্তিঃ ।  
 রাজোপচারৈরধিলৈঃ প্রত্যহং নিয়ত্নতঃ ॥ ৭২  
 ফলস্বলাশনো দান্তো জটাবফলধারকঃ ।  
 অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শক্ৰস্বসহিতস্তদা ॥ ৭৩  
 রাজকার্য্যানি সৰ্বানি ষাষন্তি পৃথিবীতলে ।  
 তানি পাতুকরোঃ সম্যক্ নিবেদয়তি ষাষবঃ ॥ ৭৪  
 গণয়ন্ দিবসান্তেব রামাগমনকাজ্কর্য্য ।  
 স্তিত্তো রামার্গিত্তমনাঃ সাক্ষাৎ ক্রমনির্ধবা ॥ ৭৫  
 রামস্ত চিত্রকূটাদৌ বসন্ সুনিতির্য্যাবৃতঃ ।  
 সীতয়া লক্ষণেনাপি কিঞ্চিৎকালমুপাবসৎ ॥ ৭৬  
 নাগরাজ সদা বাস্তি রামদর্শনলালসাঃ ।  
 চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষণেন চ ॥ ৭৭  
 দুষ্টা তজ্ঞানসদাধং রামস্তত্যাজ তং গিষ্ণি ॥ ৭৮  
 দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যচুচিত্তয়ন্ । ৭৮  
 অধগাং সীতয়া ভাত্ৰা ছত্রোপায়মমুত্তমম্ ।  
 সৰ্বত্র সুখসংবাংসং জনসদাধবভিত্তম ॥ ৭৯  
 গতা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং উপোবনয়্য ।  
 দণ্ডবৎপ্রশিপত্যাহ রামোহহমভিবাণয়ে ॥ ৮০  
 পিতৃরাজ্যং পুত্রকৃত্য দণ্ডকানহমাগত্য ।  
 বনবাসমিবেনাপি ধস্তোহহং দর্শনান্তব ॥ ৮১  
 শ্ৰুত্বা রামস্ত বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরম্ ।  
 পুঞ্জয়ামাস বিধিবস্তক্য্য পরমরা মুনিঃ ॥ ৮২  
 বস্ত্রে কলৈঃ কৃত্যতিথ্যমুপবিষ্টং রত্নমবৎ ।  
 সীতায় চ লক্ষণকৈব সমুপেী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮৩  
 ভাৰ্য্যা বেহতীব সংযুক্তা ইহুগৃহয়েতি বিক্ৰতা ।  
 তপশ্চরন্তী হুচিত্রং ধৰ্ম্মজ্ঞা ধৰ্ম্মবৎসলা ॥ ৮৪



অস্তিত্বিতি ত্যং সীতা পশুত্বরিনিহৃদন ।  
 তথেষি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ৷ ৮৫  
 গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ স্তম্ভে ।  
 তথেষি রামবচনং সীতা চাপি তথাকরোং ৷ ৮৬  
 দণ্ডবৎ পতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্ৰিতিক্ৰষ্টধীঃ ।  
 অহুঃস্যা সমাশিত্য বৎসে সীতেতি সাগরম্ ৷ ৮৭  
 দিব্যো দদৌ কুণ্ডলে ধে নিশ্চিতে বিপকর্ষণা ।  
 হৃকূলে ধে দদৌ তসৈ নিশ্চলে ভক্তিসংযুতা ৷ ৮৮  
 অঙ্গরাপঞ্চ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা ।  
 ন ভ্যাক্যতেহঙ্গরাগেণ শোভা ত্যং কমলাননে ৷ ৮৯  
 পাতিত্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমদেহি জানকি ।  
 কুশলী রাখবো বাতু ত্বয়া সাহ পুনর্গৃহ্ম ৷ ৯০  
 ভোক্তয়িত্বা যথাশ্রাদ্ধ্যং রামং সীতাসমগমিতম্ ।  
 লক্ষণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাজ্জলিঃ ৷ ৯১  
 রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেবাং  
 সংরক্ষণায় সুরমাতৃযতির্ধাণাসীনু  
 দেহানু বিতর্ষি ন চ হুংহন্তপৈবিলিপ্ত  
 স্বস্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ ময়া ৷ ৯২  
 ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ।  
 সমাপ্তকেদমধ্যোধ্যাকাণ্ডম্ ।

অরণ্যাকাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ ।  
 দ্বাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রয়াণায়োপচক্রমে ৷ ১  
 মুনে গচ্ছামহে সর্কে মুনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ।  
 বিপিনং দণ্ডকং বত্র ত্বমাজ্জাতুমিহাইসি ৷ ২  
 মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিখানাঙ্গপ্তমুইসি ।  
 শ্রুত্বা রামস্ত বচনং প্রহত্বাত্রিমহাযশাঃ ৷ ৩  
 সর্কস্ত মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ ।  
 তথাপি দশরিষ্যন্তি তব লোকাহুসারিণঃ ৷ ৪  
 ইতি শিষ্যানু সমাদিশ্চ স্বয়ং কিকিঙ্কমষণাৎ ।  
 রামেণ বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ যত্ববনং বধৌ ৷ ৫  
 ক্রোশমাএং ততো গতা দদর্শ মহতীং নদীম্ ।  
 অগ্রেঃ শিষ্যাছবাচেনং রামো রাজীবলোচনঃ ৷ ৬  
 নদ্যাঃ সত্তরণে কশ্চিছুপায়ো বিদ্যতে ন বা ।  
 উচুস্তে বিদ্যতে নৌকা হুত্বা রঘুনন্দন ৷ ৭  
 তারয়িষ্যামহে হুমান বহ্নমেব লক্ষাদিহ ।  
 ততো নাবি সন্নারোপা সীতাং রাখলক্ষণৌ ৷ ৮

ক্ষণাৎ সস্তারয়ামানুন্দীং মুনিকুমারকাঃ ।  
 রামাভিনন্দিতাঃ সর্কে জগৎ রত্নেরধাশ্রমম্ ৷ ৯  
 তাবোভ্য বিপিনং বোরং কিমীককারনাদিতম্ ।  
 নানামৃগপণাকীর্ণং সিংহব্যায়্যারিভীষণম্ ৷ ১০  
 রাক্ষসৈর্দোরকপৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্ ।  
 প্রেবিশ্য-বিপিনং বোরং রামো লক্ষণমত্রবীৎ ৷ ১১  
 ইতঃ পরং শ্রেবয়েন গন্তব্যং সহিতেন মে ।  
 ধমুগুণেন সংবোজ্য শরানপি করে দধৎ ৷ ১২  
 অগ্রে বাস্যাম্যহং পশুংস্বমেহি ধমুধরঃ ।  
 আবয়োরামধ্যাণা সীতা মারোবাক্ষপায়নোঃ ৷ ১৩  
 চক্ষুঃশারয় সর্কত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ ।  
 বিদ্যতে দণ্ডকারণে ক্ষতপূর্বকমরিন্দম্ ৷ ১৪  
 ইত্যেবং ভাষমার্থো তৌ জগতুঃ সাক্ষিভোজনম্ ।  
 তটত্রকা পুঙ্করিণ্যাস্তে কঙ্কারকুম্বদোংপলৈঃ ৷ ১৫  
 অম্বুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত ।  
 তৎসমীপমধৌ গতা পীতা তৎসলিলং শুভম্ ৷ ১৬  
 উষুস্তে সলিলাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ ।  
 ততো দদুঃশরাস্তস্তং মহাসবৎ ভয়ানকম্ ৷ ১৭  
 করালদংষ্ট্রবধনং ভীষয়ন্তং স্বপর্জিতৈঃ ।  
 বামাংশে ন্যস্তপ্লাগ্ৰেপ্রথিতানেকমাতৃষম্ ৷ ১৮  
 ভক্ষয়ন্তং গজব্যাত্রমহিষং বনপোচরম্ ।  
 জ্যারোপিতং ধমুস্বত্বা রামো লক্ষণমত্রবীৎ ৷ ১৯  
 পশু ভ্রাতর্মহাকায়ো রাক্ষসোহয়মুপাগতঃ ।  
 আয়াত্যতিমুখং নোহগ্রে ভীরুণাং ভয়মাবহন ৷ ২০  
 সজ্জীকৃতধমুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি ।  
 ইত্যুক্তা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ ৷ ২১  
 স তু দৃষ্টা রমানাথং লক্ষণং জানকীং তদা ।  
 অটহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষয়মিদমত্রবীৎ ৷ ২২  
 কো যুবাং বাণতুণীরজটাবঙ্কলধারিণৌ ।  
 মুনিবেশধরৌ বালৌ ত্রীদহারৌ হুহুর্মদৌ ৷ ২৩  
 স্থন্দরৌ বত মে বক্ত প্রবিক্টকবলোপমৌ ।  
 কিমর্থমার্গতো যোরং বনং ব্যালনিসেবিতম্ ৷ ২৪  
 শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ স্মরমান উবাচ তম্ ।  
 অহং রামশ্বয়ং ভ্রাতা লক্ষণৌ মম সশ্বতঃ ৷ ২৫  
 এষা সীতা মম প্রাণবল্লাভা বয়মাগতাঃ ।  
 সিত্বাক্যং পুরস্কৃত্য শিক্ষার্থং তবানুশ্রাম ৷ ২৬  
 শ্রুত্বা তদ্রামবচনমট্টহাসমথাকরোং ।  
 ব্যাটার বক্তুং বাহুভ্যাং শূলমাদায় সত্বরং ৷ ২৭  
 মাং ন জানানি রাম ত্বং বিরাগং লোকবিক্রান্তম্ ।  
 মত্তরানুন্দনঃ সর্কে ত্যক্তুং বনমিতো গতাঃ ৷ ২৮  
 বদি জীবিতুমিচ্ছান্তি ত্যক্তা সীতাং নিরাশ্রুণৌ ।  
 পলায়ন্তং ন চেৎ শীঘ্রং ভক্ষরামি যুবামহম্ ৷ ২৯  
 ইত্যুক্তা রাক্ষসঃ সীতানাদাতুমতিহুঙ্কবে ।

রামশিচ্ছেদ তদ্বাহু শরণে প্রহসস্মিৎ । ৩০  
 ততঃ ক্রোধপরীতাস্তা ব্যাদায় বিকটং মুখম্ ।  
 রামমভ্যবদ্রবক্রামশিচ্ছেদ পরিধাবতঃ ।  
 পদদ্বয়ং বিরাধস্ত তদঙ্কুতমিবাভবৎ । ৩১  
 ততঃ সর্প ইবাস্তেন এনিতুং রামমাপতৎ ।  
 ততোহর্কচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্ত মহচ্ছিরঃ । ৩২  
 চিচ্ছেদ রুধিরৌষেণ পপাত ধরণীতলে ।  
 ততঃ সীতা সমালিন্দ্য প্রশশংস রশ্মন্তমম্ । ৩৩  
 ততো দ্বন্দ্বভয়ে নেদুর্দিবি দেবগণেরিতাঃ ।  
 ননৃতুশ্চাপরো হস্তা জগুর্গর্কক্কিমরারঃ । ৩৪

বিরাধকায়াদতিস্বন্দরাকৃতি-  
 বিভ্রাজমানো বিমলাশ্বরাবৃতঃ ।

প্রতপ্তচামীকরচারুভরণো  
 ব্যদৃশুভাত্রে ঋগনে রবির্ধবা । ৩৫  
 প্রণম্য রামং প্রণতান্ত্রিহারিণং  
 ভবপ্রবাহোপরমং যুগাকরম্ ।  
 প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ  
 প্রপন্নসর্কীর্তিহরং প্রসন্নবীঃ । ৩৬

বিরাধ উবাচ ।

শ্রীরাম রাজীবদলায়তাক  
 বদ্যাসরোহং বিমলপ্রকাশঃ ।  
 হ্রবাসমাকারণকোপমুর্ত্তিনা  
 শপ্তঃ পুরা সোহ দ্য বিমোচিতস্বয়া । ৩৭  
 ইতঃ পরং ত্তরনণারবিন্দয়োঃ  
 স্মৃতিঃ সদা মেহস্ত ভবোপশান্তয়ে ।  
 তন্নামসংকীর্তনমেব বাণী  
 করোতু মে কর্ণপুটং শুদীয়ম্ । ৩৮  
 কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং ত্রে  
 পাদারবিশ্বাচ্চিনমেব কুর্ধ্যাত ।  
 শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং  
 করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্ । ৩৯

নমস্তভ্যং ভগবতে বিগুঞ্জজানমুর্ত্তয়ে ।  
 আশ্রায়ামায় রামায় সীতারামায় যেষসে । ৪০  
 প্রপন্নং পাহি মাং রাম যাত্লামি ত্বদহুঞ্জয়া ।  
 দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠমায়্য মাং মা যুগোতু তে । ৪১  
 ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ ।  
 দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরাধার মহামতিঃ । ৪২  
 গচ্ছ বিদ্যাধরশেবমায়াদোষগুণা জিতাঃ ।  
 ত্বয়া মন্দর্শনাং সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাং বরঃ । ৪৩  
 মচক্লিহ লভা লোকে জাতা চেম্মুক্তিমা বতঃ ।  
 অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্জয়া । ৪৪  
 রামেণ রক্ষোনিধনং সুবোরং  
 শাপাদিমুক্তিবরদানমেবম্ ।

বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লক্ষ্যং  
 রামং গৃণমোতি নরোহখিলাার্থিন্ । ৪৫  
 ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়েহ ধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিরাধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।  
 জগাম শরভঙ্গ্য বনং সর্কসুধাবহম্ । ১  
 শরভঙ্গ্যভ্যো দৃষ্ট্য়া । রামং সৌমিত্রিণা সহ ।  
 আয়াতং সীতয়া সাক্ষিৎ সন্নমাতুখিতঃ সুধীঃ । ২  
 অতিগম্য দুসম্পূজ্য বিষ্টরেষুপবেশয়ৎ ।  
 আতিথ্যমকরোৎ তেবাং কন্দমূলকলাদিভিঃ । ৩  
 প্রীতাহ শরভঙ্গোহপি রামং ভক্তপরাধারণম্ ।  
 বহুকালমিহৈবাসং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ । ৪  
 তব সন্দর্শনাকাজ্ঞী স্মম ত্বং পরমেশ্বরঃ ।  
 অদ্য মন্তপসা সিদ্ধং বৎ পুণ্যং বহু বিদ্যতে ।  
 তৎ সর্বং তবদ্যাত্মনি ততো মুক্তিং ব্রহ্মাম্যহম্ ।

সমর্প্য রামস্ত মহৎসুপুণ্য-  
 ফলং বিরক্তঃ শরভঙ্গ্যযোগী ।  
 চিত্তিং সমারোহয়দপ্রমেয়ং  
 রামং সদীতং সহসা প্রণম্য । ৬ ।  
 ধ্যায়ংশ্চিরং রামমশেষজংস্বতং  
 দুর্কাদিলক্ষ্যামলমবুজ্জাক্ষম্ ।  
 চীরাস্বরং সিদ্ধজটাকলাপং  
 সীতাসহায়ং সহলক্ষণং তম্ । ৭  
 কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেচু-  
 রশ্চো জগত্যাং রঘুনায়কাদিহোঃ  
 স্মৃতৌ ময়া নিত্যমনস্তভাজা  
 জাত্বা স্মৃতিং মে স্বয়মেব বাতঃ । ৮

পশ্যত্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।  
 দন্ধা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্পযঃ । ৯  
 অযোধ্যাধিপতিমেহস্ত হৃদয়ে রাধবঃ সদা ।  
 যদ্বামাকে স্থিতা সীতা মেঘসোব তড়িলতা । ১০  
 ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্য়া চ পুরতঃ স্থিতম্ ।  
 প্রজালা সহসা বহ্নিং দন্ধা পপাত্যবৎ বপুঃ । ১১  
 দিব্যদেহধরঃ সাক্ষ্যদ্বয়ৌ লোকপতেঃ পদম্ ।  
 ততো মুনিনগাঃ সর্কো দণ্ডকারণাবাসিনঃ ।  
 আজম্ রাধবং প্রষ্টুং শরভঙ্গ্যনিবেশনম্ । ১২  
 দৃষ্ট্য়া মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষণাঃ ।  
 প্রপেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়রমাসু বরুপিণঃ । ১৩  
 আশীর্তিরভিনন্দ্যাধ রামং সর্কোহদি স্থিতম্ ।  
 উচুঃ প্রাজ্ঞলয়ঃ সর্কো বহুবাপধরং হরিম্ । ১৪

ভূমেভারাবতারায় জাতোহসি ব্রহ্মপার্বিতঃ ।  
 জানীমস্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং ভবাঃ ১৫  
 শেবাংশং শম্বটক্রে বে তরতং সানুজং তথা ।  
 জতশ্চাদৌ ঋষীণাং ত্বং ত্বং মৌক্তুমিহাহসি ১৬

আগচ্ছ যাসো মুনিসেবিতানি  
 এনানি সর্বাণি রত্নম ক্রমাৎ ।  
 দধেঃ সুমিত্রাস্তজ্ঞানকীভ্যাং  
 তদা দয়ায়ংহু দৃঢ়া ভবিষ্যতি ১৭

ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতান্নলিপুটেবিভুঃ ।  
 কৃগাম মুনিভিঃ সর্ভেঃ দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ ১৮  
 দদধং তত্র পতিতান্নেনেকানি শিরাংশি সঃ ।  
 অস্থিত্তানি সর্কত্র রামো বচনমব্রবীৎ ১৯  
 অহীনি কেবামেতানি কিমর্বেং পতিতানি বৈ ।  
 তমুচু মুনয়ো রাম ঋষীণাং মন্তকানি হি ২০  
 রাক্ষসর্ভক্তিভানীশ শ্রমস্তানাং সমাধিতঃ ।  
 অপ্রায়ত্যং মুনীনাং তে পশ্যন্তোহনুচরন্তি হি ২১  
 শ্রদ্ধা বাক্যং মুনীনাং স ভর্ষদেতসমধিতম্ ।  
 প্রতিজ্ঞামধরোজ্যো বধারামশেবরক্ষসাম্ ২২  
 পূজ্যমানঃ সদা তত্র মুনিভিবনবাসিভিঃ ।  
 জানক্যা সহিতো রা মা লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ২৩  
 উবাস কতিচিং তত্র বর্ষাণি রতুনকনঃ ।  
 এবংক্রমেণ সম্পশ্রমং ঋষীগামাশ্রমান্ বিভুঃ ২৪  
 সুতীক্ৰমাশ্রমং প্রাপ্যং প্রথ্যাতমুসিস্কুলম্ ।  
 সর্কত্র গুণসম্পন্নং সর্ককালমুধাবহম্ ২৫  
 রামমাপ্তমাকর্ণা সুতীক্ৰঃ সয়মাগতঃ ।  
 অগস্তিশিষ্যো রামস্ত মথোপাসনতৎপরঃ ।  
 বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যংকণ্ঠিতলোচনঃ ২৬  
 সুতীক্ৰ উবাচ ।

ত্বম্বয়জাপ্যহমনস্ত গুণাপ্রমের  
 সীতাপতে শিববিরিক্ষিসমাস্ত্রিতাল্লে ।  
 সংসারসিদ্ধতরণামলপোতপাদ  
 রামান্তিরাম সততং তব দাসদাসঃ ২৭  
 মামদ্য সর্কজগতমবিপোচরন্তং  
 ত্বমায়য়া স্ততকলত্রগৃহাক্রুপে ।  
 ময়ং নিরীক্যামলমুকলপিওমোহ-  
 পাশাস্থবজ্জহদয়ং স্বয়মাগতোহসি ২৮  
 ত্বং সর্ককৃতজদয়েষু কৃতাপরোহপি  
 ত্বম্বয়জাপ্যবিমুখেষু তনোষি মারাম্ ।  
 ত্বম্বয়সাধনপরেষপবাতি মায়  
 সেবারূপকলদোহসি বধা মহীপঃ ২৯  
 বিপস্ত স্তল্ললয়সংস্থিতহেতুরেক-  
 জং মায়রা ত্রিগুণয়া বিধিরীশবিধু ।  
 ভাসীশ মোহিতধিষাং বিবিধাকৃতিভুং

বদদ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হনেকঃ ৩০  
 প্রত্যকৃতোহদ্য ভবতশরণাবিলম্ব  
 পশ্যামি রাম তমসঃ পরতঃ স্থিতস্ত ।  
 মৃগপতঙ্গমসতাম্ববিপোচরোহপি  
 ত্বম্বয়পুত্ৰহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ৩১  
 পশ্যামি রাম তব রূপমরুপিণোহপি  
 মায়বিভ্বনকৃতং সুমহ্যবেশম্ ।  
 কন্দর্পকোটিহুভগং কমনীয়চাপ-  
 বাৎং দয়াজ ছন্দয়ং স্মিতচাক্ষরকুম্ ৩২  
 সীতাসমে তমজিনাধরমশ্রুৎস্যং  
 সৌমিত্রিণা নিয়তমেবিতপাদপদম্ ।  
 নীলোৎপলগুটিমনস্ত গুণং প্রশান্তং  
 মছাগধেরমনিশং শ্রণমামি রামম্ ৩৩  
 জানক রাম তব রূপমশেষদেশ-  
 কালানুপাধিরহিতং ঘনচিংপ্রকাশম্ ।  
 প্রত্যকৃতোহদ্য মম পোচরমেতদেব  
 রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাজে ৩৪

ইত্যেবং স্ববতস্তস্ত রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ।  
 মূনে জানামি তে চিত্তং নির্মলং মহূপাসনাৎ ৩৫  
 জতোহহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নাত্তসাধনম্ ।  
 মম্বয়োপাসকা লোকে মাষেব শরণং গতাঃ ৩৬  
 নিরপেক্ষা নাত্তগতাস্তেবাং দৃশ্যোহহমবহম্ ।  
 স্তোত্রমেতং পরৈধৃষস্ত ত্বংকৃতং মংপ্রিয়ং সদা ৩৭  
 সত্ৰক্তির্মে ভবেং তস্ত জ্ঞানক বিমলং ভবেং ।  
 ত্বং মথোপাসনাদেব বিমুক্তোহসীহ সর্কতঃ ৩৮  
 বেহান্তে মম সানুজ্যং লপ্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 গুরুং তে দষ্ট মিচ্ছামি ছগন্ত্যং মুনিনারকম্ ।  
 কিঞ্চিং কালং তত্র বস্তং মনো মে স্বরত্নতালম্ ৩৯  
 সুতীক্ৰোহপি তথৈত্যাহ ধৌ গমিষ্যসি রাষব ।  
 অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদৃষ্টো মহামুনিঃ ৪০

অথ প্রত্যতে মুনিনা সমেতো  
 রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন ।  
 আগন্ত্যসস্তাষণলোলমানসঃ ।  
 শনৈরগস্ত্যাস্তজবদিসং বর্ষো ৪১

ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অথ রামঃ সুতীক্ৰেন জানক্যা লক্ষ্মণেন চ ।  
 অগস্ত্যাস্তাহজহানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ৪১  
 তেন সম্পূজিতঃ সয়গ ভুক্ত্য মূলফলাদিকম্ ।  
 পরেহ্যঃ প্রাতরুখায় জগ্ম স্বৈংগন্ত্যমগুলম্ ৪২

সর্কর্তৃ কলপুশ্চাত্যং নানামুগপঠৈশ্চ তম্ ।  
 পক্ষিসংলেশ্চ বিবিষ্টৈর্নাদিতং নননোপমম্ । ৩  
 ত্রক্ষিভির্ষেবধিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ ।  
 সর্কর্তোহলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ভ্রক্ষলোকমিবাপরম্ । ৪  
 কহিরেবাশ্রমশ্রাধ হিত্বা রামোহত্রবীমুনিম্ ।  
 সুতীক্ষ্ণ নক্ষ ত্বং শীঘ্রমাগত্যং মাং নিবেদয় । ৫  
 অগস্ত্যমুনিবর্ষ্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।  
 মহাপ্রসাদ ইতুজ্জ্বা স্তৃতীক্ষ্ণঃ প্রযবৌ তুরোঃ । ৬  
 আশ্রমং তুরয়া তত্র ঋষিসম্ভসমানুভবম্ ।  
 উপবিষ্টং রামতক্তেবিশেষেণ সমায়ুতম্ । ৭  
 ব্যাখ্যাতরামমন্ত্রার্থং শিষ্যোভ্যাত্তাতিভক্তিভঃ ।  
 দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠঃ স্তৃতীক্ষ্ণঃ প্রযবৌ মনেঃ । ৮  
 দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহঁ বিনয়ানবতঃ স্তুধীঃ ।  
 রামো দাশরথির ক্লেম সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ।  
 আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাজ্জলিঃ । ৯  
 অগস্ত্য উবাচ ।  
 শীঘ্রমানয় ভজ্যং তে রামং মম হৃদি স্থিতম্ ।  
 তমেবধ্যায়মানোহহং কাজ্জকমার্থোহত্র সংস্থিতঃ । ১০  
 ইতুজ্জ্বা স্বয়মুখায় মুনিভিঃ সহিতো ক্রতম্ ।  
 অভ্যয়াৎ পরয়া ভক্ত্যা গম্বা রামমথাত্রবীৎ । ১১  
 আগচ্ছ রাম ভজ্যং তে দিষ্ট্যা তেহদ্য সমাগমঃ ।  
 প্রিয়াতিথিমম প্রাপ্তোহস্তদ্য মে সফলং ধ্বিনম্ । ১২  
 রামোহপি মুনিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ ।  
 সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎ পতিভ্যো ভূবি । ১৩  
 ক্রতমুখাপ্য মুনিরাট্ রামমাগিষ্য ভক্তিভঃ ।  
 তদপাত্তস্পর্শজ্জাহ্নাদশ্রবনৈত্রজলাকুলঃ । ১৪  
 গৃহীত্বা করমেকেন করোণ রঘুনন্দনম্ ।  
 জগাম শ্যাম্রমং কষ্টো মনসা মুনিপুঙ্কবঃ । ১৫  
 সুধোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহবিস্তরম্ ।  
 ভোজয়িত্বা বথাত্মায়ং ভোজ্যেব তৈশ্রনেকধা । ১৬  
 সুধোপবিষ্টমেকাস্তে রামং শশিনিভাননম্ ।  
 কৃতাজ্জলিক্রবাচেনদমগন্ত্যো ভগবানুধিঃ । ১৭  
 শুভাগমনমেবাহং প্রতীক্ষন্ সমবস্থিতঃ ।  
 বদা কীরসমুদ্রান্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতং পুরা । ১৮  
 ক্রমেভারাপনুত্যর্থং রাবণস্ত বধায় চ ।  
 তদাদিদর্শনাকাজ্জলী তব রাম তপশ্চরনম্ ।  
 বসামি মুনিভিঃ সাক্ষং ত্বামেব পরিচিস্তয়নম্ । ১৯  
 কষ্টেঃ প্রাপেক এবা সৌমিধিক্রোহলুপাধিকঃ ।  
 বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়ী তে শক্তিকচ্যতে । ২০  
 ত্বামেব নিগুণং শক্তিরায়ুগোতি যদা তদা ।  
 অব্যাকৃতমিতি প্রাহবেদান্তপরিমিষ্ঠিতাঃ । ২১  
 মূলপ্রকৃতিরিত্যেক প্রাহর্সায়ৈতি কেচন ।  
 অবিদ্যা সংস্কৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বক্তৃশোচ্যতে । ২২

অহঙ্কারো মহন্তস্বসংবৃত্তিবিধোহ ভবৎ ।  
 সাধিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে । ২৩  
 তামসাৎ স্কৃত্তমাত্রাধাসনু ভুতাত্মতঃ পরম্ ।  
 শুলানি ক্রমশো রাম ক্রমোক্তরগুণানি হ । ২৫  
 রাজসানীশ্রিয়ারণেব সাধিক্য দেবতা মনঃ ।  
 তেভ্যোহ ভবৎ স্কৃত্তরূপং লিঙ্গং সর্বগতং মহৎ । ২৬  
 ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ শুলানুভূতকদম্বকঃ ।  
 বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্কর্তং জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ । ২৭  
 দেবতিথ্যাগ্নাস্থ্যাশ্চ কালকর্মক্রমেণ তু ।  
 ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সার্বকারণম্ । ২৮  
 সখাদিকুলম্বেবান্ত পালকঃ সক্তিচ্যতে ।  
 লয়ে রুজ্জ্ব মেবান্ত ঋশ্মায়াগুণভেদতঃ । ২৮  
 জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিভৈশ্চ গৈঃ ।  
 তাসাং বিলক্ষণোরামত্বং সাক্ষীচিহ্নয়োহব্যয়ঃ । ২৯  
 স্তিগীলাং বদা কর্তৃ মীহসে রঘুনন্দন ।  
 অঙ্গীকরোষি মায়্যং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব । ৩০  
 রাম মায়ী বিধা ভক্তি বিদ্যাবিদ্যোতি তে সদা ।  
 প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ধিনঃ ।  
 নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ । ৩১  
 শুভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ ।  
 অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে ।  
 বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তান্ত এব হি । ৩২  
 লোকে শুভক্তিনিরতাশ্চম্বস্ত্রোপাসকাশ্চ যে ।  
 বিদ্যা প্রার্চুর্ভবেৎ তেবাং নেতরেবাং কদাচন । ৩৩  
 অতল্লভক্তিসম্পন্নো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ।  
 শুভক্ত্যমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেহপি নোভবেৎ । ৩৪  
 কিং রাম বহনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্ভবীমি তে ।  
 সাধুসম্ভতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাস্তা । ৩৫  
 সাধবঃ সমচিত্তা যে নিস্পৃহা বিপ্ৰতৈষিণঃ ।  
 দান্তাঃ প্রশান্তাস্তত্ত্বজ্ঞানি মুক্তাধিলকামনাঃ । ৩৬  
 ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্রোশ্চ সমাঃ সজ্জিবর্জিতাঃ ।  
 সংশ্রুত্যাধিলকর্ষণাঃ সর্কর্তা ব্রহ্মতৎপরাসাঃ । ৩৭  
 যমাদিগুণসম্পন্নাসাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিত্ ।  
 সংসজ্জমো ভবেদ্বর্ষ্যহি ত্বৎকথাশ্রবণে রতিঃ । ৩৮  
 সমুদেতি ততো ভক্তিঙ্গুরি রাম সনাতনে ।  
 শুভক্যাবুপন্নরায়ং বিজ্ঞানঃ বিপুলং ফুটম্ । ৩৯  
 উদেতি মুক্তিমাগোহয়মাদ্যশ্চ তুরাসেবিতঃ ।  
 তম্বাদ্রাঘব সন্তুক্তিঙ্গুরি মে শ্রেয়লক্ষণা । ৪০  
 সদা ভুরাক্ষরে সঙ্গস্ত্ব ত্বংকৈব বিশেষতঃ ।  
 অম্ব মে সফলং জন্ম ভবৎসমদর্শনাদভূৎ । ৪১  
 অদ্য মে ক্রতবঃ সর্কর্তে বভূবুঃ সফলাঃ শ্রেভো ।  
 দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনস্তমিতনা তপঃ ।  
 তন্ত্বেহ তপসো রাম ফলং তব বদর্চনম্ । ৪২

সদা মে সীতয়া সর্ধং হৃদয়ে বস রাধব ।  
 গচ্ছতস্থিততো বাপি স্থতিঃ ত্রাসে সদা তুরি । ৪৩  
 ইতি স্তব্ধা রামনাথনগন্তো মুনিসন্তমঃ ।  
 দম্বৌ চাপং মহেশ্রেণ রাবার্থে স্থাপিতং পুরা । ৪৪  
 অক্ষযো বাণতৃণীরৌ ধ্বংসো রয়বিভূষিতঃ ।  
 কৃহি রাধব ভুভারভুতং রাক্ষসমণ্ডলম্ । ৪৫  
 হৃদর্থমবতীর্ণোহসি মায়য়া মত্জাক্রুতিঃ ।  
 ইতো যোজননুগ্ধে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ । ৪৬  
 অস্তি পঞ্চবটীনয়া আশ্রমো গৌতমীতটে ।  
 নেত্রব্যস্ত্রে তে কালাঃ শেবো রঘুকুলোদহ । ৪৭  
 তদৈত্রব বধকাৰ্ধ্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে । ৪৮  
 এত্য়া তপাগস্ত্যস্ত্যভাষিতং বচঃ  
 স্তোত্রঞ্চ তত্ত্বার্থসমর্থিতং বিভুঃ ।  
 মুনিং সমাভাষ্য মুদাধিতো ষষৌ  
 প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিষ্কারিঃ । ৪৯  
 ইতি তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

মার্গে ব্রজন্ দদর্শাৎ শৈলশৃঙ্গমিব স্থিতম্ ।  
 বৃক্ষং জটায়ুবাং রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ । ১  
 ধনুরানয় সৌমিত্রে রাক্ষসোঃয়ং পুরং স্থিতঃ ।  
 ইত্যাহ লক্ষণং রামো হনিব্যাস্যমিভক্ষকম্ । ২  
 তক্ষুত্বা রামবচনং গৃধরাট্ ভয়পীড়িতঃ ।  
 বধাহৌহহঃ ন তেরামপিভুক্তহৃৎপ্রিয়ঃ সখা । ৩  
 জটায়ুর্নাম হৃদয়ং তে গৃধ্রোহহং প্রিয়কৃতং তব । ৪  
 পঞ্চবটায়ামহং বৎসো, তবৈব প্রিয়কাম্যয়া ।  
 মৃগয়ায়ং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষণেহপি চ । ৫  
 সীতা জনককস্তা মে রক্ষিতব্য প্রযত্নতঃ ।  
 ঞ্জত্বা তদগ্গ্ৰবচনং রামঃ সম্বেহমব্রবীৎ । ৬  
 সাধু গৃধ্ৰুঘহারাজ তপেব কুরু মে প্রিয়ম্ ।  
 জটৈত্রব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্ । ৭  
 ইত্যামস্তিতমালিঙ্গ্য ষষৌ পঞ্চবটীং প্রভূঃ ।  
 লক্ষণেন সহ ত্রাভ্রা সীতয়া রঘুনন্দনঃ । ৮  
 গত্বা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং স্তুবিস্তরম্ ।  
 মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষণেন স্তুবুক্ষিণা । ৯  
 তত্র তে ছবসন্ সর্ক্রে নদ্বারা উত্তরে তটে ।  
 কদম্বপনসাত্ৰাদিক্ষলবৃক্ষসমাকুলে । ১০  
 বিবিধে জনসম্বাধবর্জিতে নীরজস্থলে ।  
 বিমোদয়ন্ জনকজাং লক্ষণেন বিপশিতা । ১১  
 অদ্যুবাষ হৃৎং রামো দেবলোক ইবামরঃ ।  
 কন্দমূলফলাদীনি লক্ষণোহহুদিনং তয়োঃ । ১২

আনীয় প্রথদৌ রামসেবাতঃপরমানসঃ ।  
 ধনুবাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্তি সর্কভঃ । ১৩  
 যানং কুর্কৃত্যমুদিনং ত্রয়স্তে গৌতমীজলে ।  
 উভয়োমর্ধ্যাণা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ । ১৪  
 আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষণং প্রীতমানসঃ ।  
 সেবতেহহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ হৃৎং ত্রয়ঃ । ১৫  
 একদা লক্ষণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্ ।  
 বিনয়াবনতো ভূত্বা পশ্চক্ষ পরম্বেধরম্ । ১৬  
 ভগবন্ প্রোভুমিচ্ছামি মোক্ষস্তৈকান্তিকীং পতিম্ ।  
 বৃত্তঃ কমলপত্রাক সজ্জেকপাধকু মর্ষসি । ১৭  
 জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং তক্তির্দৈবাগ্যাবুংহিতম্ ।  
 আচক্ষ মে রঘুশ্রেষ্ঠ বক্তা নাশ্রোহস্তি কৃতলে । ১৮  
 প্রীতায় উবাচ ।  
 শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস ঞ্জছাৎ ঞ্জহতরং পরম্ ।  
 যদ্বিজ্ঞায়নরো জ্ঞানং সর্বো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ । ১৯  
 আদৌ মায়াকল্পেণ স্তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্ ।  
 জ্ঞানস্ত সাধনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ । ২০  
 জ্ঞেয়ঞ্চ পরমাচ্ছানং বজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ ।  
 জনাশ্চনি শরীরাদাবাস্ত্রবুদ্ধিস্ত বা ভবেৎ । ২১  
 সৈব মায়ী ভট্টৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্পতে ।  
 রূপে যে নিশ্চিত্তে পূর্কং মায়ারাঃ কুলনন্দন । ২২  
 বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েচ্ছগৎ ।  
 লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মণ্যস্তং সুলহস্মদিভেদতঃ । ২৩  
 অপরং তখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি ।  
 মায়য়া কল্পিতং বিস্মং পরমাশ্চনি কেবলে । ২৪  
 রজ্জৌ জুজ্বলদ্বাত্রাভ্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন ।  
 শ্রীয়েতে দৃশ্ণতে ষষ্ণং স্বর্ঘ্যতে বা নটৈঃ সদা । ২৫  
 অসদেব হি তং সর্ক্রে যথা নপন্ননোরথৌ ।  
 দেহ এব হি সঃসারবৃক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্ । ২৬  
 তমূলং পুঞ্জদারাদিবন্ধঃ কিং তেহস্থত্যাশ্বনঃ । ২৭  
 দেহস্ত সুলভুতান্যং পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চকম্ ।  
 অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ ইন্দ্রিয়ানি তথা দশ । ২৮  
 চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিবৈব চ ।  
 এতৎক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে । ২৯  
 এতৈবিলকণো জীবঃ পরমাশ্চা নিরাময়ঃ ।  
 তস্ত জীবস্ত বিজ্ঞানে সাধনাত্তপি মে শৃণু । ৩০  
 জীবৎ পরমাশ্চা চ পর্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ ।  
 মানাভাবস্তথা দস্তহিংসাদিপরিবর্জনম্ । ৩১  
 পরাক্ষেপাদিসহনং সর্ক্রেত্রাবক্রতা তথা ।  
 মনোবাকায়সস্ত্যগ্যা মদুগুরোঃ পরিবেবনম্ । ৩২  
 বাহ্যভ্যন্তরসংস্কৃষ্টিঃ স্থিরতা সংক্রিয়াদিষু ।  
 মনোবাকায়দগুৎ বিধয়েষু নিরীহতা । ৩৩  
 নিরহঙ্কারতা জগজ্জ্বাধ্যালোচনং তথা ।

## অন্নপ্ৰকাশম্ ।

অসক্তিঃ বেদশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিব্ । ৩৪  
 ইষ্টানিষ্টাপ্যমে নিত্যং চিন্তিত্ত সমতা তথা ।  
 যস্মি সৰ্বান্ধকে নামে হননশ্চবিষয়া মতিঃ । ৩৫  
 জনসম্বাদরহিতস্তচ্ছদেদনশিববণম্ ।  
 প্রাকৃতৈর্জনসম্ভেষ্টে হরতিঃ সৰ্বদা ভবেৎ । ৩৬  
 আত্মজ্ঞানে সদোন্মোগৌ বেদান্তার্থাবলোকনম্ ।  
 উৎকরেতৈতৰ্ভবেজ্ঞানং বিপরীতৈবিপর্যায়ঃ । ৩৭  
 বুদ্ধিপ্ৰাণমনোদেহাহকৃতভ্যো বিলক্ষণঃ ।  
 চিদান্ধাহং নিত্যশুকো বুদ্ধ এবতি নিশ্চরম্ । ৩৮  
 যেন জ্ঞানেন সংবিন্দে তজ্ঞানং নিশ্চিতক মে ।  
 বিজ্ঞানঞ্চ তদৈদেবতং সাক্ষাদহুভবেদ্বদা । ৩৯  
 আত্মা সূক্ষ্মে পূৰ্ণঃ স্ফটিকানন্দাস্বকোহব্যয়ঃ ।  
 মুক্তাত্মপাদিবিহিতঃ পরিণামাদিবর্জিতঃ । ৪০  
 স্বপ্রকাশেন দেহাদ্বীন ভাসয়ন্ননপাবৃতঃ ।  
 এক এবাদ্বিতীয়ত সৰ্বজ্ঞানমিলক্ষণঃ । ৪১  
 অসঙ্গঃ স্বপ্রভো ভ্রষ্টা বিজ্ঞানৈনানবিন্যাসিতৈ ।  
 আচার্যাশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ । ৪২  
 আত্মনোজীবপরয়োম্ পাদিবিদ্যা তদেব হি ।  
 গীয়েতে কার্যকরতৈঃ সইহৈ পরমাশ্রয়নি । ৪৩ ।  
 সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা ত্যপচাতোহয়মাশ্রয়নি ।  
 ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং ব্রহ্মনন্দন । ৪৪  
 জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসাহিত্যং মে পরায়নঃ ।  
 কিস্তে তদ্বৃণতং মত্তে মন্তজিবিমুখায়নাম্ । ৪৫  
 চক্ষুঃশ্রোত্রমপি যথা রাত্রৌ সম্যক্ ন দৃশতে ।  
 পদং দীপসমেতান্যং দৃশ্যতে সমাগেব হি । ৪৬  
 এবং মন্তজিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ।  
 মন্তজৈঃ কারণং কিকিঞ্চন্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ । ৪৭  
 মদ্রুসমস্বে মংসেবা মন্তজ্ঞানং নিরন্তরম্ ।  
 একাদশ পবাসাদি মম পৰ্ব্বাত্মমোদনম্ । ৪৮  
 মংকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সৰ্বদা রতিঃ ।  
 মংপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামাত্মকীর্তনম্ । ৪৯  
 এবং সততজ্ঞানং ভক্তিরব্যক্তিচারণী ।  
 যস্মি সঙ্গায়তে নিত্যং ততঃ কিমশিষ্যতে । ৫০  
 অতো মন্তজিযুক্ত জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ ।  
 বৈরাগ্যঞ্চ ভবেচ্ছীঘ্নং ততো মুক্তিমবাপ্নু য়াং । ৫১  
 কথিতং সৰ্বমেতং তে তব প্রথামুসারতঃ ।  
 অস্মিন্ মনঃ সমাধায় বস্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ । ৫২  
 ন বক্তব্যমিদং যজ্ঞান্ভক্তিবিশুধায় হি ।  
 মন্তকার প্রদাতব্যমাহুয়াপি প্রেষত্বতঃ । ৫৩  
 ব ইদং পঠেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসম্বিতঃ ।  
 অজ্ঞানপটলকাস্তং বিধুয় পরিমুচ্যতে । ৫৪  
 ভক্তানাং মম যোগিনাং হুবিমল-  
 দান্তাতিশান্তান্ধানাং

মংসেবাতিরডাভ্যনাং বিশ্লে-  
 জ্ঞানাস্থনাং সৰ্বদা ।  
 সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যোগমতিঃ  
 মংসেবনান্তরী  
 যৌক্তিক্ত করে স্থিতোহহমনিশম্  
 দৃশ্তো ভবে নান্তথা । ৫৫  
 ইতি চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

### পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

তস্মিন্ কালে মহারণো রাক্ষসী কামরূপিণী ।  
 বিচচাৰ মহাসম্ভা জনস্থাননিবাসিনী । ১  
 একদা পৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ ।  
 পদবজ্রাঙ্কুশাকানি পদানি জগতীপতেঃ । ২  
 দৃষ্ট্বা কামশরীতাণ্যু পাদসৌন্দর্যমোহিতা ।  
 পশুস্তী সা শনৈরায়াজ্যোষবস্ত নিবেশনম্ । ৩  
 তত্র সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্ ।  
 কন্দৰ্পসদৃশং রামং দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা । ৪  
 রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্ত ত্বং কঃ কিমাপ্রমে ।  
 যুক্তো জটাবকুলাদ্যৈঃসাধ্যঃ কিং তেহত্রে মে বদ  
 অহং শূৰ্পনাধা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।  
 ভগিনী রাক্ষসেশ্চ রাঘবস্ত মহাস্তনঃ । ৬  
 ধরেণ সহিতা ভ্রাতা বসাম্যজৈব কাননে ।  
 রাজ্ঞা দত্তঞ্চ মে সৰ্ব্বং মুনিভক্য বসাম্যহম্ । ৭  
 ত্বাস্ত বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদত্যং বর ।  
 ত মাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সুতঃ । ৮  
 এষা মে হৃদরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী ।  
 স তু ভ্রাতা কনীয়ান্ মে লক্ষণোহতীব হৃদরঃ । ৯  
 কিং রুত্যাং তে ময়া ত্রিহি কার্যং ভুবনহুন্দরি  
 ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কামার্ভা সাত্ৰবীদিদম্ । ১০  
 এহি রাম ময়া সাক্ষিৎ রমস্ত পিরিকাননে ।  
 কামার্ভাহং ন শকোমি ত্যক্ত্বং ত্বাং কমলেশপন্যুঃ  
 রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশুন্ সন্মিতয়রশীং । ১১  
 ভার্য্যা মমৈব কল্যাণী বিদ্যাতে হনপায়িনী । ১২  
 ত্বস্ত সাপন্যতঃশনে কথং হ্যাস্তসি হৃদরি ।  
 বহিরাস্তে মম ভ্রাতা লক্ষণোহতীব হৃদরঃ । ১৩  
 তবাত্মরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর ।  
 ইত্যুক্ত্বা লক্ষণং প্রাহ পতির্মে ভব হৃদর । ১৪  
 ভ্রাতুরাজ্যং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোহদ্য মা চিরম্ ।  
 ইত্যাহ রাক্ষসী ষোড়া লক্ষণং কামমোহিতা । ১৫  
 তামাহ লক্ষণঃ সাক্ষি দাসোহহং তস্ত বীমতঃ ।  
 দাসী ভবিযাসি ত্বক্ত ততো হৃৎশতরং তু কিম্ । ১৬

তমেব গচ্ছ ভদ্রং তে স তু রাজাধিলেশ্বরঃ ।  
 তচ্ছ্রদ্ধা পুনরপ্যাদ্রাধবৎ চুটমানসা । ১৭  
 ক্রৌঞ্চাজাম কিমর্থং মাং ভ্রাময়ন্তবনবিত্তঃ ।  
 ইন্দ্রানীমেব তাং সীতাং তক্ষয়ামি তবাপ্ততঃ । ১৮  
 ইতু্যক্ । ষিকটাকার জানকীমুখধাবতী ।  
 ততো রামাজয়া ধঞ্জামাদায় পরিগৃহ্য তাম্ । ১৯  
 চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণে চ লক্ষণো লঘুবিক্রমঃ ।  
 ততো ষোরধ্বনিং কৃত্বা কথিরাজবপুস্তম্ । ২০  
 ক্রন্দমানা পূপাতাগ্রে ধরন্ত পরমাকরা ।  
 কিমেতদ্বিত্তি তামাহ ধরঃ ধরতরাকরঃ । ২১  
 কেটনৈব কারিতাসি ত্বং মৃত্যোর্বক্রান্তুবর্তিনা ।  
 বহ মে তং বধিষ্যামি কালকল্পমপি কৃপাৎ । ২২  
 তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষণসংযুতঃ ।  
 দণ্ডকং নির্ভয়ং কুর্ক্বন্নাস্তে গোদাবরীতটে । ২৩  
 মামেবং কৃতবাংস্তস্ত ত্রাতা তেটনৈব চোদিতঃ ।  
 যদি ত্বংকুলজাতোহসিনীরৌহসি জহি তৌ রিপুঃ ২৪  
 তয়োস্ত কথিরং পাস্ত্রে ভক্যে তৌ হৃদয়দৌ ।  
 নোচেৎপ্রাণান্ পরিত্যজ্য স্বাস্তামি যমসাদনম্ । ২৫  
 তচ্ছ্রদ্ধা স্বরিতং প্রাণাং ধরঃ ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ  
 চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষস্যাং ভীমকর্মণাম্ । ২৬  
 চোদয়ামাস রামস্ত সমীপং বধকাজ্ঞয়া ।  
 ধরন্ত ত্রিশিরাস্চ বদ্বশচ ব রাক্ষসঃ । ২৭  
 সর্কো রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরধোদ্যতাঃ ।  
 ঞ্ছ্রদ্ধা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ । ২৮  
 জয়তে বিপুলঃ শক্নো নুনমায়ান্তি রাক্ষস্যাঃ ।  
 ভবিষ্যতি মহৎ যুদ্ধং নুনমদ্যা ময়া সহ । ২৯  
 সীতাং নীত্বা গুহ্যং গুহ্য তত্র তিষ্ঠ মহাবল ।  
 হস্তমিচ্ছাম্যহং সর্কান রাক্ষসান্ ষোররূপিণঃ । ৩০  
 অত্র কিপিলং বজ্রব্যং শাপিতোহসি মমোপরি ।  
 তথোতি সীতামাদায় লক্ষণো গল্পয়ং ধর্যো । ৩১  
 রামঃ পরিকরং বন্ধা ধনুর্দাদায় নিষ্ঠ রম্ ।  
 তুণীরাবক্ষয়শরৌ বন্ধা বস্তোহভবৎ প্রভুঃ । ৩২  
 তত আগতা রক্ষাসি রামতোপরি চিক্চিপুঃ ।  
 আয়ুধানি বিচিত্রাণি পাশাণান্ পাদপানপি । ৩৩  
 তানি চিচ্ছেদ রামোহপি পীলয়্য তিলশঃ কৃপাৎ  
 ততো বাণসহস্রৈশ্চ হত্বা তান্ সর্করাক্ষসান্ । ৩৪  
 ধরং ত্রিশিরস্কেব দৃশ্যকেব রাক্ষসম্ ।  
 জহান প্রহরাক্টেন সর্কনৈব রঘুভমঃ । ৩৫  
 লক্ষণোহপি গুহ্যমধ্যাং সীতামাদায় রাখবে ।  
 সমর্প্য রাক্ষসান্ দৃষ্টা হতান্ বিশ্বয়মার্বো । ৩৬  
 সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নরূপকজা ।  
 শত্রুতপানি চাক্ষেয় মমাজ জনকাস্তজা । ৩৭  
 সাপি হুত্বা দৃষ্টা তান্ হতান্ রাক্ষসপূজবান্ ।

লকাং পশা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ । ৩৮  
 রাবণস্ত পপাতোক্যাং ভগ্নিনী তস্য রক্ষসঃ ।  
 দৃষ্টা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগ্নিনীং ভরবিহ্বলাম্ । ৩৯  
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ত্বং বিরূপকরণং তব ।  
 কৃতং শক্রেণবা ভদ্রে যমেন বরণেন বা । ৪০  
 কুবেরেণাথ বা ক্রহি ভম্মীকুর্ধ্যাং ক্রপেন তম্ ।  
 রাক্ষসী তমুবাচেনং ত্বং প্রমত্তো বিমুচ্যুতঃ । ৪১  
 পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ বণ্ডঃ সর্করং লক্ষ্যসে ।  
 চারচক্ষুর্বিহীনস্ত্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি । ৪২  
 ধরন্ত নিহতঃ সন্ধ্যে দৃষণ্ত্রিশিরাস্তথা ।  
 চতুর্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং মহাশ্বনাম্ । ৪৩  
 নিহতানি ক্রপেনৈব রামেণ্ডাস্বরশক্রণা ।  
 জনস্থানমশেষেণ মুনীনাং নির্ভয়ং কৃতম্ ।  
 ন জানাসি বিমুচস্ত্বয়তত্রৈব ময়োচ্যতে । ৪৪  
 রাবণ উবাচ ।  
 কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাসুরা হতাঃ ।  
 সম্যক্ কথয় মে তেষাং মূলধাতং করোম্যহম্ । ৪৫  
 শূর্ণশ্ৰীমৌবাচ ।  
 জনস্থানাৎহং যাতা কলাচিদগৌতমীতটে ।  
 তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাস্রয়া । ৪৬  
 তত্রাজ্ঞমে ময়া দৃষ্টৌ রামৌ রাজীবলোচনঃ ।  
 ধনুর্বাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবয়লমগুতঃ । ৪৭  
 কনীয়ানমুজস্তস্য লক্ষণোহপি তথাবিধঃ ।  
 তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী রূপিণী শ্রীরিবাপরা । ৪৮  
 দেবগন্ধর্কনাগানাং মনুব্যথাৎ তথাবিধা ।  
 ন দৃষ্টা ন স্রুতা রাজন্ দ্যোতয়ন্তী বনং গুহ্য । ৪৯  
 আনেভুমহমুদুস্তা তাং ভার্য্যাং তবনধ ।  
 লক্ষণো নাম তদভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ । ৫০  
 কর্ণে চ নোদিতস্তেন রামেন স মহাবলঃ ।  
 ততোহহমতিহুংধেন রুদন্তী ধরমধমাম্ । ৫১  
 সোহপি রামং সমাসাদ্য যুদ্ধং রাক্ষসযুৎপৈঃ ।  
 ততঃ ক্রপেন রামেণ তেটনৈব বলশালিনা । ৫২  
 সর্কো তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ ।  
 যদি রামো মনঃকুর্ধ্যাং ত্রৈলোক্যং নিমিষাঙ্কিতঃ ৫৩  
 ভম্মীকুর্ধ্যাস্ত সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো ।  
 যদি সা তব ভার্য্যা স্যাৎ সফলং তব জীবিতম্ । ৫৪  
 অতো বতস্ত রাজেন্দ্র যথা তে বদন্তা ভবেৎ ।  
 নীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্কলোকৈককুন্দরী । ৫৫  
 সাক্ষাজাময়া পুরতঃ স্থাত্বং ত্বং ন ক্রমঃ প্রভো ।  
 মায়য়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্যসে তাং রঘুভমম্ । ৫৬  
 ঞ্ছ্রদ্ধা তং হৃৎবাতৈক্যং দানমানাদিত্তস্তথা ।  
 আশাস্য ভগ্নিনীং রাজা প্রবিবেশং স্বকং গৃহম্ ।  
 তত্র চিন্তাপরোভুত্বা নিত্রাংরাত্রৌ ন লক্ষবান্ । ৫৭

একেন রামেণ কথং মনুষ্য-  
 মাত্রেণ নষ্টঃ সৰলঃ ধরো মে ।  
 জাতা কথং মে বলবীৰ্য্যদৰ্প-  
 যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ । ১৮  
 যদা ন রামো মনুজঃ পরেশো  
 মাং হস্তকামঃ সৰলং বলৌঠিষঃ ।  
 সম্ভাৰ্হিতোহয়ং ক্ৰহিণেন পূৰ্ব্বং  
 মনুষ্যরূপোহদা রযোঃ কুলেহভূৎ । ১৯  
 বধ্যো যদি জ্ঞাং পরমান্ননাহং  
 বৈকুৰ্ত্তরাজ্যং পরিপালয়েহম্ম ।  
 নো চেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব  
 ভোক্ত্যে চিরং রামমতো ব্ৰহ্মামি । ২০  
 ইধং বিচিন্ত্যখিলরাক্ষসেন্দ্রো  
 রামং বিদিত্য পরমেশ্বরং হরিম্ ।  
 বিরোধবুট্ট্যেব হরিং প্রয়ামি  
 ক্ৰতুং ন তন্ত্যত্ ভগবান্ প্রসীদেৎ । ২১

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

বিচিষ্টেভ্যং বিশায়াং স প্রভাতে রথস্থিতঃ ।  
 রাবণো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ । ১  
 যযৌ মারীচসন্ধানং পরং পায়মুদধতঃ ।  
 মারীচস্তত্র মূনিবজ্জটাবকুলধারকঃ । ২  
 ধ্যায়ন্ হৃদি পরাত্মানং নির্গুণং গুণভাসকম্ ।  
 সমাধিবিরমেহপশুজ্ঞাবণং গৃহমাগতম্ । ৩  
 ক্ৰতমুখায় চালিদ্র্য পূজয়িত্বা যথাবিধি ।  
 কৃতান্তিধ্যং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ । ৪  
 সমাগমনমেৎ তে রথেনৈকেন রাবণ ।  
 চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্ । ৫  
 ক্ৰহি মে ন হি গোপ্যক্ষেৎ করবাণি তব শ্ৰিয়ম্ ।  
 জ্ঞাধ্যং চেদ্ব্ৰহ্মহিরাজেন্দ্রবুজ্জিনঃমাং প্শুশেরহি । ৬  
 রাবণ উবাচ ।  
 অস্তি রাজা দশরথঃ সাকৈচাধিপতিঃ কিল ।  
 রামনামা হৃতস্তস্ত জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ । ৭  
 বিবাসয়ামাস হুতং বনং বনজনশ্ৰিয়ম্ ।  
 ভাৰ্য্যা সহিতং ভ্রাত্ৰা লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্ । ৮  
 স আস্তে বিপিনে যোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে ।  
 তস্ত ভাৰ্য্যা বিশালাকী সীতা লোকবিমোহিনী । ৯  
 রামো নিরপরাধমে রাক্ষসান্ হীমবিজ্ঞমান্ ।  
 গুরক হত্যা বিপিনে সুষমাস্তেহতিশিৰ্ভয়ঃ । ১০  
 ভদ্রিত্যা মে শূৰ্পণধ্যা নির্দোষাশ্চ মাসিকাম্ ।  
 কণ্ঠে চিচ্ছেদ হৃষ্টাত্মা বনৈ তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ । ১১

অতস্তয়া সহায়েন গত্বা তৎপ্রাণবলভতাম্ ।  
 আনয়িত্বামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্ । ১২  
 শুভ মায়ামুগো ভূত্বা স্বাত্মমাদপনেষ্যসি ।  
 রামক লক্ষ্মণকৈব তদা সীতাম্ হরাম্যহম্ । ১৩  
 শুভ তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা স্বাশ্চসি পূৰ্ব্ববৎ ।  
 ইত্যেবং ভাষমাণং তং রাবণং বীজ্য বিস্মিতঃ । ১৪  
 কেনেদম্মুপদিষ্টং তে মূলঘাতকরং বচঃ ।  
 স এব শক্রবর্ধ্যশ্চ বস্তুরাশং প্রতীকৃতো । ১৫  
 রামস্ত পৌরুষং স্মৃত্বা চিন্তমদ্যাপি রাবণ ।  
 বালোহপি মাং কৌশিকস্ত বজ্জসংরক্ষণায় সঃ । ১৬  
 আপত্যস্ত্বয়ুগৈকেন পাতয়ামাস সাগরে ।  
 যোজনানাং শতং রামস্তদাদি ভয়বিষ্মলঃ । ১৭  
 স্মৃত্বা স্বত্বা তদৈবাহং রামং পশ্চামি সৰ্ব্বতঃ । ১৮  
 দণ্ডকেহপি পুনরপ্যহং বনে  
 পূৰ্ব্ববৈরমহুচিন্তয়ন্ হৃদি ।  
 তীক্ষ্ণশূৰ্পমূরণমেকদা  
 মাদৃশৈর্বহুভিরায়ীতোহভ্যায়াম্ । ১৯  
 রাঘবং জনকজাসমধিতং  
 লক্ষ্মণেন সহিতং তুরাদিতঃ ।  
 আগতোহহমথ হস্তমুদ্যতো  
 মাং বিলোক্য শরমেকমক্ৰিপৎ । ২০  
 তেন বিদ্ধহৃদয়েহিমুদভ্রমন্  
 রাক্ষসেন্দ্ৰ পতিতোহস্মি সাগরে ।  
 তৎপ্রোক্তভাহমিদং সমাশ্রিতঃ  
 স্থানমুক্তিতমদং ভয়াদিতঃ । ২১  
 রামমেব সততং বিভাবয়ে  
 ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ ।  
 রাজরত্নরমণীরবাধিকং  
 শ্রোত্রয়োর্ধদি গতং ভয়ং ভবেৎ । ২২  
 রাম আপত্য ইহেতি শক্তয়া  
 বাহ্যকার্য্যমপি সৰ্ব্বমত্যাজম্ ।  
 নিজয়া পরিবৃত্তো যদা যপে  
 রামমেব মনসাসুচিন্তয়ন্ । ২৩  
 স্বপ্নদৃষ্টগতরাবণং তদা  
 বোধিতো বিপত্যমিদে অস্থিতঃ ।  
 তন্তবানপি বিমুচ্য চাগ্ৰহং  
 রাঘবং শ্ৰুতি গৃহং প্রয়াহি তো । ২৪  
 রক রাক্ষসকুলং চিরাগতং  
 তৎস্মৃত্তৌ সকলমেব নশ্চতি ।  
 তব হিতং বদতো মম ভাবিভুৎ  
 পরিগৃহ্যণ পরায়নি স্ৰাবণে । ২৫  
 ত্যজ বিরোধমতিং তজ্জ ভক্তিতঃ  
 পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ ।



অহমশেষবিস্ময়ং মুনিবাক্যাতো-

২শৃণুবমাদিগুণে পরমেশ্বরঃ । ২৬

ব্রহ্মণাৰ্হিত উবাচ তৎ হরিঃ

কিং তবোপিভ্যমহং করবাণি তৎ ।

ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন

তৎ প্রয়াহি ভূবি মাগুযং বপুঃ ।

দশরথাস্তজভাবমঞ্জসা

জ্বহি রিপুং দশকন্দরং হরে । ২৭

অতো ন মানুষ্যো রামঃ সাক্ষান্নারায়ণৌহব্যয়ঃ ।

মায়ামাগুযশেষেন বনং যাতোহতিনির্ভয়ঃ । ২৮

ভূভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত গৃহং সুবনম্ ।

শ্রেষ্ঠা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত । ২৯

পরমান্না বদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিম্ ।

মাং হস্তং মাগুযো ভূভা বদাদিহ সমাগতঃ । ৩০

করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ ।

অতোহহং যত্নতঃ সীতামানেষাম্যোব রাষবাং । ৩১

বধে প্রাপ্তে বধে বীর প্রাপ্স্যামি পরমং পদম্ ।

বদা রামং রণে হস্তা সীতাং প্রাপ্স্যামি নির্ভয়ঃ । ৩২

অতোতিষ্ঠ মহাভাগ বিচিত্রমুগরুপধৃক্ ।

রামঃ সলঙ্গণং সীতমাশ্রমাদভিদুরতঃ । ৩৩

আকৃষ্য গচ্ছ ত্বং সীতং সুখং তিষ্ঠ যথা পুরা ।

অতঃ পরং চেদৃথং কিঞ্চিদ্বাবসে মহিভীষণম্ । ৩৪

হনিষ্যাম্যসিনানেন কামত্রৈব ন সংশয়ঃ ।

মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা দ্বারাজেবাহুচিন্তয়ৎ । ৩৫

যদি মাং রাষবো হস্তাং তদা মুক্তো ভবাবিবাং ।

মাং হস্তাদৃযদি চেদুপ্তস্তদা মে নিরয়ো ধ্ববম্ । ৩৬

ইতি নিশ্চিতা মরণং রামাগুযায় বেগতঃ ।

অত্রবীজ্রাবণং রাজনু করোম্যাজ্ঞাং তব প্রভো । ৩৭

ইত্যুক্তা রথমাগুয গতো রামাশ্রমং প্রতি ।

জজ্ঞাস্বনুদপ্রথো মূগোহ ভূয়োপাবিনুকঃ । ৩৮

রত্মশ্চুদী মণিধুরো নীলরত্নবিলোচনঃ ।

বিদ্যুৎপ্রভো বিমুগ্ধাত্মো বিট্টিচার বনান্তরে । ৩৯

রামাশ্রমপদস্তান্তে সীতাট্টপথে চরনু । ৪০

কণক ধাবত্ৰ্যবতিষ্ঠতে ক্ৰণং

সমীপমাগত্য পুনর্ভর্যারুতঃ ।

এবং স মায়ামূগবেষরুপধৃক্

চচার সীতাং পরিমোহয়নু ধলঃ ৪১

ইতি ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অথ রামোহপি তৎসর্বং জ্ঞাত্বা রাবণচেষ্টিতম্ ।

উনাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি মে বচঃ । ১

রাবণো ভিকুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহস্তিকম্ ।

১২ ছায়াং তদাকার্যং ছাপরিভোষ্টোজ্ঞে বিশ । ২

অদ্বাবনুশ্রুতরূপেণ বর্ষণং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া ।

রাবণস্ত বশান্তে মাং পূর্বং প্রাপ্স্যাসে শুভে । ৩

শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাপি তত্র তথাকরোৎ ।

মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মস্তদধেহনলে । ৪

মায়াসীতা তদাপশ্যনুমুগং মায়াবিনির্ষিতম্ ।

হসন্তী রামমভ্যোত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা । ৫

পশু রাম মূগং চিত্রং কাণকং রত্নভূষিতম্ ।

বিচিত্রবিন্দুভিসুভং চরন্তমকূতোভয়ম্ । ৬

বন্ধা দেহি মম ক্রৌড়ায়ুগো ভবতু সন্দরঃ ।

তথেষতি ধনুর্দাদয় গচ্ছনু লক্ষ্মণমব্রবীৎ । ৭

রক্ষ তুমতিষয়েন সীতাং মংপ্রাপবল্লভাম্ ।

মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা বোরদর্শনাঃ । ৮

অতোহত্রাঈহিতঃ সান্বীতঃ রক্ষ সীতামনিক্টিতাং ।

লক্ষ্মণো রামমাহেধুং দেবায়ঃ মূগরুপধৃক্ ।

মারীচোহত্র ন সন্দেহ এবস্তুতো মূগঃ কূতঃ । ৯

শ্রীরাম উবাচ ।

যদি মারীচ এবায়ঃ তদা হস্মি ন সংশয়ঃ ।

মূগশ্চন্দানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে । ১০

গমিষ্যামি মূগং বন্ধা স্থানয়িষ্যামি সত্বরঃ ।

ত্বং প্রথঞ্জন সন্তিষ্ঠ সীতানাং রক্ষণো রাতঃ । ১১

ইত্যুক্তা প্রথযো রামো মায়ামূগবলুক্রুৎঃ ।

মায়া বদাশ্রয়া লোকমোহিনী জনদাকৃতিঃ । ১২

নির্বিকারশিচদাক্সাপি পূর্বেহপি মূগমরণাং ।

ভক্তাল্লক্সপী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ । ১৩

কর্ত্তং সীতাশ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মূগং যযৌ ।

অত্থথা পূর্ণকামস্ত রামস্ত বিদিতাস্তননঃ । ১৪

মূগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্যং পরমান্বনং ।

কদাচিদৃশুতেহভ্যাসে ক্ৰণং ধাবতি লীয়তে । ১৫

দৃশুতে চ ততো দূরদেবং রামমপাহরৎ ।

ততো রামোহপি বিজ্ঞায়রাক্সোসৌহর্যমিতি ক্ষ টম্ । ১৬

বিব্যাধ পরমাদায় রাক্সসং মূগরূপিণম্ ।

পপাত রুধিতান্ত্রো মারীচঃ পূর্বরূপধৃক্ । ১৭

হা হতোহস্মি মহাবাহো ত্রাহি লক্ষ্মণ মাং ক্রতম্ ।

ইত্যুক্তা রামবদাচা পপাত রুধিরাননঃ । ১৮

যন্নামাজ্ঞোহপি মরণে স্মৃক্বা তৎসাম্যমাগু যৎ ।

কিমুতাগ্রে হরিং পশনু তেতৈব নিহতোহস্তরঃ । ১৯

তদেহাত্মখিতং তেজঃ সর্বলোকস্ত পশ্যত্যঃ ।

রামমেবাবিশদেবা বিশ্বয়ং পরমং যয়ুঃ । ২০

কিং কর্ত্ত্ব ক্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ ।

অথবা রাষবস্তায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ । ২১

রাষবাণেন সংবিদ্ধঃ পূর্বং রামমহুশ্বরনু ।

তন্নয় সর্কং পরিত্যজ্য গৃহবিতাদিককং বৎ । ২২  
 ক্রুদি রামং সনা ধ্যান্য নিধু তাশেবকব্বয়ঃ ।  
 অন্তে রামেণ নিহতঃ পশুন্ রামববাপ সঃ । ২৩  
 দ্বিজো বা রাকসো বাপি পাপী বা ধার্মিকো হপিবা  
 তাজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা য়াতি পরং পদম্ । ২৪  
 ইতি তেহজ্ঞান্ভাভায়া ততো দেবা দিবং স্বয়ুঃ ।  
 রামস্তকিন্তরামাস স্মিয়মাণোহহুরাধমঃ । ২৫  
 হা লক্ষ্মণেতি মহাকাব্যম্ কুরুন্ মমার কিম্ ।  
 শ্রুত্বা মহাকাব্যমৃশং বাক্যং সীতাপি কিং ভবেৎ । ২৬  
 ইতি চিন্তাপরীতায়া রামো দূরান্যবর্তত ।  
 সীতা তদ্ব্যাহিতং শ্রুত্বা মারীচম্ দুরান্মবঃ । ২৭  
 সীতাতিহ্নঃশমঃবিদ্যা লক্ষ্মণস্ত্রিমম্ববীৎ ।  
 গচ্ছ লক্ষ্মণ য়েগেন দ্রাতা তেহসুরপীড়িতঃ । ২৮  
 হা লক্ষ্মণেতি বচনং দ্রাহুস্তে ন শৃণোষি কিম্ ।  
 ত্রামাহ লক্ষ্মণো দেবি রামবাক্যং ন তদ্ববেৎ । ২৯  
 যঃ কশ্চিৎপ্রাকসো দেবি স্মিয়মাণোহত্রবীদ্বচঃ ।  
 বহ্নৈব্রলোকামপি যঃ কুক্ষে। নাশয়তি ক্ষণাৎ । ৩০  
 ন কথং দীনগচনং ভাব্যতেহমরপুঞ্জিতঃ ।  
 ক্রুত্বা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাপবিলোচনা । ৩১  
 শ্রাহ লক্ষ্মণ চুবু কৈ দ্রাহুর্ব্যাসনমিচ্ছসি ।  
 শ্রেয়িতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাজিঞ্জাণা । ৩২  
 মাং নেতুমাগতোহসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে ।  
 ন শ্রোপ্যসে ত্বং মামদ্য পশ্য প্রাণাস্ত্যজাম্যহম্ ৩৩  
 ন জ্ঞানতীদৃশং রামো ত্বাং ভাব্যাহরণোদ্যতম্ ।  
 রাসাদশ্রং ন স্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা । ৩৪  
 ইত্যুক্তা বধ্যমানা সা দবাহভ্যাং রুরোদ হ ।  
 তক্ষুহা লক্ষ্মণঃ কণৌ পিবার্যতীবঃ দুঃখিতঃ । ৩৫  
 নামেবং ভাষেদ চণ্ডি ধিক্ ত্বাং নাশমুতেষ্যসি ।  
 ইত্যুক্তা বনদেবীভ্যাঃ সমর্প্য জনকাস্তজাম্ । ৩৬  
 গযৌ দুঃখান্তিসংবিদ্যো রামমেব শঠৈঃ শঠৈঃ ।  
 ততোহস্তুরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধুক্ । ৩৭  
 সীতাসমীপমগমং ক্ষু রদও কমগুলুঃ ।  
 সীতা তমবলোক্যস্ত নত্যা সস্পৃজ্য ভক্তিতঃ । ৩৮  
 কন্দমূলফলাদানি দস্তা আগতমব্রবীৎ ।  
 মূনে ভুঞ্জু কপাদানি বিশ্রমশ্চ ববাহুধম্ । ৩৯  
 ইদানীমেব ভর্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে শ্রিয়ম্ ।  
 ক্রিয়ষ্যতি বিশেষেণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে । ৪০  
 ভিক্ষুরূবাচ ।  
 কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কো বা ভর্তা তবানবে ।  
 কিম্বর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসেসবিতো । ৪১  
 ক্রহি ভদ্রে ততঃ সর্কং স্ববৃত্তান্তং নিবেদয় ।  
 সীতোরূবাচ ।  
 জ্ঞাবোধ্যধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ।

তস্ত জ্যোষ্ঠঃ সূতো রামঃ সর্কলক্ষণলুকিতঃ । ৪২  
 তস্তাহং ধর্ম্মতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী ।  
 তস্ত দ্রাতা কনীর্যাংচ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ । ৪৩  
 পিতুরাজ্যং পুরঙ্কত্য দণ্ডকে বস্ত্রমাগতঃ ।  
 চতুর্দশ সমান্তান্ত জ্ঞাতুমিচ্ছামি মে বদ । ৪৪  
 ভিক্ষুরূবাচ ।  
 পৌলস্ত্যতনয়োহহস্ত রাবণো রাক্ষসাদিধিঃ ।  
 ত্বং কামপুরিতপ্তোহহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ । ৪৫  
 মূনিবেশেন রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ ।  
 ভুঞ্জু ভোগান্ ময়া সর্কিং ত্যক্ত দুঃখং বনোক্তবম্ ৪৬  
 শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্ ।  
 যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেয্যসি রাঘবাৎ ৪৭  
 জাগমিষ্যতি রামোহপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহাহৃৎঃ ।  
 মাং কো ধর্ষায়িত্বং শক্তো হরেভার্য্যাংশশো যথা ৪৮  
 রাঘবশৈবিত্তিন্নস্তং পতিষ্যসি মহীতলে ।  
 ইতি সীতাং বচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ । ৪৯  
 স্করুণং দর্শয়ামাস মহাপর্কতসরিম্ভ্রমত্ ।  
 শাশ্রুং বিংশতিভূজং কালমেঘসমদ্যুতি । ৫০  
 তদ্বদ্বী বনদেবশ্চ ভূতানি চ বিতত্রসুঃ ।  
 ততো বিদার্য ধরণীং নষ্টেধরুদ্র ত্য বাহুভিঃ । ৫১  
 তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্তা। যযৌ ক্ষিপ্ৰং বিহারমা ।  
 হা রাম হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকান্তজা । ৫২  
 ভয়োদ্বিগমনা দীনা পশ্যাত্তী ভুবসেব সা ।  
 শ্রুত্বা ত্বং ক্রুদিতং দীনং সীতায়ঃ পক্ষিসন্তমঃ । ৫৩  
 জটাম্বুকুখিতঃ শীঘ্রং নগাগ্রাং তীক্ষ্ণতুণ্ডকঃ ।  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং প্রাহু কো গচ্ছতি মমাগ্ৰতঃ । ৫৫  
 মুষিত্বা লোকনাথস্ত ভাৰ্য্যাং শূচ্যাদনালায়াং ।  
 স্তনকো মন্ত্রপুতং ত্বং পুরোভাশমিষ্যাম্বরে । ৫৬  
 ইত্যুক্তা তীক্ষ্ণ তুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্ ।  
 বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্ । ৫৭  
 ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গমাদদে ।  
 তিচ্ছেদ পক্ষৌ সামর্থঃ পক্ষিরাজস্য ধীমতঃ । ৫৭  
 পপাত কিঞ্চিচ্ছবেশ প্রাণেন জুবি পক্ষিরাট্ ।  
 পুনরন্যরথেনান্ত সীতামাদায় রাবণঃ । ৫৮  
 ক্রোশন্তী রাম রামেতি ত্রাতারং নাশিৎ ৬তী ।  
 হা রাম হা জগন্নাথ মাং ন পশ্যসি হৃষিতিাম্ ৫৯  
 রক্ষমা নীয়মানাং স্তাং ভাৰ্য্যাং মোচয় রাঘব ।  
 হা লক্ষ্মণ মহাত্মাণ ত্রাহি মামপরাধিনীন্ ৬০  
 বাকুশরেণ হতস্ত্বং মে ক্ষন্তমর্হসি দেবর ।  
 ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্করা । ৬১  
 জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সদয়ঃ ।  
 বিহারসা নীয়মানা সীতাপশ্চদধৌম্বী । ৬২  
 পর্কভাশ্রুত্বিতান্ পক্ বানরান্ বারিজাননান্ ।

উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডে ন বিমুচ্যাত্তরপাদিকম্ । ৩০  
 বন্ধা চিক্বেপ সাময় কথয়ন্তি তি পর্বতে ।  
 ততঃ সমুদ্রমুদ্রত্বা লক্ষ্যং পদ্মা স রাবণঃ । ৩১  
 স্বাস্তঃপুরে রহস্যে তামশোকবিপিনেহক্ষিপৎ ।  
 রাক্ষসীভিঃ পরিত্ত তাং মাতৃবৃদ্ধাঙ্গুপালয়ৎ । ৩২  
 কৃশাতিদীনা পরিকর্মবর্জিতা  
 হুঃখেন শুভ্যদননাতিবিস্রলা ।  
 হা রাম রামেতি বিলপ্যমানা  
 সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে । ৩৩

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

রামো মায়্যাবিনং হৃষা রাক্ষসং কামরূপিণম্ ।  
 প্রোতম্ হ্যশ্রমং গন্তং ততো দূরাদদর্শ তম্ । ১  
 আয়াতং লক্ষণং দীনং মুখেন পরিভূষ্যতা ।  
 রাবণশ্চিন্তয়ামাস স্বাভ্যন্তোর মহামতিঃ । ২  
 লক্ষণশ্চর জানাতি মায়্যাসীতাং ময়া কৃতাম্ ।  
 জ্ঞাতাপ্যনংবঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রোকৃতো যথা । ৩  
 বদ্যহং বিরতো ভূষা ত্বকীং স্বাস্তামি মশিরে ।  
 তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ । ৪  
 যদি শোচামি তাং হুঃখমস্তপ্তঃ কামুকো যথা ।  
 তদা ক্রমেণাত্তিচবন্ সীতাং বাসোহস্থরালয়ম্ ।  
 রাবণং সকুলং হৃষা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ । ৫  
 ময়েব হ্যাপিতাং নীত্বা যাতোযোধ্যামতস্তিতঃ ।  
 অহং মনুষ্যভাবেন জাতোহস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ । ৬  
 মনুষ্যভাবেমাপন্নঃ কিঞ্চিংকালং বসামি কো ।  
 ততো মায়্যামনুষ্যমা চরিতং মেহনুশৃণুতাম্ । ৭  
 মুক্তিঃ স্তাদপ্রয়াসেন ভক্তিমাগামুহবর্তিনাম্ ।  
 নিশ্চিন্ত্যেবং তদা দৃষ্ট্ৱা লক্ষণং বাক্যমব্রবীৎ । ৮  
 কিমর্থমাপতোহসি স্বং সীতাং ত্যক্তা মম প্রিয়াম্  
 নীতা বা ভক্তিভা বাপি রাক্ষসৈর্জনকাস্বজা । ৯  
 লক্ষণং প্রোঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়া হর্বচো রুদনু ।  
 হা লক্ষণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া । ১০  
 স্বদাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছতি ত্বরাব্রবীৎ ।  
 রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি রাক্ষসভাষিতম্ ।  
 নেদং রামস্ত বচনং স্বহা ভব শুচিস্মিতে । ১১  
 ইত্যেবং সান্ত্বিতা সাক্ষী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ  
 বহুস্তং হর্বচো রাম ন বাগ্যং পূরত্তস্তব । ১২  
 কর্ণৌ পিধায় নির্গতা যাতোহহং য়ং সমীক্ষিতুম্  
 রামস্ত লক্ষণং প্রাহ তথাপ্যাত্তিচং কৃতম্ । ১৩  
 স্বয়া ত্রীভাষিতং সত্যং কৃষা ত্যক্ত্ৱা শুভাননাম্ ।  
 নীতা বা ভক্তিভা বাপি রাক্ষসৈর্নীর্ত সংশয়ঃ । ১৪

ইতি চিন্তাপরো রামঃ বাস্তবং চরিতো বর্যো ।  
 তত্রাদৃষ্ট্ৱা জনকজাং বিললাপাতিহুঃখিতঃ । ১৫  
 হা প্রিয়ে ক গতাসি স্বং মাসি পূর্ববদ্যশ্রমে ।  
 অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক বিলীয়সে । ১৬  
 ইত্যাচিবন্ বনং সর্বং নাগশ্চ জনকীং তদা ।  
 বনদেব্যঃ কৃতঃ সীতাং ক্রবন্ত মম বলভাম্ । ১৭  
 মুগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা দর্শয়ন্ত মম প্রিয়াম্ ।  
 ইত্যেবং বিলপয়েব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ । ১৮  
 সর্বজঃ সর্বধা কাপি নাগশ্চত্ৰঘূনন্দনঃ ।  
 আনন্দোহপ্যবশোচৎ তামচলোহপ্যনুধাবতি । ১৯  
 নিশ্চমো নিরহঙ্কারোহপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্ ।  
 মম জায়তে সীতেতি বিললাপাতিহুখিতঃ । ২০  
 এবং মায়্যামনুচরন্তকোহপি রঘুত্তমঃ ।  
 আসক্ত ইব মুচ্ছানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং নহি । ২১  
 এবং বিচিকিৎস সকলং বনং রামঃ সলক্ষণঃ ।  
 ভয়ং রথং ছত্রচাপং কুবরং পতিতং ভূবি । ২২  
 দৃষ্ট্ৱা লক্ষণমাহেদং পশ্য লক্ষণ কেনচিৎ ।  
 নীয়মানাং জনকজাং তং জিজ্ঞাত্বো জহা র তাম্ ২৩  
 ততঃ কঙ্কিহুবো ভাগং গতা পর্ততসন্নিতম্ ।  
 রুধিরাজবপুস্ স্ট্ৱা রামো বাক্যমধাত্রবীৎ । ২৪  
 এষ বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জানকীং শুভদর্শনাম্ ।  
 শেতে বিবিক্কেহতিতৃপ্তঃ পশ্য হস্মি নিশাচরম্ । ২৫  
 চাপমানয় শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন ।  
 তচ্ছৃষা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ । ২৬  
 মাং ন মারয় ভয়ং তে স্মিয়মাণং পক্ষকর্ণণা ।  
 অহং জটায়ুস্তে ভার্য্যাহারিণং সমহৃকৃতঃ । ২৭  
 রাবণং তত্র যুদ্ধং মে যত্ববারিবিমর্দন ।  
 তস্ত বাহানু রথং চাপং ছিত্যাহং তেন বাতিতঃ । ২৮  
 পতিতোহস্মি জগন্নাথ প্রাণাংস্ত্যক্ত্যামি পশ্য মাম্ ।  
 তচ্ছৃষা রাবণো দীনং কর্ত্তপ্রাণং দদর্শ হ । ২৯  
 হস্তাত্যাং সংস্পৃশন্ রামো হুঃখাক্ষুব্রতলোচনঃ । ৩০  
 জটায়ো ক্রহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা ।  
 মংকার্য্যার্থংহতোহসি স্বমতো মেপ্রিয়বান্ধবঃ । ৩১  
 জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বক্ত্ত্বা জিত্বং সমুহমন্ ।  
 উবাচ রাবণো রাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ । ৩২  
 আদায় মৈথিলীং সীতাং দক্ষিণাভিমুখো বর্যো ।  
 ইতোবক্ত্ত্বংনমেশক্তিঃপ্রাণাংস্ত্যক্ত্যামিতোহগ্রতঃ । ৩৩  
 দিষ্ট্যা দৃষ্টোহসি রাম স্বং স্মিয়মাণেন মেহনব ।  
 পরমাস্বাসি বিধুৎসং মারামহরূপপঙ্ক ৩৪  
 অস্তকালে হপি দৃষ্ট্ৱা তাং মুক্তোহহং রঘুনন্দন ।  
 হস্তাত্যাংস্পৃশ মাং রাম পুনর্ধাস্মামি তে পদম্ । ৩৫  
 তথোতি রামঃ পম্পশ্চ তদক্ষং পাণিনা ময়ন্ ।  
 ততঃ প্রাণানুপরিভ্যক্ত্যজটায়ুঃপতিতো ভূবি । ৩৬

রামস্তমহু শোচিত্বা বহুবৎ সাক্ষলোচনঃ ।  
 লক্ষ্মণেন সমান্য্য কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্ ॥৭  
 দ্বাভ্যঃ দুঃখেন রামোহপি লক্ষ্মণেন সমধিতঃ ।  
 হস্তা বনে মৃগং তত্র মাংসখণ্ডানু সমস্ততঃ ॥ ৩৮  
 শাহলে প্রাক্ষিপক্রামঃ পৃথক্ পৃথগনেকথা ।  
 ভক্ষন্ত পক্ষিণঃ সর্কে তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্ ॥৩৯  
 ইত্যুক্ত্যঃ রাখবঃ প্রাহ জটায়ো গচ্ছ মৎপদম্ ।  
 মৎসারুপ্যং ভজ্বাহ্য সর্বলোকস্ত পশতঃ ॥ ৪০  
 ততোহনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ ।  
 বিমানবরমাকৃহু ভাষরং ভানু সম্মিতম্ ॥ ৪১  
 শম্ভচক্রগদাপদ্মকিরীটবরভূষণৈঃ ।  
 দ্যোত্যনং স্বপ্রকাশেন সীতাম্বরধরোহমলঃ ॥ ৪২  
 চতুর্ভিঃ পার্শ্বদৈর্বিচকোস্তাদৃশৈরভূক্ষিতঃ ।  
 স্তম্মমানো যোগিগণৈ রামমভ্যস্ত সঙ্করঃ ।  
 কৃতাজ্জলিপূটো ভূভ্রা ভূষ্টাব রঘুনন্দনম্ ॥ ৪৩

জটায়ুকবাচ ।

অগণিতশুভমপ্রমেয়দায়ং  
 সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্ ।  
 উপরমপরমং পরাজ্ঞাতং  
 সত্যমহং প্রণতোহস্মি রামচন্দ্রম্ ॥ ৪৪  
 নিরবধিস্থখমিন্দ্রাকটাক্ষং  
 ক্ষপিতহুরেল্লচতুমু ঋদিতঃখম্ ।  
 নরবরমনিশং নতোহস্মি রামং  
 বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্ ॥ ৪৫  
 ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং  
 রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্ ।  
 শরণমনিশং সুরাগমূলে  
 কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৬  
 ভববিপিনদবাগ্নিনাধেষয়ং  
 ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্ ।  
 দম্বুক্ষপতিসহস্রকোটিনাশং  
 রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে ॥ ৪৭  
 অবিরতভবভাবনাতিদুরং  
 ভববিমুখৈমু নিভিঃ সদৈব দৃশুম্ ।  
 ভবজলধিস্তারগাঞ্জি পোতং  
 শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে ॥ ৪৮  
 গিরিশগিরিস্তামনোনিবাসং  
 গিরিবরধারিণমীহিতাভিরাশম্ ।  
 সুরবরদম্বুজেন্দ্রসেবিতাজ্জিৎ  
 সুরবরদং রঘুনাক্ষং প্রপদ্যে ॥ ৪৯  
 পরধনপরদারবক্ষিতান্যং  
 পরশুগভুতিম্বু ভূষ্টমানসানাম্ ।  
 পরহিতনিরভান্নানং সূসেবাং

রঘুবরম্বুজলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০  
 শ্মিতকুচিরবিকাসিতাননাঙ্ক-  
 মতিমূলভং সুররাজনীলনীলম্ ।  
 সিতজলকহচারুনেত্রেশোভং  
 রঘুপতিমীশুরোশু রুং প্রপদ্যে ॥ ৫১  
 হরিকমলজশঙ্কুরূপভেদাৎ  
 অমিহ বিভাসি শুণত্রয়াস্ববৃত্তঃ ।  
 রবিবিব জলপুত্রিতোদপাত্রে-  
 স্বমরণতিস্ততিপাত্রমীশমীড়ে ॥ ৫২  
 রতিপতিশুকোকটিমূলরাজং  
 শতপথগোচরভাবনাবিদুরম্ ।  
 স্বতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং  
 রঘুপতিমার্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫৩  
 ইত্যেবং স্তবতস্তত্র প্রসন্নোহভূজ্বলম্ ॥  
 উবাচ গচ্ছ ভদ্রং তে মম বিক্ষোঃ পরং পদম্ ॥ ৫৪  
 শূণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেযা নিয়তঃ পরৈঃ ॥  
 স যাতি মম সারুপ্যং মরণং মৎস্তুতিং লভেৎ ॥ ৫৫  
 ইতি রাখবভাষিতং তদা  
 শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো বিজঃ ।  
 রঘুনন্দনসামামাহিতঃ  
 প্রবোধে ব্রহ্মসুপুঞ্জিতং পদম্ ॥ ৫৬  
 ইত্যষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ততো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনাস্তরম্ ।  
 পুনর্ভূষণং সমাশ্রিত্য সীতাৰেণতৎপরঃ ॥ ১  
 তত্রাদৃতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত ।  
 বক্ষস্তেব মহাবক্ত শঙ্কুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২  
 বাহু যোজনমাধেগ ব্যাপৃতৌ তস্ত রক্ষসঃ ।  
 কবকো নাম দৈত্যোক্তঃ সর্বসম্ভবিহিংসকঃ ॥ ৩  
 তদ্বাহুশ্রোমধ্যদেশে তৌ চরন্তৌ রামলক্ষণৌ ॥  
 দদর্শুঃ মহাসৰং তদ্বাহুপরিবেষ্টিতৌ ॥ ৪  
 রামঃ শ্রোবাচ বিহসনু পশ্য লক্ষ্মণ রাক্ষসম্ ।  
 শিরঃপাদবিহীনোহয়ং বস্যা বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫  
 বাহুভ্যাং লভ্যতে যদ্বৎ তন্তস্তকমু শ্মিতো ধ্রুবম্  
 আবামপ্যেতয়োর্বাহুশ্রোমধ্যে সঙ্ঘটিতৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬  
 গন্তমন্যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন ।  
 কিং কর্তব্যমিতোহশ্মাভিরিদানীং তক্ষয়েৎসনৌ ॥ ৭  
 লক্ষ্মণস্তম্বাচেদং কিং বিচারেণ রাখব ।  
 আবামেতৈককম্বয়ত্রৌচ্ছিন্নায়ং রক্ষোভূজৌধ্রুবম্ ८  
 তথেষি রামঃ স্বভোগে ভূজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ ॥  
 তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেৎ ভূজমঙ্গসা ॥ ৯

অতোহতিবিস্মিতো দৈত্যঃ কো যুবাং হুস্পৃহবো ।  
 স্রষ্টাঙ্কোহকো লোকো দিবির দেবেষু বা হুতঃ । ১১  
 অতোহত্রবীক্সস্নেব রাধো রাজীবলোচনঃ ।  
 অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ । ১১  
 রাধোহং তত্র পুত্রোহসৌ ভ্রাতা মে লক্ষণঃ সুবীঃ  
 নম ভাৰ্য্যা জনকজা সীতা ত্রৈলোক্যস্বন্দরী । ১২  
 আবাং দুগরয়া ষাভৌ তদা কেনাপি রক্ষয়া ।  
 নীতাং সীতাং বিচিৰ্ভভৌ চাগভৌ ঘোরকাননে । ১৩  
 বাহুভ্যাং বেষ্টিতাবত্র তব প্রাণরিরক্ষয়া ।  
 ভিন্নৌ তব ভূজৌ ত্বক কো বা বিকটরূপধৃক্ । ১৪  
 কবন্ধ উবাচ ।  
 বন্যোহহং যদি রামম্বমাপত্যেহসি মমান্তিকম্ ।  
 পুরা গন্ধৰ্বরাজোহহং রূপঘোবনদর্শিতঃ । ১৫  
 পিচরন্ লোকমখিলং বরনারীমনোহারঃ ।  
 তপসা ব্রহ্মণৌ লক্ষ্মণবধ্যস্থং রঘুন্তম । ১৬  
 অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্ৰী কদাচিদহসং পুরা ।  
 ক্রুদ্ধোহসাবাহ চুষ্ট্ৰী কদাচিদহসং পুরা । ১৭  
 অষ্টাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ ।  
 শাপস্তাস্তক মে প্রাহ তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ । ১৮  
 ত্রেতাযুগে দাশরথিভূক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।  
 আগমিষ্যতি তে বাহু ছিন্দ্যেতে যোজনায়তো । ১৯  
 তেন শাপাদ্বিনিমুত্তৌ ভবিষ্যসি যথা পুরা ।  
 ইতি শপ্তোহহমভ্রাক্ষং রাক্ষসীং তনুমান্বনঃ । ২০  
 কদাচিদেবরাজানমভাজ্বেবমহং কবা ।  
 সোহপি বজ্রেণ মাং রাম শিরোদেশেহভাতাডয়ং ২১  
 তদা শিরো গতং কুক্ষি পাদৌ চ রঘুনন্দন ।  
 ব্রহ্মদন্তবরায় ত্যর্নাজুমে বজ্রতাড়নাং । ২২  
 মুখাভাবে কথং জীবদয়মিত্যমরাধিপম্ ।  
 উচুঃসর্ষে দয়াবিষ্টা মাং বিলোক্যাত্তবজিতম্ । ২৩  
 ততো মাং প্রাহ মথবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ ।  
 বাহু তে যোজনায়ানৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ । ২৪  
 ইত্যুক্তোহত্র বসমিত্যং বাহুভ্যাং বনোপাচরান্ ।  
 ভঙ্করাম্যমুনা বাহু ধণ্ডিতৌ মে ভয়ানক । ২৫  
 ইতঃ পরং মাং স্বভ্রাত্রে নিক্ষিপারীক্ষানবুতে ।  
 অয়িনা দহমানোহহং ত্বয়া রঘুকুলোডম । ২৬  
 পূৰ্ণরূপমরপ্রোপ্যি ভাৰ্য্যমাগং বধামি তে ।  
 ইত্যুক্তে লক্ষ্মণেনাং স্বজং নিৰ্মায় তত্র তম্ । ২৭  
 নিক্ষিপ্য প্রাদহং কাঠৈস্ততো দেহাং সমুখিতঃ ।  
 কন্দৰ্পসদৃশাকারঃ সর্কাত্তরগভৃষিতঃ । ২৮  
 রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাত্তাঙ্গং প্রলিপত্য চ ।  
 কৃত্যঞ্জলিরুবাচেৎ স্বস্তিপদ্বদয়া গিরা । ২৯  
 গন্ধক উবাচ ।  
 ভূতায়ুঃসহতে বেদ্য মনো রামাতিসমুমাং ।

সামনস্তম্নাশ্যস্তং মনোবাচামপোচরম্ । ৩০  
 হৃক্ষাং তে রূপদব্যক্তং দেহম্বয়বিলক্ষণম্ ।  
 দৃগুপমিতরং সর্কং লুপ্তং জড়মনাস্করম্ ।  
 তৎকথং যাং বিজানীয়াংব্যতিরক্তং মনঃপ্রভো ৩১  
 বুদ্ধ্যাত্তাসময়েতৈরেক্যং জীব ইত্যভিধায়তে ।  
 বুদ্ধ্যাদিমাকী ব্রহ্মৈব তন্মিন্ দিব্বিষয়েহখিলম্ । ৩২  
 আরোপ্যতেহজ্ঞানবশাঙ্গিবিংকারেহখিলায়নি ।  
 হিরণ্যগর্ভস্তে হৃক্ষং দেহং স্থলং বিরতি স্থ্যতম্ । ৩৩  
 ভাবনাবিষয়ো রাম হৃক্ষং তে ধাতুমঙ্গলম্ ।  
 ভূতং ভব্যং ভবিষ্যক্ বজ্রেণ দৃষ্টতে জগৎ ৩৪  
 স্থলেহংকোশে-দেহে তে মহাদাদিত্তিরাবুতে ।  
 সপ্তভিরুত্তরগুণৈবৈরাজৌ ধারণাশ্রয়ঃ । ৩৫  
 তমেব সর্কৈকবল্যং লোকান্তেহবয়বাঃ স্মৃতাঃ ।  
 পাতালংতে পাদমূলং পাক্ষি স্তব মহাতলম্ । ৩৬  
 রমাতলং তে গুলফৌ তু তলাতলমিতীর্ঘাতে ।  
 জায়নী সূতলং রাম উরু তে বিতলং তথা । ৩৭  
 অন্তলক মহী রাম জঘনং নাভিগং নভঃ ।  
 উরঃহলং তে জ্যোতীংষি গ্রীবা তে নহ উচাতো ৩৮  
 বদনং জনলোকান্তে তপস্তে শঙ্কদেশগম্ ।  
 সত্যলোকৌ রঘুশ্রেষ্ঠ শীর্ষ্যাণ্ডে সদা প্রভৌ । ৩৯  
 ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রেষ্ঠী ।  
 অয়িনৌ নামিকে রাম বক্তং তেহম্বিরুদাহৃতঃ ৪০  
 চক্ষুস্তে সবিতা রাম মনশ্চন্দ্র উদাহৃতঃ ।  
 ভ্রতঙ্গ এব কাগস্তে বুদ্ধিস্তে বাকুপতিভবেৎ । ৪১  
 রুদ্রোহহকাররপ্তে বাচহৃন্দাংসি তেহব্যয় ।  
 যমস্তে দংষ্ট্রদেশো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ । ৪২  
 হাসো মোহকরী মায়া কষ্টিস্তেহপাশমাক্ষণম্ ।  
 ধর্ম্মঃ পুরস্তেহধর্ম্মং চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ । ৪৩  
 নিমিষোমেঘণে রাত্রির্দিবা চৈব রঘুন্তম ।  
 সমুদ্রাঃসপ্ত তে কুক্ষিনাড্যৌ নদ্যস্তব প্রভৌ । ৪৪  
 রোমাণি বুদ্ধোষযৌ রেতো রুষ্টিস্তব প্রভৌ ।  
 মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থলং বপুস্তব । ৪৫  
 যদম্বিন্ স্থলরূপে তে মনঃ সদ্ধাধাতে নৈরৈঃ ।  
 অনায়াসেন মুক্তিঃ স্নাততোহংহরহি কিকন । ৪৬  
 অতোহহং রাম রূপং তে স্থলমেবাশুভাবয়ে ।  
 যম্বিন্ ধ্যাতে শ্রেম্বরসঃ সরোমপুলকৌ ভবেৎ । ৪৭  
 তদৈব মুক্তিঃ স্নাত্তাম্ যদা তে স্থলভাবকঃ ।  
 তদপ্যাস্তাং তবৈবাহমেতজ্জগৎ বিচিত্তয়ে । ৪৮  
 ধনুর্বাণধরং শ্যামং জটাবঙ্কলভূষিতম্ ।  
 অপীব্যবয়মং সীতাং বিচিৰ্ভস্তং সলক্ষণম্ । ৪৯  
 ইম্বের সদা মে স্নায়ানসে রঘুনন্দন ।  
 সর্কজঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎপার্কিত্যা সহিতঃ সদা । ৫০  
 ভ্রত্ৰপদেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘুন্তম ।

সুখ্যুপাং সদা কাশ্মাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ । ৫১  
 রাম রামেতু্যপনিশং সদা সঙ্কটাননসঃ ।  
 অতস্তৎ জানকীনাথ পরমাশা হুনিশ্চিতঃ । ৫২  
 সর্কে তে মায়য়া মুচ্যতাং ন জানন্তি তত্ততঃ ।  
 নমস্তে রামভদ্রার বেষসে পরমাত্মনে । ৫৩  
 অবাধ্যাধিপতে তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিমেষিত ।  
 ত্রাহি ত্রাহি জননাথ মাং মাতা নাবৃণোহু তে । ৫৪

শ্রীরাম উবাচ ।

তুষ্টৌহহং দেবগর্ভকর্ত্ত ভক্ত্যা স্তুত্যা চ তেহনয়া ।  
 বাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যাং সনাতনম্ । ৫৫  
 জপন্তি যে নিত্যমনন্তবুদ্ধ্যা  
 ভক্ত্যা স্বদুল্লভং স্তবমাগমোক্তম্ ।  
 তেহজ্ঞানসমুত্তমভবং বিহার  
 মাং যান্তি নিত্যাহুভবাহ্নয়েম্ । ৫৬

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

লক্ষ্মণ বরং স গর্ভকর্ত্তঃ প্রেযান্তনু রামমব্রবীৎ ।  
 শবর্ধ্যাস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন । ১  
 ভক্ত্যা স্বপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা ।  
 তাং প্রয়াহি মহাভাগ সর্কং তে কথয়িষ্যতি । ২  
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ সোহপি বিমানেনার্কবর্চসা ।  
 বিষ্ণোঃ পদং রামনামান্বরণে কলমীদৃশম্ । ৩  
 ত্যক্তা তদ্বিপিনং ষোরং সিংহব্যাড্রাদিপূষিতম্ ।  
 শট্টনরখাশ্রমপদং শবর্ধ্যা রঘুনন্দনঃ । ৪  
 শবরী রামমালোক্য লক্ষণেন সমধিতম্ ।  
 আয়ান্তমারাক্ষেণ প্রতুখায়াচিত্রেরেণ সা । ৫  
 পতিত্বা পাদয়োরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রলোচনা ।  
 স্নাগতেনাভিনন্দ্যাথ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ । ৬  
 রামলক্ষণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।  
 তচ্চলেনাভিষিচ্যাদ্রমথার্থাদিভিরাদৃত্বা । ৭  
 সম্পূজ্য বিধিবজ্রামং সন্মৌমিত্রিং সপর্ষয়া ।  
 সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা । ৮  
 কলাশ্রমুতকল্মাসি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ ।  
 পাদৌ সম্পূজ্য কুহুমৈঃ স্নগটৈঃ সাহলেপনৈঃ । ৯  
 কৃতান্তিথ্যং রমুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্ ।  
 শবরী ভক্তিসম্পন্ন প্রাক্ষলিবর্ক্যামব্রবীৎ । ১০  
 অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ গুরবো মে মধ্বয়ঃ ।  
 স্থিতাঃ শুভ্রধ্বং তেবাং কুরুন্তী সমুপস্থিতা । ১১  
 বহুবর্ষসহস্রাণি গতান্তে ব্রহ্মণঃ পদম্ ।  
 গমিষ্যন্তোহক্রবক্ষ্যং স্বং বসাত্রেব সমাহিতা । ১২  
 রামো দ্যশরথির্ভাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।

রামসান্যং ববার্ধ্যয় স্ববীণং ব্রহ্মণায় চ । ১০  
 আশমিত্তি চৈকাগ্রধাননিষ্ঠা স্থিয়া ত্বং ।  
 ইদানীং চিত্তকুটীজাবাশ্রমে বসতি ব্রহ্মণঃ । ১১  
 বাবদানমমং তস্ত তবব্রহ্ম কলেবরম্ ।  
 দৃষ্টে ব রাশ্বং বদ্যুঃ দেহং যান্তসি তৎপদম্ । ১২  
 তর্থেবাকরবং রাম ভূক্ত্যানৈকপরাধণা ।  
 প্রীত্যাগমনং তেহস্য লক্ষণং শুভ্রভাষিতম্ । ১৩  
 তব সন্দর্শনং রাম শুভ্রণামপি মে নহি ।  
 যৌবিষ্ম চাপ্রৈম্যোক্ষনু হীনজাতিসমুত্তবা । ১৪  
 তব দাসস্ত দাসামাং শতসংখ্যোত্তরস্য বা ।  
 দাসীভে নাধিকারোহস্তিকৃতঃ সাক্ষাভট্টবং হি । ১৫  
 কথং রামাতা মে দৃষ্টে স্বং মনোবাগপোচরঃ ।  
 স্তোভুং ন জানে দেবেশ কিং কনোমিপ্রসীদমে । ১৬

পুংস্বে জীষে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাশ্রয়ঃ ।  
 ন কারণং মভজনে শক্তিরেব হি কারণম্ । ২০  
 বজ্রদানতপোভির্বা বেদাধঃগুনকর্ষভিঃ ।  
 নৈব ভ্রষ্ট মহং শক্যো মভক্তিবিমুখৈঃ সদা । ২১  
 তন্মাত্তামিনি সংক্ষেপাঙ্ক্যেহহং তক্তিসাধনম্ ।  
 সত্যং সজ্জতিরিবাত সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ । ২২  
 দ্বিতীয়ং মংকথালাপস্ত তীয়ং মদগুণেরণম্ ।  
 ব্যাথ্যাত্ত্বং মষচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ । ২৩  
 আচার্যোগ্যোপাসনং ভক্তে মদ্ব্যক্ত্যামায়য়া সদা ।  
 পঞ্চমং পূর্ণাশীলস্তং যমাদি শিয়মাদি চ । ২৪  
 নিষ্ঠা মংপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্ ।  
 মম মন্ত্রোপাসকস্তং সাক্ষং সপ্তমমুচ্যতে । ২৫  
 মন্ত্রক্লেষধিক্কা পূজা সর্কভূতেমু ময়তিঃ ।  
 বাছার্থেষু নিরাগিত্বঃ শমাদিসহিতং তথা । ২৬  
 অষ্টমং নবমং তত্ববিচারো মম ভাগিনি ।  
 এং নববিধা ভক্তি সাধনং বস্ত কথ বা । ২৭  
 স্থিয়ো বা পুরুষস্তাপি তির্ধ্যগ্ধোনিগতস্ত বা ।  
 ভক্তিঃ সঙ্গয়তে প্রেমদক্ষণা শুভলক্ষণে । ২৮  
 ভক্তৌ সঙ্গাতমাত্রায়াং মন্তস্বাহুভবস্তথা ।  
 মমাহুভবমিচ্ছন্ত মুক্তিস্ত্রৈবে জননি । ২৯  
 স্তান্তস্বাহুকারণং ভক্তিমৌক্তেতি হুনিশ্চিতম্ ।  
 প্রথমং সাধনং বস্যা ভবেৎ তস্য ক্রমেণ ত্ব । ৩০  
 ভবেৎ সর্কং ততো ভক্তিমুক্তিরেব হুনিশ্চিতম্ ।  
 যমায়ভক্তিমুক্তা স্বং ততোহহং বামুপস্থিতঃ । ৩১  
 ইতো মদর্শনামুক্তিস্তব মাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।  
 যদি জানাসি মে প্রহি সীতা কমললোচনা । ৩২  
 কৃতান্তে কেন বা নীতা শ্রিয়া মে শ্রিয়দর্শনা । ৩৩

শবর্ধ্যুবাচ

দেব জানাসি সর্কজ্ঞ সর্কং স্বং বিশ্বভাবন ।

তথানি পক্ষসে যথাং লোকাননুস্থতঃ প্রভো ১০৪  
 ততোহহমভিধাস্যামি সীতা তত্রানুনা হিতা ।  
 রাধেণৈন হতা সীতা লজ্জায় বর্ততেহহুনা । ১০৫  
 ইতঃ সমীপে রামান্তে পশ্পানাম সরোবরম্ ।  
 শয়মুকপিরিনারম তৎসমীপে মহানগঃ । ১০৬  
 চতুর্ভিন্নগ্নিভিঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ ।  
 ভীতভীতঃ সঙ্গা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ । ১০৭  
 বালিনাং তদ্বাদ্ভ্রাতৃত্বলগন্যামুবের্তয়াৎ ।  
 বালিনস্তত্র গচ্ছ স্বং তেন সধ্যং কুরু প্রভো । ১০৮  
 সুগ্রীবেষ স সর্কং তে কার্ধ্যং সম্পাদয়িত্বতি ।  
 অহমগ্নিৎ প্রবেক্ষ্যামি তথাগ্রে রঘুনন্দন । ১০৯  
 মুহূর্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র বাবদেহু কলেবরম্ ।  
 ষাট্ঠামি ভগবন্মাম তব বিকোঃ পরং পদম্ । ১১০  
 ইতি রামং সমামন্ত্র্য প্রবিবেশ হতাশনম্ ।  
 ঋণান্নিধুং স কলমবিদ্যাকৃতবন্ধনম্ । ১১১  
 রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপিত্তি দুর্লভম্ ।  
 কিং দুর্লভং জগন্নাথে ত্রীরামে তত্ত্ববৎসলে ।  
 প্রসরেৎস্বমজমাপি শবরী মুক্তিলাপ সা । ১১২  
 কিং পুনত্র াপ্ণয়া মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিত্তকাঃ ।  
 মুক্তিং বাস্তীতি তত্ত্বিক্তিমুক্তিরেব ন সংশয়ঃ । ১১৩  
 ত্তিক্তিমুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্ত হো  
 লোকাঃ কামহুষ্ণান্ পদগুণং সেবক্ষ্যমহুষ্ণান্ সূকাঃ ।  
 নানাচ্ছানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্ত্য হৃদুরে ভূশং  
 রামং শ্রামতনুং শ্রারিহুদরে ভাস্তং ভজকং বৃধাঃ ১১৪

ইতি দশমোহধ্যায়ঃ ।  
 সমাপ্তকৈদমরণ্যকাণ্ডম্ ।

চিক্কিষ্ণ্যাকাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।  
 শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততঃ সলক্ষণো রামঃ শনৈঃ পশ্পাসরন্তটম্ ।  
 আগত্য সরস্যাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্য বিশ্বয়মাবধৌ । ১  
 ক্রোশমাত্রং সুবিন্দীর্ণমগাথামলশয়রম্ ।  
 উৎস্রাস্ত্বজকঙ্কারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ । ২  
 হংসকারগুণাকীর্ণং চক্রবাকাদিশোভিতম্ ।  
 জলকুকটকোষষ্টিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ । ৩  
 নানাশুস্পলতাকীর্ণং নানাফলসমারুতম্ ।  
 সত্যং মনঃ স্বচ্ছজনং পদ্মকিন্ধবাসিতম্ । ৪  
 তত্রোপশ্চা সলিলং পীঠা ভ্রমহরং বিভূঃ ।  
 সাহস্রঃ সরসঙ্কারে শীতলেন পথা যবৌ । ৫

শয়মুকপিরে: পার্বে পক্ষতো রামলগণৌ ।  
 ধনুর্বাণকরৌ বাস্তৌ জটাবলমণ্ডিতৌ ।  
 পশ্যন্তৌবিবিধানুসুক্ষ্মানুপিরে:শোভাংসুবিক্রমৌ ১০  
 সুগ্রীবস্ত গিরেমুক্তি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ ।  
 হিতা দর্শন জৌ ষাট্টৌ আকুরোহ গিরে: শির: ১১  
 তথাবাহ হনুবন্তং কো তৌ বীরবরৌ সধে ।  
 গচ্ছ জানীহি তত্ত্বং তে বটুতু ভা হিঙ্কাকৃতি: ১২  
 বালিনা প্রেষিতৌ কিং বা মাং হন্তং সমুপাগতৌ ।  
 তাভ্যাং সন্তাবধং কৃৎবা জানীহি হৃদয়ং তয়ো: ১৩  
 যদি তৌ তুষ্ঠয়নরৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রত: ।  
 বিনয়ানবনতো ভূত্যা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ । ১০  
 তথৈতি বটুরূপেণ হনুমান্ সমুপাগত: ।  
 বিনয়ানবনতো ভূত্যা রামং নবেদমব্রবীৎ । ১১  
 কো যুবাং শুরুবন্যাজৌ যুবানৌ বীরসম্মতো ।  
 য্যোতয়ন্তৌ দিশ: সর্কা: প্রভয়া ভাস্করাবিব: ১২  
 যুবাং ত্রৈপোক্যকর্তারাবিতি ভাতি মনো মম ।  
 যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেজু জগন্মরৌ । ১৩  
 মায়য়া মাহুসাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া ।  
 ভুভারহরণার্থীর ভক্তানাং পালনায় চ । ১৪  
 অবতীর্ণাবিহ পুরৌ চরন্তৌ হস্ত্রিয়াকৃতৌ ।  
 জনংস্থিতিলয়ৌ সর্গং লীলয়া কর্তৃমুদ্যতো । ১৫  
 ষতক্রৌ প্রেরকৌ সর্কহনয়ম্বাবিহেবরৌ ।  
 নরনারায়ণৌ লোকৈ চরন্তাবিতি মে মতি: । ১৬  
 শ্রীরামৌ লক্ষণং প্রাহ পশুশনং বটুরূপিবম্ ।  
 শশশাত্রমশেষেণ শ্রেতং নুনমনেকধা । ১৭  
 অনেন ভাবিতং কুংসং ন কিঞ্চিদপশঙ্কিতম্ ।  
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং রাববৌ জ্ঞানবিগ্রহঃ । ১৮  
 অহং দাশরথী রামস্বয়ং মে লক্ষণৌহমুজঃ ।  
 সীতয়া ভার্যয়া সার্দ্ধং পিতৃবচনপোরবাহং । ১৯  
 আপতস্তত্র বিপিনে স্থিতোহহং দণ্ডকৈ হিঙ্ক ।  
 তত্র ভার্য্যা হতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম ।  
 তামষেই মিহান্নাতৌ স্বং কো বা কস্ত বা বদ ২০  
 বটুরূবাচ ।  
 সুগ্রীবো নাম রাজা যৌ বানরাধাং মহামতি: ।  
 চতুর্ভিন্নগ্নিভিঃ সার্দ্ধং গিরিমূর্ধনি তিষ্ঠতি । ২১  
 ভ্রাতা কনীরান্ সুগ্রীবো বালিনঃ পাপচেতসঃ ।  
 তেন নিশ্কাশিতো ভার্য্যা হতা তস্তেহ বালিনা ২৩  
 তত্রায়দ্যমুকুধ্যং গিরিমণ্ডিত্য সংস্থিত: ।  
 অহং সুগ্রীবমচিরৌ বায়ুপ্লো মহামতে । ২৩  
 হনুমান্ নাম বিধাতো অজ্ঞানপর্দসম্ভব: ।  
 তেন সধ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেষেণ রযুতম্ । ২৪  
 ভার্য্যাপহারিণং হন্তং সহায়ন্তে ভবিষ্যতি ।  
 ইদানীমেব গচ্ছান আগচ্ছ যদি রোচেতে । ২৫

শ্ৰীৰাম উবাচ ।

অহমগ্যাগভক্তন সখ্যং কৰ্ত্ত্বং কণীধর ।  
 সখ্যাস্তত্ৰাপি বৎকাৰ্য্যং তৎকৰিষ্যাম্যস্যশয়ম্ । ২৬  
 হনুমান্ স্বয়মুপেণ স্থিতো রামমখ্যভবীৰ্ব ।  
 আৰোহিত্যাং মম স্বক্ৰৌ পঞ্চামঃ পৰ্বতোপরি । ২৭  
 বত্ৰ তিষ্ঠতি স্ত্ৰীৰীবো মন্ত্ৰিত্তিৰ্বাগিনো ভয়ান্ ।  
 তথেন্ভি ভক্তাক্ৰোহে স্বক্ৰং স্নানোহৰ্ণ লক্ষণঃ । ২৮  
 উৎপপাত পিরেমু হি ক্ষণাদেব মহাকপিঃ ।  
 বৃক্ষছায়াং সমাপ্ৰিত্য স্থিতো তৌ রাধলক্ষণৌ ২৯  
 হনুমানপি স্ত্ৰীৰীমুপগম্য কৃতাজলিঃ ।  
 যোতু তে ভয়মারাতৌ রাজন্ শ্ৰীৰামলক্ষণৌ ৩০  
 শীত্ৰমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া ।  
 অগ্নিং সাক্ষিপমারোপ্য তেন সখ্যং কৃতং কুরু ৩১  
 ততোহতিহৰীং স্ত্ৰীণঃ সমাগম্য রম্ভন্তমম্ ।  
 যুক্শাৰ্ধাং স্বয়ং হিষ্টা বিষ্টরার দদৌ মুদা ৩২  
 হনুমান্ লক্ষণাৰ্গাণং স্ত্ৰীৰীবাণ চ লক্ষণঃ ।  
 হৰ্ষেণ মহতা বিষ্টাঃ সৰ্ব্ব এবাবতস্থিরে ৩৩  
 লক্ষণস্তব্রবীৎ সৰ্বং রামবৃত্তাস্তমাদিতঃ ।  
 বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ৩৪  
 লক্ষণোক্তং বচঃ শ্ৰীৰাম স্ত্ৰীৰীবো রামমব্রবীৎ ।  
 অহং কৰিষ্যে রাজেন্দ্রে সীতায়াঃ পৰিমাৰ্গণম্ ৩৫  
 সাধাৰ্যমপি তে রাম কৰিষ্যে শত্ৰুঘাতিনঃ ।  
 শৃণু রাম ময়া দৃষ্টং কিঞ্চিং তে কথয়াম্যহম্ ৩৬  
 একদা মন্ত্ৰিভিঃ সার্দ্ধং স্থিতোহহং গিরিমূৰ্ছনি ।  
 বিহায়স্য নীৰমানাং কেনচিৎ প্ৰমদোত্তমাম্ ৩৭  
 ক্ৰোশন্তী রাম রামেতি দৃষ্টায়াং পৰ্বতোপরি ।  
 আনুচ্যাত্তরণান্যন্ত যোত্তরীয়েণ ভামিনী ৩৮  
 নিরীক্ষ্যাৰ্থং পৰিতাজ্য ক্ৰোশন্তী তেন রক্ষসা ।  
 নীতাহং ভূষণান্যন্ত গুহায়ামক্ষিপং প্ৰেভো ৩৯  
 ইদানীমপি পশু স্ত্বং জানীহি তব বা ন বা ।  
 ইত্যুক্তানীহ্ন রামায় দৰ্শয়ামাণ বানরঃ ৪০  
 বিমুচ্য রামস্তদৃষ্টী হা সীতেতি মুহম্ হুঃ ।  
 ক্ৰুদি নিক্ষিপ্য তৎসৰ্বাং ক্ৰদোদ প্ৰাকৃতো যথা ৪১  
 আশান্ত রাবৰং প্ৰাতা লক্ষণৌ বাক্যমব্রবীৎ ।  
 অচিরেণৈব তে রাম প্ৰাপ্যতে জানকী ভক্তা ।  
 বানৰেন্দ্রেসহায়েন হৃদা রাবৰমাহবে ৪২  
 স্ত্ৰীৰীবোহপ্যাহ হে রাম প্ৰতিজ্ঞাং কৰবাণি তে ।  
 সমবে রাবৰং হস্তা তব দাস্যামি জানকীৰ্ ৪৩  
 ততো হনুমান্ প্ৰজ্ঞাত্য তয়োৱগ্নিং সমীপতঃ ।  
 তাবুতৌ রামস্ত্ৰীৰীববৌ সাক্ষিপ্ণি তিষ্ঠতি ৪৪  
 বাহু প্ৰসাৰ্য চালিত্য পৰশ্পৰমক্ৰম্যৌ ।  
 সমীপে রঘুনাথং স্ত্ৰীৰীব সমুপাধিৎ ৪৫  
 হোদন্ত্য কথয়ামাস প্ৰণয়াক্ৰমুনাথকৈ ।

সখে শৃণু মনোমন্ত্যং বালিনা বৎকৃতং পূৰ্বা ৪৬  
 ময়পুত্ৰোহৰ্ণ মাত্ৰাবী নামা পৰমহৰ্শদঃ ।  
 কিকিহাৰ্য্যং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাধেয়ং ৪৭  
 সিংহনাদেন মহতা বাণী কৃতমৰ্ঘণঃ ।  
 নিৰ্ববৌ ক্ৰোধতামাকৌ জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ৪৮  
 হস্তাব তেন সংবিধৌ জগাম হুগুহাং প্ৰতি ।  
 অহুহুভাব তং বালী স্মাৰ্য্যবিনমহং তথা ।  
 ততঃ প্ৰেৰিষ্টমালোক্য গুহাং স্মাৰ্য্যবিনং কৃষা ৪৯  
 বাণী স্মাৰ্য্যহ তিষ্ঠ স্ত্বং বহিৰ্গচ্ছাম্যহং গুহাম্ ।  
 ইত্যুক্ত বিশ্বা স গুহাং সাসমেকং ন নিৰ্ববৌ ৫০  
 সাসাদৃক্ষং গুহাদ্বাৱাগ্নিৰ্গতং কধিরং বহু ।  
 উদ্দৃষ্টা পৰিতপ্তাকৌ মৃতৌ বালীতি দুৰ্গমিতঃ ৫১  
 গুহাদ্বাৱি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ ।  
 ততোহক্ৰবৎ মৃতৌ বালী গুহায়ান্ রক্ষসা হতঃ ৫২  
 তক্তুতা দুৰ্গমিতাঃ সৰৈ স্মানিচ্ছন্তমপ্যুত ।  
 রাজ্যোহভিষেচনং চকুঃ সৰ্ব্বৈ বানরমগ্নিৎ ৫৩  
 শিষ্টং তদা ময়া রাজ্যং কিঞ্চিংকালমৰিকম্ ।  
 ততঃ সমাগতো বালী স্মাৰ্য্যহ পৰুবং কৃষা ৫৪  
 বহুধা ভং সৱিস্বা মাং নিজঘান চ মুষ্টিভিঃ ।  
 ততো নিৰ্গত্য নগৰাদিধাং পৰয়া তিয়া ৫৫  
 লোকান্ সৰ্বান পৱি কৃষা কথয়ুক্ সন্মাপ্তিভঃ ।  
 ঋবেঃ শাপভয়াংমোহপি নান্নাতীমংগিৱিঃ প্ৰেভো ৫৬  
 তদাদি মম ভাৰ্ঘ্যাং স স্বয়ং কুহুকে বিমুচৰীঃ ।  
 অতো দুঃখেন সন্তপ্তৌ হস্তনায়ৌ হতভ্ৰমঃ ৫৭  
 বসাম্যদ্য তবংপাদসংস্পৰ্শাৎ স্থৰ্ণিতোহস্মাহম্ ।  
 মিত্ৰদুঃখেন সন্তপ্তৌ রামো রাজীবলোচনঃ ৫৮  
 হনিষ্যামি তব মেঘাং শীত্ৰং ভাৰ্ঘ্যাপহাৱিপম্ ।  
 ইতি প্ৰতিজ্ঞামকৰোং স্ত্ৰীৰীবন্ত পুস্তদা ৫৯  
 স্ত্ৰীৰীবোহপ্যাহ রাজেন্দ্রে বালী বলবতাং বলী ।  
 কথং হনিষ্যতি তবান্ দেবৈবৱিপ হুৱাসদম্ ৬০  
 শৃণু তে কথয়িষ্যামি তবলং বলিনাং বর ।  
 কদাচিদৃহস্তুনিৰ্মা মহাকাৰো মহাবলঃ ৬১  
 কিকিহাৰ্য্যমগমভ্ৰাম মহামহিষরূপধুক্ ।  
 স্ক্ৰায় বালিনং রাত্ৰৌ সমাক্ৰময়ত জীৰণঃ ৬২  
 তক্তুস্বাংসহমনোহেসৌ বাণী পৰমকোপনঃ ।  
 মহিষং শূচয়ৌধু ক্ৰা পাতক্যাসা ভূতলে ৬৩  
 পাদেনৈকেন তৎকাৰ্য্যমাক্ৰম্যাস্ত শিরো মহং ।  
 হস্তাভ্যাং ব্ৰাহ্ময়ংস্থিষ্টা তোপৱিভাক্ষিপচ্ছবি ৬৪  
 পপাত তচ্ছিরো রাম সাতক্ৰাশ্ৰমসৱিধৌ ।  
 যোজনাতংপতিতং তন্মামুনেৱাক্ৰমমগুণে ৬৫  
 রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্ছক্টু ষ্টী তং ক্ৰোধমুচ্ছিতঃ ।  
 মাজকৌ বালিনং প্ৰাহ বদ্যাংগস্তাসি মে গিৱিম্ ৬৬  
 ইত্য পৰং ভৱশিৱা সৱিবাসি ম সখয়ঃ ।



এবং শপ্তদ্বারতা ধ্বয়মুখং ন বাত্যসৌ । ৬৭  
 এতজ্জাতাহমপ্যত্র বসামি ভববর্জিতঃ ।  
 রাম পশ্য শিরস্ত্রয় হৃদ্যতে: পূর্বতোপনম্ । ৬৮  
 তৎক্ষেপণে বদা শক্ভঃ শক্ভং বালিনো বধে ।  
 ইত্যাহুঃ দর্শয়ামাস শিরস্ত্রয়গিরিসমিতম্ । ৬৯  
 দৃষ্ট্বা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাঙ্কুঠেন চাক্ষিপৎ ।  
 দশবোজনপর্ঘ্যস্তং তদদ্রুতমিবাভবৎ । ৭০  
 সাধু সাক্ষিতি তং শ্রীহ সুগ্রীবো মন্ত্রিভিঃ সহ ।  
 পুনরপ্যাহ সুগ্রীবো রামং ভক্তপরায়ণম্ । ৭১  
 এতে তাল্লা মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘুত্তম ।  
 একৈকং চালয়িত্বাসৌ নিস্পতান্ কুরুতেহংসো ৭২  
 যদি ত্বমেকবাণেন বিদ্ধা ছিদ্ৰং করোষি চেৎ ।  
 হতঙ্করা তদা বালী বিধাসো মে প্রজায়তে ।  
 তথেষি ধনুর্দাদায় সায়কং তত্র সন্দধে । ৭৩  
 বিভেদ চ তদা রামঃ সপ্ত তালান্ মহাবলঃ ।  
 তালান্ সপ্ত বিনির্ভীত্য গিরিং ভূমিকং সায়কঃ ৭৪  
 পুনরাগত্য রামস্য ভূমীকে পূর্ববৎ স্মিতঃ ।  
 ততোহতিহর্ষাৎ সুগ্রীবো রামমাহাতিবিস্মিতঃ ৭৫  
 শ্বেব ত্বং জপত্যং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ ।  
 মৎপূর্বকৃতপুণ্যোথৈঃ সজতোহদ্যা ময়া সহ । ৭৬  
 ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে ।  
 ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েৎসংকথং ভবম্ ৭৭  
 দারাঃ পুত্রা ধনং রাজ্যং সর্বং ত্বমায়রা কৃতম্ ।  
 অতোহহং দেবদেবেশনা কাক্ষেহন্যং প্রসীদ মে ৭৮  
 আনন্দানুভবং তাদ্য প্রাপ্তোহহং ভাগ্যপৌরবাৎ ।  
 সুদর্শং যতমানেন নিধানমিব সংপতে । ৭৯  
 অনান্যবিদ্যাসংসিদ্ধং বদনং ছিন্নমদ্য নঃ ।  
 যজ্ঞদানতপঃকর্ষপূর্তেষ্টাভিভিরপ্যসৌ । ৮০  
 ন জীর্ষাতে পুনর্দাচ্যং ভজতে সংহতিঃ শ্রেভো ।  
 ত্বংপাদদর্শনায় সন্তো নাশমেতি ন সংশয়ঃ । ৮১  
 ক্ষণাচ্ছমপি যচ্ছিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচকলম্ ।  
 তস্যাজ্ঞানমনর্থানায় মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ৮২  
 তৎ তিষ্ঠতু মনো রাম ত্বয়ি নাস্ত্রত মে সদা । ৮৩  
 রাম রামেতি যথাপী মধুরং গায়তি ক্ষণম্ ।  
 স ব্রহ্মহা হুরাপো বা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ । ৮৪  
 ন কাতোহরিজয়ং রাম ন চ দারমুখাদিকম্ ।  
 ভক্তিমেব সশ কাক্ষে ত্বয়ি বক্ষ্যমিচোচনীম্ ৮৫  
 ত্বমায়াকৃতসংসারস্তদংশোহিহং রঘুত্তম ।  
 নপাদভক্তিমান্দিত্ত জাহি বাৎ ভবসকটাং । ৮৬  
 পূর্বং মিত্রায়াদাসীদাত্মায়ারুভচেতসঃ ।  
 আসনু মেহদ্য ভবংপাদদর্শনাদেব রাধব । ৮৭  
 সর্বং ব্রতৈকব মে ভাতি ক মিত্রং ক চ মে রিপুঃ ।  
 বাবস্তায়রা বজ্রস্তাবদুগুণিশেষতা । ৮৮

স। বাবদন্তি নামাত্ত্বং তাবস্তবতি নান্যথা ।  
 বাবরানাত্মজ্ঞানাং তাবৎ কালকৃতং ত্বরম্ । ৮৯  
 অতোহবিদ্যায়ুপাত্তে বঃ সোহংকে তমসি মজ্জতি ।  
 মায়ামুশমিতং সর্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্ ।  
 অতোংসারয় মায়ং ত্বং দাসীং তব রঘুত্তম । ৯০  
 ত্বংপাদদর্শনায়িত্তিষ্ঠিত্তিষ্ঠিত্তি-  
 ত্ত্বমাসদ্বীতকথাত্ত্ব বাণী ।  
 ত্ত্বত্বত্বসেবানিরতো করো মে  
 ত্বদদসদ্বং লভত্যং মদদম্ । ৯১  
 ত্বমৃষ্টিভক্তান্ ত্বংগুরু চকুঃ  
 পশ্যত্বজন্তং স শৃণোতু কর্ণঃ ।  
 ত্বজ্জয়কর্ষণি চ পাদমুখং  
 ব্রজত্বজন্তং তব মল্লিবাণি । ৯২  
 অহানি তে পাদরজোবিমিশ্র-  
 তীর্থানি স্মিত্ত্বহিহিহিকককতো ।  
 শিরস্ত্রয়ং তবপদজ্যোতৈ-  
 জু ষ্টং পদং রাম নমস্তজন্তম্ । ৯৩  
 ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

ইথং স্বাক্ষপরিষদ্বন্ধনিধু শাশেবকম্বম্ ।  
 রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সন্মিতং বাকামব্রবীৎ । ১  
 মায়ং মোহকরীং তস্মিন্ বিতবন্ কার্যসিদ্ধয়ে ।  
 সখে ত্বহুত্বং বৎ তন্মায়ং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ।  
 কিন্তু লোকা বদ্বিঘাত্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ । ২  
 কৃতবান্ কিং কপীজায় সত্যং কৃত্বাগ্নিসাম্বিকম্ । ৩  
 ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 তন্মাদাহয়ং তত্রং তে গতা মুক্তায় বালিনম্ । ৪  
 বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে স্বামভিষিক্তয়ে ।  
 তথেষি গতা সুগ্রীবঃ কিঙ্কিক্যোপবনং ক্রতম্ । ৫  
 কৃত্বা শক্ভং মহানাদং তমাহ্বয়ত বালিনম্ ।  
 তচ্ছু ত্বা ভ্রাতৃনিনদং রোষতায়বিলোচনঃ । ৬  
 নির্জগাম গৃহাচ্ছীত্বং সুগ্রীবো যত্র বানরঃ ।  
 তমাগতত্ত্বং সুগ্রীবঃ শীত্বং বকস্তত্বাভয়ং । ৭  
 সুগ্রীবমপি মুষ্টিভ্যাং জ্বান কোধমুচ্ছিতঃ ।  
 বালী তমপি সুগ্রীবং এবং ক্রুদ্ধো পরপরম্ । ৮  
 অযুধ্যোভামেকরূপৌ দৃষ্ট্বা রামোংতিবিস্মিতঃ ।  
 ন মুমোচ তদা বাপং সুগ্রীববংশধরায় । ৯  
 ততো হুস্ত্রাব সুগ্রীবো বদন রক্তং তর্যাকুলঃ ।  
 বালী শব্দবনং যাতঃ সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ । ১০  
 কিং বাৎ যাতরসে রাম শক্ভা ভ্রাতৃকুণিপা ।  
 যদি মজননে বাহা ত্বমেব জহি বাৎ বিভো । ১১

এবং বে প্রত্যয়ঃ কৃষ্ণা সত্যসামিদ্ বসুভব ।  
উৎসেসে কিমর্থং বাঃ শরণাপভবৎসল । ১২  
কৃষ্ণা সুগ্রীববচনঃ রামঃ সাক্ষেবিসোচনঃ ।  
আলিন্য রাম তৈবীভ্যং দুঃষ্টী বাসেকরপিণী ১৩  
মিত্রবাতিভ্রমশাশ্বত মুকুবানু বারকং নহি ।  
ইদানীমেব তে চিত্তং করিষ্যে ক্রমশাশ্বরে । ১৪  
পদ্মাবন পূবঃ শক্রং হতং ত্র্যক্ষসি বালিনম্ ।  
বাসোহহং হ্রাং পুণে ভ্রাতৃহ নিখ্যাসি রিপুং কপাং ।  
ইত্যাবাস্য স সুগ্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ।  
সুগ্রীবস্য গলে পুষ্পমালামাযুতা পুষ্পিতাম্ । ১৬  
শ্রেবরং মহাভাস সুগ্রীবং বালিনং শ্রেতি ।  
লক্ষ্মণত তদা বহা গচ্ছ গচ্ছতি সাক্ষরম্ । ১৭  
শ্রেবরামাস সুগ্রীবং সোহপি নবা তথা করোৎ ।  
পুনরপ্যভূতঃ শবৎ কৃষ্ণা বালিনীমাবহুৎ । ১৮  
তচ্ছব্যা বিশিভো বালী ক্রোধেম মহতা বৃতঃ ।  
বহা পরিকরং সম্যক পদনারোপচক্রমে । ১৯  
গচ্ছন্তং বালিনং তত্রা গৃহীযা নিরিবেধ তম্ ।  
ন গচ্ছব্যং বসুদানীং শকা নেহতীব জায়তে ২০  
ইদানীমেব তে ভয়ঃ পুনরায়তি সঙ্করঃ ।  
সাহায়ো বলবাস্তম্য কচ্চিন্নং সমাপতঃ । ২১  
বালী তামাহ হে হুজ শকা তে ব্যেতু তদপতা ।  
প্রিয়ে করং পরিভ্রাজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্ ২২  
হবা শীত্রং সমায়ান্তে সহায়স্তত কো ভবেৎ ।  
সহায়ী যদি সুগ্রীবস্ততো হতোভয়ং কপাং ২৩  
জায়তে বা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেৎকৃৎহে রিপুম্ ।  
জাভাপ্যাহুসমানং কৃষ্ণং হস্তায়ান্তামি মুকুরি । ২৪  
ভারোবাচ ।  
সুতোহন্যচ্ছ পু রাক্ষসে জীবা কুং বধোচিতম্ ।  
আহ মানককঃ পুত্রো বৃগয়ানং শ্রুতং বচঃ ২৫  
অযোধ্যারিপতিঃ শ্ৰীমানু রামো দ্বাপরধিঃ কিম ।  
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রো সীতয়া ভাবিষ্যা সহ ২৬  
জাপতো দণ্ডকারণ্যং ভ্রূত সীতা ক্রতা কিম ।  
রাবণেন সহ ভ্রাত্রা মার্মদাণোহধ জানকীম্ ২৭  
আপতো শব্যমুকান্তিং সুগ্রীবং সমাপতঃ ।  
চকার তেন সুগ্রীবঃ সধ্যাকানলসামিকম্ ২৮  
শ্রেতিজ্ঞাং কৃতবানু রামঃ সুগ্রীবায় ললক্ষণঃ ।  
বালিনং সমরে হবা রাক্ষানং হ্রাং করোম্যহম্ ২৯  
ইতি নিশ্চিত্য তৌ বাভৌ নিশ্চিতং পুণ ম্বহচঃ ।  
ইদানীমেব তে ভয়ঃ কথং পুনরপ্যভবতঃ ৩০  
অভবৎ সর্পবা বৈরং ভ্রাত্রাঃ সুগ্রীবদায়র ।  
বৌবরাজ্যেহভিবিধাক্ত রামং তং শরণং ব্রহ্ম ৩১  
পাশি মানককং রাক্ষ্যং হুলকং হরিপুলকং ।  
ইত্যুভ্যাকৃষ্ণী তত্রা পাবনঃ শ্রেণিপত্য তম্ ৩২

হস্তাভ্যাং চরণৌ বৃথা করোমি কুম্বিকল্যা ।  
তামালিকা তদা বালী সমেহমিহুধরবীৎ ৩৩  
ক্রীণতাবাহিতেবি কং প্রিয়ে মাতি ভয়ং মম ।  
রামো বহি সমারাতো লক্ষ্মণেন সমঃ শ্রেতুঃ ৩৪  
তদা রামেণ যে মেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
রামো নারায়ণঃ সাক্ষানবতীর্বেহিধিলশ্রুতুঃ ৩৫  
কৃতারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্কং ময়ানবে ।  
বপকঃ পরপকো বা মাতি তস্য পরাম্বনঃ ৩৬  
আনের্ধ্যামি গৃহং সাক্ষি নবা তক্ষরণামুভূতম্ ।  
ভক্ততোহহু তক্ততোব ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ৩৭  
বহি ষ্ঠং সমায়ান্তি সুগ্রীবো হমি তং কপাং ।  
বহুজং বৌবরাজ্যায় সুগ্রীবসম্যভিবেচনম্ ৩৮  
কথমাহুসমানোহহং মুক্তায় রিপুণা প্রিয়ে ।  
শুরোহহং সর্কলোকাবাং সমস্তঃ শুভলক্ষণে ৩৯  
ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বনেৎ প্রিয়ে ।  
তন্মাক্ষো কং পরিভ্রাজ্য তিষ্ঠে মুলারি বেধামি ৪০  
এবমাশ্রিত্য তত্রাং তাং শোচস্তীমক্রলোচনাম্ ।  
গতো বালী সমুহুতঃ সুগ্রীবস্ত কথায় সঃ ৪১  
দুঃষ্টী বালিনায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ ।  
উৎপপাত গলে বৃক্ষপশামাং পতম্ববৎ ৪২  
মুষ্টিভ্যাং ভাড্রয়ামাস বালিনং সোহপি ভয় তথা ।  
অহন বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ৪৩  
রামং বিলোকয়সেব সুগ্রীবো মুগ্ধে মুগ্ধি ।  
ইত্যেবং যুধ্যম্যানৌ তৌ দুঃষ্টী রামঃ প্রোতাপবানু ৪৪  
বাণমাদায় ভূপীরাকৈশ্রয়ং বহুবি সন্দবে ।  
আক্রব্য কর্ণপর্ধ্যস্তমবৃত্তো বৃক্ষশঙগঃ ৪৫  
নিরীক্য বালিনং সযত্নক্যং তক্ত নরং হরিঃ ।  
উৎসসর্জানবিসন্নং মহাবেগং মহাবলঃ ৪৬  
বিস্তেদ স শরো বকো বালিনঃ কম্পন্ন মহীম্ ।  
উৎপপাত মহাশবৎ মুকুম্ স নিলপাত হ ৪৭  
তদা মুহুর্ভূতং নিঃসংজ্ঞো ভূষা চেতনরূপ সঃ ।  
ততো বালী দদর্শাগ্রে রামং রাজীবলোচনম্ ।  
বহুরালম্ব্য বাসেন হতোনাভেন সায়কম্ ৪৮  
বিভ্রাণং চীরবসনং জটীমুকুটধারিনম্ ।  
বিশালবক্ষসত্রাজহনমালাবিভূবিতম্ ৪৯  
পীনচাবয়তভুজং নবদর্কীমলাক্ৰবিম্ ।  
সুগ্রীবলক্ষণাত্যাক পাৰ্শ্বয়োঃ পরিবেবিতম্ ৫০  
বিলোক্য শনকৈঃ প্রোহ বালী রামং বিপর্জয়ম্ ।  
কিং মঙ্গাপকৃতং রাম তব বেন হতোহন্যহম্ ৫১  
রাক্ষসমবিক্কার পাইতং কর্ণে তে কৃতম্ ।  
বৃক্ষশঙগে তিরো ভূষা ত্যক্তা মরি সায়কম্ ৫২  
বশঃ কিং লপ্যসে রাম চোরশং কৃতসঙ্করঃ ।  
যদি ক্রিয়দায়াদো মনোবৎশসমুভবঃ ৫৩

যুজ্ঞং কৃতা সমকং মে প্রাপ্যসে তৎকলাং তথা ।  
 স্ত্রীবেশং কৃতং কিং তে ময়া বা ন কৃতং কিম্ ॥৫৪  
 রাবণেশং জ্ঞাতা ভাব্যা তব রাম মহাবনে ।  
 স্ত্রীবেশং পরং যাতস্তদধিনিতি শুভম ॥৫৫  
 বটে রাম ন জানীবে মহৎ লোকবিশ্রুতম্ ।  
 রাবণং সকলং বদ্ধা সসীতং লক্ষ্মণা সহ ॥৫৬  
 জানয়ামি মুহূর্ত্তাদীদৃশ্বদি চেচ্ছামি রাবণ ।  
 ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি শোকহেমিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ॥৫৭  
 বানরং ব্যাধবজ্রতা ধর্ম্মং কং লক্ষ্যসে বধ ।  
 অভয়ং বানরং মাংসং হস্তা মাং কিং করিব্যসি ৫৮  
 ইত্যেবং বহু ভাবস্তং বালিনং রাবোহব্রবীৎ ।  
 ধর্ম্মত গোপ্তা লোকেশ্বিন্চরামি সশরাসনঃ ॥৫৯  
 অধর্ম্মকারিণং হতা সধর্ম্মং পালয়াম্যহম্ ।  
 হৃহিতা ভগিনী জাতুর্ভায়া চৈব তথা ন বা ॥৬০  
 সমা যো রমতে ভাসামেকামপি বিমুচ্যতীঃ ।  
 পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজন্তিঃ সধা ॥৬১  
 শুভ ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠ ভাৰ্য্যারাম্ রমসে বলাৎ ।  
 জ্ঞাতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোহসি বনগোচর ॥৬২  
 তং কপিফল জানীবে মহান্তো বিচরন্তি বৎ ।  
 লোকং পুনান্যঃ সফারৈরতস্তান্ নাভিভাষয়েৎ ॥৬৩  
 তচ্ছ ভ্রাতুঃ ভ্রমসন্তো জ্ঞাতা রামং রূপপতিম্ ।  
 বাণীঃপ্রথমা রক্তসাত্ৰামং বচনমব্রবীৎ ॥৬৪  
 রাম রাম মহাত্মান জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্ ।  
 অজানতা ময়া কিঞ্চিৎকৃতং তং কৃতমহিদি ॥৬৫  
 সান্ধাঙ্কঙ্করবাভেদ বিশেষেণ তবাপ্রভঃ ।  
 ভ্যজাম্যস্মিন্ মহাযোগিহুলভং তব ধর্ম্মনম্ ॥৬৬  
 বদামি বিবশো গৃহ্নন্নিয়মাণঃ পরং পদম্ ।  
 যাতি সান্ধাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্থে পুরঃ স্থিতঃ ॥৬৭  
 দেব জানামি পুরুষং ত্বাং ত্রিয়ং জানকীং শুভাম্ ।  
 রাবণত বধধর্ম্মার জাতং ত্বাং ব্রহ্মণাধিতম্ ॥৬৮  
 অহুজানীহি মাং রাম বাস্তং ত্বং পদমুত্তমম্ ।  
 মম তুল্যবলে বালে অস্তবে ত্বং দয়াং কুরু ॥৬৯  
 বিশ্বশ্যং কুরু মে রাম হৃদয়ং পাশিনা স্পৃশন ।  
 তথেষতি বাণমুচ্ছ্য ত্বাং রামঃ পশ্পশ পাশিনা ৭০  
 ত্যক্ত । তদানরং দেহমরয়েন্দ্রোহভবং কণাৎ ৭১  
 বাসী রত্নম্বররাতিহতো বিমুচ্যে  
 রামেণ শীতলকরণে স্মৃধাকরণে ।  
 সন্যো বিমুচ্য কপিদেহমবশ্যালভ্যৎ  
 প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্নৈরূপম্ ॥৭১

ইতি বিভ্যারোহাধ্যায়ঃ ।

ভৃতীকোহাধ্যায়ঃ ।

নিহতে বালিনি রূপে রামেণ পরমাননা ।  
 মুক্তমুখনিরাসঃ সর্বে কিঞ্চিৎকালং ভববিহ্বলাঃ ১  
 তারামুচুর্মহাভাষে হতো বাসী রণাঙ্গিরে ।  
 অস্তং পরিরক্ষ্যামি মন্ত্রিণঃ পরিষোধর ২  
 চতুষ্টয়রক্ষণার্থীনি বদ্ধা রক্ষামহে পুরীম্ ।  
 বানরাশিত রাজানমঙ্গলং কুরু ভামিনি ৩  
 নিহতং বালিনং শ্রদ্ধা ত্বাং শোকবিমুক্তিতা ।  
 অভ্যক্তং বশাশিভ্যাং শিরো বক্ষুণ্ড ভূরিণঃ ৪  
 কিমদধেব রাজ্যেণ সঞ্চরণে বনেন বা ।  
 ইদানীবেব নিবনং বাস্তামি পতিভা সহ ৫  
 ইত্যুক্ত । স্বরিতা ভত্র কদম্বী মুক্তমুচুজা ।  
 বন্যো ভারাজিশোকাক্রান্তা বত্র তর্জুকলেবরম ৬  
 পাতভং বালিনঃ কুরু রক্তে পাং শুভিরায়ুতম ।  
 রক্ষতা নাথ নাশ্যতি পতিভা ভক্ত পাদয়োঃ ৭  
 করুণং বিলপন্তী সা ধর্ম্মং রঘুনন্দনম্ ।  
 রাম মাং জহি বাপে ন যেন বাসী হতস্তয়া ৮  
 গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতিমামৃতিকাজ্ঞতে ।  
 স্বর্গেহপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন ৯  
 পত্নীবিয়োগজং হৃৎকমলমুচ্ছতং স্বয়ানব ।  
 বালিনে মাং প্রবচ্ছান্ত পত্নীদামকলং তবেৎ ১০  
 স্ত্রীবে ত্বং সুখং রাজ্যং দাপিতং বালিষাতিভা ।  
 রামেণ কুমরা সার্থং ভূজক্, সাপস্ববর্জিতম্ ১১  
 ইত্যেবং বিলপন্তীং তং ভার্য্যং রামো মহামনাঃ ।  
 সাধুরানাস করয়া তদ্বজ্ঞানোপদেশতঃ ১২

শ্রীরাম উবাচ ।

কিং তীক্ৰ শোচসি ব্যর্থং শোকভাববিষয়ং পতিম্ ।  
 পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ১৩  
 পকাস্তকো জড়ো বেহজন্তুমাংসসুখিরাহিমান্ ।  
 কালকর্ম্মণ্যেণং পক্ষ্মসোহপ্যাত্তেহ দ্যাপি তে পুরঃ ১৪  
 মন্যসে জীবমাস্তানং জীবন্তুহি নিরাময়ঃ ।  
 ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন হিষ্টতি ন পঙ্কতি ১৫  
 ন স্ত্রী পুমান বা বশো বা জীবঃ সর্গপতোহব্যয়ঃ ।  
 এক এবাধিতীরোহরমাকালবদলেপকঃ ।

নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুভঃ স কথং শোকমহতি ১৬

ভারোবাচ ।

দেহোহচিৎকাঠবজ্রম জীবো নিত্যশ্চিৎকাঠকঃ ।  
 সুখদুঃখাধিসম্বন্ধঃ কস্য সাজ্ঞাম মে বধ ১৭

শ্রীরাম উবাচ ।

অহকারাদিনস্বকো বাবদেহেহিত্রিঃ সহ ।  
 সংসারভাববেদে সাদ্বাসনধিবিকিনঃ ১৮  
 বিখ্যারোশিতসংহারো ন স্বয়ং বিবিবর্ত্ততে ।

বিষয়ানু ধ্যায়মানস্ত যশে বিখ্যায়নো বধা । ১১  
 অনাদ্যবিখ্যাসম্বন্ধাৎ উৎকাৰ্য্যাহত্বেভ্যেব ।  
 সংসারোহপাৰ্শ্বকৌচি স্ত্রীপ্ৰাণিহেবাদিসম্বলঃ । ১২  
 মন এব হি সংসারো বহুতৈশ্চ মনঃ শুভে ।  
 আত্মা মনঃসমানত্বেমেত্যা উৎসূতবহুতাক্ । ১৩  
 বধা বিত্তকঃ কটিকোহলক্তকাহিসমীপতঃ ।  
 তত্ত্বৰ্ণমুতা ভাস্তি বস্ততো নাস্তি রক্তনম্ । ১২  
 সুকীল্লিয়ারাদিসামীপাদান্ননঃ সংস্থতিবলাৎ ।  
 আত্মা বলিক্তম্ মনঃ পরিগৃহ্য তহুত্তবান্ । ২৩  
 কামান্ জুবনু শুৰ্ণবৰ্জকঃ সংসারে বস্ত্তেত্হবশঃ ।  
 আদৌ মনো শুধান্ বহুৈ । ভতঃ কৰ্ম্মাণ্যনেকথা । ১৪  
 ভয়লোহিতকুকানি গভরস্তৎসমানতঃ ।  
 এবৎ কৰ্ম্মবশাঙ্কীবো ভ্রমতাত্ততসংপ্ৰবম্ । ২৫  
 সৰ্কৌপসংজ্ঞভো জীবো বাস্তুমুক্তিঃ বকৰ্ম্মতিঃ ।  
 অনাদ্যবিখ্যাসবশগতিষ্ঠতান্তিনিবেশতঃ । ২৬  
 বৃষ্টিকালে পুনঃ পূৰ্ণবাসনামান্সৈঃ সহ ।  
 জায়তে পুনৰপ্যেবং স্বচীষন্তমিবাবশঃ । ২৭  
 বদ্য পৃথ্যবিশেষেণ লভতে সজতিং সত্যম্ ।  
 মত্তজ্ঞানং অশান্তানং তদা মধিবয়া মতিঃ । ২৮  
 মৎকথাশ্রবণে শ্ৰদ্ধা হুলভা জায়তে ততঃ ।  
 ভতঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে । ২৯  
 তদাচার্য্যপ্ৰসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ স্ফাৎ ।  
 দেবেশ্চিন্নয়মনঃপ্ৰাণাহত্ভতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্ । ৩০  
 বাস্তুহুভাবতঃ সত্যমানশাস্তানমদয়ম্ ।  
 জ্ঞাত্বা মদ্যো ভবেমুক্তঃ সত্যমেব মরোদিতম্ । ৩১  
 এবৎ মরোদিতং সম্যগালোচয়তি যোহনিশম্ ।  
 তস্ত সংসারহুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন । ৩২  
 স্বমপ্যেতন্নয়া প্ৰোক্তমালোচয় বিত্তকথীঃ ।  
 ন স্পৃশ্ণদে হুঃখজাতৈঃ কৰ্ম্মবকাৰ্হিমোক্যসে । ৩৩  
 পূৰ্ণকামনি তে হুক্ত কৃত্য মত্তক্তিকস্তমা ।  
 অভস্তব বিমোজায় রূপং মে মৰ্শিতং শুভে । ৩৪  
 ধ্যাত্বা মক্ত্রশমনিশমালোচয় মরোদিতম্ ।  
 প্ৰবাহপতিতং কাৰ্য্যং কুৰ্ম্মতপি ন লিপ্যসে । ৩৫  
 ঐশ্বৰ্য্যমণোদিতং সৰ্কৎ শ্ৰদ্ধা তায়তিবিম্বিতা ।  
 দেহাতিমানজং শোকং ত্যক্তানত্বা রবৃত্তমম্ । ৩৬  
 আত্মাহুতবসন্তটী জীবমুক্তা বহুব হ ।  
 কৰ্ম্মসক্ৰমমাত্ৰেণ যামেণ পরমাস্তনা । ৩৭  
 অনাদিবন্ধং নিৰ্দ্ধূয় মুক্তা সাপি বিকপবা ।  
 সুগ্ৰীবোহপি চ তজ্জহা রামবস্ত্ৰাৎ সমীৰিতম্ । ৩৮  
 জহাবজ্ঞানমবিলং স্বহৃচিহ্নোহুভবং তদা ।  
 ততঃ সুগ্ৰীববাহেৎং রামো বানরপুঙ্গবম্ । ৩৯  
 জাহুৰ্যোষ্ঠস্ত পুত্ৰেণ বদধুৰ্ভং সাম্প্ৰায়িকম্ ।  
 কুৰ্ম্ম সৰ্কৎ বধ্যাতায়ং সংস্কারাদি মনাজ্জয়া । ৪০

তথেষু বসিতমু ষৈবানরৈঃ পত্নীশ্বয় তম্ ।  
 বালিনং পুশ্পকে কিপ্ত । সৰ্করাঙ্কোপচারকৈঃ । ৪১  
 তেদীহুশুভিনির্দোষৈবৈত্র ক্ৰিপৈমব্ৰিতিঃ সহঃ ।  
 যুধৈপবানরৈঃ পৌণ্ডিক্তারয়া চাক্ৰদেব চ । ৪২  
 গতা চকার তৎ সৰ্কৎ বধ্যাশাস্ত্ৰং প্ৰবহুতঃ ।  
 দ্বাত্বা অগাম্ রামস্য সৰ্বীশং ব্ৰহ্মিভিঃ সহ । ৪৩  
 নত্বা ব্ৰাহ্মত্ৰ চরণৌ সুগ্ৰীবঃ প্ৰাহ ছষ্টধীঃ ।  
 রাজ্যং প্ৰেশাযি রাজেন্দ্ৰে বানরাণাং সমুচ্ছিন্নং । ৪৪  
 হাসোহহং তে পাদপদং সেবে লক্ষণবজ্জিরম্ ।  
 ইত্যুক্তো রাবকঃ প্ৰাহ সুগ্ৰীবং সম্মিতং বচঃ । ৪৫  
 তমেবাহং ন সন্কেহঃ শীত্ৰং গচ্ছ মনাজ্জয়া ।  
 পূররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাভানমতিবেচয় । ৪৬  
 নগরং ন প্ৰবেক্ষ্যামি চতুৰ্দ্ধশ সমাঃ সখে ।  
 অগমিষ্যতি মে ভ্ৰাতা লক্ষণঃ পতনং তব । ৪৭  
 অঙ্গদং যৌবরাজ্যে স্বমতিবেচয় সাধরম্ ।  
 অহং সমীপে শিখরে পৰ্কভত মহাহুজঃ । ৪৮  
 বৎস্তামি বৰ্ধিবিসানু ততস্ত্বং বহুবানু ভব ।  
 কিঙ্কিংকালং পূরে স্থিত্বা সীতায়ঃ পরিমার্গণে । ৪৯  
 সাষ্টাঙ্কং প্ৰেপিপত্যাহ সুগ্ৰীবো রামপাদয়োঃ ।  
 বদাজ্জায়সে দেব তৎ তথৈব কৰোম্যহম্ । ৫০  
 অহুজ্জাতস্ত্ব রামেণ সুগ্ৰীবস্ত সলক্ষণঃ ।  
 গতা পূরং তথা চক্ৰে বধা রামেণ চোদিতঃ । ৫১  
 সুগ্ৰীবোৎ বধ্যান্যাব্যং পুঞ্জিতো লক্ষণস্তদা ।  
 আগত্য রাঘবং শীত্ৰং প্ৰেপিপত্যোপতস্থিবাযুঃ । ৫২  
 ততো রামো অগামাত্ত লক্ষণেন সমবিতঃ ।  
 প্ৰবৰ্ধপনিরেক্ৰুৎ শিখরং তুরিবিস্তরম্ । ৫৩  
 তত্ৰৈকং গহবরং বৃষ্ট । কাটিকং বীণ্ডিমহুতম্ ।  
 বৰ্ধবাত্তপসহং ফলমূলসমীপগম্ ।  
 বাসায় যোচরামাস তত্র রামঃ সলক্ষণঃ । ৫৪  
 দিব্যমূলকলপুশ্পসংযুতে  
 মৌক্তিকোপমজলৌপপদলে ।  
 চিত্ৰবৰ্ণমৃগপক্ষিশোভিত্তে  
 পৰ্কভতে ব্ৰহ্মলোকমোহবসৎ । ৫৫  
 ইতি তৃতীয়োঃ ধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহি ধ্যায়ঃ ।

তত্র বার্বিকনিয়ানি রাঘবো  
 শীলয়া মণিত্ৰহান্ সঙ্করন ।  
 পৰ্কমূলকলভো রতোবিভো  
 লক্ষণেন সহিতোহবনং যুধম্ । ১  
 বাতসুহৃদলপুৰিতমেবানন্তরক্ৰিক্ৰিতবেহ্যতপতান ।  
 বীক্ষ্যনিবরনাবলজযুধানুবদ্যবাহিতম্বকাকনককানু

স্বয়ংক্রিয় সন্ন্যাসী স্তম্ভপুস্তকখণ্ডঃ ।  
 বাবুজ্ঞান পরিতো রামঃ বীজ্য বিকারিতেক্ষণঃ । ৩  
 ন চক্রান্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীস্বরাঃ ।  
 হৃদয়ে বাহুবরপেণ গিরিকাননকুম্বিনু । ৪  
 চন্দ্রস্বয়ং পরমাত্মনং জ্ঞাত্বা সিদ্ধরগ্যা ভুবি ।  
 সুপদাশ্রয়ণা ভূত্বা রামসেবাসুসেবিতরে । ৫  
 সৌমিত্রিরেকদা বাসনেকান্তে ধ্যানতৎপরম্ ।  
 সমাধিবিরমে ভক্ত্যা শ্রেয়স্বিনয়সিঁড়িঃ । ৬  
 অত্রবীদেব তে বাক্যং পূর্বোক্তাঙ্গিগতো মম ।  
 অনাদ্যবিদ্যাসমুত্তঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ । ৭  
 ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি কির্যমাগেণ রাধব ।  
 ভবদ্বাধাধনং লোকে যথা কুর্যন্তি যোগিনঃ । ৮  
 ইদমেব সদা শ্রোত্বোৎগিনো মুক্তিসাধনমু ।  
 নারদোৎপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ । ৯  
 ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাত্মস্বাধাঞ্চ মোক্ষদমু ।  
 ত্রীশ্রোগাঞ্চ রাজেশ্র হুলভং মুক্তিসাধনমু ।  
 তব ভক্তায় মে স্ত্রোত্রে ত্রিহি লোকোপকারকমু । ১০  
 শ্রীরাম উবাচ ।  
 মম পূজাবিধানস্য নাভ্যোহস্তি রতুনন্দন ।  
 তথাপি বক্তে সংক্ষেপাদ্বাথবদন্তুপূর্বশঃ । ১১  
 স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ হিহুতং প্রাপ্য মানবঃ ।  
 সঙ্কশাংসদৃগুরোমস্তং লভ্য মভক্তিসংযুতঃ । ১২  
 তেন সন্ধর্শিতবিধিমামেবারাধয়েৎ সুধীঃ ।  
 হৃদয়ে বানলে বার্চং প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ । ১৩  
 খালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতস্ত্রিতঃ ।  
 প্রাতঃস্নানং প্রেক্ষ্যতীত প্রথমং দেহভুক্তয়ে । ১৪  
 দেহতন্ত্রোদিতৈর্মন্ত্রৈঃ স্নেহনবিধানতঃ ।  
 সন্ধ্যাদিকর্ম যদিত্যং তং কুর্যাদিধিনা যুগঃ । ১৫  
 সততমাদৌ কুর্যত সিদ্ধার্থং কর্মণাং সুধীঃ ।  
 স্বগুরুং পূজয়েতক্তা মম কৃত্য পূজকো মম । ১৬  
 শিলায়াং সপনং কুর্য্যৎ প্রতিমাসু প্রমার্জনমু ।  
 প্রসিদ্ধৈর্গুরুপুষ্পাদৈর্মংপূজা সিদ্ধিযায়িকা । ১৭  
 জমারিকোহম্বরভ্যা মাং পূজয়েন্নিত্যতত্রতঃ ।  
 প্রতিমাধিবলকারঃ প্রিয়ো মে হুলনন্দন । ১৮  
 জ্ঞাতৌ বজ্রত হবিষা ভাক্তরে হৃদিগলে বজ্রেৎ ।  
 ভক্তেনোপহৃতং শ্রীতৈ প্রভৃতা মম ব্যর্থাপি । ১৯  
 কিং পুনর্ভক্ত্যতোক্তাঙ্গিগিরপুষ্পাঙ্কভাসিকম্ ।  
 পূজাত্রব্যর্থাং সর্গাশি সম্পাদিত্যং সনাতনৈঃ । ২০  
 চৈনাজিনকুশৈঃ সন্ধ্যাশালং পরিব্রজয়েৎ ।  
 ভক্তোপশিষ্য দেবয্য লক্ষ্মণে চক্রবাসসঃ । ২১  
 ততো ন্যাসং প্রেক্ষ্যতীত রাঢ়কারহিরাডরমু ।  
 কেশবাধি ততঃ কুর্য্যৎ তদ্বন্দ্যায় ভক্তঃ পরম । ২২  
 মমু ভিপুত্রস্বয়ং মরুতাসং স্তোত্রং কয়েৎ ।

প্রতিমাদারপি তথা কুর্য্যায়িত্যমতস্ত্রিতঃ । ২৩  
 কলশং লপুয়ো বানে বিশিৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে ।  
 অর্ঘ্যপাশাংপ্রকারার্থং মনুপূর্কার্থমেব চ । ২৪ ।  
 তদৈবচমনার্থং ভক্তয়েং পাণ্ডচতুর্ভয়ম্ ।  
 জংপথে ভাহুবিমলাং মং কলাং জীবসংস্কিতাম্ ২৫  
 ধ্যায়েৎ স্বদেহনবিলাং তয়া ব্যাপ্তমরিন্দম ।  
 তামেবাবাহরেন্নিত্যং প্রতিমাদিহু মং কলাম্ । ২৬  
 পাশ্যার্থ্যাচমনীয়োঃ মানবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।  
 বাবহুকোপচার্ণাং স্বচরৈশ্চামমায়য়া । ২৭  
 বিভবে সতি কপূ রকুক মাগুরুচন্দনৈঃ ।  
 অর্চয়েন্নিত্যং যুগকুকুমুয়েঃ স্তোত্রৈঃ । ২৮  
 দশাবরণপূজাং বৈ হাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ ।  
 নীরাঙ্গনৈমু পত্নীস্টনৈবৈদ্যোবিবিভূষণা । ২৯  
 শ্রদ্ধয়োগহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাতুগহমীস্বরঃ ।  
 হোমং কুর্য্যৎ শ্রেয়শ্চৈ বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ । ৩০  
 অগস্ত্যেনোক্তস্বাগেণ কুণ্ডোনাগমবিতমঃ ।  
 জুহুয়াম লমত্রেণ পুংহুজেনাধবা যুগঃ । ৩১  
 অথবোপাসনামৌ বা চক্রণা হবিষা তথা ।  
 তপ্তজাহ্বনদ্রব্যং দিব্যাভরণভূষিতমু । ৩২  
 ধ্যায়েন্দনলমধ্যাহ্নং হোমকালে সদা যুগঃ ।  
 পার্শ্বদেভ্যো বলিং দস্তা হোমশেষংসমাপয়েৎ । ৩৩  
 ততো জপং প্রেক্ষ্যতীত ধ্যানমু মাং যতবাকু ম্বরনু ।  
 মুখবাসক তাশ্ব লং দস্তা শ্রীতিসমম্বিতঃ । ৩৪  
 মদর্থে নৃত্যশীতাদিভুক্তিপাঠাদি কারয়েৎ ।  
 শ্রেণমেদংসুভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ । ৩৫  
 শিরস্তাধায় মদন্তং প্রসাদং ভাবনাময়মু ।  
 পাণ্ডিত্যং মংপদে মুক্তিং গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ । ৩৬  
 বকু মাং ধোরসংসারাদিত্যুক্ত্যং শ্রেণমেৎ সুধীঃ ।  
 উদাসয়েৎস্বথা পূর্বং প্রত্যগ্ভ্যোতিভি সংশ্বরনু । ৩৭  
 এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্বিধিবদ্ভদি ।  
 ইহামুত্রে চ সংসিদ্ধিং প্রোদোতি মদন্তুগ্রহাৎ । ৩৮  
 মন্তকো যদি মামেবঃ পূজ্যকৈব যিনে যিনে ।  
 করোতি মম সাক্ষ্যং প্রোদোত্যোব ন সংশয়ঃ । ৩৯  
 ইদং রহস্তং পরমক পাবনং  
 মঠের সাক্ষ্যং কথিতং সনাতনমু ।  
 পঠত্যজস্রং যদি বা শূন্যোতি বাঃ  
 ন সন্ধুপূজ্যকলভাঙ ন সংশয়ঃ । ৪০  
 এবং পরাশ্রা শ্রীরামঃ কির্যমোদনমুত্তমমু ।  
 পৃষ্ঠৈঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেবাংখার মহানন্দে । ৪১  
 পুনঃ প্রাকৃতবজ্রায়া মারামান্যত চ্যুতিতঃ ।  
 হা নীতেতি বদয়েব নিত্রাং লেতে কথকন । ৪২  
 এতদ্বিত্ত্বয়ে তত্র কিংকৃত্যায়ং লুপ্তিকানু ।  
 হনুদাম প্রাহ স্বপ্রীতবসেকান্তে কশিনারকমু । ৪৩

पुंशु राजन् अथक्यामि उदैव हितमुक्तम् ।  
 रामेण ते कृतं पूर्वमूलकारेण हनुमत् ॥ १४४ ॥  
 कृतवत्सु यदा नूनं विश्वतः प्रतिभाति मे ।  
 सुं कृते निहतः वाली वीरिन्द्रो लोकसन्धतः ॥ १४५ ॥  
 राज्ञोऽतिष्ठि जेमिन्दे ताराः प्रोक्षो निहुरजाम् ।  
 स रामः परकृतज्ञे आत्मा सह वसन् हवीः ॥ १४६ ॥  
 द्वापमनमेकाग्रमीक्षते कार्यामोरावां ।  
 पञ्च वानरभावेन द्वीसक्रेण नावभूद्यसे ॥ १४७ ॥  
 करोमीति अतिष्ठार सीताराः परिमार्गणम् ।  
 न करोमि कृतवत्सु हन्यसे वासिधुं कृतम् ॥ १४८ ॥  
 हनुमचनं प्रक्या हृष्टीको तद्विस्मयः ।  
 अत्र्याच हनुमत्सु सत्यामेव करोदितम् ॥ १४९ ॥  
 भीमं क्रुः महाज्जां सुं वानराः उरुधिनम् ।  
 सहस्राणि दशेदानीं प्रेषयत् विषो दश ॥ १५० ॥  
 सप्तद्वीपपञ्चाब् सर्वाश्च वानरानिरुद्धते ।  
 पक्षमध्ये समारात् सर्के वानरपुङ्गवाः ॥ १५१ ॥  
 वे परमतिवर्तते ते वध्या मे न संशयः ।  
 इत्याज्जाप्य हनुमत्सु हृष्टीवो गृहमाविश ॥ १५२ ॥  
 हृष्टीवाज्जाः पूरुत्तय हनुमान् शत्रिसन्धतः ।  
 तत्रैकपां प्रेषयामास हरीम् दश दिशः हृष्टीः ॥ १५३ ॥  
 अर्पितं गुणसद्धान् वायुवेगप्रकारान्  
 वनचरुणधमुष्यान् परकीतारिरुणान् ।  
 पवनहिउकुमारः प्रेषयामास दूतान्  
 अतिरुतसतरात्ता नामानानिदुत्तान् ॥ १५४ ॥

इति चतुर्षोऽध्यायः ।

पञ्चमोऽध्यायः ।

रामस्त परकृतज्ञे मद्रिसानो निश्रायणे ।  
 सीता विरहज्जं शोकमसरिरिमन्त्रवीं ॥ १ ॥  
 पञ्च लक्षण मे सीता रामसेन हता वलां ।  
 वृतावृत्ता वा निसेतुं न जानेह्यपि आसिनी ॥ २ ॥  
 जीवतीति मन् क्रूरं कल्पिा प्रेरितुं स मे ।  
 यदि जानामि तत्र साक्षात् जीवतीं यत्र कृतं वा ॥ ३ ॥  
 हर्तमेवाहमिमांशुं ह्यधमिष पत्रोक्तिः ।  
 अतिष्ठान् पुंशु मे ज्ञातवेन मे जनकावजा ॥ ४ ॥  
 सीता तत्र जन्माव हृष्टीयं संपुत्रेववाहम् ।  
 हा सीते च्छेवमेन वसन्ती राकलास्ये ॥ ५ ॥  
 ह्युवाचतः नाकपञ्चती कथं प्राप्सिन् रशिरुसि ।  
 तत्रोहपि तद्विषयति मन् उद्वेगानां विना ॥ ६ ॥  
 चक्र सुं जानकीं सुहृं कटैरिव सुं सीतलेनः ॥

हृष्टीवोहपि मराहिनो हनुमिदं वां न पञ्चात् ॥  
 राज्ञ्यं निकटकं प्राप्य प्रीतिः परिहृता रवः ।  
 कृत्यो कृत्येते व्यक्तं पानानिकोहतिकानुका ॥ १ ॥  
 नारायति शरभं पञ्चमपि मार्शितुं प्रीराम् ।  
 पूर्वोपकारिणं हृष्टः कृत्यो विस्मितो हि माम् ॥  
 हनि हृष्टीवमप्येव संपुत्रं सहवाङ्मवम् ।  
 वाली वधा हतोमेहं हृष्टीवोहपि उवाचवे ॥ २ ॥  
 इति कृतं समालोक्य राषवः लक्षणेहं प्रवीं ॥  
 इदानीमेव पञ्चाहं हृष्टीवः हृष्टमानसम् ॥ ३ ॥  
 मामाज्जापर हत्वा तमारामे राम उद्वेजितम् ।  
 इत्युक्त्वा पशुराहारं प्रक्यां त्प्रीरमेव च ॥ ४ ॥  
 पञ्चमहृद्योऽत्र वीका रामो लक्ष्मणमववीं ॥  
 न हस्तव्यवहारं वृत्तं हृष्टीवो मे प्रियः सथा ॥ ५ ॥  
 किञ्च जीवन् हृष्टीयं वासिधुं हनिस्म्ये ।  
 इत्युक्त्वा पीरमाहारं हृष्टीवप्रतिभाविम ॥ ६ ॥  
 आगत्य पञ्चाहं कार्यां तत्र करिरीयासांशुं शम् ॥  
 उषेति लक्षणेहं प्रक्यां चरितो जीविक्रमः ॥ ७ ॥  
 किञ्चिद्यां प्रति कोपेन निरुहयिष वानरान् ।  
 सर्क्रेण नित्यलम्पीको विज्ञानावापि राषव ॥ ८ ॥  
 सीतामहृत्तुलोचार्तः प्रोक्तः प्रोक्ततामि व ।  
 बुद्ध्यादिसाक्षिणसुक्तं माराकार्यातिवर्तितः ॥ ९ ॥  
 रागादिरहितज्ञात् तत्र कार्यां कथमुत्तरे ॥  
 प्रकणेऽहं कृतं कृतं कृत्यो नमरुषत् हि ॥ १० ॥  
 तपसः कलदानारं ज्ञातो माहववेवधुक् ।  
 मारया मोहिताः सर्के जना ज्ञानसमुत्ताः ॥ ११ ॥  
 कथमेवां उवेयोक्त्वा इति विह्वलितुम् ।  
 कथां प्रेषयितुं शोकं सर्केलोकमलापहाम् ॥ १२ ॥  
 रामारपातिव्यां रामो हृष्टः माह्वचेष्टकः ।  
 क्रोधां मोहकं कामकं व्यवहारविशुद्धये ॥ १३ ॥  
 तत्रकालोचितं पृष्टुं मोहयुवध्याः प्रजाः ।  
 अहरुक्त इवाशेषं उवेवुं उर्षवार्जितः ॥ १४ ॥  
 विज्ञानमुक्तिविज्ञानपक्तिः साक्षात्पण्डितः ।  
 अतः कामादिनिर्भयमविलिष्टो यथा नतः ॥ १५ ॥  
 विस्मिन् मनः केचित्प्रानति सुनकारः ।  
 उवाचनिर्गलाहानः सन्पुञ्जानति नित्यम् ॥ १६ ॥  
 उरुचित्तुहसामेन जायते उषवानजः ।  
 लक्षणेहपि उवा पञ्चा किञ्चिद्यानपरानुक्तिम् ॥ १७ ॥  
 ज्योवावमकरोऽत्र जीवन् जीवन् सर्क्रेवानरान् ।  
 तत्र हृष्टः प्रोक्ततामि वानरा वधुमृषि ॥ १८ ॥  
 चक्रुः किञ्चिदापि सुं वृत्तपावशिपाप्याः ।  
 तान् हृष्टः क्रोधात्प्रक्रेण वानरान् लक्ष्मणसुता ॥ १९ ॥  
 निर्षं लाम् कृतं बुद्ध्येनो इहुरानि वीक्याम् ।  
 ततः पीर्यं सतीपञ्चा ज्ञात्वा निरुववापतम् ॥ २० ॥

নির্ধারিত বানরানু সর্কানন্দো মন্ত্রিসত্তমঃ ।  
 গতা লক্ষণসামীপ্যং প্রথনাম স হতবৎ ৷ ২৩ ৷  
 ততোহহরনং পরিষজ্য লক্ষণঃ প্রিয়বর্চনঃ ।  
 উদ্বাচ রংস গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেশয় ৷ ৩০ ৷  
 স্নেহাগতং রাঘবেণ চোদিত্বং রৌত্রমুক্তিনা ।  
 তথোতি ত্বরিত্বং গতা স্ত্রীবাং ন্যবেশয়ৎ ৷ ৩১ ৷  
 লক্ষণঃ ক্রোধতাত্ত্বাক্ষঃ পুরদ্বারি বহিঃ স্থিতঃ ।  
 তক্রুযাতীয মরুতঃ স্ত্রীবো বানরেবরঃ ৷ ৩২ ৷  
 আহু মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনুমন্তমথাত্রবীৎ ।  
 গচ্ছ তুমঙ্গদেনান্ত লক্ষণং বিনয়ামিতঃ ৷ ৩৩ ৷  
 সাত্ত্বয়নু কোপিত্বং বীরং শটনরানয় মন্ত্রিরু ।  
 প্রেষয়িত্বা হনুমন্তং তারামাং কপীশরঃ ৷ ৩৪ ৷  
 ত্বং গচ্ছ সাত্ত্বয়ন্তী তং লক্ষণং বৃহত্ভামিতৈঃ ।  
 শাভমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেহনখে ৷ ৩৫ ৷  
 তবদ্বিত্তি ততস্তারা মধ্যকক্ষং সমাবিশৎ ।  
 হনুমানকদেনৈব সহিতো লক্ষণান্তিকম্ ৷ ৩৬ ৷  
 গতা ননাম শিরসা ভক্ত্যা শাগতমস্ত্রবীৎ ।  
 এহি বীর মহাতাপ ভবত্বংগৃহমশঙ্কিতম্ ৷ ৩৭ ৷  
 এশিষ্য রাজদারাদীনু দৃষ্টুং স্ত্রীবেমব চ ।  
 বহাজ্জাপয়সে পশ্যৎ তং সর্কং করবামি তো ৷ ৩৮ ৷  
 ইত্থ্যক্ লক্ষণং ভক্ত্যা করে গৃহ স মাক্রতিঃ ।  
 আনয়ামাস নগরমধ্যাজ্জাজগৃহং প্রতি ৷ ৩৯ ৷  
 পশ্যাৎস্তত্র মহাসৌধানু যুগপান্যং সমস্ততঃ ।  
 জগাম ভবনং রাজ্যঃ স্তরেস্ত্রভবনোপনম্ ৷ ৪০ ৷  
 মধ্যকক্ষে গতা তত্র তারা তারামিধানিনা ।  
 সর্কাত্তরপসম্পন্ন্য মরুতভক্তলোচনা ৷ ৪১ ৷  
 উবাচ লক্ষণং নত্বা স্মিতপূর্কীভাভাবিনী ।  
 বাহি দেবর জয়ং তে সাধুৎ ভক্তবৎসলঃ ৷ ৪২ ৷  
 কিমর্থং কোপমাকার্বীর্জক্চে ভৃত্যে কপীশরে ।  
 বহুকালমনাশাসং সুখমেবাহুত্বতবানু ৷ ৪৩ ৷  
 ইদানীং বহুতঃখৌষাত্তবন্তিরিত্তিরুদ্ধিতঃ ।  
 তবংপ্রসাদাৎ স্ত্রীবাঃ প্রাণমৌখ্যো মহামতিঃ ৷ ৪৪ ৷  
 কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ ।  
 আশমিব্যস্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো ৷ ৪৫ ৷  
 প্রোষিতা দৃশগাহভ্রা হরয়ো রঘুলত্তম ।  
 আনতুৎবানরানু দ্বিগ ভো মহাপর্কতসমিতানু ৪৬ ৷  
 স্ত্রীবাঃ শ্রমদাগতা সর্কীবানরবৃশেষৈঃ ।  
 বধিরিব্যতি মৈত্রেয়্যাবান রাঘবক হনিব্যতি ৷ ৪৭ ৷  
 ত্বৈব সহিতোহৈত্যেব গতা বানিরপুত্রকঃ ।  
 পশ্চাত্তর্ভবনং তত্র পুত্রদায়রুহাৎ তম্ ৷ ৪৮ ৷  
 দৃষ্টুং স্ত্রীবয়ত্বং নত্বা নরু নহৈব তে ।  
 তারারা বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণকোষোদধ সজ্জনঃ ৷ ৪৯ ৷  
 কপামাঃপুরং বত স্ত্রীবো বানরেবরঃ ।

কুমারালিঙ্গ্য স্ত্রীবাঃ পর্য্যক্ পর্য্যবস্থিতঃ ৷ ৫০ ৷  
 দৃষ্টুং লক্ষণমত্ববৎ ঠংপশাত্তিত্তিত্তিত্তবৎ ৷  
 তং দৃষ্টুং লক্ষণঃ ক্রোছো মনবিহ্বলিত্তিক্রমম্ ৷ ৫১ ৷  
 স্ত্রীবাং প্রাহ হনু ত্ব বিদ্বুতোহসি বনুত্তমম্ ।  
 বাসী বৈব হতো বীরঃ স বাণোহন্য প্রাতীক্শতো ৫২ ৷  
 ত্বমেব বাসিনো মার্গং পমিষামি ময়া হতঃ ।  
 এবমত্যত্পরুবাৎ বশস্তং লক্ষণং তথা ৷ ৫৩ ৷  
 উবাচ হনুমানু বীরঃ কথমেবং প্রত্যয়সে ।  
 ত্বতোহধিকতরো রামে তন্তোহন্যং বানরামিণঃ ৫৪ ৷  
 রামকার্যার্থমনিশং জাগতি স তু বিদ্বুতঃ ।  
 আগতাঃ পরিতঃ পশু বানরাঃ কোটিশং প্রভো ৫৫ ৷  
 পমিষ্যস্ত্যচ্চিরেণৈব সীভারঃ পরিমার্গমম্ ।  
 সাধনিব্যতি স্ত্রীকৌ রামকার্যমশেষতঃ ৫৬ ৷  
 ক্রুত্বা হনুতো বাক্যং সৌমিত্রিল ক্ষিতোহত্ববৎ ।  
 স্ত্রীবোহপ্যর্ঘ্যশায়াদ্যোদাল ক্ষণং সমপূজয়ৎ ৫৭ ৷  
 আলিঙ্গ্য প্রাহ রামন্য দাসোহহং তেন রক্ষিতঃ ।  
 রামস্ত তেজসা লোকানু ক্ৰপাক্টেনৈব জেযতি ৫৮ ৷  
 সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো ।  
 সৌমিত্রিরপি স্ত্রীবাং প্রাহ কিঞ্চিন্ময়াদিতম্ ৫৯ ৷  
 তং ক্ষমত্ব মহাতাপ প্রণরাত্তাবিত্তং ময়া ।  
 গচ্ছামোহন্যেব স্ত্রীবাং রামস্তিত্তিত্তি কাননে ৬০ ৷  
 এক এবাত্তিচুঃখার্ভো জানকীবিরহাৎ প্রক্ৰুঃ ।  
 তথেনি বধমাক্ৰহ লক্ষণেন সমমিতঃ ৬১ ৷  
 বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবাবগপত্যত ৬২ ৷

ভেরীমুদৈর্দ্বর্ষহৃৎকবানরৈঃ  
 খেতাতপত্রৈর্ব্যজনেচ্চ শোভিতঃ ।  
 নীলাঙ্গদাদ্যৈর্হনুংপ্রাধানৈঃ  
 সমায়ুতো রাঘবমন্ত্যপাঙ্করিঃ ৬৩

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

বর্তোহধ্যায়ঃ ।

দৃষ্টুং রামং সমাদীনং গুহাঘারি শিলাভলে ।  
 চৈলাজিনবধং শ্যানং কটামৌলিবিরাঞ্জিতম্ ১ ৷  
 বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচাক্ষুসুবাধুলম্ ।  
 সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যাৎসং বৃশপক্ষিণঃ ২ ৷  
 রথানদুরাং সমুৎপত্য বেধাং স্ত্রীবৈলক্ষণো ।  
 রামস্ত পায়রোরোগে পৌত্বকৃত্তিসংযুক্তো ৩ ৷  
 দ্বাভঃ স্ত্রীকুমারিণ্য পুটীনাগরমঙ্কিতৈঃ ।  
 স্থাপরিষা বধাক্ষরং পূজয়ামাস ধর্মস্বিত ৪ ৷  
 ততোহত্রবীক্শুপ্রোঃ স্ত্রীবো ভক্তিমনস্বিতী ।  
 দেব পশ্য সমারাজীং বানরাণাং মনুজবৈ ৫ ৷  
 হুচিৎপাঙ্কিতমুতা বেকশশরেনিহিতাঃ ।

বানাবীপসরিট জুলবাসিনঃ পর্কভোপমাঃ । ৩  
 অমধ্যাতাঃ সবারাতি হরঃ কানরুপিনঃ ।  
 নর্কদেবাংশসকৃত্যঃ সর্কে সুভাশিরাণাঃ । ৭  
 অত্র কেচিন্দ্রবলাঃ কেচিন্দ্রবলোপমাঃ ।  
 নজাহুডবলাঃ কেচিন্দ্রেহমিতবলাঃ প্রোভো ১৮  
 কেচিন্দ্রনকুটাভাঃ কেচিং কবকসমিতাঃ ।  
 কেচিন্দ্রভক্তভবনো দীর্ঘবালান্তথাপরে । ২  
 ভক্তকটিকসভাশাঃ কেচিন্দ্রাকসময়িতাঃ ।  
 পর্কভুঃ পরিতো বাস্তি বানরা সুভকাজিগ্নঃ । ১০  
 ব্রহ্মজ্ঞাকারিণঃ সর্কে কলমূলাননাঃ প্রোভো ।  
 ককানামিধিপো বীরো জ্ঞানবান নাম বুদ্ধিমান্ । ১১  
 এষ মে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভয়কনুশপঃ ।  
 হনুমানেষ বিখ্যাতে মহাসকলরাজেশ্যে । ১২  
 বাহুপ্রোহোহতিভেভস্বী সত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ ।  
 নল নীলশচ নবরৌ পবাকো পঙ্কনামনঃ । ১৩  
 শরভো যৈদবশ্চব পঙ্কঃ পনস এষ চ ।  
 বলীমুখো দধিমুখঃ সুবেগস্তার এষ চ । ১৪  
 কেশরী চ মহাসকঃ শিতা হনুভো বলাী ।  
 এতে মে যুধপা রাম প্রোধানেন মনোদিতাঃ । ১৫  
 মহান্নানো মহাবীঘ্যাঃ পঙ্কতুল্যপরাক্রমাঃ ।  
 এতে প্রোভোকৃতঃ কোটিকোটিবানরবুধপাঃ । ১৬  
 তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্কে সর্কে দেবাংশসম্ভবাঃ ।  
 এষ বাসিন্দ্রুতঃ শ্রীমানস্রনো নাবিক্রুতঃ । ১৭  
 বাসিন্দ্রুল্যবলো বীরো রাকসানাং বলাভকঃ ।  
 এতে চান্তে চ বহুবদ্ধদর্বে ভ্যক্তজীবিতাঃ । ১৮  
 যোক্তারঃ পর্কভাট্রৈশচ নিপুণাঃ শক্রঘাতনে ।  
 আজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ সর্কে তে বশবর্তিনঃ । ১৯  
 নামঃ স্ত্রীবমাসিক্য হর্ষপূর্ণাশ্রমোচনঃ ।  
 প্রোহ স্ত্রীব জানাসি সর্কে ত্বং কার্যগৌরবম্ ২০  
 সার্বধীর্ধং হি জানক্যা নিযুক্তং যদি রোচতে ।  
 ক্রভা রামত বচনং স্ত্রীবাঃ ক্রীতমানসঃ । ২১  
 শ্রেবরামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ ।  
 দিক্ সর্কাস্ত্র বিবিধান্ বানরান্ প্রোথ সস্তরম্ । ২২  
 দক্ষিণং বিশমত্যাধং প্রথয়েন মহাবলান্ ।  
 সুবরাক জ্ঞানবতং হনুশক্তং মহাবলম্ । ২৩  
 নলং সুবেগং শরভং যৈকং বিবিদমেব চ ।  
 শ্রেবরামাস স্ত্রীবো বচনকেশবরবীম্ । ২৪  
 বিচিবদ্ধ প্রথয়েন ভবন্তো জানকীং ভক্তাম্ ।  
 বাসাববাহু নিবর্তকং মহাপনপুয়সরাসাঃ । ২৫  
 সীতামনুষ্ঠ । বর্ষি বো বাসাহুর্ভং দিবং ভবেৎ ।  
 তথা প্রোপাভিক্যং বণং নভ্য প্রোশ্যশ্ব বানরাসাঃ । ২৬  
 ইতি প্রোহাশ্য স্ত্রীবো বানরান্ ভীষণিক্রমাৎ ।  
 রামত পাঠে শ্রীরামং নভ্য টোলবিবেক কঃ । ২৭

পঙ্কতং বাহুতিং বৃষ্ট । সানো বচনমত্রবীৎ ।  
 অভিজ্ঞানার্থমেভয়ে হনুসীলকমুভবম্ । ২৮  
 বনবাহিকরসংযুক্তং সীতাং দীরতাং বহঃ ।  
 অসিনু কাণ্ডে প্রোহাশ্ব হি কমেব কপিসত্তম ।  
 জানাসি সখং তে সর্কে পঙ্ক পথাঃ ভক্তভব ২৯  
 এং কপীনাং রাজ্য তে বিস্ট্রীঃ পরিমাগণে ।  
 সীতায়্য অজবমুখা বত্রমুত্তরে উত্র হ । ৩০  
 ভবন্তে বিখ্যাহনে হনুশুতঃ পর্কভোপমম্ ।  
 রাকসং ভীষণাকারং ভক্তনৃতং যুগান্ নজান্ । ৩১  
 রাবণোহরমিতঃ জ্ঞাত্বা কেচিদানরপুত্রবাঃ ।  
 জহঃ কিলকিলাশকং মুকুভো মুষ্টিতিঃ কণাৎ । ৩২  
 নায়ং রাবণ ইত্যুক্তা বনুরভ্রসহহনম্ ।  
 তুবাতীঃ সলিলাং উত্র নাবিনেন্ হরিপুত্রবাঃ । ৩৩  
 বিভ্রবন্তো মহারশ্যে শুককঠেঠিতালুকাঃ ।  
 হনুভর্গহনম উত্র ত্বপগ্নাবৃত্তং মবৎ । ৩৪  
 অর্ধিশকান্ ক্রোকহংসান্ নিঃসত্যান্ হনুশুভুতঃ ।  
 অন্ত্রান্তে সলিলাং নুনং প্রোবিশামো মহাওহাম্ । ৩৫  
 ইত্যুক্তা হনুমানশ্চে প্রোবিশেপ ভবময়ঃ ।  
 সর্কে পরশারঃ ব্রহ্ম বাহনু বাহুভিক্রংসুকাঃ । ৩৬  
 অন্ধকারে মহমুদুরং পতাপশ্রম্ কপীবরাঃ ।  
 জলাশয়ান্ মণিনিভতোয়ান্ কলক্রমোপমান্ । ৩৭  
 যুকান্ পকলৈলনত্রান্ মনুপ্রোবসমমিতাম্ ।  
 পূহান্ সর্কওপোশেতান্ মণিবদ্রাণিপুরিতান্ । ৩৮  
 দিব্যভক্ষ্যারসহিতান্ মাধুর্থেঃ পবিব্রজিতান্ ।  
 বিশিতাত্তর ভবনে দিব্যে কলকবিত্তরে । ৩৯  
 প্রভয়া দীপ্যমানান্ত বশুতঃ স্তিরনেকলান্ ।  
 য্যায়তীঃ চীরবলনাং যোগিনীং যোগসাহিত্যম্ ৪০  
 প্রবেশুতাং মহাতাশাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাসাঃ ।  
 বৃষ্ট । তান্ বানরান্ দেবী প্রোহ বৃং কিমাপতাঃ ৪১  
 কুতো বা কস্য কুতা বা মংহানং কিং প্রধর্ষৎ ।  
 তঙ্কুত্বা হনুমানাহ শূণ বক্যাসি দেবি তে । ৪২  
 অবোধ্যাবিশিডিঃ শ্রীমান রাজা দশরথঃ প্রোভুঃ ।  
 তত্র পুত্রো মহাতাপো জ্যোষ্ঠো রাম ইতি ক্রুতঃ ৪৩  
 শিতুরাজ্যং পুরকৃত্য সভাধ্যঃ দানুকো বনম্ ।  
 পতন্ত্রে জতা জর্ষস তস্য সাক্ষী চুরাশ্বনা ৪৪  
 রাবণেন ভতো রাকঃ স্ত্রীবাং সাহুজো বধো ।  
 স্ত্রীবো শিত্রভাবেন রামত প্রিয়বদ্রভাম্ । ৪৫  
 বনরকমিতি প্রোহ ভতো বয়মুপাশতাঃ ।  
 ভতো বনং বিচিবন্তো জানকীং জলকাজিগ্নঃ ৪৬  
 প্রমিতী পঙ্করং যোয়ং দৈবদত্তে সদাপাতাঃ ।  
 ত্বং বা কিমর্ষজাসি কা বা সৎ বদ নঃ শুভে ৪৭  
 যোগিনী চ তথা বৃষ্ট । বানরান্ প্রোহ হৃষ্টবীঃ ।  
 যর্ধেইং কলমূলানি জপকা শীতানুতং পরঃ । ৪৮



আপনকৃত ভক্তো বক্ষো মম বুদ্ধান্তমাহিতঃ ।  
 তথেষু কৃষ্ণা সীতা চ লষ্টেষু সর্কবানরাঃ । ৪৩  
 শ্বেচ্যোঃ সন্যাসং পত্যা তে বক্তাঃশমিপটীঃ শিভাঃ ।  
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং যোগিনী শিবদর্শনবা । ৫০  
 হেমা নাম পূবা শিব্যরূপিত্বি বিম্বকর্ষণঃ ।  
 পূত্রী মহেশং সূত্যন তোষয়ামাস ভায়িনী । ৫১  
 তুষ্টৌ মহেশঃ প্রদক্ষাবিধং দিব্যপুং মহং ।  
 অত্র স্থিতা সা স্তম্ভতী বর্ষণামবুতাতুতম্ । ৫২  
 তত্র অহঃ সখী বিকৃতংপরা মোক্ষকাজ্জিনী ।  
 নামা সয়ংপ্রতা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পূবা । ৫৩  
 গচ্ছতী ব্রহ্মলোকং সা মারাহেশং তপস্চর ।  
 অত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্কপ্রাণিবিবর্জিতো । ৫৪  
 ত্রেতাযুগে দাশরথিকু ভা নারায়ণোহব্যয়ঃ ।  
 ভক্তারহরণার্থায় বিচরিত্তি কাননে । ৫৫  
 মার্গস্তো বাসরাস্তত্র ভাধ্যামার্যন্তি তে গুহায় ।  
 পুঙ্কয়িত্তাধ তানু গভা রামং স্বধা প্রবৃত্ততঃ । ৫৬  
 যাভাসি ভবনং বিকোর্ম্মোগিগম্যং সনাতনম্ ।  
 ইতোহহং গচ্ছমিচ্ছামি রামং ত্রৈলোক্যে ত্বর্যথিতা । ৫৭  
 যুগং পিতৃকক্ষমৌপ গমিব্যধ বহিঃস হাম্ ।  
 তথৈব চক্কে বেগাদ্গগতাঃ পূর্কস্থিতং বনম্ । ৫৮  
 সাপি ত্যক্তা গুহাং শীভ্রং যয়ো রামসম্মিধিম্ ।  
 তত্র রামং সত্ৰগ্রীরং লক্ষণক দ্বন্দ্ব হ । ৫৯  
 কৃষা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃসুখীঃ ।  
 আহ গৃহলক্ষ্য বাচা রোমাকিত্তভক্তকথা । ৬০  
 দাসী তবাহং রাজেন্দ্র দর্শনার্থমিহাগতা ।  
 বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে দুচরং তপঃ । ৬১  
 গুহার্যং দর্শনার্থং তে কলিতং মেহম্য তং তপঃ ।  
 অন্না হি ত্বাং নমস্তামি মায়ামাঃ পরতঃ স্থিতম্ । ৬২  
 সর্কভূতেষু চাপদ্যং বহিরস্ত্রবস্থিতম্ ।  
 বোগম্যায়াজ্জবনিকাক্ষুরো মাহুবধিগ্রহঃ । ৬৩  
 ন লক্ষ্যসেহজ্ঞানদৃশ্যং শৈলগ্নে ইব রূপধুক্ ।  
 মহাত্মগবতান্যং স্বং ভক্তিবেদবিধিংসম্রা । ৬৪  
 জবতীর্গেহসি তগবনং কথং জানামি তামসী ।  
 লোকে জানাতু বঃ কচিৎ তব ত্বং ববৃত্তম্ । ৬৫  
 মমৈতদেব রূপং তে যদা ভাতু হুয়ালয়ে ।  
 রাম তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ । ৬৬  
 অদর্শনং চরাণীম্যং সন্যাসপুত্রির্দর্শনম্ ।  
 ধনপূত্রকলত্রামিবিবিকৃত্তিগিরিপিত্ত ।  
 অকিকনখনং ত্বায়া শুক্তিতাতু কুলোহর্হতি । ৬৭  
 নিবৃত্তগুপমার্গায় দিকিকনখনায় তে । ৬৮  
 নমঃ স্বাম্বাভিরামায় নিঃপরি গুণাশ্রবে ।  
 কালরূপিনীশাননাস্রিখমোক্ষবর্জিতম্ । ৬৯  
 লবং চরন্তং সর্করে মতে স্বং পুংসং পতম্ ।

দেব তে চেষ্টিতং কচিৎ বেদ স্তুতিভবনম্ । ৭০  
 ন তেহুতি কচিৎস্থিতো বেদো বা পর এব চ ।  
 স্বমার্যশিহিতামাসদ্ব্যং পশ্যন্তি তথ্যরিবম্ । ৭১  
 অকৃত্যকর্ক রীমত দেব তির্ঘ্যত ন্যায়িনু ।  
 জগত্কার্মিকং বহুং তবত্যক্তমিভবনম্ । ৭২  
 তামাহরকরং জাতং কথ্যপ্রবশিসিদ্ধরে ।  
 কেচিং কোশলরাজত্ তপসঃ কলসিদ্ধরে । ৭৩  
 কৌসল্যায় প্রার্থমানং জাতমাহঃ পরে জনায় ।  
 হুষ্টরাকসতুভারহরণার্থিতো বিতুঃ । ৭৪  
 ব্রহ্মণা নররূপেণ জাতোহরমিত্তি কেচন ।  
 শূনুতি শ্রামিত্তি চ বে কথ্যতে রঘুনন্দন । ৭৫  
 পশ্যন্তি তব গুণসংক্র ভরণবহুভারপম্ ।  
 কুমার্যগুণবজ্জাহং ব্যতিক্রিয়াং গুণাভ্রয়ম্ । ৭৬  
 কথং ত্বাং দেব জ্ঞানীম্যং ত্বোক্তঃ বাহবিবয়ং বিবুধ  
 স্তামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরণিভম্ ।  
 লক্ষণেন সহ ত্রায়ো ব্রজীবামিত্তিমিভম্ । ৭৭  
 এবং ত্বতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রেমরঃ প্রণতাশ্রয়ং ।  
 উবাচযোগিনীঃ তক্ত্যং কিং তে মনসিকাজিতম্ ৭৮  
 সা প্রাহ রাববং তক্ত্যা ভক্তিং তে তক্তবংসল ।  
 বত্র কুত্রাপি জাতায় নিশ্চলাং দেহি মে প্রতো ৭৯  
 স্বভক্তেষু সয়া সখো ত্বর্যমো প্রকৃত্তেষু ন ।  
 জিহ্বা মে রাম রামেতি তক্ত্যা বদতু সর্কবা । ৮০  
 মানসং শ্যানসং রূপং সীতালক্ষণসংযুক্তম্ ।  
 ধনুর্বাণধরং পীতবাসসং মুহুটোজ্জলম্ । ৮১  
 অকট্টেন পুরেণু কুমারীঃ কোভক্তকুণ্ডলৈঃ ।  
 শীভ্রং অরতু বে বাম বরং নাভ্রং বৃণে প্রতো । ৮২  
 শীরাস উবাচ ।  
 ভবত্বেবং মহাত্মানে গচ্ছ স্তং বদরীখনম্ ।  
 তত্রৈব মাং অরতী ত্বং ত্যক্তে দং তুতপঞ্চকম  
 মামেব পরমাত্মনমচিরাং প্রেতিপচ্যসে । ৮৩  
 শ্বেচ্য রমুগুণবতোহমৃতসারকক্ষ  
 গভা তত্রৈব বদরীতরুখণ্ডকুটম্ ।  
 তীর্থং তথা রঘুপতিং মনবা নরতী  
 ত্যক্ত্য কবেরবনবাণ পরং পং সা । ৮৪  
 ইতি বর্চোহব্যায়ঃ ।  
 ———  
 সপ্তমোহিব্যায়ঃ ।  
 স্বপ অত্র নরসীনা বুদ্ধবৎগু সন্যাসঃ ।  
 চিত্তযজ্ঞো বিম্বহৃতং সীতামার্গদর্শিতাং । ১  
 ত্রয়োশ্রীকর কাশ্মিরায়নং বাবরাজ ।  
 ভবত্বং কবেরবনবাণ মনো বৃণে পতংসুভবৎ  
 সীতা বাসিকার্যজিত্তি ২০০

স্বৰ্গ পছন্দঃ কিকিছরীঃ স্ত্রীবোধস্থান হনিয়তি ৩  
 বিশেষতঃ শক্রহৃত্যং মাং সিন্ধাছিমিমাতিঃ ।  
 বসি তত্র কৃত্ত প্রীতিরহং রামেণ বসিতঃ । ৪  
 ইদানীং রামকাৰ্য্যং মে ন কৃত্তঃ উদ্বিগ্নং তমেৎ ।  
 তত্র বহুমনে নুনং স্ত্রীনিভ হুয়াস্মনঃ । ৫  
 বাহুবল্যং ভ্রাতৃত্বাৰ্থং পাশাঙ্কহুত্বভ্যসৌ ।  
 ন বহুহরমভ্যং পার্থং তত্র বানরপুত্রবাঃ । ৬  
 ভ্যক্ষ্যামি জীবিতকালং বেন কেনাপি বৃত্ত্যান ।  
 ইত্যঞ্জনয়নং কেচ্ছিহুই । বানরপুত্রবাঃ । ৭  
 স্যাবিতাঃ সাজ্জনয়না যুবরাজমথাক্ৰেবন্ । ৮  
 কিমর্থং তব শোকোহত্র বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ ।  
 শ্রবাণো নিবসামোহত্র শুভায়াম্ ভুববর্জিতাঃ । ৯  
 সৰ্ব্বদৌত্যগ্যমহিতং পূৰ্বং দেবপুঞ্জোপমম্ ।  
 শনৈঃ পরশ্চরং ব্যাক্যং বদতাং সাক্তভাঙ্কজাঃ । ১০  
 ক্ৰত্বাস্বদ্বং সমাপিত্বা প্রোবাচ নরকোবিধঃ ।  
 বিচার্য্যতে কিমর্থং তে দুৰ্বিচারো ন যুক্ত্যতে । ১১  
 রাজোহত্যভ্যশ্ৰিয়ম্বং হি ভার্য্যপুত্রোহতিবদন্তঃ ।  
 রামত লক্ষণাং প্রীতিভুবি নিত্যং প্রবৰ্ত্ততে । ১২  
 অতো ন রামবাতীতিভব রাজো বিশেষতঃ ।  
 অহং তব হিতে নকো বৎস নাত্মং বিচারয় । ১৩  
 শুভাবাস্ত শিক্ৰেণ ইত্যুক্তং বানরেষু বৎ ।  
 তমেতদ্ভ্রামবাণানামতেদ্যং কিং জনস্তমেঃ । ১৪  
 যে স্থাং দুৰ্বোধমভ্যেত্যেতং বানরা বানরবৃত্ত ।  
 পুত্রদারানিকং ত্যক্তুং কথং স্বাজতি তে বরা ১৫  
 অত্রদুঃখতরুং বন্যো রহস্তং শৃণু মে হুত ।  
 রামো ন বাসুৰো গেষং সাক্ষাভার্য্যগৌহব্যরঃ ১৬  
 সীতা ভববতী বারা জনমবোধকারিণী ।  
 লক্ষণো ভুবনানারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ কণীধরঃ । ১৭  
 ব্রহ্মণা প্রাৰ্থিতাঃ সৰ্ব্বে রক্ষোপগবিনাশনৈঃ ।  
 বারানাহুবভাবের জাতা পৌত্রকরক্ষকাঃ । ১৮  
 বয়স্ক পার্ধবাঃ সৰ্ব্বে বিকোবৈকুৰ্ণবাসিনঃ ।  
 মহ্যুভাবমাশয়ে বেষ্টিয়া পৰমায়নি । ১৯  
 বয়ং বানররূপেণ জাতাত্তৈব হারয়া ।  
 বহুত তপসা পূৰ্ণসাহায্যং কৃত্বতঃ পতিম্ । ২০  
 তেদৈবস্বস্থীতাঃ স্ত্রঃ পার্ধকমুপারিতাঃ ।  
 ইদানীমপি তস্যৈব দেবাঃ কৃত্তেব হারয়া । ২১  
 পুনৰ্বেকুৰ্ণদাহাত্য হুৰ্যং স্বাজিতমে কচ্ছ ।  
 ইত্যকম্ভবাশাত শতা বিকসং মহাতপস্ । ২২  
 বিচিন্তোহৎ শক্রকৈশ্বিনীঃ সাক্ষাৎপুত্রেণ ।  
 ভীরে বহুশ্ৰোণ্যবিরক্তং পবিত্রং পাৰ্ধবায়ম্ । ২৩  
 হুই । সমুৎসাহস্পারবণাং কবরহনম্ ।  
 বানরা হরমহুতঃ কিং কুৰ্ণ ইতি স্যনিয় । ২৪  
 শিবহুবমেরীয়ে সৰ্বে কিকিছরীকথন

ময়রামাহুকন্যোভমরকাৰ্য্য মহাবল্যঃ । ২৫  
 ভ্রমভাবৈব নো বাসো পতোহইত্ৰৈব শুভাতমে  
 ন হুই । হারবণো বাল্য সীতা বা জনকানুজা । ২৬  
 স্ত্রীবতীকমণ্ডোহস্থানু দিহন্তেভ্যেব ন লক্ষয় ।  
 স্ত্রীববধতোহসাক্তং ত্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্ । ২৭  
 ইতি নিশ্চিত্য তত্ৰৈব কর্তানাতীৰ্থী সৰ্ব্বতাঃ ।  
 উপাধিবৈভবন্তে সৰ্ব্বে মরণে কৃত্তমিশ্চর্য্যঃ । ২৮  
 এতন্নিয়ন্তরে তত্র মহেশ্রোজিগুহাজরাৎ ।  
 নিগত্য পুনৰ্বেক্সাশাদুগ্ৰঃ পর্ততমসিতঃ । ২৯  
 হুই । প্রায়োপবেশেন স্থিতানু বানরপুত্রবানু ।  
 উবাচ শনৈকশৃণুঃ প্রোশ্নো ভকোহন্য মে বহুঃ । ৩০  
 একৈকশঃ ক্রমাৎ সৰ্ব্বানু ভক্সামি সিনে কিসে ।  
 ক্ৰত্বা তদ্বৃথুপনচনং বানরা তীতমানসাঃ । ৩১  
 ভক্সিযতি স্ত সৰ্ব্বানবৌ গৃথো ন সংশয় ।  
 রামকাৰ্য্যক্ সাশ্চাৰ্ভিঃ কৃত্তঃ কিকিছরীধরঃ । ৩২  
 স্ত্রীবস্যাপি চ হিতং ন কৃত্তং স্বাশ্বামাপি ।  
 বুধানেন বৎসঃপ্রোশ্না পছিবো বনসাবনম্ । ৩৩  
 অহো জটায়ুৰ্ণাস্তা রামকৰ্ণে মৃতঃ স্ত্রীয ।  
 যোকং প্রাপ হুয়াবাপং যোগিনামপ্যনিদমঃ । ৩৪  
 সম্পাতিস্ত জ্ঞানী শাক্যং ক্ৰত্বা বানরভাবিতম্ ।  
 কে বা বৃৎস নম ভ্রাতুঃ কর্ণপীহুবসমিতম্ । ৩৫  
 জটায়ুরিতি নাথায়্য স্থাহরন্তঃ পরশ্চরম্ ।  
 উচ্যতাং বো তয়ং মা কৃত্তন্তঃ প্রবসন্তমাঃ । ৩৬  
 তমুবাচাজবঃ স্ত্রীমাহুশিতো গৃহসমিধো  
 রামো দাশরথিঃ সীমানু লক্ষণেন সমবিতঃ ৩৭  
 সীতয়া ভার্য্যা সাক্ষিং বিচচাৰ মহাবনে ।  
 তত্র সীতা হতা সাক্ষী রাবণেন দুয়াস্মন । ৩৮  
 মৃগয়াং নিগতে রামে লক্ষণে চ হুতা বলাৎ ।  
 রাম রামেতি ক্ৰোশতী ক্ৰত্বা গৃহঃ প্রেতপবানু । ৩৯  
 জটায়ুৰ্নাম পক্ষীশ্ৰো হুত্বং কৃত্বা হুদাশনম্  
 রাবণেন হতো বীরো রাববার্ধং মহাবলঃ । ৪০  
 রামেণ নকো রামত সাহুত্মসনমং দশাৎ ।  
 রামঃ স্ত্রীবসমানাশ্য লক্ষ্যং কৃত্বামিসাক্ষিকম্ । ৪১  
 স্ত্রীবচোদিভো হুয়া রাগিনঃ হুত্বাসনং  
 রাজ্যং নবো বানরপাং স্ত্রীবার মহাবলঃ । ৪২  
 স্ত্রীবঃপ্রেরয়াম্ভন সীতারাঃ পরিমার্গণে ।  
 অস্থানু বানরবুকানু বৈ মহাসনানু মহাবলঃ । ৪৩  
 নানাদর্শয়িত্বি কর্ণকং নো চেৎপ্রাণিনু হরাসি ক ।  
 ইত্যাক্তরা ভকোহন্যনিস বনে বহুহরমহাণাঃ । ৪৪  
 হতো মনো ন জননীয়াঃ সীতাং বা সাক্ষিক বা ।  
 মৰ্ত্তং প্রায়োপবিতাঃ কৃত্বীরে লক্ষণাবিধেঃ । ৪৫  
 বদি জানানি হে পক্ষিনু সীতাং কথং মা তত্বানু  
 অহরহয় বয়ং ক্ৰত্বা সম্পাতিস্ত উপাসনঃ । ৪৬

উবাচ হংপ্রিয়ো ভ্রাতা জটীকুঃ প্রবশেধরাঃ ।  
 সুহবর্ষলহস্রোভে ভ্রাতৃবার্তাঃ শ্রুতাঃ সয়াঃ ৪৭  
 ক্রীকসহায়ং করিব্যোহং ভবতাং প্রবশেধরাঃ ।  
 জটীকুঃ সগলিদানায় নয়স্বয়ং মাং জলাভিকম্ ৪৮  
 পতাং সর্কং শুভং ভবেৎ ভবতাং কার্যসিদ্ধয়ে ।  
 তথৈতি সিদ্ধান্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্ ।  
 সোহপি তৎসলিলে ভ্রাতা জটীকুর্ভক্তা জলাভিকিম্ ৪৯  
 পুনঃ বহ্মানমাসায়া স্থিতো নীতো হরীধরৈঃ ।  
 সম্পাতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহরবনম্ ৫০  
 লক্ষা নাম নগৰ্য্যতে ত্রিকূটপিরিমুর্ধনি ।  
 তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীতিঃ সুরক্ষিতাঃ ৫১  
 সমুদ্রমাধ্যে সা লক্ষা শতবোজনদূরতঃ ।  
 কৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ৫২  
 গৃহেচ্ছাদুদূরদৃষ্টমে নাত্র সংশয়িতুং কামম্ ।  
 শতবোজনবিন্দীর্ণং সমুদ্রং বস্ত লক্ষ্যয়েৎ ৫৩  
 স এব জানকীঃ কৃষ্টী পুনরায়াস্যতি ক্রমম্ ।  
 অহমেব হুরাসানং রাবণং হস্তমুৎসহে ৫৪  
 ভ্রাতৃহস্তারযেকাকী কিত পক্ষবিনাক্রিতঃ ।  
 ব্রতক্ষমতিষয়েন লভিবতুং সরিতাম্পাতিম্ ।  
 ততো হস্তা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাদিগম্ ৫৫  
 উন্নত্য সিদ্ধং শতবোজনায়তং  
 লক্ষ্যং প্রবিশ্যাধ বিদেহকন্যকাম্ ।  
 কৃষ্টী সমাভ্যত চ বারিবিৎ পুন-  
 ভর্ত ৭ সমৰ্থঃ কতমো বিচার্য্যতাম্ ৫৬

ইতি শল্যমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অথ তে কোতুকবিষ্টিঃ সম্পাতিং সর্কবানরাঃ ।  
 পপ্রাক্কূর্ভগবনু ত্রিহি যমুদন্তং তনাদিতঃ ১  
 সম্পাতিঃ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং পুরাকৃতম্ ।  
 অহং পুরা জটীকুচ ভ্রাতরৌ রুচুবোবনৌ ২  
 বনেন বর্পিতাবান্যং বনজিঙ্ঘাসরা ধর্গৌ ।  
 সূর্য্যমণ্ডলপৰ্য্যন্তং পশ্চৎপতিভৌ সন্ধ্যাং ৩  
 বহুবোজনসাহস্রং গভৌ তত্র প্রোয়গিতঃ ।  
 জটীকুস্তং পরিদ্রাভুং পশ্চৈক্সাহস্য মোহতঃ ৪  
 হিডোহং ব্রহ্মজিহ্ব উপকোহম্বিন বিহ্যমুর্ধনি ।  
 পতিভৌ হুরপতনামুষ্টি ভোহং কপীধরাঃ ৫  
 বিনত্রয়ং পুনঃপ্রাপস্বহিতো বতপক্ষকঃ ।  
 বেশং বা পিরিকূটান্ কী র জালে ভ্রাতৃবানসঃ ৬  
 বনৈকরীশ্য নয়নে কৃষ্টী তত্রোজবং শুভম্ ।  
 শনৈঃ বনৈরাক্রমত সৰ্বাপি স্তম্ভানহম্ ৭  
 তস্ময়্য নাম মুলিরাট কৃষ্টী কস বিসিতোহংবদং ৮

সম্পাতে কিমিদং তেহ্য বিক্রমং কেন বা কৃতম্  
 জানামি স্বায়ং পূর্কমভ্যন্তং কনবানসি ।  
 মজৌ কিমৰ্থং তে মজৌ কৰ্য্যতাং বদি বস্তসে ৯  
 ততঃ বচেষিতং সর্কং কথরিষ্যতিহুবিভিতঃ ।  
 অক্রবং মুলিশাখ সৎ দেহেহং দাববক্ষিমা ১০  
 কথং ধারিতুং মজৌ বিপকো জীবিতং প্রেতো ।  
 ইত্যুক্তোহং মুলিবীক্ষ্য মাং দরাক্ষবিলাচনঃ ১১  
 পুং বৎস বচো বেহ্য শ্রুত্বা কুরু বধেষিতম্ ।  
 দেহমূলমিদং হংবৎ দেহঃ কর্ষসমুত্তবঃ ১২  
 কর্ষ প্রবর্ততে দেহেহংবুধ্যা পুরুষত্ব হি ।  
 অহংকারস্থনাধিঃ তাদবিদ্যাসত্তবো জড়ঃ ১৩  
 চিচ্ছারয়া সত্বা মুক্তশরীরপি ৩৩৭ সত্বা ।  
 তেন দেহত্ব তাদাভ্যাদেহশ্চেতনবানু ভবেৎ ১৪  
 দেহোহংহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোহংহকৃতেনলাৎ  
 তমূল এব সংসারঃ সুখতুঃখাদিসাধকঃ ১৫  
 আত্মনো নির্বিকারত্ব মিথ্যাভাদাত্ম্যতঃ সত্বা ।  
 দেহোহংহং কর্ষকর্তাহমিতি সত্বস্য সর্কমা ১৬  
 জীবঃ করোতি কর্ষাণি তৎকলৈবধ্যতেহবশঃ ।  
 উচ্ছাধো জমতে মিত্যং পাণপুণ্যাস্তকঃ স্বয়ম্ ১৭  
 কৃতং ময়্যধিকং পুণ্যং বজ্রদানাদি নিশ্চিতম্ ।  
 স্বর্গং গত্বা সুখং ভোজ্যে ইতি সত্ববানু ভবেৎ ১৮  
 তথৈবাধ্যাসতস্তত্র চিরং ভুজুং সুখং মহৎ ।  
 কীপপুণ্যঃ পতত্যর্কসিনিচ্ছন কর্ষচৌচিতঃ ১৯  
 পতিত্বা মণ্ডলে চোকোত্তভো নীহারসংযুতঃ ।  
 তুমৌ পতিত্বা ত্রীছাধৌ তত্র হিডা চিরং পুনঃ ২০  
 তুত্বা চতুর্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈবু জ্যতে ততঃ ।  
 রেভৌ তুত্বা পুনস্তেন গভৌ ত্রীয়ো নিধিকিতঃ ২১  
 যোনিরন্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্ ।  
 যিনৈসেকেন কলগং তুত্বা রুচুত্বমাপুয়াৎ ২২  
 তৎপুনঃ পক্ষরাজেণ সুব দাকারতমিরিৎ ২৩  
 শল্যরাজেণ তমপি মাংসপেশীমায়য়াৎ ২৪  
 পক্ষরাজেণ সা পেশী রবিরেণ পরিপ্ততা ।  
 তস্যো এবাস্কুরোৎপত্তিঃ পক্ষবিৎপতিরাত্রিযু ২৫  
 ত্রীবা শিরস্ কক্ষত পৃষ্ঠং নস্তবোধবনম্ ।  
 পক্ষাভানি চৈতৈকক জায়তে বাসতঃ ক্রমাৎ ২৬  
 পাদিপাদৌ তথা পার্শ্বঃ কটিকাঁহুত্বৈব চ ।  
 মাসবয়াৎ প্রেক্ষরজে কনৈবৈব ন চান্যথা ২৭  
 ত্রিভিন্নসৈনঃ প্রেক্ষরজে স্বকামাং সত্বয় ক্রমাৎ ২৮  
 সর্কীচুলাঃ প্রেক্ষরজে ক্রমাগাসচুচুটরে ২৯  
 বাসা কর্ণৌ চ রেভে চ জায়তে পক্ষমাসতঃ ।  
 হস্তপংক্তিনাং তৎসং পক্ষে জায়তে তথা ৩০  
 অর্কীকু বাননতক্ষিতং কর্ণোত্তবতি কুটম্ ।  
 পায়নে চমুপহক সাত্তিতপি ভবেৎ শাখ ৩১

সপ্তমে মাসি বোবাণি শিবঃ কেশাভবেষ চ ।  
 বিভক্তাবয়ববৎ সৰ্বকং সম্পদ্যতেহ ইমে । ৩০  
 জঠরে বৰ্দ্ধতে গৰ্ভঃ ত্ৰিষা এবং বিহঙ্গম ।  
 পঞ্চমে মাসি চৈতন্ত্যং জীবঃ প্রোদ্বোতি সৰ্বশঃ ৩১  
 নাতিহৃত্ত্বায়ক্ৰেণ সাত্বিকুকাৰসায়তঃ ।  
 বৰ্দ্ধতে গৰ্ভপঃ পিণ্ডো ন মিত্তেত সৰ্বকৰ্ণতঃ । ৩২  
 সূত্বা সৰ্বাণি জন্মানি পূৰ্ণকৰ্মাণি সৰ্বশঃ ।  
 জঠরানলতপ্তোহয়সিঞ্চং বচনমব্রবীৎ । ৩৩  
 নানাৰোমিনিস্বপ্নেযু কাৰমানোহুভূতবান্ ।  
 পুত্ৰদাৰাদিসম্বন্ধং কোটিশং পশুবাঙ্কবান্ । ৩৪  
 কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যাৱাভ্যৱৈৰ্ধন্যৰ্জনম্ ।  
 কৃতং নাকরবং বিমুক্তিত্যং স্বপ্নেহপি তুৰ্ভগঃ ১০৫  
 ইদানীং তৎকলাং কুঞ্জং গৰ্ভহৃৎপং মহত্তরম্ ।  
 অশাৰতে শাখডবন্ধেহে তৃকাসম্বিতঃ । ৩৬  
 অকাৰ্য্যোণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমায়নঃ ।  
 ইত্যেবং বহধা হৃৎপমুভূত্বয় স্বকৰ্ণতঃ । ৩৭  
 কদা নিজমপং যে ত্বাদৃগৰ্ভাশ্চিরসম্মিতাং ।  
 ইত উৰ্দ্ধং নিত্যমহং বিক্ৰমেবানুপূজয়ে । ৩৮  
 ইত্যাদি চিত্তয়ন্ জীবো বোমিবলপ্রপীড়িতঃ ।  
 জায়মানোহুতিহুঃখেন নরকাং পাতকী বধা ১০৯  
 পুত্ৰিত্ৰণাম্পিতিতঃ কুমিরেষ ইবাপরঃ ।  
 ততো বাল্যাদিদুঃখানি সৰ্বকং এবং বিক্ৰমতে । ৪০  
 হুয়া চৈবানুভূতানি সৰ্বক্ৰ বিদিতানি চ ।  
 ন বৰ্ণিতানি যে গুণ বোবনাদিবি সৰ্বকতঃ । ৪১  
 এবং বেহোহুহমিত্যাদ্যভ্যাসাম্মিরয়াদিকম্ ।  
 গৰ্ভবাসাদিহুঃখানি ভবন্ত্যন্তিনিবেশতঃ । ৪২  
 তন্মাদেহবয়াদস্তমাত্মানং প্রকৃতোঃ পরম্ ।  
 জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বান্জ্ঞাতবান্ তবৎ ৪৩  
 জাগ্ৰদাদিবিনিমু ক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ ।  
 শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শাস্তমাত্মানমবধারয়েৎ । ৪৪  
 চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে নষ্টে মোহেহুজসম্ভবে ।  
 দেহঃ পততু বারহুকৰ্ণবেগেন তিত্তু ৪৫  
 বোমিনো ন হি হৃৎপং বা হৃৎপং বাজ্ঞানসম্ভবম্ ।  
 তন্মাদেহেন সহিতো বাবৎ প্রীরক্সসংকরঃ । ৪৬  
 তাবৎ তিত্তু হৃৎপেন হুং যতককুকসপৰ্বৎ ।  
 অন্যদক্ষ্যামি তে পক্ষিম্ শৃণু মে পরমং হিতম্ ৪৭  
 ত্ৰেতাযুগে দ্বাপরযুগে হুা নারায়ণোহুহবয়ঃ ।  
 রাবণস্য বদার্থায় দণ্ডকান্যপমিকতি । ৪৮  
 সীতলা ভাৰ্য্যা সাক্ষিঃ লক্ষ্মণেন সম্মিতঃ ।  
 তদাত্মেন জনকজাং প্রাকৃত্যং হহিতে বনে । ৪৯  
 রাবণশ্চোৱনরীক্ষ্য লক্ষ্মণায় হাপমিকতি ।  
 ততঃ সুগ্ৰীবনির্দেশশালায়ঃ পরিসমৰ্ণবে । ৫০  
 আপমিকতি জমবেতীৰ তত্ত্ব সন্যাসকঃ ।

হুয়া ভেঃ কাৰণবশাভবিঘ্যতি ন সংশয়ঃ । ৫১  
 তদা সীতাহিতিং ভেজ্যঃ কথংনবশাৰ্ভতঃ ।  
 তদৈব তন পকো দানুংপংভেতে পুনৰ বো । ৫২  
 সম্পাতিকৰবাচ ।  
 বোধয়ামাস বাৎ চত্ৰনামা মুনিকুলেবৰঃ ।  
 পশ্যত্ব পকো যে জ্যাতো বৃতনাবতিকোবলো ১০৩  
 বতি বোহন্ত পমিব্যামি সীতাং এক্যথ নিশ্চয়ম্ ।  
 বয়ং কুরূৰ্ণং হুল জ্যাসমুদ্রস্ত বিলম্বনে । ৫৪  
 বনামশ্বুতিমাত্ৰভোহপমিমিতং  
 সংসারবাৰাংনিবিং  
 তীৰ্ত্বা গচ্ছতি হৃভনোহপি পরমং  
 বিকোঃ পথং স্বাৰতম্ ।  
 তত্ৰৈব স্থিতিকারিণম্ভিজ্ঞপতাং  
 রাবণ্য ভক্ত্যঃ শ্ৰিয়াঃ  
 বয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্ৰতরণে  
 শক্তাঃ কথং বানরাঃ । ৫৫  
 ইত্যহুঃমোঘায়ঃ ।

নবমোহুধ্যায়ঃ ।

গতে বিহারসা গুণরাজে বানরপূজবাঃ ।  
 হৰ্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ সীতাৰ্ণশ্চলাপমাঃ । ১  
 উচুঃ সমুদ্রং পশুন্তো নক্ৰচক্ৰভরকরম্ ।  
 তরঙ্গাদিতিক্ৰমক্সাকাশমিব হুগ্ৰে হম্ । ২  
 পরস্পরমবোচন্ বৈ কথমেবং ভৱারহে ।  
 উবাচ চাক্ৰগত্ব পৃথুৰ্ণং বানরোত্তমাঃ । ৩  
 তবন্ত্ৰোহুত্যান্তবলিনঃ শূৰাশ কৃতবিত্ৰিমাঃ ।  
 কো বাত্ বারিষিং তীৰ্ত্বা রাজকাৰ্য্যং কৰিত্তি ।  
 এতেবায় বানরাণাং সাং প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ ।  
 অতোত্তিত্তু মে শীৰং পূরতো বো হুহবল্যঃ ৫  
 বানরাণাং সৰ্বোবাং রাহস্ৰগ্ৰীষরোমপি ।  
 স এব পালকো ভুৱানাত্ৰ কাৰ্য্য বিচারণা ৬  
 ইত্যুক্তে ব্ৰৱাজেন তুকাং বানরসৈনিকায় ।  
 আসন্ মোহুঃ কিকিৰাণি পরস্পরবিলোকিনঃ । ৭  
 অক্সমুখিবাচ ।  
 উচ্যতাং বৈ বলং সৰ্বকৈঃ এতেকং কাৰ্য্যদিক্ৰয়ে ।  
 কেন বা সাধ্যতে কাৰ্য্যং জ্ঞানীমন্তননভয়ম্ । ৮  
 অজদস্য বচঃ ক্ৰুদ্রা শ্ৰোত্ৰীরা বলং পৃথক্ ।  
 বোজনানাং দশাৰক্স্য দশোক্তরপণং জগৎ ৯  
 শতাধিকাং স্বাৰবাংগ্ৰ প্রাৰ্হ মধ্যে যদৌকস্যম্ ।  
 পুয়া ত্ৰিযুক্তমে দেবে পায়ং দুৰাসলক্ষণম্ । ১০  
 ত্ৰিঃসপ্তকুৰ্ব্বোহুহবয়ং প্রপক্ষিপিবানকঃ ।  
 ইদানীং স্বৰ্ধক্ৰেছো ন পকোমি কিলজিহুং ১১

শব্দমোহপ্ৰাং মে গন্তং শক্যং পারং মহোদধেঃ  
 পুনর্লঙ্কানামার্থং ন জানামাস্তি বা ন বা । ১২  
 তমাহ জাম্ববান্ বীরস্বং রাজা নো নিয়ামকঃ ।  
 ন যুক্তং ত্বাং নিবোক্তং মে ত্বং সমর্থেহসি বদ্যসিঃ  
 অন্নদ উবাচ ।

এবং চেৎ পূর্নবৎ সর্কে স্বপ্নস্বাপ্নো দর্ভবিষ্টরে ।  
 কেনাপি ন কৃতং কার্যং জীবিতুঞ্চ ন শক্যতে । ১৪  
 তমাহ জাম্ববান্ বীরো দর্শয়িষ্যামি তে স্তুত ।  
 যেনোন্মাকং কার্যসিদ্ধির্ভবিষ্যত্যচিরেণ চ । ১৫  
 ইত্যুক্তা জাম্ববান্ প্রাহ হনুমন্তমবস্থিতম্ ।  
 হনুমন্ কিং রহন্তু কৌং স্বীরভে কার্যগৌরবে । ১৬  
 প্রাপ্তেহঞ্জেনেব সামর্থ্যং দর্শনাদ্য মহাবল ।  
 ত্বং সাক্ষাদায়ুতনরো বায়ুভূল্যপরাক্রমঃ । ১৭  
 রামকার্যার্থমেব ত্বং জনিতোহসি মহাশ্রমা ।  
 জাতমাত্রেণ তে পূর্নং দৃষ্টৌ দ্বিভুতং বিভাবসুম্ । ১৮  
 পঞ্চং কলং জিন্মকামীত্বং প্লং তং বালচেটরা ।  
 যোজনানানং পঞ্চশতং পীড়িতোহসি ততো ভূবি । ১৯  
 অতস্ত্বদ্বলমাহাশ্রম্যং কো বা শক্নোতি বধিতুম্ ।  
 উচিষ্ঠ কুরু রামস্ত কার্যং নঃ পাহি স্তত্রত । ২০  
 স্ত্রদ্ধা জাম্ববতো বাক্যং হনুমান্তিহর্ষিতঃ ।  
 চকার নানং সিংহস্য ত্রকাণ্ডং ফোটন্নমিব । ২১  
 বভূব পর্ত্তাকারিত্ত্রিক্রম ইবাগরঃ ।  
 শব্দয়িত্বা জননিধিং কৃৎস লঙ্কাং ভ্রমসাৎ । ২২  
 রাবণং সকলং হৃদানেঘে জনকমন্দিনীম্ ।  
 বদ্ধা বদ্ধা পলে রাজা রাবণং বায়পাণিনা । ২৩  
 লঙ্কাং সপর্কভাং যুত্বা রামস্যাগ্রে দ্বিপাম্যহম্ ।  
 বধা দৃষ্টৌ ব স্বীক্সামি জামকীং শুভলক্ষণাম্ । ২৪  
 স্ত্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং জাম্ববানিদমব্রবীৎ ।  
 দৃষ্টৌ বাগচ্ছ ভদ্রং তে জীবিত্বাং জানকীং শুভাম্ ২৫  
 পশ্চাদ্রামেণ সহিতো দর্শয়িষ্যামি পৌকরম্ ।  
 কল্যাণং তবতাভ্রং গচ্ছতন্তে বিহায়সা । ২৬  
 বহুস্ত্বং রামকার্যার্থং বায়ুস্বামনুগচ্ছতু ।  
 ইত্যানীর্ভিঃ সমাম্রা বিস্টেঃ প্রবপাধিশেঃ । ২৭  
 মহেস্ত্রাজিষিরো গদা বভূবাত্তপসর্পনঃ । ২৮  
 মহানপেত্রপ্রতিমো মহাশ্বা  
 সুবর্ণধর্মোহিরুপচারুবকুঃ ।  
 মহাকর্ষীশ্রাত্তর্কীর্ষবাহ-  
 বাত্যাক্রোহবৃস্তত সর্গভূতৈঃ । ২৯

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তকৌশল্যকাণ্ডম্ ।

### সুন্দরকাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শতবোজনবিন্দীর্ষং সমুদ্রং মকরালয়ম্ ।  
 নিলজ্জয়িত্বুরাননশশোহো মারুতাস্বকঃ । ১  
 ধ্যাত্বা রামং পরাশ্রামনিধং বচনমব্রবীৎ ।  
 পশুন্ত বানরাঃ সর্কে গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা । ২  
 অমোঘং রামনিমু ক্তং মহাবাণশিবাণিনা ।  
 পশ্যাম্যদ্যেব রামস্ত পত্নীং জনকনন্দিনীম্ । ৩  
 কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং পুনঃ পশ্যামি রাবণম্ ।  
 প্রাণপ্রায়সময়ে যন্ত নাম সত্বং স্মরনু । ৪  
 নরস্তীর্ষা ভবান্তোবিনপারং বাস্তি তংপদম্ ।  
 কিং পুনস্তত্ত দূতোহহং তদক্সাসুলিমুক্তিকঃ । ৫  
 তমেব হ্রদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্কারাক্ষরবারিধিম্ ।  
 ইত্যুক্তা হনুমান্ বাহু প্রসার্যায়তবালধিঃ । ৬  
 ঋজুগ্রীবোদ্ধৃষ্টিঃ সন্নাকৃকিতপদধরঃ ।  
 দক্ষিণাভিমুখঃ পুণ্ড্রবেহ্নিলবিক্রমঃ । ৭  
 আকাশাৎ স্মরিতং দেবৈর্বীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ ।  
 দৃষ্টৌ নিলমুতং দেবা গচ্ছন্তং বায়ুবেগতঃ । ৮  
 পরীক্ষণার্থং সত্বস্ত বানরস্তেজস্বক্ৰবনু ।  
 গচ্ছতোব মহানস্বো বানরো বায়ুক্রমঃ । ৯  
 লকাং প্রবেষ্টং শক্নো বা ন বা জানীমহে বলম্ ।  
 এবং বিচার্য নাশনানং মাতরং সুরসাত্তিধাম্ । ১০  
 অত্রবীদেবতায়ুগং কোত্বহলমসমধিতঃ ।  
 গচ্ছ ত্বং বানরেক্সত কিঞ্চিদিদ্বং সনাচর । ১১  
 জাম্বা তস্য বলং বুদ্ধিং পুনরেহি স্মরাধিতা ।  
 ইত্যুক্তা সা স্বধো শীঘ্রং হনুমদ্বিকারপাৎ । ১২  
 আয়ত্বা সার্গং পুরতঃ স্হিত্বা বানরমব্রবীৎ ।  
 এহি মে বলসং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে । ১৩  
 দেবৈস্বং কজিতো স্তক্ৰং কুবাসম্পীড়িতাশ্রমঃ ।  
 তমাহ হনুমান মাতরং রামস্য শাসনাৎ । ১৪  
 গচ্ছামি জানকীং স্রষ্টং পুনর্বাণ্য সত্তরঃ ।  
 রামায় কুশলং তস্যায়ঃ কথয়িত্বা স্বদাননম্ । ১৫  
 নিবেশ্যে দেহি মে সার্গং সুরমাঠে ন্মোহস্ত তে  
 ইত্যুক্তা পুনরেক্সিত সুরসা কুধিতাম্যহম্ । ১৬  
 প্রবিশ্য গচ্ছ মেস্বতং নোচেৎ স্বাং তদসাম্যহম্ ।  
 ইত্যুক্তো হনুসারায় স্ত্বং শীঘ্রং বিদারয় । ১৭  
 প্রবিশ্ত বরসং তেহস্য গচ্ছামি সুররাষিতঃ ।  
 ইত্যুক্তা যোজনানামনোহো কৃৎস পূর্নং স্হিতঃ । ১৮  
 দৃষ্টৌ হনুমতো রুপং সুরসা বক্সোদয়নম্ ।  
 মুখং চকার হনুমান্ স্হিতপং রুপরাষিতং । ১৯

ততশ্চকার সুরসা বোজনানাঞ্চ বিংশতিম্ ।  
 বক্ত্বং চকার হহুম্মাংস্ত্রিংশদ্বোজনসম্মিতম্ । ২০  
 ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্বোজনায়তম্ ।  
 বক্ত্বং তদা হনুমান্ত্ব বভূবাস্তুষ্ঠসম্মিতঃ । ২১  
 প্রবিশ্য বদনং তস্ত্রাঃ পুনরেত্য পুংঃ স্ত্রিতঃ ।  
 প্রবিশ্ঠৌ নির্গতোহংহং তে বদনং দেবি তে নমঃ ২২  
 এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনুমন্তমধাঃত্রবীৎ ।  
 গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্যং বুদ্ধিমতাং বর । ২৩  
 দেবৈঃ সশ্ৰেয়সিতাহং তে বলং জিজ্ঞাসুভিঃ কপে ।  
 দৃষ্ট্বা । সীতাং পূনর্গস্তা রামং ত্রক্ষ্যসি গচ্ছ ভো ২৪  
 ইত্যুক্তা সা বর্ষৌ দেবলোকং বায়ুভূতঃ পুনঃ ।  
 জগাম বায়ুমার্গেণ গরুত্মানিব পক্ষিরাট । ২৫  
 সমুদ্রোহপ্যাহ মৈনাকং মণিকাকনপর্কতম্ ।  
 গচ্ছত্যেব মহাসক্তো হনুমান্ মারুতাস্বজঃ । ২৬  
 রামস্য কার্যসিদ্ধার্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব ।  
 সগরৈর্নিক্কিতো বশ্মাং পুরাহং সাগরোহভবম্ ২৭  
 তস্যায়গ্নে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ ।  
 তস্য কার্যাত্মসিদ্ধার্থং গচ্ছত্যেব মহাকপিঃ ২৮  
 তুমুত্তিষ্ঠ জলাৎ ত্বর্ণং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু ।  
 স তথেষি প্রাদুরভুজ্জলমধ্যান্নহোম্নতঃ । ২৯  
 নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তস্যোপরি নরাকৃতিঃ ।  
 প্রাহ বাস্ত্বং হনুমন্তং মৈনাকোহংহং মহাকপে ৩০  
 সমুদ্রেণ সমাদিষ্টস্তু দ্বিপ্রামির মারুতে ।  
 আগচ্ছামৃতকলানি জ্ঞান পক্ষফলানি মে । ৩১  
 বিশ্রাম্যত্র ক্ষণং পশ্চাদ্গমিষ্যসি বধাহুধম্ ।  
 এবমুক্তোহং তং প্রাহ হনুমান্ মারুতাস্বজঃ ৩২  
 গচ্ছতো রামকার্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ ।  
 বিশ্রামো বা কথংমে স্যাদ্গভস্তব্যং ত্বরিতং ময়া ৩৩  
 ইত্যুক্তা স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ বর্ষৌ কপিঃ ।  
 ক্ৰিষ্ণদ রং গতস্যাস্য ছায়ান্ ছায়াগ্রহোহংগ্রহীৎ ৩৪  
 সিংহিকা নাম সা ষোড়শ জলমধ্যে স্থিতা সদা ।  
 আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাকৃত্য ভক্ষয়েৎ ৩৫  
 তদা গৃহীতো হনুমান্শ্চিন্তয়ামাস বীর্ঘ্যবান্ ।  
 কেনেদং মে কৃতং বেগরোবনং বিষকারিণা ৩৬  
 দৃষ্টতে নৈব কোহপ্যত্র বিষয়ো মে প্রজায়তে ।  
 এবং বিচিন্ত্য হনুমানন্থো দৃষ্ট্বিং প্রসারয়ৎ ৩৭  
 তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়ং সিংহিকাং ষোররূপিণীম্ ।  
 পপাত সগিলে ত্বর্ণং পঠ্যামেবাছনজ্জবা ৩৮  
 পুনরুৎপূতা হনুমান্ দক্ষিণাতিমুখো বধৌ ।  
 ততো দক্ষিণমাসান্য কুলং নানাকলক্ষমম্ ৩৯  
 নানাপক্ষিমুসাকীর্ণং নানাপূষ্পনভারতম্ ।  
 ততো দদর্শ নগরং ত্রিকুটচলমুচ্ছনি ৪০  
 প্রাকরেব হতিমু স্তং পরিখাতিশ্চ সর্কতঃ ।

প্রবেক্ষ্যামি কথং লক্ষ্যমিতি চিন্তাপরোহভবৎ ৪১  
 রাজৌ বেক্ষ্যামি হুম্মোহংহং লক্ষ্যংরাবণপালিতাম্  
 এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লক্ষ্যং জগাম সঃ ৪২  
 হুত্বা হুম্মং বপুষ্টীরং প্রবিবেশ প্রতাপবান্ ।  
 তত্র লক্ষ্যপূরীক্ষাসাক্ষ্যাক্ষসীবেশধারিণী ৪৩  
 প্রবিশন্তং হনুমন্তং দৃষ্ট্বা লক্ষা ব্যভর্জয়ৎ ।  
 কস্ত্বং বাসরূপেণ শামনাদৃত্য লঙ্ঘিনীম্ ৪৪  
 প্রবিশ্ত চোরবজ্রাত্নৌ কিং ভবান কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ।  
 ইত্যুক্তা রোষতাম্রাক্ষী পাদেনাভিজগান তম্ ৪৫  
 হনুমানপি তাং বামমুষ্টিবান্ধয়ানহং ।  
 তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুষ্টিমতী ভূশম্ ৪৬  
 উখায় প্রাহ সা লক্ষা হনুমন্তং মহাবলম্ ।  
 হস্মিন্ গচ্ছ তত্রঃ তে জিতা লক্ষা ত্বয়ানব ৪৭  
 পুরাহং ত্রক্ষণা প্রোক্তা হ্যষ্টাবিংশতিপর্ঘয়ে ।  
 ত্রেত্যুগে দাশরথী রামো নারায়ণোহব্যয়ঃ ৪৮  
 জনিষ্যতে যোগমায়ী সীতা জনকবেশনি ।  
 ভূভারহরণার্থীর প্রার্থিতোহং ময়া কৃতিৎ ৪৯  
 সভার্যো রাধবো ভ্রাতা পমিষ্যতি মহাবনম্ ।  
 তত্র সীতাং মহামায়ান্ রাবণোহপহরিষ্যতি ৫০  
 পশ্চাদ্রামেণ সাচিব্যং স্মরীবেস্ত ভবিষ্যতি ।  
 স্মরীবো জানকীং স্ত্রুৎ বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ৫১  
 তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেহস্তিকম্ ।  
 ত্বয়া চ ভৎসিতঃ সোহপি ত্বাং হনিষ্যতি মুষ্টিনা  
 তেনাহতা ত্বং ব্যধিতা ভবিষ্যসি যদানবে ।  
 তদৈব রাবণস্তাত্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ৫৩  
 তস্মাৎ ত্বয়া জিতা লক্ষা জিতং সর্কৎ ত্বয়ানব ।  
 রাবণস্তঃপুরবরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্ ৫৪  
 তস্মধ্যেহশোকবনিকা দিব্যপাদপসঙ্কলা ।  
 অস্তি তস্যান্ মহাবৃক্ষঃ শিংশপা নাম মধ্যগঃ ৫৫  
 তত্রাস্তে জানকী ষোররাকসীতিঃ সুরক্ষিতা ।  
 দৃষ্টেব গচ্ছ ত্বরিতং রাধবায় নিবেদয় ৫৬  
 ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাধব-  
 স্মৃতির্মমাসীত্তবপাশমোচনী ।  
 তত্ত্বক্ষস্কোহপ্যতিচুল ভো মম  
 প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ৫৭  
 উন্নম্বিতেহকৌ পবনাস্বজেন  
 ধরাসুতার্যশ্চ দশাননস্ত  
 পুঙ্কোর বামাকিভুজ্জশ্চ তীত্রং  
 রামস্ত লক্ষ্যকমতীত্রিঃস্ত ৫৮

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ ।

• द्वितीयोऽध्यायः ।

ततो जगाम हनुमान् लकां परमशोभनाम् ।  
 आत्रो हस्ततस्तुङ्गुङ्गा वज्राम परितः पुरीम् । १  
 सीतादेवेषु कार्ष्णीयां प्रविषेत् नृपालयम् ।  
 उत्र सर्कश्रदेशेषु विविद्या हनुमान् कपिः । २  
 नापशुञ्जानकीं श्रुत्वा ततो लङ्कातिथितम् ।  
 जगाम हनुमान् सौम्यशोकवनिक्वां सुताम् । ३  
 शूरपादपसदाधां रत्नसोपानवाषिष्ठां ।  
 नानापङ्क्तिमुपाकीर्णं स्वप्रसादशोभिताम् । ४  
 फलेरानन्त्रभाषां प्रपादपैः परिवारिताम् ।  
 विचिष्य ज्ञानकीं उत्र प्रतिरुक्त्वा मरुत्सूतः । ५  
 ददर्शान्द्रांलिहं उत्र चैत्राप्रसादमुत्तमम् ।  
 दृष्ट्वा विस्मयमापन्नो मणिकुण्डलशङ्कितम् । ६  
 समतीत्य पुनर्गङ्गा किञ्चिद् दूरात् स मारुतिः ।  
 ददर्श शिखरपारुक्कमत्तयन्निविडच्छदम् । ७  
 अद्भुततपसाकीर्णं स्वर्णवर्णविहङ्गमम् ।  
 उन्मूले राक्षसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीम् । ८  
 ददर्श हनुमान् वीरो देवतामिव द्रुतले ।  
 एकवेणीं कृशां दीनां मलिनान्धरधारिणीम् । ९  
 कुम्भी शरानां शोचनीं राम रामेति श्लाघिणीम् ।  
 द्रोतारं नाधिगच्छतीमुपासकृपां सुताम् । १०  
 शांशुत्कण्ठमध्यस्थो ददर्श कपिकुण्डरः ।  
 कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं दृष्ट्वा जनकनन्दिनीम् । ११  
 मयेव साधितं कार्यं रामश्च परमात्मनः ।  
 ततः किलकिलाशोका बहुबाहुः पुराह्वयिः । १२  
 किमेतदिति सन्नो वाक्पद्मे मारुतिः ।  
 आशास्तु रावणं उत्र स्त्रीजनैः परिवारितम् । १३  
 दशाशुं विंशतिभुजं नीलाङ्गनचरणमम् ।  
 दृष्ट्वा विस्मयमापन्नो पत्रध्वजेऽवलीयत । १४  
 रावणो रावणेणात्त मरणं मे कथं तवेत् ।  
 सीतार्थमपि नायाति रामः किं कारणं तवेत् । १५  
 इत्येवं चिन्तयन् नित्यं राममेव सदा हृदि ।  
 उन्मिन् दिने पररात्रौ रावणो राक्षसाधिपः । १६  
 स्वप्ने रामेण सदिष्टः कश्चिदागत्य वानरः ।  
 कामरूपधरः स्रष्टो वृक्षाग्रहोऽहस्रश्रुतिः । १७  
 इति दृष्ट्वाऽकृतं स्वप्नं शङ्कतेऽहस्रचित्त्य सः ।  
 स्वप्नः कदाचिन्मत्तः ज्ञादेव उत्र करोम्यहम् । १८  
 ज्ञानकीं वाक्शरैर्विधां शृण्वितां नितरामहम् ।  
 करोमि दृष्ट्वा रामाय निवेदयत्तु वानरः । १९  
 इत्येवं चिन्तयन् सीतासमीपमगमदुत्कृतम् ।  
 नृपराणां किञ्चिन्नां श्रद्धां सिञ्चितमसना । २०  
 सीतां जीतां नीयमानां शङ्कतेऽहं हनुमता ।

अधोमुखात्कनरना हितरामार्पिताञ्जरा । २१  
 रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह हनुमथमे ।  
 मां दृष्ट्वा किं वृथा नृकं शङ्कतेऽव विलीयसे । २२  
 रामो वनचरणां हि मध्ये तिष्ठति सायुजः ।  
 कदाचिद् श्रुते कौण्डिन्ये कदाचित्त्रैव दृष्टते । २३  
 मया तु बह्वा लोकाः प्रेषितास्तत्र दर्शने ।  
 न पशुञ्जि प्रयत्नेन वीक्ष्यमाणाः समस्ततः । २४  
 किं करिष्यसि रामेण निष्पुह्येण सदा ह्यसि ।  
 स्वया सदा लिकितोऽपि समीपहोऽपि सर्वदा । २५  
 जगरेहश्च न च मेऽहस्यसि रामस्य जायते ।  
 त्वं कृतान् सर्कश्रोगांश्च त्वं गुणानपि रावणः । २६  
 कुम्भानोऽपि न जानाति कृतवो निशुं वोधमधः ।  
 कुम्भानीता मया साधीः शृङ्खलाकसमाकुला । २७  
 ईदानीमपि नायाति भक्तिहीनः कथं ब्रजेत् ।  
 निःसङ्को निर्म्ममो मानो मूढः पण्डितमानवान् । २८  
 नराधमं अस्मिन् कथं किं करिष्यसि भामिनि ।  
 उयातीव समासक्तं मां उज्ज्वालुरोत्तमम् । २९  
 देवगर्कनानाणां वक्त्रकिरणव्याधिताम् ।  
 उविष्यसि निवेद्योऽपि त्वं यदि मां प्रतिपदासेः । ३०  
 रावणश्च वचः श्रुत्वा सीतार्थमस्मृशिता ।  
 उवाचाधोमुषी तुहा निधाय त्रुणमञ्जरे । ३१  
 रावणोऽपि नूनं तिमिररूपं स्वया धृतम् ।  
 रहिते रावणात्मां त्वं सुनीव हविराकरे । ३२  
 ज्ञतवानसि मां नीच त्वं कलं प्राप्यसेऽहं चिरात् ।  
 वदा रामशरणात्विदारितवपुर्बवान् । ३३  
 ज्ञात्तसे मानुषं रामं पतिमस्यसि वमाञ्जिकम् ।  
 समुद्रं शोषयिस्वा वा शरैर्वन्धाथ वारिधिम् । ३४  
 हस्तं त्वां मयरे रामो लक्ष्मणेन समुहितः ।  
 आगमिष्यात्सपेक्षोऽहं द्रुक्से राक्षसाधम । ३५  
 त्वां सपुत्रः सहवलां हता नेष्यति मां पुरम् ।  
 श्रुत्वा रक्तपतिः क्रुद्धो जानक्याः परुषाक्षरम् । ३६  
 वाक्यं क्रोधासमाविष्टः शृङ्गामुद्यम्य सत्वरः ।  
 हस्तं जनकराजस्य तनयां ताम्रगेतनः । ३७  
 मन्दोदरी निषाद्याह पतिं पतिहिते रता ।  
 तयैज्जनां मातृश्रीदीनां हृदि तां कृपां कृषाम् । ३८  
 देवगर्कनानाणां वधः सन्ति वराङ्गनाः ।  
 त्वामेव वरस्य ह्यैकमममत्तविलोचनाः । ३९  
 ततोऽहं वीक्ष्य श्रुत्वा राक्षसीर्विकृताननाः ।  
 वधा मे वर्षरा सीता उविष्यति सकामना ।  
 तथा वतक्ष्णं श्रुत्वा उज्ज्वलान्धरव्यादिभिः । ४०  
 द्विमासात्तन्तरे सीता यदि मे वर्षणां तवेत् ।  
 तदा सर्कश्रुषोपेता राज्ञ्यं शोकायति सा मया । ४१  
 यदि मांसवरादृष्टं मङ्गुल्यां नातिनन्दति ।

শ্রী মে প্রাতরাশায় হৃদা কুরুত মাহুযীম্ । ৪২  
ইত্যুক্ত । এবর্ষো ত্রীভী রাবণোহুঃ পুরালয়ম্ ।  
রাক্ষসো জানকীমেতা ভীষয়ন্ত্যঃ স্বতর্জনৈঃ । ৪৩  
শত্রুকা জানকীমাহ যৌবনং তে যুধা পতম্ ।  
রাবণেন সমাসাদ্য সকলন্ত ভবিষ্যতি । ৪৪  
অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন জানকীম্ ।  
ইদানীং ছেম্যভ্যামহং বিভক্ত্য চ পৃথক পৃথক্ । ৪৫  
অত্রা হু বঙ্গমুদ্যম্য জানকীং হ কুমুদ্যতা ।  
অত্রা করালবদনা বিদাধ্যাতমভীষয়ং । ৪৬  
এবং তাং ভীষয়ন্তী গা রাক্ষসীবির্কৃতাননাঃ ।  
নিবার্য ত্রিভুজা বন্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ । ৪৭  
শৃগুগুং চুটরাক্ষসো যদ্য ক্যং যো হিতং ভবেৎ । ৪৮  
ন ভীষয়ন্ত্যঃ কদতীং নমস্কুরুত জানকীম্ ।  
ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমলগোচনঃ । ৪৯  
আকুটৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ ।  
পঞ্চা লক্কাং পুরীং সর্কীং হস্তা রাবণমাহবে । ৫০  
খারোপ্য জানকীং স্বাক্ষে স্থিতো ছট্টোহগমূর্কনি ।  
স্বাপ্নো পোময়হুদে তৈলগাত্যক্তো দিপম্বরঃ । ৫১  
আগাহং পুত্রপৌত্রৈশ্চ কৃষ্ণা বধনমালিকাম্ ।  
বিভীষণশ্চ রামশ্চ সমিধৌ হুট্টমানসঃ । ৫২  
সেবাং করোতি রামশ্চ পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ ।  
সর্কীধা রাবণং রামো হৃদা সকুলমঙ্গসা । ৫৩  
বিভীষণায়াপিপত্যং দদ্রা সীতাং শুভাননাম্ ।  
শ্বক্রে নিধায় নপূরীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৫৪  
ত্রিভুজায় বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ ।  
ভূকীমাসংস্তত তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ । ৫৫  
তর্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতভিবিষলগা ।  
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী হুংধেন পরিমুচ্ছিতা । ৫৬  
ঈশ্রুতিঃ পূর্ণনয়না চিত্তরত্নীদমব্রবীৎ ।  
প্রভাতে ভঙ্কয়িষ্যন্তি রাক্ষস্যো মাং ন সংশয়ঃ ।  
ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ । ৫৭  
এবং স্বহৃংধেন পরিপ্লুতা সা  
বিমুক্তকর্ণং রুদতী চিরায় ।  
আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মূর্তো  
ন জানতী কঙ্কিহুপায়মঙ্গনা । ৫৮  
ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।  
তৃতীয়ে হ ধ্যায়ঃ ।  
উদ্বন্ধনেন বা যোক্যে শরীরং রাবণং বিনা ।  
ক্রীবিতেন কলঃ কিং শ্যামম একোহধিমধ্যতঃ । ১  
দীর্ঘা বেষী মযাতার্থমুদ্বন্ধয় ভবিষ্যতি ।  
এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াং জানকীম্ । ২

বিলোকা হুন্দ্রান কিঞ্চিচ্চিচাণ্ডেযতভাবত ।  
শনৈঃ শনৈঃ হুন্দ্ররূপো জানক্যাঃ শ্রৌত্রৈগং বচঃ । ৩  
ইকাকুবং শসভূতো রাজা দশরথো মহান্ ।  
অবোধাখিপিত্তস্ত চত্বারো লোকবিজ্ঞাতাঃ । ৪  
পুত্রো দেবসম্রাঃ সর্কো লক্ষ্মণকুললক্ষিতাঃ ।  
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শক্রোহা । ৫  
জ্যোষ্ঠো রামঃ পিতৃর্বা কাদও কারণ্যমাগতঃ ।  
লক্ষ্মণেন সহ ভাত্রা সীতায়া ভাঘ্যায় সহ । ৬  
উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবটায় মহামনাঃ ।  
তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী । ৭  
রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন হুরাশ্বনা ।  
ততো রামোহতিদুঃখার্জো মার্গমাণোধে জানকীম্ ।  
জটায়ুং পক্ষিরাঞ্জমপশুং পতিতং ভুবি ।  
তশ্চৈব দত্তা দিবং শীঘ্রম্ ঋষ্যমুকমুপাগমং । ৯  
সুগ্রীবং কুতা মৈত্রী রামশ্চ বিদিতাশ্বনঃ ।  
তস্তাধায়াহরিং হৃদা বালিনং রঘুনন্দনং । ১০  
রাজ্যেহভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্যং চকার সঃ ।  
সুগ্রীবস্ত সমানীযা বানরান বানরপ্রভূঃ । ১১  
শ্রেয়য়াস পৱিতো বানরান পরিমার্গণে ।  
সীতারাত্তত্র চৈকোহহং সুগ্রীবসচিচো হরিঃ । ১২  
সম্পাতিবচনাচ্ছীঘ্রমুগ্ধ্য শতযোজনম্ ।  
সমুদ্রং নগরীং লক্কাং বিচিখন জানকীঃ শুভাম্ ১৩  
শনৈরশোকবনিকাং বিচিখন শিংশপাতকম্ ।  
অত্রাকং জানকীমত্র শোচন্তী হুংধসংপ্ৰ তাম্ ১৪  
রামশ্চ মহিবীং দেবীং কৃতকৃত্যোহহমাগতঃ ।  
ইত্যুক্তোপরমাধা মারুতিম্ ক্রিমন্তরঃ । ১৫  
সীতা ক্রমেণ তৎ সর্কং শ্রুত্বা বিষমমাবর্ষো ।  
কিমিদং মে শ্রুতং যোয়ি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ১৬  
দগ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্বিদি বা সত্যমেব তৎ ।  
নিদ্রা মে নাস্তি হুংধেন জানাম্যেতৎ কুতোভ্রমঃ ১৭  
যেন মে কর্ণপীযুষং বচনং সমুদীরিতম্ ।  
স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাদী মমাগতঃ । ১৮  
শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হুন্দ্রান পত্রখণ্ডতঃ ।  
অনভীর্ঘা শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবাসিতঃ । ১৯  
কলবিষ্কপ্রমাণাক্শো বক্তাশ্চ পীতবানরঃ ।  
নমাম শনৈকঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ ২০  
দৃষ্টে । তং জানকী ভীতা রাবণোহয়মুপাগতঃ ।  
মাং মোহয়িতুমারাতো মায়য়া বানরাকৃতিঃ ২১  
ইত্যেবং চিত্তরিষা সা ভূকীমাসীদধোমুখী ।  
পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবি ষং ত্বং বিশঙ্কসে ২২  
নাহং তথাবধো মাতস্ত্যজ শঙ্কায় ময়ি স্থিতাম্ ।  
দাসোহহং কোশলেশ্চ রামশ্চ পরমায়নঃ । ২৩  
সচিবোহহং হরীক্শত্রু সুগ্রীবস্যা শুভপ্রদে ।



বায়োঃ পুত্রোঃহমখিলপ্রাপ্তভুতস্ত শোভনে । ২৪  
 তক্ষুশ্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাক্ষসিহ্ন ।  
 বানরাণাং মনুষ্যাণাং সন্ধতিবৃটতে কথম্ । ২৫  
 ষ্ণা ত্বং রামচন্দ্রস্ত দাসোহহমিতি ভাষসে ।  
 তামাশ্চ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুরতঃ স্থিতঃ ২৬  
 ঋষামুকমগাজ্রামঃ শবৰ্যা নোদিতঃ সুধীঃ ।  
 সুগ্রীবো ঋষামুকছো দৃষ্টবান্ রামলক্ষণৌ । ২৭  
 ভীতো মাং শ্রেষয়ামাস জ্ঞাতুং রামস্ত হৃদয়তম্ ।  
 ব্রহ্মচারিবপুশ্চ ত্বা পতোহহং রামসম্মিথিখ । ২৮  
 জ্ঞাশ্বা রামস্ত সন্ধানং স্বকোপরি নিধায় ভৌ ।  
 নীত্বা স্ত্রীবসামীপাং সখ্যাকাংকরবং তয়োঃ । ২৯  
 সুগ্রীবস্ত লতা ভার্যা বালিনা তং রয়ন্তমঃ ।  
 জঘনৈকেন বাণেন ততো রাজ্যেভ্যেচরণং ৩০  
 সুগ্রীবং বানরাণাং স শ্রেষয়ামাস বানরান্ । ৩১  
 দিগ্ভ্যো মহাবলান্ বীরান্ ভবভ্যাঃ পরিমার্গণে ।  
 পঙ্কজং রাধবো দৃষ্টৌ মামভাবত সাদরম্ । ৩২  
 কুয়ি কার্যমশেষং মে স্থিতং মাক্ততনন্দন ।  
 ব্রহ্মি মে কৃশলং সর্কং সীতারৈে লক্ষণস্ত চ । ৩৩  
 অতুলীয়কমেতস্মৈ পরিজ্ঞানার্থমুক্তম্ ।  
 সীতারৈে দীরতাং মাং মরামাক্ষরমুক্তিতম্ । ৩৪  
 ইত্যুক্তাঃ প্রদদৌ মহং করাগ্রাদিতুলীয়কম্ ।  
 প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি পশ্চাত্তুলীয়কম্ । ৩৫  
 ইত্যুক্তাঃ প্রদদৌ দেবৌ মুক্তিকং মারুতাস্বজঃ ।  
 নমস্তুভ্য স্থিতো দরাদ্ভবদ্ধালিপুটৌ হরিঃ ৩৬  
 দৃষ্টৌ সীতা প্রমুদিতা রামনামস্মিতাং তদা ।  
 মুক্তিকং শিরসা ধ্বজা অবদানননেনেজ্রজা । ৩৭  
 কপে মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাধবে ।  
 স্তজোহসি শ্রিয়কারী ত্বংবিধাসোহস্তি তবৈব হি ৩৮  
 নো চেষাং সম্মিথিকাশ্চং পুরুষং শ্রেষয়েং কথম্ ।  
 হনুমন্ দৃষ্টমখিলং মম হৃঃখাদিকং ভয়া । ৩৯  
 সর্কং কথং রামায় ষ্ণা মে জায়তে দয়া ।  
 ষাসদয়াবধি প্রাণাঃ হ্যাতস্তি মম সত্তম । ৪০  
 নাপমিষ্যতি চেজ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ ।  
 জতঃ সীত্রং কপীশ্রেণ সুগ্রীবেণ সমধিতঃ । ৪১  
 বানরানীকপৈঃ সার্ভিঃ হত্বা স্বাধনবাহবে ।  
 লপুত্রাং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েং প্রভুঃ ৪২  
 তং তস্ত সনুশ্যং বীৰ্য্যং বীর বর্ষণ বর্ণিতম্ ।  
 ষ্ণা মাং তারক্কেজ্রামো হত্বা সীত্রং লশাননম্ । ৪৩  
 তথা বতস্ব হনুমন্ বাচা ধর্মমবাসু হি ।  
 হনুমানপি তামাহ দেবি বৃটৌ ষ্ণা ময়া । ৪৪  
 রামঃ সলক্ষণঃ সীত্রমাপমিষ্যতি সানুধঃ ।  
 সুগ্রীবেণ সসৈস্ত্রেন হত্বা লক্ষ্মণং বলাং । ৪৫  
 লমানেঘ্যতি দেবি স্বামমোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ।

তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাভতম্ । ৪৬  
 ভীত্বা রামস্তত্যমেরাশ্বা বানরানীকপৈঃ সহ ।  
 হনুমানাহ মে স্বকাবাক্ষহ পুরুষবর্তৌ । ৪৭  
 জায়ন্ততঃ সসৈস্ত্রশ্চ সুগ্রীবো বানরেররঃ ।  
 বিহারসা ঋগেনৈব ভীত্বা বারিধিমাভতম্ । ৪৮  
 নিদ্বিষ্যতি রক্ষোবাংস্বৎকৃতে নাত্র সংশয়ঃ ।  
 অহুজ্ঞাং দেহি মে দেবি পঙ্কামি ত্বরায়িতঃ ৪৯  
 দ্রষ্টুং রামং সহ ভ্রাতা ত্বরয়ামি তবাস্তিকম্ ।  
 দেবি কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে বেন রাধবঃ ৫০  
 বিবসেস্মাং প্রযত্নেন ততো গতা সমুৎস্রকঃ ।  
 ততঃ কিঞ্চিচ্চিচাধ্যাখ সীতা কমললোচনা । ৫১  
 বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিৎ দর্শৌ ।  
 অনেন বিবসেজ্রামধ্যাং কপীশ্চ সলক্ষণঃ । ৫২  
 অভিজ্ঞানার্থমুক্ত বদামি তব সুহৃত ।  
 চিত্রকূটপিরৌ পূর্বমেকদা রহসি স্থিতঃ ।  
 মদক্কে শির আধার নিজ্রতি রঘুনন্দনঃ । ৫৩  
 ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নথৈশ্বত্তেন চাসকুং ।  
 মংপাদাদ্যুষ্ঠমরকুং বিদদারামিষাশরা । ৫৪  
 ততো রামঃ প্রবুধ্যাখ দৃষ্টৌ পাদং কৃতব্রণম্ ।  
 কেন ভজে কৃতকৈতধিপ্রিয়ং মে তুরাস্বনা । ৫৫  
 ইত্যুক্তা পুরভতোহপশ্চদায়সং মাং পুনঃ পুনঃ ।  
 অভিজবন্তঃ রক্তাশ্চং নথভুতং চূকোপ হ । ৫৬  
 তুণমেকমুপাদায় দিব্যোস্ত্রেণাভিবোজ্য তং ।  
 চিক্কেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জলং । ৫৭  
 অভ্যভ্রবদায়সশ্চ ভীতো লোকান ভ্রমং পুনঃ ।  
 ইন্দ্রেত্রম্বাদিতিশ্চাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা । ৫৮  
 রামস্ত পাদসোরগ্রেহপতস্ত্রীত্যা দয়ানিধেঃ ।  
 শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ । ৫৯  
 অমোষমেতদন্ত্রং মে দষ্টৈকাক্ষমিতৌ ব্রজ ।  
 সব্যং দৃষ্ট্বা ততঃ কাক্ এবং পৌরুষবানপি । ৬০  
 উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং সোহপি রাধবঃ ।  
 হনুমানপি তামাহ ক্রুত্বা সীতাভুতাবিতম্ । ৬১  
 দেবি ত্বাং যদি জ্ঞানান্তি স্থিতামত্র রয়ন্তমঃ ।  
 করিষ্যতি লক্ষান্তম লঙ্কায় রাক্ষসমণ্ডিতাম্ । ৬২  
 জানকী প্রাহ তং বৎস কথং ত্বং বোৎসসেহসুহৃকৈঃ  
 অভিস্বল্পবপুঃ সর্কো বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ । ৬৩  
 ক্রুত্বা উঘচনং দেবৌ পূর্বরূপমদর্শয়ং ।  
 মেকমন্দরসঙ্কশং বুদ্ধোপর্ণবিভ্রীষণম্ । ৬৪  
 দৃষ্টৌ সীতা হনুমন্তং মহাপর্কতসম্মিতম্ ।  
 হর্ষেণ মহভাবিত্রী প্রাহ তং কপিকৃষ্ণরম্ । ৬৫  
 সর্ববোধিসি মহাসম্ভ্র জঘ্যতি ত্বাং মহাবলম্ ।  
 রাক্ষস্তস্তে ততঃ পহা পঙ্ক রাশান্তিকং কৃতম্ ৬৬  
 বভূক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনীং পার্শব্যং ময় ।

জনিষ্যতি কলৈঃ সর্কৈশ্চব নৃষ্টৌ স্থিতৈর্হি মে । ৬৭  
 তথৈত্য়ুক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা কলং কপিঃ ।  
 ততঃ প্রেছাপিতোংগচ্ছজ্ঞানকীং প্রাণপত্য সঃ ।  
 কিঞ্চিদুদরমথো গত্বা স্বাস্ত্রভেদাচ্চুচিত্তয়ং । ৬৮  
 কার্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।  
 অস্ত্রংকিঞ্চিদসম্পাদ্য রক্ষত্যধম এব সঃ । ৬৯  
 অতোহহং কিঞ্চিদস্তচ্চ কৃত্বা দৃষ্টাঞ্চ রাবণম্ ।  
 সস্ত্রাঘ্য চ ততো রামদর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ । ৭০  
 ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৃক্ষপশুনাং মহাবলঃ ।  
 উৎপাট্যাশোকবনিকান্যনিরু কামকরোংক্ষণাং । ৭১  
 সীতাশ্রয়নগং ত্যক্ত্বা বনং শূত্রং চকার সঃ ।  
 উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসবোধিতঃ । ৭২  
 জপৃচ্ছন্ জনকীং কোহসৌ বানরাকৃতরুন্তটঃ ।

জানক্যুবাচ ।

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্মিতাম্ ।  
 নাহমেনং বিজানামি হুঃখশাশ্বসমাকুল্য । ৭৪  
 ইত্যুক্তান্ত রিতং গত্বা রাক্ষসো ভীষণিড়িতাঃ ।  
 হনুমতা কৃতং সর্কং রাবণায় জবেদয়ন্ । ৭৫  
 দেব কশ্মিন্নহাসভ্যো বানরাকৃতিদেহভূত্ ।  
 সীতয়া সহ সস্ত্রাঘ্য হশোকবনিকানং ক্ষণাং ।  
 উৎপাট্য চৈত্যপ্রাসাদং বভঙ্জামিতবিক্রমঃ ।  
 প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্কান্ হস্তা তরৈব তস্থিবান্ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা তুর্ণমুখায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্ । ৭৭  
 কিঙ্করান্ প্রেযরামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ ।  
 নির্ভয়চৈত্যপ্রাসাদপ্রথমাস্তরসংস্থিতঃ । ৭৮  
 হনুমান্ পর্কতাকারো লোহস্তস্তরুতাযুধঃ ।  
 কিঞ্চিন্নাস্তুলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতিঃ । ৭৯  
 আপতন্তং মহাসম্ভ্রং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ ।  
 চকার সিংহনাদক শ্ৰুত্বা তে মুস্তবহু শম্ । ৮০  
 হনুমন্তমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্ ।  
 নিজ্জ্বলবিবিধাত্তৌদৈবঃ সর্করাক্ষসঘাতিনম্ । ৮১  
 তত উখায় হনুমান্ মুদগরণে সমস্ততঃ ।  
 নিম্পিগেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যুধপঃ । ৮২  
 নিহতান্ কিঙ্করান্ শ্ৰুত্বা রাবণঃ ক্লেধমুচ্ছিতঃ ।  
 পক্ষসেনাপতীংস্ত্রে প্রেযরামাস হুর্ষদান্ । ৮৩  
 হনুমানিপি তান্ সর্কান্ লোহস্তস্তেন চাহনং ।  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মস্ত্রিতান্ প্রেযরামাস সপ্ত সঃ । ৮৪  
 আগতানপি তান্ সর্কান্ পূর্করহানরেশ্বরঃ ।  
 জগ্নিশ্বিশেষভো হত্বা লোহস্তস্তেন মাকৃতিঃ । ৮৫  
 পূর্কহানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্শ্ন রাক্ষসান্ স্থিতঃ ।  
 ততো জনাং বলবান্ হনুরোংক্ষঃ প্রভাপবান্ । ৮৬  
 তমুৎপপাত হনুমান্ দৃষ্ট্বাক্ষেপে সমুদ্রবরঃ ।  
 গগনাং স্তরিতো মুক্তিং হুম্মরশ ব্যতাক্ষয়ং ৩৭

হত্বা তমকং নিঃশেষং বলং সর্কং চকার সঃ । ৮৭  
 ততঃ শ্ৰুত্বা কুমারস্ত বধং রাক্ষসপুত্রবঃ ।  
 ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রক্লেতারমব্রবীৎ । ৮৮  
 পুত্র গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রান্তে পুত্রোহা রিপুঃ । ৮৯  
 হত্বা তমথবা বন্ধা আনিরিয়ামি তেহস্তিকম্ । ৯০  
 ইন্দ্রজিৎ পিতরং প্রাহ ত্যক্ত শোকং মহামতে ।  
 ময়ি স্থিতে কিমর্থং স্বং ভাষসে হুঃখিতং বচঃ । ৯১  
 বন্ধানেয্যে ক্রতং তাত বানরং ব্রক্ষণাশতঃ ।  
 ইত্যুক্ত্বা রথমাক্রহ রাক্ষসৈর্বহভিবৃ তঃ । ৯২  
 জনাম বায়ুপুত্রস্ত সমীপং বীরবিক্রমঃ ।  
 ততোহতিপর্জিতং শ্ৰুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্ঘ্যবান্ । ৯৩  
 উৎপপাত নভোদেশং পরুস্মানিব মাকৃতিঃ ।  
 ততো ভ্রমন্তং নতসি হনুমন্তং শিশীমুঠেঃ । ৯৪  
 বিদ্ধা তস্ত শিরোভাগমিষুভিচ্চাট্ভিঃ পুনঃ ।  
 হৃদয়ং পাদমুগলং বড়্ভিরেকেন বালধিম্ । ৯৫  
 ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমধাকরোং ।  
 ততোহতিহর্ষাঙ্কলুমাঃ স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্ঘ্যবান্ । ৯৬  
 জঘান সারধিং সাশ্বং রথকাচূর্ণয়ং ক্ষণাং ।  
 ততোহস্ত্রাং রথনাদায় মেঘনাদৌ মহাবলঃ । ৯৭  
 শিঃক্রং ব্রহ্মারামাদায় বন্ধা বানরপুত্রবম্ ।  
 নিনায় নিকটং রাজৌ রাবণস্ত মহাবলঃ ৯৮

বস্ত্র নাম সততং জপন্তি যে-  
 হজ্ঞানকর্ষকৃতবন্ধনং সখাং ।  
 সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপরাং  
 যান্তি কোটিবিভাহুরং শিবম্ ৯৯  
 তন্তৈব রামস্ত পদাযুজং সদা  
 হুৎপন্নমধ্যে হুনিধায় মাকৃতিঃ ।  
 সপৈব নিমুঃকসমস্তবন্ধনঃ  
 কিং তস্ত পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ । ১০০

ইতি কৃতীরোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

বাস্তং কপীশ্চং হৃতপাশবন্ধনং  
 বিলোকয়ন্তং নগরং বিস্তীতবৎ ।  
 অত্যাড়মমুষ্টিতলেঃ হুকোপনাঃ  
 পৌরাঃ সমস্তাদহু বাস্ত স্কন্ধিতম্ । ১  
 ব্রহ্মারামেনং জনসাত্রেসঙ্গমং  
 কৃত্বা গত্য ব্রহ্মবরণে সত্বরম্ ।  
 জ্ঞাত্বা হনুমানিপি কস্তরকৃতি-  
 যুতো বযৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ । ২  
 সত্যস্তরহস্ত চ রাবণস্ত তং  
 পুরো নিধারাহ বলারিজিৎ তদা ।

বন্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ  
 সমাগত্যোক্তেনৈন হতা মহাসূরাঃ । ৩  
 বদনুকমরাণ্য বিচার্য মন্ত্রিভি-  
 দির্দীপ্যতামেব ন লৌকিকো হরিঃ ।  
 ততো বিলেঃক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ  
 প্রহস্তমাগ্রে স্থিতমগ্নান্দ্রিতম্ । ৪  
 প্রহস্ত পৃষ্ঠেচ্ছনমসৌ কিমপত্যঃ  
 কিমত্র কার্য্যং কৃত এব বানরঃ ।  
 বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং  
 হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ । ৫  
 ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ  
 পপ্রাক্ষ কেন প্রহিতোহসি বানর ।  
 ভয়ঞ্চ তে মাত্ৰ বিমোক্ষ্যসে ময়া  
 সত্যং বদদাখিলরাজসন্নিধৌ । ৬  
 ততোহতিহর্ষাৎ পবনাস্বজো রিপুং  
 নিরীক্য লোকত্রয়কটকাঙ্গুরম্ ।  
 বন্ধুং প্রচক্রে রঘুনানুসংকথাং  
 ক্রেমেণ রামং মনসা স্মরন মুহঃ । ৭  
 শৃণু স্কৃটং দেবগণাদ্যমিত্র হে  
 রামস্য দূতোহহমশেষজংস্থিতেঃ ।  
 যজ্ঞাখিলেশশ্চ হতাধুনা স্তয়া  
 ভার্যা ধনাশায় শুভেব সঙ্ঘবিঃ । ৮  
 সী রাঘবোহভ্যেত্য মতঙ্গপর্কতং  
 গুণ্ডীবমৈত্রীমনলজ সন্নিধৌ ।  
 কটৈকুৰ্বাপেন নিহত্য বালিনং  
 সুগ্ৰীবমেবাদিপতিং চকার তম্ । ৯  
 স বানরাণামধিপো মহাবলী  
 মহাববলৈবানরযুধকোটিভিঃ ।  
 রামেণ সাংক্ৰিৎ সহ লঙ্ঘনেন ভো  
 প্রহর্ষঃপ্রহর্ষদূতোহবতিষ্ঠতে । ১০  
 মণ্ডোদিতাস্তেন মহাহরীবরা  
 ধরানুভাৎ মাগয়িতুং দিশৌ দশ ।  
 তত্রাহমেকঃ পবনাস্বজঃ কপিঃ  
 সীতাং বিচিঘ্ন শনকৈঃ সমাগত্যঃ । ১১  
 দৃষ্টা ময়া পছদলাশলোচনা  
 সীতা কপিভাঙ্গিপনং বিনাশিতম্ ।  
 দৃষ্টা ততোহহং গভমা সমাগতান্  
 মাং হক্কামান্ পুত্ৰচাপসায়কান্ । ১২  
 ময়া হতোস্তে পরিবক্ষিতুং বপুঃ  
 প্রিয়ো হি দেহোহখিলদেহিনাং প্রভো ।  
 ব্রহ্মাপ্রপাশেন নিবল্য মাং ততঃ  
 সমাগমমোরনিদানাক্ষকঃ । ১৩  
 স্পৃষ্টে ব ময়া ব্রহ্মবরপ্রভাষত-

স্ত্যজ্ঞ। নতং সর্কমবৈমি রাবণ ।  
 তথাপ্যাহং বন্ধু ইবাগতো হিতং  
 প্রবক্ত কামঃ করুণারসাজ্জ বীঃ । ১৪  
 বিচার্য লোকত্র বিবেকতো পতিং  
 ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ ।  
 দৈবীং পতিং সংস্কতিমোকহেতুকীং  
 সমাপ্রয়াত্যস্তহিতায় দেহিনঃ । ১৫  
 ত্বং ব্রাহ্মণো হ্যস্তমবংশসম্ভবঃ  
 পৌণ্ড্র্যপুস্ত্রোহসি কুবেরবাক্যব ।  
 দেহাস্তবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো  
 নাস্তান্নবুদ্ধ্যাকি মু রাক্ষসো ন হি । ১৬  
 শরীরবুদ্ধীস্ত্রিয়দুঃখসত্ততি-  
 র্ন তে ন চ ত্বং তব নির্বিকারতঃ ।  
 অজ্ঞানহেতোশ তথৈব সন্ততে-  
 রসম্বন্ধমত্যাঃ স্বপতো হি দৃশুবৎ । ১৭  
 ইদস্ত সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া  
 বিকারহেতুর্ন চ তেহদ্বয়ত্বতঃ ।  
 যথা নভঃ সর্কগতং ন লিপ্যতে  
 তথা ভবান্ দেহগতোহপি স্তম্বকঃ ।  
 দেহেহস্ত্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গত-  
 স্ত্বাস্ত্যেতিবুদ্ধ্যাখিলবন্ধগতভবেৎ । ১৮  
 চিন্মাত্রমেবাহমজোহমক্ষরো  
 হানকভাবোহহমিতি প্রমুচ্যতে ।  
 দেহোহপ্যান্মা পৃথিবীবিহারজে  
 ন প্রাণ আত্মানিল এষ এব সঃ । ১৯  
 মনোহ্যপ্যহকারবিহার এব নো  
 ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতোর্বিকারজা ।  
 আত্মা চিদানন্দময়োহবিহারবান্  
 দেহাদিসম্ভাঘ্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ । ২০  
 নিরঞ্জনা মুক্ত উপাধিতঃ সদা  
 জ্ঞাতৈববাস্থানমিতো বিমুচ্যতে ।  
 অতোহহমাত্যস্তিকমোক্সসাধনং  
 বক্ষ্যে শৃণুধাবহিতো মহামতে । ২১  
 বিকোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধির-  
 স্ততো ভবেজ্ঞানমতীব নির্মলম ।  
 বিপুলতস্মাত্ত্বভবো ভবেৎ ততঃ  
 সম্যগিদিদ্বা পরমং পদং ব্রজেৎ । ২২  
 অতো ভক্তভাষ্য হরিং নরানপতিং ।  
 রামং পুরাণং প্রকৃতোঃ পরং বিভুম্ ।  
 বিশ্বজ্য নৌর্ধ্যং হৃদি শক্ভভাষনাং  
 তজ্জন্ম রামং শরণাগতপ্রিয়ম্ ।  
 সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্রবাক্যবো  
 রামং মনস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ । ২৩

রামং পরাশ্রয়ানমভাবয়ন্ জনো  
 তক্তা হৃদিহুং স্বধরুপমহয়ম্ ।  
 কথং পরং তীরমবাপু রাজ্ঞনো  
 ভবানুধেচ্ছুংধতরঙ্গমালিনঃ ॥ ২৪  
 নো চেৎ স্বমজ্ঞানময়েন বন্ধিনা  
 জগত্মাশ্রয়ানমরক্ষিতারিবৎ ।  
 নয়ন্তধোহিৎঃ স্বকৃতেশ্চ পাতকৈ-  
 র্বিমোক্শস্কা ন চ তে ভবিষ্যতি । ২৫  
 শ্রুতামৃতাপদমমানভাষিতং  
 উদ্বায়ুঃনৌদর্শককরোরোহসুরঃ ।  
 অমুখ্যমাণোহতিক্রমা কপীশ্বরং  
 জগাদ রক্তান্তবিলোচনো জলন্ । ২৬  
 কথং সমাগ্রে বিলপস্যভীতবৎ  
 প্রবঙ্গমানানধমোহসি দৃষ্টবীঃ ।  
 ক এব রামঃ কতমো বনেচরো  
 নিহ্মি স্ত্রীবিষয়তং নরাদমন্ । ২৭  
 স্বাধিপত্য হস্তা জনকাস্ত্রজাং ততো  
 নিহ্মি রামং সবলস্বপৎ ততঃ ।  
 স্ত্রীবিষয়ে বলিনং কপীশ্বরং  
 সবানটের্হস্মাচিরেণ বানর । ২৮  
 শ্রুত্বা দশশ্রীবিবচঃ স মারুতি-  
 র্বিবুদ্ধকোপেন দহন্বিবাঙ্গুরম্ ।  
 ন মে সমা রাবণকোটিরোহধমা  
 রামস্ত দাসোহহমপারবিক্রমঃ । ২৯  
 শ্রুত্বাতিকোপেন হনুমতো বচো  
 দশাননো রাজসমেকমব্রবীৎ ।  
 পার্শ্বে স্থিতং মারয় ধ্বংশঃ কপিং  
 পশ্যন্ত সর্বেহসুরমিত্রবান্ধবাঃ । ৩০

• নিবারয়ামাস ততো বিত্তীষণো  
 মহাস্তরং সান্বধমুদ্যতং বধে ।  
 রাজন্ বধার্হো ন ভবেৎ কথঞ্চন  
 প্রতাপসুটকৈঃ পররাজবানরঃ । ৩১  
 হতেহস্মিন্ বানরে দূতে বার্তাং কো বা নিবেদয়েৎ  
 রামায় তৎ যমুন্দিশ্য বধায় সমুপস্থিতঃ । ৩২  
 জতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্চিত্তয় বানরৈঃ ।  
 সচিক্ছো গচ্ছতু হরিধং দৃষ্টান্নাত্তি ক্রতম্ । ৩৩  
 রামঃ স্ত্রীবিষহিতস্ততো যুক্তং ভবেৎ তব ।  
 বিত্তীষণাৎ শ্রুত্বা রাবণোহপ্যেতদব্রবীৎ । ৩৪  
 বানরাণাং হি লাম্বলে মহামানো ভবেৎ কিল ।  
 জতো বহাদ্রাভিঃ পুঙ্খং বেষ্টমিত্তা প্রথয়ন্তঃ । ৩৫  
 বন্ধিনা বোজয়িত্বং ভ্রামারিত্বা পুরেহ্তিততঃ ।  
 বিসর্জয়ন্ত পশ্যন্ত সর্বে বানিরনুধবাঃ । ৩৬  
 তথেষতি শব্দপটেশ্চ বৈক্ররনৈন্যমেকশঃ ।

তৈলাটেকবেষ্টয়ামা হুলাঙ্গলং মারুতেদৃ টম্ । ৩৭  
 পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্তাধ রাজ্ঞনোঃ ।  
 রজ্জ্বতিঃ সূদৃঢ়ং বন্ধা বৃহা তৎ বলিনোহসুরাঃ ৩৮  
 সমস্তাদ্ভ্রামরামাহেচোরোহসুমিতি বাদিনঃ ।  
 তুর্গযথোষৈর্বোষয়ন্তস্তাডয়ন্তো মুখম্ তঃ । ৩৯  
 হনুমতাপি সং সর্কেং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চবীধীণা ।  
 গতা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ । ৪০  
 যন্তো বভূব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ ।  
 বভূব পরিত্যকারন্তত উৎপ্লুতা গোপুবন্ । ৪১  
 তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হস্তা তান্ রক্ষিৎ কণাৎ ।  
 বিচার্য কার্যশেষং স প্রাসাদাগ্রোস্থগৃহাদনুহম্ । ৪২  
 উৎপ্লুত্যোৎপ্লুতা সন্দীপ্তপুঙ্খেন মহতা কপিঃ ।  
 দদাহ লক্ষ্মাধিলাং সাটপ্রাসাদভোরণাং । ৪৩  
 হা তাত পূজ নাথেতি ক্রন্দমানঃ সমস্ততঃ ।  
 ব্যাশ্চাঃ প্রাসাদশিখরেহপ্যাক্রতা দৈত্যযোষিতঃ । ৪৪  
 দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেহখিলাঃ ।  
 বিত্তীষণগৃহং ত্যক্তা সর্কে ভদ্রীকৃতং পুরম্ । ৪৫  
 তত উৎপ্লুতা জলধৌ হনুমান্ মারুতাস্ত্রজঃ ।  
 লাম্বলং মজ্জয়িত্তান্তঃ স্বস্ফটিতো বভূব সঃ । ৪৬  
 বায়োঃ প্রিরসখিত্তাচ্চ সীতয়া প্রার্থিতোহনলঃ ।  
 ন দদাহ হরেঃ পুঙ্খং বভূবাত্যস্তশীতলঃ । ৪৭  
 যন্নামসংস্মরণতসমস্তপাণি-  
 স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সদয়ঃ ।  
 তৈজ্রব কিং রসুবরন্ত দিশিষ্টন্তঃ  
 সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন । ৪৮  
 ইতি চতুর্থেহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনুমানব্রবীদচঃ ।  
 আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি তনতী রামসম্মিধিম্ । ১  
 গচ্ছামি রামস্তাং ত্রষ্ট মাপস্মিষ্যতি সানুজঃ ।  
 ইত্যুক্তা ঐঃ পরিক্রম্য জামকীং মারুতা স্তম্ভঃ । ২  
 প্রথম্য প্রেচ্ছিতো গন্তমিদং বচনমব্রবীৎ ।  
 দেবি গচ্ছামি তভয় তে তুর্গং ত্রক্যসি রাঘবম্ ।  
 লক্ষ্মণক সস্তুগ্রীবং বানরাসুতকোটিভিঃ ।  
 ততঃ প্রোহ হনুমন্তং জানকী দুঃখকর্ষিতা । ৪  
 ত্বাং দৃষ্টা বিষত্বং দুঃখসিনানীং ত্বং গমিষ্যসি ।  
 ইতঃ পরং কথং বর্তে রামবার্তাশ্রুতিং বিনা । ৫  
 মারুতিরূবাচ ।  
 বদোবৎ দেবি মে স্বধমারোহ স্বধমাত্রভঃ ।  
 রামেণ বোজয়িত্তামি মগ্ধেণ বান্ধ জামকি । ৬

অব্যাক্ত-রাশিগণম্ ।

সীতোবাচ ।

রামঃ সাগরমাপোষ্য বধা ব। শরপশ্নরৈঃ ।  
 আপত্য বানরৈঃ সার্কং হস্তা রাবণমাহবে । ৭  
 ১১ নগ্ৰেদ্যদি রামস্ত কীর্তির্ভবতি শাশ্বতী ।  
 আতো গচ্ছ কথকপি প্রাণান সকারয়াম্যহম্ ।  
 ইতি প্রহ্মাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রণিপত্য তাম্ ।  
 কণাম পর্তস্যাগ্রে গন্তং পারং মহোদধেঃ ১৯  
 তত্র গতা মহাসঙ্গঃ পাদাত্যাং পীড়য়ন গিরিম্ ।  
 জগাম বায়বেগেন পর্তস্য মহীতলম্ ১৩০  
 ততো মহীসমানস্বং ত্রিংশদগোজনমুক্তিতঃ ।  
 আকৃতির্গনানন্তঃস্থো মহাশব্দঃ চকার সঃ ১১১  
 তং ক্রুড়া বানরাঃ সর্পে জ্ঞাঃ মাংকৃতিমাগতম্ ।  
 তর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুন্নহাবনম্ ১২  
 শক্তেনৈব বিক্রানীমঃ কৃতকার্যঃ সমাগতঃ ।  
 সুনামেনৈব পশুঃ বানরা বানরর্ষভম্ ১৩  
 এবং ক্রবৎস্ব বীরেশু বানরেশু স মারুতিঃ ।  
 অবতীর্ষ্য গিরেশু র্কি বানরানিতম্বরীং ১৪  
 দৃষ্টা সীতা ময়া শব্দা ধর্ষিতা চ সকাননা ।  
 মস্তোষিতো দশগ্রীবস্ততোহং পুনরাগতঃ ১৫  
 ইদানীমেব গচ্ছামো রামঃ স্ত্রীবিমস্মিধম্ ।  
 ইত্যুক্তা বানরাঃ সর্পে হর্ষণালিঙ্গ্য মারুতিম্ ১৬  
 কেচিচ্চ চুঘৃণাস্ব লং ননু হুঃ কেচিচ্চংস্রুকাঃ ।  
 হনুতা সমেতাস্তে জবঃ প্রভবণং গিরিম্ ১৭  
 গচ্ছন্তে দদৃশুর্বাী বনং স্ত্রীবিমস্মিতম্ ।  
 মধুসংজ্ঞং তদা প্রাণরহসং বানরর্ষভাঃ ১৮  
 কুশিতাঃ সো বয়ং বীর দেহহুজ্ঞানং মহামতে ।  
 তক্ষয়ামঃ কলান্যথা পিশাচোহনুতবম্মধু ১৯  
 সস্তী রাবণং দ্রষ্টং গচ্ছামোহদৈব সানুজম্ ২০  
 অঙ্গদ উবাচ ।  
 হনুমান কৃতকার্যঃ পিতৃভৈতৎ প্রসাদতঃ ।  
 জগাম কলমুলানি ত্বরিতং হরিসন্তমঃ ২১  
 ভতঃ প্রবিশ্য হরয়ঃ পাতুমারোভির মধু ।  
 রক্ষিণস্তাননাত্য দধিৎক্রেণ নোদিতাম্ ২২  
 পিষতস্তাড়রামাহু বানরান বানরর্ষভাঃ ।  
 তত্তস্তান মুষ্টিভিঃ পাদৈঃ চণ্ডিরিত্তা পপূর্মহু ২৩  
 ততো দধিমুগঃ ক্রুদ্ধঃ স্ত্রীবিমসা স মাতুলঃ ।  
 জগাম রক্ষিভিঃ সার্কং বদ রাজা কপীবরঃ ২৪  
 গতা তমস্ত্রবীক্ষে চিরকালান্তিরক্ষিতম্ ।  
 নষ্টং মধুবনং তেহস্য কুনরেশু হনুতা ২৫  
 লক্ষ্য দধিমুগেস্তোকং স্ত্রীবো স্ত্রীমানসঃ ।  
 দৃষ্ট পিতো ন স্নেহঃ সীতাং পবনমক্ষমঃ ২৬  
 নো চেমধুবনং ত্রষ্টং সর্পে কো ভবেম্মম ।  
 তত্রাপি বাহুপুত্রেণ কৃতং কার্যং ন সংশয়ঃ ২৭

স্ত্রী স্ত্রীবিমচনং স্ত্রীঃ রামস্ত্রমবীং ।  
 কিমুচ্যতে স্ত্রীয়া রাজন বচঃ সীতাকথাষিতম্ ২  
 স্ত্রীবিমস্ত্রবীদাক্যং দেব দৃষ্টাবনীহতা ।  
 হনুসংপ্রমুখাঃ সর্পে প্রবিষ্টা মধুকাননম্ ২১  
 তদ্রক্ষিত ম সকলং তাড়রিত্তি স্য রক্ষিণঃ ।  
 অকুশা দেব কার্যং তে ত্রষ্টং মধুবনং মম ৩০  
 ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্ ।  
 রক্ষিণো বো ভয়ং মাংস্ত গতা ক্রত মমাক্ষয় ৩১  
 বানরানক্শদমুখানানয়ধং মমাস্তিকম্ ১  
 স্ত্রীয়া স্ত্রীবিমচনং গতা তে বায়ুবেগতঃ ৩২  
 হনুসংপ্রমুখানুর্গচ্ছতেবরশাসনাং ।  
 ত্রষ্ট মিচ্ছতি স্ত্রীবিঃ স রামো লক্ষণাষিতঃ ৩৩  
 মুখানিতীবি স্ত্রীসন্তে স্মরয়ন্তি মহাবলাঃ ।  
 তথেষত্যঙ্গদমাসাদা যযুস্তে বানরোক্তমঃ ৩৪  
 হনুসং পুত্রকৃত্য সুবরাজং তথাঙ্গদম্ ।  
 রামস্ত্রীবিমরোগে নিপেতু ভু বি সত্বরম্ ৩৫  
 হনুমান রাবণং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া  
 সাতীঙ্গং প্রণিপত্যগ্রে রামং পশ্চাৎক্রীত্বরম্ ৩৬  
 কুশলং প্রাহ রাজস্র জ্ঞানকী ত্বাং শুচাষিতা ।  
 অশোকবনি কামধো শিংশপামূলমাস্তিতা ৩৭  
 রাক্ষসীভিঃ পরিব্রতা নিরাবারা কুশা প্রভো ।  
 হা রাম রাম রামেতি শোভন্তী মলিনাধরা ৩৮  
 একবেণী ময়া দৃষ্টা শটনরাশাসিতা শুভা ।  
 বৃক্ষশাখান্তরে স্থিত্বা স্মরুগুপে তে কথাম্ ৩৯  
 জন্মারভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা ।  
 দশাননেন হরণং জ্ঞানক্যা রহিতে ত্বয়ি ৪০  
 স্ত্রীবিমেষ বধা মৈত্রী কৃত্বা বাগিনিবর্ধনম্ ।  
 মার্গপার্শ্বকং বেদেহাঃ স্ত্রীবিমেষ বিসর্জিতাঃ ৪১  
 মহাবলা মহাসত্তা হরয়ো জিতকাশিনঃ ।  
 গতাঃ সর্কক্র সর্কৈ বৈ তত্রৈকোহমিহাগতঃ ৪২  
 অহং স্ত্রীবিমস্চিবো দাসোহং রাঘবস্ত হি ।  
 দৃষ্টা বজ্জানকী ভাগ্যাংপ্রায়াসংকলিতোহস্যমে ৪৩  
 ইত্যুদীরিতমাকর্য সীতা বিস্মারিতেক্ষণা ।  
 কেন বা করণীযুৎ প্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্ ৪৪  
 যদি সত্যং তদা বাহু মদর্শনপথস্ত সঃ ।  
 ততোহং বানরাকারঃ স্মরুগুপেণ জ্ঞানকীম্ ৪৫  
 প্রণয়া প্রাঞ্জলিত্বৃ ষা দুর্দাসেব স্থিতঃ প্রভো ।  
 পৃষ্টোহং সীতয়া কহ্মিত্যাদিবহবিস্তরম্ ৪৬  
 ময়া সর্কং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমরিকম্ ।  
 পশ্চাত্তর্যাপিতং দেবো ভবদভ্যুদীরিকম্ ৪৭  
 তেন সামতিবিস্তা বচনকেনমস্ত্রবীং ।  
 বধা দৃষ্টায়ি হনুমন পীড়য়ামাষি বাসিনশম্ ৪৮  
 রাক্ষসীয়াং তর্জনৈস্তং সর্কং কথং রাঘবে ।

ময়োক্তং দেবি রামোহপি স্বচ্ছিত্তাপরিনিষ্ঠিতঃ ॥১৯  
 পরিষোচত্যাহোরাত্রং স্বভার্জীং নাথিগম্য সহ ।  
 ইদানীমেব পদ্মাহং স্থিতিং রামায় তে ক্রবে ॥২০  
 রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সুগ্রীবেন সলক্ষণঃ ।  
 বানরানীকঠৈঃ সার্কমাগমিযতি তেহস্তিকম্ ॥২১  
 রাবণং সকুলং হত্বা নেয্যতি স্বাং বকং পুরম্ ।  
 অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি যথা মাং বিশ্বসেদিক্তুঃ ॥২২  
 ইত্যুক্তা সা শিরোরহং চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্ ।  
 দস্তা কাকেন যদ্বৃহৎ চিত্রকূটগিরৌ পুরা ॥২৩  
 তদপ্যাহাশ্রপূর্নাকী কুশলং ক্রহি রাঘবম্ ।  
 লক্ষণং ক্রহি মে কিঞ্চিদ্ধরুক্রভং ভাবিতং পুরা ॥২৪  
 তং ক্রমদ্বাজ্ঞভাবেন ভাবিতং কুলনন্দন ।  
 তারয়েমাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপাবিতং ॥ ২৫  
 ইত্যুক্তা ক্রদতী সীতা দুঃখেন মহতাবৃত ।  
 ময়্যাপ্যাবাসিতা রাম বদতা সর্কর্মেব তে ॥২৬  
 ততঃ প্রস্থাপিতো রাম স্বংসমীপমিহাগতঃ ।  
 তদাগমনবেলায়ামশোকবনিকাগ প্রিয়াম্ ॥ ২৭  
 উৎপাটা রাক্ষসাংস্তত্র বহ্নুং হত্বা কণাদহম্ ।  
 রাবণত স্বতং হত্বা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥২৮  
 লক্ষ্মামশেষতো দন্দা পুনরপ্যগমং কণাং ।  
 শ্রদ্ধা হনুমতো বাক্যং রামোহত্যন্তপ্রজ্ঞর্ষীঃ ॥২৯  
 হনুমন্তে কৃতং কাৰ্য্যং দেবৈরপি সুহৃকরম্ ।  
 উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥৩০  
 ইদানীং তে প্রযচ্ছামি সর্কর্পং মম মাকতে ।  
 ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃষ্য গাঢ়ং বানরপুঙ্কবম্ ॥৩১  
 সাদ্র মেন্ত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ ।  
 হনুমন্তুবাচৈদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥৩২  
 পরিব্রজো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাস্তনঃ ।  
 ঞ্জিতস্তং মম ভকোহসি প্রিয়োহসি হরিপুঙ্কব ॥ ৩৩  
 যৎপাদপদ্মসুগলং তুলসীদলাদৈদ্যঃ  
 সম্পূজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়াস্তি ।  
 তেনৈব কিং পুনরমৌ পরিরক্মুর্ভী  
 রামেণ বামুতনয়ঃ কৃতপূৰ্ণ্যপূজঃ ॥ ৩৪

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

সমাগুকেদং স্কন্দরকাণ্ডম্ ।

লক্ষ্মীকাণ্ডম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যথাবস্তাবিতং বাক্যং শ্রদ্ধা রামো হনুমতঃ ।  
 উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষণে মহতাবৃতঃ ॥১  
 কাৰ্য্যং কৃতং হনুমতা দেবৈরপি সুহৃকরম্ ।  
 মনসাপি বদন্তেন স্মরুং শক্যং ন ভূতলে ২  
 শতযোজনবিস্তীর্ণং সজ্বয়েৎ কঃ পরোনিধিম্ ।  
 লক্ষ্যাক রাক্ষসৈস্ত স্তাং কো বা ধর্ময়িতুঃ ক্রমঃ ৩  
 ভূতাকার্য্যং হনুমতা কৃতং সর্কর্মশেষতঃ ।  
 সুগ্রীবশ্চেদুশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ৪  
 অহং রঘুবংশে লক্ষণে কপীধরঃ ।  
 জানক্যা দর্শনেনাদা রমিতাঃ শো হনুমতা ৫  
 সর্কর্পা অকৃতং কাৰ্য্যং জানক্যাঃ পরিমার্গণম্ ।  
 সমুদ্রং মনসা স্মারা সীদন্তীং মনো মম ৬  
 কথং নক্রকবাধীর্কিৎ সমুদ্রং শতযোজনম্ ।  
 লঙ্কায়িত্তা রিপুঃ হত্যাং কথং ত্রক্ষ্যামি জানকীম্ ৭  
 শ্রদ্ধা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্ ।  
 সমুদ্রং লঙ্কায়িত্তা মহানক্রকবাধীকুলম্ ৮  
 লক্ষ্যাক বিশ্বমিয্যামো হনিষ্যামোহদ্য রাঘবম্ ।  
 চিত্তাং ত্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ চিত্তা কাৰ্য্যবিশামিনী ৯  
 এতান্ পশু মহাসবান্ শূরান্ বানরপুঙ্কবান্ ।  
 ত্বংপ্রিয়ার্থং সমুদ্রকান্ প্রবেষ্টুমপি পারকম্ ১০  
 সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষ প্রথমং ততঃ ।  
 দৃষ্ট্বা লক্ষ্যং দর্শগ্রীবো হত ইত্যেব মন্থহে ১১  
 নহি পশ্যাম্যহং কচ্চিৎ ক্রিযু লোকেষু রাঘবা  
 গৃহীতধনুমো যন্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ১২  
 সর্কর্পা নো জয়ো রাম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।  
 নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথা তু হানি সর্কর্পঃ ১৩  
 সুগ্রীববচনং শ্রদ্ধা ভক্তিবীর্ষ্যসমম্বিতম্ ।  
 অঙ্গীকৃত্যত্রবীজানো হনুমন্তং পুরাণি চম্ ১৪  
 যেন কেন প্রকারেণ লঙ্কারামো মহর্ষবম্ ।  
 লক্ষ্যাকরূপং মে ক্রহি দুঃসাধ্যং দেবদানবৈঃ ১৫  
 জ্ঞাত্বা তস্ত প্রীতিকারং করিষ্যামি কপীধর ।  
 শ্রদ্ধা রামস্ত বচনং হনুমান বিনয়ামিতঃ ১৬  
 উবাচ শ্রোত্রলির্দেব যথাদৃষ্টং প্রবীমি তে ।  
 লক্ষ্য দিব্যা পুরী দেব ক্রিকূটশিখরে স্থিতা ১৭  
 স্বর্গপ্রাকারসম্বিতা সর্গাটালকসংযুতা ।  
 পরিধাভিঃ পরিবৃত্তা পূর্ণাভির্নির্মলোদকৈঃ ১৮  
 নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যবাসীভিঃসাবৃত্তা ।  
 গৃহৈর্বিচিত্রশোভাটোর্মণিস্তম্ভমটৈঃ স্তম্ভৈঃ ১৯

পশ্চিমদ্বারমাসাদ্য গজবাহাঃ সহস্রশঃ ।  
 উত্তরে ঝারি তিষ্ঠতি সাৰবাহাঃ সপত্তয়ঃ ।২০  
 তিষ্ঠন্তানু দসম্ব্যাকাঃ প্রাচ্যামপি তগৈব চ ।  
 রক্ষিণো রাক্ষসাবীরা ছায়ং দক্ষিণমাত্রিতাঃ ।২১  
 মধ্যকক্ষেঃ প্যসম্ব্যাতা গজাশ্বরথপত্তয়ঃ ।  
 রক্ষয়ন্তি সনা লক্ষাং নানান্তকুশলাঃ প্রভৌ ।২২  
 সংক্রমৈবিন্দিগৈর্নরকা শতদ্বীপ্তিচ্চ সংযুতা ।  
 এবং স্থিতেহপি দেবেশ শৃণু মে তত্র চেচরিতম্ ।২৩  
 দশাননবলৌবস্ত চতুর্থাংশো ময়া হৃতঃ ।  
 দক্ষা লক্ষাং পুরীং পর্বপ্রাসাদৌ ধর্মিতো ময়া ।২৪  
 শতদ্বয়ঃ সংক্রমাস্টেব নাশিতা মে রথভয়ম্ ।  
 দেব স্বকর্মনারেব লক্ষা ভদ্রীকৃতা ভবেৎ ।২৫  
 প্রস্থানং করু দেবেশ গচ্ছাম্যো লবণাধ্বযেঃ ।  
 তীরং সহ মহাবীরৈর্নরনরৌবৈঃ সমন্ততঃ । ২৬  
 শ্রেষ্ঠা হনমতো বাৎস্মুবাচ রক্ষস্কননঃ ।  
 সুগ্রীব মৈনিকান্ সক্ষান্ প্রস্থানায়ান্তিনোদয় ।২৭  
 ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্ত্তঃ পরিবর্ত্ততে ।  
 আশ্বিন্ মুহূর্ত্তে গভাহং লক্ষাং রাক্ষসসঙ্কলাম্ ।২৮  
 সপ্রাকারং সুহর্দ্ববাং নাশয়ামি সরাবণাম্ ।  
 আনেষ্যামি চ সীতাং মে দক্ষিণাঞ্চি ক্ষু রত্যধঃ ।২৯  
 প্রযাতু বাহিনী সর্কা বানরাণাং তরঙ্গিনাম্ ।  
 রক্ষত্ব স্তথাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ৩০  
 হনমন্তুস্বাঙ্কহ গচ্ছাম্যগ্রেহ হৃদং ততঃ ।  
 আরুহ লক্ষণো বাতু সুগ্রীব তং ময়া সহ ।৩১  
 গয়ো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ ।  
 নলো নীলঃ সুমেঘশ্চ জামবাৎশ্চ তথাপরে ।৩২  
 সর্কে গচ্ছন্ত সর্কত সেনাপাঃ শক্রবাতিনঃ ।  
 ইত্যজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রতস্থে সহলক্ষণঃ ।৩৩  
 সুগ্রীবসহিতে হর্বাং সেনামধ্যগতো বিভূঃ ।  
 বানেরশ্রমিতাঃ সর্কে বানরাঃ কামরূপিণঃ ।৩৪  
 ক্ষেপন্তঃ পরিগর্ভস্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্ ।  
 ভক্ষয়ন্তো বহুঃ সর্কে ফলানি চ মধুনি চ ।৩৫  
 ক্রবন্তো রাবৎস্তাগ্রে হনিষ্যামোহন্য রাবণম্ ।  
 এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমাঃ ।৩৬  
 হরিভ্যামুহমানে ভৌ শুভভাতে রবুত্তমৌ ।  
 নকট্রেঃ সেবিতৌ স্বচ্ছন্দ্র সূর্য্যাবিবাসরে ।৩৭  
 আবৃত্য পৃথিবীং কুংস্রাং জগাম মহতী চমুঃ ।  
 প্রফেটিয়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রান্ উষহস্তশ্চ পাদপান্ । ৩৮  
 শৈলানারোহন্তস্তশ্চ জগ্মু বারুতবেগতঃ ।  
 অসম্ব্যাতাশ্চ সর্কত বানরাঃ পরিপূরিতাঃ ।৩৯  
 স্তীতান্তে জগ্মু রত্যধঃ রামেণ পরিপালিতাঃ ।  
 গতা চমুর্দিবারাত্রং কচিৎসাম্জত্ব সপম্ । ৪০  
 কাননানি বিচিত্রানি পশুন্ মলয়সঙ্ঘরোঃ ।

তে সহং সমভিক্রমা মলয়ঞ্চ তথা গিরিম্ । ৪১  
 আষমুচ্চানুপূর্বোণ সমুদ্রং ভীমনিঃসনম্ ।  
 অবতীর্ষ্য হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ ।৪২  
 সলিলাভ্যাসমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ ।  
 আপতাঃ শ্বো বয়ং সর্কে সমুদ্রং মর্করালয়ম্ ।৪৩  
 ইতো গন্তুমশক্যং নো নিরুপায়েন বানরাঃ ।  
 অত্র সেনানিবেশোহস্ত মন্ত্রমায়োহস্ত ভারণে ।৪৪  
 শ্রেষ্ঠা রামস্ত বচনং সুগ্রীবঃ সাগরান্তিকৈ ।  
 সেনাং ছবেশয়ং ক্ষিপ্রং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ ।৪৫  
 তে পশ্যন্তো বিবেহুস্তং সাগরং ভীমদর্শনম্ ।  
 মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্ ।৪৬  
 অগাধং গগনাকারং সাগরং বীক্য চূর্ণিতাঃ ।  
 তরিষ্যামঃ কথং শ্বোরং সাগরং বরুণালয়ম্ । ৪৭  
 হস্তব্যোহস্মাভিরদ্যৌব রাবণো রাক্ষসাধবঃ ।  
 ইতিচিন্তাকুলাঃ সর্কে রামপার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ । ৪৮  
 রামঃ সীতামুস্মৃত্য ছুঃখেন মহতাবৃতঃ ।  
 বিলপ্য জানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমাচুঃ ।৪৯  
 অদ্বিতীয়শ্চিহ্নশ্চৈকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।  
 যন্ত জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ ।৫০  
 তং ন স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমবায়ম্ ।  
 দুঃখহর্ষভয়ক্রোধলোভমোহমদাদয়ঃ ।৫১  
 অজ্ঞানলিঙ্গাশ্চেতানি কৃতঃ সন্তি চিদান্ননি ।  
 দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদান্ননঃ ।৫২  
 সশ্রাসাদে দ্বয়াভাবাং স্তথাত্রং হি দৃশুতে ।  
 বুদ্ধাদ্যভাবাং সংশুকে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে ।  
 অতো দুঃখাদিকং সর্কং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ ।৫৩  
 রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো  
 নিত্যোদিতো নিত্যস্থখো নিরীহঃ ।  
 তথাপি মায়ামুগমসক্ততোহসৌ  
 সুখীব দুঃখীব বিভাব্যতেহনুর্ধঃ । ৫৪

ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

লক্ষায়াং রাবণো দৃষ্টা কৃতং কর্ম হনুমতা ।  
 হুঙ্করং দৈবতৈর্বাপি ত্রিযা কিঞ্চিদবাচুধঃ । ১  
 আক্লম মন্ত্রিণঃ সর্কানিদং বচনমব্রবীৎ ।  
 হনুমতা কৃতং কর্ম ভবতিতু ষ্টমৈব তৎ ।২  
 এবিঞ্চ লক্ষাং দুর্দর্ভাং দৃষ্টা সীতাং দুয়াসদাম্ ।  
 হস্তা চ রাক্ষসান্ বীরানকং মন্দোদরীহৃতম্ ।৩  
 বৃগুধা লক্ষ্যমশেষেণ সজ্জয়িত্বা চ সাগরম্ ।  
 বৃদ্ধান সর্কানভিক্রমা স্বহোহংগাং পুনরেব সং ।৪  
 কিং কর্তব্যমিতোহস্মাভিযুং মন্ত্রবিধারদাঃ ।

মন্ত্রয়ধ্বং প্রযত্নে বৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ । ৫  
 রাবণস্ত বচঃ শ্ৰুত্বা রাক্ষসাস্তমথাক্রবন্ ।  
 দেব শক্কা কুতো রামাং তব শোকজিতোরণে । ৬  
 ইন্দ্রস্ত বন্ধু । নিক্ষিপ্তঃ পুঞ্জৈঃ তব পতনে ।  
 জিত্বা কুবেরমানীয় পুশ্চকং ডুঙ্কতে ত্বয়া । ৭  
 যমো জিতঃ কালদণ্ডস্তয়ঃ নাকুং তব শ্ৰেভো ।  
 বরুণো হৃদতে নৈব জিতঃ সর্বেহপি রাক্ষসাঃ । ৮  
 যমো মহামুরো ভীত্য কত্মাং দত্তা সয়ং তব ।  
 বৃহশে বর্ততে হৃদ্যপি কিমুতাঞ্জে মহামুরাঃ । ৯  
 হনুমদ্বর্ষণং যত্ন তদবজ্রাকৃতঞ্চ নঃ ।  
 বানরোহয়ং কিমস্মাকমস্মিন্ পৌরুষদর্শনে । ১০  
 ইত্যুপেক্ষিতমমাত্ৰিধি বর্ষণং তেন কিং ভবেৎ ।  
 বয়ং শ্রেমতঃ কিং তেন বক্ষিতাঃ যো হনুমতাঃ । ১১  
 জানীমো যদি তং সর্কে বধং জীবন্ গমিষ্যতি ।  
 আজ্ঞাপয় জগৎ কুংস্রমবানরমমাহবম্ । ১২  
 কৃত্বা যাশ্বামহে সর্কে প্রত্যেকং বা নিযোজয় ।  
 কুস্তকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্ । ১৩  
 আরক্কে বৎ ত্বয়া কর্ম পাত্ননাশায় কেবলম্ ।  
 ন দৃষ্টৌহসি তদা ভাগ্যাং স্বং রামেণ মহামুনা । ১৪  
 যদি পশ্যতি রামস্তাং জীবন্নাসি রাবণ ।  
 রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণৌহব্যয়ঃ । ১৫  
 সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী ।  
 রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা সুমধ্যমা । ১৬  
 বিষপিণ্ডমিবাগীর্ষ্য মহামীনো যথা তথা ।  
 আনীতা জানকী পশ্চাৎ ত্বয়া কিং বা ভবিষ্যতি । ১৭  
 যদ্যপ্যমুচি তং কর্ম ত্বয়া কৃতমজানতা ।  
 সর্কেং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিতো ভব শ্ৰেভো । ১৮  
 কুস্তকর্ণবচঃ শ্ৰুত্বা বাবামিন্দ্রজিহ্ববীৎ ।  
 দেহি দেব মমাহজ্ঞাং হত্বা রামং সলক্ষণম্ ।  
 সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনর্দাস্তামি তে হস্তিকম্ । ১৯  
 তত্রাগতো ভাগবতশ্রবণো  
 বিভীষণো বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠঃ ।  
 শ্রীরামপাদবয় একতানঃ  
 প্রণম্য দেবারিমুপোপবিষ্টঃ । ২০  
 বিলোক্য কুস্তকর্ণাণি দৈত্যানু  
 মন্তপ্রমত্তানতিবিম্বয়েন ।  
 বিলোক্য কামাতুরমগ্রমন্তে ।  
 দশাননং প্রাহ বিস্তম্ববুদ্ধিঃ । ২১  
 ন কুস্তকর্ণেন্দ্রজিতো চ রাজনু  
 তথা মহাপার্বর্মহোদরো তৌ ।  
 নিকুস্তকুস্তো চ তথাভিকায়ঃ  
 হাত্মং ন শক্কা যুধি রাখবস্ত । ২২  
 সীতাভিধানেন মহাপ্রাধেণ

এশ্বোহসি রাজনু ন চ তে বিমোক্ষঃ ।  
 তামেব সংকৃত্য মহাধনেন  
 দত্তাভিরামায় মুখী ভব তুম্ । ২৩  
 যাবন্ রামস্য শিতাঃ শিশীমুধা  
 লক্ষ্মাভিধাণ্য শিরাংসি রক্ষণাম্ ।  
 হিনস্তি তাবদ্রযুনাযকল্প ভো  
 তাং জানকীঃ স্বং প্রতিদাহুমর্হসি । ২৫  
 যাবন্নগাভাঃ কপয়ো মহাবলা  
 হরীশ্চতুল্যা নখদংশ্ট্রিষোধিনঃ ।  
 লক্ষ্মাং সমাক্রম্য দিনাশয়ন্তি তে  
 তাবদ্বৃক্ৰতং দেহি রমন্তমাং তাম্ । ২৫  
 জীবন্ ন রামেণ বিমোক্ষাসে স্বং  
 গুপ্তঃ হুরৈন্নৈরপি শঙ্করেণ ।  
 ন দেবরাজাঙ্কগতো ন নৃত্যোঃ  
 পাতালালোকানপি মাং প্রবিষ্টেঃ । ২৬  
 শুভং হিতং পবিত্রঞ্চ বিভীষণপচঃ শ্লমঃ ।  
 প্রতিজ্ঞপ্রাহ নৈবাসৌ ত্রিয়মাণ ইন্দোমধম্ । ২৭  
 কালেন নোদিতে দৈত্যো বিভীষণমথাত্রবীৎ ।  
 মন্দন্ততোঈগঃ পুষ্টাকৌ মৎসমীপে বদন্নপি । ২৮  
 প্রতীপমাচরত্যেব মৈমব হিতকারিণঃ ।  
 মিত্রভাবেন শক্রসে জাতো নাশ্যত সংশয়ঃ । ২৯  
 অনার্থেণ কৃতধ্বেন সম্মতির্মে ন যুজ্যতে ।  
 বিনাশমভিকাক্ষন্তি জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা । ৩০  
 যোহশ্রুত্বৈবংবিধং ত্রয়াধাকাম্যেকং নিশাচরঃ ।  
 হস্মি তস্মিন্ মূপে এব দিক্ স্বাঃ রক্ষঃকুলাধমম্ ৩১  
 রাবণেনৈব মূক্তঃ সন্ পরমং স বিভীষণঃ ।  
 উৎপপাত সভামধ্যাদ্গদাপাণিমহাবলঃ । ৩২  
 চতুর্ভিমস্তিভিঃ সাদিঃ গগনশ্চোত্রবীধচঃ ।  
 ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকধরম্ ।  
 মা বিনাশমুপৈহি স্বং প্রিয়বাণিনমেব মাম্ । ৩৩  
 ধিক্রোষি তথাপি স্বং জ্যেষ্ঠোভ্রাতা পিতৃঃ সমঃ ।  
 কালো রাখবরূপেণ জাতো দশরথাস্তয়ে । ৩৪  
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী  
 তাবুভাবাগতাব্র ভূমের্তরাপনুস্তয়ে । ৩৫  
 তেনৈব শ্রেয়িতস্ত্বস্ত ন শৃণোষি হিতং মম ।  
 শ্রীরামঃ প্রকৃতোঃ সাক্ষাৎপরস্তাং সর্কদা হিতঃ । ৩৬  
 বহির্বস্তচ ভূতানাং সমঃ সর্কতং সংস্থিতঃ ।  
 নামরূপাদিভেদেন তত্তয় ইবামলঃ । ৩৭  
 যথা নানাশ্রেকারেযু বুদ্ধেযেকো মহানলঃ ।  
 তন্তদাকৃতিভেদেন ভিদ্যতে জানচক্ষুশাম্ । ৩৮  
 গর্ককোষাদিভেদেন তত্তয় ইবাবভৌ ।  
 নীলপীতাদিবাধেন নির্গলঃ কটিকো যথা । ৩৯  
 স এব নিত্যমুক্তোহপি সমাস্তাগুণবিশিষ্টঃ ।



কালঃ প্রথানং পুরুষোহব্যক্তক্ৰেতি চতুর্বিধঃ ১৪০  
 প্রথানপুরুষাভ্যাং স জগৎ কৃত্বাৎ স্বজজ্যজঃ ।  
 কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেহব্যয়ঃ । ৪১  
 কালরূপী স ভগবান্ কালরূপেণ মায়ায় । ৪২  
 ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবত্বধর্মার্থমিহাপত্তঃ ।  
 ভদ্রতথা কথং কুর্ঘ্যাৎ সত্যসকলম্ দীপকঃ । ৪৩  
 হনিষ্যতি তাং রামক্ সপুত্রবলবাহনম্ ।  
 হস্তমানং ন শক্সোমি ঐষ্টং রামেণ-রাবণ । ৪৪  
 তাং রাক্ষসকুলং কৃত্বাৎ ততো গচ্ছামি রাবণম্ ।  
 ময়ি বাতে স্ত্রী ছুত্বা রম্য ভবনে চিরম্ । ৪৫  
 বিতীষণো রাবণবাক্যতঃ কথ্যং  
 বিদ্রজ্য সর্পং সপরিচ্ছদং গৃহম্ ।  
 জগাম রামস্ত পদারবিন্দয়োঃ  
 সেবাতিকাজ্ঞী পরিপূর্ণমানসঃ । ৪৬

ইতি দ্বিতীয়াহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়াহধ্যায়ঃ ।

বিতীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভিন্নাঙ্কিতঃ সহ ।  
 আগত্য গগনে রামসমুখে সমবহিতঃ ১১  
 উচ্চৈরুবাচ ভো স্বামিন্ রাম রাজীবলোচন ।  
 রাবণস্তাহুজ্যোহহং তে দারহর্জু বিতীষণঃ ১২  
 নান্না ভ্রাত্ৰা নিরন্বোহহং স্বামেব শরণং গতঃ ।  
 হিতমুক্তং ময়া দেব তত্র চাবিদিত্যননঃ ১৩  
 সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ ।  
 উজ্যোহপি ন শূণোত্যেব কালপাশবধঃ গতঃ ১৪  
 হস্তং মাং বধ্তানাদায় প্রোজ্জবাক্সসাধমঃ ।  
 ততোহচিরেণ সচিটবৎকুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ ১৫  
 ভ্রামেব ভবনোক্ষার মুমুহুঃ শরণং গতঃ ।  
 বিতীষণবচঃ শ্রদ্ধা স্ত্রীণ্যো বাক্যমব্রবীৎ ১৬  
 বিধাসর্হো ন তে রাম মায়াবী রাক্সসাধমঃ ।  
 সীতাহর্জু বিশেষেণ রাবণস্তাহুজ্যো বলী ১৭  
 সঞ্জিতিঃ সাযুধৈরমান্ বিবরে নিহনিষ্যতি ১৮  
 তদ্বাজ্ঞায় মে দেব বানরৈর্হস্তভায়মম্ ।  
 নবৈবং ভাতি তে রাম বৃক্সা কিং নিশ্চিতং বধ ।  
 শ্রদ্ধা স্ত্রীণ্যবচনং রামঃ সঞ্জিতমব্রবীৎ ১৯  
 বনীচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ লোকান্ সর্কান্ সহেবরান্ ।  
 নিমিষার্ধেন সংহন্যাং স্বজামি নিমিষার্ধতঃ ১৬০  
 অতো ময়াভয়ং দত্তং সীতমানয় রাক্সসম্ ১৬১  
 সক্রদেব প্রপন্নায় তপান্মীতি চ বাচতে ।  
 অতয়ং সর্কভূতেভ্যো দদাম্যেতদুভয়ম ১৬২  
 রামস্ত বচনং শ্রদ্ধা স্ত্রীণ্যো স্ত্রীমানসঃ ।  
 বিতীষণমথান্যায় সর্করাসাং রাবণম্ ১৬৩

বিতীষণস্ত স্ট্রীকং প্রথিপত্য রত্নভম্ব । ১  
 হর্ষণগদগদ বালী তত্যা চ পররাধিতঃ ১৬৪  
 রামং ভ্রামং বিনালাকং প্রসন্নমুখংকক্ষম্ ১৬৫  
 ধর্মবর্ণিবরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমবিতম্ ।  
 কৃত্যঞ্জলিপটো ছুত্বা স্ত্রীকং সপুত্রকৃতমে ১৬৬  
 বিতীষণ উবাচ ।  
 নমস্তে রাম রাজেশ্র নমঃ সীতামনোরম ।  
 নমস্তে চণ্ডকোপকং নমস্তে ক্রতবৎসল ১৬৭  
 নবোহনস্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে ।  
 স্ত্রীণ্যমিত্রায় চ তে রত্নবাং পতয়ে নমঃ ১৬৮  
 জগত্বংপত্তিনাশানাং কারণায় মহান্বনে ।  
 ত্রৈলোক্যগুরবেহ্নাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ১৬৯  
 ত্র্যমাদিজগতাং রাম স্বমেব স্থিতিকারণম্ ।  
 স্বমস্তে নিধনস্থানং বেচ্ছাচারস্বমেব হি ১৭০  
 চরাচরাণাং তৃতানাং বহিরস্তশ্চ রাবণ ।  
 ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ ১৭১  
 ত্বমায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টান্বানো বিচেতসঃ ।  
 গতান্গতং প্রপদ্যস্তে পাপপুণ্যবশাং সদা ১৭২  
 তাবৎ সত্যং জগত্ভাতি শুক্তিকারজতং বধা ।  
 বাব্রম জায়তে জ্ঞানচেতসা নাভ্রপামিনা ১৭৩  
 স্বদজ্ঞানায় সদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।  
 রমস্তে বিধয়ান্ সর্কানস্তে দুঃখপ্রধান্ বিতো ১৭৪  
 ত্র্যমিশ্রোহমির্ষমো রক্ষো বরুণশ্চ তথামিলঃ ।  
 কুবেরশ্চ তথা ক্রত্বস্বমেব পুরুষোত্তমঃ ১৭৫  
 ত্র্যমপোরশ্যণীয়াং শূল্যং শূল্যতরং প্রভো ।  
 ত্বং পিতা সর্কলোকানাং মাতা ধাতা স্বমেব হি ।  
 আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোহচ্যুতোহব্যয়ঃ ।  
 ত্বং পাণিধারহিতশ্চকুঃপ্রোত্রাবিবর্জিতঃ ১৭৬  
 শ্রোতা দ্রষ্টা গ্রহীতা চ জবনস্ত্বং ধরাস্তকঃ ।  
 কোশেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ।  
 নির্বিকল্পো নির্বিকারো নিরাকারো নিরীধরঃ ।  
 বড়্ভাবরহিতোহন্যানিঃ পুরুষঃ প্রকৃত্তেঃ পরঃ ১৭৭  
 মায়য়া গৃহমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে ।  
 জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বৈকুণ্ঠা সোক্ষপামিনঃ ১৭৮  
 অহং ভূংপারসস্তকিনিশ্রেণীং প্রোণ্য রাবণ ।  
 ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাধায় সৌধধারোক্তনীধর ১৭৯  
 নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম ।  
 রাবণারে নমস্তভ্যং জ্রাহি মাং তবমাদিগাং ১৮০  
 ততঃ প্রসন্নঃ শ্রোবাচ শ্রীমানো ক্রতবৎসলঃ ।  
 বরং বৃশীষ ভবৎ তে বাহিতং বরমোহন্যহম্ ১৮১  
 বিতীষণ উবাচ ।  
 যতোহস্মি কৃতকৃত্যোংস্মি কৃতকার্যোংস্মি রাবণ ।  
 ত্বংপাদধর্শনাদেব বিমুক্তোংস্মি ন সংধরঃ ১৮২

নাতি বৎসদৃশো যশ্চো নাতি বৎসদৃশঃ শুচিঃ ।  
 নাতি বৎসদৃশো নোকে রামঃ স্তম্ভর্জিন্দর্শনাৎ । ৩৫  
 কর্মবন্ধবিনাশায় স্তম্ভজ্ঞানং ভক্তিনক্ষণম্ ।  
 স্তম্ভ্যানং পরমার্থকং যেহি মে রঘুনন্দন । ৩৬  
 ন যাতো রাম রাজেন্দ্র স্তম্ভং বিষয়সম্ভবম্ ।  
 স্তম্ভপাণ্ডকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে । ৩৭  
 শুনিভুক্তা পুনঃ প্রীতো রামঃ প্রৌবাচ রাক্ষসম্ ।  
 পুণ্ড্র বক্ষ্যামি তে ভক্ত রহস্তং মম নিশ্চিতম্ । ৩৮  
 মত্তক্তানাং প্রাণান্তানাং যোগিনাং বীতরাগিনাম্ ।  
 ক্ষয়য়ে সীতয়া নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ । ৩৯  
 তস্যাং ত্বং স রীতা শাস্ত্রঃ সর্বকল্পবর্জিতঃ ।  
 বাৎসর্যাত্মা মোক্ষ্যসেনিত্যং বোরসংসারমাগরাৎ । ৪০  
 স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্বদন্ত লিখেদ্বদঃ পুণ্ড্রাদপি ।  
 সৎপ্রী তয়ে মনাতীষ্টং সারূপ্যং সম্বাদু স্যাৎ । ৪১  
 ইত্যুক্তা লক্ষ্মণং প্রাহ শ্রীরামো ভক্তভক্তিমান্ ।  
 পশ্তস্ত্বিদানীয়েবৈষ মম সঙ্গর্শনে ফলম্ । ৪২  
 লক্ষ্মীরাজ্যেহভিষেক্যামি জলমানস্ব সাগরাৎ ।  
 বাসকশ্রুৎস হৃদ্যাং যাবৎ তিষ্ঠতি বেদিনী । ৪৩  
 বাসয়ম কথ্য লোকে তাবদ্রাজ্যং করোত্বসৌ ।  
 ইত্যুক্তা লক্ষ্মণে বাসু ছানাদ্য কলশেন তম্ ।  
 লক্ষ্মীরাজ্যাধিপত্যার্থমভিষেকঃ রমাপতিঃ ।  
 কারম্মাস স চিবৈলক্ষ্মণেন বিশেষতঃ ।  
 সাধু সাক্ষিতি তে সর্বে বানরাস্তষ্টবুভু শম্ ।  
 স্ত্রীবোহপি পরিবজ্যা বিভীষণমথাত্রবীৎ । ৪৬  
 বিভীষণ বয়ং সর্বে রামস্ত পরমাম্বনঃ ।  
 কিঙ্করাস্তত্র মুখঞ্চ ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ । ৪৭  
 রাবণস্ত বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্তৃ মর্হসি ।  
 বিভীষণ উবাচ ।  
 অহং কিয়ান্ সহায়ত্বে রামস্ত পরমাম্বনঃ ।  
 কিম্ব দাস্যং করিষ্যেহং ভক্ত্যা শত্যা স্তমায়স্বা । ৪৮  
 কৃশগ্রীবেণ সন্দিষ্টঃ শুকো নাম মহাত্মনঃ ।  
 সংস্থিতো হৃদয়ে বাক্যং স্ত্রীবিমিন্দ্রবীৎ । ৪৯  
 স্তামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরঃ রাক্ষসাদিগঃ ।  
 মহাকুলপ্রস্তুতঃ রাজাদি বনচারিণাম্ । ৫০  
 নব ভ্রাতৃসমানস্বং তব নাস্ত্যর্থবিপ্রবঃ ।  
 অহং যদহরং ভাৰ্য্যাং রাজপুত্রস্ত কিং তব । ৫১  
 কিঙ্কিচ্যং ব্যক্তি হ্রিতি লক্ষা শক্যা ন দৈবতৈঃ ।  
 প্রাপ্তং কিং মানবৈরমসৈর্দ্বর্ভানিরমুখটৈঃ । ৫২  
 তং প্রাপয়ন্তং বচনং ত্বর্ঘুংস্তু ত্য বানরাঃ ।  
 প্রাপিষ্যন্ত তবা-কিপ্রং নিছকং বৃক্ষস্টুটিভিঃ । ৫৩  
 বানবৈর্হস্তমানস্ত শুকো রামমথাত্রবীৎ ।  
 ন দূতান্ রন্তি রাজেন্দ্র বানরান্ যয়নপ্রভো । ৫৪  
 রাবঃ ক্রতা তদা বাক্যং শুকস্ত পরিচৈবিতম্ ।

মাবধিষ্টেতি রামস্তান্ বানরানাম বানরান্ । ৫৫  
 পুনরহরমাগায় শুকঃ স্ত্রীবিমদ্রবীৎ ।  
 ক্রহি-সাক্ষন দশগ্রীবঃ কিংবক্ষ্যামি ত্রজাম্যহম্ । ৫৬  
 স্ত্রীবি উবাচ ।  
 যথা বানী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসধম ।  
 হস্তব্যক্তং দয়া যত্নাং সপুত্রবলবাহনঃ । ৫৭ ।  
 ক্রহি মে রামচন্দ্রস্ত ভাৰ্য্যাং ছদ্মা ক বাসাসি ।  
 ততো রামঃ স্ত্রীয়া ধৃতা শুকং বন্ধাবরণং । ৫৮  
 শাহু গোহপি ততঃ পূর্বং দৃষ্টে কপিবলং মহৎ ।  
 যথাবৎকংহাস্যাস রাবণায় স রাক্ষসঃ । ৫৯  
 দীর্ঘচিত্তাপুরো ভূত্যা নিঃসম্ভাস মন্দিরে ।  
 ততঃ সমুদ্রবাস্ক্যে রামো রক্তান্তলোচনঃ । ৬০  
 পশ্ত লক্ষণ হৃষ্টোহসৌ বারিবিমামুপাগতম্ ।  
 নাতিনন্দতি হৃষ্টোহসৌ দর্শনার্থং মমানম্ । ৬১  
 জানাতি স্নাত্বোহয়ঃ মে কিং করিষ্যতি বানবৈঃ  
 অন্য পশ্ত মহাবাহো শোবদ্রিষ্যামি বারিবিম্ । ৬২  
 পাদেনৈব পমিষ্যতি বানরা বিগতজরাঃ ।  
 ইত্যুক্তা ক্রোধতাত্মাক্ আরোশিতধরুধরঃ । ৬৩  
 ভূমীরাধাধমাদায় কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্ ।  
 সকার চাপমাক্ষয় রাঘো বাক্যমথাত্রবীৎ । ৬৪  
 গস্তস্ত সর্কভুতানি রামস্ত শরবিক্রমম্ ।  
 ইদানীংভদ্রদাসকুর্ঘ্যাং সমুদ্রংসরিতাম্পতিম্ । ৬৫  
 এবং ক্রুতি রাঘে তু সঠৈলবনকাননা ।  
 চচাল বহুধা দ্যৌঃচ দিশঃচ তমসারুতাঃ । ৬৬  
 চুকেত সাগরো বেলাং ভদ্রাদ্যবোজনমত্যাগাৎ ।  
 তিসিনক্রম্য মীনাঃ প্রেতপ্তাঃ পরিত্রস্তুঃ । ৬৭  
 এতন্নিরস্তরে সাক্ষাৎ সাগরো দিব্যরূপথক্ ।  
 দিব্যাতরঙ্গম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ । ৬৮  
 স্বাস্তঃহৃদিবরহানি করাভ্যাং পরিগৃহ সঃ ।  
 পাদয়োঃ পুরতঃ কিপ্তা রামস্যোপায়নং বহ । ৬৯  
 দণ্ডবৎ প্রধিপত্যাহ রামং রক্তান্তলোচনম্ ।  
 ত্রাহি ত্রাহি জগদ্রাধ রাম হ্রৈলোক্যরক্ষক । ৭০  
 জড়োহহং রাম তে সৃষ্টঃ স্বজতা নিবিলং জগৎ  
 স্বভাবমস্তথা কর্তৃ কঃ শকো দেবনির্গিতম্ । ৭১  
 হুলানি পৃকভুতানি জড়াশ্চৈব স্বভাবতঃ ।  
 সৃষ্টানি তবতৈতানি তদাজ্ঞাং লক্ষ্ময়ন্তি ন । ৭২  
 তামসাদহমো রাম ভুতানি প্রেতবন্তি হি ।  
 কারণানুপমাং তেবাং জড়কং তামসং স্বতঃ । ৭৩  
 নিশু পদ্বং নিরাকারো যদা মায়ান্তানি প্রেতো ।  
 লীলায়ানীকরোহি ত্বং তদা বৈরাজমানান্ । ৭৪  
 গুণাশ্চনো বিরাজন্ত সবাশ্চেনা রুত্বিরে ।  
 রজোগুণাং প্রেতেশায়া মন্ত্যেহু তপতিস্তব । ৭৫  
 ডামবৎ মায়য়া ছন্নং লীলায়া স্নান্ধাকৃতিম্ । ৭৬

অক্ষয়ুর্জির্জড়ো মূর্গঃ কথং জানামি নিগুর্ণম্ ।  
 নগু এব হি মূর্খানাং সমাগ্প্রাপকঃ প্রভো ।  
 তুতানামমরশ্রেষ্ঠ পশুনাং লগুড়ো যথা । ৭৭  
 শরণং তে ব্রহ্মাণীশ শরণ্যং ভক্তবৎসল ।  
 \* অতয়ং দেহি মে রাম লক্ষ্ম্যার্গং দদামি তে । ৭৮  
 শ্রীরাম উবাচ ।

অমোঘোহয়ং মহাবাণঃকশ্মিন দেশে নিপাত্যতাম্ ।  
 লক্ষ্যং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্তামোঘপাতিনঃ । ৭৯  
 বামস্ত বচনং শ্রুত্বা বরে দৃষ্ট্য় মহাশরম্ ।  
 মহোদধিমহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ । ৮০  
 রামোক্তরপ্রদেশে তু ক্রমকুল্য ইতি শ্রুতঃ ।  
 প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাণাস্থানো দিবানিশম্ । ৮১  
 বাখস্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ তত্র তে পাত্যতাং শরঃ ।  
 রামেণ হৃষ্টো বাণস্ত কৃপাদাত্তিরমণ্ডলম্ । ৮২  
 হত্বা পুনঃ সমাগত্য তৃণীরে পূর্ববৎ স্থিতঃ ।  
 ততোহব্রবীজঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়াধিতঃ । ৮৩  
 নলঃ সেতুং কদোভশ্মিন জ্বলে মে বিশ্বকর্ষণঃ ।  
 স্তুতো ধীমান্ সমর্থোহস্মিন কার্যো লক্ষবরোহরিঃ ৮৪  
 কীর্তিং জানন্ত তে লোকাঃ সর্বলোকমলাপহাম্ ।  
 ইত্যুক্ত্য রাঘবং নত্বা যথো সিদ্ধুরদ্রুশ্যতাম্ । ৮৫  
 ততো রামস্ত সূত্রীবলক্ষণাভ্যাং সমধিতঃ ।  
 নলমাজ্ঞাপয়চ্ছীঘ্রং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে । ৮৬  
 ততোহতিভয়ঃ প্রবগেচ্ছযুধৈপে-  
 মর্হানগেন্দ্রপ্রতিমৈর্ধৃতো নলঃ ।  
 ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং  
 সূবিন্দুতং পর্বতপাদপৈদৃ টম্ । ৮৭  
 \* ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

**চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।**

সেতুমারভমাণস্ত তত্র রামেশ্বরং শিবম্ ।  
 সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ । ১  
 প্রণমেয়ং সেতুবন্ধং যো দৃষ্ট্য় রামেশ্বরং শিবম্ ।  
 ক্বহত্যাদিপাপেভ্যো মৃত্যতে মদগুপ্রহাৎ । ২  
 সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্য় রামেশ্বরং হরম্ ।  
 সৰ্জননিয়তো ভূত্বা পশ্বা বাণাণসীং নরঃ । ৩  
 আনীয় গন্ধাসলিলং রামেশশক্তিবিচ্য চ ।  
 সমুদ্রে ক্রিপ্ততত্তারো ব্রহ্ম প্রাণোত্যসংশয়ম্ । ৪  
 কুতানি প্রথযেনাক্ষা কোঙ্কনানি চতুর্দশ ।  
 দ্বিতীয়েন তথা চাছা যোজনানি তু বিংশতিঃ । ৫  
 তৃতীয়েন তথা চাছা যোজনানি কবিংশতিঃ ।  
 চতুর্বেন তথা চাছা দ্বাবিংশতিরিতি শ্রুতম্ । ৬  
 পঞ্চমেন জয়োবিংশদোজনানি সমস্ততঃ ।

ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসত্তমঃ । ৭  
 তেতেনৈব জগ্মুঃ কপরো যোজনানাং শতং ক্রতম্ ।  
 অসম্ভ্যাভাঃ হুবোলাদ্রিং রুদ্রুঃ প্রবণোত্তমাঃ । ৮  
 জারুহ মারুতিং রামো লক্ষ্মণোহপ্যঙ্গদং তথা ।  
 দিগৃক্ষ রাঘবো লক্ষ্ম্যারুরোহাচলং মহৎ । ৯  
 দৃষ্ট্য় লক্ষ্যং হুবিন্দীর্ণাং নানচিত্রং ক্షোজকুলাম্ ।  
 চিত্রপ্রাসাদসমৃদ্ধাং স্পর্শপ্রাকারতোরণাম্ । ১০  
 পরিধাতিঃ শতস্রীতিঃ সংক্রমেশ্চ বিরাজিতাম্ ।  
 প্রাসাদোপরি বিন্দীর্ণপ্রদেশে দশকঙ্করঃ । ১১  
 মঞ্জিতিঃ সহিতো বীরৈঃ কিরীটদশকোঙ্কলঃ ।  
 নীলাঙ্গিনিধিরাকারঃ কালযেযসমপ্রভঃ । ১২  
 রত্নদৈগুঃ সিতচ্ছত্রেরনৈকৈঃ পরিশোভিতঃ ।  
 এতস্মিনস্তুরে বন্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ । ১৩  
 বানরৈস্তুাভিঃ সমাগ্য দশাননমুপাগতঃ ।

কং পটৈঃ শুক। ১৪

রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রবীৎ ।  
 সাগরস্যোত্তরে তীরেহক্রবৎ তে বচনং যথা ।  
 তত উৎপ্লুত্ব কপরো গৃহীত্বা মাং ক্ষণাৎ ততঃ । ১৫  
 মুষ্টিভিন্দধদৈশ্চ হস্তং লোপ্তুং প্রচক্রমুঃ ।  
 ততো মাং রাম রক্ষতি ক্রোশন্তং রঘুপুঙ্গবঃ । ১৬  
 বিস্ফজ্যতামিতি প্রাহ বিস্ফটোহহং কপীশরৈঃ ।  
 ততোহহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট্য় তদ্বানরং বলম্ । ১৭  
 রাক্ষসানাং বলোঘত বানরেন্দ্রবলস্ত চ ।  
 নৈতয়োবিদ্যতে সন্ধিদেবদানবয়োবিব । ১৮  
 পূবপ্রাকারমায়ান্তি ক্ষিপ্রমেকতরং কুর ।  
 সীতাং বাশ্মৈ প্রযচ্ছান্তু মুক্তং বা দীয়তাং প্রভোঃ ।  
 মমাহ রামস্তুং ত্রিঙ্কি রাবণং মঘচঃ শুক ।  
 যদলক্ষ্য সমাপ্রিত্য সীতাং মে হতহবানসি । ২০  
 তদর্শয় যথাকামং সসৈস্ত্রঃ সহবান্ধবঃ ।  
 যঃ কালে নগরীং লক্ষ্যং সপ্রাকারায় সতোরণা  
 রাক্ষসক্ বলং পশ্য শরৈর্বিন্দংসিতং ময়া ।  
 যোরবোমহং যোক্ত্যে বলং ধারয় রাবণ । ২২  
 ইত্যুক্তোপররামাথ রামঃ কমলগোচনঃ ।  
 একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ । ২৩  
 শ্রীরামো লক্ষ্মণশ্চৈব সূত্রীবশ্চ বিভীষণঃ ।  
 এত এব সমর্ষন্তে লক্ষ্যং নাশয়িতুং প্রভোঃ । ২৪  
 উৎপাট্য ভয়ীকরণে সর্বো তিষ্ঠন্ত বানরাঃ ।  
 তস্ত যাদুপবলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ । ২৫  
 বধিযান্তি পুরং সর্বমেকতিষ্ঠন্ত তে ভয়ঃ ।  
 পুস্ত্র বানরসেনাং ভাসম্ভ্যাভাং প্রপূরিতাম্ । ২৬  
 পূর্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্বতসমিচ্ছাঃ ।  
 ন শক্যাস্তে গুণরিতুং প্রাধাত্তেদ ব্রবীমি তে । ২৭  
 এষ যোহভিমুখো লক্ষ্যং মদনু তিষ্ঠতি বানস্ত ৯

যুগপানাং সহজাধাং শতেন পরিবারিতঃ । ২-  
 সুগ্রীবসেনাদিপিতিমৌলো নামাখিনন্দনঃ ।  
 এষ পৰ্বতশৃঙ্গাভঃ পদ্মকিঞ্চনসমিতঃ । ২১  
 কোটিমত্যতিসংরকো লাক্ষলক্ষ পুনঃ পুনঃ ।  
 সুবরাজোহজ্জদো নাম বালিপুত্রোহতিবীৰ্যবান্ । ৩০  
 যেন দৃষ্টী জনকজা রামস্তাতীব বলতা ।  
 হনুমানেষ বিখ্যাতে হতো যেন তবাস্ত্রজঃ । ৩১  
 খেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ।  
 তুর্গং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ । ৩২  
 বস্ত্রেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যত্যতুল্যবিক্রমঃ ।  
 রস্তো নাম মহাসকো লক্ষ্যং নাশায়িত্বং ক্ষমঃ । ৩৩  
 এষ পশ্যতি বৈ লক্ষ্যং দিধক্ষ্মিব বানরঃ ।  
 শরতো নাম রাজেন্দ্র কোটিযুগপনায়কঃ । ৩৪  
 পনসশ্চ মহাবীৰ্য্যো মৈন্দ্রশ্চ দ্বিবিদমুখা ।  
 নলশ্চ সৈতুকর্তাসৌ বিধকর্ম্মহতো বলী । ৩৫  
 বানরাধাং বর্ধনে বা সঙ্খ্যানেন বা ক ঙ্গখরঃ ।  
 শূরাঃ সর্কৈ মহাকায়াঃ সর্কৈ যুগ্মাভিকাজ্জিগঃ । ৩৬  
 শতকঃ সর্কৈ চূর্ণয়িত্বং লক্ষ্যং রক্ষোগণৈঃ সহ ।  
 এতেষাং বলসঙ্খ্যানং প্রত্যেকং বচমি তে শ্শু ৩৭  
 এযাং কোটিমহত্ৰাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ ।  
 তথা শঙ্খসহত্ৰাণি তথাবৃন্দশতানি চ । ৩৮  
 সুগ্রীবসচিবানাং তে বলমেতং প্রকীর্তিতম্ ।  
 অতোযাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্জোহস্মি রাবণ । ৩৯  
 রামো ন মাহবঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ ।  
 সীতা সাক্ষাঙ্গপদেহুচ্ছিক্তিজগদাত্মিক । ৪০  
 তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 তস্মাদ্রামশ্চ সীতা চ জগতস্তম্বুযশ্চ তো । ৪১  
 পিতরৌ পৃথিবীপাল তয়োবৈরী কথং ভবেৎ ।  
 অজ্ঞানতা স্তরা নীতা জগন্মাতৈব জানকী । ৪২  
 ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে ।  
 পঞ্চভূতাত্মকে রাজন্ চতুর্বিংশতিতম্বুকে । ৪৩  
 মলমাংসান্দিহুর্গক্ষুয়িষ্ঠেহৃদ্বকৃতালয়ে ।  
 কৈবাহ্য ব্যতিরিক্তস্ত কারে তব জড়াত্মকে । ৪৪  
 বৎকৃতো ব্রহ্মহত্যাদিপিপাতকানি কৃতানি তে ।  
 ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোহত্র পতিযাতি  
 পূৰ্ব্যাপাশে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ ।  
 কারণে দেহবোগাদিনাশ্বনঃ কুরুতোহনিশম্ । ৪৬  
 যাবদ্দেহোহস্মি কর্তাস্মীত্যাত্মাহং কুরুতেহবশঃ ।  
 অধ্যাসাং তাবদেব সাক্ষয়নাদ্দিপসম্ভবঃ । ৪৭  
 তস্মাৎ ত্বং ত্যজ দেহান্ধাবভিমানং মহামতে ।  
 আত্মাভিনির্গলঃ শুকো বিজ্ঞানাস্ত্রাচলোহব্যয়ঃ । ৪৮  
 বাজ্ঞানবশতো বন্ধঃ প্রতিপন্ন্য বিমুক্তি ।  
 তস্মাৎ ত্বং শুদ্ধভাবেন জাত্বান্নানং সদা মন । ৪৯

বিরক্তিং ভজ সর্কত্র পুত্রদারগৃহাদিধুঃ ।  
 নিরয়েষপি ভোগঃ স্রাজ্জ শৃকরতনাবপি । ৫০  
 দেহং লক্ষ্যং বিবেকাত্যং বিজ্ঞত্বক বিশেষতঃ ।  
 তত্রাপি ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ স্তুল্যম্ । ৫১  
 কো বিধানাস্ত্রাসাং কৃত্য দেহং ভোগান্ত্রণো ভবেৎ  
 অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্ । ৫২  
 অজ্ঞানীব সদা ভোগানমুখাবসি কিং যুগা ।  
 ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্য ত্বং সর্কসমুৎ সমাশ্রয় । ৫৩  
 রামেষ পরাশ্রয়ঃ শুক্তিভাবেন সর্কশা ।  
 সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদান্তচরো ভব । ৫৪  
 বিমুক্তঃ সর্কপাপেভ্যো বিমুলোকং প্রারামসি ।  
 নো চেদৃগমিয়সেহধোহং পুনরাবৃতিবর্জিতঃ ।  
 অঙ্গীকুরুষ মন্যাক্যং হিতমেব বদামি তে । ৫৫  
 সংস্কৃতিং কুরু ভজস হরিং শরণ্যং  
 ত্রীরাঘবং মরকতোপলকান্তিকান্তম্ ।  
 সীতাসমেতমনিশং মৃতচাপাবণং  
 সুগ্রীবলক্ষ্মণবিভীষণসেবিতান্ত্রি ম্ । ৫৬-  
 ইতি চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত্বা শুকমুখোদগীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্ ।  
 রাবণঃ ক্রোধাতক্রামো দহমিব তমব্রবীৎ । ১  
 অমুজীব্য সুহৃবন্ধে শুকবস্ত্রাসমে কর্ণম্ ।  
 শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিঙ্গর লক্ষসে । ২  
 ইদানীক্লেহমি ত্বাং কিন্তু পূর্ককৃতং তব ।  
 স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচিতম্ । ৩  
 ইতো গচ্ছ বিমুক্ত স্বমেবং শ্রোত্বাং ন সে ক্ষমম্ ।  
 মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্য ব্বেপমানো গৃহং যযৌ । ৪  
 শুকোহপি ব্রাহ্মণঃ পূর্কং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।  
 বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্ক্মকৃতঃ । ৫  
 দেবানাস্ত্রিব্রাহ্মণং বিনাশায় হুরদ্বিষাম্ ।  
 চকার বজ্রবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ । ৬  
 রাক্ষসানাং বিরোধোহুচ্ছুক্কো দেবহিতোদ্যতঃ ।  
 বজ্রদঃষ্ট ইতি ব্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান । ৭  
 অন্তরং শ্রেপুত্রাত্তিচ্ছূকাপকরণোদ্যতঃ । ৮  
 কদাচিতদাগতোহগস্ত্যস্ত্রাশ্রমপদং মুনৈঃ । ৯  
 তেন সংপূজিতোহগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ  
 গতে মাতুং মুনৌ কৃষ্ণসম্ভবে প্রাণ্য চান্তরম্ । ১০  
 অগস্ত্যরূপধৃক্ সোহপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ ।  
 যদি দ্বিতিসি মে ব্রহ্মণ ভোজনং দেহি সামিবম্ । ১১  
 বহুকালং ন তুচ্ছং মে মাংসং হ্যাপানসম্ভবম্ ।  
 তথৈতি কারয়ামাস মাংসভোক্ত্যং সবিস্তরম্ । ১২

উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তং রাক্ষসোহতীৰ হৃন্দরম্ ।  
 তক্কাৰ্ধ্যাবপুঃ হা তং চাত্ৰমেহিহয়ন ধলঃ । ১২  
 নরমাংসং দদৌ তমৈম সুশকং বহবিস্তরম্ ।  
 বশৈবান্তর্দপে রক্ষততো দৃষ্টে। চূকোপ সঃ । ১৩  
 অমেধ্যং মানুযং মাংসসমগত্যা শুকমব্রবীৎ ।  
 অতল্যং মানুযং মাংস দত্তবানসি হৃন্দতে । ১৪  
 মতং ত্বং রাক্ষসো জুহা তিষ্ঠ ত্বং মানুযাশনঃ ।  
 ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা। প্রাহাগত্যাং মুনৈ জয়াৎ ১৫  
 ইদানীং ভাবিতং মেহ্য মাংসং দেহীতি যিস্তরম্ ।  
 তপৈব দন্তং মে দেব কিং মে শাপং প্রদাতসি । ১৬  
 প্রহঃ শুকন্ত বচনং হৃহং ধ্যানমাহিতঃ  
 জ্ঞাতা রক্ষঃকৃতং সর্কং ততঃ প্রাহ শুকং হৃদীঃ । ১৭  
 তবাপকারিণা সর্কং রাক্ষসেন কৃতবিন্দম্ ।  
 অবিচার্যেব মে দঃ শাপন্তে মুনিসত্তম । ১৮  
 তথাপি মে বচোহমোহমেবমেব ভবিষ্যতি ।  
 রাক্ষসং বপূরাহ্মার রাবণশ্চ সহায়কং । ১৯  
 তিষ্ঠ তাবলাণা রামো দশাননবধায় হি ।  
 আপমিষ্যতি লক্ষ্মারঃ সনীপং বানরৈঃ সহ । ২০  
 শ্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো জুহা রঘুত্তমম্ ।  
 দৃষ্টে। শাপাছিমিন্মুক্তো বোধয়িত্ব চ রাবণম্ । ২১  
 তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ স্তমি ।  
 ইত্যুক্তোহপ্তম্মুনিনা শুকো ব্রাহ্মণসত্তমঃ । ২২  
 বভূব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংহিতঃ ।  
 ইদানীং চাররূপেণ দৃষ্টে। রামং সহায়কম্ । ২৩  
 রাবণং তত্ত্ববিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনঃক্রতম্ ।  
 পূৰ্ণবদব্রাহ্মণো জুহা স্মিতো বৈধান্তিঃ সহ । ২৪  
 ততঃ সমাগমধ ক্লে নালাবান্ রাক্ষসো মহান্ ।  
 মুক্তিমান্ নীতিনিপুণো রাজ্ঞো মানুঃ প্রিয়ঃ পিতা ২৫  
 প্রাহ ত্বং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনান্তরাত্নন ।  
 শৃণু রাজন্ বচো মেহ্য প্রহা কুরু বধেপ্সিতম্ । ২৬  
 যদা প্রবিষ্টা নগরী জানকী রামবল্লভা ।  
 তদাধি পূৰ্ণ্যাং দৃশান্তে নিমিত্তানি দশানন । ২৭  
 ঘোরানি নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু ।  
 ধরন্তনিতমিষে যদা মেধা অতিভয়ঙ্করাঃ । ২৮  
 শোষিতেনাতিবর্ষিষ্ঠ লক্ষ্মাক্ষেন সর্কদা ।  
 ক্রমন্তি দেবলিখানি স্থিত্যিষ্টে প্রচলন্তি চ । ২৯  
 কানিকাঃ পাণ্ডুরৈবৈভ্যে প্রহসন্ত্যক্রতঃ স্থিতা ।  
 ধরা ধোবু প্রজারন্তে মুবকা নহুঁলৈঃ সহ । ৩০  
 মার্কারেণ তু যুয্যন্তি পরশ্চাঃ পক্ষফেন তু ।  
 করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুংগবঃ কৃকপিকৃলাঃ । ৩১  
 কালো পৃথ্বাপি সর্কোহাং করাল কালে দ্ববেকতে  
 এতান্যন্যানি দৃষ্টন্তে নিমিত্তাঃ স্তম্ভবন্তি চ । ৩২  
 অতঃ কুলজ রক্ষসিং শান্তিং কুরু দশানন ।

সীতাং সংকৃত্য সধন্যাং নামারায়ণ প্রবচ্ছ ভো ১৩০  
 রামং নামায়ণং বিদ্ধি বিবেচ্য ত্যক্ত রাধবে ।  
 ষংপাদপোতমশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবমাগরম্ । ৩৪  
 তরন্তি ভক্তিপূতাশ্বা ততো রাসো ন মানুযঃ ।  
 ভক্তন ভক্তিভাবেন রামং সর্কহৃদায়গম্ । ৩৫  
 সদ্যপি ত্বং হুরাচারো ভক্ত্যা পুতো ভবিষ্যসি ।  
 মহাকাং কুরু রাজেন্দ্র কুলকৌশলহেতবে । ৩৬  
 তত্ত্ব মাল্যবতো বাক্যাং হিতমুক্তং দশাননঃ ।  
 ন বর্ধয়তি হৃষ্টাশ্বা কালন্ত বশমাগতঃ । ৩৭  
 মানবং কৃপণং রামমেকং শাখামৃগাপ্রসম্ ।  
 সমর্থং মত্তসে কেন হীনং পিত্রা মুনিপ্ৰিয়ম্ । ৩৮  
 রামেণ শ্রেষিতো নুনং ভাবেসে তমনর্গলম্ ।  
 গচ্ছ বুদ্ধোহসি বদ্ধুক্তং সোচং সর্কং কুরোদিতম্ ৩৯  
 ইতো মংকর্ণদবীং দহতোতদ্বচন্তব ।  
 ইত্যুক্তা সর্কসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্থিতস্তদা । ৪০  
 প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশুন্ বানরসৈনিকান্ ।  
 মুক্তায়াজেয়ং সর্করাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্ । ৪১  
 রামোহপি ধনুর্দাদায় লক্ষ্মণেন সমাক্রতম্ ।  
 দৃষ্টে। রাবণমাসীনং কোপেন কনুঘীকৃতঃ । ৪২  
 কিরীটিনং সমাসীনং মল্লিষ্ঠিঃ পরিবেষ্টিতম্ ।  
 শশাঙ্কান্ধিনেভেনৈব বাধেইমকেন রাধবঃ । ৪৩  
 খেতচ্ছত্রমহস্রাণি কিরীটদশকং তথা ।  
 চিচ্ছেদ নিমিষাক্ষেন তদদ্রুতমিবাতবং । ৪৪  
 লজ্জিতো রাবণকর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম্ ।  
 আহুয় রাক্ষসান্ সর্কান্ প্রহস্তপ্রমুখান্ ধলং । ৪৫  
 বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়াসান সত্তরঃ ।  
 ততো ভেরীমৃগদ্যৈঃ পণবান কণ্ঠোমুখৈঃ । ৪৬  
 মহিষোট্টৈঃ ধৈরৈঃ সিংহেযীপিতঃ কৃতবাহন্যঃ ।  
 ধূলাশূলধমুঃ পাশবষ্টিতোমরশক্তিভিঃ । ৪৭  
 লক্ষিতাঃ সর্কতো লক্ষাং প্রতিহারমুপাযযুঃ ।  
 তৎপূৰ্ণমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ । ৪৮  
 উদ্যম্য গিরিপৃক্ষাণি শিখরাণি মহান্তি চ ।  
 তরুশ্চোৎপাট্য বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিবৃষণাঃ । ৪৯  
 প্রেক্ষমানা রাবণশ্চ তাড়নীকানি ভাগশঃ ।  
 রাধবপ্রিয়কার্থং লক্ষ্মাক্ষকৃহস্তদা । ৫০  
 তে ক্রমৈঃ পর্বতাগ্রেণ শ্চ মৃষ্টিভিঃ প্রবহমাঃ ।  
 ততঃ সহস্রযুগাশ্চ কোটিযুগাশ্চ যুধাঃ । ৫১  
 কোটীশতযুগাশ্চাক্রে কুরুধুন পরং কৃশম্ ।  
 আপ্রবন্তঃ প্রবন্তশ্চ পক্ষ শ্চ প্রবতমাঃ । ৫২  
 রামো অরুভবিষো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ ।  
 রাজা অয়তি জয়ীবো রাধবেণানুশাপিতঃ । ৫৩  
 ইত্যেবং বোধয়ন্তঃ সমং যুযুধিরেহবিদ্ধি  
 হনুমানহৃদশৈব কুমুনৌ সীল এব চ । ৫৪

নলশ্চ শরভশ্চৈব যৈকো দ্বিবিদ এব চ ।  
 জাপবান্ দধিবক্তৃশ্চ কেশরী তার এব চ । ৫৫  
 অত্রো চ বলিনঃ সর্কে যুধপাশ্চ প্রবন্ধমঃ ।  
 পারাণ্যুৎপত্ত্য লক্ষ্যায়ঃ সর্কতো রুকধুশ্চ শম্ ।  
 তদা বৃক্ষৈনহাকায়ঃ পর্কতোঐশ্চ বানরঃ । ৫৬  
 নিজম্ব স্থানি রক্ষাংসি নর্ধৈর্নৈশ্চৈব বেগিতাঃ ।  
 রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা হারোভাঃ সর্কতো রুবাঃ ৫৭  
 নিগত্য তিল্পিপালৈশ্চ ধৈয়ঃ শূনৈঃ পরবর্ধৈঃ ।  
 নিজম্ব বানরানীকং মহাকায় মহাবলাঃ । ৫৮  
 রাক্ষসাশ্চ তথা জম্বুবানরা স্তিতকাশিনিঃ ।  
 তথা বভুব সমরো মাংসশোণিতকর্দমঃ । ৫৯  
 রক্ষমাং বানরাণ্যক সম্বভূবান্দ্রুতোপমঃ ।  
 তে হুয়ৈশ্চ গর্জৈশ্চৈব রধৈঃ কাকনসমিভৈঃ । ৬০  
 রক্ষোব্যাত্তা যুধুধিরে নাদয়ন্তো দিশৌ দশ ।  
 রাক্ষমাশ্চ কপীশ্চাশ্চ পরস্পারজরৈবিধাঃ । ৬১  
 রাক্ষমান্ বানরা জম্বুবানরাংশ্চৈব রাক্ষমাঃ ।  
 রামেণ বিযুধী দৃষ্টা হরয়ো দ্বিবিজ্ঞাংশ্চজাঃ । ৬২  
 বভূবুর্বলিনো হস্তান্তদা পীতামৃত্য ইব ।  
 সীতাভিমর্ষণাপেন রাবণেনাভিপালিতান্ । ৬৩  
 হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষমান্ জম্বুরোজমাঃ ।  
 চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্ । ৬৪  
 পটমস্ত্রং নিহতং দৃষ্টা মেঘনাদোহথ দৃষ্টধীঃ ।  
 বক্ষুদন্তবরঃ শ্রীমান্তপানিং গতোহনুরঃ । ৬৫  
 সর্কাত্ত্রকুশলো ব্যোমি ত্রক্ষাত্ত্রেন সমস্ততঃ ।  
 নান্যবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমপন্নম্ । ৬৬  
 বর্ধ শরজালানি তদদ্রুতমিবাভবং ।  
 রামোহপি মানয়ন্ ত্রাক্ষমন্ত্রবিদাশ্বরঃ । ৬৭  
 ক্ষণং কৃক্ষীমুবাণথ দৃশ্য পতিতং বলম্ ।  
 বানবাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চ কোপানলসম্মিতঃ । ৬৮  
 চাপমানর সৌমিত্রে ত্রক্ষাত্ত্রেনামুরঃ ক্ষণাৎ ।  
 ভঙ্গীকরোমি মে পশ্য বলমদ্য বৃক্ষম । ৬৯  
 মেঘনাদোহপি তক্ষুজ্জা রাবকাক্ষমস্তশ্লিষ্ঠঃ ।  
 ভূর্ণং জগাম নগরং মায়ায়া মায়িকোহনুরঃ । ৭০  
 পতিতং বানরানীকং দৃষ্টা রামোহতিহুংগিতঃ ।  
 উনচ মায়ুতিং সীত্রং পশ্য কীরমহোদধিম্ । ৭১  
 তত্র দ্রোণসিনির্নাম দিব্যৌষধিসমুদভবঃ ।  
 তমানয় ক্রতং পশ্য লঙ্কীবর মহামতে । ৭২  
 বানরৌষণ্ মহাসত্বান্ কীর্ত্তিকৈ হুহিরা ভবেৎ ।  
 আত্মা প্রমাণমিকুক্ষুঃ জ্ঞানামিলনক্ষরঃ । ৭৩  
 আনীত চ দ্বিরিৎ সর্বাং বানরান্ বানরর্ষভাঃ ।  
 ক্রীবারিষা পুনস্তত্র স্থাপয়িষ্য যযৌ ক্রতম্ । ৭৪  
 পূর্নবৈষ্ণবং নাদং বানরাণাং বর্ষোষতঃ ।  
 শ্চ ত্বা বিশ্বম্বাপনো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ । ৭৫

রাবণো মে মহান শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনশ্রিতঃ ।  
 হস্তং তং সমরে সীত্রং পশুস্ত মম যুধপাঃ । ৭৬  
 মন্ত্রিণো বাকবাঃ পুরা যে চ মন্ত্রপ্রিয়কাজিগণঃ ।  
 সর্কে পশুস্ত যুজায় হরিতং মম শাসনাৎ । ৭৭  
 যে ন পশুস্তি যুজায় ভীরবঃ প্রাণবিদ্রাবাৎ ।  
 তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্কান্ মচ্ছাসনপরাযুধান্ । ৭৮  
 তক্ষুজ্জা ভরসস্ত্রা নিজয়ৈ রূপকোবিদাঃ ।  
 অতিকারঃ শ্রেয়স্তস্ত মহানাদমহোদধৌ । ৭৯  
 দেবশক্রির্নিকুস্তস্ত দেবাস্তকনরাস্ত্রকৌ ।  
 অপরে বলিনঃ সর্কে যযু কাইর বানরৈঃ । ৮০  
 এতে চাত্রে চ বহবঃ শুরাঃ শতসহস্রকঃ ।  
 এবিণ্ডা বানরং সৈন্তং মমত্ব বৃন্দদর্পিতাঃ । ৮১  
 ভূক্তৈশ্চ তিল্পিপালৈশ্চ বাটৈঃ ধৈয়ৈঃ পরবর্ধৈঃ ।  
 অত্রোশ্চ বিবিধৈরশ্রৈনিজম্বু হরিযুধপান্ । ৮২  
 তে পাদপৈঃ পর্কতাংগৈর্নধুদংষ্ট্রৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ।  
 প্রাণৈবিতোচরামাহুঃ সর্করাক্ষসম্পপান্ । ৮৩  
 রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ হুগ্রীবৈশ্চ তথাপরে ।  
 হনুমতা চাক্ষুদেন লক্ষণেন মহাস্তনা । ৮৪  
 যুধৈর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্করাক্ষমাঃ ।  
 রামতেজঃ সমাবিণ্ডা বানরা বিনোহভবন্ । ৮৫  
 রামশক্তিবিহীনান্যেবং শক্তিঃ কুতো ভবেৎ । ৮৬  
 সর্কেশ্বরঃ সর্কমরো বিধাতা  
 মায়ামনুষ্যাত্ত্ববিড়ধনেন ।  
 সদা চিদানন্দমরোহিপি রাবো  
 যুদাদিনীলাং বিতনোতি মায়াম্ । ৮৭

শ্লোক পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্চ ত্বা বৃক্ষ বলং নষ্টমতিকায়মুখং মহং ।  
 রাবণো তুংবসস্তপ্তঃ ক্রোধেন সহতাবৃতঃ । ১  
 নিধারেন্দ্রজিতং লক্ষ্যরক্ষণার্থং মহাহ্যতিঃ ।  
 পরং জগাম যুজায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ । ২  
 দিব্যং স্যাক্ষনমায়ুহ সর্কপশ্চাত্ত্রসমুত্তম্ ।  
 রামেনেবাভিহুজাব রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ । ৩  
 বানরান্ বহুশো হত্যা বাণেরাশীবিদোপসৈঃ ।  
 পাতয়ামাস হুগ্রীবধুগুধান যুগনাযকান্ । ৪  
 গদাপাণিৎ মহাসত্বং তত্র দৃষ্টা বিভীষণম্ ।  
 উৎসর্জ মহাশক্তিং বরদভ্যং বিভীষণে । ৫  
 তাপাতস্তীমালোক্য বিভীষণবিদ্যাত্রীম্ ।  
 দত্তাত্মোহনুরং রামেণ বধাহৌ নারদামুরঃ । ৬  
 ইত্যুক্ত্য লক্ষণো ভীমং চাপমাগার বীর্যবান্ ।  
 বিভীষণস্ত পুরতঃ স্থিতোহকম্প ইবাহলঃ । ৭

স্মা শক্তিঃ স্তম্ভতঃ বিবেশামোষশক্তিঃ ।  
 যাবত্যাঃ শক্রয়ো লোকৈ ময়ায়াঃ সন্তবন্তি হি ।৮  
 তাসামাধারকৃত্য লক্ষণত্র মহান্বনঃ ।  
 রাশায়ণ্যা ভবেৎ কিং বা শেষাংশত্র হরেস্তনোঃ  
 তথাপি মাহুৎ ভাবমাপন্নস্তদহরতঃ ।  
 মুচ্ছিতঃ পতিতে ভ্রমো তমাকাতুং দশাননঃ ।১০  
 হস্তস্তোলায়িতুং শক্তো ন বভূবাবিভিমিতঃ ।  
 সর্দস্ত জগতঃ সারং বিরাজঃ পরমেধরম্ ।১১  
 কপং লোকাপ্রয়ং বিষ্ণুং তোলায়িতু মু কসিঃ ।  
 প্রাহৌকামং সৌমিত্রিং রাবণংবীক্য মারুতিঃ ।১২  
 আজ্ঞানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকলেন মুষ্টিনা ।  
 তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জাতভ্যামপতভূবি ।১৩  
 জ্ঞাতৈশ্চ নৈত্রপ্রবণৈরুদ্বন্দ্বনং কধিরং বহ ।  
 বিঘূর্ণমাননয়নো রধোপশ্ব উপাশিৎ ।১৪  
 অথ লক্ষণমাদায় হনুমান রাবণদি তম্ ।  
 আনয়জামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগৃহ তম্ ।১৫  
 হনুমতঃ সুহৃৎস্বেন ভক্ত্যা চ পরমেধরঃ ।  
 লঘুভ্রমগমদেবো গুরুণাং গুরুরপ্যজঃ ।১৬  
 স্মা শক্তিঃ পিতৃ তং ত্যক্ত্য জ্ঞাত্বা নারায়ণংশজম্ ।  
 রাবণস্য রথং প্রাগজ্ঞাবগোহপি শনৈস্ততঃ ।১৭  
 সংজ্ঞামবাপ্য জগ্ৰাহ বাণাসনমথো রথা ।  
 রামমেবাভিজুহাব দৃষ্ট্য রামোহপি তং ক্র ধা ।১৮  
 আরুহ জগতাং নাথো হনুমন্তং মহাবলম্ ।  
 রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্য অভিদুহাব রাবণঃ ।১৯  
 জ্ঞাশকমকরোস্তোত্রং বজ্রনিপেযনিষ্ঠ রম্ ।  
 রামো পুস্তীরয়া বাচা রাক্ষসেস্তমুবাচ হ ।২০  
 রাক্ষসাধম তিষ্ঠাচ ক পমিযাসি মে পুরঃ ।  
 কৃত্যপরাধমেবং মে সর্কত্র সমদর্শিনঃ ।২১  
 যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাশ্তে জনালয়ে ।  
 তেনৈব স্বাং হনিযামি তিষ্ঠাত্ম মম গোচরে ।২২  
 স্ত্রীরামত্র বচঃ শ্রুত্বা রাবণো মারুতাস্বজম্ ।  
 বহস্তং রাবণং সম্যো শরৈস্তীক্লৈরতাড়য়ৎ ।২৩  
 হতস্যাপি শরৈস্তীক্লৈরায়ুনোঃ স্বতেজসা ।  
 ব্যবধ ত পুনস্তেজো নবদ চ মহাকপিঃ ।  
 ততো দৃষ্ট্য হনুমন্তং সত্ৰণং রঘুসতমঃ  
 ক্রোধমাহারয়ামাস কালক্লঃ ইবাপরঃ । ২৫  
 সাধুং রথং ধ্বজং সূতং শত্রোথং ধনুঃরঞ্জসা ।  
 ছত্রং পতাকাং তরঙ্গা চিহ্নেয় শিতসায়কৈঃ ।২৬  
 ততো মহাশরোণাশ রাবণং রঘুসতমঃ ।  
 বিবাহ বজ্রকলেন পাশ্যারিসিব পর্কতম্ । ২৭  
 রামবাণহতো বীরশচাল চ মুসোহ চ ।  
 হস্তান্ধিপতিভ্রুতাপস্তং সর্কীয় রঘুভমঃ । ২৮  
 অর্ধচত্রেণ চিহ্নে হ তৎকিরীটং রবিপ্রোভম্ ।

অনুজ্ঞানামি পুঙ্খ হৃদিদানীং বাণশীড়িতঃ ।২৯  
 প্রেচ্ছিত লক্ষ্মারামত্র ধঃ পশুসি বলং মম ।  
 রামবাণেন সংবিদ্ধো হতদর্শোহধ রাবণঃ । ৩০  
 মহত্যা লক্ষ্ময়া যুক্তো লক্ষ্যং প্রাশিষদাতুরঃ ।  
 রামোহপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্য মুচ্ছিতং পতিতং ভূবি ।  
 মাহুৎমমুপাশ্রিত্য লীলয়াহুশোচ হ ।  
 ততঃ প্রাহ হনুমন্তং বৎস জীবয় লক্ষ্মণম্ । ৩২  
 মহৌষধীঃ সমানীয় পূর্ববৎ বানরানপি ।  
 তথেষতি রাবণেণোকো অগমাশ্চ মহাকপিঃ ।৩৩  
 হনুমান বায়বেগেন কণাভোক্ত্য মহোদধিম্ ।  
 এতম্বিন্দস্তরে চার্য রাবণায় হ্রবেদয়ন্ । ৩৪  
 রামেণ প্রেষিতো দেব হনুমান কীরমাগরম্ ।  
 পতো নেতুং লক্ষ্মণত্র জীবনার্থং মহৌষধীঃ । ৩৫  
 শ্রুত্বা তজারবচনং রাজা চিন্তাপরোহভবৎ ।  
 জগাম রাত্রাবেকাকী কালনেমিগৃহং কণাৎ । ৩৬  
 গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিশ্বয়াধিতঃ ।  
 কালনেমিরুবাচোদং প্রাঞ্জলি র্ভয়বিস্কলঃ ।  
 অর্থাপিংকং ততঃ কৃত্বা রাবণশত্রু তঃ স্থিতঃ । ৩৭  
 কিং তে করোমি রাজেন্দ্র কিমাপমনকারণম্ ।  
 কালনেমিযুবাচোদং রাবণো হুঃখশীড়িতঃ । ৩৮  
 ময়াপি কালদশতঃ কষ্টমেতদুপস্থিতম্ ।  
 ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভূবি ।৩৯  
 তং জীবয়িতুমানোভূমোষধীর্হনুমান গতঃ ।  
 যথা তত্র ভবেদ্বিঘ্নং তথা কুরু মহামতে । ৪০  
 মায়য়া মূনিবেগেন মোহয়স্ব মহাকপিম্ ।  
 কালাভ্যো যথা ভূয়াং তথা কৃৎসেহি মদিরে । ৪১  
 রাবণত্র বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিরুবাচ তম্ ।  
 রাবণেশ বচো বেহদ্য শূণ ধারয় তস্ততঃ । ৪২  
 শ্রিয়ং তে করবাণেযবৎ প্রাধান ধারয়াম্যহম্ ।  
 মারীচত্র বধারণ্যো পুরাভূষ গরুপিণঃ । ৪৩  
 তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিয্যতি দশানন ।  
 হতাঃ পূত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধব রাক্ষসাশ্চ তে ৪৪  
 ধাতরিত্বাঃ স্বরকুলং জীবিতেনাপি কিং তব ।  
 রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিং দেহেন জড়াস্বনা ।৪৫  
 সীতাং প্রেচ্ছহ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে ।  
 বনং যাছি মহাবাহো রম্যং মূনিগণাপ্রয়ম্ । ৪৬  
 স্বাত্মা প্রোতঃ শুভজলে কৃত্বা সকাপিদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
 তত একাত্মশ্রিত্য স্খ্যানসনপরিগ্রহঃ । ৪৭  
 বিঘৃজ্য সর্কৃতঃ সক্রমিতরাম বিষম্মনং বহিঃ ।  
 বহিঃ প্রেচ্ছতাক্ষণং শনৈঃ প্রেচ্ছত্ব প্রোবহয় । ৪৮  
 প্রেচ্ছতেভিন্নমান্বানং বিচারয় সমারম্ ।  
 চরাচরং জগৎ কুংসং দেহদুর্ভাগ্যাদিকম্ ।৪৯  
 আত্রকস্তমপর্ধ্যত্যং দৃশ্যতে প্রয়তে চ বৎ ।

সৈম্যপ্রকৃতিরিত্ত্বা সৈব মায়োতি কীৰ্ত্তিতা । ৫০  
 সর্গস্থিতিবিনাশানাং ভগদ্বয়কৃত কারণম্ ।  
 লোহিতখেতকৃৎসাদিপ্রজ্ঞাঃ স্ফলতি সৰ্বদা । ৫১  
 কামক্রোধাদিপুত্রোদ্যান্যং হিংসাতৃকাদিকল্পকাঃ ।  
 মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মানং বৈশ্বং পৈৰ্বিকুম্ । ৫২  
 কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখানং স্বগুণানাত্মনীধরে ।  
 আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রৌড়তি সৰ্বদা । ৫৩  
 শুক্লোহপ্যাত্মা যদা যুক্তো পশ্যাতীব সদা বহিঃ ।  
 বিষৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ । ৫৪  
 যদা সদ্গুণরূপা যুক্তো বোধযতে বোধরূপিণা ।  
 নিবৃজ্জদৃষ্টিরাশ্রয়ানং পশ্যাতেষ্যে সদা স্কটম্ । ৫৫  
 জীবমুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈত্তেগুণৈঃ ।  
 তুমপ্যেবং সদাশ্রয়ানং বিচার্য নিয়তেশ্চিয়ঃ । ৫৬  
 প্রকৃতেরত্ত্বমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি ।  
 ধ্যাংতুং যদাসমর্থোহসি সগুণং দেবমাত্ময়ং । ৫৭  
 স্ত্বংপদ্বকথিকৈ সর্গসীঠৈ মণিগণাধিতে ।  
 মুদ্বন্দ্বস্তরে তত্র জ্ঞানক্যা মহ সংস্থিতম্ । ৫৮  
 বীরাসনং বিশালাকং বিদ্রুংপুঞ্জনিভাসয়ম্ ।  
 কিরীটহারকেশয়কৌস্তভাদিভিরধিতম্ । ৫৯  
 নৃপুটৈঃ কটকৈভাতিং তথৈব বনমালায়া ।  
 লক্ষ্মণেন ধনুর্দন্দ করণে পরিষেবিতম্ । ৬০  
 এবং ধাত্বা সদাশ্রয়ানং রামং সৰ্ব্বহৃদি স্থিতম্ ।  
 ভক্ত্যা পরমমা যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ৬১  
 শূন্যং চরিতং তত্র ভক্তৈর্নিত্যমনচ্ছধীঃ ।  
 এবং চেৎকৃতপূৰ্ব্বাণি পাগানি চ মহাস্ত্যপি ।  
 স্ফণদেব বিনশ্যতি যথাস্তেস্ত লরশয়ঃ । ৬২  
 ভক্তস্য রামং পরিপূৰ্ণমেকং  
 বিহার্য বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ ।  
 হ্রদা সদা ভাবিতভাবরূপ-  
 মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্ ৬৩  
 ইতি বচোহুধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহুধ্যায়ঃ ।

কালনেমিবচঃ স্ত্বা রাবণোহুভূতগমিতম্ ।  
 জ্ঞানান ক্রোধাত্ৰাঙ্কঃ সর্পিরাতিরিবারিমং । ১  
 নিহসি স্ত্বং দুর্দাস্তানং মচ্ছাসিনপরাশুধম্ ।  
 পটৈঃ কিঞ্চিৎ গৃহীত্বা স্ত্বং ভাবসে রামকিঙ্করং । ২  
 কালনেমিরুবাচেনং রাবণং দেব কিং ক্রোধা ।  
 ন রোচতে মে বচনং যদি গদ্যা করোসি তং । ৩  
 ইত্যুক্ত্যঃ প্রবেষৌ শীঘ্রং কালনেমির্মহাহুরঃ ।  
 নোহিতো রাবণেনৈব হনুর্মহিষকারিণাং । ৪  
 ন গদ্যা হিমবৎপার্বং তপোবিনমকল্পয়ং ।

তত্র শিষ্যঃ পরিবৃত্তো মুনিবেশধরঃ ধ্বলঃ । ৫  
 গচ্ছতো মার্গমাসাদ্য বায়ুহ্নোবর্হাঙ্কনঃ  
 ততো গদ্যা দদর্শাৎ হনুমানাশ্রমং শুভম্ । ৬  
 চিত্তসামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ ।  
 পুরা ন দৃষ্টমেতন্মহে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্ । ৭  
 মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিত্তসম্ভবঃ ।  
 বধাবিশ্রামশ্রমপদং দৃষ্ট্য মুনিমশেষতঃ । ৮  
 পীষা জলং ততো যামি শ্রোগাচলনমুত্তমম্ ।  
 ইত্যুক্ত্যঃ প্রবেশেণাৎ সৰ্ব্বতো বোজনালয়ম্ । ৯  
 আশ্রমং কদলীশালখর্জ রূপনসাদিভিঃ ।  
 সমারুতং পক্বলেনৈর্জশাধৈশ্চ পাদপৈঃ । ১০  
 বৈরভাববিনিমুক্তং শুদ্ধং নিম ললকণম্ ।  
 তস্মিন্ মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ । ১১  
 ইন্দ্রযোগং সমাহার্য চকার শিবপূজনম্ ।  
 হনুমানভিবাদ্যাহ পৌরঞ্জে মহাহুরম্ । ১২  
 ভগবান্ রামদূতোহহং হনুমান্নাম নামতঃ ।  
 রামকার্যেণ মহতা শ্রীরাঙ্কিং গন্তুমুদ্যতঃ । ১৩  
 ত্বা মাং বাধতে ব্রহ্মন্ উদকং কুত্র বিদ্যতে ।  
 যথৈচ্ছং পাতুমিচ্ছামি কথ্যত্যাং মে মুনীধর । ১৪  
 তচ্ছৃৎস্বা মারুতেবাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ ।  
 কমণ্ডলুগতং তোয়ং মম স্ত্বং পাতুমর্হসি । ১৫  
 ভুক্ত্যং চেমানি পকানি ফলানি তদনন্তরম্ ।  
 নিবসস্ব সুধেনাত্র নিদ্রামেহি স্বরাস্ত মা । ১৬  
 ভুতং ভব্যং ভবিষ্যৎ জানামি তপসা পরম্ ।  
 উখিতো লক্ষ্মণঃ সৰ্বকৈ বানরা রামবীক্ষিতাঃ । ১৭  
 তচ্ছৃৎস্বা হনুমানাই কমণ্ডলুজলেন মে ।  
 ন শাস্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্ । ১৮  
 তথেষ্টা জ্ঞাপয়ামাস বটুং মায়াবিক্রিতম্ ।  
 বটৌ দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুহ্নোকর্শলাশয়ম্ । ১৯  
 নিমীল্য চাক্ষুণী তোয়ং পীষাচ্ছ ক মমাস্তিকম্ ।  
 উপদেক্যামি তে মন্ত্রং যেন জগ্যসি চৌবধীঃ । ২০  
 তথেষ্টি দর্শিতং শীঘ্রং বটুনা সলিলাশয়ম্ ।  
 প্রবিশ্য হনুমাংস্তোয়মপিবস্ত্রীণিতেকণঃ । ২১  
 ততশ্চাগত্য মকরী মহানরা মহাকণিম্ ।  
 অগ্রসত্ত্বং মহাবেগাং মারুতিং যোররূপিণী । ২২  
 ততো দদর্শ হনুমান্ অসন্তীং মকরীং ক্রবা ।  
 দারুণমাস হস্তাভ্যাং বদনং সা মমার হ । ২৩  
 ততোহস্তরীকৈ দদৃশে দিব্যরূপধারকনা ।  
 ধান্যমালীতি বিঘাত্যা হনুমত্তমধারবীৎ । ২৪  
 স্ত্বংপ্রসাদাদহং শীপাবিমুক্তামি কপীবর ।  
 শপ্তাহং বৃন্দিনা পূৰ্ব্বমপরা কারণান্তরে । ২৫  
 আশ্রমে বস্ত তে দৃষ্টঃ কালনেমি মাহুরঃ ।  
 রাবণপ্রবিত্তো মার্গে বিদ্রং কর্ত্বং তবানব । ২৬



মুনিবেশধরো নাসৌ মুনিবিপ্রবিহিংসকঃ ।  
 জহি দুষ্টং পঞ্চ দীপ্তং দ্রোণাচলমুকুতম্ ৷২৭  
 পঞ্চমোহং ব্রহ্মলোকং স্বং স্পর্শিত্ত্বভকমুখা ।  
 ইত্যুক্তা সা যবৌ বর্ষং হনুমানপ্যাধাশ্রমম্ ৷২৮  
 অগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভ্যতত ।  
 কিং বিলসেন মহতা তব বানরসত্তম ৷২৯  
 গৃহাণ মতো মত্তাং স্বং দেখি মে গুরুদক্ষিণাম্ ।  
 ইত্যুক্তো হনুমানুষ্টিং কৃত্ব বন্ধাৎ রাক্ষসম্ ৷ ৩০  
 গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্তা নিম্বধান তম্ ।  
 বিস্ক্রম্য মুনিবেশং স কালনেমিরহাস্তরঃ ৷ ৩১  
 যুধুধে বায়ুপুঞ্জং নামানামারবিধানতঃ  
 মহামায়িকপ্ৰভোহসৌ হনুমান মামিনাং রিপুঃ ৷৩২  
 জ্ঞানান পুষ্টিনা সৌকি ভবমুর্ছা মমার সম্ ।  
 ততঃ কীরনিধিং পত্যা দুষ্টী দ্রোণং মহাগিরিম্ ৷৩৩  
 অদুষ্টী চৌষধীভক্ত গিরিমুৎপাটী শত্বরঃ ।  
 গৃহীত্বা বায়ুবেগেন পত্যা রামস্ত সন্নিসিম্ ৷৩৪  
 উদাচ হনুমান্ রামমানীতৌহরং মহাগিরিঃ  
 বনযুক্তং কুরু বেবেশ বিলম্বো নাত্র তুচ্ছ্যত ৷৩৫  
 পত্যা হনুমতো বাক্যং রামঃ সঙ্কটমানসঃ ।  
 গৃহীত্বা জৌঘনীঃ শীঘ্রং স্ববেগেন মহানতিঃ ৷৩৬  
 চিকিংস্যাং কারয়ামাস লক্ষণায় মহায়নে ।  
 ততঃ স্বপ্তৌষিত ইব বুদ্ধা প্রোবাচ লক্ষণঃ ৷৩৭  
 তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক পশ্যসি হস্মাদানীং লক্ষনন ।  
 ইতি ক্রমক্রমালোক্য মুর্ছ্যুৎবজ্রায় রামবঃ ৷৩৮  
 মারুতিং প্রাহ বৎসাদ্য স্বংপ্রসাদ্যং মহকপে ।  
 নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষণং ভ্রাতরং মম ৷৩৯  
 ইত্যুক্তা বানরৈঃ সার্কং সূত্রীবেগ সমধিতঃ ।  
 নিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমবাসিতঃ ৷ ৪০  
 পায়ানৈঃ পাদপৈটম্ভব পর্কভাটগ্রৈঃ বানরঃ ।  
 যুদ্ধায়ান্তিমুখা ভূত্বা যয়ুঃ সর্কে যুৎসবঃ ৷৪১  
 রাবণো বিব্যাধে রামবাপৈবিকো মহাস্তরঃ ।  
 মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পরগঃ ৷৪২  
 অভিকৃতোহধমজ্ঞায়া রাধবেশে মহাস্তনন ।  
 সিংহাসনে সমাধিয়া রাক্ষাসানিমমরবীং ৷৪৩  
 মাহুবেষণেব মে মৃত্যুমাংহ পূর্বে পিতামহঃ ।  
 মাতৃযো হি স মাং হত্বং শকোহসি তুলি কচনগঃ ৪৪  
 ততো নারায়ণঃ সাক্ষাৎসুবেহত্বর সংপন্নঃ ।  
 রামো দামরধিতু ভা মাং হত্বং অমুপহিতঃ ৷৪৫  
 অনরপ্যেদ স্বং পূর্বেং শকোহসি রাক্ষসেবরাঃ ।  
 উৎপৎস্ততে চ মমঃ শে পরমায়া সমাতনঃ ৷৪৬  
 তেন তং পুত্রপৌত্রৈকং বাক্ষেবৈক সমধিতঃ ।  
 হনিষ্যসে স সবেহ ইত্যুক্তা যয়ং দিবং গভঃ ৷৪৭  
 স এব রামঃ সত্যতো মদর্ষে মাং হনিষ্যতি ।

কৃত্তকর্ণ মুদ্রায়া সবা নিদ্রাবশংগতঃ ৷৪৮  
 তং বিবোধ্য মহাসিবমানরক্ত মমাস্তিকম্ ।  
 ইত্যুক্তো মহাকায়ান্তর্গং পত্যা ভু বয়তঃ ৷৪৯  
 বিবোধ্য কৃত্তকর্ণং মিনুয়াবণসমিধিম্ ।  
 নমস্কৃত্য স রাজানমামনোপরি সংস্থিতঃ ৷৫০  
 তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা ।  
 কৃত্তকর্ণ বিবোধ্য স্বং মহংকটমুপস্থিতম্ ৷৫১  
 রাশিণ নিহতাঃ পুরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাঃ বানবটঃ ৫  
 কিং কর্তব্যমিদানীং মে মৃত্যুকাল উপস্থিতঃ ৷৫২  
 এষ দামরধী রামঃ সূত্রীবসহিতো বলী ।  
 সমুদ্রং সযলস্তীর্ষা মূলং নঃ পরিকৃত্ততি ৷ ৫৩  
 মে রাক্ষসা মুখ্যতমাত্রে হতা বানরেষুধি ।  
 বানরাণাং কয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন ৷ ৫৪  
 নাশয়স্ব মহাবাহো বদর্ঘ্যং পরিবোধিতঃ ।  
 ভ্রাতুরর্থে মহাসক্ত কুরু কর্ম মহুকরম্ ৷ ৫৫  
 প্রত্যা তজাবশেষস্ত বচনং পরিদেবিতম্ ।  
 কৃত্তকর্ণো জহাসোচ্চৈবচনং চেনমব্রবীৎ ৷৫৬  
 পুরা মন্ববিচারে তে গদিতং স্বয়য়া নৃপ ।  
 তদদ্য স্বামুপগতং ফলং পাণ্ডব কর্মণঃ ৷ ৫৭  
 পূর্কমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ ৫  
 সীতা চ প্রোপমায়েরিতি বোধিতোহপি ন দৃশ্যসে ৷৫৮  
 একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতৌ নিশি ৫  
 দুষ্টৌ ময়া মুনিঃ সাক্ষাৎসুবেদো দিব্যদর্শনঃ ৷ ৫৯  
 তমক্রবং মহাভাগ কৃত্যো পশ্যসি মে বদ ।  
 ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্বয়ে হিত্রঃ ৭  
 তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ।  
 সুবাত্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্কে বিষ্ণুপাণ্ডবঃ ৫  
 উচুন্তে দেবদেবেশং স্বভা তত্যা সমাহিতাঃ ৫  
 জহি রাবণমকোভ্যাং দেব ত্র্যৈলোক্যকণ্টকম্ ৫২  
 মাহুবেষণ মৃতিস্তস্ত কঞ্জিতা ব্রহ্মণা পুরা ।  
 অতস্বং মাহুবো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্ ৫৩  
 তথেষ্যাহ মহাবিষ্ণুঃ সত্যসত্ত্বং দৈবরঃ ।  
 জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিপ্রতঃ ৫৪  
 স হনিষ্যতি বঃ সর্কানিত্যুক্তাঃ প্রায়ৌ মুনিঃ ৫  
 অতো জানীহি রামং স্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ৫৫  
 ত্যজ বৈরং ভক্তহৃদ্য মারামাহুবরূপিণম্ ।  
 ভজতো ভক্তিভবেনে প্রসীদ্যতি রঘুসত্তমঃ ৫৬  
 ভক্তির্জনিতী জ্ঞানং ভক্তির্ভৌকপ্রায়সিনী ।  
 ভক্তির্হীনেন বংকিঞ্চিৎ কৃত্বং সর্কস্যাং মবম্ ৫৭  
 অবজারীঃ প্রবহৎকো বিকোদীহারকারিণঃ ৫  
 তেবাং সহস্রমুদ্রপো রাবো জ্ঞানমতঃ শিবঃ ৫৮  
 রামং ভক্তয়ি নিপুণা জনসা পরমানন্দম্ ৫  
 অনারাদেন সংসারং তীর্ষা বাস্তি যতেঃ পঞ্চ ৫৯

বে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসঙ্ঘা  
ধ্যায়ন্তি তত্র চরিতানি পঠন্তি সততঃ ।  
মুক্তান্ত এষ ভবতোঃপমহাহিপাণৈঃ  
সীতাঃপত্নেঃ পদমনন্তুৎস্বং প্রয়াস্তি । ৭০

ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

কুন্তকর্ণনচঃ শ্রুত্বা ভূকটীবিটাননঃ ।  
দশত্রীবো জনাদেদমাসনাভূৎপত্তিব । ১  
স্বম্নানীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় সুবুদ্ধিমান্ ।  
ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুদ্ধায় যদি-রোচতে । ২  
নো চেৎ গচ্ছ সুযুগ্মার্থং নিজ্জা স্বাং বাধতেংধুনী  
রাবণস্ত বচঃ শ্রুত্বা কুন্তকর্ণো মহাবলঃ । ৩  
কুন্তোৎস্রমিতি বিজ্ঞায় তুর্ণং যুদ্ধায় নির্ধয়ো ।  
স লক্ষ্ময়িত্বা প্রাকারঃ মহাপর্কতসমিভঃ । ৪  
নির্ধয়ো নগরান্তুর্ণং ভীষয়ন্ হরিদৈসনিকান্ ।  
স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ । ৫  
ধনরান কালয়ামাস বাহুভ্যাং ভঙ্কয়ন্ ক্রমা ।  
কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষমিব পর্কতম্ । ৬  
হৃৎসুবানরারঃ সর্কো কালান্ত কমিবাখিলাঃ ।  
প্রমত্তং হরিবাহিত্যঃ মুদগরেণ মহাবলম্ । ৭  
কালয়ন্তঃ হরীন্ বেগাৎ ভঙ্কয়ন্তং সমস্ততঃ ।  
চূর্ণয়ন্তঃ মুদ গরেণ পাণিপাদৈরনেকধা । ৮  
কুন্তকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদ্যপানির্বিভীষণঃ ।  
ননাম চরণৌ তস্ত ভ্রাতৃজ্যেষ্ঠস্ত বুদ্ধিমান্ । ৯  
বিভীষণোহহঃ ভ্রাতর্নে দয়াং কুরু মহামতে ।  
রাবণস্ত ময়া ভ্রাতর্কলধা পরিবোধিতঃ । ১০  
সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাৎজনার্দনঃ ।  
ন শূণোতি চ মাং হৃৎসং ধঙ্কয়াদ্যাম চোক্তবান্ । ১১  
ধিক্ ভ্যাং গচ্ছেতি মাং হত্বা পদা পাণিভিরাবৃত্তঃ  
চতুর্ভি সঁস্তিভিঃ সার্দ্ধং রামং শরণমাগতঃ । ১২  
ভঙ্কয়ত্বা কুন্তকর্ণোহপি ভ্রাতৃ ভ্রাতরমাগতম্ ।  
সমালিঙ্গাহ বৎস স্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ । ১৩  
কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ ।  
মহাভাগবতোহসি স্বং পুরা মে নারদাচ্ছ তম্ । ১৪  
শঙ্ক তাত মরেনানীং হৃন্ততে ন চ কিকন ।  
ধনীয়ো বা পরো বাপি বদমন্তবিলোচনঃ । ১৫  
ইত্যাকোচ্ছক্রমুখৌ ভ্রাতৃশরণাবতিবল্য সঃ ।  
রামপার্শ্বমুণাবত্য িন্তাপর উপস্থিতঃ । ১৬  
কুন্তকর্ণোহপি হস্তাত্যাং পাদাত্যাং পেষয়ন্ হরীন্  
চচার বান্দ্রীঃ সেনাং কালয়ন্ সঙ্কহস্তিবৎ । ১৭  
দৃষ্ট্বা তং রাবকঃ ক্রোকো বায়ব্যং শত্রুসামরায়ং ।

চিক্বেপ কুন্তকর্ণায় তেন চিক্বেদ রক্ষসঃ । ১৮  
মুদগরেণ দক্ষহস্তং তেন ধোরং পনাদ্য সঃ ।  
সহস্তঃ পতিতো ভূমাবনেকানদয়ন্ কপীন । ১৯  
পর্ধ্যন্তমাত্রিতাঃ সর্কো বানরা ভয়বেশিতাঃ ।  
রামরাক্ষসয়োর্ধ্বং কুং পতন্তঃ পর্ধ্যবস্থিতাঃ । ২০  
কুন্তকর্ণাশ্চিরহস্তঃ শালমুদাম্য বেগতঃ ।  
সমরে রাবৎ হৃৎসং দ্রুত্বা ব তমধোহঙ্কিনৎ । ২১  
শালেন সহিতং বামহস্তমৈশ্লেণ রাবৎঃ ।  
হিঙ্গবাক্ষমধারাতং নর্কিতং বীক্ষ্য রাবৎঃ । ২২  
হাবর্গচশ্চৌ নিশিতা বাহ্যায়াক্ত পদময়ং ।  
চিক্বেদ পতিতো পাদৌ লঙ্কাহারি মহাপনো । ২৩  
নিকৃতপাণিপাদোহপি কুন্তকর্ণোহতিভীষণঃ ।  
বড়বামুখবদক্রুৎ ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ । ২৪  
অভিজুত্রাব নিনদন রাহুশ্চক্ষমসং বধা ।  
অনুরয়ং শিতাগ্রশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘুতমঃ । ২৫  
শরঘুরিতবক্রোহসৌ চুক্রোশাশিততয়ধরঃ ।  
অথ তথ্যপ্রভীতঃ শমৈশ্লেয়ং শরণমকৃতমম্ । ২৬  
বল্লাশনিসমং রামশিচ্কেপাশ্চরমুতাবে ।  
স তৎপর্কতসঙ্কশাং ক রৎকুন্তলদংষ্ট্রকম্ । ২৭  
চকর্ত রক্ষোহপিপতেঃ শিরো বুরমিবাশনিঃ ।  
উচ্ছিরঃ পতিতঃ লঙ্কাহারি কারো মহোদধৌ । ২৮  
শিরোহস্ত রোধয়দ্বারং কারো নক্রাত্যচূর্ণয়ৎ ।  
ততো দৈবাসনদ্বধরো গজকর্কোঃ পন্নগাঃ ধগাঃ । ২৯  
দিক্কা যক্ষা গুহকাস্চ অক্ষরোতিশ্চ বাধবম্ ।  
ঐড়িরে কুহুমা সাইবর্বস্তশ্চাতিনাকিতাঃ । ৩০  
অজগাম তদা রামং জষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ ।  
নারদো গগনাকূর্ণং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ । ৩১  
রামমিন্দীবরশামমুদারাদধচূর্ণয়ম্ ।  
ঐবতাম্রিবাশলাকৈম্গোত্রাকিতবাহুকম্ । ৩২  
দয়র্দ্রিদৃষ্ট্যা পশ্যন্তং বানরান্ শরপীড়িতান্ ।  
দৃষ্ট্বা গদগদয়া বাচা ভক্ত্যা স্তোভুং প্রেচক্রমে । ৩৩  
নারদ উবাচ ।  
দেবদেব জগন্নাথ পরমায়ন সনাতন ।  
নারায়ণাখিলাধার বিশ্বসাক্ষিরমোহন্ত তে । ৩৪  
বিশুদ্ধস্তানরুপোহপি তং লোকানতিবক্ষয়ন্ ।  
মায়য়া মহাক্ষাকারঃ সুখদুঃখাদিমিথিব । ৩৫  
স্বং মায়য়া গৃহমানঃ সর্কোবাং ছদি সংস্থিতঃ ।  
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবস্বং ব্যক্ত এবাশলাক্ৰনাম্ । ৩৬  
উল্লীলয়ন্ স্বজ্যোতঃস্নেহে রাম জগদ্রয়ম্ ।  
উপসংহ্লিয়তে সর্কো ময়া চক্ৰনির্মিলন্যৎ । ৩৭  
বম্বিন সর্কোময়ঃ ভ্যাতি রুতচেতকরাচরম্ ।  
বম্বার কিঙ্কিরোকেহস্তিন্ তসৈ তে ব্রহ্মণে বম্বাঃ  
প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যত্যাব্যক্তবরুণিধম্ ।

বৎ জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠান্তমৈ রাবার তে নবঃ ৩১  
 বিকাররহিতং শুদ্ধং জানন্নশং প্রতিকর্ণৌ ।  
 ১০ স্বাং সৰ্বকৰ্ণদাকারমুৰ্ত্তিং চাপ্যাহ সা প্রতিঃ ১০  
 বিরোধো দৃশ্যতে দেবঃ বৈদিকো বেনবাগিনাম্ ।  
 নিশ্চয়ং নাথিগচ্ছতি ত্বং প্রেসাদং বিনা যুধাঃ ১১  
 মায়য়া ক্রীড়তো দেব ন বিরোধো মনাপপি ।  
 রশ্মিজ্ঞানং রবেৰ্বদৃশ্যতে জলবত্ মাং ১২  
 ভ্রান্তিজনানান্তৰা রাশ ত্বয়ি সৰ্বং প্রকল্প্যতে ।  
 মনসোবিষয়ো দেব রুপং তে নিশ্চয়ং পরম্ ।  
 কথং দৃশ্যং ভবেদেব দৃশ্যাভাবে জপেং কৰ্ণম্ ।  
 জতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভূবি ৪৪  
 ভক্তন্তি মুক্তিসম্পন্নান্তরন্তোয় ভবাপবম্ ।  
 কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপস্থিনঃ ১৪  
 ভীষয়ন্তি সখা চেতো মার্জ্জারা মুৰ্খকং বধা ।  
 তন্নাম শরতাং নিত্যং ত্ৰৈলোক্যমপি মানসে ১৫  
 ত্বং পূজ্যানিরতানাং তে কথাম্ভূতপন্ননাম্ ।  
 উচ্চকন্দহিনাং রাম সংসারো গোপদায়তে ১৬  
 অতস্তে সশুণং রুপং ধ্যাত্বাহং সৰ্বদা হৃদি ।  
 মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোহহং সৰ্বদৈবতৈঃ ১৮  
 রাম ত্বয়া মহৎ কাৰ্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া ।  
 কৃন্তকৰ্ণবধেনাদ্য ভূতানোরোহং পতঃ প্রেতো ১৯  
 বা হনিষ্যতি সৌমিত্রিপ্রজ্ঞেতারমাহবে ।  
 হনিষ্যসেংথ রামত্বং পরশো দশককরম্ ২০  
 পশ্চামি সৰ্বং দেবেশ সিত্বেঃ সহ নভোগতঃ ।  
 অহুগৃহীধ মাং দেব পমিষ্যামি হুরালয়ম্ ২১  
 ইত্যুক্তা রামমামন্ত্য নারদো ভগবানুবিঃ ।  
 যবৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্পম ২২  
 জাতরঃ নিহতং শ্রদ্ধা কৃন্তকৰ্ণং মহাবলম্ ।  
 রাবণঃ শোকমহন্তো রাযেণাল্লিষ্টকৰ্ণশা ২৩  
 মুচ্ছিতঃ পতিতো ভূমানুবায় বিললাপ হ ।  
 পিতৃব্যঃ নিহতং শ্রদ্ধা পিতরং চাতিবিল্ললম্ ২৪  
 ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকাত্তং ত্যজ শোকং মহামতো  
 ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র মেঘনাদে মহাবলে ২৫  
 হুঃখস্তাবসরঃকৃত্ত দেবান্তক মহামতে ।  
 যোতু তে দুঃখমৰ্ণিলাং যদ্বো ভব মহীপতে ২৬  
 সৰ্বং সমীকরিষ্যামি হনিষ্যামি চ বৈ ত্রিপুন্ ।  
 গদা নিকৃতিজ্ঞাং সৰ্বাতপরিজ্ঞা হতশনম ২৭  
 লঙ্কা রথানিকং তন্নামজ্যেয়োহহং তবাম্যয়েঃ ।  
 ইত্যুক্তা ত্বয়িতং বক্ষ্যে বিকিটং হবনয়নম্ ২৮  
 ব্রহ্মদান্যাত্মবধনো ব্রহ্মদান্যাত্মবধনম্ ।  
 নিকৃতিদায়শে মৌলী ব্রহ্মদান্যাত্মবধনম্ ২৯  
 বিভীষণোহংথ তচ্ছ্রদ্ধা মেঘনাদতচেতিতম্ ৩০  
 প্রাহ রাবার সকলং হোমারুণং হুরালয়ঃ ।

নদ্যপ্যতে চেভ্যোমোহং যং যেশনামন্ত হৃৰ্বভেঃ ।  
 তদ্বাজেয়ো ভবেদ্রান যেশনামঃ হুরালয়ৈঃ ৩০  
 অভঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন স্বাতস্থিয্যামি যাবন্নিম্ ।  
 স্বাজ্ঞাপয় ময়া সাক্ষিৎ লক্ষ্মণং বহিনাং বরম্ ।  
 হনিষ্যতি ন সবেহো মেঘনাদং তবাহুজঃ ৩১  
 শ্রীরামচন্দ্রে উবাচ ।  
 অহমেব পমিষ্যামি হক্মিল্পক্রিতং ত্রিপুনম্ ।  
 জ্ঞাত্বয়েন মহাজ্ঞেয়ং সৰ্বরাক্ষসঘাতিনা ৩২  
 বিভীষণোহপি ত্বং প্রাহ নামাবন্যৈর্নিনিহ্ন্যতে ।  
 বস্ত্র দ্বাদশবর্ধাণি নিজ্রাহারবিবর্জিতঃ ৩৩  
 তেইনৈব মৃত্যুনির্দিষ্টো ব্রহ্মণাশ্য হুরালয়নঃ ।  
 লক্ষ্মণস্ত্র অযোধ্যায় নির্গম্যারায়ণায় সহ ৩৪  
 তদ্বাদি নিজ্রাহারাদীন জানাতি বস্তুতম্ ।  
 সেবার্থং তব রাজেন্দ্র জ্ঞাতং সৰ্বকর্মিণং ময়া ৩৫  
 তদ্বাজ্ঞাপয় দেবেশ লক্ষ্মণং ত্বরয়া ময়া ।  
 হনিষ্যতি ন সবেহঃ শেষঃ স ক্ৰাজ্ঞরাধরঃ ৩৬  
 তমেব সাক্ষ্যাক্ষপতামধীশো  
 নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ ।  
 যুবাং ধরাতারনিবারণার্থঃ  
 জাতৌ জনদ্রাটিকত্ৰধারৌ ৩৭  
 ইত্যুটমোধ্যায়ঃ ।

নবমোহিধ্যায়ঃ ।

বিভীষণবচঃ শ্রদ্ধা রামো বাক্যমধাব্রবীৎ ।  
 জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়ানং কৃত্বাং বিভীষণ ১  
 স হি ব্রহ্মাক্রবিচ্ছুরো মায়ানী চ মহাবলঃ ।  
 জানামি লক্ষ্মণস্তাপি স্বরুপং মম সেবনম্ ২  
 জ্ঞাত্বৈবাসমহং তুষ্ণীং ভবিষ্যৎ কাৰ্য্যগৌরবাৎ ।  
 ইত্যুক্তা লক্ষ্মণঃ প্রাহ রামো জ্ঞানবতাং বরঃ ৩  
 পশু লক্ষ্মণ সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্ ।  
 হনুশং প্রমুখৈঃ সর্কৈবৃৎ ধৈপৈঃ সহ লক্ষ্মণ ৪  
 জাম্ববানুকরাজ্যোহহং সহ সৈন্যেন সন্মুতঃ ।  
 বিভীষণত সচিইবৈঃ সহ স্বামিত্বিষ্যতি ৫  
 অভিক্রান্তস্য দেশস্য জানাতি বিবরাণি সঃ ।  
 রামস্য বচনং শ্রদ্ধা লক্ষ্মণঃ মবিভীষণঃ ৬  
 জগ্ৰাহ কার্ণুকং শ্রেষ্ঠমন্যস্ত্রীমপরাঙ্কবঃ ।  
 রামপাদাহুজং পশু শ্রুতঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ ৭  
 অদ্য কং কার্ণুকানু মুক্তাঃ শরী নিতিয়া যাবন্নিম্ ।  
 পমিষ্যন্তি হি পাশাপং বাত্বং ভোগবতীজনে ৮  
 এবমুক্তা প সৌমিত্রিঃ পরিক্রান্ত প্রাণব্য তম্ ।  
 ইন্দ্রজিৎশিখাকাঙ্ক্ষী যবৌ বহিঃপতিক্রমঃ ৯  
 বনিরৈব হসাহসেইদৃশ্বানু পৃষ্ঠতোহধরাৎ ।

বিভীষণচ সহিতো মন্ত্রিত্ববিষয়ং ববে । ১০  
 জাযবং প্রমুখাঃ ক্রমাঃ সৌমিত্রিং চরয়া বন্তঃ ।  
 গতা নিকুঞ্জিলাবেশং লক্ষণো বানরৈঃ সহ । ১১  
 অপশ্রবলসম্বাতং দুর্ভাক্সসসঙ্কলম্ ।  
 ধনুর্বাঘ্য সৌমিত্রির্ভক্তোহুত্বরিবিক্রমঃ । ১২  
 অশ্রদেন চ বীরেণ জাযবানু রাক্ষসাবিণঃ ।  
 তদা বিভীষণঃ প্রাহ সৌমিত্রিং পশ্য রাক্ষসানু । ১৩  
 বদেতভ্রাক্সসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে ।  
 অক্ষানীকস্ত মহতো ভেদেন বভুবানু ভব । ১৪  
 রাক্ষসেন্দ্রুতোহ্যপ্যগ্নিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি ।  
 আভিভ্রবান্ত ধাবনৈ নৈভংকর্ম সমাপ্যতে । ১৫  
 জহি বীর হুরায়ানং হিংসাপরমধানিকম্ ।  
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষণঃ শুভলক্ষণঃ । ১৬  
 ববর্ষ শরবর্ষাণি রাক্ষসেন্দ্রুতং প্রীতি ।  
 পাম্যগৈঃ পর্ততাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ হরিষ্ণুধপাঃ । ১৭  
 নিজ ঘ্নুঃ সর্কতো দৈত্যানু তেহপি বানরযুধপানু ।  
 পরশ্বধৈঃ সিতৈব বীরৈঃসিভির্ঘটিতোমরৈঃ । ১৮  
 নিজ ঘ্নু বানরানীকং তদা শকো মহানভুং ।  
 স সংগ্রাহরস্তমূলঃ সঞ্জজে হরিরক্ষসামু । ১৯  
 ইন্দ্রজিৎ দ্ববলং সর্বমদ্যমানং বিলোক্য সঃ ।  
 নিকুঞ্জিলাক হোমক ভক্তু। শীঘ্রং যিনির্গতঃ । ২০  
 রথমারুহু সধসুঃ ক্রোধেন মহতাপমং ।  
 সমাহরয়িত্বা সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রথমুর্দ্ধনি । ২১  
 সৌমিত্রে মেঘনাদোহহং ময়া জীবন যোগ্যসে ।  
 তত্র দৃষ্ট। পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্ । ২২  
 ইতৈব জাতঃ সংরক্তঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতৃম ম ।  
 যন্তং স্বজনমুংস্বজ্য পরভৃত্যভ্যমানতঃ । ২৩  
 কথং ক্রহসি পুত্রায় পাণীয়ানসি দুর্নতিঃ ।  
 ইত্যুক্ত। লক্ষণং দৃষ্ট। হনুংপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্ । ২৪  
 উদ্যানাযুধনিত্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ ।  
 মহাপ্রমাণমুদ্যম্য ধোরং বিস্ফারয়নু ধনুঃ । ২৫  
 অদ্য বো মামকা বাণাঃ প্রাণানু পাস্যন্তি বানরাঃ ।  
 ততঃ শরং দাশরথিঃ সক্ষারামিত্রকর্ষণঃ । ২৬  
 সমজ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুৎঃ সর্প ইব শসনু ।  
 ইন্দ্রজিৎজনয়নো লক্ষণং সমুর্দ্ধকৃত । ২৭  
 শক্রোশানসম্পর্শেণ ল্পনোহতঃ শটঃ ।  
 মুহুর্ভমভবনুভুঃ পুনঃ প্রোধ্যাৎভেদিত্রয়ঃ । ২৮  
 দদশাবহিতং বীরং বীরো দশরথাস্তজম্ ।  
 সোহভিতক্রাম সৌমিত্রিংক্রোধসংরক্তনোচনঃ ২৯  
 শরানু ধনুবি সক্ষার লক্ষণং চেদমন্ত্রবীং ।  
 যদি তে একমে দুক্ষে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ । ৩০  
 অদ্য হ্যং দশরথ্যামি তিষ্ঠেদানীং কবহিতঃ ।  
 ইত্যুক্ত। সগুণ্ডিবৈরৈভিবিষাধ লক্ষণম্ । ৩১

দশভিচ্চ হনুভুং জীকৃষাটৈঃ শরোভঁইৈঃ ।  
 ততঃ শরশতেনৈব সংগ্রহুস্তেন বীর্ষবানু । ৩২  
 ক্রোধবিগুণ্ডগংরক্তো নিবি ত্তেন বিভীষণম্ ।  
 লক্ষণোহপি তথা শত্রুং শরবর্ষৈর্বাবিরং । ৩৩  
 তস্ত বাগৈঃ মুসংবিদ্ধং কবচং কাকনপ্রভম্ ।  
 ব্যাশীর্ষ্যত রথোপহে ত্রিলশঃ পতিতং ভুবি : ৩৪  
 ততঃ শরসহস্রৈশ্চ সংক্রুদ্ধো রাবণাস্তজঃ ।  
 বিভেদ সমরে বীরং লক্ষণং ভীমবিক্রমম্ । ৩৫  
 ব্যাশীর্ষ্যতাপতদ্বিষ্যং কবচং লক্ষণস্ত চ ।  
 কৃতপ্রতিকৃতান্যোহন্যং বভুবুর্ত্রজকর্তো । ৩৬  
 অতীকং নিষমস্তো তো বৃধ্যোতাংভূমলং পুনঃ ।  
 শরসংবৃতসর্কাক্কো সর্কতো কৃষিরোকিতো । ৩৭  
 মুদীর্ষকালং তো বীরাবন্যোহন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ  
 অযুধ্যোতাং মহাসম্বো জয়াজয়বিবর্জিতো । ৩৮  
 এতস্মিন্নস্তরে বীরো লক্ষণঃ পৃষ্ঠতিঃ শরৈঃ ।  
 রাবণেঃ সুরথিং সাথং রথঞ্চ সমচূর্ণয়ং । ৩৯  
 চিচ্ছেদ কাশু কং তস্ত দশয়নু হস্তলাঘবম্ ।  
 সোহস্তস্ত কাশু কং তত্রং সজ্যকক্রে ত্রার্যিতঃ ৬০  
 তজাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষণক্রিতরাগুণৈঃ ।  
 তমেব ছিন্নধবানং বিব্যাশনেকেসারিতৈঃ । ৬১  
 পুনরন্যং সমাদায় কাশু কং ভীমবিক্রমঃ ।  
 ইন্দ্রজিৎলক্ষণং বাগৈঃ শটেতরাদিত্যস্মিতৈঃ । ৬২  
 বিভেদ বানরানু সর্কানু বাটৈরাপুয়য়নু দিশঃ ।  
 ততঃ ক্রৈশ্চ সমাদায় লক্ষণো রাবণিং প্রীতি । ৬৩  
 সক্ষারাক্ষ্য কর্ণান্তং কাশুকং দুঢ়নিষ্ঠ রম্ ।  
 উবাচ লক্ষণো বীরঃ স্মরনু রাণপদাস্তজম্ । ৬৪  
 ধর্ম্যাস্তা সত্যসন্ধচ রাধো দাশরথির্ঘদি ।  
 ত্রিলোক্যামপ্রতিহস্তদ্বন্দ্বেনেং জহি রাবণিম্ । ৬৫  
 ইত্যুক্ত। বাণমাকর্ণাধিকৃত্য তমজিহ্বগম্ ।  
 লক্ষণঃ সমরে বীরঃ সসর্জেজ্জিভুং প্রীতি । ৬৬  
 স শিরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জলিতকুণ্ডলম্ ।  
 প্রমথ্যেল্লজিতঃ কার্যং পাটদামাস কুতলে । ৬৭  
 ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্তয়ন্তো রথুভমম্ ।  
 ববসুঃ পুশ্রবর্ষাণি স্ববস্ত্রং মুহুং হুঃ । ৬৮  
 জহর্ষ শকো ভগবানু সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।  
 জ্বাকর্ষেহপি চ দেবানাং শুক্রবে হুশ্চিহনঃ ৬৯  
 বিমলং গগণং চাসীং ছিরাভূষিধবারিণী ।  
 নিহতং রাবণিং দৃষ্ট। জয়জয়সমবিতঃ । ৭০  
 গভভ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শব্দবাপুরয়ণে ।  
 সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা জ্যাপিষকরোভিভুঃ । ৭১  
 তেন নাদেন সংক্ৰেটা কানরীচ রতভ্রমঃ ।  
 বানরেক্রৈশ্চ দহিতঃ ভবতিষ টমারিতৈঃ । ৭২  
 লক্ষণঃ পরিভূটাস্তা দদশভ্যোত্য রাবনম্ ।

হস্তমজ্জাকসাত্যাক সহিতো বিনয়ান্বিতঃ । ৫০  
 বনশ্চে জ্ঞাতসং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিক্রম্ ।  
 কং প্রসাদ্যাজযুশ্ৰেষ্ঠ হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫১  
 শ্ৰুত্বা তন্নক্ষণাতত্যা তমালিন্য রঘুশ্ৰমঃ ।  
 মুকু্যবহার মুদিতঃ সনেষমিনমত্রবীৎ ॥ ৫২  
 সাধু লক্ষণ ভূটোহস্মি কশ্ম তে দুষ্করং কৃতম্ ।  
 মেঘনাদস্ত নিধনে ক্রিতং সৰ্কমরিনন্দম্ ॥ ৫৩  
 অহোরাত্রৌস্ত্রিভবীরঃ কথঞ্চিদ্বিনিপাতিতঃ ।  
 নিঃসপত্তঃ কুতোহক্ষ্যদ্য নিৰ্যাত্ততি হি ক্লবণঃ ॥ ৫৪  
 পুত্রশোকান্ধরা বোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্ ।  
 মেঘনাদং হতং শ্ৰুত্বা লক্ষণেন মহাবলম্ ॥ ৫৫  
 রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মুচ্ছিতঃ পুনরুখিতঃ ।  
 বিললাপাতিনীনাস্ত্য পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৬  
 পুত্রস্ত গুণকর্মাণি সংস্মরন্ পর্যাদেবয়ৎ ।  
 অদ্য দেবগণাঃ সৰ্কে লোকপালা মহর্ষয়ঃ । ৬০  
 হৃতমিন্দ্রক্লিতং জ্ঞাত্বা শূণ্ডং স্পন্দস্তি নির্ভয়ঃ ।  
 ইত্যাদিবহুশঃ পুত্রলালসো বিললাপ হ ।  
 ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসার্ধিপঃ ।  
 উবাচ রাক্ষসান্ সৰ্কান্ নিনাশয়িবুরাহবে । ৬২  
 স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রেধেবশং গতঃ  
 সংবীক্য রাবণো বুদ্ধা হস্তং সীতাং প্রহৃক্ৰবে ॥ ৬৩  
 ঋত্গপাণিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্ৰ দশাননম্ ।  
 রাধাসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলভবৎ ॥ ৬৪  
 এতন্নিরন্তরে তস্ত মচিবো বুদ্ধিমান্ গুচিঃ ।  
 স্পর্শার্থো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫  
 নহু নাম দশগ্রীব সাক্ষাৎপ্রবণাতুজঃ ।  
 বেদবিদ্যাত্তত্ত্বগাতঃ স্বকর্মপরিমুক্তিতঃ ॥ ৬৬  
 অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি ।  
 অস্মাত্তিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্য রামঞ্চ লক্ষণম্ ।  
 প্রাপ্যসে জানকীং নীত্রমিত্যুজঃ স শ্ৰবর্ত্তত ॥ ৬৭  
 ততো দুরাশ্বা মুহূদা নিবেদিতং  
 বচঃ স্বধর্মং প্রতিগৃহ রাবণঃ ।  
 গৃহং জপামাস্ত গুচা বিমুচরীঃ  
 পুনঃ সত্কারং প্রযযৌ ব্রহ্মহৃতঃ ॥ ৬৮

ইতি নবমোহধ্যায়ঃ ।

দশমোহধ্যায়ঃ ।

স বিচার্য সভামধ্যে রাক্ষসৈঃ মহ মন্ত্রিভিঃ ।  
 নির্ধয়ো বেৎবশিষ্টমৈ রাক্ষসৈঃ সহ রাবণম্ । ১  
 শলভঃ শলভৈশ্চ কং প্রকল্পাত্তমিবানলম্ ।  
 ততো রাশেণ নিহত্যঃ সৰ্কে তে রাক্ষসা মুধি ॥ ২  
 স্বয়ং রাশেণ নিহতস্ত্রীবর্গেন বক্ষসি ।

ব্যথিতস্তুরিতং লক্ষ্যং প্রবিবেশ দশাননঃ ॥ ৩  
 দৃষ্ট্ৰ । রামস্ত বহুশঃ পৌত্রবঃ চাপ্যমাত্মুধম্ ।  
 রাবণো রাক্ষতেশ্চ নীত্রং স্ত্রক্রান্তিকং বর্ষো ॥ ৪  
 নমকৃত্য দশগ্রীবঃ স্ত্রজং প্রাঞ্জলিরত্রবীৎ ।  
 ভগবন্ রাশবেশেবং লক্ষা রাক্ষসঘৃশপৈঃ ॥ ৫  
 বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্রবান্ধবাঃ ।  
 কথং মে দুঃখসন্দোহস্তুরি তিষ্ঠতি সদৃগুরৌ ॥ ৬  
 ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম্ ।  
 হোমং কুরু প্রযঞ্ছেন রহসি স্বং দশানন ॥ ৭  
 যদি বিয়ো ন চেকোমে তর্হি হোমানলোখিতঃ ॥ ৮  
 মহান্ বশশ্চ বাহাশ্চ চাপত্বীপরায়কাঃ ।  
 সস্ত্রবিয্যক্ত তৈশ্চ কুন্তুমজ্জয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৯  
 গৃহাণ মত্ৰায়কস্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু ক্রতম্ ।  
 ইত্যুক্তস্তুরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসার্ধিপঃ । ১০  
 গুহাঃ পাতালসদৃশীং মলিনে রে চকার হ ।  
 লগদ্বারকপাটাদিবন্ধা সর্কন্তে বহুতঃ ॥ ১১  
 হোমপ্রব্যাণি সম্পাদ্য বাহ্যুক্তান্ত্রাভিচারিকে ।  
 গুহাং প্রবিষ্ট চৈকান্তে মৌনী হোমংপ্রচক্রমো ॥ ১২  
 উখিতং ধূমালোক্য মহান্তঃ রাণাতুজঃ ।  
 রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ । ১৩  
 পশু রাম দশগ্রীবোহোমং কন্তুং সমারভতং  
 যদি হোমঃ সমাপ্তঃ শ্ৰাভদাজ্জয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৪  
 অতো বিদায় হোমস্ত শ্রেয়সাত্ত হরীধরান্ ।  
 তথেষতি রামঃ সুগ্রীবসম্মতেনৈকদং কপিন্ ॥ ১৫  
 হনমংপ্রমুখান্ বীরান্ আদিশেণ মহাবলান্ ।  
 প্রোকারণ লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্ ॥ ১৬  
 দশকোটাঃ প্রবন্ধানাং গত্বা মদিররক্ষকান্ ।  
 চূর্ণয়ামাহুরাশংস গজাংশ্চ ত্রহনন্ কণাং ॥ ১৭  
 ততশ্চ সরমা নাম এভাতে হস্তসংক্রয়ঃ ।  
 বিভীষণস্ত ভার্যা সা হোমস্থানমহচরৎ ॥ ১৮  
 গুহাপিধানপাৰ্ণমহদ্রদঃ পাদঘট্টনৈঃ ।  
 চূর্ণয়িত্বা মহাসম্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্ ॥ ১৯  
 দৃষ্ট্ৰ । দশাননং তত্র মীলিতাকং চূচাসনম্ ।  
 ততোহ দ্রঘাক্ষরা সৰ্কে বানরা বিবিজ্তকৃতম্ ॥ ২০  
 তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়য়স্ত্চ সেবকান্ ।  
 সস্ত্রারংশ্চিক্রিপুস্ত্র হোমকুণ্ডে সমস্ততঃ ॥ ২১  
 ক্রবস্মাচ্ছিত্য হস্তাক রাবণস্ত বলাক্রবা ।  
 তেনৈব সঙ্ঘঘানাত্ত হন্যান্ প্রবগাশ্ৰেণঃ ॥ ২২ ।  
 স্ত্রতি দষ্টেশ্চ কাঠেশ্চ বানরাস্তমিতস্ততঃ ।  
 ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোহপি বিজ্ঞানীষয়া ॥ ২৩  
 প্রবিষ্ঠান্তঃপুরে বেদান্তদ্রো বেষবলকঃ ।  
 সমানয়ৎ কেশবকে ধ্বজা সন্দোরীরং স্ত্রজম্ ॥ ২৪  
 রাবণৈস্তেব পুরতো বিলপস্তীমনাধবৎ ।

বিদহারীকবচনঃ কক্ষুং রয়তুবিভম্ । ২৫৭  
 মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিভ্যঃ সমস্তদ্রব্ধসক্ৰিয়ৈঃ ।  
 শ্রোণিন্দ্রং নিপতিতং ক্রটিতং রয়চিহ্নিতম্ ৷ ২৬  
 কটিপ্রদেশাধিস্রজা নীবি তন্ত্ৰৈব পশুতঃ ।  
 ভূষণি চ সর্বাণি পতিভ্যানি সমস্ততঃ । ২৭  
 দেবগর্ভককন্ডাশ্চ নীতো হ্যষ্টৈঃ প্রবন্ধমৈঃ ।  
 মন্দোদরী রুরোদাধ রাবণস্তাগ্রতো ভূশম্ । ২৮  
 ক্রোশন্তী করুণং দীনা জনাদ দশকঙ্করম্ ।  
 নিল জ্জ্বলসি পটৈরবেৎকেশপাশে বিক্লব্যতে । ২৯  
 ভাৰ্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ।  
 হস্ততে পশ্যতো যত ভাৰ্য্যা পাশেচ শক্রভিঃ । ৩০  
 মর্তব্যং তেন তন্ত্ৰৈব জীবিতাস্থরণং বরম্ ।  
 হা মেঘনাদ তে মাতা ক্লিষ্যতে বত বানরৈঃ । ৩১  
 গুরি জীবতি মে হৃৎখরীদৃশক্ কথং ভবেৎ ।  
 ভাৰ্য্যা লজ্জা চ সন্ত্যক্তা ভত্রী মে জীবিতাশয়া । ৩২  
 শক্রা তদেবিতং রাজা মন্দোদরী দশাননঃ ।  
 উত্তমৌ বজ্রমাদায় তাজ দেবীমিতি ক্রবন্ । ৩৩  
 জঘানাস্তদমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ ।  
 ততোৎপজ্য যমুঃ সর্কৈ বিল্লংস্ত হবনং মহৎ । ৩৪  
 রামপাৰ্থমুপাগম্য তনুঃ সর্কৈ প্রহবিতাঃ ।  
 রাবণস্ত ততো ভাৰ্য্যামুবাচ পরিসাঙ্করম্ । ৩৫  
 দৈবাদীনমিদং ভদ্রে জীবতা কিম দৃশতে ।  
 তাজ শোকং বিশালাক্ষি জ্ঞানমালস্যনিশ্চিতম্ । ৩৬  
 অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ ।  
 অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিষনাস্থহ । ৩৭  
 তমূলঃ পুঞ্জদারাদিসম্বন্ধঃ সংহতিস্ততঃ ।  
 হর্ষশোকভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ । ৩৮  
 অজ্ঞানপ্রভবা হেতে জন্মমৃত্যুজরাদয়ঃ ।  
 আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হলেপকঃ । ৩৯  
 জ্ঞানন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্বভাববিবর্জিতঃ ।  
 নসংযোগো বিয়োগো বা বিদ্যাতে কেনচিৎ সতঃ ৪০  
 এবং জ্ঞান্য বমান্জানং ত্যজ শোকমনিশ্চিতৈঃ ।  
 ইদানীমেব গচ্ছামি হুতা রাধং সলক্ষণম্ । ৪১  
 আগমিষ্যামি নো চেম্মাং দারয়িষ্যতি সায়কৈঃ ।  
 শ্রীরামো বজ্রকন্ডেচ ততো গচ্ছামি তংপদম্ । ৪২  
 তদা ত্বয়া মে কর্তব্য্য ক্রিয়া মচ্ছাননাংপ্রিয়ে ।  
 সীতাং হস্তা ময়া সাধ্বং ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্ ৪৩  
 এবং শ্রুত্বা বচস্তত রাবণস্তিভূঃখিতা ।  
 উবাচ নাথ মে বাক্যং শৃণু সত্যং ভঙ্খাকুরু ৪৪  
 শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চাষ্ট্রং স্কদাচন ।  
 রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রথানপুরুষেশ্বরঃ । ৪৫  
 নংস্তো-ভৃশ্বা পুরা কমে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ ।  
 বরক সকলাপন্তো রাঘবো তজবৎসলঃ । ৪৬

রামঃ কুর্বোহি তবৎপূৰ্বে লক্ষ্যবোজমবিহ্বতঃ ।  
 সমুদ্রমঘনে পৃষ্ঠে দয়ার কনকচিলম্ । ৪৭  
 হিরণ্যাকোহতিহরু জো হতোহনেন মহাক্ষনা ।  
 কোড়রূপেণ রণুযা স্কোণীমুক্তরতা কটিং । ৪৮  
 ত্রিলোকককটকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা ।  
 হতবারাসিংহেন বপুযা রঘুনন্দনঃ । ৪৯  
 বিক্রমৈশ্চিত্তিরেবামৌ বলিং বন্ধা অগস্তরম্ ।  
 আক্রম্যাত্মাৎ সুরেশ্বার ভৃত্যায় রঘুসন্তমঃ । ৫০  
 রাক্ষসাঃ ক্ষয়িকারী জাতা ভূমেভরাবধাঃ ।  
 তানুহতা বহশৌ রামো ভূবৎক্ষিতা হৃদাঘ্রনৈঃ । ৫১  
 স এব সান্ত্রস্তং জাতো রঘুৎশে পরাংপরঃ ।  
 ভবদর্থে রঘুশ্রেষ্ঠো মাহুশ্বত্বুপাগতঃ । ৫২  
 তস্ত ভাৰ্য্যাং কিমর্থং বা হ্রতা সীতা বনাহলাৎ ।  
 মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্ত্রাণি নিধনায়ত । ৫৩  
 ইতঃ পরং বা বৈদেহীং শ্রেষরয় রঘুন্তমে ।  
 বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামিহে বনম্ । ৫৪  
 মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাঘবো বাক্যমত্রবীৎ ।  
 কথং ভদ্রে রণে পুত্রানু ভাতুন রাক্ষসমণ্ডলম্ ।  
 ষাডয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ ।  
 রামেণ সহ যোগ্যজামি রামবাপৈঃ হৃশীক্ৰগৈঃ । ৫৬  
 বিদার্যমাণো বাস্তামি উদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ।  
 জানামি রাঘবং বিফুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীম্ ।  
 জ্ঞাতৈত্বব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাহলাৎ । ৫৭  
 রামেণ নিধনং প্রাপ্য বাস্তামীতি পরং পদম্ ।  
 বিমুচ্য স্থাং তু সংসারানক্ষমিষ্যামি সহ প্রিয়ে । ৫৮  
 প্রমথ্য কনুবাণীহ মুক্তিং বাস্তামি হৃগ্ণভাম্ । ৬০  
 ক্লেশাদিপক্কতরঙ্গপূগং জমাচ্যৎ  
 দারাস্তজাপ্তধনবন্ধুত্ববান্ধিতুং ।  
 ঔর্কানলাভনিজরোযমনজ্জালং  
 সংসারদাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি । ৬১

ইতি দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ইত্যুক্তা বচনং প্রেমুণা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তথা  
 রাবণঃ প্রববৌ যোদ্ধুং রামেণ সহ সংযুগে । ১  
 দৃঢ়ং শুদ্ধনমাস্থায় বুতো ষৌরেনিশাচরৈঃ ।  
 চক্রেঃ যোড়শভিনু জং সবরুধং সক্রুবরং । ২  
 পিশাচবদনৈর্কোঠৈঃ ষ্টরৈরু জং ভগাবহম্ ।  
 সর্কোক্তশস্তসহিতং সর্কোপধরসংযুতম্ । ৩  
 নিশক্রামার্থ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ ।  
 জায়াস্তং রাধণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্ । ৪  
 সস্তস্তাভূতদ্বা সেনা বানরী রামপালিতা । ৫

হনুমানঃ চোৎপ্ৰত্য রাবণং বোধু মাঘবো  
 আপত্য হনুমান রক্ষোবকত্রভূলাবিক্রম ৷ ৬  
 মুষ্টিবন্ধং দৃঢ়ং বন্ধা ডাড়রামাস বেদন্তঃ ।  
 তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জাত্যুত্থামপতন্ত্রধে ৷ ৭  
 মুচ্ছিতোহৰ্থ মুহুর্ভেন রাবণঃ পুনরুচ্ছিতঃ ।  
 উবাচ চ হনুমন্তুং শুরোহসি মম সন্দ্রভঃ ৷ ৮  
 হনুমানাহ তং বিদ্বাং বন্ধং জীবসি রাবণ ।  
 ইং তাবমুষ্টিনা বন্ধো মম ডাড়র রাবণ ৷ ৯  
 পশ্চাময়া হতঃ প্রাণান্মোক্যসে নাত্র সংশয়ঃ  
 ত্বেথেতি মুষ্টিনা বন্ধো রাবণেনাপি তাড়িতঃ ।  
 বিমূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎ কঞ্চলমাঘবো ।  
 সংজ্ঞামবাণ্য কপিরাট রাবণং হস্তমুদ্যতঃ ৷ ১১  
 ততোহম্ভত্র পতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাদিগণঃ ।  
 হনুমানম্ভদ্রশৈব নলো নীলম্ভদ্রৈব চ ৷ ১২  
 চম্বারঃ সমবেতোহ্রে দৃষ্ট্য রাক্ষসপুঞ্জবান্ ।  
 অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোসংগং খড়্গারোমকম্ ৷ ১৩  
 তথা বৃশ্চিকরোমাণং নিজ্জ স্বঃ ক্রেমশোহঙ্গরান্ ।  
 চম্বারচতুরো হবা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ৷ ১৪  
 সিংহনাদং পৃথক্ কৃদ্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ ।  
 ততঃক্ৰোকো দশগ্রীবঃ সন্দ্রস্ত মশনচ্ছদম্ ৷ ১৫  
 বিবৃত্য নয়নে ক্ৰুরো রামমেবাধবাবিত ।  
 দশগ্রীবো রথম্ভ্রস্ত রামং বজ্রোপমৈঃ শটৈঃ ৷ ১৬  
 অজ্ঞানান মহাঘোরেৈধ রাত্তিরিব তোয়দঃ ।  
 রামস্ত পুরতঃ সৰ্কান্ বানরানপি বিব্যধে ৷ ১৭  
 ততঃ পাবনসঙ্ঘাটৈঃ শটৈঃ কাক্কনভূষণৈঃ ।  
 অভ্যবর্ধজ্জপে রমো দশগ্রীবং সমাহিতঃ ।  
 বধম্বং রাবণং দৃষ্ট্য ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্ ।  
 আহুয় মাতলিং শক্ৰো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ৷ ১৯  
 রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীত্রং বাহি রঘুত্তমম্ ।  
 ত্বরিতং ভূতলং গতা কুরু কার্যং মমানশ ৷ ২০  
 এনমুকোহৰ্থ তং নভা মাতলিদে বদারথিঃ ।  
 ততো হট্টৈশ্চ সংযোজ্য হরিটৈঃ স্যন্দনোত্তমম্ ২১  
 খণ্ডাজ্জগাৰ্থং রামস্ত হ্যাপচক্রাম মাতলিঃ ।  
 অত্রবীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যরথৈ স্থিতঃ ।  
 প্রোক্তলিদে বরাজেন প্রেথিতোহস্মি রঘুত্তম ৷ ২২  
 রথোহয়ং দেবরাজস্ত বিজয়ায় তব প্রেভো ।  
 প্রেথিতশ্চ মহারাজ ধনুর্দৈবশ্চ ভূষিতম্ ৷ ২৩  
 অভেদনং কবচং খড়্গাং দিব্যতৃশ্নিগুণং তথা ।  
 আকৃচ্চ রথং রাম রাবণং জহি রাক্ষসম্ ৷ ২৪  
 ময়া সারথিনা দেব কুত্রং দেবপার্ভিৰ্বা ।  
 ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য মমমুত্যা রথোক্তমম্ ৷ ২৫  
 আকুরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্যা নিবোজয়ন্  
 ততোহভবন মহামুচ্ছং তৈরবং রোমহর্ষণম্ ৷ ২৬

মহামানো রাবণস্ত রাবণস্ত চ ধীমতঃ ।  
 আধেয়েন চ আধেয়েন দৈবং দৈবেন রাবণঃ ৷ ২৭  
 অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্ত জঘান পরবাত্তবিৎ ।  
 ততস্ত সৰ্বক্কে ধোরং রাক্ষসং চাত্রমস্ত্রবিৎ ৷ ২৮  
 ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামস্তোপরি রাবণঃ ।  
 রাবণস্ত ধনুঃ ক্ৰোঃ সর্পি ভূত্বা মহাবিধাঃ ।  
 শরাঃ কাক্কনপুঞ্জাতা রাবণং পরিতোহপতন্ ৷ ২৯  
 তৈঃ শটৈঃ সর্পবদনৈব মত্তিরনলং মুষ্টিৈঃ ।  
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন ৷ ৩০  
 রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্য সমস্তাং পরিপূর্তিতান্ ।  
 সৌপর্ণমস্ত্রং তদ্ ধোরং পুরঃ প্রাবর্তয়দ্রপে ৷ ৩১  
 রামেণ মুক্তান্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণাঃ ।  
 চিচ্ছিত্ত্বঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমস্তাং সর্পশব্বং ৷ ৩২  
 অস্ত্রে প্রেতিহতে বৃক্ষে রামেণ দশকন্ধরঃ ।  
 অভ্যবর্ধন্ততো রামং ধোরান্তিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ৷ ৩৩  
 ততঃ পুনঃ শরানীটৈক রামমকিষ্টকারিণম্ ।  
 অদয়িত্বা ভু ধোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত ৷ ৩৪  
 পাতয়িত্বা রথোপহ্মে রথকেতুঞ্চ কাক্কনম্ ।  
 ঐন্দ্রানখানভ্যহনজাবণং ক্রোধমুচ্ছিতঃ ৷ ৩৫  
 বিবেহুদে বগন্ধব শ্চারণাঃ পিতরস্তথা ।  
 আর্ন্তীকারং হরিং দৃষ্ট্য ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ৷ ৩৬  
 ব্যথিতা বানরেশাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ ।  
 দশাত্তো বিং শতিভূজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ৷ ৩৭  
 দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্কতঃ ।  
 রামস্ত ভুকুটিং বন্ধা ক্ৰোধসং রক্তপোচনঃ ৷ ৩৮  
 কোপং চকার সদৃশং নির্দহ্মিব রাক্ষসম্ ।  
 ধনুর্দায় দেবেশ্চধনুর্দায়াকারিমুতম্ ৷ ৩৯  
 গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্ ।  
 নির্দহ্মিব চক্ষুর্ভ্যাং দদৃশে শিপুমস্তিকে ৷ ৪০  
 পরাক্রমং দর্শয়িত্বং তেজসা প্রজ্ঞলমিব ।  
 প্রচক্রমে কালরূপী সর্বলোকস্ত পশ্যতঃ ৷ ৪১  
 বিকৃষ্য চাপং রামস্ত রাবণং প্রেতিবিধ্য চ ।  
 হর্ষরন্ বানরানীকং কালান্তক ইবাবর্তো ৷ ৪২  
 ক্ৰুদ্ধং রামস্য বদনং দৃষ্ট্য শক্রং প্রধাবতঃ ।  
 তত্রস্তঃ সৰ্কভূতানি চচাল চ বনুঙ্করা ৷ ৪৩  
 রামং দৃষ্ট্য মহারোত্রমুংপাতাশ্চ হৃদাকরণান্ ।  
 ত্রস্তানি সৰ্কভূতানি রাবণং চাষিচ্ছরন্ ৷ ৪৪  
 বিমানহাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধপর্কর্ককিররাঃ ।  
 দদৃশুঃ হুমহায়ুচ্ছং শোকসম্ভকৌপমম্ ।  
 ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাকার রাবণস্ত শিরোহচ্ছিনৎ ৷ ৪৫  
 মুছানো রাবণস্তাধ বহবো ক্রিয়িরোকিতাঃ ।  
 পশন্যংপ্রশভক্তি ন্য তালানিব কলানি হি ৷ ৪৬  
 ন দিনং ন চ ঠৈ রাত্রিন্ সন্ধ্যা ন দিনোহপি বা

প্রকাশ্যে ন তক্রপং দৃশ্যতে তত্র দকরে । ৪৭  
 ততো রাবো বহুবাহ বিষ্ণুরাশিমানসঃ ।  
 শতযেকোত্তরং স্থিতং শিরাসি চৈকমটসাম্ ।  
 ন চৈব রাবণঃ শান্তো ভূশ্যতে জীমিতকরায় ।  
 ততঃ সর্কাত্ত্রবিহারঃ কোসল্যানাম্বর্জনঃ । ৪৯  
 অত্রৈশ্চ মহতিবু ভূশিচক্রায়াম রাবণঃ ।  
 বৈবৈবীর্ষেইভা দৈত্য্য মহাসম্পন্নাক্রমাঃ । ৫০  
 ত এতে নিফলং বাতা রাবণস্য নিপাতনে ।  
 ইতি চিত্তাকুলে রামে মনীষ্যো বিভীষণঃ । ৫১  
 উবাচ রাবণং স্বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হসোঁ ।  
 বিচ্ছিন্না বাহবোহপ্যস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চাঃ ৫২  
 উৎপৎস্যন্তি পুনঃ শীত্ৰমিত্যাহ ভগবানজঃ ।  
 নাভিদেশেহমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্ । ৫৩  
 তচ্ছোষণশাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ ।  
 বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীত্ৰপরাক্রমঃ । ৫৪  
 পাবকান্ত্রেণ সংযোজ্য নাভিং বিঘাণ রক্ষসঃ ।  
 অন্তরঞ্চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবনঃ । ৫৫  
 বাহুনপি চ সংরকো রাবণস্ত রমুত্তমঃ ।  
 ততো যোরাং মহাশক্তিমান্দায় দশকঙ্করঃ । ৫৬  
 বিভীষণবধার্থাং চিক্রেপ ক্রোধবিফলঃ ।  
 চিচ্ছেদ রাবণো বাণেশ্চাং শিট্ঠেইমভূষিতঃ । ৫৭  
 দশগ্রীবশিংশেদাস্তদা তেজো বিনির্গতম্ ।  
 রানরূপো বহুবাহু ছিট্ঠৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ । ৫৮  
 একেন মুখাশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ ।  
 রাবণস্ত পুনঃক্রুদ্ধো নানাশস্ত্রাবৃষ্টিভিঃ । ৫৯  
 ববধ রামং তং রামস্তথা বাণৈর্ববধ চ ।  
 ততো যুদ্ধমভূদু যোরাং তুমুলং গোমহর্ষণম্ । ৬০  
 অধ সংস্কারয়ামাস মাতলী রাবণং ভদা ।  
 বিস্তুজাত্রং বধারায়্য স্বাক্ষং শীত্ৰং রমুত্তম । ৬১  
 বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃস্থরৈঃ সোহংঘ্য বর্জতে  
 উত্তমাকং ন চৈতস্ত ছেত্তব্যং রাবণ স্বরা । ৬২  
 নৈব শীকি প্রভো বধ্যো বধ্য এব হি মন্থশি ।  
 ততঃ সংস্কারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ । ৬৩  
 তত্রাহ সশরং দীপ্তং নিবসন্তমিবোরণম্ ।  
 বস্ত পার্শ্বে তু পবনঃ কলে ভাস্তরপাবকো । ৬৪  
 পরীরম্যকাশময়ং সৌরবে নেকুমন্দরো ।  
 পর্কমপি চ বিস্তৃত্য পোকপালা মহৌজসঃ । ৬৫  
 জাজল্যমানং বপুবা ভাতং ভাস্করবচ সা ।  
 তুমুত্তমস্তং পোকানিৎ তন্নানামমুক্তম্ । ৬৬  
 অতিমদ্র্য ততো রামস্তং ধ্বংসং মহাচুক্রঃ ।  
 বদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কপুর্কে বলী । ৬৭  
 তন্নি ন স্কীরমানে তু রাবণেণ শরোত্তমে ।  
 সর্কাত্ত্রাণি বিত্রেহুচ্চাল চ বহুকরা । ৬৮

স রাবণার সংক্রোধো ভূশমানস্য কার্পুকম্ ।  
 চিক্রেপ পরমায়ত্তমস্ত্রং মর্কটকামিতম্ । ৪৯  
 ন বস্ত ই ব হৃৎকর্ষো বজ্রপাণিসম্পর্কিতঃ ।  
 কৃতান্ত ইব যোরাতে। ন্যপতজ্রাবণোরসি । ৭০  
 স নিবধো মহাযোরাঃ শরীরাভ্যকরা ধরঃ ।  
 বিভেদ জঘরণ তুর্গং রাবণস্ত মহাম্বনঃ । ৭১  
 রাবণস্যাহরণপ্রাধান্য বিবেশ ধরীতলে ।  
 স শরো রাবণং হত্বা রামতুর্গীরমারিষং । ৭২  
 তস্য হত্যাং পপাতাত্ত সশরং কাশু কং মহং ।  
 পতাস্ত্রো মিবেনেন রাক্ষসেশ্রোহপতুত্বি । ৭৩  
 তং হৃষ্ট। পতিতং ভূম্যো হতশোবাচ রাক্ষসাঃ  
 হতনাথ। ভয়ত্রস্তা হৃষ্টবুঃ সর্কাত্তো দিশম্ । ৭৪  
 দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাবণস্য চ ।  
 ততো বিনেহুঃ সংশ্রুষ্ঠা বানরা জিতকামিনঃ । ৭৫  
 বহস্তো রামবিজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্ ।  
 অশান্তরীক্ষে যানমং স্ত্রোম্যস্ত্রিদশহৃষ্টভিঃ । ৭৬  
 পপাত পুশ্ববৃষ্টিং সমস্ত্রাশ্রবোপরি ।  
 তুষ্টবুয়ু নগঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবোকসঃ । ৭৭  
 অশান্তরীক্ষে নন্তুঃ সর্কাত্তোহপ্সরসো মুদা ।  
 রাবণস্য চমোহোখং জ্যোতিরাদিত্যবৎ ক্ষ রং । ৭৮  
 প্রবিবেশ রমুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশুতাং সত্যম্ ।  
 দেবা উচুরহো ভাগ্যং রাবণস্ত মহাম্বনঃ । ৭৯  
 বয়ং তু সাহিক্য দেবা বিকোঃ কারুণ্যভাজনাঃ ।  
 ভয়চুখাশিভির্ঘ্যাণ্টাঃ সংসারে পরিবর্তিনঃ । ৮০  
 অয়ং তু রাক্ষসঃ ক্রুরো ব্রহ্মহাতীব তামসঃ ।  
 পরদাররতো বিমুদেবী ভাপসহিঃ সর্কঃ । ৮১  
 পশুংসু সর্কাত্ততেসু রামমেব প্রবিষ্টবান্ ।  
 এবং ক্রবংসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সন্মিতঃ । ৮২  
 শৃগুতাং হুয়া যুয়ং ধর্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ ।  
 রাবণো রাবণবেধাদনিশং হৃদি ভাবয়ন্ । ৮৩  
 হৃত্যেতঃ সহ সধা রামচরিত্রং বেবসংযুতঃ ।  
 শ্রুত্বা রামাং সনিধনং তয়াং সর্কাত্ত রাবণম্ । ৮৪  
 পশুন্নহ্মনিধনং সপ্রে রামবেধায়পশুতি ।  
 ক্রোধোহপি রাবণস্তাভ্য গুরুবোধোধিকোহভবৎ ।  
 রামেণ নিহতশ্চাত্তে নিহুতাশেষকমণ্যঃ ।  
 রামসাহুজ্যমেবাপ রাবণো যুক্তবন্ধনঃ । ৮৫  
 পাণ্ডিত্যো বা হুরাস্তা পশুধনপরমা-  
 য়েবু নকো বদি স্তা-  
 স্ত্রিত্যং দেহাং তরাবা রমুকুলতিলকং  
 ভাবয়ন্ সম্পন্নৈতঃ ।  
 হুত্বা শুভাস্তরকো ভবশতজনিতা-  
 নেকদোষৈর্বিকৃতঃ ।  
 সদ্যো রামস্ত বিকোঃ হরবরবিকুতং



যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্ । ৮৩  
 হৃদা যুগে দশায়াং ত্রিভুবনবিষয়ং  
 বাসহাস্তেন চাপং  
 ভূমৌ বিষ্ঠিত্য তিষ্ঠিত্তরকরবৃত্তং  
 ভ্রাময়ন্ বাণমেবম্ ।  
 আরকোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ-  
 সূর্য্যকোটিপ্রকাশো  
 বীরশ্রীবজুরাক্ত্রিদশপতিভূতঃ  
 পাতু মাং বীররামঃ । ৮৭

ইতি একাদশোধ্যায়ঃ ।

দ্বাদশোধ্যায়ঃ ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট । হনুমন্তং তথাক্রমম্ ।  
 লক্ষণং কপিরাজ্ঞঞ্চ জানুবন্তং তথাপরান্ । ১  
 পরিতুষ্টেন মনসা সর্কানোবাত্রবীহচঃ ।  
 ভবতাং বাহবীর্যেণ নিহর্তৌ রাবণো ময়া । ২  
 কীৰ্ত্তিঃ হ্যাত্তি বঃ পুণ্যা বাবক্ষুদ্ভ্রদিবাকরৌ ।  
 কীৰ্ত্তিৰ্ম্ময়ান্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ৩  
 যোগোপেতাং কলিহরাং বাস্তস্তি পরমাং গতিম্ ।  
 এতস্মিন্তরে দৃষ্ট । রাবণং পতিতং ভুবি । ৪  
 মন্দোদরীমুখ্যাঃ সর্কাঃ স্তিরৌ রাবণপালিতাঃ ।  
 পতিতা রাবণস্তাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ । ৫  
 বিভীষণঃ শুশোচার্ত্তৌ শোকেন মহতাবৃতঃ ।  
 পতিতো রাবণস্তাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ৎ । ৬  
 রামস্ত লক্ষণং প্রোহ বোধয়স্ব বিভীষণম্ ।  
 কুরোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন মানদ  
 স্তিরৌ মন্দোদরীমুখ্যাঃ পতিতা বিলপন্তি চ ।  
 নিবারয়তু তাঃ সর্কা রাকসৌ রাবণপ্রিয়াঃ । ৮  
 এবমুক্লোহধ রামেণ লক্ষণোৎপাদিভীষণম্ ।  
 উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ । ৯  
 শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ ।  
 স্বং শোচসি স্বং হৃৎধেন কোহয়ং স্তব বিভীষণ ।  
 স্বং বাস্ত কতরঃ স্তেষ্টে পুরেদানীমতঃপরম্ ।  
 স্বত্তোরৌষণপতিতাঃ সিকতা যান্তি তদ্বশাঃ ১১  
 সংযুজ্যস্তে বিষুজ্যস্তে তথা কালেন দেহিনঃ ।  
 যথা ধান্যং বৈ ধান্য ভবন্তি ন ভবন্তি চ । ১২  
 এবং ভূতেষু ভূতানি প্রেরিতানীশমায়রা ।  
 স্বং চেমে বয়মন্তে চ ভূত্যাঃ কালবশোভব্যাঃ ১৩  
 জম্বুবতু যদা বশান্তলা তপ্তান্তবিষ্যতঃ ।  
 ঈশ্বরঃ সর্কভূতানি ভূতৈঃ স্ফুজতি হস্ত্যজঃ । ১৪  
 আশ্রয়ষ্টৈরথতন্ত্রৈরনপেকোহপি বাসবৎ ।  
 দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদেহোংভিছায়তে ১৫

বীজাদেব যথা-রীজং দেহোং ইব শাৰঙ্গঃ ।  
 দেহিদেহবিজ্ঞাধোঃশরমবিকেককৃতঃ পুরাঃ ১৬  
 নানাস্বং জম্ববাপশু কয়ো যুক্তিঃ স্তিরাকলম্ ।  
 দ্রষ্ট রাজান্ত্যতকর্ণা যথাশরণাক্রবিক্রিয়াঃ । ১৭  
 ত ইমে দেহসংযোগাদম্মনা ভাত্যাসদুগ্রহাৎ ।  
 প্রথা যথা তথা চান্তং ধ্যায়তো সদসদুগ্রহাৎ ১৮  
 প্রমুগুতানহং ভাবান্তলা ভাতি ন সংসৃতিঃ ।  
 জীবতোহপি তথা তদ্বহিমুক্তানহকৃতোঃ ১৯  
 তস্মান্মায়াননোধর্মং জহহং মরভ্রামম্ ।  
 রামস্তগ্রে ভগবতি মনো ধেক্সান্ননীযরে । ২০  
 সর্কভূতাস্তনি পরে মায়ান্নান্নবরুপিণি ।  
 বাহুপ্রিয়ার্ধসংস্কারং ত্যাজয়িত্বা মনঃ শনৈঃ ২১  
 তত্র দোযান্ দশয়িত্বা রামানন্দে নিবোজয় ।  
 দেহবৃত্তা ভবেদুভ্রাতা পিতা মাতা স্ফুৎপ্রিয়ঃ ২২  
 বিলক্ষণং যদা দেহাং জানাত্যাস্তান্মান্মনা ।  
 তদা কঃ কস্ত বা বজ্রভ্রাতা মাতা পিতা স্ফুৎ ।  
 মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্ঞাতা দারাপারাদয়ঃ সনা ।  
 শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈব সম্পদঃ । ২৪  
 বলং কোশো ভূতাবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সূত্যদয়ঃ ।  
 অজ্ঞানজ্ঞতাংসর্কৈ তে ক্লপসদমভসুভঃ ২৫  
 অধোস্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ তক্তিভাবিতম্ ।  
 অনুবর্তস্ব রাজ্যাদি ভূক্তনু প্রারদ্ধমবহম্ । ২৬  
 ভূতং ভবিষ্যদভজন্ বর্তমানমথাচরন্ ।  
 বিহরস্ব যথাস্তায়ং ভবদৌষেণ লিপ্যসে । ২৭  
 আজ্ঞাপয়তি রামস্তাং বস্ত্রাতুঃ সাম্পারায়িকম্ ।  
 তৎ কুরুষ্ব যথাশাস্ত্রং রুদ্রতীশ্চাপি যোষিতঃ ২৮  
 নিবারয় মহাবুদ্ধে লক্ষ্যং পঞ্চম্ব মা চিরম্ ।  
 স্রষ্টা যথাবহচনং লক্ষণস্ত বিভীষণঃ ২৯  
 ত্যক্তা শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামশাৰ্ধমুপাগমৎ ।  
 বিমূশ্য যুক্ত্যা ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ ৩০  
 রামসৌবানুগুভার্যমুত্তরং পর্য্যভাবত ।  
 মূশংসমনুতং ক্রুরং ত্যক্তধর্ম্মবৃত্তং প্রতো ৩১  
 নারহৌচন্নি দেব সংস্কর্ত্তুং পরদারভির্শনিনম্ ।  
 স্রষ্টা তদচনং প্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ৩২  
 মরণান্তানি বৈরাগি নিবৃত্তং নঃপ্রয়োজনম্ ।  
 ক্রিয়তামস্ত সংস্কারো মমাপ্যেব যথা ভব ৩৩  
 গ্রামাজ্ঞাং শিরসা ধ্বংসী শীঘ্রমেব বিভীষণঃ ।  
 সাঙ্ঘবাত্কার্ম হাবুজ্জিৎ রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ৩৪  
 সাঙ্ঘরামাস ধর্ম্মশাস্তা ধর্ম্মবুদ্ধিবিভীষণঃ ।  
 স্তরম্মানাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববাক্যবান্ ৩৫  
 চিত্যাং নিবেশ্ত বিধিবৎ পিতৃমেধবিধানতঃ ।  
 আহিতাশ্রেষ্টা কাৰ্যং রাবণস্ত বিভীষণঃ ৩৬

উপৈব সর্কমকরোধবৃত্তিঃ সহ ময়িত্তিঃ

স্বর্গো চ পাবকং তত্র বিধিবৃদ্ধং বিভীষণঃ । ৩৭  
 স্বর্গো চৈবাত্ত্বৎ প্রকৃত্ত্বং তিলান্ সর্গাভিনিমিত্ত্বান্ ।  
 ঐতরেন চ সম্মিশ্রান্ প্রধায় বিধি পূর্নকম্ । ৩৮  
 প্রধায় চোদকং তদৈব মুহূঃ । চৈনং প্রথম্য চ ।  
 তাঃ ত্রিরোহনুনারাম সাধুস্কৃৎ পুনঃ পুনঃ । ৩৯  
 প্রমাতামিতি তাঃ সর্গা বিধিবৃদ্ধমর্গং তদা ।  
 প্রবিষ্টো চ সর্গাহ্ রাক্ষসীন্ বিভীষণঃ । ৪০  
 রামপার্শ্বমুপাগত্য তদাভিষ্ঠমিনীতবৎ ।  
 রামোহপি সহ সৈন্তেন সুগ্রীবঃ সহলক্ষণঃ । ৪১  
 হর্বং গেভে ত্রিপূন্ হৃদ্যা যথা বৃত্তং শতক্রতুঃ ।  
 সাত্তলিঞ্চ তদা রামং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ । ৪২  
 অহুঞ্জাতঞ্চ রামেণ বর্ষো বর্গং বিহারসা ।  
 ততো ছটমনা রামো লক্ষণং চেদমব্রবীৎ । ৪৩  
 বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুত্রৈব হি ।  
 ইদানীমপি গতা ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ । ৪৪  
 অভিষেচয় বিপ্রৈশ্চ মন্ববহিষি পূর্নকম্ ।  
 ইত্যুক্তো লক্ষণস্তং জগাম সহ বানরৈঃ । ৪৫  
 লঙ্কাং সুবর্ণকলশৈঃ সমুদ্রজলসংযুতৈঃ ।  
 অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রম্ বীমতঃ । ৪৬  
 ততঃ পৌরজনৈঃ সার্কং নানোপায়নপাণিভিঃ ।  
 বিভীষণঃ সসৌমিত্রিকুপায়নপূরকতঃ । ৪৭  
 দণ্ডপ্রণামমকরোদ্ভ্রামশ্রীষ্টকর্মণঃ ।  
 রামো বিভীষণং দৃষ্ট্য প্রাপ্তরাজ্যং মুদাশিতঃ । ৪৮  
 কৃতকৃত্যমিবাস্ত্রানমমনাত সহস্রজঃ ।  
 সুগ্রীবক সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমধ্যব্রবীৎ । ৪৯  
 সহায়েন ত্বয়া বীর জিতো মে রাবণো মহান্ ।  
 বিভীষণোহপি লঙ্কারামভিষিক্তো ময়ানখ । ৫০  
 ততঃ প্রাহ হনমন্তং পার্শ্বন্তং বিনয়্যারিতম্ ।  
 বিভীষণপ্রত্যাশ্রমতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্ । ৫১  
 জ্ঞানক্যৈ সর্গমাধ্যাহি রাবণস্ত বধাদিকম্ ।  
 জ্ঞানক্যাঃ প্রেতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় । ৫২  
 এবমাজ্ঞাপিতো বীমান্ রামেণ পবনাস্বজঃ ।  
 প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ । ৫৩  
 প্রবিশ্ত রাবণগৃহং শিংশপামূলমাত্রিতান্ ।  
 সন্দর্শ জ্ঞানকীং তত্র কৃশাং দীনামনিদিতাম্ । ৫৪  
 রাক্ষসীতিঃ পরিতুতাং ধ্যায়ন্তীং রামমেব হি ।  
 বিনয়্যাবনতো ভূত্যা প্রথম্য পবনাস্বজঃ । ৫৫  
 কৃত্যঙ্গলিপটো ভূত্যা প্রহ্লে। ভক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ।  
 তং দৃষ্ট্য জ্ঞানকী ভূকীংস্থিত্যা পূর্নস্তুতিংবর্ষো । ৫৬  
 জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎসৌম্যমুখী ভবৎ  
 স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্য তস্তাঃ পবনলক্ষনঃ ।  
 বাসস্ত ভাষিতং সর্গমাধ্যাতুমুপচক্রমে । ৫৭  
 দেবি রামঃ সুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্ ।

কুশলী বানরাপাক সৈন্তৈশ্চ সহ স্বজগৎ । ৫৮  
 রাবণং সহুতং হৃদ্যা সবলং সহ বহিষ্ঠিত ।  
 তানাহ কুশলং রামো বাক্যে কৃদ্বা বিভীষণম্ । ৫৯  
 অর্ঘ্য ভর্ত্ত্বঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্বপনয়রা দিরা ।  
 কিং তে প্রিয়ং করোম্যস্য ন পশ্যামি অগপ্রহে ।  
 সমং তে প্রিয়বাক্যত রহস্যাত্তরাধানি চ ।  
 এবমুক্তস্ত বৈদেহ্যা প্রভূত্বাচ প্রবন্ধমঃ । ৬০  
 রত্নৌঘাষিবিধাধাপি দেবরাজ্যাদিশিষ্যতে ।  
 হতশক্রং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ । ৬১  
 তস্ত তদ্বচনং অর্ঘ্যা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্ ।  
 সর্কে সৌম্যা শুণাঃ সৌম্যা হৃদ্যেব পরিনিষ্ঠিতাঃ । ৬২  
 রামং জ্ঞপ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাবণঃ ।  
 তথেষি তাং নমস্কৃত্য যযৌ ভ্রষ্টং রঘুভয়ম্ । ৬৩  
 জ্ঞানক্যা ভাষিতং সর্কং রামপ্রাগ্রে ভবেদয়ং ।  
 বস্মিত্তোহয়মরাস্তঃ কর্শ্বপাঞ্চ ফলোদয়ঃ । ৬৪  
 তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং ভ্রষ্ট সুহৃসি মৈথিলীম্  
 এবমুক্তো হুমুতা রামো জ্ঞানবত্যাং বরঃ । ৬৫  
 মায়াসীতাং পরিত্যক্তং জ্ঞানকীমনলে স্থিতাম্ ।  
 আদাতুং মনসা ধ্যাত্বা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্ । ৬৬  
 গচ্ছ রাজন্ জনকজ্ঞানময়ীশ্চ মমাতিকম্ ।  
 স্মাতাং বিরজবপ্রাচ্যাং সর্গাত্তরণভূষিতাম্ । ৬৭  
 বিভীষণোহপি তত্ত্বক্ত্যা জগাম সহ মারুতিঃ ।  
 রাক্ষসীতিঃ সুবন্ধাতিঃ স্নাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্ । ৬৮  
 সর্গাত্তরণসম্পন্নামারোপ্যা শিবিকোত্তমে ।  
 যাষ্টিকৈর্বভিঙু স্তাং কক্ককোক্ষীভিঃ শুভাম । ৬৯  
 তাং ভ্রষ্ট মগতাঃ সর্কে বানরা জনকাস্বজাষি ।  
 তান্ বারয়ন্তো বহবঃ স র্গতো ব্রেত্রপায়ঃ । ৭০  
 কোলাহলং প্রকূর্সন্তো রামপার্শ্বমুপাগবুঃ ।  
 দৃষ্ট্য তাং শিবিকারুতাং দূরাদর্থ রঘুভয়ম্ । ৭১  
 বিভীষণ কিমর্থং তে বানরান্ বারয়ন্তি হি ।  
 পশুন্ত বানরাঃ সর্কে মৈথিলীং সাত্তরং ববা । ৭২  
 পাদচারেণ সায়াতু জ্ঞানকী মম সন্নিধিম্ ।  
 অর্ঘ্যা তদ্রামবচনং শিবিকাধবরুহ সা ॥ ৭৩  
 পাদচারেণ শনৈকরাগতা রামসন্নিধিম্ ।  
 রামোহপিদৃষ্ট্য তাংমায়াসীতাংকার্যার্থনির্দ্বিতাম্ ॥ ৭৪  
 অবাচ্যবাদান্ বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ ।  
 অমুম্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ । ৭৫  
 লক্ষণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রেঙ্কালয় হতাপনম্ ।  
 বিবাদার্থং হি রামস্ত লোকানাং প্রত্যয়ায় চ । ৭৬  
 রাঘবস্ত মতং জ্ঞাত্বা লক্ষণোহপি তদৈব হি ।  
 মহাকর্ষচয়ং কৃদ্বা জাগরিত্বা হতাপনম্ । ৭৭  
 রামপার্শ্বমুপাগম্য তথেষ্ট্য ভূকীমরিলক্ষম্ ।  
 ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা । ৭৮

পশ্চিমে সর্বলোকানাং দেবরাজসম্বোধিতাম্ ।  
 এষম্য মেবজ্ঞান্যত্র ব্রাহ্মণেভ্যশ্চৈবৈবিনী । ১০  
 বজ্রাঙ্গনিসুতা চেদমুখ্যতামিবমীপসী ।  
 যথা মে জয়ঃ নিত্যং স্যাসমপতি স্যবসী ৷ ১১  
 তথা লোকত্র সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ ৷ ১২  
 এবমুক্তা তদা সীতা পরিক্রম্য হতশশনঃ ।  
 বিবেশ জলনং দীপ্তং নির্ভয়েন জলা সতী ৷ ১৩  
 দুষ্টা ততো ভূতপথাঃ সসিদ্ধাঃ  
 সীতাং মহাবল্লিগতাং তৃশাস্তাঃ ।  
 পরম্পরং প্রাহরহো স সীতাং  
 রামঃ স্তিরং কাং কথমভ্যজজ্ঞতঃ ৷ ১৪  
 ইতি দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরণস্তথা ।  
 কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী বুধবাহনঃ । ১  
 ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিন্ধুচারশৈঃ ।  
 পিতরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গজর্ষাঙ্গরসোরগাঃ । ২  
 এতে চাস্ত্রে বিমানাগ্র্যে রাজ্যখ্যং ধ্রুত্ব রাধবঃ ।  
 অক্রবন্ পরমাত্মানং রামং প্রাজ্ঞলয়শ্চ তে ৷ ৩  
 কর্তা ত্বং সর্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ ।  
 বহুনামষ্টমোহসি ত্বং রুদ্রাণাং শক্রো ভবান্ ৷ ৪  
 জাদিকর্তাদি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ ।  
 জ্বিনৌ জাগজুতো তে চক্ষুর্দী চন্দ্রভাস্করৌ ৷ ৫  
 লোকানামাদিরস্তোহসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ ।  
 সদাভক্তঃ সদামুক্তঃ সদামুক্তোহগুণেহস্বয়ঃ ৷ ৬  
 তুম্বারামংবুতানাং ত্বং ভাসি মামুখবিগ্রহঃ ।  
 তুম্বামস্বরতাং রাম সদা ভাসি চিদাম্বকঃ ৷ ৭  
 রাবণেন জ্ঞতং স্থানমম্বকং তেজসা সহ ।  
 তুম্বাদ্য নিহতো দুষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং হকম্ ৷ ৮  
 এবং জ্ববৎসু দেবেবু ব্রহ্মা সাক্ষাৎপিতামহঃ ।  
 অন্তরীংপ্রগতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্ ৷ ৯  
 ব্রহ্মোবাচ ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষমিহিভিহেতুং  
 ত্বামধ্যাঞ্জ্ঞানিতিরন্তজ্জি ভাব্যম্ ।  
 হেয়াহেয়বন্ধবিহীনং পরমেকং  
 সন্তানাত্রেং সর্বজ্জিহ্বং কৃশিরূপম্ ৷ ১০  
 প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ভা  
 ক্ষিপ্রা সর্বং সংশ্লব্ধবৎ বিবমৌধান্ ।  
 পশ্যস্তীশং যং গড়বোহা বডরন্তম্  
 বন্দে রামং রম্যকীরীটং রবিজালম্ ৷ ১১  
 মারাভীতং মাধবমাক্ষ্যং জনদাদিৎ

মানাভীতং মোহবিনাশং মুনিবন্দ্যম্ ।  
 যোগিন্তরুং যোগবিদ্যাসং পরিপূর্ণম্ ৷ ১২  
 বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রবীন্দ্রম্ ৷ ১৩  
 ভাবাজ্ঞপ্রভাতরহীদং তবমুখ্যো  
 তৌপাসিতেরচি তপসাবল্লভম্ ৷ ১৪  
 নিত্যং তুহুং বুদ্ধমরন্তং প্রবধাধ্যং  
 বন্দে রামং যীশমশোহাধুরম্বাম্ ৷ ১৫  
 ত্বং মে মাধো মাধিতকার্যখিলকারী  
 মানাভীতো মাধবরূপশোহখিলধারী ।  
 তত্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপশো ভবহারী  
 যোগাত্ম্যাসৈত্রাবিতচেতঃ সহচারী ৷ ১৬  
 ত্যামাদ্যন্তং শোকতভীনাং পরমীশং  
 লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্ ।  
 ভক্তিপ্রজ্ঞাতাবসমেতৈর্ভজনীয়ং  
 বন্দে রামং সুন্দরমিনীবরনীলম্ ৷ ১৭  
 কো বা জ্ঞাতুং স্ত্যামতিমানং গতমানং  
 মানাসক্তো মাধব শক্তো মুনিমানম্ ।  
 বৃন্দারণ্যো বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং  
 বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুধকন্দম্ ৷ ১৮  
 নানাশাস্ত্রবর্ষদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং  
 নিত্যানন্দং নিবিষয়জ্ঞানমনাদিম্ ।  
 মৎসেবার্থং মাতুযভাবং প্রতিপন্নং  
 বন্দে রামং মরকতবর্ণং মণ্ডরেশম্ ৷ ১৯  
 অক্ষায়ুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং  
 ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভূবি মর্ত্যে ৷  
 রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং  
 ধ্যাভা ধ্যাভা পাতকজ্ঞানৈর্বিগতঃ স্যাৎ ৷ ২০  
 জ্ঞাতা জ্ঞতিং লোকগুরোর্বিতাবস্তুঃ  
 স্বাক্ষে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্ ।  
 বিলাজমানাং বিমম্বারূপদ্যুতিং  
 রক্তাস্বরাং দিব্যবিভূষণাষিতাম্ ৷ ২১  
 প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রবৃত্তমং  
 প্রপরসর্কার্তিহরং হতশশনঃ ।  
 গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ জানকীং  
 পুরা ত্বরা মধ্যবরোপিতাং বনে ৷ ২০  
 বিধায় মায়াজনকাস্ত্রজাং হরে  
 দশাননপ্রাণবিনাশনার চ ।  
 হতো দশাসাঃ সহ পুত্রবান্ধবৈ-  
 নিরাকৃতোহনেন ভরো ভুবঃ প্রতো ৷ ২১  
 তিরোহিতা সা প্রতিবিষ্মরুদিশী  
 কুতা বদার্থং কৃতকৃত্যভাৎ গতা ।  
 ততোহজিহুর্ভীং পরিপূহ জানকীং  
 রামং প্রজ্ঞতঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্ ৷ ২২

হাঙ্কে সমাবেশা সদানপারিনীং  
 শ্রিয়ং ত্রিপৌত্রিকনবীং শ্রীয়া পতিঃ ।  
 দৃষ্টাৎ রাশিং জনকান্তিকান্তং  
 শ্রীয়া ক রক্তং সুরানদ্রকো মুদা । ২৩  
 ভক্ত্যা বিরা পক্ষবরা সমোতা  
 কৃতাজলিঃ সৌভূমধোপচক্রমঃ ।  
 ইন্দ্র উবাচ ।

ভজেনহং সদা রামমিনীবরাত্তং  
 ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্ ।  
 ভবানীক্ৰমা ভাবিতানন্দরূপং  
 ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্ । ২৪  
 সুরানীক্ৰমুসৌধবনাশৈকহেতুং  
 নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্ ।  
 পরেশং পরানন্দরূপং বরগণ্যং  
 हरिं राममीशं ভজে ভারনাশম্ । ২৫  
 প্রপন্নার্থিলানন্দদোহং প্রপন্নং  
 প্রপন্নার্জিনিঃশেষবনাশাভিধানম্ ।  
 তপোযোগযোগীশভাবাভিতাব্যং  
 কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্ । ২৬  
 সদা ভোগভাজাং সুদ্রে বিভাস্তম্  
 সদা যোগভাজামদ্রে বিভাস্তম্ ।  
 চিদানন্দকন্দং সদা রাধবেশং  
 বিদেহাস্বজ্ঞানন্দরূপং প্রপদ্যে । ২৭  
 মহাযোগমায়াবিশেষাত্মযুক্তো  
 বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ ।  
 স্বদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ  
 সদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে । ২৮  
 অহং মানপানাভিমন্ত্রপ্রমত্তো  
 ন বেদার্থিলেশাভিমানাভিমানঃ ।  
 ইদানীং ভবংপাদপদ্মপ্রসাদাৎ  
 ত্রিলোক্যাদিপিত্যভিমানো বিনষ্টঃ । ২৯  
 ক্ষু রদ্রব্রহ্মকেশবরহাতিরাশং  
 ধরাভারভূতাহুরানীকদাবম্ ।  
 শরচ্চন্দ্রবস্ত্রং লসংপন্ননেত্রং  
 দুরাবারপারং ভজে রাধবেশম্ । ৩০  
 সুরাধীশনীলাভনীলাঙ্গকাস্তিৎ  
 বিরোধাদিরকোবধালোকশাস্তিৎ ।  
 কীরীটাদিশোভং পুরারাতিলাভং  
 ভজে রামচন্দ্রং রত্নাধরধীশম্ । ৩১  
 লসচ্চন্দ্রকোটীপ্রকাশাদিপীঠে  
 সমাসীনমকে সমাধায় সীতাম্ ।  
 ক্ষু রভ্রভববর্ণাং তড়িৎপুঞ্জভাসাৎ  
 ভজে রামচন্দ্রং নিমুভার্জিতপ্রম্ । ৩২

ভতঃ শ্রোবাচ ভববান ভবাত্তা সহিতো ভবঃ ।  
 রামং কমলপত্রাকং বিমাদিতো ভক্তঃস্থলে । ৩৩  
 আনমিযাভ্যাবোধায়ং ত্রুষ্টং স্বাং রাজাসংকৃতম্  
 ইদানীং পত্ন শিভরমভ দেহভ রাধবা । ৩৪  
 ততোহপত্নচিমানং রাধো দশরথং পুরঃ ।  
 ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ভক্ত্যা সহানুভবঃ । ৩৫  
 আলিঙ্গ্য মুখ্য বিজায় রামং দশরথোহত্রবীৎ ।  
 তারিতোহস্মি স্বরা বৎস সংসারাদঃ খেসাগরাৎ । ৩৬  
 ইত্যুক্ত্য পুনরাঙ্গিহা ববৌ রামেণ পূজিতঃ ।  
 রামোহপি শেখরাজং তৎ দৃষ্ট্য প্রাহ কৃতাজলিম্ । ৩৭  
 মংকুতে নিহতানু সম্যো বানরানু পতিতানু ভুবি  
 জীবরাত্ত মুধাবুট্টা সহস্রাক মমাজরা । ৩৮  
 তথেষ্যমুতবুট্টা তানু জীবরামাস বানরানু ।  
 যে যে মুতা মুখে পূর্কং তে তে স্থপ্তোখিতা ইব ।  
 পূর্কবদ্ববলিনো হুট্টা রামপাশ্বমুপাষয়ুঃ । ৩৯  
 নোখিতা রাক্ষসান্ত্র পীযুষম্পর্শানাদপি ।  
 বিভীষণস্ত সাত্তাঙ্গং প্রণিপত্যাত্রবীহচঃ । ৪০  
 দেব মামহুগুহীষ ময়ি ভক্তির্দদা তব ।  
 মঙ্গলমানমধ্য ত্বং কুরু সীতাসমবিতঃ । ৪১  
 অলঙ্কৃত্য সহ ভাত্রা ধৌ গমিষ্যামহে বয়ম্ ।  
 বিভীষণবচঃ স্রুত্বা প্রতুবাচ রঘুন্তমঃ । ৪২  
 সুকুমারোহতিভক্তো মে ভরতো মামনেকতে ।  
 জটাবকলধারী স শঙ্কত্রঙ্গসমাহিতঃ । ৪৩  
 কথং তেন নিনা দানমলঙ্কারাদিকং মম ।  
 অতঃ সুগ্রীবমুখ্যাংস্তং পুঞ্জরাত্ত বিশেষতঃ । ৪৪  
 পূজিতেষু কপীশ্রেষু পূজিতোহহং ন সংশয়ঃ ।  
 ইত্যুক্তো রাধবেশো স্বর্শরদ্বারাগি চ । ৪৫  
 ববর্ষ রাক্ষসপ্রেষ্টো যথাকামং যথাকচি ।  
 ততস্তান পূজিতানু দৃষ্ট্য রামো রদৈশ্চ গৃধপানু । ৪৬  
 অভিনন্দ্য যথাক্রায়েং বিসঙ্গং হরীশরানু ।  
 বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং স্বর্ঘবর্চসমু । ৪৭  
 আকুরোহ ততো রামস্তাধিমানমহুন্তমম্ ।  
 অন্ধে নিধায় বৈদেহীং লঙ্কমানাং স্বশপিনীমু । ৪৮  
 লঙ্কণেন সহ ভাত্রা বিক্রান্তেন ধমুন্তত ।  
 অত্রবীচ বিমানং শ্রীরামঃ সর্ববানরানু । ৪৯  
 সুগ্রীবং হরিরাজকং অঙ্গদকং বিভীষণম্ ।  
 মিত্রকাষ্যং কৃতং সর্বং ভবক্তিঃ সহ বানরৈঃ । ৫০  
 অহুজ্জাতা ময়া সর্কে যথেষ্টং গম্ভমর্হৎ ।  
 সুগ্রীব প্রতিযাহাত্ত কিক্ক্যাং সর্কসৈনিকৈঃ । ৫১  
 স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়ং মম ভক্তো বিভীষণ ।  
 ন স্বাং ধর্ষয়িতুং শক্যঃ স্রেস্তা অপি দিবৌকসঃ । ৫২  
 অবোধ্যাং গম্ভমিচ্ছামি রাজধানীং পিতৃমম ।  
 এবমুক্তান্ত রামেণ বানরান্তে মহাবলাঃ । ৫৩

ঈহুঃ প্রাণেশ্বরঃ সর্কে রাক্ষসঃ বিভীষণঃ ।  
 অধোধ্যাং পঙ্কমিচ্ছানব্দ্যঃ সহ রঘুভবঃ ৫৪  
 বৃষ্টঃ ভামভিবিক্তং তু কোমল্যামভিরাষ্য চ ।  
 পশ্চাদ্ভূমীমহে রাজ্যমসুজ্ঞাং বেহি মঃ প্রোভো ।  
 রামভুধেতি সুগ্রীষ বানরৈঃ সবিভীষণঃ ।  
 পুস্পকং সহনুমানং শীত্য়মারোহ সাশ্রুতম্ ৫৬  
 ততস্ত পুস্পকং দিব্যং সুগ্রীষঃ সহ সেনয়া ।  
 বিভীষণং সামাত্যঃ সর্কে চাক্লকহুজ্জ তম্ ৫৭  
 তেথারুচেযু সর্কেযু কোবেয়ঃ পরমাসনম্ ।  
 রাধবেণাত্যসুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহারয়াস ৫৮  
 বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাসভা ।  
 প্রচ্ছষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুম্ ষ ইবাপরঃ ৫৯  
 ততো বভৌ ভাস্বরবিষ্মতুল্যং  
 কুবেরধানং তপসামূলকম্ ।  
 রামেণ শোভাং নিতরায় প্রপেদে  
 সীতাসমেতেন সহায়জ্ঞেন ৬০  
 ইতি ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

পাতয়িত্বা ততশ্চকুঃ সর্কেতো রঘুনন্দনঃ ।  
 অত্রবীৎ মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশিনিভাননাম্ ১  
 ত্রিকুটশিখরাগ্রোহাং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম্ ।  
 এতাং রণভুবং পশ্য মাংসকর্দমশঙ্কিলাম্ ২  
 অত্রাণাং প্রবজ্ঞানামত্র বৈশমনং মহৎ ।  
 অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ৩  
 কুন্তকশ্রেণ্জিমুখ্যাঃ সর্কে চাত্র নিপাতিতঃ ।  
 এষ সেতুময়া বন্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ৪  
 এতচ্চ দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্ত মহাস্থনঃ ।  
 সেতুবন্ধমিতি ধ্যাভ্যং ত্রৈলোক্যেন চ পূঞ্জিতম্ ৫  
 এতৎপবিত্রং পরমং লক্ষনং পাতকাপহম্ ।  
 অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শব্দুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ৬  
 অত্র মাং শরণং প্রোপ্তো মঞ্জিভিশ্চ বিভীষণঃ ।  
 এষা সুগ্রীবনগরী কিঙ্কিা চিত্রকাননা ৭  
 তত্র রামাঙ্কয়া তারাপ্রমুখা হরিঘোষিতঃ  
 আনয়ামাস সুগ্রীষঃ সীতারায়ঃ শ্রিয়কাম্যয়া ৮  
 তাতিঃ সহোষিতুং শীত্য়ং বিমানং প্রেক্ষ্য রাধবঃ  
 প্রোহ চাত্ৰিং ঋষ্যমুকং পশ্য বাল্যক্ৰ মে হতঃ ৯  
 এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা ষত্র মে হতঃ ।  
 অগস্ত্যস্ত সুতীক্ষ্ণস্ত পশ্যাশ্রমপদে শুভে ১০  
 এতে ভে তাপসায়ঃ সর্কে বৃষ্ণস্তে বরবর্ষিনি ।  
 অসৌ শৈলবরো দেবি চিত্তিকুটঃ প্রকাশতে ১১  
 অত্র মাং কৈকরীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।

ভরদ্বাজপ্রবং পশু বৃষ্ণতে বনুনাতে ১২  
 এষা ভারীরথী বক্ষা বৃষ্ণতে লোকপাবনী ।  
 এষা সা বৃষ্ণতে সীতে সরযুঃ পরমালিনী ১৩  
 এষা সা বৃষ্ণতেহবোধো প্রাণানংকুর ভামিনি ।  
 এবং ক্রমেশ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজপ্রবং হরিঃ ১৪  
 পূর্বে চতুর্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ ।  
 ভরদ্বাজং মুনিং বৃষ্টঃ ববশে সাহুজঃ প্রভুঃ ১৫  
 পশ্চজ্জ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘুভবমঃ ।  
 শৃণোষি কচ্ছিত্তরতঃ কুশল্যাশ্চে সহাহুজঃ ১৬  
 হৃভিক্ষা বর্ততেহবোধ্যো জীবন্তি চ হি মাতরঃ ।  
 শ্রুত্বা রামস্ত বচনং ভরদ্বাজঃ প্রচ্ছষ্টধীঃ ১৭  
 প্রোহ সর্কে কুশলিনো ভরতস্ত মহামনাঃ ।  
 কলমূলকুতাহারো জটাবন্ধলধারকঃ ১৮  
 পাতুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং স্থাং সুপ্রতীক্ষতে ।  
 যদ্বৎকৃতং ত্বয়া কর্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ১৯  
 রাক্ষসানাং বিনাশকঃ সীতাহরণপূর্কম্ ।  
 সর্কং জ্ঞাতং ময়া রাম তপসা তে প্রসাদতঃ ২০  
 ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যাত্তবর্জিতঃ ।  
 ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্টঃ তত্র সুপ্তোহসি ভূতক্লেং ২১  
 নারায়ণোহসি বিধায়নু নরাণামস্তরাঙ্ককঃ ।  
 শুভ্রাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ২২  
 অতস্ত্বং জগতামীশঃ সর্কলোকনমস্কৃতঃ ।  
 ত্বং বিস্কুজানকী লক্ষ্মীঃ শেযোহয়ং লক্ষণাভিধঃ ২৩  
 আয়না স্বজসীদং ত্বমাশ্চেন্নোভায়মায়য়া ।  
 ন সঙ্কসে নভোবস্বং চিচ্ছক্ন্ত্য সর্কসাম্বিকঃ ২৪  
 বহিরস্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন ।  
 পূর্গোহপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে ২৫  
 জগত্বং জগদাধারত্বমেব পরিপালকঃ ।  
 ত্বমেব সর্কভূতানাং ভোক্তা তোজ্যং জগৎপতে ২৬  
 দৃশ্যতে শ্রয়তে বদ্বৎ স্বর্ঘাতে বা রঘুভবম্ ।  
 ত্বমেব সর্কমখিলং শুধিনান্যত্র ক্ছিকন ২৭  
 ময়া স্বজতি লোকাংশ্চ শব্দগৈরহমাদিভিঃ ।  
 ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম তথাশ্বঘ্যাপচর্ঘ্যতে ২৮  
 যথা চুস্কসারিধ্যাকুলস্তোব্যায়সাদয়ঃ ।  
 জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা ময়া স্বজতি বৈ জগৎ ২৯  
 দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং রিরন্ধিবোঃ ।  
 বিরাট, স্থূলং শরীরং তে বৃহৎ স্থয়্যমুদাহৃতম্ ৩০  
 বিরাজঃ সম্ভবস্তোতে অবতারঃ সহজ্ঞশ্চ ।  
 কার্ঘ্যস্তে অবিশস্তোব বিরাজং রঘুনন্দন ৩১  
 অবতারকথাং লোকে বে পায়ন্তি গৃণন্তি চ ।  
 অনন্যমনসো মুক্তিতেষামেব রঘুভব ৩২  
 ত্বং ব্রহ্মণী পুরা ভুবেভারহবার্য রাধব ।  
 প্রার্থিতস্তপসা তুষ্টস্বং জাতোহসি রবোঃকুলে ।

দেবকার্যমশেষেণ কৃতং তে রাম হৃকরম্ ।  
 বহুবর্ষসহস্রাণি বাহুবৎ বেহমাত্রিতঃ । ৩৪  
 কুর্শন দুষ্করকর্মানি লোকধরহিতায় চ ।  
 পাপহারীণি ভুবনং বশসা পূরয়িষ্যসি । ৩৫  
 প্রার্থয়ামি জনমাধ পবিত্রং কুরু মে গৃহম্ ।  
 স্বিহ্মায়া ভুক্তা সযলঃ ধো গমিষ্যসি পত্তনম্ । ৩৬  
 তথেষি রাধবোধতিষ্ঠন্তস্মিন্নাপ্রম উত্তমে ।  
 সৈসম্ভঃ পুঞ্জিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ । ৩৭  
 ততো রামশ্চিন্তয়িষ্য মুহূর্তং প্রাহ মারুতিম্ ।  
 ততো গচ্ছ হনুমৎস্বম্বোধাধ্যং প্রতি সত্বরঃ । ৩৮  
 জানীহি কুশলী কচ্চিচ্ছনো নৃপতিমন্দিরে ।  
 শৃঙ্গবেরপূরং গম্বা জ্রহি মিত্রং ওহং মম ৩৯  
 জানকীলক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয় ।  
 নন্দিগ্রামং ততো গম্বা ভ্রাতরং ভরতং মম । ৪০  
 দৃষ্ট। জ্রহি সভার্য্যন্ত সত্রাতুঃ কুশলং মম ।  
 সীতাপহরণাদীনি রাবণস্ত বধাদিকম্ । ৪১  
 জ্রহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্বং তত্র বিচেষ্টিতম্ ।  
 হত্বা শক্রগণান সর্বান সত্রাধ্যঃ সহলক্ষণঃ । ৪২  
 উপযাতি সমুদ্বার্বঃ সহ ঋকহরীপঠৈঃ ।  
 ইত্যুক্ত। তত্র ব্রহ্মান্তং ভরতস্ত বিচেষ্টিতম্ । ৪৩  
 সর্বং জ্রাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সগ্নিধিম্ ।  
 তথেষি হনুমাৎসস্তে রাহুয়ং বপুর্নাম্বিতঃ । ৪৪  
 নন্দিগ্রামং যযৌ তর্গং বায়বেগেন মারুতিঃ ।  
 পরস্তানি বনেন জিঘৃক্স ভুক্তগোত্তমম্ । ৪৫  
 শৃঙ্গবেরপূরং প্রাপ্য ওহমাস্যায় মারুতিঃ ।  
 উবাচ মধুরং বাক্যং প্রচ্ছষ্টেনা ত্রয়ান্ননাঃ ৪৬  
 রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া ।  
 সলক্ষ্মণস্তাং ধর্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমরবীং । ৪৭  
 অহুজ্ঞাতোহদ্য মুনিনা ভরদ্বাজেন রাধবঃ ।  
 আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি স্বং রঘুত্তমম্ । ৪৮  
 এবমুক্তা মহাতেজাঃ সংপ্রচ্ছষ্টতনুক্রহম্ ।  
 উৎপাপাত মহাবাগো বায়ুবেগেন মারুতিঃ । ৪৯  
 সোহপশুদ্রামতীর্থক সরযুক মহানদীম্ ।  
 তামতিক্রম্য হুহুমারন্দিগ্রামং যযৌ মুদা । ৫০  
 ক্রোশমাত্রৈ শুবোধারীশ্চীরকুম্বাজিনাস্বরম্ ।  
 দর্শন ভরতং দীনং কুশমাজ্ঞমবাসিনম্ । ৫১  
 মলপল্লবিদীর্ঘাঙ্কং জটিলং বক্সাস্বরম্ ।  
 কলমুলকৃতাহারিং রামচিন্তাপাররণম্ । ৫২  
 পাত্ৰকে তে পুরকৃত্য শাসরস্তং বহুক্রদাম্ ।  
 মন্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ কাব্যায়ান্বরবারিভিঃ । ৫৩  
 বৃতদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাঙ্কর্ম্মিষং হিতম্ ।  
 উবাচ প্রাজলিকাক্যং হনুমান্ মারুজাস্বজঃ । ৫৪  
 বং স্বং চিন্তয়সে রামং জ্ঞাপস্যঃ বক্তকে হিতম্ ।

অহুশোচসি কারুৎসঃ স ত্বাং কুশলমরবীং । ৫৫  
 প্রিয়মাখ্যামি তে দেব শোকং তজ্য হুমারুণম্ ।  
 অশিমুহূর্ত্তৈ ব্রাতা বং রামেণ সহ সজ্ঞতঃ । ৫৬  
 সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাধ্য চ ।  
 উপযাতি সমুদ্বার্বঃ সসীতঃ সহলক্ষণঃ । ৫৭  
 এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমুচ্ছিতঃ ।  
 পপাত ভূবি চাশ্বতঃ কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ । ৫৮  
 আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্ ।  
 অনিন্দ্যজরশ্চজলৈঃ সিবৈচ ভরতঃ কপিম্ ৫৯  
 দেবো বা বাহুবো বা হুসমুজ্ঞোশাদিহাণতঃ ।  
 প্রিয়াধানস্ত তে সৌম্য দদামি ত্রুবতঃ প্রিয়ম্ । ৬০  
 গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাঞ্চ শতং বরম্ ।  
 সর্কীভরণসম্পন্নামুঘাঃ কথাস্ত বোড়শ । ৬১  
 এবমুক্তা পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাস্বজম্ ।  
 বহুনীমানি বর্ষাণি গতস্য হুমহহমম্ । ৬২  
 শূণ্যোম্যহং শ্রীতিকরং শ্মম নাশস্ত কীর্ত্তনম্ ।  
 কল্যাণী বত গাধেয়ংলৌকিকী প্রতিভাতি মে । ৬৩  
 এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি ।  
 রাঘবস্ত হরীণাঞ্চ কথামাসীৎ সমাগমঃ । ৬৪  
 তত্তমাধ্যাহি ভদ্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব ।  
 এবমুক্তোহৎ হুহুমান্ ভরতেন মহান্ননা । ৬৫  
 আচচক্ষেহধং রামস্য চরিতং কুৎসনঃ ক্রমাৎ ।  
 শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাস্বজাৎ । ৬৬  
 আজ্ঞাপয়চ্ছক্রহনং মুদাসুক্ষং মুদাধিতঃ ।  
 দৈবতানি চ বাসন্তি নগরে রঘুনন্দন । ৬৭  
 নানোপহারবালিভিঃ পুঞ্জয়ন্ত মহাধিরঃ ।  
 হতা বৈতালিকাশ্চৈব বশিনস্ততিপার্বকঃ । ৬৮  
 বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্ধাস্তদৈব সম্বলঃ ।  
 রাজদারাস্ত্রধামাত্যাঃ সেনাহন্ত্যশ্বপত্তয়ঃ । ৬৯  
 ব্রাহ্মাণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো য়ে সমাগতাঃ ।  
 নির্ধান্ত রাঘবস্যাদ্য ব্রহ্মৈং শশিনিভাননম্ । ৭০  
 ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্ররপরিচোদিতাঃ ।  
 অলকক্লেশ্চ নগরীং মুক্তারস্তময়োচ্ছলৈঃ । ৭১  
 তোরণৈশ্চ পতাকাশিখিচিহ্নাভিরনেকথা ।  
 অলঙ্কুর্বন্তি বেদ্যানি নানাবদিবিচক্ষণাঃ । ৭২  
 নির্ধান্তি কুৎসনঃ সর্গৈঃ রামদর্শনলালসাঃ ।  
 হয়ানাং শতসাহস্রং গজানামযুতং তথা । ৭৩  
 রথানাং দশসাহস্রং সর্পশ্চত্বেবিভুক্তিম্ ।  
 পারমেষ্ঠীহৃত্যপাদার জব্যাগ্যচ্চাবচানি চ । ৭৪  
 ততস্ত শিবিকারূঢ়া নির্ব্ব রাজবোধিতঃ ।  
 ভরতঃ পাত্ৰকে স্তস্য শিরস্যেব কৃত্যঞ্জলিঃ ৭৫  
 শক্ররসহিতো রামং পাদিচারেণ নির্ধবো ।  
 তদৈব কৃশ্যতে দুর্বাধিমানকত্রসম্মিতম্ । ৭৬

পুশকং সূর্যসন্ধ্যায় মনসা ব্রহ্মনির্বিভম্ ।  
 ঐতিহাসিক জাতরৌ বীরৌ বৈবেদ্যে নামলক্ষণৌ ৷৭৭  
 সূর্যবৎ কপিপ্রভৌ স্বত্রিতিক বিভীষণঃ ।  
 কৃশ্যতে পশাত জনা ইত্যাহ পবনাশ্রয়ঃ ৷৭৮  
 ততো হর্বসমুদ্ভতো নিঃখনৌ দিব্যম্পশৎ ।  
 ক্রীড়ালম্বুবহুজ্ঞানং রামোহরমিতি কীর্তন্যৎ ৷৭৯  
 বধকৃষ্ণবাজিহা অবতীর্থা মহীং গতাঃ ।  
 দদুস্তে বিমানস্বং জনাঃ সোমমিবাস্বরে ৮০  
 প্রৌঢ়লিভরতো ভূত্বা প্রজ্ঞৌ রাশবোধুধঃ ।  
 ততো বিমানাগ্রপতং ভরতো রাশবং মুদা ৮১  
 ববন্দে প্রপতো রামং মেরুচর্মিষ ভানুরম্ ।  
 ততো রামাত্মগুজ্ঞাতঃ দিগ্বানসপতঙ্গুনি ৮২  
 জারোপিতৌ বিমানং উত্তরতঃ সালুজন্তদা ।  
 রামসাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ ৮৩  
 সমুখাপ্য চিরাদৃ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ ।  
 ব্রাতরং স্বাস্থমারোপ্য মুদাতুং পরিম্বজ্জে ৮৪  
 সূর্যীবং জাম্ববন্তক সুবরাজং তথাঙ্গদম্ ।  
 মৈন্দ্রিবিদনীলাশংক ষষভক্শৈব সম্বজে ৮৫  
 সুবেণক নলকৈব পবাকং গন্ধমাদনম্ ।  
 শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিম্বজ্জে ৮৭  
 সর্কে তে মাহুং রূপঃ কৃড়া ভরতমাদতাঃ ।  
 পপ্রক্ষঃ কুশলঃ সৌম্যাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ স্রবঙ্গমাঃ ৮৮  
 ততঃ সূর্যীবমালিন্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ ।  
 হংসহায়েন রামস্ত জয়োহুভূদ্রাবণৌ হতঃ ৮৯  
 স্বসম্মাকং চতুর্গাং তু ভ্রাতা সূর্যীব পঞ্চমঃ ।  
 শক্রস্বশ্চ তদা রামমতিবাধ্য সলক্ষণম্ ৯০  
 সীতায়ান্চরণৌ পশ্চাৎবধকে বিনয়ামিতঃ ।  
 রামৌ মাতরমাসাদ্য বিবর্গাং শোকবিহ্বলাম্ ৯১  
 জগ্রাহ প্রণতঃ পার্শ্বৌ মনৌ মাতুঃ প্রসাদয়ন্ ।  
 কৈকেয়ীক সুমিত্রাক ননামেতরমাতরঃ ৯২  
 ভরতঃ পান্ধকে তে তু রাশবন্য সূপুঞ্জিতে ।  
 যোজয়ামাস রামস্ত পাদয়োভকিসংসৃতঃ ৯৩  
 রাজ্যনেতর্যাবভূতং ময়া নিৰ্বাণিতং তব ।  
 অন্য মে সক্ষয়ং জন্ম কলিতৌ মে মনোরথঃ ৯৪  
 বৎপশ্যামি সন্ন্যাসভরমোধ্যাং স্বামহং প্রভৌ ।  
 কোটাগারং বলং কোশং কৃতং দশগুণং ময়া ৯৫  
 হস্তেভসা জগদ্বাধ পালয়ত্ব পুত্রং স্বকম্ ।  
 ইতি ক্রবাধং ভরতং সৃষ্টা সর্কে কপীবরাঃ ৯৬  
 দুয়ুচুনেত্রজং জেয়স্ব গাশ্বকং হুহু দাষিভাঃ ।  
 ততো রামঃ প্রহৃষ্টাভ্যঃ কক্ষয়ং কাঞ্চয়ং মুদা ৯৭  
 ববৌ তেন বিমানেন ভ্রাতৃজ্ঞানপ্রসং জদা ।  
 অবরহ তদা রামো বিস্ময়প্রায়স্বকীভলম্ ৯৮  
 অত্রবীৎপুশকং দেবৌ গচ্ছ বৈপ্রবণং বহ ।

অহুংকামুজানামি কুবেরং ধনপালকম্ ৷৯৯  
 রামৌ বসিষ্ঠস্ত গুরোঃ পদাধ্বজাং  
 নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতকৃতুঃ ।  
 দত্বা মহাহ সিনমুত্তমং গুরৌ  
 রূপাবিবোধাৎ গুরোঃ সর্ষীপতঃ ৷১০০  
 ইতি চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ততস্ত কৈকেয়ীপুত্রৌ ভরতৌ ভক্তিসংসৃতঃ ।  
 শিরস্তগলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভাতরমব্রবীৎ ৷ ১  
 মাতা মে সংকুতা রাম দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম ।  
 দদামি তস্তে চ পূনর্বধা ক্রমদদা মম ৷ ২  
 ইত্যুক্তা পাদয়োভ ক্র্যা সাতীস্বং প্রবিপত্য চ ।  
 বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয়া গুরুণা সহ ৷ ৩  
 তথৈতি প্রতিজ্ঞগ্রাহ ভরতাজ্যামীধরঃ ।  
 মায়ামাত্রিত্য সক্ষয়ং মরচেষ্ঠামুপাগতঃ ৷ ৪  
 স্বরাজ্যাতুভবো বশ্ত সুধজানৈকরপিণঃ ।  
 নিরস্তাতিশয়ানন্দরপিণঃ পরমাস্তনঃ ৷ ৫  
 মাহুবেণ তু রাজ্যেন কিং তস্ত জগদীশিতুঃ ।  
 বশ্ত জাতঙ্গমাত্রৈণ ত্রিলোকী নগ্ৰতি জ্ঞপাৎ ৷ ৬  
 বশ্তাহুগ্রহমাত্রৈণ ভবন্ত্যাপগুলাশ্রিয়ঃ ।  
 লীলাশষ্টমহাপষ্টেঃ কিয়দেতজমাগতেঃ ৷ ৭  
 তথাপি ভক্ততাং নিত্যং কামপূরবিধিংসয়া ।  
 লীলামাহুবেহেন সর্কমপ্যাহুভুক্ততে ৷ ৮  
 ততঃ শক্রস্ববচনায়িপুণঃ শ্বপ্ৰকৃষ্ণকুতঃ ।  
 সংভারাস্চাতিবেকার্থং আনীতা রাশবস্ত হি ৷ ৯  
 পূর্কং তু ভরতে ন্নাতে লক্ষণে চ মহাক্ষনি ।  
 সূর্যীবো বানরেন্দ্রে চ রাঙ্কসেন্দ্রে বিভীষণে ৷ ১০  
 বিশোধিতজটঃ স্নাতশিচত্রমাল্যানুলেপনঃ ।  
 মহার্হবসনোপেতস্তহৌ তত্র জিয়া জলন্ ৷ ১১  
 প্রতিকর্ষ চ রামস্ত লক্ষণশ্চ মহামতিঃ ।  
 কারয়ামাস ভরতঃ সীতার্য্য রাজবোধিতঃ ৷ ১২  
 মহার্হবস্ত্রান্তরীর্ণরলককুঃ স্বমধ্যমাম্ ।  
 ততো বানরপর্শীনাং সর্কাসামেব শোভনা ৷ ১৩  
 অকারয়ত কৌসল্যা প্রহৃষ্টৌ পুত্রবৎসলা ।  
 ততঃ স্তননমাহার্য পশ্চৈববচনং সুবী ৷ ১৪  
 স্বমন্ত্রঃ সূর্যাসক্ষাৎ যোজয়িত্বাভ্রতঃ স্থিতঃ ।  
 আকরোহ বধং রামং সত্যবর্ধপরায়ণঃ ৷ ১৫  
 সূর্যীবো সুবরাজশ্চ সূর্যমাকং বিভীষণঃ ।  
 মাহুকিস্তায়মবরা দিগ্ভাতর্যপুত্রিতাঃ ৷ ১৬  
 রামবীরবধেকং বধাক্ষয়বাহবরা  
 সূর্যীবপর্য্য সীতা চ বধুধানেঃ পুত্রং মমৎ ৷ ১৭

বজ্রপাদিবধা দেবৈর্হবিভাধরবে হিতঃ ।  
 শ্রবণৌ রথমাহার্য তথা নানো মহৎপুরম্ । ১৮  
 সারিধ্যং ভরতশক্রে রথদত্তং মহাহৃদ্যতিঃ ।  
 পেরাতপঃ শক্রো লক্ষ্মণো বাজনং দধে । ১৯  
 চামরক সমীপস্থো ভুবীজরুদ্রকিলমঃ ।  
 শশিপ্রকাশং তপসং জগ্ৰাহাহুরনারকঃ । ২০  
 দিবিতৈঃ সিদ্ধসৈন্যৈঃ ঋষিভিঃ বিদমর্শনৈঃ ।  
 স্তম্ভমানস্ত রামস্ত শুক্রবে মধুরক্ষণিঃ । ২১  
 মায়ুসং রূপমাহার্য বানরা গজবাহনাঃ ।  
 ভেদীশশ্মনিগাঢ়ৈশ্চ মুদ্রকপণবানৈকৈঃ । ২২  
 শ্রবণৌ রাঘবশ্রেষ্ঠভ্যাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্ ।  
 সত্ৰুভক্তে সমারাজ্যং রাঘবং পূনবাসিনঃ । ২৩  
 দুর্বাদলজ্ঞামতমুং মহার্হ-  
 কীরীটরত্নাভরণাচিতাজম্ ।  
 আরক্তকঙ্কায়তলোচনাত্মং  
 দৃষ্ট্বে। যমূর্মোদমতীভ পুণ্যাঃ । ২৪  
 বিচিত্ররত্নাঙ্কিতহৃদয়শঙ্ক-  
 পীতাম্বরং পীনভূজাস্তরালম্ ।  
 অনর্ধ্যমুক্তাকলদিব্যহার-  
 বিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ । ২৫  
 সুগ্রীবমুর্ধোহরিভিঃ প্রশান্তে  
 নিষেব্যমাধং রবিতুল্যভাসম্ ।  
 কঙ্করিকাকন্দনগিপ্তরাত্রং  
 নিবীড়কল্পক্রমপুষ্পমালম্ । ২৬  
 ক্রত্বা স্মিরো রামমুপাগতং মুদা  
 প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননত্রিয়ঃ ।  
 অপাত্ত সর্কং গৃহকার্যমাহিতং  
 হর্ম্যাপি চৈবাক্ষরুঃ স্বলঙ্কতাঃ । ২৭  
 দৃষ্ট্বে। হরিং সর্কদৃগুৎসবাকৃতিং  
 পুষ্পৈঃ কিরত্যাং স্মিতশোভিতাননাঃ ।  
 দৃগৃভিঃ পুনর্নেত্রম্যনোরসায়নং  
 শানন্দমুষ্টিং মনসাভিরেতিরে । ২৮  
 রামঃ স্মিতসিদ্ধকৃশা প্রজাভবা  
 পত্নম্ প্রজ্ঞানার্থ ইবাপসঃ প্রভুঃ ।  
 শনৈর্জগন্মাধু পিতৃঃ স্বলঙ্কৃতং  
 গৃহং স্নেহপ্রোপসন্নিতং হরিঃ । ২৯  
 শ্রবণ্য বেদান্তরসংস্থিতো মুদা  
 রাসো বরশ্চ চরশৌ ধমাত্তঃ  
 ক্রমেণ সর্কঃ স্মিতরোষিতঃ প্রভু  
 নর্নাম ভক্ত্যা রঘুবংশকৈস্তুঃ । ৩০  
 ভক্তো ভবতরাসং রাক সত্যপূরাজমঃ ।  
 সর্কসম্পৎসমায়ুক্তং মনু স্মিতরুদ্রকমম্ । ৩১  
 নিত্রয় বানরেশ্বরং সুগ্রীবায় প্রদায়তাম্ ।

সর্কোভ্যাঃ সুখবাসার্থং মন্থিরাপি প্রকরয় । ৩২  
 রামেশেব সমাদিত্তৌ ভরতশ্চ তথাংকরোং ।  
 উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাক্ষসাত্মকং । ৩৩  
 রাঘবভাবিতবেকার্থং চতুঃসিদ্ধজলং শুভম্ ।  
 আনেতুং শ্রেয়স্ব্যাপ্তুং দুঃখং স্মিতবিক্রমাম্ । ৩৪  
 শ্রেয়সামান সুগ্রীবো জাঘবজ্ঞং মরুৎসুতম্ ।  
 অঙ্গদক হৃবেণক তে গতা বায়ুবেগতাঃ । ৩৫  
 জলপূর্ণাং শ্চাতকুলকলশাংশ্চ সমানরনু ।  
 জানীতুং তীর্থসলিলং শক্রো মন্ত্রিভিঃ সহ । ৩৬  
 রাঘবস্যাভিবেকার্থং বসিষ্ঠায় শুবেদরং ।  
 ততস্ত্ব প্রথতো যুক্তো বসিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ । ৩৭  
 রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশরং ।  
 বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিগৌতমশ্চবা । ৩৮  
 বায়ীকিন্চ তথা চক্রঃ সর্কো রামাভিবেচনম্ ।  
 কুশাগ্রভুলসীমুক্তপুণ্যপঙ্কজপৈমুদা । ৩৯  
 অভ্যগিকনু রমুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা ।  
 ঋত্বিগৃভিঃ শঙ্কণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কশ্যভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ । ৪০  
 সর্কৌষধীরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্নভস্মিন্ধিতৈঃ ।  
 চতুঃভিলোকপাটৈশ্চ স্তবতিঃ মনুপৈশ্চবা । ৪১  
 হত্রক তস্ত জগ্ৰাহ শক্রয়ঃ পাণ্ডুরং শুভম্ ।  
 সুগ্রীবরাক্ষসেশ্রৌ ভৌ দধুঃ শ্রেতচামরে । ৪২  
 মালাক কাকনীং বায়ুদর্শী বাসবচৌদিতঃ ।  
 সর্করত্নসমায়ুক্তং মণিকাকনভূষিতম্ । ৪৩  
 দদৌ হারং নরেশ্বর্য পন্নং শক্রশ্চ ভক্তিতঃ ।  
 প্রজগুর্সেবগঙ্কী ননুভূতাপুরোগণাঃ । ৪৪  
 দেবদৃশ্যভয়ো নেহুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত ধাং ।  
 নবদর্কাদলশ্যামং পন্নপত্রায়তেক্ষণম্ । ৪৫  
 রবিকোটিপ্রভাসুক্তকীরীটেন বিরাজিতম্ ।  
 কোটিকন্দর্পশাখাং পীতাম্বরসমায়তম্ । ৪৬  
 দিব্যাতরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্ ।  
 অযুতাদিত্যসন্ধ্যাং সিতুজং রঘুনন্দনম্ । ৪৭  
 বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাকনসরিভাম্ ।  
 সর্কাতরণসম্পন্নং বামায়ে সমুপস্থিতাম্ । ৪৮  
 রক্তোৎপলকরাজোজাং বামনোপিত্য সংস্থিতম্ ।  
 সর্কাতিলশযোভোতাং দৃষ্ট্বে। তক্তিসম্মতিতঃ । ৪৯  
 উময়া সহিতো দেবঃ শক্রো রঘুনন্দনম্ ।  
 সর্কোবেগপৈমু ক্তঃ স্তোতুং সমুপক্রমে । ৫০  
 শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নবোহস্ত রামায় লক্ষ্যকণ্ঠকার  
 নীলোৎপলশ্যামলকোমলার ।  
 কীরীটহারাক্ষয়ভূষণায়  
 সিংহাসনহার মহাপ্রভায় ৫১  
 কামাদিধ্যাভবিহীন একঃ



স্বল্পভবন্তংসি চ লোকজাতম্ ।  
 স্বমায়রা তেন ন লিপাদে স্বং  
 স্বং শ্বে স্বধেৎজস্বরতো হনবদ্যঃ । ৫০  
 লীলাং বিধৎসে শুধসম্বৃত্ত্বং  
 প্রেমমতস্তাহুবিধানহেতোঃ ।  
 নানাবতারৈঃ হুরমাহুশাদ্যঃ ।  
 প্রতীয়সে জ্ঞানিভিরেব মিত্যম্ । ৫১  
 স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং  
 বিভর্ষি চ ত্বং শুভধঃ কৃশীপুত্রঃ ।  
 উপর্ষাধো তাবনিভোলোড় পৌষধী-  
 প্রবর্ষরূপোহবসি নৈকধা জগৎ । ৫৪  
 স্বমিহ দেহভূতাং শিখিরূপঃ  
 পচাসি ভক্তমশেষমজ্জস্রম্ ।  
 পবনপঞ্চকরূপসহায়ো  
 জগদধঃশুমেনেব বিভর্ষি । ৫৫  
 চন্দ্রশ্ৰীশিখিমধ্যগতং স্ব-  
 ভেজ স্রীশ চিদশেষতনুনাং ।  
 প্রোভবন্তুভূতাসিহ ধৈর্যং  
 শৌর্যমায়ুরখিলং তব সম্ । ৫৬  
 স্বং বিরিকিশিবিস্মৃতিভেদাৎ-  
 কালকর্ষশশির্ষ্যবিভাগাৎ ।  
 বাদিনাং পৃথগ্নিবেশ বিভাসি  
 ব্রহ্মনিশ্চিতমনঃসিহৈকম্ । ৫৭  
 মৎস্যাদিরূপেণ বধা ক্রমেকঃ  
 ক্রতোঁ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধাঃ ।  
 তথৈব সর্কে সন্মসদিভাগ-  
 স্তম্বেব নাগস্তবতো বিভাতি । ৫৮  
 স্বদ্যৎসমং পন্নমনস্তস্রৌ  
 উৎপৎস্ততে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ ।  
 ন দৃশ্যতে স্থাবরজঙ্গমাদৌ  
 স্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরশ্বম্ । ৫৯  
 তত্ত্বং ন জ্ঞানস্তি পরাশ্রয়স্তে  
 জনাঃ সমস্তান্তব মায়য়াতঃ ।  
 স্বস্তকসেবামলমানসানাং  
 বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমেশম্ । ৬০  
 ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং  
 চিদাস্তত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ ।  
 ততো বুধস্বামিদম্বেব রূপং  
 তস্ত্যা ভক্তমুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ । ৬১  
 স্বহং ভবনাম গুণীন কৃতার্থো  
 বসামি কাশ্যামলিখং স্বভাভ্য ।  
 মুমূর্ষমাণস্ত বিমুক্তয়েৎস্বং  
 নিশামি সত্ত্বং তব রাগনাম । ৬২

ইমং স্বব্রিত্তিমনস্তভক্ত্যা  
 শৃণুস্তি গায়স্তি লিখস্তি শ্বে ঐব ।  
 তে সর্কসৌধ্যং পরমঞ্চ লক্ষ্য ।  
 ভবৎপদং বাস্ত ভবৎপ্রসাদাৎ ৬৩  
 ইন্দ্রউবাচ ।  
 রক্ষোৎখিপেনাখিলদেবসৌধ্যং  
 কৃতঞ্চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব ।  
 পুনশ্চ সর্কে ভবতঃ প্রসাদাৎ  
 প্রাপ্তং হতো রাক্ষসহৃষ্টশত্রুঃ ৬৪  
 দেবা উচুঃ ।  
 কৃতা বজ্রভাগা ধরাদেবদত্তা  
 মুরারে খলেনাদিত্যেত্যেন বিক্ষো ।  
 হতোহদ্যা ত্বয়া নো বিতানেনু ভাগাঃ  
 পুরাবত্তবিয্যস্তি মুগ্ধংপ্রসাদাৎ ৬৫  
 পিতর উচুঃ ।  
 হতোহদ্যা ত্বয়া দুষ্টবৈত্যা মহাস্বনু  
 গয়াদৌ নরৈর্দক্ষপিতৃাদিকারঃ ।  
 বলাদন্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-  
 নিদানৌ পুনর্লক্ষসম্বা ভবামঃ ৬৬  
 যক্ষা উচুঃ ।  
 সদা বিষ্টিকর্মণ্যেনেভাভিযুক্তা  
 বহামো দিশাস্ত্রং বলাং দুঃখযুক্তাঃ ।  
 তুরাশ্বা হতো রাবণো রাষবেশ  
 ত্বয়া তে বয়ং দুঃখজাতাদিমুক্তাঃ ৬৭  
 গর্হরী উচুঃ ।  
 বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়স্তস্তে কথাসুতম্ ।  
 আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা ৬৮  
 পশ্চাদুদুরাশ্বনা রাম রাবণেনাভিবিহ্রতাঃ ।  
 তমেব গায়মানাশ্চ তদারাদনতৎপরাঃ ৬৯  
 স্থিতাস্থয়া পরিত্রাতা হতোহয়ং হৃষ্টরাক্ষসঃ ।  
 এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিল্লরা মরুতস্তথা । ৭০  
 বসবো মুনয়ো গাবো গুহকাস্চ পতত্রিণঃ ।  
 সপ্রজাপতয়শ্চৈতে তথা চাপ্ররসাং পথাঃ ৭১  
 সর্কে রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা নৈত্রমহোৎসবম্ ।  
 স্তম্বা পৃথকপৃথক সর্কে রাষবেণাভিবিদিতাঃ ৭২  
 যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্কে ব্রহ্মকল্পাদয়স্তথা ।  
 প্রশংসন্তো মুদা রামং পায়স্তস্ত্ব চৌষ্টিতম্ ৭৩  
 ধ্যারস্তস্ত্বভিবেকাজে বসীতালক্ষণমৎসুতম্ ।  
 সিংহাসনস্থং রাজেন্দ্রং যযুঃ সর্কে হসি স্থিতম্ ৭৪  
 শ্বে বাণ্যেযু স্বনৎস্ব প্রমুদিতহৃদ্যৈ  
 নৈববৃশৈঃ স্বভক্তিঃ  
 বভক্তি পুশ্পয়ষ্টং দিবি মুনিসিকরৈ  
 রীত্যমানঃ সমস্তাং ।

রামঃ শ্রামঃ প্রথমঃ শ্মিতকচিরমুখঃ

দৃষ্টিকাটাশ্রকোশঃ

সীতারসৌমিত্রিবাধাশ্রমমুনিহরিতঃ

সেব্যমানো বিতাতি । ৭৫

ইতি পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

ষোড়শোধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রামেহভিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্কলোকসুখাবহে ।  
বসুধা শস্যসম্পন্ন্য ফলবন্তো মহীরুহাঃ । ১  
পঞ্চহীনানি পুষ্পাধি পঙ্কবন্তি চকাশিরে ।  
সহস্রশতমবানানং ধেনুনাঞ্চ গবাং তথা । ২  
দদৌ শতবুবান্ পূর্নং দ্বিজেন্ত্যো রঘুনন্দনঃ ।  
ত্রিংশৎকোটিং সুবর্ণশ্চ ব্রাহ্মণেন্ত্যো দদৌ পুনঃ ।  
বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেন্ত্যো মুদা তথা ।  
সুখ্যকাস্তিসমপ্রথাং সর্করত্নময়ীং শ্রজম্ । ৪  
সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্য রাধবো ভক্তবৎসলঃ ।  
অশ্রুদায় দদৌ দিব্যো হৃদয়ে রঘুনন্দনঃ । ৫  
চন্দ্রকোটিপ্রতীকার্ণং মণিরত্ন-বিভূষিতম্ ।  
সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্য রঘুকলোত্তমঃ । ৬  
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠং হারং চন্দনকন্দিনী ।  
অবৈক্ষত হরীন্ সর্কান্ ভর্তারঞ্চ মুতুম্ হং । ৭  
রামস্তামাহ বৈদেহীমিচ্ছিতজ্ঞো বিলোকয়ন্ ।  
বৈদেহি যশ্চ তুষ্টাসি দেহি তস্মৈ বরাননে । ৮  
হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতো রাধবসা চ ।  
তেন হারেন শুভতে মারুতির্গৌরবেণ চ । ৯  
গামোহপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাজলিমুপহিতম্ ।  
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ । ১০  
হনুমন্তে প্রসন্নোহস্মি বরং বরং কাস্কিতম্ ।  
মাত্ৰামি দেবৈরপি যদুল ভং ভুবনত্রেয় । ১১  
হনুমানপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রজুষ্টধীঃ ।  
ত্বয়াম্ম ব্রততো রাম ন তপ্যতি মনো মম । ১২  
অতঃস্বয়ং সত্যতং স্মরন্ স্বাস্যামি ভূতলে ।  
ধাবৎ স্বাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎকলেবরম্ ।  
এম তিষ্ঠত্ব রাজেন্দ্রে বরোহয়ং বেহতিকাক্ষিতঃ ।  
রামস্তবেতি তং প্রাহ মুক্তশিষ্ঠি বধাসুধম্ । ১৪  
কলান্তে মম সায়ুধ্যাং প্রাপ স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।  
ডমাহ জানকী প্রীত্য যত্র কৃত্যপি মারুতে । ১৫  
স্থিতং স্বামহুবাস্যস্তি তোলাঃ সর্কৈ রমাজ্জয়া ।  
ইত্যুক্তো মারুতিভ্যাত্মানীপরাজ্যং প্রজুষ্টধীঃ । ১৬  
আনন্দাক্রপরিভাকো ভূয়ো ভ্রূঃ প্রথম্য ভৌ ।  
কল্লাদুবর্ষো তপস্কলং স্থিমবজৎ মহাবতিঃ । ১৭

ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাঞ্জলিমত্ৰবীৎ ।

সখে পঙ্ক পুরং রম্যং সুধবৈরমহত্তমম্ । ১৮

মামেব চিন্তয়ন্নিত্যং ভূজ্ঞঃ ভোগামিচ্ছাজি তান্ ।

অস্তে মমেব সারুপ্যং প্রাপ্যাসে তং ন সংশয়ঃ । ১৯

ইত্যুক্ত্য প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যাত্মাভরণানি চ ।

রাজ্যঞ্চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানঞ্চ দদৌ বিভুঃ । ২০

রামেণাগিন্দ্রিতো জুষ্টো যযৌ স্বত্ববনং গুহং ।

যে চাত্তে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ । ২১

অমুল্যাভরণৈর্কৈস্ত্রেঃ পূজয়ামাস রাধবঃ ।

সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্কৈ বানরাঃ সবিভীষণাঃ । ২২

যথার্থং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাস্মন ।

প্রহৃষ্টমনসঃ সর্কৈ জগ্মু রেব যথাগতম্ । ২৩

সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্কৈ কিঙ্কিফ্যাং প্রথমুদা ।

বিভীষণস্ত সশ্রাপ্য রাজ্যং নিষতকণ্টকম্ । ২৪

রামেণ পূজিতঃ প্রীত্য যযৌ লক্ষ্মামনিশিতঃ ।

রাধবো রাজ্যমধিলং শশাসাখিলযৎসলঃ । ২৫

অনিচ্ছন্নপি রামেণ শ্রোবরাজ্যেহভিষেচিতঃ ।

লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোহভবৎ । ২৬

রামস্ত পরমাত্মাপি কর্ণাধ্যক্ষোহপি নির্মলঃ ।

কর্তৃত্বাদিবিহীনোপি নির্ঝিকাক্রোহপি সর্কদা । ২৭

স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকঃ ।

অধর্মোদাদিষেজ্ঞেচ সুকৈরিকপুলচক্ষিণেঃ । ২৮

অযজৎপরমানন্দে মাহুষণং বপুর্গরিতঃ ।

ন পর্যাদেবম্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ । ২৯

ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদনর্থো মার্গিত কশ্চন ।

লোকে দনু্যভরণং নাসীত্রেম রাজ্যং প্রশাসতি । ৩০

রুদ্ধেয়ু সংস্থ বালানাং নাসীম্ ত্যুভয়ং তথা ।

রামপূজাপরাঃ সর্কৈ সর্কৈ রাধবচিত্তকাঃ । ৩১

ববর্ষু জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথাকৃতি ।

প্রজাঃ সধর্ম্মনিরতা বর্গাশ্রম গুণাধিতাঃ । ৩২

ঔরমানিব রামোহপি জুগোপ পিতৃবৎ প্রজাঃ ।

সর্কৈলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্কৈধর্ম্মপারায়ণাঃ । ৩৩

দশবর্ষমহল্লাপি রামো রাজ্যমুপাশ্র সঃ । ৩৪

ইদং রহস্যং ধনধাঃ শ্রদ্ধাঙ্গিমং

দীর্ঘায়ুরোগ্যকরণং সুপূণ্যদধ ।

পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংস্কৃতং পুরা

রামায়ণং ভাবিতমাদিশঙ্কুনা । ৩৫

শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো

ভক্ত্যা পঠেদ্য পরিভূষ্টমানসঃ ।

সর্বাঃ সমাগ্নোতি মনোগতান্ধিবো

বিমুচ্যতে পাতিককোটিভিঃ স্পর্শাৎ । ৩৬

রামাঙ্জিবৎপ্রেরতঃ শৃণোতি যো

ধনাভিলাষী লভতে মহানন্দম্ ।

পূজ্যভিলাষী সুতমার্থ্যসম্মতং  
 প্রায়োগেতি রামায়ণমাদিতঃ পঠঃ ৭  
 শৃণোতি বোধ্যাত্মিকরামসংহিতাং  
 প্রায়োগেতি রাজা ভুবনুকসম্পদম্ ।  
 শত্রু বিজিত্যরিভিরপ্রোধিতো  
 ব্যপেতহঃধো বিজয়ী ভবেৎ পঃ ১০৮  
 হিরোহপি শৃণুস্ত্যধিরামসংহিতাং  
 ভবন্তি তা জীবনুতাঃ পুজিতাঃ ।  
 বক্ষ্যাপি পুত্রং লভতে স্তরূপিণং  
 কথামিমাং ভক্তিযুতা শৃণোতি বা ১০৯  
 প্রদ্ধাধিতো যঃ শৃণুস্ত্যং পঠেন্নরো  
 বিজিত্য কোপক তথা বিমৎসরঃ ।  
 দুর্গাপি সর্গাপি বিজিত্য নির্ভয়ো  
 ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ ১১০  
 সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং  
 বিয়াঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণুতাম্ ।  
 অধ্যায়রামায়ণমাদিতো নৃপাং  
 ভবন্তি সর্গা অপি সম্পদঃ পরাঃ ১১১  
 রজস্বলা বা যদি রামতৎপর্য  
 শৃণোতি রামায়ণমেতাদাদিতঃ  
 পুত্রং প্রসূতে ষষভক্তিরাযুৎ  
 পতিব্রতা লোকরুপুজিতা ভবেৎ ১১২

পূজয়িতা তু যে ভক্ত্যা নমস্করন্তি নিত্যশঃ ।  
 সর্কৈঃ পাপৈবিনির্মুক্তা বিকোষান্তি পরং পদম্ ১০৩  
 অধ্যায়রামচরিতং কুংসং শৃণুন্তি ভক্তিভঃ ।  
 পঠন্তি বা স্বয়ং বক্তান্তেষাং রামঃ প্রসীদতি ১১৪  
 রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিন্শ্রুতৈঃ বিলাস্বদি ।  
 ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং বদ্যদিক্ছতি ভক্তবেৎ ১১৫  
 শ্রোতব্যং নিয়মেনৈতত্ত্রায়ায়ণমধঃশিভম্ ।  
 আনুযায়ামারোগ্যকরণং কলকোটিখনাননম্ ১১৬  
 দেবাসং সর্কৈঃ তুযান্তি প্রহাঃ সর্কৈর্মহর্ষরৈঃ ।  
 রামায়ণস্ত প্রবণে তুম্যন্তি পিতরস্তথা ১১৭

অধ্যায়রামায়ণমেতদমৃতং  
 বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাতনম্ ।  
 পঠন্তি শৃণুন্তি লিখন্তি যে নরা-  
 স্তেষাং ভবেৎক্ষিণ পুনর্ভবাত্তবেৎ ১১৮  
 আলোড়্যার্ণবধেদরাশিসসকৃৎসাকরণং ব্রহ্মত  
 জ্রামো বিকুরহস্তমুর্জিহিতি যো বিজ্ঞান তুতেবরঃ ।  
 উচ্চ ত্যাগিলসারসং প্রেমিদং সংক্ষেপতঃ প্রকৃষ্টং  
 শ্রীরামস্ত নিগতভবসিদ্ধিং প্রাথ জিহাতি কবঃ ১১৯

ইতি লোকসৌখ্যায়ঃ ।  
 সমাপ্তঃ কবঃ লক্ষ্মীকান্তম্ ।

### উত্তরকাণ্ডম্ :

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

জয়ন্তি রঘুবংশভিনকঃ কৌসল্যাঃদয়নন্দনো রামঃ  
 দশবদননিধনকরী দাশরথিঃ শৃগুরীকাকঃ ১  
 পার্শ্বত্বাচ ।  
 অথ রামঃ কিমকরোৎকৌসল্যানন্দবর্ধনঃ ।  
 হতা যুধে রাবণাদীন রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ২  
 অতিবিক্রান্তবোধ্যায়ং সীতয়া সহ রাঘবঃ ।  
 যায়ান্নবতাং প্রাপ্য কতি বর্ষাণি ভূতলে ৩  
 হিতবান লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।  
 অভ্যজন্মানুযং লোকং কথমন্তে রঘুর্হহঃ ৪  
 এতদাধ্যাহি ভগবন্ শ্রদ্ধবত্যা মম প্রভোঃ ।  
 কথাপীযুষমাত্মা তৃকা মেহতীব বর্ধতে ।  
 রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ব্রহ্মি বিস্তরশঃ কথাম্ ৫  
 শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রাক্ষসানাং বধং কৃতা রাজাং রাম উপস্থিতে ।  
 আব্রুশু নয়ঃ সর্কৈঃ শ্রীরামমভিবন্দিতুম্ ৬  
 বিবামিত্রোহসিতঃ কণো দুর্ভাসা ভৃগুস্মিরাঃ ।  
 কশ্যপো বামদেবোহত্রিস্থা সপ্তর্ষিরোহমলাঃ ৭  
 অমন্ত্যঃ সহ শিব্যশ্চ মুনিভিঃ সহিতোহভ্যপাৎ ৮  
 ছারশাস্ত্য রামস্য ছারপালমথাত্রবীৎ ৮  
 ব্রহ্মি রামায় মুনয়ঃ সমাগতা বহিঃস্থিতাঃ ।  
 অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্কৈঃ আশীর্ভিরতিনন্দিতুম্ ১০  
 প্রেতিহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদ্রুজতুম্ ।  
 নমস্কৃত্যাস্ত্রবীহাক্যং বিনয়ানবতঃ প্রতুম্ ১০  
 কৃতান্তিলকুবাচেদমগস্ত্যো মুনিভিঃ সহ ।  
 দেব স্বদর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিরূপস্থিতঃ ১১  
 তমুবাচ ছারপালং প্রবেশয় বধাতুধম্ ।  
 পুজিতা বিবিক্তকৈশ্চ নানারহবিভূষিতম্ ১২  
 হুই । রামো মুনীন শীলং প্রকৃথায় কৃতান্তিলিঃ ।  
 পাদ্যার্থ্যাঙ্কিতিরাপূজ্য পাং নিবেদ্য বধাধিধি ১৩  
 নহা ভেজ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনাদি বধার্থতঃ ।  
 উপবিষ্টাঃ প্রহষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপুজিতাঃ ১৪  
 সংপৃষ্টকুশলাঃ সর্কৈঃ রামং কুশলমব্রুবন ।  
 কুশলং তে মহাবাহো সর্কত্র রঘুনন্দন ১৫  
 দ্বিষ্টেয়দানীং প্রপন্নাহো হতশক্রমিলনম্ ।  
 নহি জারঃ স তে রাম রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ১৬  
 সমনুযৎ হি লোকাংস্ত্রীন বিক্রেতুং শত্রু এব হি ।  
 দিষ্টা বয়া হতাঃ সর্কৈঃ রাক্ষসা রাঘবদারঃ ১৭  
 সহবেতস্বহবাহো রাঘবস্য নিবর্ধনম্ ।  
 অসহবেতস্বহবাহো রাঘবপর্ষদিসুদনম্ ১৮

অস্তকপ্রতিমাঃ সর্কে কুস্তকর্ণাণ্যো যুবে ।  
 অস্তকপ্রতিমৈবদৈর্ঘ্যতে রয়ুসস্তম । ১৯  
 নভা চেয়ং ত্রাসানাকং পুরা হ্যস্তমক্ষিপা ।  
 হতা রক্ষোপর্শানু সন্ধ্যো কৃতকৃত্যোহংয় জীবসি । ২০  
 ঞ্চতা তু ভাবিতং তেবাং সুবীনাং ভাবিতাস্তনাম্ ।  
 বিস্ময়ং পরমং পতা রাঘঃ শ্রীঞ্জলিত্রবীৎ । ২১  
 রাবণাদীনতিক্রম্য কুস্তকর্ণাধিরাক্ষসান্ ।  
 ত্রিলোকজয়িনো হিতা কিং প্রশংসথ রাবণিম্ । ২২  
 ততস্তদ্বচনং ঞ্চতা রাঘবস্য মহাম্বনঃ ।  
 কুস্তবোনির্মহাতেজা রামং প্রীত্য্য বচোহত্রবীৎ । ২৩  
 শৃণু রাম যথা ব্রহ্মং রাঘবে রাঘবস্য চ ।  
 জম্বকর্ষবরাদানং সজ্জপাদ্পদতো মম । ২৪  
 পুরা কৃতযুগে রাম পূলস্ত্যো ব্রাহ্মণঃ স্তুতঃ ।  
 উপস্তুপ্তং গতো বিদ্বান্ মেয়োঃ পার্থং মহামতিঃ । ২৫  
 ত্বণবিন্দোরাশ্রমেহসৌ ন্যবসন্ মুনিপুঙ্গবঃ ।  
 উপস্তুপ্তে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা । ২৬  
 তত্রাশ্রমে মহারম্যে সেবগন্ধর্বকস্তকাঃ ।  
 গায়ন্ত্যো ননৃত্তস্তত্র হস্ত্যো বাদয়ন্তি চ । ২৭  
 পূলস্ত্যস্ত উপোবিষ্টং চক্ৰুঃ সর্কা অনিন্দিতাঃ ।  
 ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার বচো মহৎ । ২৮  
 যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি ।  
 তাঃ সর্কাঃ শাপসমিধা ন তং দেশং প্রচক্রমুঃ । ২৯  
 ত্বণবিন্দোস্ত রাজর্ষেঃ কন্যা তদ্রাশুণোষচঃ ।  
 বিচচার মূনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রশশ্যতী । ৩০  
 বভুব পাণ্ডুরতমূর্যাক্তিতাস্তংপরীরজা ।  
 দৃষ্ট । সা দেহতৈববর্ণ্যং ভীতা পিতরমবর্ণাৎ । ৩১  
 ত্বণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্ট । রাজর্ষিরমিতদ্রুত্যাতি ।  
 দ্যাত্বা মুনিরুতং সর্কসদৈবদ্বিজ্ঞানচক্ষুবা । ৩২  
 তাং কন্যাং মুনিবর্ধ্যায় পূলস্ত্যায় মদৌ পিতা ।  
 তাং প্রগৃহ্যাত্রবীৎকন্যাং বাচমিত্যেব স দ্বিজঃ । ৩৩  
 স্তজ্জবণপরং দৃষ্ট । মুনিঃ প্রীতোহত্রবীহচঃ ।  
 দাস্যামি পুত্রস্নেহকং তে উভয়োরংশবদ্বিনম । ৩৪  
 ততঃ প্রোবৃত সা পুত্রং পূলস্ত্য্যলোকবিক্ষতম্ ।  
 বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিমূনিঃ । ৩৫  
 তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট । ভরহাজো মহামুনিঃ ।  
 ভার্য্যার্থং স্বাং হুহিতরং মদৌ বিশ্রবসে যুদা । ৩৬  
 তস্যাত পুত্রঃ স্তজ্জৈ পৌলস্ত্য্যলোকসম্মতঃ ।  
 পিতৃতুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চাহমোদিতঃ । ৩৭  
 মদৌ তস্তপর্শা কুটৌ ব্রহ্মা তমৈব বরং শুভম্ ।  
 মনোহস্তিলবিতং তত ধনেশ্বস্বমধিক্তিতম্ । ৩৮  
 ততো লঙ্কবরঃ সোহপি পিতরং ব্রট মাগতঃ ।  
 পুশ্যকেশ ধনাধ্যকো ব্রহ্মস্বজ্ঞেয় ভাবিতা । ৩৯  
 নমস্তুত্যাথ পিতরং নিবেদ্য উপসঃ কলম্ ।

প্রাহ মে তদবানু ব্রহ্মা ক্বা বরমনিশ্চিতম্ । ৪০  
 নিবাসায় ন মে স্থানং লঙ্কবানু পরমেশ্বরঃ ।  
 ব্রহি মে নিরতং স্থানং হিংসা বন্ধে ন কস্যচিৎ । ৪১  
 বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লঙ্কা নাম পুরী ত্বতা ।  
 রাক্ষসানাং নিবাসায় নিশ্চিতা বিশ্বকর্ষণা । ৪২  
 ত্যক্তা বিকৃতরাক্ষেত্য্য বিবিক্ততে রসাতলম্ ।  
 সা পুরী অধর্বাটোপ্ধ্যোগ্যগামরমাহিতা । ৪৩  
 তত্র বাসায় গচ্ছ স্বং নার্ন্যোঃ সাধিক্টিতা পুরা ।  
 পিত্রাদিষ্টক্বেদৌ পতা তাং পুরীং ধনকোহবিলম্ । ৪৪  
 স তত্র হুচিরং কালমুবাস পিতৃসম্মতঃ ।  
 কশ্চচিত্ত্বৎ কালস্য হুম্বানী নাম রাক্ষসঃ । ৪৫  
 রসাতলাগর্ভ্যলোকং চচার পিশিতাশনঃ ।  
 গৃহীত্বা তনয়ং কন্যাংসাক্ষাদেবীমিব শ্রিয়ম্ । ৪৬  
 অপশ্যচ্চনয়ং দেবং চরন্তং পুশ্যকেশ সঃ ।  
 হিতায় চিত্তস্বামাস রাক্ষসানাং মহাম্বনাঃ । ৪৭  
 উবাচ তনয়ং তত্র নৈকবীং নাম নামতঃ ।  
 বংসে বিবাহকালন্তে ধৌবনং চাতিবর্ততে । ৪৮  
 প্রত্য্যাখ্যানাক্ত ভীতৈর্ভং ন বটের্গৃহসে শুভে ।  
 সা ত্বং বরং ভদ্রং তে মুনি ব্রহ্মকুলোত্তমম্ । ৪৯  
 স্বয়মেব ততঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলাঃ ।  
 ঈদৃশাঃ সর্কশোভাত্যাঃ ধনসেন সমাঃ শুভে । ৫০  
 তথৈতি সান্তমং গতা মূনেরগ্রে ব্যবহিতা ।  
 লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাশোনাথোমূবী স্থিতা । ৫১  
 তামপুচ্ছৎ মুনিঃ কা স্বং কন্যাসি বরবর্ধিনি ।  
 সাত্রবীৎপ্রাঞ্জলিত্র কনু ধ্যানেন জাতুমইসি ।  
 ততো দ্যাত্বা মুনিঃ সর্কং জায়া তাং প্রত্য্যভাবত ।  
 জাতং তথাভিলষিতা স্ততঃ পুত্রানভীপসি । ৫৩  
 দারুণায়ং তু বেলায়ানাগতাসি হুমধ্যমে ।  
 অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সন্তবিষ্যতঃ । ৫৪  
 সাত্রবীনমুনিশাঙ্গ ল কতোহশ্যাবধিধৌ হৃতৌ ।  
 তামাহ পশ্চিমো বন্ধে ভবিষ্যতি মহামতিঃ । ৫৫  
 মহাতাগবতঃ শ্রীমান্ রামস্তত্যেকতংপরঃ ।  
 ইত্যুক্তা সা তথা কালে স্বয়ং দশককরম্ । ৫৬  
 রাবণং বিংশতিভূজং দশদ্বীর্ষং স্মারুণম্ ।  
 ততকোজাতমাদ্রেণ চচাল চ বহুধরা । ৫৭  
 বভূবুর্নাশেহেতুনি শিখিকানামখিলাস্তপি ।  
 কুস্তকর্ণস্ততো জাতো মহাপর্কিতসমিধঃ । ৫৮  
 ততঃ পুশ্যকেশা নাম জাত রাবণলোদরা ।  
 ততো বিভীষণো জাতঃ শান্ত্য্যো সৌম্যকর্ণনঃ । ৫৯  
 স্বাধ্যায়ী নিবতাহারো নিত্যকর্ষণায়গমঃ ।  
 কুস্তকর্ণস্ত হুটীয়া বিদ্বান্ সত্বট্টচেষতঃ । ৬০  
 স্তমসম্ বিসজ্ঞাংস্ত বিচকার্যতিরাধকঃ ।  
 রাবণোহপি মহামন্বো দোকাম্যং তরদায়কঃ ।

বরুণে শোকনাশায় হামরো দেহিনামিব । ১  
 রাম স্বং সকলান্তরহমতিতো  
 জানাসি বিজ্ঞানবুক্ ।  
 সাক্ষী সর্কদাসিহিতো হি পরমো  
 নিভেয়াধিতো নিম্নলঃ ।  
 স্বং লীলামহুজাকৃতিঃ পমহিমা  
 মার্যগুণৈন জ্যাসে  
 লীলাখং প্রতিচোদিতোহন্যভবতে ।  
 বক্ষ্যামি রক্ষোত্তবম্ । ৬২  
 জানামি কেবলমনস্তমচিত্তশক্তিঃ  
 চিন্মাত্রমক্ষরমজং বিদিতাস্ততশম্ ।  
 ত্বাং রাম মুচ্যমিভুজরপমহুপ্রবৃত্তো  
 মুচোহপ্যহং ভবদমুগ্রহতশ্চরামি । ৬৩  
 এবং বদন্তমিনবংশপবিত্রকীর্তিঃ  
 কুস্তোভবং রথুপতিঃ প্রহসন্ বভাসে  
 মায়্যপ্রিতঃ সকলমেতদনন্তকড়াং  
 মংকীর্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ । ৬৪  
 ইতি প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরামচনং শ্রদ্ধা পরমানন্দনির্ভরঃ ।  
 মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্কো ১ং তত্র শৃণু তাম্ । ১  
 অথ বিভেয়রো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ ।  
 আযথো পুষ্পাকরুচঃ পিতরং দ্রষ্টু মুঞ্জসা । ২  
 দৃষ্ট । ১ তং নৈকবী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্ ।  
 রাক্ষসী পুত্রসামীপাৎ গতা রাবণমত্রবীৎ । ৩  
 পুত্র পশু বনাধ্যক্ষং জলন্তং ধেম তেজসা ।  
 তমপ্যেবং বধাতুরাস্তথা বরং কুরু প্রভো । ৪  
 তচ্ছুভ্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরোদৃক্রতম্ ।  
 ধনদেন সমো বাপি হৃথিকো বা চিরেণ তু । ৫  
 ভবিষ্যাম্যস মাং পশু সন্তাপং ত্যজ সুবতে ।  
 ইত্যুক্তা হৃক্ষরং কষ্টং তপঃ স দশকক্ষরম্ । ৬  
 জাগমৎ কণাসিদ্ধাৎ সৌকর্ণং তু মহাসুভঃ ।  
 স্বং স্বং নিয়মমাখায় ভ্রাতরস্তে তপো মহৎ । ৭  
 আস্থিতা হৃকরং ধোরং সর্কলোকৈকতাপনম্ ।  
 দশবর্ষসহস্রাণি কুস্তকর্ষেহিকরোতপঃ । ৮  
 বিভীষণোহপি বর্ধীশ্চা সত্যবর্ধপরাযণঃ ।  
 পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ । ৯  
 দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশদিনঃ ।  
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমদ্রৌ কুহাব সঃ ।  
 এবং বর্ষসহস্রাণি নব উসাস্তিচক্রম্ । ১০  
 অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ ।

হেতু কামস্য ধর্মীশ্চা প্রাপ্তশাধ প্রজাপতিঃ ।  
 বৎস বৎস দশগ্রীব প্রীতোহম্মীত্যত্যজ্ঞবত ।  
 বয়ং বরং দাতামি বস্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ । ১১  
 দশগ্রীবোহপি তচ্ছুভ্বা প্রহস্তৈনান্তরাশ্বনা ।  
 অমরত্বং বৃণোমীশ বরদো যদি মে ভবান্ ।  
 সুপর্ণনাগবক্ষাণাং দেবতানাং তথাহুরৈঃ । ১২  
 অবধ্যস্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মাহুয়াঃ ।  
 তথাস্থিত্তি প্রজাব্যক্ষঃ পুনরাহ দশাননম্ । ১৩  
 অদৌ হতানি শীর্ষানি যানি তেহস্বরপুঙ্গব ।  
 ভবিষ্যন্তি যথাপূর্কমক্ষয়াণি চ সন্তম্ । ১৪  
 এবমুক্তা ততো রাম দশগ্রীবং প্রোজাপতিঃ ।  
 বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ । ১৫  
 বিভীষণ শুয়া বৎস কৃতং ধর্মার্থযুত্তমম্ ।  
 তপস্ততো বরং বৎস বৃণীষ্যামিতমং হিতম্ । ১৬  
 বিভীষণোহপি তং নত্বা প্রোঞ্জলিবীকামদ্রবীৎ ।  
 দেব মে সর্কদা বুদ্ধধর্ম্মে তিষ্ঠতু শাপ্তী ।  
 মা রোচয়ত্বধর্ম্মে মে বুদ্ধিঃ সর্কত্র সর্কদা । ১৭  
 ততঃ প্রোজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাত্রবীৎ ।  
 বৎস স্বং ধর্ম্মশীলোহসি তর্থেব চ ভবিষ্যসি । ১৮  
 অযাচিতোহপি তে দাস্তে হমরত্বং বিভীষণ ।  
 কুস্তকর্ণমথোবাচ বরং বরং সুব্রত । ১৯  
 বাণা ব্যাপ্রোহথ তং প্রাহ কুস্তকর্ণঃ পিতামহম্ ।  
 দপস্তামি দেব যম্মাসান্ দিনমেকং তু ভোজনম্ । ২০  
 এবমস্তিত্তি তং প্রাহ তক্ষা দৃষ্টু দিব্যৌকসঃ ।  
 ক্রবস্ততী চ তদুক্তা মর্গিতা প্রযথো দিবম্ । ২১  
 কুস্তকর্ণস্ত চষ্টাশ্চা চিত্তয়ামাস দুঃখিতঃ ।  
 অনাভিপ্রেতমেবাত্তাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ । ২২  
 সুমালী বরলদাংস্তান জাত্যাপোজান্ নিশাচরান্ ।  
 পাতালান্নির্ভরং প্রায়াৎ প্রহস্তাদিত্তিরিষিতঃ । ২৩  
 দশগ্রীবং পরিষত্বা বচনং চেদমত্রবীৎ ।  
 দিষ্ট্যা তে পুত্র সম্বৃত্তো বাস্থিত্তো মে মনোরথঃ । ২৪  
 বস্ত্রাচ্চ বয়ং লক্ষ্যং ত্যক্তা বাতা রসাতলম্ ।  
 তদাতং নো মহাবাহো মহদবিমুক্ততং ভয়ম্ । ২৫  
 অম্মাভিঃ পূর্কমুযিত্তা লঙ্কেষুং ধনদেন তে ।  
 ভ্রাত্রাক্রান্তাসিগানীং স্বং প্রত্যানেভুমিহাহসি । ২৬  
 সায়্য বাধ বলেনাপি রাজ্যং বহুঃ কৃতং সুভব ।  
 ইত্যুক্তো রাবণঃ প্রাহ নাইস্তেবং প্রভামিভুম্ । ২৭  
 বিতেশো শুক্রবর্ম্মাকমেবং শ্রুত্বা তমত্রবীৎ ।  
 প্রহস্তঃ প্রান্তিতং বাক্যং রাবণং দশকক্ষরম্ । ২৮  
 শৃণু রাবণ যদ্যেননৈবং স্বং বক্ত মইসি ।  
 নাথীতা রাজবর্ম্মাস্তে নীতিশাস্ত্রং তর্থেব চ । ২৯  
 সুবাণাং ন হি সৌভাজিৎ শৃণু মে বদন্তঃ প্রভো ।  
 কল্পপত্র হুতা দেবা রাক্ষসাস্ত মহাবলাঃ । ৩০

পরম্পরমুখ্যস্ত ত্যক্ত। সৌধদম্বাহুৈঃ ।  
 নৈবেদ্যানীভনং রাজনু বৈবং দেবৈরহুষ্টিভম্ । ৩১  
 প্রহস্তস্ত বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবো হুরাশ্বনঃ ।  
 তথেষতি ক্রোধতাব্রাক্ষিত্তিকৃটচলনমৰণাং । ৩২  
 দূতং প্রহস্তং সংশ্রেব্য নিক্রান্ত ধনদেবরম্ ।  
 লক্ষ্যাক্রম্য সচিবৈঃ রাক্ষসৈঃ সুধুমাস্থিতঃ । ৩৩  
 ধনদঃ পিতৃবাক্যেন ত্যক্ত। লক্ষ্যং মহাবশাঃ ।  
 গম্বা কৈলাসশিখরং তপসাতোষরাস্থিবম্ ।  
 তেন সখ্যমহুপ্রাপ্য তে নৈব পরিপালিতঃ । ৩৪  
 অলকাং নগরীং তত্র নিশ্চমেং বিশ্বকৰ্ম্মণা ।  
 দিকুপালত্বং চকারাত্র শিবেন পরিপালিতঃ ।  
 রাবণো রাক্ষসৈঃ সার্কিমভিধিক্তঃ সহাহুজৈঃ । ৩৫  
 রাজ্যং চকারাহুরাণাং ত্রিলোকীং বাধয়নু ধলঃ ।  
 ভগিনীং কালখণ্ডায় দদৌ বিকটরূপিণীং । ৩৬  
 বিদ্যাজ্জিহ্বায় নামাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ ।  
 ততো ময়ৌ বিপকৰ্ম্ম। রাক্ষসানাদিত্তেঃ সূতঃ । ৩৭  
 সূতাং মল্লোদরীং নামা দদৌ লৌকিকহৃদদরীম্ ।  
 রাবণায় পুনঃ শক্তিমমোখাং প্রীতমানসঃ । ৩৮  
 বৈরোচনস্ত দৌহিত্রীং বৃত্তজালেতি বিশ্রুতাম্ ।  
 স্বয়ং দত্তামুদবহং কুস্তকর্ণায় রাবণঃ । ৩৯  
 গন্ধৰ্ব্বরাজস্ত সূতাং শৈলুবশ মহাস্বনঃ ।  
 বিভীষণস্ত ভার্য্যার্থে ধৰ্ম্মস্তাং সমুদাবহং । ৪০  
 সরমাং নাম স্তম্ভগাং সৰ্বলক্ষণসংযুতাম্ ।  
 ততো মন্দোদরী পুস্ত্রং মেঘনাদমজীজনং । ৪১  
 জাতমাত্রস্ত যৌ নামং মেঘবৎ প্রমুমোচ হ ।  
 ততঃ সর্কেহক্রবমেঘনাদোহয়মিতি চাসকৃতং । ৪২  
 কুস্তকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিজা মাং বাধতে প্রতো ।  
 ততশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তরাম্ । ৪৩  
 তত্র স্থাপ মুচ্যাম্বা কুস্তকর্ণো বিধূষিতঃ ।  
 নিদ্রিতে কুস্তকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ । ৪৪  
 ব্রাহ্মণানুবিমুখ্যাংশ্চ দেবদানবকিন্নরানু ।  
 দেবজিয়ৌ মহুচ্যাংশ্চ নিজয়ে স মহোরগানু । ৪৫  
 ধনদোহপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্তাক্রমং প্রভুঃ ।  
 অধৰ্ম্মং বা কুরুষেতি দূতবাক্যাক্ত বায়রং । ৪৬  
 ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্ ।  
 বিনির্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোক্তমপ্পশকম্ । ৪৭  
 ততো বমস্ত বরুণং নির্জিত্য সমরেন্দ্রঃ স্বরঃ ।  
 স্বর্গলোকমপাত্ত ধ্বং দেবরাভ্রজিঘাংসয়া । ৪৮  
 ততোহ ভবদ্রহ্মং হৃদ্ধমিশ্রেণ স হ বৈবশৈতঃ ।  
 ততো রাবণমভ্যেত্য ববকু ত্রিদশেবরঃ । ৪৯  
 তজ্জঘ্ৰা সহদাস্তস্ত মেঘনাদঃ প্রতাপবানু ।  
 কৃষা যোরং মহং বুধং জিঘাং শ্রিংশপূজবানু । ৫০  
 ইন্দ্রং গৃহীত্বা বক্রাসৌ মেঘনাদো মহাবলঃ ।

মোচয়িত্বা তু পিতবং গৃহীত্বেন্দ্রং বরৌ পুরম্ । ৫১  
 বক্রা তু মোচয়ামাস দেবেশ্চ মেঘনাদতঃ ।  
 দম্বা বরানু বহুংস্তষ্টে বক্রা বস্তবনং বরৌ । ৫২  
 রাবণো বিজয়ী লোকানু সৰ্বানু জিঘা ক্রমেণ তু  
 কৈলাসং তোলয়ামাস বাহুভিঃ পরিষোপশৈঃ । ৫৩  
 তত্র নন্দীধরেণৈবং শপ্তোহয়ং রাবণেশ্বরঃ ।  
 বানরৈরমাহু বৈশ্চৈব নাশং গচ্ছতি কোপিনা । ৫৪  
 শপ্তোহি প্যগণয়নু বাক্যং যযৌ হৈহয়পতনম্ ।  
 তেন বক্রো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যেন বিমোচিতঃ । ৫৫  
 ততোহপি বলমাসাদ্য জিঘাংসু হৈরিপুঙ্গবম্ ।  
 ধৃতস্তেনৈব কক্ষেণ বালিনা দশকঙ্করঃ । ৫৬  
 ভ্রাময়িত্বা তু চতুরং সমুদ্রানু রাবণং হরিঃ ।  
 মিসর্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ । ৫৭  
 রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকাস্থবাবলঃ ।  
 চকার স্ববশে রাম বুদ্ধজৈ স্বয়মেব তানু । ৫৮  
 এবং প্রভাবো রাজেশ্চ দশগ্রীবঃ সহৈশ্চজিৎ ।  
 তুয়া বিনিহতঃ সখ্যে রাবণো লোকরাবণঃ । ৫৯  
 মেঘনাদশ্চ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাস্বনানু ।  
 কুস্তকর্ণশ্চ নিহতস্তুয়া পৰ্ব্বতসমিধিঃ । ৬০  
 ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাজ্ঞপতামাদিকৃষিভুঃ ।  
 ত্বংস্বরূপমিদং সৰ্বং জগৎস্বাবরজঙ্গমম্ । ৬১  
 তুন্নাতিকমলোৎপন্নো বক্রা লোকপিতামহঃ ।  
 অধিস্তে মুখতো জাতো বাচা সহ রত্নস্তম । ৬২  
 বাহুস্ত্যাং লোকপালোবাশ্চকুৰ্ত্ত্যাং চন্দ্রভাঙ্করৌ ।  
 দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কর্ণাত্যাং তে সমুখিতাং । ৬৩  
 জাণাং প্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাৰিনৌ দেবসত্তমৌ ।  
 জজ্ঞানানুক্রজ্জঘনাদৃবলোকাদয়োহস্তবনু । ৬৪  
 কুক্ষিদেশাং সমুৎপন্নশ্চত্বারঃ সাগরা হরৌ ।  
 স্তনাত্যামিস্তবরুণৌ বালখিলাশ্চ রেতসঃ । ৬৫  
 যেচ দৃষমৌ গুণানু ত্যমস্তৌ কুজঙ্গিলোচনঃ ।  
 অস্থিত্যঃপৰ্ব্বতা জাতাঃকেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ । ৬৬  
 ওষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ ধ্বনাদয়ঃ ।  
 ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো যারশক্তি সমধিতঃ । ৬৭  
 নানারূপ ইবাভাসি গুণব্যতিকরে সতি ।  
 তামাশ্রিত্যেব বিবুধাঃ শিবস্ত্যমৃতমক্ষরে । ৬৮  
 তুয়া সৃষ্টমিদং সৰ্বং বিশ্বং স্বাবরজঙ্গমম্ ।  
 তামাশ্রিত্যেব জীবন্তি সৰ্কে স্বাবরজঙ্গমাঃ । ৬৯  
 তদ্ব্যক্তমবিলং বস্ত ব্যবহারেহপি রাবব ।  
 ক্ষীরমধ্যগতং সর্পির্বাণা ব্যাপ্যাবিলং পরঃ । ৭০  
 বক্রাসা ভাসিত্বেহর্কাদি ন ত্বং তেনাবভাসসে ।  
 সৰ্বগং নিজ্যবেকং বাৎ জ্ঞানচকুর্কিলোককরেৎ । ৭১  
 নাজ্ঞানকুশ্বাং পন্যেদকনুগ ভাবয়ং বৃথা ।  
 বোপিনস্ত্যাং বিচিন্তি স্বদেহে পরশেবরম্ । ৭২

সকলবসনমুখৈর্বেদনশীর্ষৈরহর্নিশম্ ।  
 কংপ্যভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ ৭৩  
 বিচিবন্তো হি পশুস্তি চিন্মাত্রং স্বাং ন চান্তথা ।  
 বয়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্কজস্য তবাপ্রভঃ ।  
 কক্ষমর্হসি দেবেশ তবাত্মপ্রহভাগম্ ৭৪  
 দিগ্ দেশকালপরিহীনমনস্তমেকং  
 চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্ ।  
 সর্কজস্মীশ্বরমনস্ত-গুণব্যুদগম্-  
 মায়াং ভজে রমুপতিং ভক্ততামভিন্নম্ ।  
 ইতি দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম উবাচ ।

বালিনুগ্রীবয়োর্জম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।  
 রবীশ্রো বানরাকারো জল্পতে ইতি নঃ শ্রুতিঃ ১১  
 অগস্ত্য উবাচ ।

মেরোঃ সর্গময়স্যাদ্ধৈর্ষধ্যশূক্রে মণিপ্রভে ।  
 তস্মিন্ সত্যস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনানি ২  
 তস্যং চতুর্মুখঃ সাক্ষাৎকদাচিদ্ যোগমাহিতঃ ।  
 নেত্রান্ত্যাং পতিতং দিব্যমানন্দমলিলং বহুঃ ৩  
 তদগৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যাৎবা কিঞ্চিদদত্যজং ।  
 তুমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাক্সাতো মহাকপিঃ ৪  
 তমাহ ক্রহিণো বংস কিঞ্চিকালং বসাত্র মে ।  
 সমীপে সর্কশোভাচ্যো ততঃ শ্রেরো ভবিষ্যতি ।  
 ইত্যুজ্যো ন্যবসন্তত্র ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।  
 এবং বহুতর্ষে কালে গতে ঞ্জাধিপঃ সুধীঃ ৬  
 কদাচিৎ পর্যটনদ্রৌ ফলমূলার্থমুদ্যতঃ ।  
 অশশ্যদিব্যসলিলং বাপীং মণিশিলাষিতাম্ ৭  
 পানীয়ং পাতুমাগচ্ছন্তত্র জ্জায়াবয়ং কপিম্ ।  
 দৃষ্ট্বে প্রভিকপিং মত্বা নিপপাত জলাস্তরে ৮  
 তত্রাদৃষ্ট্বে হরিং নীলং পুনরুৎপ্রভ ত্বা বানরঃ ।  
 অশশ্যৎ স্বন্দরীং রামান্যস্থানং বিস্ময়ং গতঃ ৯  
 ততঃ সুরেশো দেবেশংপূজয়িত্বা চতুর্ভুধম্ ।  
 গচ্ছম্যাত্মসমগ্রে দৃষ্ট্বে নারীং মনোরমাম্ ১০  
 কল্পশরবিদ্ধাকস্ত্যক্তবান্ বীর্ঘমুত্তমম্ ।  
 তামপ্রাপ্যৈব তদ্বীজং বালদেশেপতন্তুবি ১১  
 বাণী সমভবন্তত্র শক্তুল্যপরাক্রমঃ ।  
 তত্র দত্তা সুরেশানঃ স্বর্গশিলাং দিবং গতঃ ১২  
 তানুরপ্যাগতস্তত্র তদানীমেব ভানিনীম্ ।  
 দৃষ্ট্বে কামবশো ভূত্বা গ্ৰীবীদেশেহেহকক্ষয়ং ১৩  
 বীজং তত্রান্ততঃ সযো মহাকারোহভবদ্ধরিঃ ।  
 তত্র দত্তা হনুমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ১৪

পুলকয়ং সমাহার্য দত্তা সা নিভ্রিতা কচিৎ ।  
 প্রভাতেহপশ্যত্যস্থানং পূর্ক্বেবানরাকৃতিম্ ১৫  
 ফলমূলাদিভিঃ সাক্ষিৎ পুরোভ্যাং সহিতঃ কপিঃ ।  
 মত্বা চতুর্মুখস্যাগ্রে ঞ্জরাজঃ স্থিতঃ সুধীঃ ১৬  
 ততোহত্রবীৎ সমাধায় বহুশঃ কপিহুত্তরম্ ।  
 তত্রৈকং দেবদাতুতমাহুয়ামরসমিতম্ ১৭  
 গচ্ছ দূত ময়াদিষ্টো গৃহীত্বা বানরোত্তমম্ ।  
 কিঞ্চিক্যাং দিব্যনগরীং নিশ্চিঁতাং বিশ্বকর্ষণা ১৮  
 সর্কসৌভাগ্যবলিতাঃ দেবৈরপি হুরাসদাম্ ।  
 তস্তাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিমেষর ১৯  
 সপ্তদ্বীপগতা য়ে য়ে বানরাঃ সস্তি দুর্জয়াঃ ।  
 সর্কৈ তে ঞ্জরাজস্ত ভবিষ্যতি বশেহহুগাঃ ২০  
 বদা নারায়ণঃ সাক্ষাৎপ্রো ভূত্বা সনাতনঃ ।  
 ভূভারাসুরনাশায় সন্তুবিষ্যতি ভূতলে ২১  
 তদ্বা সর্কৈ সহায়ার্থে তস্ত গচ্ছন্ত বানরাঃ ।  
 ইত্যুজ্যো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ ২২  
 যথাজ্ঞপ্তস্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীপদম্ ।  
 দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে তন্ন্যবেদয়ৎ ২৩  
 তদাদি বানরাণাং সা কিঞ্চিক্যাভূম্ পাশ্রয়ঃ ।  
 সর্কৈবরত্নমেবাসীরাদিনীং ব্রহ্মণাধিতঃ ২৪  
 ভূমেভারো হতঃ কুংকস্তুয়া লীলামূর্দেহিনাঃ ।  
 সর্কভূতান্তরবস্ত্র নিত্যমুক্তচিদাস্তনঃ ২৫  
 অখণ্ডানন্দরূপস্ত কিয়ানেব পরাক্রমঃ ।  
 তথাপি বর্ষ্যতে সন্তিলীলামানুস্কৃপিণঃ ২৬  
 বশস্তে সর্কলোকানাং পাপহত্যে হুধায় চ ।  
 ব ইদং কীর্তয়েমস্ত্যো বালিনুগ্রীবয়োর্হম্ ২৭  
 জন্ম ত্বদাশ্রয়ত্বাং স মুচ্যতে সর্কপাতকৈকঃ ।  
 অথাভ্যাং সপ্তবক্ষ্যামি কথ্যং রাম ত্বদাশ্রয়াম্ ২৮  
 সীতা হতা বধর্থং সা রাবণেন হুরাস্তনা ।  
 পুরা কৃতযুগে রাম প্রজাপতিসুতং বিভূম্ ২৯  
 সনৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননং ।  
 বিনয়্যাবনতো ভূত্বা হুভিবাদ্যোদমব্রবীৎ ৩০  
 কো ষ্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবন্তরঃ ।  
 দেবাশ্চ যং সমাশ্রিত্য যুছে শক্ং জয়ন্তি হি ।  
 কং বজ্রন্তি হিমা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ বোশিনঃ  
 এতয়ে শংস ভগবন্ প্রেংসং প্রেমবিদায়র ৩১  
 জ্ঞাত্বা তত্র হুদিস্থং বস্ত্রশেবেশং যোগদৃক্ ।  
 দশাননমুবাচেনং শূণু বক্ষ্যামি পুত্রক ৩২  
 তর্তী যো জপত্যং নিত্যং বস্ত্র জঘাদিকং নহি ।  
 হুরাহরৈহু তো নিত্যং হরিনারায়ণোহব্যয়ঃ ৩৩  
 বদান্তিপজ্জায়াতো ব্রহ্মা বিশ্বকর্ষাপতিঃ ।  
 দৃষ্টং বেদেন সকলং জন্মং স্বাকরজ্জবম্ ৩৪

জং সমাপ্তিত্য বিবুধা জয়ন্তি সময়ে রিপূনু ।  
 যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবাহুজপন্তি হি ৷৩০০  
 বহুবর্ষচনং শ্রদ্ধা প্রোত্বাচ দশাননঃ ।  
 দৈত্যদানবরক্ষাসি বিষ্ণুনা নিহতানি চ ৷৩০১  
 কাং বা গতিং প্রপদ্যন্তে প্রোত্ব তে মুনিপুংসব ।  
 তদুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাম্বিশম্ ৷৩০২  
 দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং পত্না সগমস্থস্তমম্ ।  
 ভোগকয়ে পুনস্তম্বাভ্য ঙ্গা ভূমৌ ভবন্তি তে ৷৩০৩  
 পূর্বাঙ্কিতৈঃ পূণ্যাপাটৈশ্চ রশ্বে চোদন্তি চ ।  
 বিষ্ণুনা যে হতান্তে তু প্রাপুং বন্তি হরেগতিম্ ৷৩০৪  
 শ্রদ্ধা মুনিমুখাং সর্কং রাবণো হৃষ্টমানসঃ ।  
 যোগ্যেহং হং হরিণা সার্কামতিচিভাপরোহভবৎ ৪১  
 মনঃস্থিতং পরিভ্রাত্বা রাবণস্ত মহামুনিঃ ।  
 উবাচ বৎস তেহতীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ৷৪২  
 কথিংকালং প্রতীক্ষন্ত হৃদী ভব দশানন ।  
 এবমুক্তা মহাবাহো মুনিঃ পুনরুবাচ তম্ ৷৪৩  
 তস্ত স্বরূপং বহ্যামি করুপশ্রুণি ময়িনঃ ।  
 স্থাবরেষু চ সর্কেষু নদেষু চ নদীষু চ ৷৪৪  
 ও কার্ষ্টবে সত্যক সাংঘী পৃথিবী চ সঃ ।  
 সমস্তজগদাধারঃ শেষতপধরো হি সঃ ৷৪৫  
 সর্কং দেবো সঃ ৪৬ কালঃ সৃষ্টিচ চন্দ্রমাঃ ।  
 সৃষ্টিদায়ো দিব্যরাত্রী যমশ্চৈব তথানিলঃ ৷৪৬  
 অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পজ্জন্যো বসবস্তথা ।  
 ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চাত্তে দেবদানবোঃ ৷৪৭  
 বিদ্যোততি জলভ্যেয পাতি চাকীচ বিবকুং ।  
 ক্রীড়াংকরোত্যব্যয়ান্মোহোহং রং বকুঃ সনাতনঃ ৷৪৮  
 তেন সর্কমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ।  
 নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদর্শাশ্বরবৃত্তঃ ৷৪৯  
 শুভকাম্বনদপ্রথাং প্রিয়ং বামাক্ষসংস্থিতাম্ ।  
 দশানপায়িনীং দেবীং পশ্যামালিক্য তিষ্ঠতি ৷৫০  
 জঠং ন শক্যতে কৈশ্চদেবদানবপন্ননৈঃ ।  
 বস্ত প্রসাদং কুরুতে স চৈনং জঠং মর্হতি ৷৫১  
 ন চ যজ্ঞতপোভির্বা ন দানাদায়নাদিভিঃ ।  
 শক্যতে ভগবান্জঠ মুপায়ৈরিতরৈরপি ৷৫২  
 তত্কেতুম্ভগাতপ্রাণৈশ্চক্রিঃস্তম্ভ তকদ্ভবৈঃ ।  
 শক্যতে ভগবাবিকুর্বোদান্তামলদৃষ্টিভিঃ ৷৫৩  
 অথ বা জঠং মিচ্ছা তে শূণ্ কং পরমেধরম্ ।  
 ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিজ্ঞেহঃ ৷৫৪  
 হিতার্থং দেবমর্ত্যানামিচ্ছাকৃণাং কুলে হরিঃ ।  
 রামো দামরশিষ্ণু স্বা মহাসম্পদপ্রক্রমঃ ৷৫৫  
 শিষ্যনিয়োগংস স্রাজী ভার্যয়া গণ্ডকে বনে ।  
 বিভরম্ব্যতি ধর্মীশ্চা ভগবান্জায়া বসায়ত ৷৫৬  
 এবং তে সর্কমাখ্যাতং যদ্বা রাবণ বিস্তরাম্ ৷

ভক্তিভাবেন তদা রামং প্রিয়াম্ যুতম্ ৷ ৫৭  
 এবং শ্রদ্ধা হুরাঘকো ঘাত্তা কিকিচিচাচ্য চ ।  
 স্তয়া সহ বিরোধেপ্পু হু মুদে রাবণো মহান্ ৷ ৫৮  
 হুচাৰ্থী সর্কতো লোকান্ পর্যটন্ সমবহিতঃ ।  
 এতদর্ধং মহারাজ রাবণোহতীব বুভিমান্ ।  
 হুতবান্ জানকীং দেবীং তুয়াস্ববধকাজয় ৷ ৫৯  
 ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎপঠেদ্বা  
 সংশ্রাবয়েদ্বা শ্রবণাঃ পুনাং সদা ।  
 আয়ুধ্যমারোগ্যমনস্তসৌখ্যং  
 প্রাপ্নোতি লাভং ধনমশ্রয়ক ৷ ৬০  
 ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৷

চতুর্থো হধ্যায়ঃ ।

একদা শ্রবণো লোকাদারান্তং নারদং মুনিম্ ।  
 পর্যটন্ রাবণো শ্লোকান্ দৃষ্ট্বা নখারবীচঃ ৷ ১  
 ভগবন্ ক্রোধি মে যোদ্ধুং কুন্তে সতি মহাবলাঃ ।  
 যোদ্ধু মিচ্ছামি বলিভিত্তং জ্ঞাতাসি জগপ্রয়ম্ ৷ ২  
 মুনিধ্যাভা হুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।  
 মহাবলা মহাকায়ান্তে বাহি মহামতে ৷ ৩  
 বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাস্তে ।  
 ত এব তত্র সঞ্জাতা অজেরাস্ত হুরাস্তরৈঃ ৷ ৪  
 শ্রদ্ধা তজ্জাবণে বেগাম্ম্রিত্তিঃ পুশ্চকেষ তান্ ।  
 যোদ্ধু কামঃ সমাপত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ৷ ৫  
 তংপ্রভাহততেজসং পুশ্চকং নাচলন্ততঃ ।  
 ত্যক্তা বিমানং শ্রবণৌ মল্লিগশ্চ দশাননঃ ৷ ৬  
 প্রবিশরৈব তদ্বীপং যুতে হস্তেন যোযিতা ।  
 পৃষ্টশ্চ ত্বং কৃতঃ কোহসি শ্রেযিতঃ কেন বা বদ ৷ ৭  
 ইত্যুক্তো লীলয়া ক্রীড়ির্সন্তীতিঃ পুনঃপুনঃ ।  
 কুঞ্জাক্ষত্মাঘিনিমু কুন্তাসাং ক্রীণাং দশাননঃ ।  
 আশ্চর্যমতুলং লবধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্শ্চতিঃ ।  
 বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিত্তি নিশ্চিতঃ ৷ ৯  
 ময়ি বিষ্ণুধাখা কুপোস্তথা কাৰ্য্যং করোম্যহম্ ।  
 ইতি নিশ্চিত্য বৈদহীং জহার বিপিনেহং হরঃ ৷ ১০  
 জানশ্বেব পরাশ্বানং স জহারাননীহ্রতাম্ ।  
 বাভবৎ পালয়ামাস স্বত্রঃ কাজঙ্কনং বধং বকম্ ৷ ১১  
 রামস্তং পরমেধরোহসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃষ্ণু  
 কৃতং ভবামিধংক্রি কালকলনাসাকৌবিকম্মোক্তিবতঃ  
 ভক্তনামমুহূর্তনায় সকলং কুরুন্ ক্রিয়াসংহতিং  
 ত্যাপুংস্বহুজাকৃতম্ নিবচো ভাসীশলোকাক্রিত্তিঃ ১২  
 জন্মৈবং রাবণং তেন পুঞ্জিতঃ কুন্তসন্তবঃ ।  
 যাজমং মুনিভিঃ সার্কং শ্রবণৌ হৃষ্টমানসঃ ৷ ১৩  
 রামস্ত সীতয়া সার্কং ভ্রাতৃভিঃ সহ মল্লিত্তিঃ ৷



লংসারীব রমানাথো রমণাথোহবসদৃগৃহে । ১৪  
 অলাসকোহপি বিষয়ান বৃহজে শ্রিয়য়া সহ ।  
 হনুসংগ্রামণৈঃ সত্ত্বিবানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ । ১৫  
 পুংসকং চাগমভ্রামমেকদা পূর্ববংগ্রহুত্ম ।  
 প্রাহ দেব কুবেরেণ প্রেমিতং স্বামহং ততঃ । ১৬  
 ক্ষিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাচ্চামেণ নিষ্কিতম্ ।  
 অতস্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদসমুদ্ভবি । ১৭  
 যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং বাহি মাং তদা ।  
 তচ্ছুভঃ রাঘবঃ প্রাহ পুংসকং সৃষ্টিসম্ভিতম্ । ১৮  
 বদা শ্রামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমাস্তিকম্ ।  
 তিষ্ঠান্তাধায় সৰ্বত্র গচ্ছেদানীং মমাজ্জয়া । ১৯  
 ইত্যুক্ত্য রামচন্দ্রোহপি পৌরকার্য্যাণি সৰ্বশঃ ।  
 দ্রাতৃভিত্তিক্রিভিঃ সার্কং যথাশ্রায়ং চকার সং । ২০  
 রাঘবে শাসতি ভুবং লোকনাথে রমাপর্তো ।  
 বহুধা শত্ৰুসম্পরা ফলবন্তশ্চ ভুক্ত্বহাঃ । ২১  
 জনা ধৰ্ম্মপরাঃ সৰ্বৈ পতিভক্তিপরাঃ স্তিয়ঃ ।  
 নাপশুং পুত্রমরণং কশ্চিদ্ভাজনি রাঘবে । ২২  
 সমাক্ৰম্ব বিমানাগ্র্যং রাঘবঃ সীতয়া সহ ।  
 বানরৈব্র হ্রিভিঃ সার্কং সঞ্চচারাবনিং প্রভুঃ । ২৩  
 অমাহুবাণি কার্য্যাণি চকার বহুশো ভুবি ।  
 ব্রাহ্মণস্ত সূতং দৃষ্ট্বা বালং সূতমকালতঃ । ২৪  
 শোভন্তঃ ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ ।  
 তপস্তত্তং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্ । ২৫  
 জীবয়ামাস শূদ্রস্ত দন্দৌ স্বর্গমহুস্তমম্ ।  
 লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘুতমঃ । ২৬  
 কোটিশং স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সৰ্বশঃ ।  
 সীতাঞ্চ রময়ামাস সৰ্ব্বভোগৈরমাহুৰ্বৈঃ । ২৭  
 শশাস রামো ধৰ্ম্মেণ রাজ্যং পরমধৰ্ম্মবিৎ ।  
 কথ্যং সংস্থাপয়ামাস সৰ্ব্বলোকমলাপহাম্ । ২৮  
 দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামাহুৰ্ববিগ্রহঃ ।  
 চকার রাজ্যং বিধিব ব্রাহ্মণ্যপদাশুভঃ । ২৯  
 একপত্নীব্রতো রামো রাজর্ষিঃ সৰ্বদা স্তুতিঃ ।  
 গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিকরন্ জনান্ । ৩০  
 সীতা প্রেমণাহুৰ্বুভয়া চ প্রশ্রয়েণ দমনে চ ।  
 ভর্তৃ মনোহরা সাক্ষী তাবজ্ঞা সা হ্রিয়া তিরা । ৩১  
 একদাক্রৌড়বিপিনে সৰ্বভোগসমভিতে ।  
 একান্তে দিব্যভবনে স্বধাসীনং রঘুতমম্ । ৩২  
 নীলাম্বিক্যসঙ্ক্ৰাণং দিব্যান্ডরধকুভিতম্ ।  
 প্রসন্নবদনং শান্তং বিদুঃ পুঞ্জনিভায়রম্ । ৩৩  
 সীতা কমলপত্রাকী সৰ্বাত্তরুণভুবিভা ।  
 রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়তী পদাশুভে । ৩৪  
 দেবদেব জগদ্রাধ পরমাত্মন্ সনাতন ।  
 চিহ্নানন্দাদিমধ্যান্ডরহিতাশেবকারণ । ৩৫

দেব দেবোঃ সমাসাদ্য মমেকান্তেহক্রবন্ বচঃ ।  
 বহুশোহধরমানান্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রীতি । ৩৬  
 ত্বয়া সমেতচ্চিত্তজ্ঞা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে ।  
 বিশ্বজ্যাগ্মান্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠঞ্চ সনাতনম্ । ৩৭  
 আন্তে ত্বয়া অপকাজি রামঃ কমললোচনঃ ।  
 অগ্রতো বাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘুতমঃ । ৩৮  
 আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথায়ঃ করিষ্যতি ।  
 ইতি বিজ্ঞাপিতাহং তৈরয়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্ ।  
 যদ্যুতং তং কুরুবা দো নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো ।  
 সীতায়ান্ত্বচঃ শ্রুত্বা রামো ধাত্তাব্রতীংক্ষণম্ । ৪০  
 দেবি জানামি সৰ্বশং তত্ত্রোপায়ং বদামি তে ।  
 কল্পিত্বা মিথং দেবি লোকবাদ্যং তদাশ্রয়ম্ । ৪১  
 ত্যজামি ত্বাং বনে শোকবাদাত্তী হ ইবাপরঃ ।  
 ভবিষ্যতঃ কুমারো হৌ বাস্মীকৈরাশ্রমাস্তিকে । ৪২  
 ইদানীং দৃশ্যতে গৰ্ভঃ পুনরাগত্য মেহস্তিকম্ ।  
 লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদিরাং । ৪৩  
 ভূমেৰ্বিবরমাত্রাণ বৈকুণ্ঠং বাস্তসি ক্রতম্ ।  
 পশাদহং গমিব্যামি এষ এব সুনিন্দয়ঃ । ৪৪  
 ইত্যুক্ত্য তাং বিশ্বজ্যাধ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ ।  
 মস্তিষ্ঠিস্তত্ত্বজ্ঞৈব লমুখৈশ্চ সংবৃতঃ । ৪৫  
 তত্রোপবিষ্টং শ্রীরামং ব্রহ্মণঃ পয়ুর্পাসত ।  
 হান্তপ্রৌঢ়কথাসুজ্ঞা হাসয়ন্তঃ হিতা হরিম্ । ৪৬  
 কথাপ্রসঙ্গ্যাপপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্ ।  
 পৌরা জানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্ । ৪৭  
 সীতাং বা মাতরং বা মে ভাতৃন্ বা কৈকয়ীমধ ।  
 ন তেভব্যং ত্বয়া ব্রহ্মি শাপিতোহসি মমোপরি । ৪৮  
 ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব সৰ্বৈ বদস্তি তে ।  
 কৃতং ব্রহ্মকরং সৰ্বৈং রামেণ বিদিতাঙ্গনা । ৪৯  
 কিন্তু হত্বা দশপ্রীংব সীতামাহৃত্য রাঘবঃ ।  
 অবর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ প্রত্যাপায়ৎ । ৫০  
 কীদৃশং হ্রদয়ে তস্য সীতাসন্তোদ্রজং হৃদম্ ।  
 বা হত্বা বিজনেহরণ্যে রাবণেন হুরাঙ্গনা । ৫১  
 অশ্বাকমপি হৃদক্ষুং ঘোষিতাং মৰ্ষণং ভবেৎ ।  
 বাদৃক্ষু ভবতি বৈ রাজা তাদৃশো নিরতং প্রজাঃ ।  
 শ্রুত্বা তদচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যপৃচ্ছত ।  
 তেহপি নস্তাক্রণন্ রামমেবমেতং সংশয়ঃ । ৫৩  
 ততো বিশ্বজ্য মচিবান্ বিজয়ং ব্রহ্মদন্তধা ।  
 আহুয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রবীৎ । ৫৪  
 লোকাপবাদন্ত মহান সীতামাস্তিত্য মেহভবৎ ।  
 সীতাং প্রাতঃ গয়ানীং বাস্মীকৈরাশ্রমাস্তিকে । ৫৫  
 ত্যক্ত্য শীত্বং রথেন ত্বং পুসরামাহি লক্ষ্মণ ।  
 বক্ষ্যসে যদি বা কিঞ্চিৎকথা মাং হতবানসি । ৫৬  
 ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো তীত্ব্য প্রাতরুবাণ্য জানকীম্ ।

স্বয়ং রথং কৃত্বা জগান সহস্রা বনম্ । ৫৭  
 বাসীকৈরাশ্রমজ্ঞান্ডে ত্যক্ত। সীতামুবাচ সঃ ।  
 লোকাপবাদভীত্যা ভাং ত্যক্তবান্ রাধবো বনে ।  
 যোযো ন কশ্চিৎশ্চে মাতর্গত্য়াশ্রমশব্দং মুনৈঃ ।  
 ইতুক্ত। ১। লক্ষণঃ শীত্বং গতবান্ রামসন্নিধিম্ । ৫৯  
 সীতাপি দুঃখসন্তপ্তা বিললাপাতিমুদ্ববৎ ।  
 শিথৈঃ শ্ৰুত্বা চ দাক্ষীকিঃ সীতাং জ্ঞাত্বা স দিব্যদৃক্  
 অর্থাৎ দিভিঃ পূজয়িত্বা সমাধাত্ চ জানকীম্ ।  
 জ্ঞাত্বা ভবিষ্যৎ ন কলমার্গয়ম্মুনিষোষিতাম্ । ৬১  
 ভাস্তাঃ সম্পূজয়ন্তি স্ব সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে ।  
 জ্ঞাত্বা পরাম্বনো লক্ষ্মণঃ মূনিবাক্যেন যোষিতঃ ।  
 সেবাং চক্রেঃ সদা তত্তা বিদয়াশিভিরাদরাৎ । ৬৩  
 রামোহপি সীতারহিতঃ পরাম্বা  
 বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আদিদেবঃ ।  
 সত্যাজ্য ভোগানধিগান্ বিরক্তো  
 মূনিব্রতেহৈচ্ছাম্মুনিসেবিতাম্হিঃ । ৬৪  
 হীত চতুর্থাহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চোহধ্যায়ঃ ।

রামগীতা ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ততো জগন্মহলমঙ্গলাস্বনা  
 বিষয় রামায়ণ কীর্তিমুক্তনাম্ ।  
 চচার পুংস্চারিতং রত্নমো  
 রাজর্ষির্বিধারভিসেবিতং যথা । ১  
 সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবৃন্দন ।  
 রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ ।  
 রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্ত নৃনস্য শাপতো  
 দ্বিজস্য তিষ্ঠাত্ত্বমথাহ রাধবঃ । ২  
 কদাচিদেকস্ত উপস্থিতং প্রভুৎ  
 রামং রমাগালিতপাদপঙ্কজম্ ।  
 সৌমিত্রিরাদিত শুভভাবনঃ  
 প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়াষিতোহব্রবীৎ । ৩  
 স্বং শুদ্ধবোধোহসি হি সর্কদেহিনা-  
 মাশ্বাত্ত্বধীশোহসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্ ।  
 প্রতীয়েসে জ্ঞানদৃশাং মহামতে  
 পাদাজ্জুহ্বাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্ । ৪  
 অহং প্রপন্নোহসি পদামুজং প্রোক্তো  
 শ্ববাপবর্গং তব বোদিত্ত্ববিতম্ ।  
 স্বখামাজ্ঞানমপারবারিধিং  
 স্বখং তরিষ্যামি তথাহুশাধি নাম্ । ৫

শ্ৰুত্বাথ সৌমিত্রিবচোহবিদ্য। তস্যা  
 প্রোহ প্রণয়াশ্চিহ্নঃ প্রসন্নমীঃ ।  
 বিজ্ঞানমজ্ঞানভ্রমোপশান্তয়ে  
 ক্রতিপ্রায়ং ক্রিতিপালভূষণঃ । ৬  
 আদৌ স্বর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ  
 কৃত্বা মহাসাদিতশুদ্ধমানসঃ ।  
 সমাপ্য তৎপূর্ষপূর্ণাভসাধনঃ  
 সমাপ্রয়েংসন্ গুরুমাশ্রয়কয়ে । ৭  
 ক্রিয়া শরীরোত্তরবেহেহুবাভূতা  
 প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভনতঃ হুরাগিণঃ ।  
 যশ্চেত্তরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং  
 পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীপতে ভবঃ । ৮  
 অজ্ঞানমেবাত্ হি মূল কারণং  
 তজ্ঞানমেবাত্ বিধৌ বিধীয়তে ।  
 বিদ্যেব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী  
 ন কৰ্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ । ৯  
 নাজ্ঞানহানিন চ ঋণসংক্ষয়ো  
 ভবেত্ততঃ কৰ্ম সদোষমুক্তবেৎ ।  
 ততঃ পুনঃ সংস্কৃতিরপ্যাবরিতা  
 তন্মাহুধো জ্ঞানবিচারবান ভবেৎ । ১০  
 নহু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা  
 ষ্টেথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনম্ ।  
 কর্তব্যতা প্রাণত্বতঃ প্রোচোদিতা  
 বিদ্যা সাহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ । ১১  
 কৰ্ম্মাকৃতৌ দোষমপি ক্রতির্জর্নো  
 তন্মাসদা কার্যামিদং মুমুকুণা ।  
 নহু স্বতন্ত্রা ক্রবকার্যকারিণী  
 বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে । ১২  
 ন সত্যকার্যোহপি হি বহুদধেরঃ  
 প্রকাজ্ঞতেহস্থানপি কারকাদিকান্ ।  
 তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-  
 বি শিষ্যতে কৰ্ম্মভিরেব যুক্তয়ে । ১৩  
 কেচিৎসদন্তীতি নিতর্কবাদিন-  
 স্তদপ্যসদৃষ্টবিরোধকারণাৎ ।  
 দেহাভিমানাদভিবর্ধতে ক্রিয়া  
 বিদ্যা পতাহত্বতিতঃ প্রসিধ্যতি । ১৪  
 বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাক্রিতা  
 বিদ্যাশ্রয়ভিষ্চরমেতি ভণ্যতে ।  
 উদেতি কৰ্ম্মাধিলকারকাদিভি-  
 নিহন্তি বিদ্যাধিলকারকাদিকম্ । ১৫  
 তন্মাত্ত্যজেৎ কার্যমশেষতঃ সুধী-  
 বিদ্যাধিবিরোধাৎ সমুচ্চয়ো ভবেৎ  
 আশ্রাহুসকানপারায়ণঃ সদা

শিবুত্তসর্কেপ্রিয়বৃত্তিপোচরঃ । ১৬  
 যাবচ্ছরীরাদিবু ঙ্গরহাস্ববী-  
 ভাবধিধেয়ো বিধিবাদকর্ষণাম্ ।  
 নেতীতিবাকৈরধিলং নিবিধ্য তৎ  
 । ১৭ পরাশ্রানমথ ত্যজেৎক্রিয়াঃ । ১৭  
 বদা পরাশ্রান্মবিভেদভেদকঃ  
 বিজ্ঞানমাশ্রয়ভাতি ভাস্বরম্  
 তদৈব মায়ী প্রবিলীয়তেহঞ্জসা  
 সকারকাকারণমাস্রসং হতেঃ । ১৮  
 ঋতিপ্রমাণান্তিবিমাশিতা চ সা  
 কথং ভবিষ্যত্যপি কার্যকারিনী  
 বিজ্ঞানমাত্মদমলাদ্বিতীয়ত-  
 ত্তস্বাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি । ১৯  
 যদি স্ম নষ্টান পুনঃ প্রসূরতে  
 কর্ত্বাহমসোতি মতিঃ কথং ভবেৎ ।  
 তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপাণেকতে  
 বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা । ২০  
 সা তৈত্তিরীয়শ্চেতিরাহ সাদরং  
 ত্রাসং প্রশস্তাখলকর্ষণং ক্ষ টম্ ।  
 এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং ঋতিঃ  
 জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ষ সাধনম্ । ২১  
 বিদ্যাসমক্ষেম তু দর্শিত্ত্বয়  
 ক্রতুন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ  
 কলৈঃ পৃথক্ স্বাহতকারকৈঃ ক্রতুঃ  
 সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্যয়ম্ । ২২  
 সপ্রত্যবায়ো হুহমিত্যানাস্বধীঃ ।  
 অজ প্রাসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ ।  
 তস্বাদু ধৈন্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াশ্রুতি-  
 বিধানতঃ কর্ষ বিধিপ্র কাশিতম্ । ২৩  
 প্রছাষিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতো  
 স্বরোঃপ্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ ।  
 ঙ্গায় চৈবাত্মমথাস্বজীবরোঃ  
 স্ববী ভবেন মেকুরিবাপ্রকল্পনঃ । ২৪  
 আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং  
 বাক্যার্থবিজ্ঞাননিধৌ বিধানতঃ  
 তৎ পদার্থৌ পরমাশ্রয়ীবকা-  
 বসীতি চৈকাত্মমথানয়োর্ভবেৎ । ২৫  
 প্রত্যক্পরোক্ষাদিবিরোধাম্বনো-  
 বিহার সংগৃহ্য তরোচ্চিদাস্বাত্মা  
 সংশোধিতাং লক্ষণায় চলক্ষিতাং  
 জ্ঞাত্বা বসাস্রানমধাঃরো ভবেৎ । ২৬  
 একাত্মকত্বাঙ্কহতী ন সম্ভবেৎ  
 তথাঙ্কহরকণ্ডাবিরোধতঃ ।

সোহয়ং পদার্থাবিব ভাবলক্ষণা  
 যুক্ত্যেত তত্ত্বশ্লোকায়োরদোষতঃ । ২৭  
 রসাদি পক্ষীকৃতভূতসম্ভবং  
 জোগালয়ং হুঃখসুখাদিকর্ষণাম্ ।  
 শরীরমান্যস্তবদাদিকর্ষণং  
 মারাময়ং স্থলযুপাধিমাশ্রয়ং । ২৮  
 স্মরণং মনোবুদ্ধিশ্রিয়ৈযু তৎ  
 প্রাণৈরপক্ষীকৃতভূতসম্ভবম্ ।  
 ভোক্তুঃ সুখাদেবনু সাধনং ভবেৎ  
 শরীরমশ্রুত্বিহরাস্বনো বুধাঃ । ২৯  
 অনাদ্যানি কাচ্যমপীহ কারণং  
 মায়াপ্রধানত্ পরং শরীরকম্ ।  
 উপাধিতেদাতু যতঃ পৃথক্স্থিতং  
 স্বাস্রানমাশ্রয়বধারয়েৎ ক্রমাৎ । ৩০  
 কোষেধয়ং তেবু তু তত্ত্বাকৃতি-  
 বিভাতি সঙ্গাৎ ক্ষটিকোপল্লো বধা ।  
 অসঙ্গরূপোহয়মজ্যে। যতোহুহয়ো  
 বিজ্ঞায়তেহস্মিন্ পরিতো বিচারিতে । ৩১  
 বুকেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে  
 স্বপাদিতেদেন গুণত্রয়ঃ যনঃ ।  
 অছোহুহয়োহস্মিন্ ব্যাতিচারতো মূষা  
 নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলৈ শিবে । ৩২  
 দেহেজিয়প্রাণমনশ্চিদো যনং  
 সজ্বাদজস্যং পরিবর্ততে ধিয়ঃ ।  
 বৃত্তিস্তমোমূলতয়া স্কলক্ষণা  
 যাবন্তবেত্তাবদসৌ ভবোত্ত্ববঃ । ৩৩  
 নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতার্থিণো  
 হুদা সামাস্যাদিত্তিচিদনামুতঃ ।  
 ত্যজেদশেষং ভ্রগদাত্তসঙ্গং  
 পীত্বা বধাস্তঃ প্রেরহাতি তৎকলম্ । ৩৪  
 কদাচিদান্মা ন যতো ন জায়তে  
 ন স্মীয়তে নাপি বিবর্ত্ততেহনবঃ ।  
 নিরন্তসর্কাতিলয়ঃ সুখাস্বকঃ  
 স্বয়ং প্রভঃ সর্করণতোহুহরমবয়ঃ । ৩৫  
 এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাস্বকে  
 কথং ভবো হুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ।  
 অজ্ঞানতোহুধ্যাসবধাৎপ্রকাশতে  
 জ্ঞানে বিলীয়তে বিরোধতঃ স্বধাৎ । ৩৬  
 বদন্তদন্ত্রে বিভাষ্যতে ভ্রমাৎ  
 অধ্যাসমিড্যাহরমুৎ বিপক্ষিতঃ ।  
 অসর্পভূতেহুহি বিভাবনং বধা  
 রজ্জ্বাদিকে তদনসীযরে অমৎ । ৩৭  
 বিকল্পমায়ারহিতে চিদাস্বকে  
 হুহকার এব প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।

অধ্যাস এৰাশ্চনি সৰ্বকারণে  
 নিরাময়ে ব্রহ্মনি কেবলে পরে । ৩৮  
 ইচ্ছাদিরাগাদিমুখাদিধৰ্মিকারঃ  
 সদা ধিয়ঃ সংস্ফতিহেভবঃ পরে ।  
 বশ্যংপ্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ  
 মুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ । ৩৯  
 অনাদাবিদ্যোত্তববুদ্ধিবিশ্বিতো  
 জীবঃ প্রাকার্শোহয়মিতীৰ্য্যতে চিতঃ ।  
 আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো  
 বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি । ৪০  
 চিদ্ধিসসাক্ষাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-  
 স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ ।  
 অত্বেত্তমধ্যাসবশ্যংপ্রতীয়তে  
 জড়াজড়ত্বক চিদাস্মচেতসোঃ । ৪১  
 গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ  
 সঞ্জাতকিৰ্য্যাত্তভবো নিরীক্য তম্ ।  
 স্বাশ্বানমাত্মমুপাধিবর্জিতং  
 ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্ । ৪২  
 প্রকাশরূপোহহজ্ঞোহহমধরয়োহ  
 সক্রোধিতাতোহহমতীব নিৰ্দ্ধলঃ ।  
 বিশুদ্ধবজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ  
 সম্পূর্ণ আনন্দময়োহহমক্রিয়ঃ । ৪৩  
 সৌন্দৰ্যমুভ্যোহহমচিভ্যশক্তিমা-  
 নতীশ্চিন্নজ্ঞানমবিক্রিয়াস্বকঃ ।  
 অনন্তপারোহহমহর্নিশং বৃধে-  
 বি ভাবিতোহহং ছদি বেদবাদিভিঃ । ৪৪  
 এবং সদাস্বানমর্থগুতাস্ত্রনা  
 বিচারমাণস্ত বিশুদ্ধভাবনা ।  
 হস্তাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-  
 রসায়নং বহুদুপাসিতং রুজঃ । ৪৫  
 বিবিক্ত আসীন উপারতেশ্চিরো  
 বিনির্জিতাত্মা বিমলাস্তরালয়ঃ ।  
 বিভাবধেরদেকমনস্তসাধনো  
 বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ । ৪৬  
 বিশ্বং যদেতৎপরমাত্মদর্শনং  
 বিলাপারোদ্যানি সৰ্বকারণে ।  
 পূর্ণশিদ্ধানন্দমরোহবতিষ্ঠতে  
 ন বেদ বাহ্যং ন চ কিক্শিদান্তরম্ । ৪৭  
 পূৰ্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিত্রয়েৎ  
 গুণহারমাত্রং সচরাচরং জগৎ ।  
 তদেব বাচ্যং প্রথবো হি বাচকো  
 বিভাব্যতেহজ্ঞানকর্ণায় বোধতঃ । ৪৮  
 অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিধকো

হ্যকারকৈস্তেষম ঈর্ষ্যতে কৰ্মাৎ ।  
 প্রোক্তো মকারঃ পরিপঠ্যতেহবিলৈঃ  
 সমাধিপূৰ্ব্বং ন তু তদ্বতো ভবেৎ । ৪৯  
 বিশ্বং স্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ  
 উকারমধ্যে বহধা ব্যবস্থিতম্ ।  
 ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং  
 দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমৈ । ৫০  
 ম কারমপ্যাত্মনি চিদ্ববনে পরে  
 বিলাপয়েৎপ্রোক্তমপীহ কারণম্ ।  
 সোহহং পরং ব্রহ্ম সদা বিমুক্তিম-  
 দ্বিজ্ঞানদৃশুক্ত উপাধিতোহমলঃ । ৫১  
 এবং সদা জাতপরাস্ত্রাবনঃ  
 স্বানন্দতুষ্টিঃ পরিবিন্মুতাখিলঃ ।  
 আস্তে স নিত্যাস্ত্রমুখপ্রকাশকঃ  
 সাক্ষাদিমুক্তোহচলবারিসিদ্ধবৎ । ৫২  
 এবং সদাভ্যস্তসমর্ধযোগিনো  
 নিবৃন্তসর্কেশ্চিয়গোচরস্ত হি ।  
 বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা  
 দৃশ্যো ভবেয়ং জিতযড়্গুণাশ্বনঃ । ৫৩  
 ধ্যাতৈবমাত্মানমহর্নিশং যুনি-  
 স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবনঃ ।  
 প্রারক্তময়নভিমানবর্জিতো  
 মথ্যেব সাক্ষাৎপ্রবিলীযতে ততঃ । ৫৪  
 আদৌ চ মথো চ তথৈব চান্ততো  
 ভবং বিদিস্বা ভয়শোকাকারণম্ ।  
 হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং  
 ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাশ্বনাম্ । ৫৫  
 আশ্বস্তভেদেন বিভাবয়সিদ্ধং  
 ভবতাভেদেন ময়াশ্বনা তদা ।  
 যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ  
 স্বীরে বিয়ছোন্নয়নিলে স্বধানিলঃ । ৫৬  
 ইখং স্বদীক্কেত হি লোকসংস্থিতো  
 জগমু বৈবেতি বিভাবয়শ্বনিঃ ।  
 নিরাকৃতত্বাক্কৃতিসুক্তিমানতো  
 যথেন্দুভেদো দিশি সিগ্জ্ঞানদয়ঃ । ৫৭  
 বাবয় পশ্যেদখিলং মদাস্ত্বতং  
 তাবমদারাদনতং পরো ভবেৎ ।  
 প্রজ্ঞাপুরকৃত্যজিততক্ষিলমণো  
 বস্তস্ত দৃশ্যোহহমহর্নিশং ছদি । ৫৮  
 রহস্ময়েতচ্ছুক্তিসারসংপ্রহং  
 ময়া বিনির্জিত্য তবোদিতং শ্রিয়ঃ ।  
 যদেত্তদালোচরতীহ বুদ্ধিমান্  
 স মূঢ়্যতে পাতকরাশিভিঃ কপাৎ । ৫৯

শ্রীভবদীপং পরিবৃত্ততে জগৎ  
 বাটয়ৈব সর্কং পরিভ্রাতা চেতসা ।  
 মস্তাবনাভাবিত্তত্ত্বমানসঃ  
 সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ । ৬০  
 যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎপরং  
 হৃদা কদা বা যদি বা গুণাস্ককম্ ।  
 সোহহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্  
 পুন্যতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ । ৬১  
 বিজ্ঞানমেতদধিলং শ্রুতিসারমেকং  
 বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্ ।  
 যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেৎ গুণভক্তিযুক্তো  
 মন্ত্রপমেতি যদি মদচনেম্ ভক্তিঃ । ৬২  
 ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

একদা মুনয়ঃ সর্কং যমুনাতীরবাসিনঃ ।

আজগু রাবং শ্রেং ভয়াশ্রয়ণরক্ষসঃ ।  
 কৃত্যাগ্রে তু মুনিশ্রেং ভার্গবং চ্যবনঃ দ্বিজাঃ ।  
 অসখ্যাভাঃ সময়াভা রামাদভয়কাজিহ্নুঃ ॥ ২  
 তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রথুকুলোত্তমঃ ।  
 উবাচ মধুরং বাক্যং হর্ষমুনিমণ্ডলম্ ॥ ৩  
 করণাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্ ।  
 ধ্বজোহস্মি যদি যুগং মাং শ্রীত্যা শ্রেমিহাগতাঃ ॥ ৪  
 হৃদয়ং চাপি যৎ কার্যং ভবতাং তৎকরোম্যহম্ ।  
 আজ্ঞাপয়ন্ত মাং ভূত্যং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫  
 তচ্ছ্রুত্বা সহসা কৃষ্টচ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ ।  
 মধুনাম্ মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো ॥ ৬  
 আসীদতীব ধর্মীশ্চা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।  
 স্তম্ভ তুষ্ঠো মহাদেবো দর্শো শূলমহুস্তমম্ ॥ ৭  
 শ্রোহ চানেন যং হংসি স তু ভূমীভবিষ্যতি ।  
 রাবণশ্যাহুজা ভাৰ্য্যা তস্য কুন্তীনসী শ্রুতা ॥ ৮  
 ভক্ত্যাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ ।  
 আসীৎহুরাশ্চা দুর্ষর্ষে দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ ॥ ৯  
 পীড়িতান্তেন রাজেশ্বরং বয়ং স্বাং শরণং গতঃ ।  
 তচ্ছ্রুত্বা রাববোহপ্যাহ মা ভীর্ষে মুনিপূজবাঃ ॥ ১০  
 লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্ত বিগতজরাঃ ।  
 ইত্যুক্তাঃ শ্রোহ রামোহপি ভ্রাতৃনু কো বা হনিষ্যতি ॥ ১১  
 লবণং রাক্ষসং দদাম্যুত্রাহ্মণেভ্যোহস্তয়ং নহং ।  
 তচ্ছ্রুত্বা শ্রোগ্রহিঃ শ্রোহ স্তম্ভো রাবণায় টে ॥ ১২  
 অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো ।  
 স্ততো রামং নমস্কৃত্য শক্রশ্চো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩

লক্ষণেন মহৎ কার্যং কৃত্বং রাবণ সংযুগে ।  
 নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধিভরতো হুঃখমধুত্বং ॥ ১৪  
 অহমেব পমিষ্যামি লবণশ্য বধায় চ ।  
 যৎ প্রসাদাজনুশ্রেষ্ঠ হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥ ১৫  
 তচ্ছ্রুত্বা স্বাক্ষমারোপ্য শক্রশ্চং শক্রহৃদনঃ ।  
 শ্রোহাদ্যেবাভিষেক্যামি মথুরারাজ্যকারণাৎ ॥ ১৬  
 আনায্য চ হুসস্তারান্ লক্ষণেনাভিষেচনে ।  
 অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদতিবেকমকারয়ৎ ॥ ১৭  
 দশা তটম শরণং দিব্যং রামঃ শক্রশ্চমব্রবীৎ ।  
 অনেন জহি বাণেন লবণং লোককটকম্ ॥ ১৮  
 স তু সংপূজ্য তচ্ছ্রু লং গেহে গচ্ছতি কাননম্ ।  
 ভক্ষণার্থং তু জন্তুনাং নানা প্রাণিবধায় চ ॥ ১৯  
 স তু নাশ্যতি সদনং বাবদনচরো ভবেৎ ।  
 তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ ত্বং ব্রতকান্দুকঃ ॥ ২০  
 যোঃ স্ততে স তয়া ক্রুদ্ধস্তথা বধো ভবিষ্যতি ।  
 তংহুত্বা লবণং ক্রেং তদ্বনং মধুসংস্কৃতম্ ॥ ২১  
 নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ ত্বং মেহচুশাসনাৎ ।  
 অশানাং সঞ্চসাহস্রং রথানাঞ্চ উদ্বুদ্ধকম্ ॥ ২২  
 গজানাং ঘটশতানীহ পতীনামযুতত্রয়ম্ ।  
 আগমিষ্যতি পশ্চাত্মগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩  
 ইত্যুক্তা মুর্খ্যবদ্বায় শ্রেয়সামাস রাবণঃ ।  
 শক্রশ্চং মুনিভিঃ সার্কমাণির্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২৪  
 শক্রশ্চোহপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ।  
 হত্বা মধুহুতং যুদ্ধে মথুরামকরোং পুরীম্ ॥ ২৫  
 ক্ষীত্যাং জনপদং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ ।  
 সীতাপি সুযুবে পুত্রো ধৌ বাস্কীরেধাশ্রমে ॥ ২৬  
 মুনিস্তয়োনিম চক্রে কুশোজ্যোষ্ঠোহুজ্জো লবঃ ।  
 ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নো সীতাপুত্রো বভূবতুঃ ॥ ২৭  
 উপনীতো চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরো ।  
 কৃৎস্নং রামায়ণং শ্রোহকাব্যং বালকরোমু নিঃ ॥ ২৮  
 শক্ররেণ পুরা শ্রোক্তং পার্কীতে পুরহারিণা ।  
 বেদোপকুং হর্ষণার্থয় তাবদগ্ৰাহয়ং প্রভুঃ ॥ ২৯  
 কুমারো হরসম্পন্নো হুন্দরাবশ্বিনাবিব ।  
 তদ্বীতালসমায়ুক্তো গায়ন্তো চেরতুবনে ॥ ৩০  
 তত্র তত্র মুনিনাং তৌ সমাজে হুররূপিণৌ  
 গায়ন্তাবতিতো দৃষ্টা বিম্বিতা মুনয়োহক্রবন্ ॥ ৩১  
 গন্ধর্কেষু কিম্বরেণু ভূবি বা দেবেণু দেবালয়ে  
 পাডালেষষ বা চতুর্দ্বাষুগে লোকেষু সর্কেষু চ  
 অস্মাভিষ্টিরজীবিষ্টিরিতরং দৃষ্টা দিশঃ সর্কতো  
 নাজারীশুশরীতবদ্যগরিমানাধর্শিনাশ্রাবি চ ॥ ৩২  
 এবং ভবন্তিরিধিলৈম্ নিষ্টিঃ শ্রুতিবাসরম্ ।  
 আসাতে হুখমেকান্তে রামীকোরাভমে চিরম্ ॥ ৩৩

অথ রায়েহং মেধাদীং শকার বহুদক্ষিণান্ ।  
 বজ্ঞান্ স্পর্শময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ । ৩৪  
 তন্মিন্ বিতানে ধবয়ঃ সর্কে রাজর্ষয়ঙ্ঘা ।  
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিরা বৈশ্যাঃ সমাজঘ্য দিগ্বিজয়ঃ । ৩৫  
 বায়ীকিরপি সংগৃহ গায়ন্তৌ তৌ কুশীলবৌ ।  
 জগাম ঋষিবাটস্য সমীপং মুনিপুত্রবঃ । ৩৬  
 তত্রৈকান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্ ।  
 কুশঃ পত্রঞ্চ বায়ীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথাস্তরে । ৩৭  
 ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি সজ্জেকপান্তবতো হধিলম্ ।  
 দেহিনঃ সংসৃতবন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ । ৩৮  
 কথং বিমচ্যতে দেহী দৃঢ়বক্তাবোধিধাৎ ।  
 বক্ত মর্ষসি সর্কস্ক মহৎ শিষ্যায় তে মুনৈ । ৩৯  
 বায়ীকিরবাচ ।  
 শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্কং সজ্জেকপান্বকমোক্ষয়োঃ ।  
 স্বরূপং সাধনং চাপি মন্তঃ শ্রদ্ধা বধোদিতমু । ৪০  
 তদ্বৈবাচর ভজং তে জীবমুক্তো ভবিষ্যসি ।  
 দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাম্বনঃ । ৪১  
 তস্তাহঙ্কার এবাশিগম্ভী তেনৈব কল্পিতঃ ।  
 দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাম্বনি । ৪২  
 তেন তাদান্যামপন্নঃ স্বচেষ্টিতমশেষতঃ ।  
 বিদধাতি চিদানন্দে তস্তাসিতবপুঃ সয়ম্ । ৪৩  
 তেন সংস্কলিতো দেহী সঙ্কলনগড়ায়তঃ ।  
 পূত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কলয়তি চানিশম্ । ৪৪  
 সঙ্কলয়ন সয়ং দেহী পরিশোচতি সর্কদা ।  
 ত্রয়স্তস্তাহমো দেহা অধমোত্তমমধামাঃ । ৪৫  
 তমঃসম্ভরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ ।  
 তমোরূপাঙ্কি সঙ্কলান্নিত্যং তামসচেষ্টিয়াঃ । ৪৬  
 অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কুমিকীটস্থমাপু য়াৎ ।  
 সঙ্করূপো হি সঙ্কলো ধর্মজ্ঞানপরায়ণঃ । ৪৭  
 অদরমোক্ষসাত্মাজ্যঃ সুধরূপোহি তিষ্ঠতি ।  
 রজোরূপো হি সঙ্কলো লোকে স ব্যবহারবান্ । ৪৮  
 পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারাসুরশ্রিতঃ ।  
 ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতমহামতে । ৪৯  
 সঙ্কলঃ পরমাপোত পদমাজ্ঞপরিষ্কয়ে ।  
 দৃষ্টীঃ সর্কাঃ পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ । ৫০  
 সুবাহ্যভ্যস্তরার্ধস্ত সঙ্কলস্ত ক্ষয়ং কুরু ।  
 বাদ বর্ষমহুত্রাশি তপশ্চরসি দারুণম্ । ৫১  
 পাতালম্বস্ত ভূম্বস্ত বর্গম্বুত্রাশি তেহনঘ ।  
 নানাঃ কচ্চিদুপায়োহস্তি সঙ্কলোপশর্মাচুতে । ৫২  
 অনাবাধেহবিকারে যে স্থখে পরমপাবনে ।  
 সঙ্কলোপশমে বয়ং পৌকবেণ পরং কুরু । ৫৩  
 সঙ্কলতস্তৌ নিধিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ ।  
 স্থিরে তস্তৌ ন জানানঃ ক বাস্তি বিভবাঃ পরাঃ ৫৪

নিঃসঙ্কলো বধাশ্রোবাব্যবহারপরা ভব ।  
 কয়ে সঙ্কলজালস্ত জীবো ব্রহ্মক্ষমাৎ য়াৎ । ৫৫  
 অধিগতপরমার্থতামুপেত্য  
 প্রসত্তমপাস্য বিকল্পজালমুক্তৈঃ ।  
 অধিগময় পদং তদবিতীয়ং  
 বিতত্তত্বার্থয় সুবৃশ্চিন্তবৃত্তিঃ । ৫৬  
 ইতি যতোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

বায়ীকিনা বোধিতোহনৌ কুশঃ সন্দেস্য গতভ্রমঃ ।  
 অস্তুর্ধ জ্ঞো বহিঃ সর্কমমুহুর্কংশচচার সঃ । ১  
 বায়ীকিরপি তৌ প্রাহ সীতাংপুত্রৌ মহাধিরৌ ।  
 তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীধিমু সর্কতঃ । ২  
 রামস্যাগ্রে প্রগায়তোং শুক্রবৃষদি রাষবঃ ।  
 ন গ্রাহং বৈ যুবাজাংতদ্ব্যদি কিঞ্চিৎপ্রদাস্যাতি ৩  
 ইতি তৌ চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ ।  
 যথোক্তমুশিষ্য পূর্কং তত্র তনাজাগায়তাম্ । ৪  
 তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্কচর্যাং ততস্ততঃ ।  
 অপূর্কপাঠজাতিক গেলেন সমভিন্ন তাম্ । ৫  
 বালয়ো রাষবঃ শ্রদ্ধা কেইত্বহলমুপেয়িবান্ ।  
 অথ কশ্মাস্তরে রাজা সমাহুয় মহামুনীন্ । ৬  
 রাজ্ঞেশ্চ ব নরব্যাক্তঃ পতিত্যাংশ্চ ব নৈগমান্ ।  
 পৌরাণিকাংশ্চন্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ । ৭  
 এতান্ সর্কান্ সমাহুয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ ।  
 তে সর্কে হুষ্টিমনসো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ । ৮  
 রামং তৌ দারকৌ দৃষ্টু । বিশ্মিতা হনিমেবশাঃ ।  
 অবোচন্ সর্ক এবৈবতে পরম্পরমথাগতাঃ । ৯  
 ইমৌ রামস্য সমুশৌ বিধাধিস্থমিবোধিতৌ ।  
 জটিলৌ যদি ন স্মাতাং ন চ বকলধারিপৌ । ১০  
 বিশেষং নাধিগচ্ছামৌ রাষবস্তানয়োস্তদা ।  
 এবং সংবদতাং তেষাং বিশ্মিতানাং পরম্পরম্ ১১  
 উপস্ক্রমতুর্গতাং তাবুভৌ মুনিদারকৌ ।  
 ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গাঙ্কর্কমতিমাহুয়ম্ । ১২  
 শ্রুত্বা তন্মধুরং গীতমপরাহুে রথতমঃ ।  
 উবাচ ভরতং চাত্য্যং দীর্ঘতামযুতং বহু । ১৩  
 দীর্ঘমানং সুবর্কন ত জ্ঞেহহতুস্তদা ।  
 কিননেন সুবর্ণেন রাজ্ঞৌ বস্ততোজিনৌ । ১৪  
 ইতি সংত্যজ্য সধবস্তং অথতুমু নিসমিধিম্ ।  
 এবং শ্রুত্বা তু চরিতং রামঃ বনে ব শিষ্যিতঃ । ১৫  
 জাত্বা সীতাহুমানৌ তৌ শক্রং কেববদ্রবীৎ ।  
 হনুমন্তং সুবর্ণকং বিভীষণম্বাক্ষবম্ । ১৬  
 ভগবতং মহাত্মানং বায়ীকিং মুনিমন্তমম্ ।

শানিরকঃ মুনিবরঃ সসীতং দেবসম্মিতম্ । ১৭  
 শান্ত্য পৰ্বদো মধ্য প্রত্যয়ং জনকায়ত্না ।  
 করোতু শপথঃ সৰ্কে জানন্ত পতকখবাম্ । ১৮  
 সীতাং তবচনং শ্রুত্বা পতাঃ সৰ্কেহতিবিস্মিতাঃ ।  
 উচুৰ্ভোগ্যঃ রামেণ বাসীকিং রামপার্বদাঃ । ১৯  
 রামস্ত হৃদ্যতং সৰ্কেং শ্রাদ্ধা বাসীকিরব্রবীৎ ।  
 ধঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি । ২০  
 বোধিতাং পরমং দৈবং পতিরের ন সংশয়ঃ ।  
 তচ্ছুভা সহসা গতা সৰ্কে প্রোচুসু নৈবচঃ । ২১  
 রাঘবস্থাপি রামোহপি শ্রদ্ধা মুনিবচস্তথা ।  
 রাজানো মুনয়ঃ সৰ্কে পৃথুধমিতি চাত্রবীৎ । ২২  
 সীতায়ঃ শপথং লোকা বিজানন্ত ভভান্ততম্ ।  
 ইত্যুক্তা রাঘবেণাশ লোকাঃ সৰ্কে দিদ্গম্বঃ । ২৩  
 ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ ।  
 বানরাশ্চ সমাজয়ঃ কোত্বহলসমধিতাঃ ॥ ২৪  
 ততো মুনিবরস্তুং সসীতঃ সমুপাগমৎ ।  
 অশ্রুতস্তমুখিং কৃতা বাস্তী কিঞ্চিদবাধুধী । ২৫  
 কৃতাঞ্জলিক্ৰীপকল্পী সীতা বজ্রং বিবেশ তম্ ।  
 দৃষ্টী লক্ষ্মীমিবায়াতীং ব্রহ্মাণমুবাগিনীম্ । ২৬  
 বাসীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভুৎ ।  
 তদা মধ্য জনৌষজ এবিস্ত মুনিপুঙ্গবঃ । ২৭  
 সীতাসহায়ো বাসীকিরিতি প্রোহ চ রাঘবম্ ।  
 ইয়ং দাশরথে সীতা হুত্রতা ধর্মচারিণী । ২৮  
 অপাণা তে পুরা ত্যক্তা মমাপ্রমসমীপতঃ ।  
 লোকাশবাধস্তীতেন হুভা রাম মহাবনে । ২৯  
 প্রত্যয়ং দান্ততে সীতা তদমুক্তাতুমর্সি ।  
 ইমৌ তু সীতাতনয়ান্বনৌ বনলজাতকৌ । ৩০  
 হুভৌ তু তব হৃদর্থে তথ্যমেতদ্ব্রবীমি তে ।  
 প্রেতেতসোহহংদশমঃ পুত্রো রথুক্লোদ্বহ । ৩১  
 জন্তং ন স্মরাম্যক্তং বধেদৌ তব পুত্রকৌ ।  
 বহুন্ বর্ষণান্ সম্যক্ তপশ্চর্যা ময়া কৃতা । ৩২  
 নোপান্নীয়াং কলং তস্তা হুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ।  
 বাসীকিনৈবমুক্তং রাঘবঃ প্রোত্যভাষত । ৩৩  
 এবমেতদ্ব্যহাশ্রোক্ত বধা বধসি হুত্রত ।  
 প্রত্যয়ো জনিতো বহুং তব বাট্যক্যকিবিবৈঃ । ৩৪  
 লক্ষারামসি দত্তো মে বৈদেহ্য প্রোত্যয়ো মহান্ ।  
 দেবানাং পুরতন্তেন মধিরে সংপ্রবেশিতা । ৩৫  
 সেরং লোকভয়াহুত্রজন্ম অপাণাপি সতী পুরা ।  
 সীতা ময়া পরিভ্যক্তা স্তবান্ তং কন্তমর্সি । ৩৬  
 মমৈব জাতৌ জানামি পুত্রাবেতৌ কুলীনবৌ ।  
 তদ্বারং জনতীকথে সীতারং প্রীতিরন্ত মে । ৩৭  
 দেবাঃ সৰ্কে পরিভ্রাজ রাষাতিপ্রায়মুংহকাঃ ।  
 ব্রহ্মাণবপ্রত্যঃ কৃতা সমাজয়ঃ সহস্রধাঃ । ৩৮

প্রজাঃ সমাপন্ন হুষ্টাঃ সীতা কোষেরবাসিনী ।  
 উদম্বরী হৃদ্যদৃষ্টিঃ প্রোক্তনির্বাক্যমব্রবীৎ । ৩৯  
 রামাদন্তং বধাহং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে ।  
 তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্সতি । ৪০  
 তথা শপথ্যোঃ সীতারোঃ প্রাহুসীতান্বাহুতম্ ।  
 ভুতলাদ্বিব্যমভার্থং সিংহাসনমহুস্তমম্ । ৪১  
 নাপেত্রেত্রিয়মাগঞ্চ দিব্যদেহৈরবিপ্রভম্ ।  
 ভূদেবী জানকীং দোষ্ঠ্যাং গৃহীত্বা মেহসংযুতা ॥ ৪২  
 ষাণতং তামুবাচেনাং আসনে সন্ন্যবেষণং ।  
 সিংহাসনস্থ্যং বৈচেহীং শ্রবিশস্ত্যং রসাতলম্ ॥ ৪৩  
 নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টির্দ্বিবা সীতামবাকিরং ।  
 সাধুবাদশ্চ হুমহান্ শেবানাং পরমাদৃতঃ ॥ ৪৪  
 উচুশ্চ বহুধা বাচো হস্তরীক্ষপতাঃ হুরাঃ ।  
 সন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সৰ্কে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৪৫  
 বানরাশ্চ মহাকারাঃ সীতাশপথকারণাং ।  
 কেচিচ্ছিন্তাপরাস্ততাঃ কেচিচ্ছানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬  
 কেচিচ্ছ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিংসীতামচেতসঃ  
 মুহূর্তমাত্রং তৎসৰ্কেং ভূকীভুতমচেতনম্ । ৪৭  
 সীতাশ্রবেশনং দৃষ্টু সৰ্কেং সমোহিতং জগৎ ।  
 রামস্ত সৰ্কেং জ্ঞাটৈব ভবিব্যং কার্যগৌরবম্ ॥ ৪৮  
 অজানমিব হুঃধেন শুশোচ জনকায়ত্নায় ।  
 ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্কং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯  
 প্রোতিবুধ ইব স্বপ্নাঙ্ককারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ  
 বিসমজ্ঞ ঋণীন্ সর্কান্ ঋতিজ্ঞো বৈ সমাগতাঃ ॥ ৫০  
 তান্ সর্কান্ ধনরত্নাদৈর্যস্তোষয়ামাস ভূরিশঃ  
 উপাদায় কুমারো তৌ অবোধামগমংপ্রভুঃ ॥ ৫১  
 তদাদিনিশ্চহো রামঃ সৰ্কেভোগেণ সর্কদা  
 আশ্চিচ্ছাপরো নিত্যমেকান্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২  
 একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাগবে সতি ।  
 জ্যোত্বা নারায়ণংসাক্ষংকৌশল্যাশ্রিয়বাধিনী ॥ ৫৩  
 তজ্যগত্য প্রাসন্নং তৎপ্রণতা প্রোহ হুষ্টধীঃ ।  
 রাম ত্বং জগতামাদিরা দিমধ্যান্তবর্জিতঃ ॥ ৫৪  
 পরমাত্মা পরমানন্দঃ পূর্নঃ পুঙ্কব ইশ্বরঃ ।  
 জাতোহসি মে গর্ভগৃহে মনপূণ্যতিরেকতঃ ॥ ৫৫  
 অবমানে মমাপ্যদ্য সমরোহভূদ্রযুক্তম্ ।  
 নাশ্যপ্যবোধজঃকুংসো ভববন্ধোনিবর্জতে ॥ ৫৬  
 ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্জকম্ ।  
 বধা সজ্জপতো কুরাত্বা বোধয় মাংবিত্তো ॥ ৫৭  
 নিকের্দবাদিনীসেবীং মাতরংমাতৃবৎসলঃ  
 দহানুঃ প্রোহ ধর্মাত্মা জরাজর্জরিতাংভভাম্ ॥ ৫৮  
 মার্গাশ্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষপ্রদাধিকাঃ  
 কর্ববোধো জ্ঞানবোধোস্তোভিষোদক শাশ্বতঃ ॥ ৫৯  
 ভক্তির্কিঞ্চিদ্যতে মাতৃব্রিবা তপভেদতঃ ॥

স্বভাবো বস্ত বস্তেন তস্ত ভক্তিবিভিন্যতে । ৬০  
 বস্ত হিংসাং সমুদ্ভিত্ত দস্তং মাংস্ত্রবমেব বা ।  
 ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরস্তী তস্তো মে ভাবসঃস্বুবো । ৬১  
 ফলাভিসন্ধিভৌনাথী ধনকামো বশস্তথা ।  
 স্ৰীচন্দো ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎস তু রাজসঃ । ৬২  
 পরম্বিন্মপিতং বস্ত কৰ্মনির্হরণায় বা ।  
 কর্তব্যমিতি বা কৃধ্যাত্তেদবুদ্ধ্যা স সাত্ত্বিকঃ । ৬৩  
 মদগুণাপ্রবণাদেব মযানস্তগুণাগরে ।  
 অবিক্ৰিয়া মনোবৃত্তিবধা পঙ্গাসুনোহ্ৰসুধো ।  
 তদেব ভক্তিযোগসা লক্ষণং নিগুণস্ত হি । ৬৪  
 অহৈতুক্যব্যবহিতা বা ভক্তিময়ি জায়তে ।  
 সা মে সালোক্যসামীপ্যসাষ্টি সাযুজ্যমেব বা । ৬৫  
 দ্ৰুদাত্যপি ন গহুস্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ।  
 স এবাত্যস্তিকো যোগোভক্তিমাৰ্গস্যভামিনি । ৬৬  
 মত্তাবং প্রাপু স্তেনে অভিক্রম্য গুণত্রয়ম্ ।  
 মহতা কামহীনেন স্বধৰ্ম্মাচরণেন চ । ৬৭  
 কৰ্মযোগেন শস্তেন বক্তিতেন বিহিংসনম্ ।  
 মদর্শনস্ততিমহা পূজাতিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ।  
 ভূতেষু মত্তাবনয়া সাক্ষেনাসত্য বর্জনৈঃ ।  
 বহুমানেন মহতাং হুঃখিনঃমহুকম্পয়া । ৬৯  
 ধসমানেষু মৈত্র্যা চ ধমাদীনাং নিবেষণা ।  
 বেদান্তবাক্যপ্রবণায়ম নামাসুকীৰ্ত্তনাং । ৭০  
 সংসঙ্গেনার্জবেবৈনৈব হুহমঃ পরিবৰ্ত্তনাং ।  
 কাক্ষরা মম ধৰ্ম্মস্য পরিশুদ্ধাত্তরো জনঃ । ৭১  
 মদগুণশ্রবণাদেব যাসি মামজ্ঞসা জনঃ ।  
 বধা বায়ুবধাং পদঃ স্বাস্ত্রবাদ্ভ্রাণমাবিশেৎ । ৭২  
 যোগাত্যাসরতং চিন্তমেব মাত্মানমাবিশেৎ ।  
 সর্কেষু প্রাণিছাত্তেষু হুহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ । ৭৩  
 তমজ্ঞাত্বা বিমুঢ়ান্না কুরুতে কেবলং বহিঃ ।  
 ক্রিয়োগপট্টনৈন কভেদৈদ্র বৈযমে নাস্ত ভৌষণম্ ।  
 ভূতাবমানিনাচীরামিতিতোহহং ন পূজিতঃ । ৭৫  
 ভাবমার্চয়েদেবং প্রীতিমাদৌ স্বকৰ্ম্মভিঃ ।  
 বাবৎসর্কেষু ভূতেষু হিতং চাস্মিন ন স্মরেৎ । ৭৬  
 বস্ত ভেদং প্রকুরুতে স্বাঙ্গনশ্চ পরস্ত চ ।  
 ভিন্নদৃষ্টেভয়ং মৃত্যুস্তস্ত কৃধ্যান সংশয়ঃ । ৭৭  
 সামভঃ সর্কভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্ ।  
 একং জ্ঞানেন যানেন মৈত্র্যা চার্কেভক্তিরধীঃ । ৭৮  
 চেতসৈবানিশং সর্কভূতানি প্রপদেৎ সুধীঃ ।  
 জাত্বা মাং চেতনং গুহ্যং স্বীকরণেপ সংস্থিতম্ । ৭৯  
 তন্মাৎকদাচিদেবেত জ্ঞেয়মী পরজীবয়োঃ ।  
 ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া সাত্ত্বকীরিতঃ । ৮০  
 আলম্ব্যেকতয়ং বাপি পুরুষঃ শব্দযুক্তি ।  
 স্ততো মাংভক্তিযোগেন সাতঃ সর্কহৃদিস্থিতম্ । ৮১

পুত্ররূপেণ বা নিত্যং শূদ্রা শাস্ত্রমকাপ্যসি ।  
 শূদ্রা রামস্ত বচনং কৌসল্যানন্দসংযুতা । ৮২  
 রামং সদা হৃদি ধ্যান্তা হিত্বা সংসারবন্ধনম্ ।  
 অভিক্রম্য পতীন্তিপ্রোহপ্যবাস পরমাং পরিতম্ । ৮৩  
 কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিপদিতং  
 পূৰ্ণমেবাধিপম্য  
 শ্রদ্ধাত্তিক্ৰমাত্মা হরি রঘুডিলকং  
 ভাবমজী পতাসুঃ ।  
 গতা সৎ ফুরস্তী দশরথসহিতা  
 যোগমানাবতছে  
 মাতাশ্রীলক্ষ্মণতাপ্যতিবিমলমতিঃ-  
 প্রাপ ভর্ত্তঃসমীপম্  
 ইতি সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অথ কালে পতে কমিন্ ভরতো ভীমবিক্রমঃ ।  
 যুধাজিতা মাতুলেন হাহুতোহগাং সসৈনিকঃ । ১  
 রামাস্তয়া পতন্তো হবা পঙ্গবনায়কান্ ।  
 তিশ্রঃ কোটাঃ পুরে যে তু নিবেস্ত রঘুনন্দনঃ । ২  
 পুন্দরং পুন্দরাবত্যাং তকং তক্ষণিলাহরে ।  
 অভিমিত্য হতো তত্র ধানধাত্তহুহুদ্বতো । ৩  
 পুনরাপত্য ভরতো রামং সেবাপরোহভবৎ ।  
 ততঃ প্রীতো রঘুজ্ঞেষ্ঠো লক্ষ্মণং প্রাহ সাধরম্ । ৪  
 উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্  
 তত্র ভিন্নান্ বিনির্জিত্য হুস্তান্ সর্কাপকারিণঃ । ৫  
 অকৰ্ম্মচিৎকেতুশ্চ মহাসম্পন্নরাজ্ঞৌ ।  
 যয়োষে নগরে কৃত্বা পজাধনরতকৈঃ । ৬  
 অভিমিত্য হতো তত্র শীত্মানচ্ছ মাং পুনঃ ।  
 রামস্তাজ্জং পুরস্কৃত্য পজাধবলবাহনঃ । ৭  
 গতা হবা রিপুন্ সর্কান্ স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ ।  
 সৌমিত্রিঃ পুনরাপত্য রামসেবাপরোহভবৎ । ৮  
 ততস্ত কালে মহতি প্রয়াতে  
 রামং সদা ধৰ্ম্মপথে স্থিতং হরিম্ ।  
 দ্রষ্টুং সমাপাত্ত্বিবেশধারী  
 কাপস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ । ৯  
 নিবেদয়শাভিবলস্ত দূতং  
 মাং ব্রষ্ট কামং পুরুষোত্তমায় ।  
 রামায় বিজ্ঞাপনমতি তস্ত  
 নহর্ষিযুধ্যস্ত চিরায় ধীমত্ । ১০  
 তস্ত ততচনং স্বপ্না সৌমিত্রিঃ স্বরায়িত্তিঃ ।  
 আচচকেৎ স্বপ্নায় সৎপ্রীত্যং তপোবনম্ । ১১



এবং ক্রমশঃ প্রোবাচ লক্ষণং রাখবো বচঃ ।  
 শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত মুনিসংস্কারপূর্বকম্ । ১২  
 লক্ষণন্ত উৎকৃষ্টা প্রাবেশয়ত উপাসমু ।  
 স্বতেজসা ক্রমশ্চ ৩৭ মৃতসিক্তং স্বধানলম্ । ১৩  
 সোহভিগম্য রমুশ্রেষ্ঠং নীপ্যমানঃ স্বতেজসা ।  
 মুনিমধুরবাক্যান বর্ষশ্বেত্যাহ রাখবম্ । ১৪  
 তন্মৈ স মুনয়ে রামঃ পুঞ্জাং কৃৎস্না বধাবিধি ।  
 পৃষ্ট নিাময়মব্যগ্রো রামঃ পৃষ্টোহথ তেন সঃ । ১৫  
 দিব্যাসনে সমাসীনো রামঃ প্রোবাচ তাপনম্ ।  
 বদধর্মাপডোহসি ভুমিহ তৎপ্রাপয়স্ব মে । ১৬  
 বাক্যেন চোদিতভলেন রামেণাহ মুনিবচঃ ।  
 চন্দ্রমেব প্রয়োক্তব্যমনালক্ষ্য দ্ব ততঃ । ১৭  
 নাশ্চেন চৈতৎ শ্রোতব্যাং নাধ্যাতবঞ্চ কস্তচিত্ ।  
 পুপুয়াৎ বা নিরীক্ষেৎ বা যঃ স বধ্যস্তয়া প্রভো । ১৮  
 জঘেতি চ শ্রোতজ্ঞায় রামো লক্ষণমব্রবীৎ ।  
 তিষ্ঠ ত্বং ঘারি সৌমিত্রে নায়াত্বত্র জনো রহঃ । ১৯  
 বদ্যাপচ্ছতি কো বাপি স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ ।  
 ততঃ প্রাহ মুনিসং রামো যেন বা ত্বং বিসর্জিতঃ ২০  
 স্বতে মনীষিতং বাক্যং তদ্বদন্ত মমাত্নতঃ ।  
 ততঃ প্রাহ মুনিবাক্যং শূণ রাম যথা তথম্ । ২১  
 ব্রহ্মণা শ্রেষিভোহশ্মিৎ কার্যার্থে তেহভিক্তং প্রেভে  
 অহং হি পূর্বজ্ঞো দেব তব পুত্রঃ পরস্তপ । ২২  
 মায়াসজমজ্ঞো বীর কালঃ সর্বহরঃ স্মৃতঃ ।  
 ব্রহ্মা ত্যামাহ ভগবান্ সর্বদেবর্ষপুঞ্জিতঃ । ২৩  
 রক্ষিত্বং স্বর্গলোকস্ত সময়স্তে মহামতে ।  
 পুরা ভূমেক্ত এবাসীলোকান্ সংহৃত্য মায়য়া । ২৪  
 ভাধ্যয়া সহিতস্ত্বং যামদৌ পুত্রমজীজনমঃ ।  
 তথা ভোগবতং নাগমনস্তুমুদকেশয়ম্ । ২৪  
 মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং হৌ সসন্তৌ মহাবলৌ ।  
 মধুকৈটভকৌ দৈভৌ হি হবা য়েদোহস্থিসকলম্ ২৬  
 ইমাং পরিত সমছাঃ মেদিনীং পুরুবর্ষভ ।  
 পশ্চে দিব্যার্কসংগাশে নাত্যামুংপাদ্য মামপি । ২৭  
 মাং বিধায় প্রাজাধ্যক্ষং মায় সর্বং জ্ঞবেদয়ুৎ ।  
 সোহহং সংযুক্তসংভারত্বামবোচং জগৎপতে । ২৮  
 রক্ষাং বিধেৎ তুভ্যেত্যে মে মে বীধ্যাপহারিণঃ ।  
 উতস্ত্বং কস্তপাচ্ছাতো বিষ্ণুর্বামনরূপধ্বক্ । ২৯  
 ছাতবানিস ভুভারং বধাত্রকোপগক্ত চ ।  
 সর্কাস্তংসার্থ্যমাপান প্রোক্তাহ ধরশীধর । ৩০  
 রাবণস্ত বধাকালী মন্ত্যলোকমুপায়তঃ ।  
 দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশুভ্রানি চ । ৩১  
 কৃৎস্না বাসস্ত সময়ং ত্রিংশশেষ্যস্বনঃ পুরা ।  
 স তে মনোরথঃ পুণঃ পুণে চারুবি বেত্রম্ । ৩২  
 কালতাপসরূপেণ স্বংসমীপমুপাশমম্ ।

ততো ভূমুস্ত তে বুদ্ধিধিরিচ্ছা মুপাসিতুম্ । ৩০  
 তস্তথা ভব তত্রং তে এবমাহ পিতামহঃ ।  
 বদি তে গমনে বুদ্ধির্বেবেলোকং জিতেশ্রিয় । ৩১  
 সনাধা বিষ্ণুনা দেবা ভবন্ত বিপতজরাঃ ।  
 চতুর্শুশস্ত তদ্বাবাক্যং শ্রুত্বা কালেন ভাবিতম্ । ৩২  
 হসন্ রামস্তদা বাক্যং কৃৎস্নস্তাক্তমব্রবীৎ ।  
 শ্রুতং তব বচো মেহদ্য মমাপীষ্টতরং তু তৎ । ৩৩  
 সন্তোষঃ পরণো জ্ঞেয়স্তাশ্রয়নকারণাৎ ।  
 ত্রয়শামপি লোকানাং কার্যার্থঃ মম সন্তবঃ । ৩৪  
 তত্রং তেহৃৎসামিষ্যামি যত এবাহমায়তঃ ।  
 মনোরথস্ত সংপ্রাপ্তো ন মেহত্রাস্ত বিচারণা ৩৫  
 সৎসেবকানাং দেবানাং সর্ক কার্যেষু বৈ ময়া ।  
 স্থাতব্যং মায়য়া পুত্রং যথা চাহ প্রজাপতিঃ । ৩৬  
 এবং তয়োঃ কথয়তোহ বীসা মুনিরভ্যাসাং ।  
 রাজদ্বারং রাখবস্ত দর্শনাপেক্ষয়াদৃতম্ । ৪০  
 মুনিলক্ষণমাদাল্য ত্রুর্কাসা বাক্যমব্রবীৎ ।  
 শীঘ্রং দর্শয় রামং মে কার্যং মেহত্যন্তমাহিতম্ । ৪১  
 তচ্ছুত্বা প্রাহ সৌমিত্রিমু নিং জলনতেজসম্ ।  
 রামেণকার্যং কিং তেহদ্যাকিং তেহভীষ্টং করোম্যহম্ ৪২  
 রাজা কার্যস্তারয়েত্বো মুহূর্তং সংপ্রৌঢ়ীক্যতাৎ ।  
 তচ্ছুত্বা ক্রোধসন্তপ্তো মুনিসৌমিত্রিমব্রবীৎ ৪৩  
 অগ্নিন্ ক্রপে তু সৌমিত্রে ন দর্শয়সি চেহিতুম্ ।  
 রামং সবিষয়ং বংশং তন্মাতৃব্যায় সংশয়ঃ । ৪৪  
 ঐ শ্বা উত্তচনং যোরমুখে ত্রুর্কাসসো ভূশম্ ।  
 স্ব রূপং তস্ত বাক্যস্ত চিন্তয়িত্বা স লক্ষণঃ । ৪৫  
 সর্কনাশায়রং মেহদ্য নাশো হেক্তস্ত কারণাৎ ।  
 নিশ্চিত্যত্যং ততো গুত্বা রামায় প্রাহ লক্ষণঃ ৪৬  
 সৌমিত্রেবচনং শ্রুত্বা রামঃ কালং ব্যসর্জয়ুৎ ।  
 শীঘ্রংনির্গম্য রামোহপি দদর্শাত্রোঃ স্তুতং মুনিম্ ৪৭  
 রামোহভিবাদ্য সংপ্রীতো মুনিসং পপ্রচ্ছ সাধরম্ ।  
 কিং কার্যং তে করোমীতি মুনিমাহ রঘুন্তমঃ ৪৮  
 তচ্ছুত্বা রামবচনং ত্রুর্কাসা রামমব্রবীৎ ।  
 অদ্য বর্ষসহস্রাণামুপবাসমমাপনম্ । ৪৯  
 অতো ভোজনমিচ্ছামি সিদ্ধং যতে রঘুন্তম ।  
 রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা সন্তোষেণ সমধিতঃ ৫০  
 সসিদ্ধময়ং মুনয়ে যথাবৎ সমুপাহরং ।  
 মুনিত্রুংস্তাশ্রয়মুতং স্তুতঃ পুনরভ্যাসাৎ ৫১  
 স্ব মাপ্রমং গতে তস্মিন্ রামঃ সম্ভার ভাবিতম্ ।  
 কালেন শোকঃপার্শ্বো বিমনাচ্চাতিবিহ্বলঃ ৫২  
 অবাঙ মুখো দীনমনা ন দশাকান্তিভাবিতম্ ।  
 মনসা লক্ষণং জ্ঞাত্বা হতপ্রায়ং রঘুবহঃ ৫৩  
 অবাচুখো বভূবাহ ত্রুর্কীমেবাখিলেপরঃ ।  
 ততো রামংবিলোক্যাহ সৌমিত্রিঃ শ্বংসংস্তু ৫৪

হুকীকৃতং চিত্তয়ন্তং নহন্তং মেহবন্ধনম্ ।  
 মৎকৃতে ত্যজ সত্যাপং জহি মাং রঘুনন্দন । ৫৫  
 গতিঃ কালস্ত কলিতা পূৰ্ণমেবেদুশী প্রভো ।  
 তুয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু নরকো মে ক্রবৎ ভবেৎ । ৫৬  
 ময়ি প্রীতি যদি ভবেৎ স্বৰ্গায়ুগ্রাহক তা তব ।  
 ত্যক্তা শক্যং জহি প্রীজ্ঞ মা মা ধৰ্ম্মং ত্যজ প্রভো ।  
 সৌমিত্ৰিপোক্তং তজ্জ্বা রামশ্লিষিতমানসঃ ।  
 আছুয় মন্ত্রিণঃ সৰ্কান্ বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ । ৫৮  
 মুনেরাগমনং যন্ত কালস্থাপি হি ভাষিতম্ ।  
 প্রতিজ্ঞামান্ননৈশ্চ ব সৰ্কমাবেদয়ৎ প্রভুঃ । ৫৯  
 ক্রত্বা রামস্ত বচনং মন্ত্রিণঃ সপুৰোহিতাঃ ।  
 উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সৰ্কৈ রামমাক্ৰিষ্টকারিণম্ । ৬০  
 পূৰ্ণমেব হি নির্দিষ্টং তব ভূতারহারিণঃ ।  
 লক্ষণেন বিরোগস্তে জ্ঞাতো বিজ্ঞানচক্ষুষা । ৬১  
 ত্যক্তান্ত লক্ষণং রাম মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো ।  
 প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে ধৰ্ম্মো ভবতি নিফলঃ । ৬২  
 ধৰ্ম্মে নষ্টেহখিলে রাম ত্ৰৈলোক্যং নশ্রুতি ক্রবম্ ।  
 ত্বং তু সৰ্কস্ত লোকস্ত পালকোহসি রঘুন্তম । ৬৩  
 তক্তা লক্ষ্মন মবেকং ত্ৰৈলোক্যং ত্রাতুমহসি ।  
 রামো ধৰ্ম্মার্থসাহিতং বাক্যং তেবা মনিন্দিতম্ । ৬৪  
 সভামধ্যে সমাশ্রিত্য প্রাহ সৌমিত্ৰিমঞ্জসা ।  
 বধেষ্ঠং গচ্ছ সৌমিত্ৰে মাতৃকৰ্ম্মস্ত সজ্জয়ঃ । ৬৫  
 পরিত্যাগো বধো বাপি সতামেবোভয়ং সমম্ ।  
 এব যুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে হুঃখবানুদিতেক্ষণঃ । ৬৬  
 রামং শ্ৰণম্য সৌমিত্ৰিঃ শীজ্ৰং গৃহমগাং স্বকম্ ।  
 ততোহগাং সরযুতীরমাচম্য স কৃতাজ্জলিঃ । ৬৭  
 নবদ্বারাপি সংযম্য মুশ্ৰি প্রাণমধারয়ৎ ।  
 যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম বা নুদেবাধ্যমব্যয়ম্ । ৬৮  
 পদং তৎ পরমং ধাম চেতসা সোহভ্যচিস্তয়ৎ ।  
 বায়ুরোধেন সংযুক্তং সৰ্কৈ দেবাঃ সহর্ষয়ঃ । ৬৯  
 সাগরো লক্ষণং পুটৈশ্চত্ব বৃষ্ণ স মাকিরনু ।  
 অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎ সশরীরং স বাসবঃ । ৭০  
 গৃহীত্বা লক্ষণং শক্রঃ স্বর্গলোকমধাগমৎ ।  
 ততো বিকোশ্চতুর্ভাগং তৎ দেবং হুঃসন্তমাঃ ।  
 সৰ্কৈ দেবর্ষয়ো দৃষ্টা লক্ষণং সমপূজয়ন । ৭১  
 লক্ষণে হি দিবমাগতে হরৌ  
 সিদ্ধলোকপতযোবিনস্তদা ।  
 ব্রহ্মণা সহসমাগমমুদা  
 জষ্ট মাহিতমহাহিরূপকম্ । ৭২

ইতি অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষণং তু পরিত্যক্তা রামো হুঃখসমম্বিতঃ ।  
 মন্ত্রিপো নৈপমাংসৈশ্চ বসিষ্ঠং চেদমব্রবীৎ । ১  
 অভিষেক্যামি ভরতমধিরাজ্যো মহামতিম্ ।  
 অদ্য চাহং পমিষ্যামি লক্ষণস্ত পদাঙ্গুণঃ । ২  
 এবযুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে পৌরজানপদাস্তদা ।  
 জমা ইব ছিন্নমূলা হুঃখার্থাঃ পতিতা কুবি । ৩  
 মুচ্ছিত্তো ভরতো বাপি ক্রত্বা রামাভিতাষিতম্ ।  
 গর্হয়ামাস রাজ্যং স প্রাহেদং রামসম্মিধৌ । ৪  
 সত্যেন চ শপে নাহং ত্বাং বিনা দিবি বা কুবি ।  
 কাজ্জৈ রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ শপে ত্বং পাদয়োঃ প্রভো ।  
 ইমৌ কুলশলবো রাজন্ অভিষিক্ষ্য রাধব ।  
 কোশলেষু কুশং বীরমুত্তরেষু লবং তথা । ৫  
 গচ্ছত্ব দূতাশ্চরিতং শক্রয়ানয়নায় হি ।  
 অশ্বাকমেতদ্ গমনং স্ববাসায় শৃণোতু সত । ৬  
 ভরতেনোদিতং ক্রত্বা পতিতান্তাঃ সমীক্ষ্য তম্ ।  
 প্রীজ্ঞাৎ ভয়সম্বিধা রামবিপ্লবকাতরাঃ । ৮  
 বসিষ্ঠে ভগবানু রামমুবাচ সদয়ং বচঃ ।  
 পশু তাভাদরাং সৰ্কৈঃ পতিতা ভূতলে প্রজাঃ । ৯  
 তাসাং ভাবানুগং রাম শ্ৰাসাদং কর্তুমহ সি ।  
 ক্রত্বা বসিষ্ঠবচনং তাঃ সমুখাপ্য পূজ্য চ । ১০  
 সন্নেহো রঘুনাত্থস্তাঃ কিং করোমীতি চাত্ৰবীৎ ।  
 ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ প্রজা ভক্তা রঘুহয়ম্ । ১১  
 গচ্ছ মিচ্ছসি বত্ত স্বমতুগচ্ছামহেবয়ম্ ।  
 অশ্বাকমেবা পরমা প্রীতিধৰ্ম্মোয়মক্ষয়ঃ । ১২  
 তবানুগমনে রাম ছন্দপতা নো দৃঢ়া মতিঃ ।  
 পুত্ৰদ্বারাদিভিঃ সার্কিমনুখামোহিত্য সৰ্কধা । ১৩  
 তপোদনং বা স্বর্গং বা পুরং বা রঘুনন্দন ।  
 জ্ঞাত্বা তেবাং মনোদার্যং কালস্য বচনং স্বধা । ১৪  
 ভক্তং পৌরজনং চৈব বাচমিত্যাহ রাধবঃ ।  
 কৃষ্টব নিশ্চয়ং রামস্তম্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ । ১৫  
 প্রাহাপরামাস চ তৌ রামভক্তঃ কুশীলবৌ ।  
 অষ্টৌ রথসহজাগি সহস্রকৈব দম্বিনাম্ । ১৬  
 বষ্টিং চাশ্বসহজাগামৈককন্ঠে দগৌ বলম্ ।  
 বহরহৌ বহধনৌ ছষ্টপুষ্টজনাবৃতৌ । ১৭  
 অভিবাধ্য গতো রামং কৃচ্ছৈ তু কুশীলবৌ ।  
 শত্রয়ানয়নে দূতানু প্রেবরামাস রাধবঃ  
 তে দূতাশ্চরিতং গতা শক্রয়ান ন্যবেদয়ন । ১৮  
 কালস্তাগমনং পশ্চাদতি পুত্ৰস্ত চেষ্টিতম্ ।  
 লক্ষণস্য চ নির্ধাণং প্রতিজ্ঞাং রাধবস্ত চ । ১৯  
 পুত্ৰাভিষেচনং চৈব সৰ্কং রাধচকীৰ্ষিম্ ।  
 ক্রত্বা তদু ভবচনং শক্রয়ঃ কুলনাশনম্ । ২০

ব্যথিতোহপি গতিং লক্ষ্মী পুত্রোবাহুয় সত্বরঃ ।  
 অভিষিচ্য সুবাতং বৈ মথুরায়ঃ মহাবলঃ । ২১  
 যুশ্কেতুঞ্চ বিদিশানবরে শক্রস্বদনঃ ।  
 অধোপাধ্যঃ ত্বরিতং প্রোপাং স্বয়ং রামদিকৃষ্ণয়াঃ ২২  
 দদর্শ চ মহাপ্তানং তেজসা জ্বলনপ্রভম্ ।  
 দৃকলয়গুগসংবীতম্বিভিন্শ্চাক্ষয়ে বৃত্তম্ । ২৩  
 অভিবাদ্য রমানাঞ্চ শক্রয়ো রঘুপুঙ্গবম্ ।  
 প্রোক্তলিধর্ষসহিতং বাক্যং প্রোহ মহামতিঃ ২৪  
 অভিষিচ্য সুর্তৌ তত্র রাজ্যে রাজীবলোচনঃ ।  
 তবাপগমনে রাজন্ বিক্রি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ২৫  
 ত্যক্তং নার্সি মাং বীর ভক্তং তব বিশেষতঃ ।  
 শক্রয়স্য দৃঢ়াং যুদ্ধিং বিজ্ঞায় রঘুনন্দনঃ । ২৬  
 সঙ্কীভবতু মধ্যাক্ষে ভবানিত্যত্রবীদ্যচঃ ।  
 অথ স্বপাং সমুৎপেতুবানরাঃ কামরূপিণঃ । ২৭  
 বৃক্ষাশ্চ রাক্ষসাস্চৈব গোপুঙ্ক্ষাশ্চ সহস্রশঃ ।  
 স্ববীণাং দেবতান্যঞ্চ পুত্রো রামস্য নির্গমম্ । ২৮  
 লক্ষ্মী প্রোচ রঘুশ্রেষ্ঠং সর্কে বানররাক্ষসাঃ ।  
 তবানুগমনে বিক্রি নিশ্চিতার্থান তিনঃ শ্রেভো । ২৯  
 এতন্নিম্নস্তরে রামং সুগ্রীবোহপি মহাবলঃ ।  
 বধাবদভিবাধ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্ । ৩০  
 অভিষিচ্যাক্ষয়ং রাজ্যেগংপতোহস্মি মহাবলম্ ।  
 তবানুগমনো রাম বিক্রি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ । ৩১  
 লক্ষ্মী তেবাং দৃঢ়ং বাক্যম্ কবানররক্ষসাম্ ।  
 বিভীষণযুবাচেদং বচনং যুদ্ধসালরম্ । ৩২  
 ধরিষ্যতি ধরা যাবৎ প্রজাস্তাবৎ প্রশাপি মে ।  
 বচনাক্রোধানং রাজ্যঃ শাপিতোহস্মি মমোপরি ৩৩  
 ন কিঞ্চিৎকৃতং বাচ্যং ত্বয়া মৎকৃতকারণাং ।  
 এবং বিভীষণং তুঙ্ক্য হনুমন্তমথাত্রবীং । ৩৪  
 মারুতে স্বং চিরং জীবমমাক্রান্ত্বা মা মুষাকুথাঃ  
 জাম্ববন্তমথ প্রোহ তিষ্ঠ স্বং দ্বাপরাস্তরে । ৩৫  
 ময়া সার্কং ভবেদ্বুদ্ধং স্বংকিঞ্চিৎ কারণাস্তরে  
 তত স্তান্নাশ্ববঃ প্রোহ স্কন্ধবানররক্ষসান্ ।  
 সর্বানেনব ময়া সার্কং প্রযাতেন্তি দয়াধিতঃ । ৩৬

ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাদ্যে  
 বিশালবক্ষাঃ সিতকঙ্ক নেত্রঃ  
 পুরোধসং প্রোহ বসিষ্ঠমার্থং  
 বাহুঘ্নিহোত্রাণি পুরৌ গুরো মে । ৩৭  
 ততো বসিষ্ঠোহপি চকার ধর্মঃ  
 প্রোস্থানিকং কৰ্ম্ম মহদ্বিধানং ।  
 কোমাসুরো দর্ভবিক্রপাণি  
 মহাপ্ররাণায় গৃহীতবুদ্ধিঃ । ৩৮  
 নিরুধ্য রামো নগরাং সিভাত্না  
 ক্ষুণ্ণীব বাতঃ শশিকোটিকাণ্ডিঃ ।

রামস্য সব্যে সিভপদ্মতা  
 পদ্মা গতা পদ্মবিশাল নেত্রো । ৩৯  
 পার্শ্বেষং দক্ষৈরুপকঙ্কহস্তা  
 শ্যামা বর্বো ভুরপি দীপ্যমানা ।  
 শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি ধনুশ্চ বাধা  
 জখুঃ পুরস্তাঙ্ক ভবিগ্রহাস্তে । ৪০  
 দেবাশ্চ সর্কে ঋতবিগ্রহাশ্চ  
 যশুশ্চ সর্কে মুনয়শ্চ দিব্যাঃ ।  
 মাতাশ্রতীনাং প্রণবেণ সাক্ষী  
 বর্বো হরিং ব্যালতিভিঃ সমেতা । ৪১  
 গচ্ছন্তমেবানুগতা জনাস্তে  
 সপুত্রদারাঃ সহ বহুবর্গৈঃ ।  
 অনাবতদ্বারমিবাণবর্গং  
 রামং ব্রহ্মন্তং যুরাপ্তকামাঃ । ৪২  
 সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভার্যঃ  
 শক্রয়যুক্তো ভরতোহনুযায়ণ ।  
 গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং  
 শ্রীরাঘবং পৌরজন্যঃ সমস্তাঃ । ৪৩  
 সবাণবৃদ্ধাশ্চ যদুর্দ্ধি জাগ্র্যাঃ  
 সামাত্যবর্গাশ্চ সমস্তিপো যয়ুঃ ।  
 সর্কে গতাঃ ক্ষত্রযুথাঃ প্রহৃষ্টা  
 বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ ৪৫  
 সুগ্রীবযুধ্যা হরিপুঙ্গবশ্চ  
 স্নাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশঙ্কযুক্তাঃ ।  
 ন কশ্চিদাসীদ্ববহুঃখযুক্তো  
 দীনোহং বা বাহুসুখেণু সন্তঃ ৪৬  
 আনন্দরূপাত্মগতা বিরক্তা  
 যশুশ্চ রামং পশুভূতাবর্গৈঃ ।  
 ভূতান্দুশ্রাণি চ যানি তত্র  
 যে প্রাণিনঃ স্বাবরজঙ্গমাশ্চ । ৪৭  
 সাক্ষাং পরাস্ত্রানমনস্তশক্তিং  
 জখু বিরক্তাঃ পরমেকমীশম্ ।  
 নাসীদদোধানগরে তু জঙ্ঘঃ  
 কশ্চিন্তদ্য রামমনা ন যাতঃ । ৩৮  
 শূন্যং বভূবামিলমেব তত্র  
 পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে ।  
 ততোহতিদূরং নগরাং স গম্বা  
 দৃষ্টা নদীং তাং হরিনেত্রজাতম্ । ৪৯  
 ননক্ষ রামঃ স্ততপাবনোহতো  
 দদর্শ চাশেবমিদং হৃদিম্মম্ ।  
 অধাগতস্তত্র পিতামহো মহান্ ।  
 দেবাশ্চ সর্কে স্বয়শ্চ সিদ্ধাঃ । ৫০  
 বিমানকোটীভিরপার্পারং

সমাবৃতং ধং সুরসেবিতাভিঃ ।  
 রবিপ্রকাশাভিরভিঙ্গু রং ধং  
 জ্যোতির্ময়ং তত্র নভো বভূব ৷ ৫১  
 স্বয়ং প্রকাশৈর্মহিতাং মহতিঃ  
 সমাবৃতং পুণ্যকৃত্যং বরিতৈঃ ।  
 ববুশ্চ বাতাশ্চ স্নগন্ধবস্তো  
 ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুল্লামাবপীনাম ৷ ৫২  
 উপস্থিতে দেবমৃদঙ্গনাং  
 গায়ংসু বিদ্যাধরকিন্নরেষু ।  
 রামস্ত পভ্যাং সরযুজলং সক্রুৎ  
 স্পৃষ্ট্বা পরিক্রামদনস্তশক্তিঃ ৷ ৫৩  
 ব্রহ্মা তদা প্রাহ কৃতাজলিস্তং  
 রামং পরাস্তনু পরমেশ্বরস্তম্ ।  
 বিষ্ণুঃ সদানন্দমরোহসি পূর্ণো  
 জানাসি ভস্বং নিভ্রমেশমেকম্ ৷ ৫৪  
 তথাপি দাসস্ত মমাধিশেষ  
 কৃতং বচো ভক্তপরোহসি বিহ্ন  
 স্বং ভ্রাতৃভিবৈষ্ণবমেকমাদ্যং  
 প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান ৷ ৫৫  
 ষট্ঠা পরো বা যদি রোচতে তং  
 প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি নস্তম্ ।  
 ত্বমেব দেবাধিপতিশ্চ বিষ্ণু  
 জ্ঞানস্তি ন স্ত্বং পুরুষা বিনা মাম্ ৷ ৫৬  
 সহস্রকৃৎস্ত নমো নমস্তে  
 প্রসীদ দেবেশ পুনর্নমস্তে ।  
 পিতামহপ্রার্থনয়া স রামঃ  
 পশ্চৎসু দেবেবু মহাপ্রকাশঃ ৷ ৫৭  
 মুকুৎশ্চ চক্ষুংষি দিবৌকস্যাং তদা  
 বভূব চক্রাদিযুতশ্চতুর্ভুজঃ ।  
 শেখো বভূবেশ্বরতস্কৃতঃ  
 সৌমিত্রিরভ্যদুতভোগধারী ৷ ৫৮  
 বভূবভুশ্চক্রদরৌ চ দিব্যৌ  
 কৈকেয়িস্থল্লবপাস্তকশ্চ ।  
 সীতা চ লক্ষ্মীরভবৎপূরৈব  
 রামো হি বিষ্ণুঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ৷ ৫৯  
 সহায়জঃ পূর্কশরীরকেণ  
 বভূব তেজোময়দিব্যমূর্তিঃ ।  
 বিষ্ণুং সমাসাদ্য হুয়েশ্রমুখ্যা  
 দেবাশ্চ সিদ্ধা মুনয়শ্চ স্বধাঃ ৷ ৬০  
 পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং  
 স্তবৈগুঁ গন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ ।  
 আনন্দসংপ্রাবিতপূর্ণচিত্তা  
 বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে ৷ ৬১

তদাহ বিষ্ণুঃ হিণং মহাত্মা  
 এতে হি ভক্তা ময়ি চাহুয়জ্ঞাঃ ।  
 যান্তং দিবং মামনুয্যস্তি সর্বে  
 তির্ধ্যাক্ষরীরা অপি পুণ্যযুক্তাঃ ৷ ৬২  
 বৈকুর্নসাম্যং পরমং প্রয়াস্ত  
 সমাবিশদান্ত মমাজ্জয়া তম্ ।  
 শ্রুত্বা হরেবাক্যামথাত্রবীৎকঃ  
 সান্তানিকান যাক্ বিচিত্রভোগান ৷ ৬৩  
 লোকান্দ্রীয়োপরি দীপ্যমানাং-  
 স্তভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ।  
 যে চাপি তে রাম পবিত্রনাম  
 গুণস্তি মর্ত্যা লয়কাল এব ৷ ৬৪  
 অজ্ঞানতো বাপি ভক্ত লোকাং  
 স্থানেষ যোগৈরপি চাধিগম্যান্ ।  
 ততোহতিশুষ্টি হরিরাক্ষসাদ্যাঃ  
 স্পৃষ্ট্বা জলং তল্যকুলেবরাস্তে ৷ ৬৫  
 প্রপেদিরে প্রান্তনমেব রুপং  
 বদংশজা ঞ্জহরীশ্বরাস্তে ।  
 প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরং  
 স্ত্রীং আদিত্যজবীর্ঘবস্তাং ৷ ৬৬  
 ততো বিমগ্নাঃ সরযুজলেবু  
 নরাঃ পরিত্যজ্য মনুষ্যদৈহম্ ।  
 আরুহ দিব্যাভরণা বিমানং  
 প্রাপুশ্চ তে সান্তনিকান্দ্রীয়লোকান্ ৷ ৬৭  
 তির্ধ্যাক্ষরাজাতা অপি রামদৃষ্টা  
 জলং প্রবিষ্টা দিবমেব যাতাঃ ।  
 দিল্লম্ববো জানপদাশ্চ লোকা  
 রামং সমালোক্য বিমুক্তসজ্জাঃ ৷ ৬৮  
 স্মৃত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং  
 স্পৃষ্ট্বা জলং সর্গমবাপুরঞ্জাঃ ।  
 এতাবদেবোত্তরমাহ শকুঃ  
 শ্রীরামচন্দ্রস্ত কথাবশেষম্ ৷ ৬৯  
 যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎস পাপাৎ  
 বিমুচ্যতে জন্মমহল্লজাতাৎ ।  
 দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকূর্সন  
 পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ তল্য ৷ ৭০  
 বিমুক্তসর্কবাচয়ঃ প্রয়াতি  
 রামস্ত সালোক্যমনস্তলভ্যম্ ।  
 আখ্যানমেতদ্ভূয়ানকস্ত  
 কৃতং পুরা রাষবচোদিতেন ৷ ৭১  
 মহেশ্বরেণাপ্তবিষয়ধৎ  
 শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমতি  
 রামায়ণং কাব্যমনস্তপুণ্যং  
 শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবাত্মৈ ৭২

ভক্ত্যা পঠেদ্বয়ঃ শৃণুয়াৎ স পাটপ  
 বিমুচ্যতে কল্পশতোত্তমৈশ্চ ।  
 অধ্যায়রামং পঠতশ্চ নিত্যং  
 শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ । ৭৩  
 অতিশ্রমশ্চ সদা সমীপে  
 সীতাসম্মতঃ শ্রিয়মাতনোতি । ৭৪

রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং  
 ব্রহ্মদিদিত্তিঃ সুরবরৈরপি সংস্কৃতক ।  
 অক্ষাধিতঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্ নিত্যং  
 বিকোঃ শ্রয়াতি সদনং স বিল্বঙ্কদেহঃ । ৭৫  
 ইতি নবমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদধ্যায়রামায়ণং সমাপ্তম্ ।

চরণকমলে আমার ভক্তি অচলা থাকে, যেন তোমার ভক্তের সঙ্গলাভ চিরকাল আমার ভাগ্যে ঘটে। আর ভক্তিহীন ব্যক্তিও যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে তোমার ভক্তি ও বিদ্যান লাভ করিয়া অস্ত্রে যেন তোমার নাম স্মরণ করিতে পারে।” রাম “তথাঙ্ক” বলিয়া সম্মতিপ্রদান করিলে পরন্তরাম তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া এবং তৎকর্তৃক পূজিত হইয়া তদীয় অমুক্তা গ্রহণপূর্বক মহেশ্বরপর্বতে গমন করিলেন।

রাজা দশরথ শ্রীরামকে যেন কৃত্যুমুখ হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীরামকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রীতমনে স্নানগরে গমন করিলেন।

অনন্তর অমর-সদৃশ ভ্রাতৃ-চতুষ্টয় স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিষ্যাহারে নিজ নিজ মন্দিরে পরমমুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। বৈকুণ্ঠ-ধামে বিষ্ণু যেমন কমলার সহিত আনন্দে কালহরণ করেন, শ্রীরাম পিতা মাতার হর্ব্বর্ধন করিয়া জানকীর সহিত সেইরূপ আনন্দ-সহকারে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে একদা ভরতের মাতুল যুধাজিৎ স্বীয় ভাগিনেয়কে স্বরাজ্যে লইয়া বাইবার নিমিত্ত প্রীতি-প্রকল্প-মনে অবোধ্যায় আগমন করিলেন। অরিন্দম শ্বেহাত্র হৃদয় রাজা দশরথ যুধাজিৎকে যথাবিধানে পূজা করিয়া ভরত ও শক্রয়কে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন। শোভনা কোসল্যা রামসীতার শোভায় শোভিত হইয়া ইন্দ্র ও শচী সমন্বিতা দেবমাতার গায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বাঁহার অতুল গুণগ্রাম লোক-নাথ সমাজে প্রসিদ্ধ, সমস্ত লোকে বাঁহার কীর্তি-কলাপ কীর্তিত, যিনি অখিল-জন-গণের আনন্দ-সন্দোহ স্বরূপ, যিনি নিত্য পরাশক্তি-সম্পন্ন, অতএব বাঁহার বিভবের অন্ত নাই; আচরণশক্তিরূপা মায়ী বাঁহা হইতে নিরস্ত হইয়া থাকে, সেই অখিলপতি দেবদেব নারায়ণ ভগবতী সীতার সহিত মায়াকার্য্যানুযায়ী সামান্য মানবের গায় অবোধ্যাধামে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়ে আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

## অবোধ্যাকাণ্ড।

### প্রথম অধ্যায়।

মহদেব কহিলেন, একদা নীলোৎপল-দল শ্রামল শ্রীরাম গলদেশে কোমল ও সর্সাদে নানাবিধ ভূষণ ধারণপূর্বক স্বীয় অন্তঃপুরमध्ये রত্নসিংহাসনে মুখে উপবেশন করিয়া তাম্বুল, চর্শ্বপাদি করিতে করিতে সীতার সহিত আনন্দ-প্রমোদ করিতেছেন এবং জানকী রত্নপদে বিশিষ্ট চামর দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ—রাঘব যোধানে অবস্থিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশপথ হইতে সেই স্থানে অবতরণ করিলেন। শরচ্ছত্র তুল্য হৃবিমল কাঙ্ড়বিশিষ্ট এবং শুদ্ধ-ফটিক-সঙ্গর্শ সেই দিব্যদর্শন মুম্বিকে অকথাৎ সমাগত হইতে দেখিয়া শ্রীরাম ব্যস্তসমস্ত ভাবে স্বীয় আসন হইতে কুতাঞ্জলিপুটে উখিত হইলেন এবং সীতার সহিত প্রীতি ও ভক্তিসহকারে ভূমিতলে মস্তক লুপ্তিত করত প্রণাম করিয়া সর্ঘর্ষে কহিলেন, “মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনাদে দর্শন সাংসারিক ব্যক্তি-দিগের, বিশেষত মায়ুষ বিষয়াসক্ত জনগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ভেদ; তথাপি আমার পূর্বজন্মকৃত মহা-পুণ্য ফলে আপনাদে দর্শনলাভ করিলাম। হে মুনে! সংসারী ব্যক্তিও কাকতালীর গ্রামে সাধু-সদ্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মুনীশ্বর! অন্য আপনাদে দর্শনলাভে আমি কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে আপনাদে কোন কাৰ্য্য করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন; আমি সাধন করিতেছি।”

দেবর্ষি নারদ ভক্তবৎসল শ্রীরামের ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে রাম! লোকান্তরী শকাছটার আমাকে আর মুক্ত করিতেছেন কেন? প্রভো! আপনি ঐ আপনাকে সংসারী বলিয়া পরিচয় দিলেন তাহা সম্পূর্ণই সত্য; কারণ এই ত্রিজগৎ-স্বরূপ মহাগৃহে আপনি একমাত্র গৃহস্থ; মূল-প্রকৃতি মায়ী আপনাদে গৃহিণী। তাঁহাতে আপনাদে দ্বারা ব্রহ্মাদি পুত্রগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ী আপনাকে আশ্রয় করিয়া সর্সদা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময় প্রেজা সকলকে প্রসব করিতেছেন। ভগবন্! আপনি বিষ্ণু, জানকী লক্ষ্মী; আপনি শিব, জনক-তনয়া শিবা; আপনি ব্রহ্মা, সীতা সরস্বতী; আপনি সূর্য্য, জানকী প্রভা; আপনি শশাঙ্ক, গুললক্ষণা সীতারোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী; আপনি অগ্নি, সীতা সাহা! আপনি কালরূপী যম।

সীতা সংযমনী; হে জগদাধি! আপনি নিষ্কৃতি, সীতা ভামসী; আপনি বরণ, জানকী ভাগবী; আপনি পবন, সীতা সদাগতি; আপনি কুবের, সীতা সর্দঙ্গম্পং; আপনি লোকসংহারক রুদ্র, সীতা রুদ্রাণী। প্রভু হে! অধিক কি বলিব? লোকে স্বীকৃতক বাহ্য কিছু আছে, তৎসমস্তই ভগবতী জানকী এবং পুরুষবাচক বাহ্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই আপনি। অতএব হে দেব! এই ত্রিজগতে আপনাদিগের দুই জন ব্যতীত আর কিছুই নাই। আপনার সম্বন্ধ-বলে উদ্ভিত মায়াকেই “অব্যাকৃত” বলা যায়। ঐ মায়ার হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব; বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; অহঙ্কার হইতে সর্দঙ্গকার্য্যাক লিঙ্গদেহ\*। প্রাক্তব্যক্তির ঐ অহঙ্কার, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চতন্ত্র ও পঞ্চ জ্ঞানেত্রিয়কে জন্মমৃত্যু-সুখাদিবিষিষ্ট “লিঙ্গদেহ” বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ লিঙ্গদেহসংস্পষ্ট আত্মাই জীব। ইহাই হিরণ্যগর্ভরূপে প্রতিভাত করিতেছেন। অনির্কচনীয়া অনাদি অবিন্যা সংসার-কারণরূপ কৃৎস্ব ব্রহ্মের উপাধি। স্থূলদেহ, সূক্ষ্ম লিঙ্গদেহ ও কারণ এই তিনটি উপাধি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া আপনি জীবসংজ্ঞা ধারণ করেন এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হইয়াই তুরীয় হইয়া থাকেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুশুপ্তি অবস্থাতে জীব বে বে কর্তৃ করে, আপনি তৎসমস্তের বিলক্ষণ চিন্মাত্র-রূপ সাক্ষী;—আপনিই কারণোপাধি। আপনার হইতেই এই জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, আপনাতেই ইহা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; অস্তে আপনাতেই ইহা লয় পাইবে;—অতএব আপনিই সকলের মূল কারণ। ভ্রমবশত রজ্জ্বতে সর্পজ্ঞানের ভ্রায় আত্মকে জীব ভাবিয়া লোকে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ভ্রম নিরাকৃত হইলে যখন তাহাদিগের তাঁহাতে পরমাত্মা জ্ঞান জন্মে, তখনই সমস্ত ভ্রম, সকল-দুঃখ দূর হইয়া যায়। আপনি চিন্মাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপ; সর্বদেহে বর্তমান অস্তঃ-করণাদি বুদ্ধিসমূহ আপনা-কর্তৃক পরিচালিত হয়, অতএব আপনি অন্তর্যোগী। অজ্ঞানবশত লোকে যেমন রজ্জ্বকে সর্প ভাবিয়া ভ্রম করিয়া থাকে, সেই মুঢ় ব্যক্তির আপনার স্বরূপ না জানিয়া আপনাতে এই সমগ্র বিশ্ব আরোপ করে; কিন্তু আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হইবামাত্র তাহাদিগের সেই

ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়, অতএব সেই জ্ঞান সদা অভ্যাস করা উচিত; আপনার শ্রীপাদপদ্মে দ্বাধারা মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন; হে প্রভো! তাঁহারা ই একমাত্র মুক্তিতাজন। আমি আপনার ভক্তানু-ভক্তদিগের এবং তদীয় ভক্তদিগের কিঙ্কর; অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন;—নিজ মায়ায় আমাকে আর মুক্ত করিবেন না।

ভগবন্! মদীয় জনক ব্রহ্মা আপনার নাভি কমলে উদ্ভূত হইয়াছেন; অতএব আমি আপনার পৌত্র; হে রাধব। এই নিত্য ভক্ত পৌত্রকে ত্রাণ করুন।” এইরূপে স্তব করিতে করিতে নারদের নয়নযুগল আনন্দাশ্রু দ্বারা পরিপ্লুত হইল। তিনি শ্রীরামকে বারবার প্রণাম করিয়া পুনর্বার কহিলেন, “হে রঘুনাথ! পিতা ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন; রাবণের নিধনার্থ আপনি ভ্রম-গুণে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মস্ত্রাতি রাজা দশরথ রাজ্য রক্ষার্থ আপনাকে যোবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। প্রভো! আপনি রাজ্যস্থানে আসক্ত হইলে রাবণ বধ হইবে না। ভূভার-হরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আপনি অবতার গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব সেই সত্য পালন করুন।”

দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণে শ্রীরাম হস্ত করিয়া কহিলেন, “শুন নারদ! আমি সকলই জানি। কোন দেশে, কোন কালে এমন কোন বিষয় আছে কি, বাহ্য আমি জানি না? আমি বাহ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা নিঃসংশয়ে পালন করিব। ভোগ দ্বারা রাক্ষসগণের প্রারব্ধ দ্বন্দ্ব হইলেই আমি অহুর-মণ্ডল-রূপ ভূভার হরণ করিব; এজ্ঞ ইহা সময় সাপেক্ষ। রাবণের বিনাশার্থ আমি আগামী কণা মুনিবেশ ধারণপূর্বক দণ্ডকারণে গমন করিয়া চতুর্দশ বৎসর কাল তথায় বাস করিব এবং সীতা উদ্ধারচ্ছলে দুই রাক্ষসকে সর্বশেষে বিনাশ করিয়া আসিব।” শ্রীরাম এইরূপে পূর্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলে, দেবর্ষি নারদ আনন্দিত মনে তাঁহাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক আকাশ-পথে প্রস্থান করিলেন। যিনি নিত্য ভক্তি সহকারে শ্রীরাম ও নারদের এই কথোপকথন শ্রাণ, পাঠ, অধ্যয়ন করেন, তিনি বিষয়ে বীতরাণ হইয়া ক্রমে ক্রমে অশ্বর-দুহৃত কৈবল্যপাদ লাভ করিয়া থাকেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

\*পঞ্চভ্রাতৃত্ব এবং ইন্দ্রিয়সম্বল অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, দিশমরীর ঘটী দশটি পদার্থ অহঙ্কার-অনুভব বলিয়াই লিখিবে হেঁকে অহঙ্কারোৎপন্ন বলা হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একদা রাজ্য দশরথ, কুলগুরু বসিষ্ঠকে নিরঙ্কনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “ভগবন্ ! পৌরজানপদ প্রভৃতি সমস্ত প্রজাবর্গ—বিশেষত শাস্ত্রদর্শী বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সর্বদা শ্রীরামের প্রশংসা করিতেছেন। হে মুনিপুত্রব ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; এক্ষণে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বগুণাধিত কমল-লোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করি। শত্রুয়ের সহিত ভরত মাতুলকে দেখিতে গিয়াছে ; অবিলম্বে কল্যই রামাভিষেক হউক ; আপনি ইহাতে অনু-মোদন করুন। আভিষেচনিক সমস্ত দ্রব্যসামগ্ৰীর আয়োজন হউক ; আপনি গমন করুন ; রাঘবকে অধিবাসের জন্ম প্রস্তুত হইতে বলুন। অযোধ্যা-নগরী চারিদিকে স্তম্ভমুক্তায় বিবিধ বিচিত্র তোরণে ও নানাবর্ণের পতাকাধারা সজ্জিত হউক।” দশরথ মন্ত্রিসভায় স্তম্ভকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “কল্য প্রাতে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব ; অতএব গুরুদেব বাহা বাহা আদেশ করেন, তৎসম-স্তই শীঘ্র সম্পাদন কর।” স্তম্ভ অতিশয়হর্ষভরে “যে আজ্ঞা” বলিয়া বসিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভগবন্ ! আমি কি করিব আদেশ করুন।” তখন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা বসিষ্ঠ কহিলেন,—আগামীকল্য প্রভাতে যেন স্বর্ণালঙ্কারভূষিত ষোলজন কুমারী মধ্য-কক্ষে অবস্থান করে, যেন সুবর্ণরত্নাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, ঐরাবত-বংশোৎপন্ন চতুর্দন্ত হস্তী আনয়ন করা হয়; তথায় নানাভীর্ষজলপূর্ণ সহস্র সহস্র স্বর্ণকুন্ত রাধিতে হইবে ; নগরখান বা তিনখান ব্যাচর্চন, আনয়ন করিতে হইবে; রত্ন-দণ্ডসম্পন্ন মণি-মৌক্তিক-বিরাজিত ষেতচ্ছত্র, দিব্যমাল্য, দিব্যবস্ত্র এবং দিব্য-আভরণ সকল তথায় রাধিতে হইবে। যেন মুনিগণ সম্মা-নিত হইয়া কুশহস্তে তথায় অবস্থান করেন ; নর্তকী, বারাদর্শনী, গায়ক, বেণুবাদক এবং নানা-বাদ্য-বিশা-রদ ব্যক্তিগণ, রাজভবনের চত্বরে অবস্থিত থাকিয়া যেন বাদ্যোদ্যমাদি করিতে থাকে ; যেম হস্তী, অশ্ব, রথ, পনাতীগণ, অন্তঃস্থে সজ্জিত হইয়া বহির্ভাগে অবস্থান করে ; নগর মধ্যে যে সকল দেবমন্দির আছে, নানাবিধ উপহারে তথায় পূজা দেওয়া হউক ; অধীনস্থ রাজগণ, বিবিধ উপত্যোকন লইয়া যেন সত্বর আগমন করেন।” শ্রীমান্ন মুনি রাজমন্ত্রী স্তম্ভকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং রথারোহণে অতি রমণীয় রামভবনে গমন করিলেন ; অনন্তর মুনিবর ভগবান বসিষ্ঠ, তিনশক্ক অতিক্রম করিয়া

রথ হইতে জুতলে অবতরণ করিলেন ; তিনি আচার্য্য বলিয়া অধারিতভাবে গৃহপ্রবেশপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশিত হইলেন। গুরু আসিয়াছেন, জানিয়া রাম সত্বর কৃতাজ্ঞলিপুটে প্রত্যাহ্বনমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে সান্ত্বন্যে প্রণাম করিলেন জানকী অবিলম্বে স্বর্ণপাত্রে করিয়া জল আনিলেন ; তখন রাম-সীতা, বসিষ্ঠকে রত্নাসনে বসাইয়া ভক্তি-পূর্বক তাঁহার চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন, অনন্তর সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করিয়া রাম বলিলেন ;—“আপনার পাদোদক ধারণ করিয়া আমি ধন্য হইলাম।” শ্রীমার এই কথা বলিলে, মুনি-বর হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—“তোমার চরণ-জল ধারণ করিয়া পার্বতীপতি ধন্য হইয়াছেন, তোমার শ্রীচরণসমুত্ত ভীর্ষে আমার পিতা ব্রহ্মারও অণুভরাশি বিনষ্ট হইয়াছে ; এখন বাহা তুমি বলিতেছ তাহা “গুরুর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত” ইহা লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্ম ; আমি জানি বটে, তুমি লক্ষ্মীর সহিত অবতীর্ণ পরমাত্মা ঈশ্বর। হে রাঘব ! আমি জানি বটে, তুমি দেবপুত্রের কার্য্যসিদ্ধি ও ভক্তগণের ভক্তিসিদ্ধির জন্ম রাঘববধ উদ্দেশে আবির্ভূত হইয়াছ, তথাপি দেবকার্য্যের জন্ম সে সকল গুহ কথা উদ্ঘাটন করিব না। হে রঘু-নন্দন ! মায়াবলে তুমি যেক্ষণ ব্যবহার করিতেছ ; আমিও তদনুসারে “তুমি শিষ্য আমি গুরু” এই ভাবে ব্যবহার করিব। হে দেব ! তুমি গুরু-সকলের গুরু ; তুমি পিতৃগণের পিতামহ ; তুমি অন্তর্ব্যামী ; লোক-যাত্রার নিরূহক এবং বাক্য ও মনের অগোচর। তোমার স্বীয় ইচ্ছানুসারে উদ্বৃত্ত শুদ্ধসত্ত্বময় শরীরধারণ করিয়া যোগ-মায়্য-বলে ইহ-জগতে মহুঘের জ্ঞায় প্রতীক্ষমান হইতেছ। আমি জানি, পৌরোহিত্য-কার্য্য নিন্দনীয় এবং জীবিকা-নিরূহের অসংউপায় ; সাক্ষ্য পরমাত্মা ইক্ষ্বাকু মূলে রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন, বহুদিন হইল ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছিলেন ; এইরূপে আমি পূর্ব হইতেই এই বিবরণ অবগত আছি। রাম ! তোমার গুরু হইতে পারিব এই সম্বন্ধ আশা করিয়াই পৌরোহিত্য-কার্য্য গর্হিত হইলেও তাহা আমি স্বীকার করিয়াছি। হে রঘু-নন্দন ! আজ আমার সেই মনোরথ সকল হইয়াছে। একমাত্র যিনিই সকল লোককে মোহিত করেন, সেই মহামায়ী তোমার অধীন ; অতএব হে রঘুবর ! তিনি বাহাতে আমাকে মোহিত না করেন, তোমাকে তাহা করিতে হইবে। যদি গুরুর প্রত্যুপকার



করিতে ইচ্ছাকর; তাহা হইল তুমি আমার ইচ্ছাই কর। প্রথমক্রমে সকল কথা বলিলে, এ কথা হার আমি কত্বে বলি না।

হে নৃপতি! রাজা দশরথ আমাকে পাঠাইলেন; রাধক! আগামীকাল্য তিনি তোমাকে রাজ্যে অভি-  
সিক্ত করিবেন, তোমাকে ইহা জানাই আমার উদ্দেশ্য। রাম! আজ তুমি সীতার সহিত যথা-  
বিধি উপবাসপূর্বক স্তম্ভিতপ্রিয় ও স্তম্ভিত-  
শায়ী হইয়া থাক; আমি এক্ষণে রাজসম্মিধানে  
গমন করি, তুমি আগামী কাল্য প্রাতঃকালে গমন  
করিবে”। রাজগুরু, এই কথা বলিয়া রথারোহণ-  
পূর্বক সস্তর প্রস্থান করিলেন। রামও লক্ষণের  
দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন;—  
“সৌমিত্রি! আগামী কাল্য আমার যৌবরাজ্যে অভি-  
ষেক হইবে, আমি রাজ্যের উপলক্ষ্যমাত্র থাকিব,  
তুমিই কর্তা ও ভোক্তা হইবে। তুমি যে আমার  
বহিস্চর প্রাণ এবিষয়ে কোন বিতর্ক নাই।” অনস্তর,  
বসিষ্ঠ ঘাড়া ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন, রাম তাহা  
তদনুসারেই করিলেন; বসিষ্ঠও যে সকল কার্য  
করিয়াছিলেন রাজসম্মিধানে গিয়া তৎসমস্ত নিবে-  
দন করিলেন। রাজা, যখন বসিষ্ঠ-সম্মুখে রামকে  
অভিব্যক্ত করিবার কথা বলেন তখনই কোন এক  
পুরুষ তাহা শ্রবণ করিয়া নগরে এই সংবাদ প্রচার  
করে এবং রাম-জননী কৌসল্যা, ও সুমিত্রার নিকট  
ব্যক্ত করে। তাঁহারা তাহা শুনিয়া—আনন্দপূর্ণ হইয়া  
সংবাদ-দাতাকে উত্তম হার পারিতোষিক দিলেন।  
অনস্তর, পুত্র-বৎসলা কৌসল্যা প্রীতমনে রামের  
ইষ্টসিদ্ধির জন্ত লক্ষ্মীদেবীর সেবা করিলেন; “দশরথ  
সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াই থাকেন; কিন্তু  
তিনি কামুক এবং কৈকেয়ীর বশতাপন্ন, এ প্রতিজ্ঞা  
কি রক্ষা করিবেন?”—এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুলচিত্ত  
হইয়া তিনি দুর্গা দেবীকে পূজা করিতে লাগিলেন;  
ইত্যবসরে দেবগণ দেবোপকারিণী হুষ্ঠ-সরস্বতীকে  
বলিলেন, “দেবি! তুমিওলে অযোধ্যানগরে দ্বন্দ্ব-  
পূর্বক গমন কর; ব্রহ্মার আদেশে তুমি রামাভি-  
ষেকের বিদ্য করিতে স্বয়ং কর; প্রথমে মহরাত্রে,  
পরে কৈকেয়ীতে অধিষ্ঠান করিও; তাহার পর  
বিদ্য উপস্থিত হইলে, হে ভূভে! পুনর্বার স্বর্গে  
আগমন করিবে”—এই বলিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া-  
দিলেন; তিনিও “হে আজ্ঞা” বলিয়া তদনুসারে  
সকল কার্য করিয়াছিলেন; পরে তিনি মহরাত্রে  
প্রবিস্ত হইলেন। সেই ত্রিবক্রা কুজাও প্রাসাদ-  
শিখরে আরোহণ করিল; নগর সর্বত্র অলঙ্কৃত; বহু

তোরণ-সমূহ, পতাকা-শোভিত, ও বিবিধ উৎসব-  
পিত হইয়াছে অবশোকন করিয়া বিদ্বিতভাবে  
প্রত্যাগত হইল এবং ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল;  
“মা! নগর এরূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে কেন? কেনই  
বা কৌসল্যা, নানা উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া অতিশয়  
হুষ্ঠচিত্তে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ-গণকে বিবিধ-বসনাদি দান  
করিতেছেন।” তখন ধাত্রী তাহাকে বলিল, “আগামী  
কাল্য রামচন্দ্রের রাজ্যাভিব্যক্ত হইবে, সেই জন্ত  
আজ নগর সর্বত্র অলঙ্কৃত হইয়াছে।” মহরা তাহা  
শ্রবণ করিয়া নির্জ্ঞান হইলে পর্য্যাকোপরি অবস্থিত  
বিশাল-নয়না কৈকেয়ীর নিকট সস্তর গমনপূর্বক  
এই কথা বলিল;—“মনভাগিনি! মুঢ়ে! নিশ্চিন্ত-  
ভাবে শয়ন করিয়া রহিয়াছ কি? তুমি আপনার  
সৌন্দর্য্যভিমানের মত। কত রত্ন-ভঙ্গাই পদ-  
বিক্ষেপ কর! কিন্তু উপস্থিত মহাভয়ের বিষয়  
কিছুই জান না;—রাজার অনুগ্রহে আগামী  
কাল্য রামের অভিব্যক্ত হইবে।” প্রিয়ভাগিণী  
কৈকেয়ী তাহা শ্রবণ করিবারাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া  
তাহাকে রত্ন-খচিত সুবর্ণময় দিব্য-নুপুর দান করিল  
এবং কহিল;—“ইহা আমার আনন্দ-স্থান, ইহাতে  
ভয় উপস্থিত বলিতেছে কেন? রাম আমার ভর-  
তের বেলী; সে আমার কথন প্রিয় বই অপ্রিয় কার্য্য  
করে নাই; প্রিয় বই অপ্রিয় কথা বলে নাই;  
কৌসল্যাকে এবং আমাকে সমভাবে দর্শনকরত রাম  
সর্বদা আমার শুভ্রা করে। রে মুঢ়ে! রামের  
কাছে তোর আবার ভয় উপস্থিত হইল কি?”  
হুষ্ঠ সরস্বতীর আবেশে বৈরিভাবাপন্ন মহরা ইহা  
শুনিয়া বিষণ্ণ হইল এবং বলিতে লাগিল;—“দেবি!  
আমার কথা শুন, যথার্থই তোমার মহাভয় উপস্থিত  
হইয়াছে; রাজা তোমাকে হুষ্ঠ করিতে সর্বদা কতক-  
গুলি চাটুবাধ্য প্রয়োগ করেন; সেই কামুক এবং  
মিথ্যাবাদী রাজা তোমাকে বচনমাত্রে সন্তুষ্ট রাখিয়া  
সেই রাম-জননীকে অপার্থী হিতকার্য্য করিতেছেন;  
এই কাজ করিবেন তাহািরাই তিনি আগে থাকিতে  
তোমার পুত্র ভরতকে নাটুলালয়ে পাঠাইয়া দিয়া-  
ছেন; তাহার কনিষ্ঠ ভাইটাকেও সন্তুষ্ট দিয়া পাঠা-  
ইয়াছেন। সুমিত্রার ভালই হইবে সন্দেহ নাই;  
লক্ষণ, রামের অঙ্গুগত; হুতরাং সেও রাজ্যভোগ  
করিবে। ভরত রামের নিকট কিঙ্কর হইয়া থাকিবে,  
কি নগর হইতে নির্কাসিত হইবে—বা নিহত হইবে,  
তাহা বলা যায় না। দাসীর ছায় সর্বদা কৌস-  
ল্যার পরিত্যাগ—তোমাকে করিতে হইবে। সপ-  
তীর নিকট অপমানিত হইয়া অপেক্ষা মরণ ভাল।

হাতএব অবিলম্বে—আজই ভরতের অভিব্যেক এবং  
রামের চতুর্দশবৎসর বনবাসের জন্ম যত্ন কর  
রাজি। তবে তোমার পুত্র নির্ভয়ে রাজ্যে সুকৃত  
হইতে পারিবে। এবিষয়ে আমার পূর্বনিশ্চিত  
সদুপায় তোমাকে বলিতেছি;—হে ভুবাননে।  
পূর্বকালে দেবাসুর-সংগ্রামে ইস্র, ধনুর্ধর মহারথ  
স্বয়ং রাজা দশরথকে সাহায্য করিতে প্রার্থনা  
করেন; তাহাতে তিনি সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে ও  
তোমাকে লইয়া যুদ্ধে গমন করেন; ধনুর্ধর রাজা  
রামসপণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইত্যবসরে,  
তদীয় রথের অক্ষকীল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হয়—  
তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই; তুমি কিন্তু সে  
সময় স্বামীর জীবনরক্ষার্থ কৌশলিন্দ্রে হস্তপ্রবেশ  
করাইয়া অতি বীরভাবে অবস্থিত ছিলে; তোমার  
নয়নপ্রান্তে স্বাভাবিক কৃষ্ণবর্ণতা পর্যন্ত অপগত  
হয় নাই। অনন্তর সেই শত্রুহৃদয় রাজা, সমস্ত  
অসুরদিগকে সংহার করিয়া তোমাকে সেইরূপে  
অবস্থিত থাকিতে দেখিলেন। তাঁহার অতীব  
আশ্চর্য্য বোধ হইল, রাজা সর্ঘর্ষে তোমাকে আলি-  
ঙ্গন করিয়া আপনা হইতেই বলিতে লাগিলেন;  
যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহাই প্রার্থনা  
কর; আমি তোমাকে মর দিতেছি;—“তুইটী বর  
প্রার্থনা কর।” তুমি তখন বরদানে-উদ্যত-রাজাকে  
বলিয়াছিলে “হে রাজনু। তুমিত তুইটী বর দিলেই,  
কিন্তু হে অনন্য! আমার গচ্ছিতবস্তুরূপে তোমার  
নিকট উহা থাক; তাহার পর যখন আমার সময়  
হইবে তখন ঐ তুইটী বর আমাকে দিও।” রাজা  
“তথাস্ত” বলিয়া বলিলেন; “হে সূত্রতে! এখন  
তবে গৃহে চল।”

পূর্বে আমি ইহা তোমার নিকটেই শুনি-  
য়াছি, এক্ষণে শ্রবণ হইল। অতএব আজ অবিল-  
ম্বে তুমি সরোবে ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইয়া সকল  
আভরণ খুলিয়া চরিদিকে ছড়াইয়া রাখিবে—  
ভূমিশযায় শয়ন করিয়া থাকিবে এবং রাজা যত-  
ক্ষণ না তোমার অতীত সম্পাদনে সত্যপ্রতিজ্ঞা  
করেন, ততক্ষণে অতিক্রোধে তৃষ্ণাস্বাবে থাকিবে।  
তখন কেকয়নন্দিনী ত্রিবক্রার কথা শ্রবণপূর্বক সঙ্-  
দোষ-জনিত মতিভ্রমে সে সমস্ত কথাই সত্য বলিয়া  
মনে করিল; হুষ্ট ভাবা কৈকেয়ী তাহাকে বলিতে  
লাগিল;—“তোমার এইরূপ বুদ্ধি কোথা হইতে  
আসিল? বলি বক্রসুন্দরি! তোমাকে ত এরূপ বুদ্ধি-  
মতী বলিয়া জানিতাম না; যদি আমার প্রিয়পুত্র  
ভরত রাজা হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি এক-

শত গ্রাম প্রদান করি; তুমি আমার প্রাণের মত  
প্রিয়।” এই বলিয়া রোধে মহাসা ক্রোধাগারে প্রবেশ  
করিল। তথায় মকল অলঙ্কার খুলিয়া চরিদিকে ছড়া-  
ইয়া ফেলিল; মলিনা এবং মলিনবস্ত্রপরিধানা হইয়া  
ভূতলে শয়ন করিয়া রহিল; এবং বলিল; কুঞ্জে।  
আমার কথা শুন—যাবৎ রাম না বনে গমন করে—  
তাবৎ শয়ন করিয়া থাকিব, আর যদি একেবারেই  
না বনে গমন করে তাহা হইলে প্রাণত্যাগ করিব।”

“আচ্ছা বেশ! মতের শিরস্তা রাখিও; হে  
কল্যাণি। তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে।”  
এই বলিয়া কুজা গৃহে গমন করিল; কৈকেয়ীও  
তাহাই করিয়া রহিল। অত্যন্ত দয়াসু, গুণবান  
আচার-পুত্র, নীতি-বেত্তা, বিধি-নিবেদ-মণ্ডিত এবং  
বিদ্যা-বিবেক-সম্পন্ন বীর ব্যক্তিও পাপ-পরিপূর্ণ-  
হৃদয় হুষ্টদিগের সহিত যদি সর্বদা সংসর্গ করে,  
তাহা হইলে, তাহাদিগের বুদ্ধি-দোষে আক্রান্ত  
হইয়া ক্রমে তাহাদিগের সমান হইয়া পড়ে, ইহা  
স্পষ্ট দেখা যায়। অতএব হুষ্টগণের সংসর্গ  
সর্বদা পরিত্যাগ্য; এই কেকয়-রাজ-নন্দিনীর শ্রায়  
কুমংসর্গী-মাত্রেই স্বার্থচ্যুত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

### তৃতীয় অধ্যায়।

এদিকে রাজা দশরথ, রামের মঙ্গলকার্যের  
জন্ম মন্ত্রিগণ ও প্রকৃতিগণকে আদেশ করিয়া  
সানন্দমনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা, তথায়  
প্রিয়তমাকে না দেখিতে পাইয়া ব্যাকুল হইলেন  
এবং “একি! আমি গৃহে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র সে  
সুন্দরী হাসিতে হাসিতে আমার সম্মুখে আসিয়া  
উপস্থিত হইত, সে আজ আমার নয়নগোচর  
হইতেছে না কেন?” ইহা মনে মনে ভাবিয়া  
অতি থিরমনে দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন;  
“তোমাদিগের মঙ্গলময়ী স্বামিনী কোথায়? আমার  
প্রিয়দর্শনা প্রিয়তমা পূর্বের শ্রায় আজ ত আমার  
নিকটে আসিতেছেন না।” তাহারা বলিল; “তিনি  
ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা কোধা-  
গারে প্রবেশের কারণ অবগত নহি; হে দেব! তথায়  
গিয়া আপনায় কারণ নিশ্চয় করা উচিত।” তাহারা  
এই কথা বলিলে রাজা স্মৃতিশয় ভয়ে তাহার সমীপে  
গিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং তদীয় শরীরে আস্তে  
আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন; “ভীত!

পর্যাক্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া  
 রহিয়াছে কেন ? তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ  
 না বলিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি। অলঙ্কার  
 ত্যাগ করিয়া মলিনবসনে ভূমি-শয্যার কেন ?—বল;  
 আমি তোমার সকল অভিল্লাষ পূর্ণ করিব। রমণী  
 না পুরুষ, কে তোমারে অনিষ্ট করিয়াছে ?—সে  
 আমার দণ্ডনীয় ; এমন কি, তাহাকে আমি বধ  
 করিতে পারি ; সন্দেহ নাই। হে দেবি ! বাহাতে  
 তোমার প্রীতি হয়। তাহা আমার সমুখে বল ;  
 অত্যন্ত দুঃখ হইলেও ক্ষণমধ্যে তাহা অবশ্য  
 সম্পাদন করিব। তুমি আমার হৃদয় জান ;  
 আমি তোমার বশতাপন স্বামী ইহাও জান ;  
 উথাপি আমাকে কষ্ট দিতেছ ; তোমার  
 পরিশ্রম নিরর্থক মাত্র। (যখন ইন্দ্ৰিতে বলিলে  
 ততী হৃদয় কাৰ্য্যও সম্পাদন করিব ইহা জান, তখন  
 এত পরিশ্রম করিতেছ কেন ? আমাকে কষ্ট দিতেছ  
 কেন ?) বল ;—তোমার প্রিয়কারী কোন দরিদ্রকে  
 ধনী করিব ; বা তোমার অপকারী কোন ধনীকে ক্ষণ  
 মাত্রে নির্দন করিব। বল ; কাহাকেও বধ করিব—  
 না কোন বধ্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিব ? প্রিয়ে !  
 ও বিষয়ে অধিক আর কি বলিব ? আমার প্রাণ  
 তোমার হস্তে দিতে পারি (ইচ্ছা করিলে আমাকে  
 বধ করিতে বা জীবিত রাখিতে পার) ; কমললোচন  
 রাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ; সেই রামের  
 উপর শপথ করিতেছি, তোমার কোন হিতকাৰ্য্য  
 করিতে হইবে বল, আমি তাহা করিতেছি। রাজা  
 রাবণের উপর শপথ করত ইহা বলিলে, কৈকেয়ী  
 ধীরে ধীরে নেত্র মার্জনা করিয়া রাজাকে বলিতে  
 লাগিল ;—যখন শপথ করিতেছ, যদি সত্যপ্রতিজ্ঞ  
 হও, তাহা হইলে, নীত্বই আমার প্রার্থনা সফল করা  
 তোমার উচিত।

পূর্বকালে দেবাসুর যুদ্ধে আমি তোমাকে রক্ষা  
 করি, তখন তুমি তুষ্টচিত্ত হইয়া আমাকে দুইটা বর  
 দিয়াছিলে। হে সুব্রত ! সে দুইটা বরই আমি  
 তোমার নিকট পঙ্খিত স্বরূপে রাখি ;—তাহার  
 এক বরে এই সকল সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা  
 আমার প্রিয়পুত্র ভরতকে বৌবরাজ্যে অভিষিক্ত  
 কর ; অপর বরে, রাম অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে গমন  
 করুক। শ্রীমান্ন রাম, জটা-বস্ত্র-ভূষিত কন্দমূলকল-  
 ভোজী হইয়া মুনিবেশে চতুর্দশ-বৎসর তথায় অব-  
 স্থান করুক ; তাহার পর প্রত্যগাতও হইতে পারে।  
 আর স-ইচ্ছায় বনে থাকিতেও পারে। কমললোচন  
 রাম প্রভাতেই যেন বন-গমন করে। যদি দ্বাইতে

কিছুমাত্র বিলম্ব করে তাহা হইলে তোমার সমুখেই  
 আমি প্রাণত্যাগ করিব। ইহাই আমার প্রিয় ; এক্ষণে  
 তুমি আপনার প্রতিজ্ঞা পালন কর। কৈকেয়ীর এই  
 নিদারুণ লোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপতি বজ্রা-  
 হত পর্বতের দ্বার নিপতিত হইলেন। অনন্তর  
 আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখিলাম ;—না আমার মতিভ্রম  
 হইল ভাবিয়া নয়নদ্বয় মার্জনা করিয়া ধীরে ধীরে  
 উন্নীলনপূর্বক সমুখে অবস্থিত ব্যাতীর দ্বার পত্রীকে  
 সত্যয়ে সমুখে দেখিলেন ; অনন্তর বলিলেন,—“ভদ্রে!  
 এ কি বলিতেছ ? এ যে আমার প্রাণনাশক বাক্য।  
 কমললোচন রাম তোমার কি অপরাধ করিয়াছে ?  
 তুমি পূর্বের আমার সমুখে সর্বদা শ্রীরামের শুভ  
 গুণরাশি বর্ণন করিতে ; এণৎ বলিতে ‘রাম, কৌস-  
 ল্যাকে এবং আমাকে সমানচক্রে দর্শনকরত নির-  
 ন্তর আমার গুণশ্রবা করে ;’ এখন তবে অন্তরূপ বলি-  
 তেছ কেন ? তুমি পুত্রের জন্ম রাজ্যগ্রহণ কর ; কিন্তু  
 রাম আমার গৃহে থাকুক ;—প্রতিকূলে ! আমার প্রতি  
 অন্তুগ্রহ কর ; রাম হইতে তোমার কোন আশঙ্কা  
 নাই ; এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার পদযুগলোপরি  
 পতিত হইলেন : তখন সেই কৈকেয়ীও আরক্তনয়নে  
 এই প্রত্যস্তর করিল,—“রাজেন্দ্র ! তোমার কি মতি-  
 ভ্রম হইল ? যাহা প্রতিজ্ঞা করিলে তাহার বিপরীত  
 বলিতেছ। যদি নিজের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা কর, তাহা  
 হইলে তোমার নরক হইলে। যদি রামচন্দ্র প্রাতঃ-  
 কালে চীরাঙ্গিন পরিধান করিয়া বনগমন না করে,  
 আমি উবন্ধন অথবা বিষ ভোজন করিয়া তোমার  
 সমুখে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি এই জগতে সকল  
 সভামধ্যেই “আমি সত্য প্রতিজ্ঞ” বলিয়া শ্লাঘা  
 কর ; কিন্তু তুমি রামের উপর শপথ করিয়া যে  
 প্রতিজ্ঞা করিলে তাহাও পালন করিলে না, তবে  
 তুমি নরকে গমন করিবে।” শ্রিয়া এই কথা বলিলে,  
 দুঃখসমুদ্রে মধু কাতর মহারাজ মুচ্ছিত হইয়া  
 শবের দ্বায় অচৈতন্যভাবে ভূতলে পতিত হইলেন।  
 এইরূপে মহারাজের পক্ষে সংবৎসর-সদৃশ কাল-  
 রজনী অতি কষ্টে অতীত হইল ; অরুণোদয় সময়ে  
 বন্দীগণ ও গায়কগণ গান করিতে লাগিল। কৈকেয়ী  
 তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া অধিকতর ত্রুঙ্ক ভাবে  
 রহিল। এদিকে প্রভাতকালে, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়-  
 গণ, বৈশ্যগণ, ধর্মগণ, কুমারীগণ, খেতচ্ছত্র দিব্য  
 চামর, হস্তী ও অশ্ব—এতদ্ভিন্ন বারবিলাসিনীগণ  
 এবং পৌরজানপদগণ, মধ্যাক্ষে উপস্থিত হইল।  
 বসিষ্ঠ, বাহা বাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই  
 তথায় অবস্থিত হইল। সেই রজনীতে আবাল-

বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও নিদ্রা হয় নাই। “শত মদন-মোহন শ্ৰীমলাঙ্গ রামকে অভিধিক্ত হইবার পর পরিধানে পীত-কৌশেয়-বসন, সর্কর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, কিরীট-বলেয় উজ্জ্বল, ও কৌশ্তভালঙ্কার ভূষিত হইয়া ঈষৎহাস্ত করত পজারোহণে আসিতে কখন দেখিব ? তাঁহার পার্শ্বে খেতচ্ছত্রধর লক্ষ্মণাধিত লক্ষ্মণকে কখন দেখিব ? শ্রভাত কখন হইবে ? রামকে আমরা কখন দেখিব ?” পুরবাসীগণ সকলেই এইরূপ উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়াছিল। “রাজা এখনও উঠিলেন না কেন” এইরূপ চিন্তা করিয়া হুমন্ত্র—  
 ষথায় রাজা অবস্থিত ছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে গমন করিল। অনন্তর সে, অত্যাশ্চর্যকর জয়ধ্বনি করিয়া ভূতল-বিস্তৃতিত-মস্তকে রাজাকে প্রণাম করিল; রাজাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিল;—“দেবি! কৈকেয়ি! আপনার জয় হউক, রাজাকে অসুস্থ দেখিতেছি কেন ?” কৈকেয়ী তাহাকে বলিল; রাজা, সমস্ত রাত্রি “রাম রাম রাম” শব্দ করিয়া রামকেই চিন্তা করিয়াছেন;—নিদ্রাযান নাই, রাজা রাত্রিজাগরণ বশতঃই অসুস্থবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস; রাজা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

হুমন্ত্র কহিল;—“হে ভামিনি! রাজার অসুস্থতি না পাইলে আমি মাই কিরূপে ?” মন্ত্রর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন;—“হুমন্ত্র! হুমন্ত্র-মূর্ত্তি রামকে দেখিব—সম্ভর লইয়া আইস।” এইরূপ কথিত হইয়া হুমন্ত্র অবিলাসে রামভবনে গমন করিল; এবং অব্যবহৃতভাবে প্রবেশ করিয়া তাড়া-তাড়ি রামকে বলিতে লাগিল;—“হে কমল, লোচন রাম! তোমার মঙ্গল হউক; শীঘ্র আমার সহিত পিতৃভবনে আইস; রাজা, তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।” এই কথা বলিলে, রাম শশ-বাস্ত্র ভাবে সারথি-হুমন্ত্র ও লক্ষ্মণ সমন্বিতবাহারে রথে আরোহণ করিয়া দ্রুত-গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যাক্ষে অবস্থিত বসিষ্ঠাদির প্রীতি ত্বরাবশত কেবল দৃষ্টি ভঙ্গী-বিশেষদ্বারাই নিষ্টিচার প্রদর্শন করিলেন। পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন। রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া রামকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত যেমন বাহু প্রসারণ করিবেন অমনি “হা রাম!” বলিয়া দুঃখবশতঃ মধ্যস্থলে নিশ্চিন্ত হইলেন। রাম, হায় হায় করিয়া শীঘ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া জোড়ে স্থাপন করিলেন। রাজাকে মুচ্ছিত দেখিয়া সকল রমণীগণ রোদন করিয়া উঠিল। “এত রোদন হইতেছে কি জন্ত ?

ভাবিয়া বসিষ্ঠও তথায় আসিলেন। রাম, জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার এইরূপ দুঃখের কারণ কি ?” রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কৈকেয়ী রামকে বলিতে লাগিল;—“রাম! তুমিই রাজার এইরূপ দুঃখের কারণ; দুঃখ শাস্তির জন্ত তোমাকে কিছু রাজার হিতজনক কার্য করিতে হইবে। তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ; রাজাকে সত্যবাদী কর। রাজা, সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে দুইটা বর দিয়া-ছেন; কিন্তু সেই বরের সফলতা তোমার ইচ্ছাধীন; রাজা তোমার নিকট তাহা উন্মেষ করিতে লজ্জা পাইতেছেন; ফলত—সত্যপাশে দৃঢ়বদ্ধ পিতাকে পরিত্রাণ করা তোমার উচিত। পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ করে” ইহাই পুত্র শব্দের অর্থ। রাম তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া শূন্যহৃৎের জ্বায় ব্যথিত ভাবে কৈকেয়ীকে বলিলেন;—“মা! আমাকে এত বলিতেছেন কেন ?” পিতার জন্ত আমি প্রাণ-ত্যাগ করিতে পারি; স্মৃত্তীত্র বিষ পান করিতে পারি; সীতাকে অথবা কোঁসল্যাগকে পরিত্যাগ করিতে পারি; রাজ্যত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি। যে ব্যক্তি পিতার মৌখিকআদেশ না পাইয়াও তাঁহার অভিশ্রেত কার্য করে, সে উত্তম; আদিষ্ট হইয়া যে সেই কার্য করে, সে মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত; আর যে আদিষ্ট হইয়াও ঐ কার্য করে না, সে পুত্র পিতার মল বলিয়া নির্দিষ্ট। অতএব পিতা আমাকে বাহা বলেন, আমি তাহা করিতে প্রস্তুত; ইহা সত্য, ইহা সত্য; রাম এক মুখে দুই কথা বলে না ?” কৈকেয়ী, রামের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—  
 রাম! তোমার অভিষেকের জন্ত যে সকল দ্রব্যাদির আয়োজন হইয়াছে, তদ্বারাই আমার প্রিয়-পুত্র ভরতের অভিষেক হওয়া আবশ্যক; আর পিতার আজ্ঞাক্রমে অপর বরে তুমি আজই শীঘ্র শীঘ্র চীরবস্ত্র পরিধান ও জটাভার ধারণ করিয়া বনে গমন কর; এবং তথায় কসমূল প্রভৃতি মূনিখাদ্য ভোজনকরত চতুর্দশবৎসর বাস করিবে। আজ ইহাই তোমার পিতার কার্য, তোমার ইহা করা উচিত। হে রঘুনন্দন! তবে কিনা রাজা,—নিজমুখে তোমাকে এই কথা বলিতে লজ্জিত হইতেছেন; শ্রীরাম কহিলেন, “ভরতেরই রাজ্য হউক, আমি দণ্ডকারণ্যে গমন করিতেছি; কিন্তু রাজা আমাকে এখিষয় কিছু বলিতেছেন না কেন ? তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।” রাজাদর্শনরথ রামের এই কথা শুনিয়া, সমুখে দণ্ডায়মান রামের প্রীতি দৃষ্টিপাতপূর্বক দুঃখিতভাবে দুঃখ-

সূচক কথা বলিতে লাগিলেন;—“আমি স্ত্রীবশ, ভ্রাতৃশূন্য ও দিপথগামী; আমাকে নিগৃহীত করিয়া বলপূর্বক এই রাজ্যাগ্ৰহণ কর; তাহাতে তোমার পাপ হইবে না; এবং হে রঘুনন্দন! এইরূপ করিলে আমাকেও সত্যচ্যুত হইতে হইবে না।” এই বলিয়া রাজা তখন সাত্তিশয় দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন;—“হা রাম! তুমি ত্রৈলোক্যপালনে উপযুক্ত এবং আমার প্রাণের প্রিয়। হায়! হায়! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তুমি যোর অরণ্যে গমন করিবে?” রামকে আলিঙ্গন করিয়া ইত্যাদি বিবিধ-প্রকারে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই নাত্তিবিশারদ রাম সজল পাণিধারা পিতার নয়নসুগল মুছাইয়া দিয়া ক্রমে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন;—প্রভো! এবিষয়ে দুঃখ করিতেছেন কেন? আমার কনিষ্ঠ ভরত রাজ্যাশাসন করুক; আমি প্রতিজ্ঞাপালন করিয়া আপনার নগরে পুনরাগমন করিব। রাজন! আমি বনে থাকিলে রাজ্য হইতে কোটি গুণ সুখবোধ করি; আর হে দেব! তাহাতে আপনার সত্যপালনরূপ কার্যও অক্ষুণ্ণ হইবে\*। হে রাজন! আমার বনবাস কৈকেয়ীরও অতিমত; এবং উহার গুণও অনেক। আমি এখন বাইতে ইচ্ছা করি; মাতা কৈকেয়ীর মনোবাধ্যা দূর হউক, আর অভিষেকের জন্ত আগত দ্রব্যাদি এক্ষণে অপসৃত হউক। মাতাকে সান্ত্বনা ও জানকীকে অনুন্নয় করিয়া আসিয়া আপনার চরণ-বন্দনা করিব; তৎপরেই সুখে বনগমন করিব। এই বলিয়া রাম রাজাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাতাকে দেখিতে আসিলেন; তখন কৌসল্যাও রামের মঙ্গলার্থ বিষ্ণুর পূজা করিয়া হোম করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুদান প্রদান করিলেন; তাহার পর মৌনভাবে একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুচিন্তা করিতেছিলেন; তিনি অন্তরে অবস্থিত, অনন্ত চৈতন্যপ্রকাশ, সর্বময়, সর্বাতিশায়ী সদানন্দময় একমাত্র বিষ্ণুকে হৃদয়কমলে ধ্যান করিতেছিলেন, সম্মুখাগত রামকে দেখিতে পাইলেন না।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

\* “আপনার সত্যপালন এবং সেবগণের কার্য সিদ্ধিও হইবে”। এই নিগূঢ় অর্থও মূল সত্য। তবে এ অর্থে “হে দেব! এই সত্যোখনই থাকিবে না।

চতুর্থ অধ্যায় ।

অনন্তর, সুমিত্রা, রামকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কৌসল্যাকে জানাইলেন;—“রাম সমুখে দণ্ডায়মান।” কৌশল্যা, রাম নাম শ্রবণে নেত্র উন্মীলনপূর্বক বিশাললোচন রামকে অবলোকন করিলেন; অমনি তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক ক্রোড়ে বসাইলেন এবং মস্তকাত্মাণ করিয়া নীল-কমল-কান্তি তদীয় গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, “পুত্র! কাল উপবাস করিয়া আছ; নিশ্চয় ক্ষুধার্ত হইয়াছ; কিছু মিষ্টান্ন ভোজন কর।” রাম বলিলেন;—“মা! আমার ভোজন করিতে অবসর নাই; আজ আমার অবিলম্বে দণ্ডকারণ্য গমনের নিৰ্দ্ধারিত দিবস। আমার সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা, কৈকেয়ীকে যে বর দিয়াছেন, তাহাতে ভরতকে রাজ্যপ্রদান এবং আমাকে উত্তম-অরণ্য-বাসে আদেশ করিয়াছেন। মুনীবেশ ধারণপূর্বক তথায় চতুর্দশবৎসর বাস করিয়া পুনরায় শীত্ৰই আসিতেছি চিন্তা করিবেন না।” তাহা শ্রবণ করিবামাত্র কৌসল্যা তৎক্ষণাৎ উদ্বিগ্ববশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; সাত্তিশয় দুঃখে কাতরা—দুঃখসমুদ্রমধ্য—রামজননী কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় উঠিয়া রামকে বলিতে লাগিলেন;—“রাম রে! যদি সত্য সত্যই তুমি বনে যাস, তবে আমাকেও লইয়া চল;—বাবা! তোকে ছাড়িয়া আমি ক্ষণার্ধও প্রাণধারণ করিব কিরূপে? যেমন গাভী অতি শিশুবৎস ছাড়িয়া কোন স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ আমিও প্রাণ আপেক্ষা প্রিয়পুত্র—তোকে ত্যাগ করিতে পারি না। রাজা যদি ভরতের প্রেতি প্রেমস হইয়া থাকেন, তাহাকে রাজ্য দান করুন, আমার প্রিয়পুত্র—তোকে বনবাসের জন্ত আদেশ করিতেছেন কেন? রাজা কৈকেয়ীর বরপ্রদ হইয়া সর্বস্বই তাহাকে দান করুন না কেন? কৈকেয়ীর বা রাজার কাছে,—তুমি বাবা! কি অপরাধ করিগি যে, রাজা তোকে বনবাস দিতেছেন? রামরে! পিতা যেমন তোর গুহ; আমিও ত, বাপ! তদপেক্ষা তোর অধিক গুহ; তোর পিতা তোকে বনে বাইতে অনুমতি দিয়াছেন, আমি তোকে বাইতে বারণ করিতেছি; তুমিও আমারও পুত্র। যদি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া রাজার কথায় বনে যাস, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া বনসদনে গমন করিব”।

তখন লঙ্ঘণও কৌসল্যার কথা শুনিয়া সক্রোধ-দর্শনে ত্রিভুবন দম্ভকরত রামকে বলিতে লাগিলেন;—

“উন্নত, দ্রাস্তচিত্ত এবং কৈকেয়ীর বশবর্তী ভর-  
তকে বন্ধন করিয়া তাহার সাহায্যকারী তদীয় মাছুলা-  
দিকেও নিহত করিব। পূর্বকালে লোকদাহক  
কালানলের ছায় আমার পরাক্রম, সকলে অবলোকন  
করুক; হে শক্রনমন রাম! আপনি অভিষেকের  
জগ্ন যত করুন; তাহাতে বাহারা বিশ্ব করিবে, আমি  
শরাসন-হস্তে তাহাদিগকে বধ করিব;” সৌমিত্রি  
এইরূপ বলিতে থাকিলে রঘুনন্দন রাম তাঁহাকে  
আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—“হে রঘুকুল শ্রেষ্ঠ! তুমি  
বীর এবং আমার অভিযয় হিতৈষী; আমি তোমার  
সমস্তই জানি সত্য, কিন্তু এখন বিক্রম প্রকাশের  
সময় নহে। এই রাজ্য এবং দেহাদি, বাহা কিছু  
দেখা যাইতেছে, যদি তৎসমস্ত সত্য হইত; তাহা  
হইলে তোমার এই প্রয়াস কথাক্ষং সফল হইতে  
পারিত। ভোগসকল, জলদ-জাল-সঞ্চারণি বিদ্যা-  
দ্বারার ছায় চঞ্চল; এবং আয়ু ও অনল-সম্প্র-  
লৌহ-পিণ্ডে নিপতিত জলবিদ্যুর ছায় ক্ষণস্থায়ী।  
বিষধরের কণ্ঠকুহরে যাইতে যাইতেও ভোজন  
জন্ম দংশ (ডাংশ) দিগের অপেক্ষা করা ভেকের  
পক্ষে বেরূপ,—কালরূপ-মহাসর্প-কবলিত লোক-  
দিগের পক্ষে অস্থায়ী ভোগসকলের অপেক্ষা করাও  
ভঙ্গ্য। মনুষ্য, ভোগের জন্ম দিবা রাত্রি কষ্ট-  
শ্রেষ্ঠে নানাবিধ কর্ম করিতেছে; কিন্তু দেহ,—পুরুষ  
হইতে ভিন্ন—ইহা বিচারিত; সুতরাং দেহ জড়,  
ভোগে অসমর্থ; এবং পুরুষ, জগতে কোন ভোগ্য-  
বস্তুই ভোগ করেন না। পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা,  
পত্নী এবং বন্ধুপ্রভৃতির সম্বন্ধ, পানশালাতে বহু পাচ  
সমাগমের ছায় এবং নদী মধ্যে শ্রোতঃসমা-  
হৃত কাষ্ঠ-রাশি-সম্মিলনের ছায় অস্থির। নিশ্চিত  
আছে যে, সম্পত্তি,—ছায়ার ছায় চপল; যৌবন-  
তরঙ্গের ছায় অস্থির; স্ত্রী-সন্তোগ-সুখ স্বপ্ন-ভ্রুলা;  
এবং পরমায়ু অল্প; তথাপি প্রাণীর এত অভিমান!  
নিরস্তর রোগাদিসম্মুল সংসার, স্বপ্ন এবং গন্ধর্ব-  
নগরের \* সদৃশ; মৃত ব্যক্তিই তাহার অনুগত হয়।  
স্বর্গের অন্তোদয়ের আয়ুঃক্ষয় হওয়ার অপরের জরা ও  
মরণ দেখিতে পাইয়াও লোকে কোনরূপেই আপনার  
ঐ জরা মরণের অবশস্তাবিত্ত উপলব্ধি করিতে পারে  
না। প্রভূত প্রতিনিব রাত্রিতেই সেইই, দিন-  
সেইই রাত্রি—এইরূপ বুদ্ধি মোহবশতঃ ভোগে  
আসক্ত হয়; সময় শ্রোতের গতিশীলতার দিকে দৃষ্টি-  
পাত করে না। এই আয়ু আমকুস্থিত জলের ছায়

প্রতিফল্গেই বিগলিত হইতেছে। হায়! রোগ-সমূহ,  
শক্রগণের ছায় শরীরকে প্রহার করিতেছে। জরা,  
ব্যঞ্জীর ছায় সমুখে থাকিয়া ভয় দেখাইতেছে।  
মৃত্যু, মস্তে মস্তেই চলিতেছে; কেবল কাল প্রতীক্ষা  
করিয়া রহিয়াছে। মনুষ্য, কুমি-বিষ্টা-ভয়ময় এই  
দেহে “অহং” জ্ঞান করিয়া “আমি লোক-বিশ্রুত  
রাজা” বলিয়া মনে করে। কিন্তু—ডকু, অস্থি, মাংস,  
বিষ্ঠা, মূত্র, রেত, রক্তাদিময়, বিকারী ও পরিণামী  
দেহ,—আত্মা হইবে কিরূপে?—নল। লক্ষ্মণ! যে  
রাগাদিদোষ অবলম্বনে তুমি ত্রৈলোক্য দধ করিতে  
ইচ্ছা করিতেছ; সেইসকল দোষ দেহাভিমাত্রী  
ব্যক্তির হইয়া থাকে। “দেহ আমি” এইরূপ  
বুদ্ধিই অবিদ্যা বলিয়া কীর্তিত। দেহ “আমি”  
নহে; “চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আমি” এই বুদ্ধি—বিদ্যা  
বলিয়া কথিত। অবিদ্যা সংসারের প্রবর্তক; বিদ্যা  
তাহার নিবর্তক। অতএব মুক্তি পাইতে অভি-  
লাষী ব্যক্তিগণ, বিদ্যা-অভ্যাসে সদা যত্ন করিবে।  
হে শক্রঘনন! কিন্তু তাহাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি  
অনেক শক্র আছে। তন্মধ্যে আবার ক্রোধই  
সর্বদা মোক্ষের বিষ করিতে সমর্থ। পুরুষ এই  
ক্রোধে আবিষ্ট হইলে, পিতা, ভ্রাতা, স্ত্রী এবং  
সখাদিগকেও বধ করে। ক্রোধ, মনস্তাপের মূল;  
ক্রোধ সংসারের বন্ধন; এবং ক্রোধ হইতে ধর্ম-  
ক্ষয় হয়, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ কর। এই ক্রোধ  
মহাশক্র; তৃষ্ণা, বৈতরণী নদীর ছায় দুস্তর।  
সন্তোষ, বন্দন-কাননের তুল্য; এবং শান্তিই অভি-  
লাষ-পুরণী। অতএব তুমি আজ শান্তি-গুণ অবলম্বন  
কর। তাহা হইলে আর তোমার শক্র থাকিবে না।  
আত্মা—গুহ, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নির্বিকার ও  
নিরাকার, অতএব তাহা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রাণ,  
ও বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন। বাবৎ আত্মাকে  
দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে বিভিন্ন বলিয়া না  
জানিতে পারে, তাবৎ মরণ-শীল হইয়া সংসার দুঃখ-  
রাশি দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে। অতএব তুমি  
সর্বদা আত্মাকে বুদ্ধি-প্রভৃতি হইতে ভিন্ন বলিয়া  
মনে মনে ভাবনা কর, কিন্তু ঐ বুদ্ধি-প্রভৃতিকে অব-  
লম্বন করিয়াই লোক-ব্যবহারের অনুবর্তী হইয়া  
চল, সুখই হউক আর দুঃখই হউক, বাহাই প্রারম্ভ  
হইবে; তৎসমস্ত ভোগ করিবে; কিছুতেই খেদমুক্ত  
হইও না। সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া কর্ম  
করিতে থাকিলেও কর্মফলে গিপ্ত হইবে না। হে  
রাধব! বাহ সকল-বিষয়েই কর্তব্য ব্যবহার করিলে  
ও অন্তঃসত্ত্বা বথার্থ বলিষ্ঠ রাখিলে তুমি কর্মফলে

\* সূত্রোপরি ভ্রম-দৃষ্ট বিচিত্র সৌধাবির নাম  
গন্ধর্ব-নগর।

লিপ্ত হইবে না।" আমার কথিত এই উপদেশ সৰ্বদা জ্বদরে ডাবনা কর, তাহা হইলে আর কখনই কোন সংসারদুঃখে দুঃখিত হইবে না। মা! আমি বাহা বলিলাম, আপনিও সৰ্বদা ইহা মনে মনে চিন্তা করুন। আমার পুনরাগমনকাল প্রতীক্ষা করুন; বহুদিন দুঃখ-কাতর হইতে হইবে না। নদীপ্রবাহে ভাসমান উড়ুপগণের শ্রায় কর্ণ-পথানুসারীদিগের সৰ্বদা একত্র সহবাস ঘটে না। চতুর্দশ বৎসরের দিন গণনা—সময় বিশেষে ক্ষণকালের শ্রায় হইয়া থাকে। মা! দুঃখকে দূরে পরিভ্যাগ করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন, তাহা হইলে আমি মুখে বনবাস করিতে পারি," এই বলিয়া জননীর চরণে অনেকক্ষণ সান্ত্বাজে পতিত হইয়া রহিলেন। তখন কোসল্যা তাঁহাকে উঠাইয়া ক্রোড়ে বসাইলেন এবং আশীর্বাদ করিলেন, "ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধৰ্বগণ, তোমাকে গমনে—শরণে—স্বপনে "সৰ্বদা রক্ষা করুন;" কোসল্যা এই বলিয়া বারবার আলিঙ্গন করিয়া, রামকে বিদায় দিলেন। লক্ষ্মণও তখন রামকে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুগলদায় স্বরে বলিতে লাগিলেন;—"রাম! আজ আপনি আমার মনের সন্দেহ দূর করিলেন; রাম! আমি আপনার সেবা করিবার জন্ম পশ্চাৎকার্ত্তী হইব; আপনি ইহা আদেশ করুন; রাম! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নতুবা আমি প্রাণত্যাগ করিব"। রামও লক্ষ্মণকে বলিলেন;—"তথাস্থ, চল; বিলম্ব করিও না;" বলিয়া মাতৃ-ভবন হইতে প্রস্থান করিলেন এবং বিতু সীতা-পতি সীতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্ম শীঘ্র গৃহে গমন করিলেন। সুস্মিত-ভাষিণী সীতা, পতিকৈ আগত দেখিয়া সৰ্গ পাত্রহ জলে ভক্তিতাবে তাঁহার চরণ-যুগল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর, স্বামীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"তুমি দেব! সেনা সঙ্গ না লইয়া কোথায় গিয়াছিলে? এবং সঙ্গ না লইয়া কেন আসিলে? তোমার ধৈর্য্যক্লান্ত কোথায়? বাস্য-স্বনি হইতেছে না কেন? কিরীট প্রভৃতি রাজোচিত ভূষণ নাই কেন? অধীনস্থ রাজগণের সহিত সন্ত্রম সহকারে আসিলে না কেন?" সীতা এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে রাম ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন; "হে শুভে! রাজা আমাকে দণ্ডকারণের সমগ্র রাজ্য প্রদান করিয়াছেন; অতএব সেই রাজ্য পালন করিতে, হে ভামিনি! সস্তর তথায় বাইতেছি। আমি আজই বনে যাইব; তুমি স্বজর নিকটে

থাকিয়া, তোমার স্বজর—আমার জননীর সেবা কর; ইহা উপহাস ভাবিও না, আমার মিথ্যাবাদী নহি;" শ্রীরাম এই বলিলে সীতা সস্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার মহাশ্রী পিতা তোমাকে বন-রাজ্য প্রদান করিলেন কি জন্ম? রাম তাঁহাকে বলিলেন; "হে পুণ্যবতি! রাজ্য প্রীত হইয়া কৈকেয়ীকে বর দিয়াছেন; তাহাতে ভরতকে রাজ্য এবং আমাকে বনবাস দেওয়া স্থির হইয়াছে। বাহাতে আমি বনে চতুর্দশ বৎসর বাস করি, কৈকেয়ী দেবী তাহা প্রার্থনা করেন; দয়ালু সত্যবাদী রাজা সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। অতএব শীঘ্র গমন করিব; হে ভামিনি! বিদ্র করিও না।" জানকী রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরানন্দ না হইয়া বলিলেন;—"অগ্রে আমি বনে যাইব, পাশ্চাৎ তুমি আসিবে; রাধব। আমাকে ত্যাগ করিয়া গমন করা তোমার উচিত নহে।"

রাধব, শ্রীত হইয়া সেই শ্রিয়ভাষিণী—নিজ শ্রিয়তমাকে বলিলেন; "ব্যান্দ্ৰাদি বিবিধ হিংস্র জন্তু-পূর্ণ বনে তোমাকে আমি কিরূপে লইয়া যাইব? তথায় মনুষ্য-ভোজী বিকটাকার রাক্ষসসকল আছে; সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণ চারিদিকে বিচরণ করে; হে সুমধ্যমে! তথায় কট-অন্ন ফল-মূল ভোজন করিতে হয়; কখনই পিষ্টক বা ব্যঞ্জন মিলে না। হে সুন্দরি! সময়ে সময়ে সেখানে মল ও পাওয়া যায় না; কোথায়ও বা পাওয়া যায়; পথের চিকু-মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না; যদি কোন ধানেও বা দেখা যায়, তাহা আবার কন্দর ও কটকে আবৃত; ঐ বন গুহা-গহ্বরময় এবং বিস্তীর্ণ ও দংশাদি দ্বারা পূর্ণ; দণ্ডকারণ এইরূপ বিবিধ দোষাশ্রিত। শীত, বায়ু ও রৌদ্ৰাদি সহ করত পদ-ব্রজে গমন করিতে হইবে। তুমি সেই বনে রাক্ষসাদি বিকটাকার প্রাণী দেখিয়া অবিলম্বে জীবন ত্যাগ করিবে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি গৃহে থাক; আমাকে পুনরায় সস্তর দেখিতে পাইবে।" রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা অতি দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হুপিত হইলেন। কোপে ও দুঃখে তাঁহার অধর গুষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল; তিনি প্রভৃন্তর করিলেন, আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ; নির্দোষ পতিব্রত ধর্মপত্নী; তুমি ধর্মজ্ঞ এবং দয়ালু হইয়া আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কিরূপে? রাম! বনে আমি তোমার নিকটে থাকিব, কে আমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে? তোমার ভুক্ত-বশিষ্ট বাহা কিছু ফলমুলাদি থাকিবে, তাহাই আমার অমৃত তুলা হইবে; তাহাতেই আমি তুষ্ট হইয়া আনন্দে থাকিব। তোমার সহিত বিচরণ করিতে

ধাকিলে, কুশ-কাশ-কণ্টক আমার কুহুম-শয্যা-তুলা প্রতীয়মান হইবে, সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে ক্রেশ দিব না; প্রত্ন্যুত কার্যসাধন করিয়া দিব। বালা-কালে কোন একজন জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ আমাকে দেখিয়া বলিয়াছিল, “পতির সহিত তোমার বনবাস হইবে।” ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হউক, আমি তোমার সহিত যাইব। আরও কিছু বলিতেছি, শুনিয়া আমাকে বনে লইয়া চল; অনেক বার অনেক ব্রাহ্ম-ণের মুখে রামায়ণ শুনিয়াছি; সীতা ব্যতীত রাম বনে গিয়াছেন, ইহা কোন ধানে আছে কি?—বল। বিশেষ আমি ত তোমার সকল কার্যে সম্পূর্ণ সহায়; অতএব তোমার সহিত গমন করিব। যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বাইতে চাহ; তাহা হইলে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।” রঘুনন্দন, সীতার এই-রূপ দৃঢ় নিশ্চয় বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন;—“দেবি! শীঘ্র আমার সহিত বনে চল; হার ও অস্ত্রাশ্র আভরণ, অবিলম্বে অরুন্ধতীকে প্রদান কর। অহে! আমরা সকলেই ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিয়া বনগমন করি।” এই বলিয়া শীঘ্র লক্ষ্মণদ্বারা দ্বিজগণকে ভক্তিভাবে আহ্বানপূর্বক রঘুবংশ-শ্রেষ্ঠ রাম, সেই সকল স্থলীল গৃহস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে সানন্দচিত্তে শত রুদ্র গো, বহু ধন, দিব্য বস্ত্র এবং আভরণসমুদায় প্রদান করিলেন। সীতা অরুন্ধতীকে প্রধান প্রধান আভ-রণ দান করিলেন। রাম, মাতৃ-সেবকদিগকে অনেক প্রকার ধন দান করিলেন। আর নিজ-অস্ত্র-পুর-বাসী সেবকগণকে ও নগর-জনপদবাসী ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধন প্রদান করিলেন। ধনুর্ধর লক্ষ্মণও কৌসল্যার নিকট হুমিত্রাকে সমর্পণ করিয়া তথা হইতে আসিয়া রাম-সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ—সকলেই রাজভবনে গমন করি-লেন। সহস্র কন্দর্পের স্রায় স্থন্দর মূর্তি শ্রামাদ্র শ্রীরাম, কাঙ্ক্ষিত্যায় দিম্বাগুল উদ্ভাসিত করত সীতা ও অশ্রুজের সহিত রাজপথে গমন করিতে লাগি-লেন; পৌরজনপদপথ কুতূহল-সহকারে দেখিতে লাগিল; রাম সানন্দ-চিত্তে তাহাদিগকে দেখা দিয়া, চরণ-বিছাসে নিখিল ভুবন পবিত্র করিতে করিতে পিতৃ-ভবন প্রাপ্ত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব কহিলেন;—কৈকেয়ীর প্রতি বরদানাদি শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত নগরবাসীগণ সকলে শ্রীরামকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পথে আসিতে

দেখিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বলাবলি করিতে লাগিল;—“হায়! কামবশ রাজ্য দশরথ, সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়পুত্রকে স্ত্রীর জন্ত পরিত্যাগ করিলেন! তাঁহার সত্যশীলতা কোথায়? কৈকেয়ী এইরূপ দুষ্টি হইল কিরূপে? ত্রুরকর্ম্মা অতি মুচুমুছি সেই কৈকেয়ী সত্যশীল প্রিয়কারী রামকেই বা নির্কামিত করিল কেন? হে জনগণ! এখানে বাস করা উচিত নহে; শ্রীরাম, ভার্য্যা ও অশ্রুজের সহিত যেখানে গমন করিতে অভিলাষ করিতেছেন—অদ্যই আমরা সেই কাননে গমন করি। সকলে দেখুন;—জনক-তনয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। যে ভুবন-স্থন্দরী জানকীকে পুরুষেরা কখন নয়নগোচর করে নাই, সেই জানকীও জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ-ভাবে গমন করিতেছেন; দেখ! নিখিল-লোকের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থন্দর প্রভু শ্রীরামও হস্তী অশ্ব প্রভৃতি যান পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে গমন করিতেছেন। তোমরা দেখ, কৈকেয়ী নামে এক-জন সর্কনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছে। সীতার পদ-ব্রজনামনে রামেরও দুঃখ হইতেছে; এ বিষয়ে বিধিই বলবান; পুরুষের স্ব স্ব দুর্কল। সাধুবন্দ এই-রূপে দুঃখাকুল হইতে থাকিলে মুনিবর বামদেব সেই সাধুগণের মধ্যবর্তী হইয়া বলিতে লাগিলেন;—“রাম, কিম্বা সীতার জন্য শোক করিও না, আমি তত্ত্বকথা বলিতেছি;—এই রাম আদিনারায়ণ পরম বিষ্ণু বলিয়া স্মৃত হইয়াছেন। এই জনক-নন্দিনী, ষোগমায়া বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই লক্ষ্মী; আর অনন্ত-দেব, সম্প্রতি লক্ষ্মণ নাম ধারণ করিয়া সেই বিষ্ণুর অনুগমন করিতেছেন। ইনি (রাম) মায়ী গুণ-যোগে সেই সেই আকার-বুদ্ধের স্রায় প্রতীয়মান হন। ইনিই রজো-গুণ-যোগে “ব্রহ্মা” রূপ হইয়া বিশ্ব-সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্ত্ব-গুণের আবেশে বিষ্ণুরূপে ত্রিভুবনের পালন করিতেছেন এবং ইনিই অস্ত্রে তমো-গুণ-যোগে রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। এই রাঘব, পূর্বকালে মৎস্বরূপী হইয়া নিজভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকাতে আরোহণ করাইয়া দৈনন্দিন প্রলয়ের কাল পূর্ণ হওরা পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্বকালে সমুদ্রমন্থন হইতে হইতে মন্দর পর্বত সুতল প্রবিষ্ট হইলে, রঘুবর কুর্শ্বরূপী হইয়া ঐ পর্বতকে ধীর পৃষ্ঠে ধারণ করিলেন। যখন পৃথিবী রসাতল মগ্ন হইয়াছিল, সেই প্রলয় সময়ে রঘুনন্দন শূকর মূর্তি ধারণ করিয়া সেই ধরণীকে দশন শিখর দ্বারা উত্তোলিত করিলেন। পূর্বকালে নরসিংহ-মূর্তি ধারণ করিয়া অহ্লাদকে বর দেন; এবং



ত্রিলোক-কটক অম্বর হিরণ্যকশিপুকে নখর-নিকর-  
 ধারা বিনীর্ণ করিয়াছিলেন, পূর্বেকালে অদিত্তি, পুত্রের  
 রাজ্য অপচ্যুত হইয়াছে দেখিয়া যেরূপ প্রার্থনা  
 করেন, তদনুসারে বামন-শরীর ধারণ পূর্বক যাত্রা  
 করিয়া সেই রাজ্য পুনঃ প্রত্যাহরণ করিয়াছেন ;  
 দুষ্ট-ক্ষত্রিয়গণ সমুত্ত ভৃত্যর হরণ করিবার  
 ক্ষমতা হুণ্ডবংশে উৎপন্ন হন ; সেই জগদীশ্বরই  
 এখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাবণ-  
 প্রভৃতি কোটি কোটি রাক্ষসগণকে নিহত  
 করিবেন, সেই দুরাস্তার মনুষ্য-হস্তে মৃত্যু নির্দা-  
 রিত ; বিষ্ণু বাহাতে পুত্র হন এই কামনা করিয়া  
 রাজা দশরথও তপস্যা দ্বারা হরি আরাধনা করেন,  
 তাই হরি তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ;  
 রাম রূপে অবতীর্ণ সেই কমললোচন বিষ্ণুই রাবণ  
 প্রভৃতি রাক্ষস বধের জন্ম লক্ষণের সহিত অদ্যই  
 বনগমন করিবেন ; এই সীতা, সষ্ট-স্থিতি-সংহার-  
 কারিণী বিষ্ণু-মায়ী। এই শ্রীরামের বনবাসে, রাজা  
 বা কৈকেয়ী সামান্য কারণে নহেন। পূর্বেদিন, নারদ,  
 ভৃত্যর-হরণের জন্ম বলিতে আসিয়াছিলেন ; স্বয়ং  
 রামও তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছেন ; “আমি আগামী  
 কল্যা বনগমন করিব,” অতএব হে অনভিজ্ঞগণ !  
 রামের জন্ম চিন্তা করিও না। যে সকল মনুষ্য ভূতলে  
 নিরন্তর “রাম রাম” বলিয়া জপ করে, তাহাদিগেরও  
 কদাচ মৃত্যুভয়াদি হয় না ;—সুতরাং সেই পরমাশ্রা  
 রামের দ্রুৎ শক্তি কি ? কলিতে কেবল রামনাম  
 দ্বারাই মুক্তি হয়, জন্ম কিছুদ্বারা হয় না। রাম লোক-  
 শিকারী যারা মনুষ্যরূপে লোক-ব্যবহারের অমুকরণ  
 করিতেছেন। ইনি ভক্তদিগের ভজনাসিদ্ধি, রাবণ-  
 বধ এবং ইষ্টসিদ্ধির জন্ম মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া-  
 ছেন।” মহামুনি বামদেব এই বলিয়া বিরত  
 হইলেন। সেইসকল দ্বিজগণ, এই কথা  
 শুনিয়া শ্রীরামকে সাক্ষাৎ প্রভু বিষ্ণু বলিয়া  
 অবগত হইল ; মনের সন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া  
 রামকেই চিন্তা করিতে লাগিল। “যে ব্যক্তি  
 নিত্য এই রাম-সীতা রহস্য চিন্তা করিবে,  
 তাহার তত্ত্বজ্ঞান-মূলক শ্রীরামের প্রীতি দৃঢ়ভক্তি  
 হইবে। তোমার শ্রীরামের প্রিয় ; এই সকল রহস্য,  
 সাধারণ্যে প্রকাশ করিও না ;” এই বলিয়া ব্রাহ্মণ  
 বামদেব চলিয়া গেলেন, তাহারও রামকে জঁধর বলিয়া  
 অবগত হইল। অনন্তর রাম, অতুল ও সীতার  
 সহিত অব্যাহত ভাবে পিতৃগৃহে প্রবেশপূর্বক নিকটে  
 গিয়া কৈকেয়ীকে এই বলিলেন ;—“মা আমরা তিন  
 জনে তোমার অভিলষিত বন গমনে কৃত-নিশ্চয়

হইয়া আসিয়াছি ; পিতা আমাদেরকে সম্বর অমু-  
 মতি করুন” ! রাম এই কথা বলিলে কৈকেয়ী  
 আপনি তৎক্ষণাতঃ উঠিয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে  
 পৃথক পৃথক চারখণ্ড প্রদান করিল। রাম বস্ত্র  
 পরিভাণ্য করিয়া বনবাসোপযোগী চারখণ্ড পরিধান  
 করিলেন ; লক্ষ্মণও তাহা করিলেন ; সীতা তাহা  
 পরিধান করিতে জানিতেন না, সুতরাং ত্রি চারখণ্ড  
 হাতে করিয়া সলজ্জভাবে রামের মুখের দিকে  
 চাহিলেন ;—রাম সেই চৌ গ্রহণ করিয়া সীতার  
 বস্ত্রোপরিবেষ্টন করিয়া দিলেন। তদন্বয়ে সকল  
 রাজ-পত্নীগণ চারিদিক হইতে রোদন করিয়া উঠিল।  
 বসিষ্ঠ, সেই রোদন-শব্দ শুনিয়া ক্রোধে তৎসমা  
 করত কৈকেয়ীকে কহিলেন ; “রে দুঃস্থ ! তুই  
 কেবল রামের বনবাসই বর লইয়াছিস ; দুঃস্থ !  
 সীতাকে বনবাসোপযোগী চার-খণ্ড দিলি কেন ?  
 তবে পতিব্রতা সীতা ভক্তিবশতঃ যদি রামের অমু-  
 গামিনী হন। সে কথায় তোর কাজ কি ? উনি  
 নিরন্তর দিবা-বস্ত্র ও দিবা-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া  
 রামের বনবাস-দ্রুৎ নিবারণ করত সকল সময়েই  
 আনন্দ-দায়িনী হইবেন। রাজা দশরথও সুমন্ত্রকে  
 বলিলেন ; “রথ আনয়ন কর ; মুনি-প্রিয়গণ !  
 রথে আরোহণ করিয়া বনগমন করুক” এই বলিয়া  
 তিনি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা-  
 মাত্র দ্রুৎখাবেণে ভূতলে পতিত হইলেন এবং অশ্রু-  
 ধারাসিক্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতা রাম  
 সমক্ষে শীঘ্র রথে আরোহণ করিলেন। রাম পিতাকে  
 প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরূঢ় হইলেন ; আর লক্ষ্মণ,  
 দুইখানি খড়্গ, দুইটি ধনু এবং দুইটা তীর লইয়া  
 রথে আরোহণপূর্বক সারথিকে রথ চালাইতে  
 আদেশ করিলেন ;—তখন রাজা দশরথ বলিতে  
 লাগিলেন ;—“সুমন্ত্র ! থাক ;—থাক !” রাম —“চল  
 চল” বলিয়া ত্বর পিতে লাগিলে সুমন্ত্র, রথ চালনা  
 করিল। রাম দুঃস্থ হইলে রাজা মুচ্ছিত হইয়া  
 ভূতলে পতিত হইলেন। পুরবাসী বালয়জগণ এবং  
 জ্ঞানী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠগণ, “রাম হে ! বাইও না ; থাক”,  
 এই বলিয়া চাঁৎকার করত রাম-রথের অনুগমন  
 করিতে লাগিল। রাজা দশরথ অনেককাল রোদন  
 করিয়া পরিচারকদিগকে বলিলেন ; আমাকে রাম-  
 জননী কৌসল্যার গৃহে লইয়া চল ; দ্রুৎ-মথ আমি  
 সেইখানে থাকিলে কিছুক্ষণ বাঁচিতে পারিব। কিন্তু  
 রামবিরহে ইহার পর কিছুতেই বহুকাল আর আমাকে  
 বাঁচিতে হইবে না। অনন্তর রাজা কৌসল্যা-গৃহে  
 প্রবেশ করিবার মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

অনেককালের পর চৈতন্যলাভ করিয়াও চুপ করিয়াই

এদিকে রাম, তমসা নদীর তীরে গমন করিয়া  
তথায় সুখে অবস্থিত করিলেন; প্রভু ধর্ম্মায়া রাম,  
মাত্রে জলপান করিয়া অনাহারে বৃক্ষমূলে সীতার  
সহিত শয়ন করিলেন; আর সুমন্ত্র-সমভিব্যাহারে  
ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষণ, শরাসন-হস্তে তাঁহাদিগকে চৌকী  
দিতে লাগিলেন; পূর্ববাসিগণ সকলে আসিয়া রামের  
অনতিদূরে শয়ন করিল, তাহার নিশ্চয় করিয়াছিল—  
যে, “রামকে নগরে লইয়া যাইতে পারি ভাল,  
নতুবা তাঁহার সঙ্গে আমরাও বনগমন করিব।” ইহা  
জানিয়া রাম, অতিশয় দিম্বিত হইলেন এবং  
“আমিত নগরে যাইব না;—ইহারা অনর্থক ক্লেশ  
পাইবে,” ভাবিয়া মনে মনে একটা উপায় স্থির  
করিয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন;—“সুমন্ত্র! আমরা  
এখনই যাইব;—রথ আনয়ন কর।” সুমন্ত্র এই  
আজ্ঞা পাইয়া রথে অশ্ব-যোজনা করিল। অনন্তর  
রাম, সীতা ও লক্ষণ রথে আরোহণপূর্ব্বক ক্রম-  
গমন করিলেন; রামের আজ্ঞামুসারে সুমন্ত্র কর্তৃক  
চালিত রথে তাঁহারা কিছু দূর অযোধ্যাভিমুখে গমন  
করিয়া অনন্তর গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগি-  
লেন। পূর্ববাসিগণও প্রাতঃকালে উঠিয়া রামকে  
দেখিতে না পাইয়াই চুঃখিত হইল এবং রথনমির \*  
পথ দর্শন করত নগরে গমন করিল। তাহারা তথায়  
দর্শন না পাইয়া নিরন্তর সীতা ও রামকে মনে মনে  
ধ্যান করত অবস্থিত করিতে লাগিল। সুমন্ত্রও সাদরে  
সম্মত সীতা সমেত রাম, সমুচ্ছজনপদ সকল দর্শন করত  
শূঙ্গবের-পুরের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হই-  
লেন। রঘুবর, গঙ্গা দর্শন ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া  
স্নান করিলেন, পরে শিখণপা বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট  
হইলেন। অনন্তর, শুহ, লোকমুখে মহোৎসব-  
জনক রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তত্তি-  
সহকারে ফল, মধু ও পুষ্প প্রভৃতি গ্রহণপূর্ব্বক  
সখা ও রাজা রামকে দেবীবার জঙ্ঘ আনন্দে সত্তর  
রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। রামের সম্মুখে  
সেই সকল দ্রব্যাদি স্থাপন করিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূতলে  
পতিত হইল। রাধব, সত্তর শুহকে উঠাইয়া  
তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; শুহ, কুশল জিজ্ঞাসা  
করিয়া কৃতান্তালিপুটে রামকে বলিলেন; “হে  
ত্রিলোক-পাবন! আমি আজ ধঞ্জ হইলাম; আমার  
নিষাদ-ক্রম ধঞ্জ হইল; হে রঘুবর! তোমার অঙ্গ-

স্পর্শ করিয়া আমার পরম আনন্দ হইল। হে রঘু-  
বর! তোমার কিকরের এই নিষাদ-রাজ্য তোমারই  
অধীন। হে রঘুবর! এখানে অবস্থিত করত আমা-  
দিগকে পালন কর; আইস; নগরে যাই; আমরা  
গৃহ পবিত্র কর। আমি তোমার জঙ্ঘ যে সকল  
ফলমূল সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা গ্রহণ কর। ভগবন!  
অনুগ্রহ কর; হে সুব্রহ্মেষ্ঠ! আমি তোমার দাস।”  
অতিশয় প্রীত হইয়া রাম তাহাকে বলিলেন;  
“সখে! আমার কথা শুন; তোমার এই সমস্ত  
রাজ্য আমারই বটে; তুমিও আমার অতি প্রিয়-সখা  
বটে;—কিন্তু আমি চতুর্দশ বর্ষ গৃহে বা গ্রামে প্রবেশ  
করিব না, অপরের প্রদত্ত ফলমুলাদি কিছুই  
ভোজন করিবনা; এই আমার প্রতিজ্ঞা”;  
অনন্তর লক্ষণ ও রঘুনন্দন রাম বটকীর (বটের  
আটা) আনাইয়া জটা বন্ধন করিলেন। লক্ষণ,  
কুশ পত্রাদিঘারা শয্যা শ্রমত করিয়া দিলেন, পূর্ব্ব  
যেমন নগরের প্রাসাদশিখরে উপবিষ্ট থাকিতেন,  
সেইরূপ আনন্দে রাম জলমাত্র পান করিয়া সীতার  
সহিত তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং সুসজ্জিত  
পর্য্যকের জ্ঞায় তাহাতে সীতার সহিত নিদ্রা যাই-  
লেন। তাহার অনতি-দূরে, শর-শরাসন-ভূগীর-  
সঙ্গী লক্ষণ, কাশ্মুক উদ্যত করিয়া চতুর্দিক অব-  
লোকন করত ধনুস্পানি-শুহ সমভিব্যাহারে, শ্রীরামকে  
চৌকি দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

রামকে নিদ্রিত দেখিয়া শুহ অশ্রুধারা-সিক্ত  
হইয়া বিনয়ে লক্ষণকে বলিতে লাগিল;—“ভাই!  
দেখিতেছ;—উত্তম প্রাসাদে, সুবর্ণ-পর্য্যাকে, উত্তম  
শয্যা শয়ন করা ইহার অভ্যাস, সেই রাধব,  
আজ কুশপত্র-শয্যা সীতার সহিত শয়ন!  
বিধাতা, কৈকেয়ীকে রামের চুঃখের কারণ করিয়া-  
ছেন। কৈকেয়ী, মহারাজ কুঞ্জ পাইয়া এমন পাপ  
কার্য্য করিল!” তাহা শুনিয়া লক্ষণ বলিতে লাগি-  
লেন;—“সখে! আমার কথা শুন; কে কাহাকে  
চুঃখ দিতে পারে? কেই বা সুখী করিতে পারে?  
নিজের পূর্ব্ব-জন্মার্জিত কর্ম্মফলই সুখ দুঃখের  
কারণ। কেহই সুখ-দান করে না; পরে  
সুখ-দান করে, এই জ্ঞান ভ্রমাস্কক। “আমি  
করি” ইহাও বৃথা অভিমানে; কেননা লোকে,  
আপন আপন কর্ম্ম হুস্ত্রে প্রথিত। যেমন

\* চক্রের ধারকে “নেমি” কহে।

আপনার কৃত-কার্য-বশেই আপনি—সামান্য হুল্লং, বিশেষ হুল্লং, শক্র, উদাসীন, হেথের পাত্র, মধ্যস্থ এবং আশ্রয় রূপে প্রতীত হয়; সেইরূপ আশ্রুকৃত কর্মক্ষেত্রেই—সুখী দুঃখী বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। নিজ-কর্মের অধীন মানব, সুখই হউক আর দুঃখই হউক, যখন ঘাঘা উপস্থিত হইবে, তখন তাহা ভোগ করিয়াই সুস্থচিত্তে থাকিবে। সংসারে যে ব্যক্তি ভোগের অধীন নহে, সে “আমার ভোগ লাভে অভিলাষ নাই; আমার ভোগত্যাগেও আকাঙ্ক্ষা নাই; ভোগ উপস্থিত হয় হউক, না হয় না হউক” এইরূপ মনে করে। যেদেশে যে কালে বা যে কারণেই হউক না কেন,—যে কেহ শুভাশুভ কার্য করিবে, তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; ইহার অন্যথা নাই। শুভ-অশুভ-ফলোদয়ে হর্ষ-বিষাদ করা নিস্প্রয়োজন; বিধাতা ঘাঘা বিধান করিয়াছেন, তাহা সুরাসুরগণের অঙ্গজ্য। মহুয্য সর্বদাই হয় সুখ—না হয় দুঃখে আক্রান্ত হইতেছে; সুখ-দুঃখময় শরীরই পুণ্য-পাপ ফলে উৎপন্ন; সুখের পর দুঃখ; দুঃখের পর সুখ; দিন ও রাত্রির স্তায় প্রাণীগণের পক্ষে এই দুইটাই অনতিক্রমণীয়। সুখের মধ্যে দুঃখ আছে; দুঃখের মধ্যে ও সুখ আছে; তরল পক্ষের স্তায় ঐ দুইটাই পরস্পর সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত। অতএব বিদ্ব-দগণ, “সকলই মায়া” এইরূপ চিন্তা করিয়া ধীরতা বশতঃ ইষ্ট-লাভ বা অনিষ্ট-লাভে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হন না। গুহ ও লক্ষণের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে আকাশ নির্মাল হইল; রাম, সমাহিত হইয়া প্রাতঃকৃত্য করিলেন; অনন্তর বলিলেন;—“সখে! আমার জন্ম শীঘ্র হুত্ব নৌকা আনয়ন কর। নিষাদ-রাজ গুহ রামের কথা শুনিয়া আপনাই সুলক্ষণ-সম্পন্ন মৃঢ় নৌকা আনয়ন করিল; এবং বলিল;—“স্বামিন! সীতা ও লক্ষণের সহিত নৌকা আরোহণ কর; আমিই জ্ঞাতিগণের সহিত সমাহিত ভাবে নৌকা চালাইতেছি; অচ্যুত রাঘব, “আচ্ছা” বলিয়া শুভ-লক্ষণা সীতাকে আরোহণ করাইয়া গুহের হস্ত অবলম্বনপূর্বক বসন্ত আরোহণ করিলেন, অস্ত্র শস্ত্রাদি তাহাতে তুলিয়া লক্ষণও আরোহণ করিলেন। জ্ঞাতি-সহিত স্বয়ং গুহ তাঁহাদিগকে পার করিতে লাগিলেন; জানকী মধ্য গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিলেন;—“হে দেবি! পক্ষে! তোমাকে নমস্কার; আমি রাম ও লক্ষণের সহিত বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুরা ও মাংস উপহার এবং অজ্ঞাত

নানাবিধ উপহার দ্বারা সমাদরে তোমাকে পূজা দিব” বলিতে বলিতে তাহার ক্রমে গঙ্গা পার হইয়া পর তাঁরে উঠিয়া গমন করিতে লাগিলেন; গুহও রাধনকে বলিল; “হে রাজেন্দ্র! অনুমতি কর আমি তোমার সহিত গমন করিব; নচেৎ আমি প্রাণ-ত্যাগ করি।” নিষাদের কথা শুনিয়া শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন;—“চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্যে থাকিয়া আমি পুনরায় এখানে আসিতেছি; বাহা বলিলাম তাহা সত্য; রামের কথা মিথ্যা হয় না” এই বলিয়া সেই ভক্ত গুহকে আলিঙ্গন এবং পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিত করিয়া নিবৃত্ত করিলেন। গুহও কষ্টে গৃহে গমন করিল।

এদিকে তথায় পবিত্র-পশু-বধ, তদীয়-মাংস-পাক ও তন্দ্বারা হোম করিয়া সেই হতাবশিষ্ট মাংস, তাঁহার্য তিন জনে ভোজন করিলেন; এবং পর্শ শয্যায় শয়ন করিয়া সেই রজনী সুখে অভিবাহিত করিলেন। অনন্তর রাম, বৈদেহী ও লক্ষণের সহিত ভরদ্বাজ-আশ্রম সমীপে গিয়া বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইলেন। তথায় একজন ছাত্রবৃত্তকে দেখিয়া রাম বলিলেন,—“হে বৃত্ত! মূনি সমীপে গিয়া বল; দশরথ-নন্দন রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত তপোবনের বহির্দেশে উপস্থিত।” বৃত্ত তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গিয়া মুনিবর ভরদ্বাজের চরণতলে পতিত হইল এবং বলিল, “প্রভো! শ্রীমান রাম, পত্নী ও অমুজ সমভিব্যাহারে আসিয়া তপোবনের বহির্ভাগে অবস্থিত করিতেছেন; এই কথা বধো-চিত্তভাবে মুনিবর ভরদ্বাজের নিকট নিবেদন কর,” সেই দেবকুল্য ব্যক্তি ইহা আমাকে বলিলেন।” মুনিবর ভরদ্বাজ তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পাত্রোখান করিয়া অর্ঘ্য ও পাদ্য গ্রহণপূর্বক রামসমীপে গমন করিলেন। রাম-লক্ষণ-দর্শন ও বধাবিধি তাঁহাদিগের পূজা করিয়া বলিলেন;—“হে কমলোচন রাম! আমার পর্শকুটীরে আগমন কর; হে রঘুনন্দন! পদধূলি দানে তাহা পবিত্র কর,” এই বলিয়া সীতার সহিত সেই দুইজন রঘুবংশীয়কে পর্শকুটীরে আনয়ন করিলেন এবং ভক্তি সহকারে পুনরায় পূজা করিয়া উত্তম আতিথ্য সম্পাদন করিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন;—“রাম! তোমার সমাগমে আজ আমি তপস্কার পার গমন করিলাম; আমি তোমার ভূত ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত অবগত আছি। আমি জানি, তুমি পরমাত্মা; মায়াধোগে কৃত্রিম মহুয্য হইয়াছ; পূনঃকৃত ব্রহ্ম-প্রার্থনাসুনারে যে জন্ম তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; যে জন্ম তোমার বনবাস এবং ভবিষ্যতে

যাহা করিবে—তবদায়-উপাসনা-জনিত জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা তৎসমস্ত আমি বিদিত আছি। রঘুবর! ইহার পর আর কি বলিব, কাকুৎস্থরূপী তুমি প্রকৃতির পরবর্তী পুরুষ; তোমাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি; অতএব আমি কৃতার্থ হইলাম”।

সীতা ও লক্ষণের সহিত রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন;—“ব্রহ্মনু! আমরা ক্ষত্রিয়ধর্ম, আমাদের প্রীতি আপনি অক্ষুণ্ণ করিবেন। এইরূপে পরস্পর সম্ভাষণ পূর্বক তাঁহারা মুনি-সমীপে সেইরাত্রি বাস করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলেন। জনসত্তর মুনি-কুমার-কৃত ভেলক যোগে যমুনা পার হইয়া, রাধব, মুনি-প্রদর্শিত পথা-মুসারে বায়ীকি-আশ্রম চিত্রকূট-পর্বতে গমন করিলেন। অনন্তর, বিবিধ-পশু-পক্ষি-পরিবৃত, নিত্য-পুষ্প নিত্য-ফল উল্লসিত আবৃত, ঝাণি-সঙ্কুল বায়ীকির আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক তথায় উপবিষ্ট মুনিবর বায়ীকিকে অবলোকন করিয়া, রাম, লক্ষণ ও সীতা অবনিতল-লুপ্তিত-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর, বায়ীকি দেখিলেন; সম্মুখে ত্রিলোক-সুন্দর রম্যপতি রাম, তাঁহার উভয়-পার্শ্বে জানকী ও লক্ষণ, মস্তকে জটতার-রূপ কিরীট দ্বারা শোভিত, আকৃতি—কন্দর্পর্য গ্রায় এবং তাঁহার কমনীয় লোচনমুগল কমল সদৃশ; বায়ীকি বিশ্বয় বশতঃ অনিমিষ-লোচনে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র উৎকণ্ঠাৎ গাত্রোথান করিয়া আনন্দাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই জগৎ-পুঞ্জ্য রামকে ভক্তিপূর্বক সাগরে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া স্নানপূর ফলমূল ভোজন করাইলেন; রাধব এইরূপে লালিত হইয়া সর্বিনয়ে কৃতাজলিপুটে বায়ীকিকে বলিতে লাগিলেন;—“আমরা পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছি;—আপনারা ত জানেন; তবে আর ইহার কারণ বলিব কি? যেখানে আমি হুখে বাস করিতে পারি; সেই স্থান আমাকে বলিয়া দিন; সেখানে আমি সীতার সহিত কিছুকাল অতিবাহিত করিব” রাধব এই কথা বলিলে মুনি, ঈর্ষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন;—“তুমিই সর্বলোকের উৎকৃষ্ট নিবাস স্থান; এবং সর্বভূতে তোমার বাস স্থান; হে রঘুনন্দন! এই তোমার সাধারণ স্থান বলিলাম; কিন্তু তুমি—“সীতার সহিত” এইরূপে বিশেষ বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ; অতএব হে রঘুবর! সীতার সহিত তোমার যেখানে নিত্য নিবাস, তাহা বলিতেছি;—“যাহারা শাস্ত, সমদর্শী, কোন প্রার্থীর হেচন করেন না এবং তোমাকে

ভজন করেন, তাঁহাদিগের হৃদয়েই তোমার নিত্য নিবাস। যেব্যক্তি ধর্মার্থের ত্যাগ করিয়া অনবরত তোমাকেই ভজন করেন, হে রাম! তাঁহার হৃদয়েই সীতা-সহিত—তোমার সুখ-নিকেতন। যিনি তোমার মন্ত্ররূপে নিরত, তোমারই শরণাগম, হৃদয়সহিষ্ণু \* এবং নিষ্স্বার্থ, তাঁহার হৃদয়েই তোমার উৎকৃষ্ট গৃহ; যাহারা নিরহঙ্কার, শাস্ত ও রাগ-হেচন-বর্জিত এবং শোষ্ট্র, প্রস্তুত ও কাংকনে যাহাদিগের সমজ্ঞান, তাঁহাদিগের হৃদয় তোমার নিবাস স্থান। যে ব্যক্তি তোমাতে মন ও বুদ্ধি নিবিষ্ট করিয়া সর্বদা সন্তুষ্ট ভাবে থাকেন এবং যিনি তোমাতে কর্মফল অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চিত্ত তোমার শুভ নিকেতন। যে ব্যক্তি “সকলই মারা” ইহা নিশ্চয় করিয়া আশ্রয়-লাভেও হেচন করেন না এবং প্রিয় লাভেও হস্ত হন না, কেবল তোমাকে ভজন করেন; তাঁহার মন তোমার গৃহ। যিনি জন্ম প্রকৃতি ছয়টাকে বিকার দেহ-ধর্ম বলিয়া অবলোকন করেন, আত্মা-ধর্ম বলিয়া অবলোকন করেন না; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হুখ, হুঃখ ও ভয়কে প্রাণ ও বুদ্ধি ধর্ম বলিয়া দেখেন এবং সংসার ধর্ম হইতে নিষ্কৃত; তাঁহার চিত্তে তোমার বাস। যাহারা তোমাকে সকলের অস্ত-ধারী চেতন-ধরুপ সত্য, অনন্ত একমাত্র নিলে সর্বব্যাপক এবং সর্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, তুমি তাঁহাদিগের হৃদয়-কমলে সীতার সহিত বাস কর। যাহারা নিরন্তর-ধ্যানাত্ম্যে অন্তঃকরণ তোমাতে স্থস্থির করিয়াছেন, তোমার চরণসেবনে তৎপর এবং তোমার নাম কীর্তন দ্বারা পাপশূন্য, তাঁহাদিগের হৃদয়-কমলে তুমি সীতার সহিত বাস কর। রাম হে! তোমার নামমাধাম্য কোন ব্যক্তি—কি রূপে—বর্ণন করিবে? রাম হে! আমি সেই নামের প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছি। পূর্বকালে আমি কিরাত মধ্যে থাকিতাম; এবং কিরাতের সহিত একত্র বর্জিত হইয়াছিলাম, মাত্র জমিয়াছিলাম—ব্রাহ্মণ-কুলে; কিন্তু সর্বদা শূদ্রাচারেই রত ছিলাম। আমি মন হুষ্টি করিতে পারি নাই; শূদ্রাগর্তে আমার অনেককাল পুত্র উৎপন্ন হয়। তখন কি করি?—পরিবার প্রীতিপালনে সামর্থ্য নাই;—চোরদিগের সহিত মিলিয়া সতত ধনুর্কাপধারী, প্রাণিগণের শমন সদৃশ চোর হইলাম। একদা আমি মহাবনে অগ্নি হৃদয়ের সমগ্রভ্রা প্রকাশমান সপ্তঋষিকে সাধক

\* হুখ হুঃখ, দীত উক, ইত্যাদি পরস্পর বিকল হইয়া বস্তুকে “বন্দ” করে।

দর্শন করিলাম? তাঁহাদিগের পরিচ্ছন্নসকল গ্রহণ করিতে অভিনয়ী হইয়া লোভবশতঃ তাঁহাদিগের প্রতি ধারণা হইলাম; এবং আমি তথায় “খাকিন্ খাকিন্” বলিলাম? মুনিগণ আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “রে বিজ্ঞান! কেন আসিতেছিস?” আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম; যে মুনিবরণ! কিছু গ্রহণ করিবার জন্ম আসিতেছি, আমার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পরিবার লক্ষ্য আছে, তাহাদিগের পালনার্থ আমি পর্কত কাননে বিচরণ করি। অনন্তর তাঁহারা নির্ভয়ে আমাকে বলিলেন, পৃথক পৃথক সকল পরিবারদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে “আমি প্রতিদিন যে যে পাপসকল করিতেছি, তোমরা তাহার ভাগ লইবে কি না?” যতক্ষণ তুমি আসিবি—ততক্ষণ আমরা নিশ্চয় এখানে থাকিব। আমি “আচ্ছা” বলিয়া মুনিরা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, গৃহে গমনপূর্বক স্ত্রী-পুত্রাদিকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম; যে রঘুবর! তাহারা আমাকে বলিল;—“সে সকল পাপ তোমারই, কিন্তু পাপ করিয়া যে সকল ধন উপার্জন কর, তাহার ফল-ভাগী আমরা।” তাহা শুনিয়া আমার নিকেষ্ট জামিল; করুণা পূর্ণ-হৃদয় মুনিগণ যেখানে অবস্থিত ছিলেন, আমি মনে মনে নানা বিচার করত তথায় পুনরাগত হইলাম। মুনিগণের দর্শনমাত্রেই আমার চিত্ত-ভঙ্কি হইল; ধর্ম-প্রভৃতি পরত্যাগপূর্বক “হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! নরক-সমুদ্রে পতনোগ্রাম আমাকে রক্ষা করুন” বলিয়া সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলাম; মুনি-বরণ আমাকে অগ্রে পতিত অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন “উঠ, উঠ; তোমার মঙ্গল হউক; সাব্বসঙ্গ সফল হইয়াছে; তোমাকে কিছু উপদেশ করিব; তুমিরাই মুক্ত হইতে পারিবে;” এই বিজ্ঞান-ধর্ম চর্কিত; সচরিত্রদিগের নিকট উপেক্ষণীয় বটে; তথাপি যখন শরণাগত হইয়াছে, তখন মোক্ষ-উপায় উপদেশ দিয়া ইহাকে রক্ষা করা কর্তব্য।” পরস্পর আলোচনাপূর্বক এই কথা বলিয়া আমাকে রাম হে! তোমার নামই অক্ষর-বিপর্যয়পূর্বক “ময়” এইরূপে একাগ্র-চিত্তে সর্বদা জপ করিতে বলিলেন এবং “যতদিন আমরা এখানে না আগমন করি, তাবৎ সর্বদা—কথিত জপ কর” এই বলিয়া সেই সকল দিব্য-দর্শনমুনি প্রস্থান করিলেন। আমি, তাঁহারা যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন যথার্থরূপে তাহাই করিলাম; একাগ্রচিত্তে জপ করত বাহ্যে বিষয় বিস্মৃত হইলাম। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে নিখিল সঙ্গ-বর্জিত নিশ্চল-দেহ—আমার উপর বসীক-স্তম্ভ হইল।

অনন্তর, ঋষিগণ, সহস্র-সংখ্যের পর তথায় পুনরাগত হইয়া আমাকে বলিলেন;—“নিষ্কান্ত হও!” আমি তৎ-শ্রবণে সত্ত্বর উঠিয়া, হিমালী হইতে দিবাকরের জ্বায় বসীক-স্তম্ভ হইতে নির্গত হইলাম। তখন মুনিগণ আমাকে বলিলেন, “হে মুনিবর! তুমি বাসীক; যেহেতু, বসীক হইতে উৎপত্তি—তোমার দ্বিতীয় জন্ম স্বরূপ হইল।” হে রঘু-কুলোত্তম! তাঁহারা এই বলিয়া দিব্যালোকে গমন করিলেন। রাম! আমি তোমার নাম প্রভাবে ঈদৃশ হইয়াছি। তুমি সেই কামলোচন রাম; আজ তোমাকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাতে দেখিতেছি; অতএব আমি মুক্ত হইলাম, এবিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক—রাম! আইস; তোমার মঙ্গল হউক; তোমাকে আমি বাসস্থান দেখাইয়া দিতেছি।” এই বলিয়া শ্রীমান্ মুনি বাসীকি, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে শিব্যগণ পরিবৃত হইয়া গমনপূর্বক পর্কত ও গঙ্গার মধ্যস্থলে বাসস্থান দেখাইয়া দিলেন। জানকী ও লক্ষ্মণসম্বিত জগন্নিবাস রাম তথায় সুবিস্তীর্ণ শালা এবং পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ লম্বা দুইটা শোভন গৃহ নির্মাণ করাইলেন। সেই সকল দেবসদৃশ ব্যক্তি, সেই উত্তম ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। যেমন স্বর্গে সুরপতি, শচী ও দেবগণের সহিত আনন্দে অবস্থিত করেন; সেইরূপ, রাম, বাসীকি কর্তৃক হুসন্মানিত হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও মুনিশ্রেষ্ঠগণের সহিত আনন্দে তথায় অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

এদিকে হুমন্ত্রণ তখন বস্ত্র দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বাস্পাকুল-লোচনে দিব্যবসানে অধোধ্য প্রবেশ করিল। রথ বহির্দেশেই রাখিয়া রাজাকে দেখিতে আসিল। জয়ধ্বনিদ্বারা রাজ-স্তুতি করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর রাজা বিহ্বল হইয়া প্রণাম পর হুমন্ত্রকে বলিলেন; “হুমন্ত্র! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম আমার কোথায় আছে? রামকে কোথায় পরিত্যাগ করিয়া আসিলে? আমি পাপী, রাম আমাকে কি বলিলেন? আমি নির্দয়; সীতা বা লক্ষ্মণ আমাকে কি বলিলেন? “হা রাম! হা গুণনিধি! হা সীতে! হা শ্রিয়-বাদিনি! আমি দুঃখ সাগরে নিমগ্ন; আসন্নমৃত্যু আমাকে দেখিতেছ না?” রাজা অনেকক্ষণ এইরূপ

বিলাপ করিয়া হুঃখ-মাগরে নিমগ্ন ও রোদন-পরায়ণ হইলেন। এইরূপে রোক্ষস্যমান রাজাকে মন্ত্রী কৃতাজ্জলি-পুটে বলিতে লাগিল ;—রাম, সীতা ও সৌমিত্রিকে আমি রখে করিয়া লইয়া বাইলাম ; তাঁহারা শূন্যবের পুরের নিকটে পঞ্জাবীতে থাকিলেন। ওহ, তথায় বাহা কিছু কলমূল্যদি লইয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রীতি-সহকারে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া ফিরাইয়া দিলেন ; গ্রহণ করিলেন না। হে নৃপতি ! রঘুনন্দন, গুহদ্বারা বটকীর আনাইয়া জটাতার বন্ধন-পূর্বক আমাকে স্বয়ং বলিলেন ;—“সুমন্ত্র ! রাজাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, আমার জন্ম যেন তাঁহার শোক না হয় ; যেন আমাদিগের অযোধ্যা হইতে অধিক দুঃখ হইবে”। মাতাকে আমার বন্দনা জানাইয়া বলিবে ; “আমার জন্ম যেন শোক না করেন ; এবং শোকাবুল বন্ধ রাজাকে যেন আশ্বাসিত করেন”। হে নৃপবর ! সীতা, অগ্রপূর্ণ নয়ন রামের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করত হুঃখ-গলাদ স্বরে আমাকে বলিলেন ;—“শুভ্র শতুরের প্রীচরণকমলে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইও”। সীতা এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া রোদন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সজল-নয়নে নৌকাতে আরোহণ করিলেন। যতক্ষণ গঙ্গাপার হইয়া গমন না করিলেন ; ততক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। তাহার পর আমি মহাহুঃখে প্রত্যাগত হইলাম। অনন্তর কৌসল্যা রোদন করত রাজাকে কহিলেন ;—“তুমি প্রিয়ভাৰ্য্যা কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিয়াছ, বেশ—তাহারই পুত্রকে রাজ্য দেও ; কিন্তু আমার পুত্রকে নিৰ্বাসিত করিলে কেন ? তুমি নিজেই এই সমস্ত করিয়া এখন আর রোদন করিতেছে কেন ?” কৌসল্যার কথা শুনিয়া যেন তাঁহার ক্ষতস্থানে অঙ্গিস্পর্শ হইল। তিনি শোকাগ্রপূর্ণ গোচনে কৌসল্যােকে এই কথা বলিলেন ; আমি একে রাম-বিরহ-হুঃখে ত্রিয়মাণ ; আমাকে আর অভি-হুঃখিত করিতেছ কেন ? নিশ্চয় আমার প্রাণ-বায়ু এখনই উড়িয়া বাইবে। পূর্বকালে মুৰ্খতাবশতঃ কোন মূনীর নিকট অভিশপ্ত আমি। আমি পূর্ব্বে যৌবনমদে মত্ত হইয়া যুগ্মগতে আসক্তি-শ্রমুক্ত রাত্রিকালেও নদীতীরে মহাবন-মধ্যে শর-শরাসন ধারণ করত বিচরণ করিতাম। একদা কোন মূনি, দ্বন্দ্ব ভূকর্ত হওয়ার এবং ভূকর্ত পিতামাতার জন্ম নিবন্ধ সময়েই জল লইয়া বাইতে উদ্ভ্যত হন এবং সেই নদীতে আসিয়া কুস্ত জর্জ-পূর্ণ করিতে লাগি-

লেন ; তখন মহাশল হইতে থাকিল। হস্তাতে জল-পান করিতেছে নিশ্চয় করিয়া সেই ষোড়াকার রজনীতে শরাসনে শব্দবেধী শর সন্ধানপূর্বক নিক্ষেপ করিলাম। তথায় “হায় ! আমি নিহত হইলাম”, এই-রূপ আর্জনাৎ হইল ; তাহাতে বুলিলাম, নিহত ব্যক্ত মনুষ্য ; অনন্তর “হা বিধি ! আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই, কে আমাকে নিহত করিল ? পিতা-মাতা, জল-আকাজ্ঞা করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন” আমি সেই মনুষ্য-কণ-সম্বৃত কাত-রোক্তি শ্রবণে—সাতিশর ভীত ভাবে ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলাম ;—“স্বামিন্ ! আমি দশরথ ; না জানিয়া আপনাকে আমি বিদ্ধ করিয়াছি ; মূনিবর আমাকে রক্ষা করুন”। গঙ্গাদ-হরে ইহা বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম ; তখন আমাকে সেই মূনি বলিলেন ;—“হে নৃপবর ! ভয় পাইবেন না, ব্রহ্মহত্যা, আপনাকে স্পর্শ করিতেছে না ; আমি তপোনিষ্ঠ বৈশ্ব। আমার মুখা-ভৃক্ষা-কাতর, পিতা-মাতা প্রতীক্ষা করিতেছেন ; মনে মনে বৈধ না করিয়া সত্তর তাঁহাদিগকে জল প্রদান করুন। নতুবা পিতা যদি ক্রোধ করেন, তাহা হইলে আপনাকে ভয়মাৎ করিবেন। জল প্রদান পূর্বক তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া নিজ-কৃত সকল বিবরণ বিবেদন করিবেন। আমি বহু হুঃখ পাইতেছি,—শয্য উদ্ধার করুন ; আমি প্রাণত্যাগ করি”। মূনি এই কথা বলিলে আমি সত্তর তাহার দেহ হইতে শর উত্তোলন করিলাম। অনন্তর, মুখা-ভৃক্ষা-কাতর অতি-বৃদ্ধ অক্ষ-দম্পতি যেষ্টানে অবস্থিত ছিলেন, আমি জল লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলাম। “এই রাত্রিকাল, পুত্র জল লইয়া আসি-তেছে না কেন ? আমরা অনন্তোপায় বৃদ্ধ শোচ-নীয় অবস্থাপন্ন এবং ভূকর্ত ; আমাদিগের ভক্ত পুত্র, আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছে কেন ?” এইরূপ চিন্তাকুল সেই অক্ষদম্পাত আমার পদ-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন ; এবং পিতা বলিতে লাগিলেন ;—“শুভ্র ! বিলম্ব করিলে কেন ? আমা-দিগকে উত্তম জল প্রদান কর, বৎস ! তুমিও পান কর !” তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে আমি ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের নিকটবর্তী হইলাম এবং চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া সর্দিনয়ে বলিলাম ;—“আমি আপনাদিগের পুত্র নহি, অযোধ্যার রাজা পাণ্ডিত দশরথ ;—আমি যুগ্মগত হইয়া রজন্যবোধেও যুগ্ম বধ করি। অপর আমি বাটের ঘরে থাকিয়া জলের শব্দ শ্রবণ করায় যুগ্ম ভাবিয়া এক শব্দবোধ

বাণ পরিত্যাগ করি। “হত হইলাম”, এইরূপ শব্দ প্রবণ করিয়া সন্তয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বিকীর্ণ-জটা-ভার মুনিবালককে তথায় নিপতিত দেখিয়া অতীব ভীতি-সহকারে তদীয় চরণ-যুগল ধারণপূর্বক “রক্ষা করুন রক্ষা করুন” বলিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন;—“ভীত হইবেন না, আপনার ব্রহ্মহত্যা-ভয় নাই; আমার পিতা মাতাকে জল প্রদান করিয়া প্রণামপূর্বক জীবন তিষ্ণা করুন” তিনি এই কথা বলিয়া দিয়াছেন; তাই এই মুনি-ঘাতক আপনাদিগের নিকটে আসিয়াছে; আমি শরণাগত; আপনারা দয়া-পরবশ হইয়া আমাকে রক্ষা করুন”। ইহা শুনিয়া তাঁহারা সাতিশয় দুঃখিত হইলেন; ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহার জন্ত বহুতর বিলাপ ও শোক করত বলিলেন;—“আমাদিগের পুত্র যেখানে আছে অবিলম্বে আমাদিগকেও সেইখানে লইয়া চল”, অনন্তর তাঁহাদিগের পুত্রের মৃতদেহ যেখানে পতিত ছিল, আমি সেই বৃদ্ধ-দম্পত্যকে তথায় লইয়া যাইলাম। অনন্তর, তাঁহারা পুত্রকে দুই হস্তে স্পর্শ করিয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ক্রন্দন করত “হায়! হায়!” “পুত্র! পুত্র!” “জল প্রদান কর” “পুত্র! কেন জল দিতেছ না ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। অনন্তর আমাকে বলিলেন, “হে ভূপতে! শীঘ্র চিত্তপ্রস্তুত করিয়া দেও।” আমি তৎক্ষণাৎ চিত্ত-প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সেই তিনজনকে স্থাপিত করিবার পর তাহাতে অগ্নি দিলাম; তাঁহারা দগ্ধ হইয়া স্বর্গে যাইলেন। তখন বৃদ্ধ পিতা বলিয়া-ছিলেন, “তোমারও এইরূপ হইবে; অর্থাৎ আমার শাপে তুমিও পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবে”। এখন আমার সেই অনিবার্য-শাপ-সামল্য-সময় আসিয়া উপস্থিত, এই বলিয়া রাজা শোকাকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। “হা পুত্র রাম! হা সীতে! হা গণাকর লক্ষ্মণ! তোমাদিগের বিরহে আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল; কৈকেয়ী আমার মৃত্যুর কারণ। ইহা বলিতে বলিতে রাজা ক্রমশঃ প্রাণ-ত্যাগপূর্বক স্বর্গলাভ করিলেন। কোঁসল্যা, সুমিত্রা এবং অন্ডা-রাজ-পত্নী-গণ বসুন্ধলে করাঘাত করত আর্জনাৎ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে বসিষ্ঠ রক্তিরূপে পরিবৃত্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। অনন্তর দশরথের মৃতদেহ তৈলশ্রেণীতে স্থাপনপূর্বক দূতগণকে বলিলেন; তোমারা অশ্বারোহণে সজ্জ, যুধাজিৎ রাজার রাজ-ধানী অভিমুখে গমন কর। শ্রীমান্ এতু ভরত,

শক্রের সহিত সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার আদেশক্রমে তাঁহাকে বল দিয়া;—“শীঘ্র আহুন, অযোধ্যায় আসিয়া কৈকেয়ীকে এবং রাজাকে দেখিবেন”। এইরূপে বসিষ্ঠান্দিষ্ট দূতগণ সজ্জ গমন করিয়া ভরত-মাতুল যুধাজিৎকে প্রণাম পূর্বক সাহুজ ভরত সম্বন্ধে এই কথা বলিল;—“রাজন! বসিষ্ঠ আপনাকে বলিয়াছেন; এতু ভরত, মনে সৈধ না করিয়া অনুজ সমভিব্যাহারে শীঘ্র অযোধ্যা নগরে আগমন করুন”। অনন্তর যুধাজিৎের অনুমতিক্রমে ভরত, ভয়বিহ্বল হইয়া গুরুর আদেশমত অনুজ সমভিব্যাহারে, দূতগণের সহিত আগমন করিতে লাগিলেন। “রাজার—কি রামের কিছু বিপত্তি হইয়াছে”, চিন্তাকুল ভরত পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করত নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরকে জন-সংমর্দ-শূন্য শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসবহীন দেখিয়া অধিকতর চিন্তিত হইলেন। অনন্তর, রাজ-শ্রী-হীন রাজভবনে প্রবেশ পূর্বক তথায় একাকিনী আসন-অবস্থিত কৈকেয়ীকে অবলোকন করিলেন। ভক্তিসহকারে অবনিতল-লুপ্তিত-মস্তকে মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। ভরতকে আগত দেখিয়া কৈকেয়ী স্নেহাবেগে উখিত হইয়া সজ্জ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিল এবং আপন ক্রোড়ে বসাইল। অনন্তর, কৈকেয়ী মস্তকান্ধা করিয়া, “আমার পিতা, ভ্রাতা ও গুণলক্ষণ মাতা কুশলে আছেন ত?” এইরূপে বীথ-পিতৃ-কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিল। “বৎস! ভাগ্যক্রমে আমি তোমাকে কুশলী দেখিলাম”, জননী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে চিন্তাকুলচিত্ত ভরত সে সকল কথার উত্তর না দিয়াই উদ্বিগ্নহৃদয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “মা! আমার পিতা কোথায় আছেন? তুমি যে একাকিনী এখানে অবস্থিত রহিয়াছ? আমার পিতা তোমা ব্যতীত কখন নিঃসনে থাকেন না; কিন্তু এখন তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না; অতএব তিনি কোথায় আছেন—আমাকে বল। পিতাকে দেখিতে না পাইয়া আজ আমার ভয় এবং দুঃখ হইতেছে, অনন্তর কৈকেয়ী পুত্রকে কহিল; “হে অনব! তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? অর্থমেধ-প্রভৃতি-বস্তু-কারী ধর্মশীলদিগের যে পতি নির্ভীক আছে;—হে পিতৃবৎসল! সম্প্রতি তোমার পিতা সেই পারলৌকিক উৎকৃষ্ট পতি প্রাপ্ত হইয়াছেন”। ভরত তাহা শুনিবামাত্র শোক-বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন; “হা পিতা! তুমি আমাকে দুঃখ-নাগর মধ্যে পরিত্যাগ

করিয়া কোথায় যাইলে; পিতা: আমাকে রাজ্য-  
 রামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া কোথায় যাইলে ?  
 এইরূপে রোহণদ্যমান ভূতলে নিপতিত আলুলায়িত  
 কেশ-পাশ পুস্তকে ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার নয়ন মুছা-  
 ইয়া দিয়া কৈকেয়ী বলিল; —“আশস্ত হও; তোমার  
 মঙ্গল; আমি সকল বিবর সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি।”  
 ভরত তাহাকে বলিলেন; —“পিতা মৃত্যু সময়ে কি  
 বলিয়াছিলেন।” কৈকেয়ী দেবী নির্ভয়ে ভরতকে  
 বলিল; বার বার “হা রাম! রাম সীতা ও লক্ষণ—  
 এই বলিয়া অনেৰূপ বিলাপকরত দেহত্যাগ করিয়া  
 স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভরত তাহাকে বলি-  
 লেন; —“মাগো! তখন রাম, সীতা, বা লক্ষণ,  
 তাঁহার নিকটে ছিলেন না কি? তাঁহারা কোথায়  
 গিয়াছিলেন?” কৈকেয়ী বলিল; —“তোমার পিতা,  
 রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্ত স্তরা  
 করেন; তখন আমি তোমাকে রাজ্য দেওয়ারইবার  
 জন্ত সেইকার্য্যে বিশ্ব করি। বর-প্রদ রাজা পূর্বে  
 আমাকে দুইটা বর প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন;  
 তখন তাহা লই নাই। এই সময় সেই বর দুইটা  
 যাক্তা করি; তন্মধ্যে একটার ফল তোমার সমগ্র  
 রাজ্য; অপারটার ফল রামের মুনিব্রত অবলম্বন  
 পূর্বেক বনবাস। অনন্তর তোমার পিতা সত্যপরায়ণ  
 রাজা তোমাকে রাজ্য দিয়া রামকে বনে পাঠাইয়া  
 গিয়াছেন; পতিব্রতা সীতা রামের অনুগামিনী হই-  
 য়াছে; লক্ষণও ভ্রাতৃস্নেহ প্রদর্শন করত রামের অনু-  
 গমন করিয়াছে। এইরূপে তাহারা সকলে বনগমন  
 করিলে নৃপতিশ্রেষ্ঠ রাজা তাহাদিগকেই চিন্তা  
 ও “রাম! রাম” বলিয়া প্রলাপ করত মরিয়াছেন।”  
 মাতার এইকথা শুনিবামাত্র ভরত অচৈতন্য হইয়া  
 বজ্রাহত বনস্পতির ছায় ভূমিতলে নিপতিত হই-  
 লেন। তখন কৈকেয়ী তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া  
 দুঃখিত ভাবে পুনরপি বলিতে লাগিল; —“বৎস!  
 তুমি শোক করিতেছ কেন? তুমি বিশাল রাজ্য  
 পাইয়াছ! একি তোমার দুঃখ করিবার সময়?”  
 মাতা এইরূপ বলিতে আসিলে, ভরত মুষ্টি দ্বারা যেন  
 তাহাকে দগ্ধ করত বলিতে লাগিলেন; —“রে  
 দারুণে! রে পাপ-চারিণি! তুই শুক্লবাহিনী;  
 অতএব তুই আমার অনাশাপ্য; রে শাপীয়াসি!  
 আমি তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি, একজ্ঞ আমিও  
 পাপিষ্ঠ;—ইহা এখন বুঝিতেছি; আমি অধি প্রবেশ  
 করিব; অথবা আমি বিবপান করিব; কিংবা খড়্গ  
 প্রহারে আশ্ব-হত্যা করিয়া বমাগরে গমন করিব।  
 রে পতিবাহিনী! রে দুষ্টে! তুই কুস্তীপাক-নরকে

গমন করিবি।” এইরূপ কৈকেয়ীকে নিরতিশয় ভৎ-  
 সনা করিয়া তিনি কৌসল্যা-ভবনে গমন করিলেন।  
 কৌসল্যা ভরতকে দেখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোহণ করিতে  
 লাগিলেন; ভরতও তখন রোহণ করিতে করিতে  
 কৌসল্যার পদভলে পতিত হইলেন। সাক্ষী  
 বশস্বিনী রাম-জননী দামি-পুত্র-বিবহে কুশা ও  
 বিশুক-মুখী হইয়াছিলেন; তিনি ভরতকে আলি-  
 জ্ঞন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন; —পুত্র রে!  
 তুই যখন দূরে ছিলি, তখন এই সকল দর্শনাশ  
 হইয়া গিয়াছে; তুই তোর মাতার মুখে তাহার  
 আচরণ সমস্ত শুনিয়াছিস? আমার পুত্র রঘুনন্দন  
 রামচন্দ্র, চীর বস্ত্র পরিধান ও জটাতার বন্ধনপূর্বক  
 দুঃখমাগরনিমিত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্যা  
 ও লক্ষণ সমভিব্যাহারে বন গমন করিয়াছে।  
 হা আমার রাম! হা রঘুকুল-নাথ; তুমি পরাৎ-  
 পর পরমাত্মা; আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ;  
 জুখ তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না।  
 অতএব আমি নিশ্চয় করিয়াছি—বিধাতাই বলবান”  
 ভরত মাতিশয় শোকে তাঁহাকে নিলাপ করিতে  
 দেখিয়া পদযুগল গ্রহণপূর্বক বলিলেন; —“মা!  
 আমার কথা শুনুন; শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে  
 কৈকেয়ী বাহা করিয়াছে, তাহা অথবা তৎসংক্রান্ত  
 অন্য বিন্দুবিদগ্ধ কিছু যদি আমার জ্ঞাতসারে হইয়া  
 থাকে, কিংবা আমি সে বিষয়ে যদি বৃথাশ্রমেও প্ররক্তি  
 দিয়া থাকি, তাহা হইলে, যেন মা! আমার শত-  
 ব্রহ্মহত্যা সমুত্ত পাপ হয়। আমি যদি এবিষয়ে  
 কিছুমাত্র জানি, তাহা হইলে, খড়্গপ্রহারে অরুক্ষতী-  
 সমেত-বসিষ্ঠ-বধে যে পাপ হইতে পারে, আমার  
 যেন সেই সমস্ত পাপ হয়।” এইরূপ শপথ করিয়া  
 ভরত, তখন রোহণ করিতে লাগিলেন। কৌসল্যা  
 তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন; —“পুত্র! আমি  
 সব জানি; শোক করিও না।” ইতিমধ্যে বসিষ্ঠ,  
 ভরতের আপগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ  
 সমভিব্যাহারে রাজ্য-ভবনে উপস্থিত হইলেন; তথায়  
 ভরতকে রোহণ করিতে দেখিয়া সাদরে বলিলেন;  
 “অমোঘ-বিক্রম জ্ঞানী রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়া  
 ছিলেন; পার্থিব হৃথনিচরভোগ প্রচুর দক্ষিণা  
 দিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎনারা-  
 য়ণ শ্রীরামকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া প্রভু,—চরমে  
 সুরলোকে সুরপতির অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছেন; সেই  
 মুক্তি-ভাজন অশোচনীয় রাজার জন্ত বৃথা তুমি  
 শোক করিতেছ। আত্মা, অবয়ব, শুদ্ধ, এবং  
 উৎপত্তি নাশাদিবর্জিত নিত্য; শরীর,—জড়, অতি-



শয় অপবিত্র এবং নশ্বর, এইরূপ আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে বিচার করিলে কোমরুপেই শোকের অবকাশ থাকে না। পিতা বা পুত্র যদি মরে, তাহা হইলে মৃত্যুগণ নিজ শরীরে আঘাত পূর্বক তাহার জন্ম শোক করে। আর এই অসার-সংসারে প্রিয়-বিশোগ, জ্ঞানিগণের বৈরাগ্য-জনক হয় এবং শান্তি মুখ প্রদান করে। এই জগতে যদি জন্ম হয়, তাহা হইলে মৃত্যু ও তাহার অনুগামী; অত-এব জন্মদিগের মৃত্যু সর্বতোভাবে অপরিহার্য, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞ নাহে, সে ত ইহা জানে যে, সকল প্রাণীগণেরই উৎপত্তি-বিনাশ স্ব-স্ব-কর্মাধীন; তবে কেন বান্দবদিগের জন্ম শোক করে। যখন কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অনেকানেক সৃষ্টি অতীত হইয়াছে; সাগর সকল ও বিলুপ্ত হয়; তখন আর এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য জীবনে আত্মা কি ? চক্ষু-পত্রের প্রান্ত-লগ্ন জলবিশুদ্ধ হ্রদ ক্ষণস্থায়ী আয়ু অসময়েও ফুরাইয়া যায়; 'অতএব তাহাতে তোমার স্থায়িত্ব-বিশ্বাস কেন ? দেহী, পূর্বতন-দেহে-অনু-ষ্ঠিত কর্মফলে পুনরায় দেহ-সম্পন্ন হয়; এবং সেই দেহে-অনুষ্ঠিত কর্মফলে অন্ত দেহ; এইরূপে আত্মার সর্বদাই দেহ-বন্ধন হইতে থাকে। লোকে যেমন জীর্ণ-বস্ত্র পরিত্যাগ করে, নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া, সেইরূপ দেহী ক্রমাগত জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবজাত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। আত্মার মৃত্যু নাই; জন্ম নাই; বৃদ্ধি নাই; আত্মা,—জন্ম প্রভৃতি বড় বিকার-বর্জিত; অনন্ত; সত্য; নির্বিকল্পক জ্ঞান-স্বরূপ; আনন্দময়; বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী; ও লয় রহিত। আত্মা,—এক; প্রকৃতির পরবর্তী; অদ্বিতীয় এবং সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত। আত্মাকে এইরূপে মূঢ় বিশ্বাস করিয়া শোক পরিত্যাগ করিয়া কার্য কর। হে কুলানন্দ ! সচিবগণ সম্মতিব্যাহারে তৈলদ্রোণী হইতে পিতৃ-দেহ তুলিয়া স্বয়ং ও আমা-দিগের দ্বারা পিতার ঔর্জ্বেদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন কর। সাক্ষাৎ গুরু বসিষ্ঠ এইরূপ বুঝাইলে, তখন ভরত, অজ্ঞান-মূলক শোক পরিত্যাগ করিয়া বধাবিধি পিতৃ-কার্য করিলেন। বসিষ্ঠের যথাবিধি আদেশ-মত, বিধি-বিহিত-কর্ম্মানুসারে সান্নিক-পিতার দেহ সংকার করিয়া একাদশ-দিবসে শত শত সহস্র সহস্র বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন; সেই দিবসে পিতার স্বর্গ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদিগকে বহুখন বহুসহস্র গো, বহুশ্রাম, বিবিধ স্রব ও বস্ত্র দান করি-লেন। তখন ভরত, রামকেই চিন্তা করত বসিষ্ঠ, দ্রাভা-শক্রয় এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া নিজ

গৃহে উপবিষ্ট হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন;—রাম, জনকনন্দিনী ও লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর অরণ্যে গমন করায় রাক্ষসী-সদৃশী আমার জননী দৃষ্টিগোচর হইলেই তৎক্ষণাৎ হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে। আমি কৃতনিশ্চয় হইলাম;—সমগ্র রাজ্য দূরে পরিহার করিয়া অদ্যই অরণ্যে গমন করিব, তথায় গিয়া ঈষৎ হান্তবোণে রুচির-বদন সীতা-সমেত রামকে আমি নিত্য সেবা করিব।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

### অষ্টম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন;—প্রভু বসিষ্ঠ, মুনিগণের সহিত ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া দেবসভা-সদৃশ রাক্ষসভাতে প্রবেশ করিলেন। তথায় দ্বিতীয় ব্রহ্মার দ্বায় সেই মুনি আসনে আসীন হইয়া সাত্বজ ভরতকে আনয়নপূর্বক সেইখানে উপবেশন করাইলেন; অনন্তর শক্র-হৃদন ভরতকে দেশকালোচিত কথা বলিতে লাগিলেন;—“বৎস ! তোমার পিতার অনুমতিবশতঃ আজ আমরা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমরা স্ত্রাত আছি; কৈকেয়ী তোমার জন্ম রাজ্য বাহুল্য করেন; প্রথমে শ্রুতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হওয়ার সত্য-প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ তোমাকে তাহা দান করিয়া-ছেন। মুনিগণ মন্ত্র পাঠ করিয়া আজ তোমার অভিষেক কার্য সম্পাদন করুন।” তাহা শুনিয়া ভরতও বলিলেন;—“মুনিবর ! রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি ? রামই রাজাধিরাজ; আমরা তাঁহার কিকরমাত্র; আমি, আপনারা এবং কৈকেয়ী রাক্ষসী ব্যতীত মাতৃগণ—আমরা সকলে আগামী কল্য প্রভাতে শীঘ্র রামকে আনয়ন করিবার জন্ত গমন করিব। কৈকেয়ী আমার জননী হইলেও তাহাকে এখনই আমি বধ করিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলে স্ত্রীহন্তা বলিয়া রঘুবর রাম আমাকে ক্ষমা করিবেন না। সে যাহা হউক; আপনারা আগমন করুন বা না করুন—অদ্য রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শক্রয়ের সহিত আমি সত্বর পদব্রজে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব। রাম বেরূপে বনে গিয়া-ছেন হে মুনিবর। সেইরূপ শক্রয়-সহ আমিও যাবৎ রাম প্রতিনিযুক্ত না হন, তাবৎ বন্য পরিধান, কলমূল ভোজন, ভূমি-খণন ও জটা ধারণ করিয়া থাকিব।” ভরত এইরূপ স্থির করিয়া ভূকীভাবে

রহিলেন; তখন সকলেই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে "সাদু সাদু" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল। পর-দিন প্রভাতে ভরত, রামকে আনয়ন করিবার জন্ত গমন করিলেন; হুমন্ত্র-শ্রেণিত সকল সৈন্তগণ হস্তী অথ সমভিব্যাহারে তাঁহার অহুগমন করিলে কোসল্যা-প্রভৃতি রাজপত্নীগণ, বসিষ্ঠ-ব্রহ্মুখ ব্রাহ্মণ-গণ সকলে পৃথিবী আৰুত করিয়া ভরতের পশ্চাতে, পার্শ্বে ও সম্মুখে যথাযোগ্যভাবে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শক্রয়-পরিপালিত সুবিশাল সেনাদল গঙ্গাতীরস্থিত শৃঙ্গবের-পুরে গমন করিয়া চতুর্দিকে শিবি রহ্মাপন করিল; ভরত আসিয়াছেন শুনিয়া গুহের মনে আশঙ্কা হইল যে, "ভরত, যুৎ সৈন্ত দল সমভিব্যাহারে উপস্থিত; অবিদিত-বৃত্তান্ত শ্রীরামের অনিষ্ট করিতে বাইতেছেন না ত? "যাহা হউক, বাইয়া তাঁহার মন বুঝিয়া আসি, যদি বিগুহ-হন ত গঙ্গা পার হইতে পারিবেন; নতুবা আমার জ্ঞাতিগণ—সমস্ত ও সাবধান হইয়া চতুর্দিক অব-লোকন করত নৌকা-সকল আকর্ষণ করিয়া রাখিবে।" ইহা সকলকে আদেশ করিয়া গুহ, ভরত-সম্মুখে উপস্থিত হইল। গুহ নানাবিধ উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া বিবিধ আয়ুধসম্পন্ন বহুতর জ্ঞাতিগণের সহিত ভরতনিকটে গিয়াছিল। ভরতের সম্মুখে সেই সকল উপঢৌকন স্থাপন করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি-পাত করিল; অনন্তর দেখিল; সাহুজ ভরত মস্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া আসীন; তাঁহার পরিধানে টার বস্ত্র, বর্ণ—মেঘবৎ শ্যাম, মস্তকে জটাতাররূপ কিরীট; তিনি সর্দদা "রাম রাম" ধ্বনি এবং রামের জন্যই শোক করিতেছেন; ভুতল-লুপ্তি-মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন। আমি গুহ; ভরত তাহাকে শীঘ্র উঠাইয়া সাদরে পাচ আলিঙ্গন ও অনাময় প্রদান করিলেন; অনন্তর ধীর ভাবে সম্মুখে এই কথা বলিলেন;—"ভ্রাতৃ! তুমি এইখানে রাখবের সহিত মিলিত হইয়া অব-স্থিত ছিলে এবং নির্মল-হৃদয় রাম, তোমাকে সজল নয়নে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তুমি যখন সীতা-লক্ষ্মণ-সঙ্গী—কমলদল-গোচন রামের সহিত কথোপকথন করিয়াছ, তখন তুমি ধন্য; তুমি কৃত-কৃতার্থ হইয়াছ; হে হুত্রত! তুমি প্রথম রামকে যেখানে দেখিতে পাইয়াছিলে, আমাকেও সেইখানে লইয়া চল; এবং রাম, সীতার সহিত যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে দেখাও। তুমি ভাগ্য-বানু রামের প্রিয়তম ভক্ত" এইরূপে ভরত অশ্রু-পূর্ণনয়নে বারবার রামস্বরূপ ভরত রাম রাত্রিতে

যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, গুহের সহিত সেইখানে গমন করিলেন; এবং কুশাস্ত্রুত শয়নস্থল দর্শন করিলেন; দেখিলেন;—কঠোর-শয্যায় পার্শ্বপরি-বর্তনে জানকী-পরিহিত-অলঙ্কারের কুঞ্জ কুঞ্জ সুবর্ণ ধ্বং তাহাতে নিপতিত রহিয়াছে। ভরত তদক্ষনে দুঃখ-সন্তপ্তচিত্তে ক্লিলাপ করিতে লাগিলেন; ওঃ! অতি-কোমলাঙ্গী জনকতনয়া সীতা,—যিনি প্রাসাদোপরি রত্ন-পর্ধ্যাকে শুভ কোমল-শয্যাতে রামের সহিত শয়ন করিতেন; তিনি আমারই দোষে রামের সহিত অতি-ক্লেশে কুশ-শয্যায় শয়ন করিতেছেন কিরূপে? আমাকে ধিক্! যেহেতু আমি মুক্তিমান-পাপ-রাশি-সদৃশ কৈকেয়ী-গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি; আমার জন্মই পরমাত্মা রামের এই ক্লেশ। ওঃ! মহাত্মা লক্ষ্মণের অতি সফল জন্ম; কারণ তিনি জুষ্টিচিত্তে সর্দদাই রামের অহুপত। গাঁহারা রামদত্তা, আমি যদি তাঁহাদিগের দাস-দাস হই, তাহা হইলেই আমার জন্ম সফল হয়; সংশয় নাই। ভাই! রাম যেখানে আছেন, তাহা জান যদি,—তাহা হইলে সে সকল বিবরণ আমাকে বল; আমি তাঁহাকে সত্তর আনয়ন করিতে গমন করি। গুহ, তাঁহাকে অকপট-চিত্ত জানিয়া সঙ্গেহে বলিতে লাগিল;—"দেব! তুমিই বস্ত্র; যেহেতু, কমল-দল-লোচন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতি তোমার ঈর্ষুভক্তি। চিত্রকূট গিরি-সম্মুখে মলাকিন্দীর অনন্তি-দূরে মুনিগণের আশ্রম সমীপে, রাম, অনুজ ও সীতার সহিত অবস্থিত করিতেছেন; ফল মূল্যদির আতিশয়াপ্রযুক্ত প্রভু তথায় হুখে আছেন। "অহে! আমরা সেখানে বাইব; এখন গঙ্গা পার হইতে হইবে" এই বলিয়া তখন সর্দেস্ত্রভরতের গঙ্গা মহানদী পার হইবার জন্ত সত্তর পমনে পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করিল; এবং গুহ আপনি এক-খানি রাজ্যোচিত নৌকা আনয়ন করিল। তাহাতে ভরত, শক্রয়,কৌসল্যা ও বসিষ্ঠকে এবং অস্ত্র নৌকাতে কৈকেয়ী ও অপরাপর রাজপত্নীগণকে ভুলিয়া নৌকা পার করিতে লাগিল। ভরত সর্দেস্ত্রে শীঘ্র গঙ্গাপার হইয়া ভরতাজ্ঞান্যভিযুখে যাত্রা করিলেন, "অনন্তর মহতী সেনা দূরে রাখিয়া অহুজ-সমভি-ব্যাহারে আশ্রম-প্রবেশ করিলেন। আশ্রম মধ্যে জলস্ত্র অনলের ছায় মুনিকে আসীন দেখিয়া, ভরত, অতি ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। মৌনাবলম্বি-শ্রেষ্ঠ ভরতাজ, তাঁহাকে দশরথ-নন্দন জানিয়া প্রীতিপূর্বক সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাকে জটী বকুল-খারী দেখিয়া

। কুশল প্রশ্নপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“তুমি রাজ্য শাসন করিতেছ ; তোমার আজ এ বকলাদি কেন ? এবং মূনি-সেবিত অরণ্যেই বা আসিয়াছ কি জন্য ?” ভরতরাজের কথা শুনিয়া ভরত অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিলেন ;—“হে ভগবন ! আপনি দক্ষ-ভ্রাতের অন্তর্ধামী ; অতএব সকলই জানিতেছেন ; তথাপি যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা আমার প্রতি অজ্ঞানমাত্র। কৈকেয়ী, রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়-জনক কার্য বা তাঁহার বনবাসাদি বিষয়ে যাহা কিছু করিয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। হে মূনিবর ! আপনার চরণ যুগলই আজ আমার এ বিষয়ের প্রশ্ন—” এই বলিয়া হৃৎপিণ্ড চিত্তে মূনিবরের চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া বলিলেন ;—“হে দেব ! আমি দোষী কি নিদোষ ; ইহা আপনি স্থির করুন। হে স্বামিন্ ! রাম রাজ্য থাকিতে আমার রাজ্যে কাজ কি ? আমি রামচন্দ্রের চির-কিঙ্কর। অতএব হে মূনিশ্রেষ্ঠ ! গিয়া শ্রীরামের পাদমূলে পতিত হইব ; এবং রাজ্যভার সমর্পণপূর্বক পৌরজানপদ গণের সহিত আমি রাশ্বককে বসিষ্ট প্রভৃতিদ্বারা এই থানেই অভিষিক্ত করিব ; এবং সেই রম্যপতিকে অবেোধাতে লইয়া যাইব ; এবং দাস আমি অতি বিনীতভাবে তাঁহার-সেবা করিব।” মূনি ভরতের এই কথা শুনি শুনিয়া তাঁহাকে আনিদ্ধন ও মন্তকাদ্বাণ-পূর্বক সন্নিম্নে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—“বৎস ! আমি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পূর্বেই এই ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছি ; তুমি শোক করিও না, তুমি শ্রীরামের প্রতি লক্ষণ-অপেক্ষা অধিক ভক্তিমান। হে অনন্স ! আমি তোমার সসৈন্তে আতিথ্য করিতে ইচ্ছা করি ; অন্য সসৈন্তে আহারাদি করিয়া আগামী কল্য রামসমীপে গমন করিবে।” শুনিয়া ভরত বলিলেন ;—“আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই হইবে। অতীষ্টকাতা মূনি ভরতাজ্ঞা, আচমন করিয়া সৌম্যভাবে হোমগৃহে অবস্থিতি করত কাম-বর্ষণী কামহুবাধেহুকে চিন্তা করিলেন। সেই কামধেনু, ভরতরাজের কামনালুসারে অলৌকিক বস্তু সকল স্বজন করিল ; সসৈন্ত ভরতের যাহা অভিলাষিত, সেই সকল অতীষ্ট বিষয় বর্ষণ করিল ; তাহাতে সকল সৈন্তগণই পরিতুষ্ট হইল। যোগিরাজ-ভরতাজ্ঞা, শারদুষ্ঠ প্রণালী অহুসারে অগ্নে বসিষ্টকে পূজা করি পশ্চাত্ সসৈন্ত ভরতের তপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। সেই স্বর্গ-সদৃশ আশ্রমে একদিন বাস করিয়া প্রাতঃকালে ভরত অহুজ সমভিব্যাহারে মূনিকে অভিষেদন করিলেন,

পরে তাঁহার অহুমতি পাইয়া রাম-সম্মিধানে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে চিত্রকূট প্রান্ত হইয়া সৈনিক-গণকে দূরে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং পরতপ্ত ভরত, শক্রয় যুগল ও গৃহ সমভিব্যাহারে রাম দর্শনাকাজ্ঞার রামশ্রম উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সকল তপস্বিহান অবেষণ করত রাম-গৃহ দেখিতে না পাইয়া একে একে সকল স্থান হইতেই নিবৃত্ত হইলেন। তখন ঋষিসমূহকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“রঘুবর রাম, সীতা ও লক্ষণের সহিত কোথায় আছেন ?” তাঁহারা বলিলেন ; “ঐ দেখ সম্মুখে, পর্বতের পশ্চাত্তানে মশাকিনীর উত্তর ভীম,—কল-বস্ত্র আশ্র, পনস ও প্রচুর-পরিমাণ চম্পক কোবিদার এবং পূম্যপ বৃক্ষে রমণীয়—কদলী তরু নিকরে আচ্ছন্ন—কানন-মণ্ডিত নির্জন রাম গৃহ” এইরূপে মূনিগণ দর্শিত রামশ্রম সম্মুখেদেখে অবলোকন করিয়া ভরত, মন্ত্রিগণের সহিত আনন্দে রঘুবর-গৃহে যাইতে লাগিলেন। মাছুজ ভরত, দূর হইতে দেখিলেন ; অতি-সুপ্রভ-মূনিগণ-নিবেদিত রাম-বাস-মনোহর শুভ রামশ্রম ! তত্রত্য বৃক্ষের শাখাগ্রভাগে উত্তম বকল ও চর্ণ আবদ্ধ রহিয়াছে :

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

অনন্তর ভরত আনন্দে—সীতারামের পদচিহ্ন-সম্বিত্ত পবিত্র এবং আতিশয়-শোভন শ্রীরামের আশ্রম-মণ্ডল-সমীপে গমন করিয়া তথায় পৃথিবীর অতি মঙ্গল-কর ধ্বজ-বজ্রাচ্ছন্ন-সরোজাদি-রোধা-সংযুক্ত শ্রীরামের পদচিহ্ন সর্বত্র দর্শন করিলেন ; অনন্তর, সেইসকল পদ-স্থলিতে অজ্ঞের সহিত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ; এবং বলিতে লাগিলেন ! “আঃ ! আমি অতীব দগ্ধ হইলাম। কারণ তদীয় পদস্থলি—ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং বেদগণের সতত অবেষণীয়, সেই শ্রীরামের চরণকমল-চিহ্নিত এই সকল ভূভাগ আমি নয়নগোচর করিতে ছ” এইরূপে অহুতপ্রেমরসে আর্জ চিত্ত, রঘুনাথ-চিন্তামগ্ন ভরত, আনন্দাশ্রুদ্বারা নিজ বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করতঃ ক্রমে শ্রীহরির আশ্রম-প্রাক্ষেপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ;—নবদর্শীমলময় বিম্বাল-লোচন রাম তথায় বসিয়া আছেন ; তাঁহার জটাম্বর কিরীটরূপে রহিয়াছে ; নূতন বকল—পরিধান-বসন ; বদন মণ্ডল প্রসন্ন ; তরুণ-অরুণের স্তায় শ্রেষ্ঠা ; তিনি শুভা জনক-তনয়ার প্রতি হৃষ্টপাত করিতেছেন এবং সৌমিত্রি তদীয় চরণ-কমল সেবায় নিযুক্ত। ভরত তৎক্ষণাৎ শোকে

ও হর্ষে রঘুবরের সম্মুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বর তদীয় চরণমুগল গ্রহণ করিলেন। সুদীর্ঘ-বাছ রাম তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া বাছমুগল দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্বক নয়ন জলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন, অনন্তর প্রভু, তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তৃত্বার্ভ পাণ্ডীগণ যেমন জলসমীপে গমন করে, সেইরূপ রাবণের মাতৃগণ সকলে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর সমাগত হইল। রাম, স্বীয় জননীকে অবলোকন করিবামাত্র ক্ষেত উঠিয়া তদীয় পাদবন্দনা করিলেন, অভিশয়-চূষিতা জননীও সম্মলনয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং রঘুনন্দন, অন্যান্য মাতৃগণকেও প্রণাম করিলেন। অনন্তর মূনিপুত্রব বসিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক বার বার বলিলেন, “আমি ধন্য হইলাম।” ক্রমে রঘুবর, সকলকেই ষষ্ঠাযোগ্যরূপে উপবেশন করাইয়া বলিলেন ;—“পিতা আমার কুশালী কি না? এবং অতি দুঃখিত ভাবে তিনি আমাকে কি বলিয়াছেন।” বসিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন ;—“হে রঘুনন্দন! তোমার পিতা, তোমার বিরহে সমস্তপুত্রিত হইয়া তোমাকেই চিন্তা করত “রাম রাম” “সীতা” ও “লক্ষ্মণ” বলিতে বলিতে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছেন। কর্ণশূল-তুল্য সেই গুরুবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রাম-লক্ষ্মণ রোদন করত “হা হতোহস্মি” বলিয়া পতিত হইলেন। তৎপশ্চাৎ সকল মাতৃগণ এবং অন্তান্ত লোকে রোদন করিয়া উঠিল। “হা পিতঃ! হা দয়াসাগর! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে; যে মহাবাহু! আমি অনাথ হইলাম; ইহার পর আমাকে আর পালন করিবে কে?” ইত্যাদি বলিয়া রাম, বিলাপ করিতে লাগিলেন। সীতা ও লক্ষ্মণ, ইহা হইতে অভিযুক্ত ভাবে বিলাপ করিলেন। বসিষ্ঠ, সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাদিগের শোক শান্তি করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা মন্দাকিনীতে গমনপূর্বক স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন। এবং সকলেই জলাভিলাষী রাজার উদ্দেশে জলদান করিলেন। লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহৃত রাম “আমাদিগের বাহা অন্ন, আমাদিগের পিতৃগণেরও তাহাই অন্ন—ইহা স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত” এই কথা বলিয়া দুঃখে অশ্রুপূর্ণনয়নে ইন্দ্রদী-কলের পিণ্ড্যক দ্বারা প্রস্তুত পিণ্ড মধুসিক্ত করিয়া পিতৃ-উদ্দেশে দান করিলেন। অনন্তর পুনরায় স্নান করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। এবং অন্তান্ত সকলে আনন্দরূপ রোদন

করিয়া স্নান করিল পশ্চাৎ আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সেইদিনে সকলেই উপবাস করিল।

অনন্তর পরদিন মন্দাকিনীর নির্মল জলে স্নান করিয়া সমাগত ভরত, উপবিষ্ট শ্রীমাকে বলিলেন;—“হে রাম! হে মহাভাগ রাম! আপনি আপনাকে অভিষিক্ত করান; আপনার ঠৈতৃক রাজ্য আপনি পালন করুন; আমার আপনি জ্যেষ্ঠ; অতএব পিতৃতুল্য। আর দেখুন; প্রজাপালনই কত্রিয়-দিগের ধর্ম্ম। বিবিধ যজ্ঞসুষ্ঠান; বংশের জন্ত পুত্র উৎপাদন এবং রাজ্যে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা এই সকল কার্যের পর বনগমন করিবেন; এখন আপনার বনবাসের সময় নহে। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমার যে কিছু অর্কাধ্য হইয়াছে, তাহা আর স্মরণ করিবেন না। আমাদিগকে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া ভক্তিপূর্বক ভ্রাতার চরণ-মুগল মস্তকে স্থাপনপূর্বক সাক্ষাৎ রাম-সম্মুখে ভূতলে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইলেন। রাবণ, ভরতকে অতি অচ্যুতায় সহকারে উঠাইয়া কোলে বসাইলেন অনন্তর; স্নেহাভ্র-নয়নে শটনৈঃ শটনৈঃ বলিতে লাগিলেন;—“বৎস! স্তন; তুমি বাহা বলিলে, তাহা সত্য বটে; কিন্তু পিতা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন; চতুর্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস করিয়া পশ্চাৎ নগরে প্রবেশ করিও। এখন আমি সমগ্র রাজ্য ভরতকে দিলাম; অতএব পিতা যে তোমাকেই রাজ্য দিয়া গিয়াছেন;—ইহা স্মৃত্য-প্রকাশ আছে; এবং আমাকে পিতা দণ্ডকারণ্য রাজ্য প্রদান করিয়াছেন; অতএব তোমার ও আমার—আমাদিগের দুই জনেরই অতি যত্নে পিতৃ-বাক্য পালন করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনভাবে থাকে; সে, জীবমৃত; এবং দেহান্তে নরকগমন করে। অতএব তুমি রাজ্য শাসন কর; আমি দণ্ডকারণ্য পালন করিতেছি।” ভরত রামকে বলিলেন; “শুবুদ্ধি ব্যক্তি যেমন ভ্রাত্তের বাক্য গ্রহণ করেন না; সেইরূপ, পিতা—কামুক স্ত্রীর বশতাপন্ন মৃদুবুদ্ধি, ভ্রাত্তচিত্ত উন্নত অক্ষমতার বাহা বলিবেন, তাহাও কি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? রাম কহিলেন;—“পিতা, স্ত্রীবশ, কামুক, অথবা মৃদুবুদ্ধি হইয়া ইহা বলেন নাই। তিনি সত্যবাদী ছিলেন; তাই জন্মে পূর্ব প্রতিজ্ঞাত বয়—কৈকেয়ীকে দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তন্ন আর কিছুতেই নহে; মহৎ ব্যক্তিগণের সত্যচ্যুতি ও নরক হইতেই আধিক ভয়। আর আমিও “সত্য ইহা করিব” বলিয়া কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। আমি

যাহা বলিয়াছি, রত্নবংশোৎপন্ন হইয়া তাহা অসত্য করিব কিরূপে ?” রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভরত বলিলেন ;—“হে সুভ্রত ! তবে আমিই আপনার প্রতিনিধি হইয়া আপনারই জ্ঞায় চীরবসন পরিধানপূর্বক চতুর্দশ বৎসর বনবাস করিব ; আপনি যথাস্থে রাজ্য করুন” । রাম বলিলেন ;—“পিতা, তোমাকেই এই রাজ্য দিয়াছেন এবং আমাকে বন দিয়াছেন ; যদি আমি তাহার বৈপরীত্য করি, তাহা হইলে ইহাতেও পূর্ববৎ সত্যচ্যুতি দোষ রহিয়া গেল” । ভরত বলিলেন,—“তবে আমিও বনে আসিব ; লক্ষণের জ্ঞায় আমিও আপনার সেবা করিব” । “নতুবা প্রারোগ্যবেশন করিয়া এই দেহত্যাগ করি” মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং ঐ নিশ্চিত কথা প্রকাশ করিয়া রৌদ্রে কুশদল দিছাইলেন ও পূর্বমুখ হইয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন । ভরতের আগ্রহাভিলাষ দেখিয়া রাম অতিশয় দিশ্মিত হইলেন । তখন রঘুনন্দন, কটাক্ষ দ্বারা গুরুকে ইঙ্গিত করিলেন । অনন্তর জ্ঞানশ্রেষ্ঠ বসিষ্ঠ নিৰ্জনে ভরতকে বলিলেন ;—“বৎস ! আমার বাক্যে স্থনিশ্চিত গোপনীয় তত্ত্ব শ্রবণ কর ; রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, পূর্বের রাবণ বধের জন্ত ব্রহ্মা প্রার্থনা করিতে দশরথ তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । যোগমায়াও সীতা নামে জনকতনয়া হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন । আর অনন্তদেব ও লক্ষণরূপে আবির্ভূত হইয়া সর্বদা রামের অনুগামী আছেন । অতএব রাবণ বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঁহারা তিন জনে বনে যাইবেনই ; সংশয় নাই । কৈকেয়ী, বর প্রার্থনা প্রভৃতি যে যে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন তৎসমস্তই দেবকৃত ; নতুবা এরূপ বলা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবে ? অতএব বাবা ! রামকে প্রাতি নিযুক্ত করিবার আগ্রহ পরিত্যাগ কর ; সৈন্তগণের সহিত প্রতিনিযুক্ত হইয়া চল ; শ্রীরাম নীত্বই রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃতুল্য পুত্র বন্ধুর সহিত নগরে প্রত্যাগত হইবেন” । গুরু এই কথা শুনিয়া ভরত বিস্মিত হইলেন ; এবং বিষয়-বিফারিত-নয়নে রাম সমীপে গমন করিয়া বলিলেন ;—“হে রাজেশ্বর ! রাজ্য পালন সামর্থ্য লাভের জন্ত জগৎ পুঞ্জিত ভবনীর পাদুকা-মুগল আমাকে দান করুন, আপনার আগমন যাবৎ, তাহার সেবা করিব । এই বলিয়া এক ষোড়া দিব্য পাদুকা—শ্রীরামের পদদ্বয়ের পরাইয়া দিলেন । রাম, ভরতকে তাহা দান করিলেন ।

ভরত সেই রত্নভূষিত দিব্য পাদুকা-মুগল, অতিভক্তি ভাবে গ্রহণ করিয়া পুনর্বার রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন ও বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন । ভরত পুনরায় গৃহদ্বন্দ্ব স্বরে বলিতে লাগিলেন ; “রাম ! চতুর্দশবৎসর শেষে পঞ্চদশবৎসরের প্রারম্ভ দিবসে যদি আপনি আগমন না করেন, তাহা হইলে কিন্তু মহানলে প্রবেশ করিব” রাম “আচ্ছা ; বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন । তখন সুবুদ্ধি ভরত,—মাতৃগণ, বসিষ্ঠ, শক্রয় ও সৈন্ত সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রতিনিযুক্ত হইতে উপক্রম করিলেন । তখন কৈকেয়ী, নয়ন জলধারাভিজিক্ত হইতে হইতে কৃতাজলপিটে রামকে নিৰ্জনে বলিলেন, “আমি হুষ্ঠ-যুদ্ধি ; তোমার মায়ায় মোহিত-চিন্ত হইয়া তোমার রাজ্য-বিস্তার করিয়াছি, আমার দৌৰাশ্রয় মার্জনা কর, ক্ষমাই সাধুগণের সার বস্তু । তুমি সাক্ষাৎ পরমাশ্রা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণু ; মায়ামুচ্য-রূপে তুমি অখিল জগৎ মোহিত করিতেছ । তোমার দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াই লোকে ভাল মন্দ কাজ করে । এই জগৎ তোমার অধীন ; নতুবা স্বভাবতঃ অস্বাধীন এই জগৎ কি করিতে পারে ? যেমন বাজিকরের ইচ্ছায় গুণ্ড-সূত্র পরিচালনায় নর্তকী-পুস্তলী নাচিতে থাকে, সেইরূপ বিচিত্র রূপ-ধারিণী মায়ী তোমার অধীনা হইয়াই নাচিতেছে । হে ত্রিপু-দমন ! তুমিই দেবকার্য্য করিবার জন্ত আমাকে প্ররম্বিত দিয়াছিলে বলিয়া আমি পাপমনে পাপ কর্ম্ম করিয়াছি । তুমি দেবগণেরও অগোচর ; কিন্তু আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি । হে বিশেষ্বর ! হে অনন্ত ! হে জগদাধি ! আমাকে পরিত্রাণ কর ; তোমাকে নমস্কার, তোমার স্বরূপ-জ্ঞান-রূপ-শাণিত-খণ্ডগদা দ্বারা বন পুত্রাদি স্থিত মদীয় শ্বেহময় পাশ ছেদন কর ; আমি তোমার শরণাগত হইলাম !” কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম ঙ্গেৎ হস্ত করত বলিলেন ;—“হে মহা-ভাণে ! তুমি যাহা বলিলে ; তাহা মিথ্যা নহে, সত্যই । দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্ত আমার প্রবর্তিত কথাই তোমার মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে ; ইহাতে তোমার দোষ কি ? যাও তুমি, প্রতিদিন, নিরন্তর, আমাকে মনে মনে ভাবনা করিয়া, আমার প্রাতি গাঢ়-ভক্তি-বশতঃ সর্বত্র শ্বেহ-শূন্ত হইয়া অচিরে মুক্তি লাভ করিবে । আমি সর্বত্র সমদর্শী ; কেমন মায়ার-বিজিত, নিজ মায়াকৃত বস্তুতে দেহ বা প্রীতি থাকে না, সেইরূপ আমার কেই দেহ বা প্রিয় নাই, যে আমাকে ভজনা

করে, আমিও তাহাকে ভজনা করি। মা! মদীয়-  
নায়-মোহিত জনগণ, মনুষ্য-রূপী আমাকে স্থ-  
ত্বাধির অদ্বৈত বলিয়া জানে, বাস্তবিক রূপে  
জানে না। আমার-স্বরূপ-জ্ঞান ভাগ্যক্রমে  
তোমার হইয়াছে; ইহা সর্ব-ভয়-নাশক। আমাকে  
স্মরণ করত গৃহে অবস্থিতি কর গিয়া, কৰ্ম-লিপ্ত  
হইবে না।" এই রূপ কথিত হইয়া কৈকেয়ী আনন্দ  
ও বিস্ময় সহকারে রামকে শত শত বার ভূতলে  
প্রণাম করিয়া আনন্দে গৃহে প্রত্যাপিত হইয়া-  
ছিলেন। ভরত রামকেই চিন্তা-করত অমাত্য-  
গণ, মাতৃগণ ও গুরুর সহিত শীঘ্র অবোধায় প্রত্য-  
গত হইলেন। উদার-বুদ্ধ ভরত, নগরবাসী ও  
জনপদ-বাসী সকলকে যথা-যোগ্য-রূপে অযোধ্যা  
প্রদেশে স্থাপন করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে যাইলেন।  
তথায় পাদুকাসুগল সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিয়া  
রামের হ্রায় উহাকেও গন্ধ পুষ্প অক্ষত প্রভৃতি  
এবং রাজযোগ্য নিখিল উপকরণ দ্বারা ভক্তিভাবে  
পূজা করিতে লাগিলেন। তখন ভরত-শত্রু  
নিয়ত-ব্রত, ফল-মূলভোজী জিতেন্দ্রিয় ও জটা-  
বস্ত্রধারী হইলেন; ভূমি শয্যায় শয়ন করিতে  
লাগিলেন, প্রত্যহ এইরূপে ব্রহ্মচর্য—পালন  
করিতে লাগিলেন। ভূতলের যাবদীয় রাজকাৰ্য্য  
উপস্থিত হইত, রাঘব ভরত, তৎসমস্তই পাদুকা  
সমীপে নিবেদন করিতেন। রামের আগমন-  
আকাঙ্ক্ষায় দিবস গণনা করত শ্রীরামে চিন্ত  
অর্পণ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির হ্রায় অবস্থিতি  
করিতে লাগিলেন।

এ দিকে শ্রীরাম, মুনিগণে পরিবৃত্ত হইয়া  
সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্বতে বাস  
করত কিছুকাল অভিবাহিত করিলেন। কিন্তু  
রাম,—সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূটে আছেন,  
ইহা জানিয়া নগরবাসিগণ, রামদর্শনে প্রবল অভি-  
লাষে সর্বদা তথায় গমন করিত। তাহাতে বহ-  
লোক-সমাগমে আশ্রম-পীড়া হইতেছে দেখিয়া  
এবং দণ্ডকারণ্য গমনের প্রয়োজনীয়তা চিন্তা  
করিয়া সেই গিরি পরিত্যাগ করিলেন। সীতা  
এবং ভ্রাতা সমভিব্যাহারে অত্রি-ধ্বনির জনসঙ্কলত-  
শূন্ত উৎকৃষ্ট অশ্রমে গমন করিলেন। সেই আশ্র-  
মের সর্বত্রই স্থখে বাস করা যায়। গিয়া, ভূপাবন  
উচ্চাসিত করত উপবিষ্ট মুনিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া  
বলিলেন, "আমি রাম, আপনাকে অভিবাদন করি-  
তেছি; পিতৃ-আজ্ঞা মাধ্যয় করিয়া আমি দণ্ডকারণ্যে  
আসিয়াছি; এই বনবাস্যুচ্ছলেও আপনার দর্শন

পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।" মুনি রামের কথা  
শ্রবণ করিলেন; এবং রামকে পরাংপর নারায়ণ  
জানিয়া পরম ভক্তি সহকারে যথাবিধি পূজা করি-  
লেন। মুনি বক্ষফলদ্বারা কৃত অতিথি-স্বংকার লাভ  
করিয়া উপবিষ্ট রঘুর, সীতা ও লক্ষ্মণকে সন্তুষ্টিতে  
বলিতে লাগিলেন;—"আমার ভার্য্যা অননুয়া নামে  
বিখ্যাতা; অত্যন্ত বুদ্ধা হইয়াছেন, অনেককাল  
তপস্বী করিতেছেন; তিনি ধর্মজ্ঞা এবং ধর্মে শ্রীতি-  
মতী; হে শত্রুস্বপন! তিনি আশ্রমের অভ্যন্তর-  
ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার সহিত সীতার  
সাক্ষাৎ করা উচিত।" "যে আজ্ঞা", বলিয়া কমল-  
গোচন রাম জানকীকে বলিলেন; হে শুভে যাও;  
দেবীকে নমস্কার করিয়া পুনরায় শীঘ্র এখানে আইস।"  
সীতা, "অবশ্য" বলিয়া রাম-বাক্য স্বীকার করত তাহা  
করিলেন। অননুয়া সমুখে সীতাকে সান্ত্বিত পতিত  
দেখিয়া সন্তুষ্টিতে "বৎসে! কীর্তী!" এই কথা বলিয়া  
সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। সন্তাননা অননুয়া, ভক্তি-  
ভাবে সীতাকে বিপ্ন-কর্মনিশ্চিত কুণ্ডলদ্বয়, নিখিল  
বস্ত্রসুগল এবং দিব্য অন্নরাগ দান করিলেন এবং  
বলিলেন;—"হে কমলাননে! এই অন্নরাগ প্রভাবে  
কখনই তুমি শোভাহীন হইবে না; হে জানকি!  
পাতিব্রতো আদর করত রামের অনুগামিনী হও;  
রাঘব, তোমার সহিত কুশলে কুশলে পুনরায় গৃহে  
প্রতিগমন করুন"; রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে উপযুক্ত  
মতে ভোজন করাইয়া স্তম্ভাঞ্জলিপুটে রামকে পুনরায়  
বলিতে লাগিলেন;—"রাম হে! তুমিই জগৎ-সকল  
খলি করিয়া তাহাদিগের রক্ষার জন্ত দেবতা, মনুষ্য  
এবং তির্যক্ শ্রেণী প্রভৃতির দেহ ধারণ করিয়া থাক;  
কিন্তু তুমি দেহ-গুণে লিপ্ত নহ; অখিল-জন-  
মোহিনী মায়্যাও তোমার নিকট ভয় পান।"

নবমাধ্যয়ে অবোধাকাণ্ড সমাপ্ত।

## অরণ্য-কাণ্ড ।

### প্রথম অধ্যায়।

অনন্তর, রঘুনন্দন, অত্রি-আশ্রমে সেই দিন  
অভিবাহিত করিয়া প্রভাতে দ্বান করিবার পর মুনির  
নিকট বিদায় লইয়া গমন করিতে উদ্ভোগী হইলেন।  
বলিলেন;—"মুনি-মণ্ডল-মণ্ডিত দণ্ডকারণ্যে  
বাইতেছি, আপনি এ বিষয় অনুমতি করুন; এবং  
পথ প্রদর্শনের জন্ত শিষ্যবর্গকে আদেশ করুন।"  
মহাযশা অত্রি, রাম-বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া বলি-

লেন;—“তুমি সকলের পথ-প্রদর্শক; তোমার আবার পথ-প্রদর্শক হইবে কে? তথাপি তুমি এখন লোক-ব্যতীত হইয়া তোমার পথ দেখাইব।” শিষ্যগণকে পথ-প্রদর্শনে আদেশ করিয়া কিছুদূর অত্রি স্বয়ং তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর, রাম, প্রীতি-ভরে অনুগমন করিতে নিবেশ করিলে অত্রি, স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাপন করিলেন। কমল-গোচর রাম, তথা হইতে একক্রেমাশ্রমে গমন করিয়া মহতী নদী—দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া অত্রি-শিষ্যদিগকে বলিলেন;—“নদীসত্তরণে কোন উপায় আছে কিনা।” তাহারা বলিল;—“হে রব-নন্দন! হৃদয় নৌকা আছে, আমরা তোমাদিগকে ক্রমশঃ এই নদী পার করাইব। অনন্তর, মুনিভ্রমার-গণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদী পার করিয়া দিল। পরে রামের নিকট সানন্দে বিদায় পাইয়া তাহারা সকলেই অত্রির আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল। অনন্তর রাম-লক্ষ্মণ ঝিল্লীগণের বন্ধারবে নিনাদিত, বিবিধ যুগলে আকৌশল, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি স্থাপন জন্ত দ্বারা ভীষণ, বিকটাকার-রাক্ষসগণের সীলাভূমি, বোরতর লোমহর্ষণ অরণ্য-মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সেই বোরবনে প্রবেশ করিয়া রাম, লক্ষ্মণকে বলিলেন, “ইহার পর যত সহকারে আমার সহিত গমন করিতে হইবে। শরাসন গুণযুক্ত করিয়া শরনিকর করতলে ধারণ করত আমি অগ্রে গমন করি, পশ্চাৎ শরাসন হস্তে তুমি আমার অনুগমন কর। মায়া যেমন আত্মা এবং পরমাশ্রম মধ্যবর্তী, সেইরূপ সীতা আমাদের উভয়ের মধ্যবর্তিনী হইয়া গমন করুন। চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চার কর। এখানে অতিশয় রাক্ষস-ভয় বুঝিতে পারিতেছি। এবং হে শক্রগমন! দণ্ডকারণ্যে যে রাক্ষসভয় আছে, তাহা আমি পূর্বেও শুনিয়াছি”; এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা সার্বভোজন পথ গমন করিলেন। তথায় কঙ্কণ, কুমুদ, পদ্ম-কঙ্কণ এবং কমলবনে শোভিত সীতাজলে পরিপূর্ণ এক পুষ্করিনী আছে, দেখিতে পাইলেন। তাহার নিকটবর্তী হইয়া তাহার নির্মল সলিল পান করিলেন। অনন্তর জলের নিকট তাঁর-ভ্রমর ছায়া-তলে ক্রমকাল উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত বিকটাকার এক রাক্ষস আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। তাহার বদন—ভীষণ লশনরাজ-শরিরপূর্ণ; সে নিজ গর্জনে সমস্ত শ্রীশিষ্যগকে ভীত করিতেছিল; তাহার বামমুখ-

স্থাপিত শূলে বহুতর মানুষ প্রথিত ছিল; এবং সে অরণ্যচর হস্তী ব্যাঘ্র এবং মহিষ সকলকে ভক্ষণ করিতেছিল। তখন রাম জ্যারো-পিত শরাসন ধারণপূর্বক লক্ষ্মণকে বলিলেন, “ঐ দেখ তাই! ভীষণগণের ভরাবহ মহাকায় রাক্ষস আমাদের সন্মুখীন হইতেছে। উপস্থিত হইল আর কি? তুমি শরাসন সজ্জিত করিয়া অবস্থান কর। জনকনন্দিনি! ভয় পাইওনা।” রামচন্দ্র এই বলিয়া শর গ্রহণপূর্বক অচলের স্তায় অবস্থিত হইলেন। তখন সেই রাক্ষস,—সীতাপতি, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে অবলোকন করিয়া অটু হস্ত করিল; এবং ভয়ঙ্করভাবে এই কথা বলিতে লাগিল;—“কে তোমরা দুইজন হৃদয়দ্বন্দ্বিত বালক? দেখিতেছি, শর-ভূমির ও জটাবল্ল ধারণ করিয়াছ; এবং মুনিবেশে সজ্জিত; অথচ সঙ্গে রমণীও রহিয়াছে। আহা! তোমরা কি সুন্দর! আমার মুখ-প্রতিষ্ঠা গ্রামের সন্মুখ! তোমরা কি জন্ত এই হিংস্রসমূহল ঘোর বনে আসিয়াছ? রামচন্দ্র রাক্ষসের কথা শুনিয়া ঈর্ষ্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন;—“আমি রাম; ইনি আমার প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণ; আর, ইনি আমার প্রাণ-প্রিয়া সীতা। আমরা পিতৃবচনের সম্মান রক্ষা করত ভবানুশ হুস্তগণের দণ্ড দিবার জন্ত বনে আসিয়াছি।” রামের এই কথা শুনিয়া বিরাধ অটুহাস্য করিল এবং মুখ ব্যাদানপূর্বক হস্তদ্বয়ে শূল ধারণ করিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিতে লাগিল;—“রাম! তুমি আমাকে জান না;—আমি লোকপ্রসিদ্ধ বিরাধ! আমার ভয়ে মুনিগণ অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া এস্থান হইতে স্থানান্তর গমন করিয়াছে। যদি বাচিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিরস্ত্রভাবে তোমরা দুজনে পলা-য়ন কর; নতুবা আমি শীঘ্র তোমাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিব।” এই বলিয়া রাক্ষস সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্ত তাঁহাদিগের সন্মুখে ধাবমান হইল। রাম যেন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে বাণদ্বারা তদীয় বাহু যুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিরাধ কোপাধিষ্ঠিত্তে বিকটবদন ব্যাদানপূর্বক রামের প্রতি ধাবমান হইল। তৎবহাতেই রাম সেই বিরাধের পদযুগল ছেদন করিলেন। সেই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যের স্তায় বোধ হইয়াছিল। পরে, বিরাধ, মুখদ্বারা গ্রাস করিবার জন্য, সর্পের স্তায় রামের দিকে আসিতে লাগিল। তখন রাম অর্জুনোকার বাণদ্বারা এই রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তক ছেদন করিলেন। সেই ছিন্নমস্তক অবিরল-

শোণিত-ধারার সহিত ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর, সীতা রঘুবরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবলোকে হুরগণ বাদিত হুলুড়ি সকল শব্দিত হইল। অপরাধণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। গজরাজ ও কিম্বরগণ গান করিতে লাগিল। গগনমণ্ডলে দ্বিতীয় রবির স্তায় বিরাজমান, নির্মূল বসন ও তপ্ত সুবর্ণের চাক্র অলঙ্কারে সজ্জিত, বিরাধ-শরীর-মিঃখত, অতি সুন্দরাকৃতি এক পুরুষ তাঁহাদিগের সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হইল। সেই পুরুষ প্রসন্ন-চিত্তে প্রণত-জনের ব্যাধা-মোচন, সংসার-প্রবাবের শান্তিদাতা, দয়ালু রামকে বহুবীর প্রণাম করিয়া সেই শরণাগতপদের নিখিল ক্লেমহর রামচন্দ্রকে পুনরায় প্রণাম করিল। সেই বিরাধ-শরীর নিঃশব্দ পুরুষ বলিল, “হে কমল-দল-বিশাল-লোচন শ্রীরাম! আমি বিমল প্রকাশ বিদ্যাদেব। আমি পূর্বকালে মুক্তিমান অকারণ-ক্রোধ দুর্কাসা ঋষির নিকট অভিসম্পাত প্রাপ্ত হই। আজ আপনি তাহা হইতে আমাকে মোচন করিলেন। ইহার পর সংসার-শাস্তির জন্ম আপনার শ্রীচরণকমল সর্বদা যেন আমার মরণ-পথে থাকে। আমার কথা কেবল যেন আপনার নাম সংকীর্ণন করে; আমার কর্ণধূল যেন আপনার অমৃত-কথা শ্রবণ করে, করধূল যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের অচ্চ-নাতেই নিযুক্ত থাকে, মস্তক যেন আপনার পদধূলগলে প্রণাম করিতে নিরত থাকে; এবং আমার সকল অবয়বই যেন নিরন্তর ভবদীয় সেবাতেই তৎপর থাকে। তুমি বিগুণ জ্ঞানমুক্তি ভগবান; তুমি রাম, আন্তারাম, সীতারাম, বিধাতা; রাম তোমাকে নমস্কার। -রাম হে! আমি শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তোমার নিকট অহুমতি পাইলে আমি দেবলোকে গমন করি। তোমার মায়ী যেন আমাকে আর আবরণ না করে। মহামতি রঘুনন্দন তৎকর্তৃক এইরূপে নিবেদিত হইয়া প্ৰীতিপূর্বক সেই বিরাধকে তখন বরদান করিলেন;—হে বিদ্যা-ধর! যাও, আমার দর্শনমাত্রেরই তুমি নিখিল-দোষ-রূপ আমার তপসুকল জয় করিয়াছ। তুমি প্রধান জ্ঞানবান হইয়া মুক্তিলাভ করিকে। জগতে আমার প্রতি ভক্তি বড়ই-সুন্দর। যদি কোনরূপে ভক্তি জন্ম, তাহা হইলে তাহা মুক্তিদান করিবেই। ~~কিন্তু~~ তুমি এখন ভক্তি-সম্পন্ন হইয়াছ, তখন আমার অহুমতিক্রমে মোক্ষ-লাভ কর। যে মহাব্য এই রামকৃত খোরতর রাক্ষস-বধ; বিরোধের শাপ-মোচন এইরূপ বরদান এবং

বিরোধের পুনর্কার বিদ্যাদেব-প্রাপ্তি পাঠ করে, সে নিখিল অতীত প্রাপ্ত হইয়া অস্তে রাম-সায়ন্তা লাভ করে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিরোধ স্বর্গে গমন করিলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত নিখিল সুখাবহ শরভঙ্গ-ঋষির তপোবনে গমন করিলেন। অনন্তর হুগুিক শরভঙ্গ, সৌমিত্রি ও সীতার সহিত রামকে আগত দেবীরা সমগ্ৰমে গাত্ৰোখান করিলেন। শরভঙ্গ তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে অর্চনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসনে বসাইলেন; এবং কমল-মূল-মল প্রভৃতি দ্বারা আতিথা করিলেন। অনন্তর শরভঙ্গ ভক্তপরাগণ রামকে প্ৰীতি সহকারে বলিলেন, আমি তপস্তায় কৃত-সম্বল হইয়া রাম হে! তোমার সম্পূর্ণনাভিলাষে বহুকাল এই ধানেই আছি। তুমি পরমেশ্বর। আমার তপস্তা-সম্বিত যে বহুতর পুণ্য আছে, আমি তৎসমস্ত আজ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। অনন্তর মুক্তিলাভ করিব। যোগী শরভঙ্গ বৈরাগ্যসুক্ত হইয়া উত্তম ধর্মের মহাঞ্চল শ্রীরামচন্দ্রে সমর্পণ পূর্বক সীতা-সহচর অশ্রমেয় রামকে প্রণাম করিয়া তৎসম্পাত চিত্তারোহণ করিলেন। তখন শরভঙ্গ সর্বাত্তর্ধামী দুর্দ্যাল-শ্রাম, চীরবসনধারী, সুন্দর-জটাকলাপ-সুক্ত কমল-লোচন রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ধ্যান করিতে লাগিলেন; এবং বলিতে লাগিলেন, অহো! এই জগতে রঘুনীথ ভিন্ন, মরণ মাত্রে কামধেনুর স্তায় সকল মনোরথ পুরক দয়ালু আর কে আছে? আমি নিতাই একাগ্রচিত্তে ইহাঁকে মরণ করিয়াছি। আমার সেই মরণ জানিতে পারিয়া আপনি হইতেই রামচন্দ্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এখন দেবেশ্বর দাশরথি রাম দেখুন, আমি নিজ শরীর দাহ করিয়া নির্মূল-ভাবে ব্রহ্ম লোক গমন করি। বাহার বাম ক্রোড়ে, জলধর-ক্রোড়ে চপলায় স্তায়, সীতা অবস্থিত, সেই অযোধ্যাধিপতি রাবণ আমার জগয়ে সর্বদা বাস করুন। এইরূপে শরভঙ্গ রামকে অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া এবং সম্মুখে অবস্থিত তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তৎসম্পাত অগ্নি প্রজ্জ্বালন-পূর্বক পঞ্চভূতময় দেহ দাহ করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তিনি দিব্যদেহ ধারণ-পূর্বক সাল্লাৎ লোকনাথ ধামে গমন করিলেন। অনন্তর



দণ্ডকারণ্য-বাসী সকল মুনি রামকে দেখিবার জন্ম শরভঙ্ক ঋষির আশ্রমে আগমন করিলেন। মায়্যা-মাহুষ্করপী সীতা-রাম-লক্ষণ সেই মুনিসমূহকে অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে প্রণাম করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে সর্বাঙ্গধারী রামকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া সেই ধনুর্কাণধারী হরিকে কৃতাজ্জলিপুটে বলিলেন;—  
 আপনি ভুভার-হরণের জন্ম ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। আমরা অবগত আছি, আপনি সাক্ষ্য নারায়ণ, জানকী লক্ষ্মী, লক্ষণ অনন্তর অংশ, ভরত ও শক্রয় শম্ভু এবং চক্র; অতএব প্রথমেই ঋষিগণের দুঃখমোচন করা আপনার উচিত। হে রত্নবর! আহুন,ক্রমে ক্রমে মুনিগণ-সেবিত সকল অরণ্য অবলোকন করিবার জন্ম হুমিত্রাতনয় এবং জনকনন্দিনীর সহিত গমন করি। তাহা হইলে আমাঙ্গিণের প্রতি প্রণাঢ় করুণা প্রকাশ হইবে। মুনিগণ কৃতাজ্জলিপুটে বিজু শ্রীরামের নিকটে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাদিগের সহিত, মুনি-সেবিত বনস্থল দেখিবার জন্ম গমন করিলেন। শ্রীরাম তথায় সকল স্থানে অস্থি-মাত্রাব-শিষ্ট বহুতর মস্তক নিপতিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি এই কথা বলিলেন; এই সকল অস্থি কাহাদিগের? এবং কেই বা এখানে নিপতিত রহিয়াছে; মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে রাম! এই সকল অস্থি রাক্ষস-ভক্ষিত ঋষিগণের মস্তক; হে ঈশ্বর! রাক্ষসগণ, অসমাহিত ঋষিগণের অপবিত্রতা অনুসন্ধান করত বিচরণ করে। রাম, মুনিগণের সেই ভীত ও কাতরত্যাগজ্ঞক বাক্য শুনিয়া নিখিল রাক্ষস বধের জন্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন। তথায় বনবাসী মুনিগণ সর্স্বপা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। রত্নবন রাম, জানকী ও লক্ষণ সমভিভাষ্যারে কতিপয় বৎসর তথায় বাস করিলেন। প্রভু, এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঋষিগণের আশ্রয় সকল পরিদর্শন করত হুতীক ঋষির সুপ্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন; ঐ ঋষিসমূহ আশ্রম সকল-ঋতু-গুণ-সম্পন্ন বলিয়া সকল কালেই হৃৎকর ছিল। অগস্ত্য-শিষ্য রাম-মন্ত্রোপাসক হুতীক, রাম আগত হইয়াছেন শুনিয়া সঙ্কর তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবেশে বার বার দেখিতে উৎসুক হইয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন; অনন্তর, কহিলেন;—হে পরম হৃৎকর-সীতাপতি-রাম! হে অনন্তগুণ! হে অপ্রমেয়! ব্রহ্মা ও মহেশ্বর তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন এবং তোমার

চরণস্থগল, সংসারমাগর পারের বিপুল তরপি; আমি তোমার মন্ত্রজপনিরত এবং চির দিন তোমার দাসাত্বদাস; তুমি সর্স্ব-লোকের অগোচর হইলেও তোমার মায়্যাবশেষে আমাকে গৃহ-গৃহিণী-ডনয়-সদ-রূপ অঙ্করূপে নিময় এবং মলময় পচাপলা এই শরীরের প্রতি মোহপাশে বিভ্রুতচিত্ত অবলোকন করিয়া আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। তুমি সর্স্বভূতের অন্ত-ধারী; বাহারা তোমার মন্ত্রজপে বিষু, তুমি তাহা-দিগের প্রতি মায়্যা বিস্তার কর; আর বাহারা তোমার মন্ত্র সাধনে তৎপর, মায়্যা তাহাদিগকে পরি-ত্যাগ করে; অতএব তুমি রাজার স্তায় সেবানুরূপ ফল দান করিয়া থাক। একমাত্র তুমিই জগতের স্রষ্টা স্থিতি সংহারের হেতু; হে ঈশ্বর! যেমন, নানাজল পাত্রে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য অনেক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, মুদ্রব্যক্তিগণের নিকট ত্রিগুণ-ময়ী মায়্যা-যোগে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এইরূপ বিবিধ আকারে প্রতীয়মান হও। হে রাম! তুমি তমঃপারে অবস্থিত; তোমার চরণাবলিঙ্গ দর্শন করিতেছি, অতএব তুমি অসদ্ব্যক্তির দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেও তমঃ জপদ্বারা বাহাদিগের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্স্বদা প্রসন্ন আছ। হে পরমাত্মন! আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, তুমি রূপাদিরহিত, কিন্তু অদ্য তোমার ধনুর্কাণধারী অভিনাম্বরশোভিত সহস্র বদন এবং কোটিকন্দর্প-কমনীয়-রূপ-সম্পন্ন নীলোৎ-পলমলপ্রভ এবং অনন্ত-শক্তি দয়াজ মুক্তি লক্ষণ-সেবিত পাদপদ্মস্থগল এবং সঙ্গ সীতাদেবীকে অব-লোকন করিতেছি, অতএব আমার ভাগ্যলভ রাম-শরীরকে বার বার প্রণাম করি। হে পরমাত্মন! অগ্রে যোগিরা তোমাকে বাসুনোত্তীত শুদ্ধ চৈতন্যরূপ এবং দেশকালবিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বোধ করিয়া তাহাতেই প্রীতিলাভ করুন, কিন্তু আমার তাহাতে প্রীতি নাই—কেবল দৃশ্যমান তোমার এই রামরূপ আমার হৃদয়ে সর্স্বপা বিরাজিত হউক। প্রভু হে! আমি এতদন্ত আপনায় নিকট কিছুই আকাঙ্ক্ষা করি না।” মহাবি এই প্রকার স্তব করিলে শ্রীরাম-চন্দ্র ঈষৎ হান্তপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুন! মহুপা-সনা দ্বারা তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে জানিয়া আমি তোমার দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছি, আমার প্রতি ভক্তি বিনা জগতে অজ্ঞ সাধন নাই, বাহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্ত্রোপাসনা করে এক আমারই শরণার্থক

হইয়া অল্প মুক্তি উপাসনা না করে—আমি সতত তাহাদিগের নয়নগোচর থাকি, যে ব্যক্তি আমার প্ৰীতিজনক তোমার কৃতস্তব সৰ্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমাতে স্থায়ীভক্তি এবং নিৰ্ম্মল জ্ঞানলাভ হইবে। হে মুনে! তুমি আমার উপাসনা দ্বারা সৰ্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়াছ, দেহান্তে নিশ্চয় আমার সানুজ্ঞা লাভ করিবে, যাহা হউক তোমার গুরু মুনিশ্ৰেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে আমার মন ব্যগ্র হইয়াছে। সুতীক্ষ্ণ “যে আঙ্গ” বলিয়া কহিলেন—“রাধব! আগামী দিবসে আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন, আমি বহুদিন গুরু দর্শন করি নাই, অতএব আমিও আপনার অনুগমন করিব।” অনন্তর পরদিন প্রভাতকালে অগস্ত্য-দর্শনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও সুতীক্ষ্ণ সমভিব্যাহারে অগস্ত্যাত্মশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

### তৃতীয় অধ্যায়

অনন্তর, রাম,—সুতীক্ষ্ণ, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত মধ্যাহ্নকালে অগস্ত্যসূক্তের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তৎকর্তৃক সম্পূজিত হইয়া তৎপ্রদত্ত ফল মূল্যাদি ভোজনপূর্বক সে দিন তথায় অবস্থিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহারা অগস্ত্য-তপোবনে গমন করিলেন। নন্দনবনোপম ঐ তপোবন, সকল ঋতুর ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ, নানাবিধ মৃগগণে আকীর্ণ, বিবিধ বিহঙ্গকুলের কলকুঞ্জে প্রতিক্ষণিত। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষিগণের সেবিত, মুনি-নিকেতন সকল দ্বারা সৰ্ব্বত্র অলঙ্কৃত এবং দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক সন্মূর্ণ। রাম সুতীক্ষ্ণকে বলিলেন,—“লক্ষ্মণ এবং আমার আগমন-সংবাদ অগস্ত্য সমীপে নিবেদন করুন।” সুতীক্ষ্ণমুনি “মহা অমুগ্রহ” বলিয়া অগস্ত্যাত্মে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরে অবলোকন করিলেন যে, আসনোপবিষ্ট মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিযত হইয়া শিষ্যগণকে শ্রীরাম-মন্ত্র-ব্যাখ্যা উপদেশ করিতেছেন। অনন্তর সুতীক্ষ্ণমুনি গুরু-সন্নিধানে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতানন্তর বিনয় বচনে কহিলেন—হে ব্রহ্মসু! দ্বাদশর্ষি রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কৃত্যঞ্জলি হইয়া আপ-নার দর্শনার্থ বহির্দেশে দণ্ডায়মান আছেন।

অগস্ত্য কহিলেন,—তোমার মঙ্গল হউক—দ্বাদশর্ষি দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া এখানে বাস করিতেছি; এক্ষণে আমার ছন্দয়াধিষ্ঠিত সেই শ্রীরামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর, এই বলিয়া অগস্ত্য ব্যগ্রতাবশতঃ স্বয়ং ঋষিগণের সহিত শ্রীরাম সমীপে পরম ভক্তিসহকারে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর শ্রীরামকে কহিলেন, হে রাম! আইস; অন্য আমি বহুভাগে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চিন্মতিভাবিত অতিথি-সংকার করিয়া দিন সফল করিব। শ্রীরাম অগস্ত্য ঋষিকে সমাগত দেখিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সান্তোকে ভূতলে পতিত হইলেন, মুনিরাজ অগস্ত্য শ্রীরামকে সত্তর ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার অঙ্গস্পর্শ-জনিত-আনন্দাঙ্গস্পর্শ-নয়নে বারংবার দৃষ্টিপাত করত নিজ করে শ্রীরামের কর গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি শ্রীরামকে আসনোপবেশ করাইয়া বহু বিস্তৃত পূজানন্তর যথাচিত্ত ভাবে বহুবিধ বস্ত্র ফলমূল্যাদি ভোজন করাইলেন এবং সীতা-লক্ষ্মণকেও সেইরূপ যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া শ্রীরামকে নিজ নস্থানে আনয়নপূর্বক আসন প্রদান করিলেন। পূর্ণচন্দ্রে সন্মূর্ণ শ্রীরাম আসনোপবেশন করিলে অগস্ত্যমুনি কৃত্যঞ্জলিপটে তাঁহাকে কহিলেন;—পূর্বের যখন ব্রহ্মা ভূভারহরণ ও রাবণ-বধের জ্ঞান স্মরণ-ভীরে আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তৎকালাবধি আমি তোমার দর্শনাকাজ্ঞী হইয়া অনন্তচিত্তে তপস্তা করত এই অরণ্যমধ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছি। হে পরমাত্মন! বষ্টির পূর্বকালে তোমাতে মায়ারূপ উপাধির সম্বন্ধ না থাকায় এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে তুমিই ঋণাতীত একমাত্র পদার্থ ছিলে, অল্প পদার্থ কিছুই ছিল না। যখন বষ্টি-কালে তোমার শক্তিরূপ মায়্যা তোমাকে আবরণ করে, বেদান্তিকেরা “ঐ শক্তিকে তখন তোমার অব্যাকৃত” বলিয়া নির্দেশ করে। কেহ কেহ তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলে, কোন কোন পণ্ডিতেরা অবিদ্যা, সংসার ও বন্ধন এইরূপ বিবিধনামে তাঁহাকে নির্দেশ করেন, প্রকৃতি-সত্ত্বত মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়—ঐ অহঙ্কার মাণ্ডিক, রাজস ও তামস—এই তিন প্রকার বলিয়া কথিত হয়, তামস অহঙ্কার হইতে লক্ষ স্পর্শরূপ রস পঞ্চ, এই পাঁচটা স্কন্ধতমাত্র উৎপন্ন হয়,

স্বন্দতমাত্র হইতে স্নান পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়—রাক্ষস অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের ও মনের উৎপত্তি; স্বাক্ষ তমত্রাদিরূপ অহঙ্কারের কার্য হইতে স্বাক্ষ সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভরূপ লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়। তাহার নামান্তর সূত্র, সেই সূত্র হইতে স্নান সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হয়—বিরাট পুরুষ হইতে স্বাবর জন্ম সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে দেবতা ত্রির্ভাগ্যবানি ও মনুষ্যরূপ জন্ম পদার্থ কালসহকৃত অমৃতের বশবর্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। হে জগদীশ্বর, এই জগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তুমি কখন রজোগুরূপ উপাধিবোধে প্রজ্ঞা হইয়া জগতের নিরূপণ করিতেছ, কখন সন্ত গুণ যোগে বিমুরূপে, জগতের পালক বলিয়া পশুতগণ কর্তৃক কথিত হইতেছ। প্রলয় কালে তমোগুণময় রূদ্ররূপী হইয়া সমস্ত জগতের সংহার করিতেছ। যৎকালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাবলম্বিনী হয়; তৎকালে তাহাদিগের জাগ্রদবস্থা, রজোগুণাবলম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণাবলম্বিনী হইলে তাহাদের সুশ্চপ্তাবস্থা হইয়া থাকে। হে রাম! তুমি সাক্ষিগুরূপ হইয়া তাহাদিগের ঐ সকল অবস্থা অবলোকন করিতেছ, তোমার কোন কালে অবস্থান্তর হয় না; যেহেতু তুমি নিত্য চৈতন্যরূপ। হে রঘুদমন! যৎকালে তোমার জগৎ সৃষ্টিরূপ লীলা করিতে অভিলাষ হয়, তৎকালে মায়ী তোমাকে অবলম্বন করে; হে পরমাত্মন! তুমি নিগুণ, কিন্তু মায়ী সংসৃষ্ট হইলে সগুণের জ্ঞান তোমার প্রকাশ হয়। হে রাম! তোমার মায়ী দ্বিবিধ, একের নাম অবিদ্যা—অপরের নাম বিদ্যা। অবিদ্যা-বশবর্তী লোকেরা প্রযুক্তিমার্গে রত হয়, সূত্রাং তাহাদের মুক্তি হয় না—ক্রমশঃ সংসার-বন্ধন হয়, বিদ্যা-বশবর্তী লোকেরা নিরুক্তিমার্গে রত হইয়া তোমাতে চূড় ভক্তি লাভ করে; সূত্রাং তাহাদের মোক্ষ হয়, বাহারা ভক্তিসহকারে তোমার মন্ত্রোপাসনা করে, তাহারাষ্ট বিদ্যা-বশবর্তী হইয়া থাকে। অতএব তোমার মন্ত্রোপাসক ভক্তদিগের নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে; তোমার প্রতি ভক্তিশুভ ব্যক্তিদিগের স্বর্গেও মুক্তিলাভ হয় না। হে রাম! বাহারা বিশেষ সঙ্গ্রহে সমচিন্ত, নিশ্চয়, তপস্ক্রম-সহিত, শাস্তিগুণাবলম্বী এবং তোমার ভক্ত—হর্ষ বা বিষাদ সঙ্করে হস্ত বা বিক্রম মধ্যে সর্বদা নির্জনস্থানে কামনারহিত হইয়া ব্রহ্মচিন্তা করে এবং সংযম প্রভৃতি নানা গুণযুক্ত, তাহারাষ্ট এই

জগতে সাধু, সাধুসঙ্গই যোকের মূল, যেহেতু সংসঙ্গ হইলে তত্ত্বকথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ়ভক্তি, ভক্তি হইলেই প্রচুর বিজ্ঞান—বিজ্ঞান হইলে অবশ্যই মুক্তিলাভ হয়, পশুতোরা এই প্রধান মুক্তিমার্গ সেবা করিয়া থাকেন। হে রাঘব! হে হরি! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমাতে আমার প্রেমরূপ ভক্তি ও সাধু-সঙ্গ হউক। অদ্য তোমার দর্শনে আমার জন্ম ও বাগ বজ্রাদি সফল হইল; দীর্ঘকাল অনশ্রমমে যে সকল তপোমুষ্ঠান করিয়াছি, আজ তোমার পূজা, সেই সকল তপস্তার ফল;—বিবেচনা করিতেছি। বাহা হউক রাম! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি সৌভাগ্যবীর সহিত আমার জন্মে সর্বদা বাস কর এবং আমি গমন ও উপবেশনকালে তোমাকে জন্মে স্মরণ করিতে পারি।” অগস্ত্যমুনি এইরূপ স্তব করিয়া শ্রীরামকে রামের জন্ম মহেশ্বকর্তৃক পূর্বকালে স্থাপিত শরাসন অক্ষয় তৃণীর বাগ ও রত্নখচিত খণ্ডা প্রদান করিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি কহিলেন, “রাম! তুমি ভূভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, এক্ষণে পৃথিবীর ভারভূত রাক্ষসবংশ সমূলে উচ্ছিন্ন কর, এস্থান হইতে দুইযোজন-পক্ষ অতিক্রম করিয়া পৌতমী নদীতটে পঞ্চবটী নামক স্থান দেখিতে পাইবে; সেইস্থানেই চতুর্দশ বর্ষের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করত দেবজদিগের বহুতর কার্য সাধন কর। প্রভু সর্বস্ব হরি, অগস্ত্যের বাক্য ও তৎকৃত প্রকৃতার্থ পূর্ণস্তব শ্রবণে সানন্দে মুনিকে সন্তুষ্টপূর্বক তৎপ্রার্থিত পথে গমন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

### চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর-রাম, পথে বাইতে বাইতে গিরি-শিখরের স্তার অবহিত বৃদ্ধ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন দেখিয়াই “কি এ!” ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং লক্ষ্মণকে বলিলেন, “সৌমিত্রে! সম্মুখে এই একটা রাক্ষস রহিয়াছে; যথু আসন্ন কর; এই কথিতোজ্ঞকে নিহত করিবা।” সেই রাক্ষসকে শ্রবণ করিয়া পৃথ রাজ, তরে কাতর ভিত্তে বলিল;—“রাম হে! আমি তোমার বধ্য নহি; আমি তোমার শিবার স্ত্রীর সখা, আমার নাম জটায়ু। তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার শ্রিয়কারী গৃহ। তোমারাই হিত-কামনার পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছি,

দেখ, কোন কোন দিন তুমি ও লক্ষ্মণ যুগরায় গমন করিলে আমি জনকনন্দিনী জানকীকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব।" রামচন্দ্র গৃধের এই কথা শুনিয়া সন্দেহে কহিলেন;—“হে গৃধরাজ! তুমি সাধু, তবে এই বনের অনতিদূরে থাকিয়া আমার শ্রিয় কার্য উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্বক লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে পক্ষবটী গমন করিলেন। তাঁহারা গোদাবরী তীরে আগমন করিলে রাম হুবুজি লক্ষ্মণ কর্তৃক পক্ষবটী বনে প্রশস্ত বাস গৃহ নির্মাণ করাইলেন। তাঁহারা সেই কন্দ-পনম-আম্র-প্রভৃতি তরুনিকরে পরিবৃদ্ধি লোকোপদ্রব ও রোগবর্জিত গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম জনক-নন্দিনীকে আনন্দিত করতঃ সর্ব-শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মণের সহিত দেব-লোকে ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, শ্রীরামের সেবার জন্ত প্রতিদিন কন্দ-মূল ও ফলাদি আহরণ করিয়া প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ধনুর্কাপ ধারণ করত নিত্য নিত্য রাতি জাগরণ করিতেন। তাঁহারা তিন জনে গোদাবরীর নির্গল জলে অব-গাহন পূর্বক স্নান করিতেন এবং সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্তিনী হইয়া গমনাগমন করিতেন। লক্ষ্মণ প্রীতাশুঃকরণে গোতমী নদী হইতে জলানয়ন করিয়া শ্রীরাম ও সীতার সর্ষদা সেবা করিতেন।

একদিন পরমেশ্বর রাম নির্জনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই বস্তু নাই, অতএব আমি আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ জ্ঞাপন করিতে বাসনা করিতেছি—হে কন্দ-লোচন! তাহা সংক্ষেপে বলুন। হে রঘুকুল-শ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্জিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নিদিধ্যাসনজনিত আত্ম সাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন।”

শ্রীরাম কহিলেন—“হে ঋষ! যাহা অবগত হইলে লোকমাত্রেই অলীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি হইতে সত্য মুক্তি লাভ করে, তাহার নিগূঢ় বিষয় বর্ণনা করিব জ্ঞাপন কর। অগ্রে মায়-স্বরূপ কহিব,—তাহার পর জ্ঞানের সাধন,—তদনন্তর বিজ্ঞানসংস্কৃত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব,—পরি-শেষে জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব,—ঐ সমস্ত অবগত হইলে সংসারজ্বরের লেশমাত্র থাকে

না। শরীর-প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ অনাস্থ্য নহে; কিন্তু ঐ সকল বস্তুতে আত্মা বুদ্ধির নাম মায়্য এবং উহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে কুল-মন্দন! ঐ মায়্যার চূই রূপ নির্দিষ্ট আছে—বিক্ষেপ-শক্তি ও আবেগ শক্তি; ইহার মধ্যে প্রথমটী মহন্তদ্বাদি ব্রহ্মা পর্যন্ত মূল ও মূল্য ভেদে বিধকে প্রকাশ করে এবং অপরটি সকল জ্ঞান আবেগ করিয়া অবস্থিতি করে। হে লক্ষ্মণ! চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ-শক্তি-কল্পিত জগৎকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। রজ্জুতে যেমন জুজ্জ্ব ড্রম হয়, সেইরূপ অবিষ্ঠান বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা যাহা কিছু জ্ঞাপন করে—দর্শন করে, অথবা ম্মরণ করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্টবস্তুর ভ্রাম্য মিথ্যা। এই দেহ সংসার-বনস্পতির দৃঢ় মূল স্বরূপ এবং তাহাই পুস্ত্র দার-দির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আত্মার কিছুই নাই; অর্থাৎ পুস্ত্রাদির উৎপত্তি হয় না। আর পঞ্চতন্ত্রাদি দেহ—পঞ্চ মূল ভূত পঞ্চ তন্ত্রে, অহঙ্কার বুদ্ধি দয়া ইন্দ্রিয় মন ও মূল-প্রকৃতি-সৃষ্টি; ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে এবং ইহা দেহ নামে কথিত, ঐ দেহেতে মনুষ্যেরা অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে বিভিন্ন, জীবই নিরাময় পরমাত্মা; আমি সেই জীবের বিজ্ঞান সাধন কিঙ্কি বলিতেছি জ্ঞাপন কর। মুমুকু ব্যক্তির জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না এবং অতিমান, দম্ব, হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। পরকৃত নিন্দা সহন, কার্যমনোবাক্যে ভক্তি সহকারে সদৃশ সেরন ও সর্ষপ্রাণির সহিত সরল ব্যবহার করিবে এবং বাহু ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হত্যাধিয়ার প্রহার করিবে না এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে, শ্বেহশূন্য হইয়া স্ত্রী পুস্ত্র ধনাদির আনন্ড পরিত্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধে চিন্তকে সমভাবে রাখিয়া আমাতে অনজগৎ চিন্ত অর্পণ করিবে। এবং জনসম্বন্ধ-রহিত বিস্কৃত স্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জনসমূহের সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনবরত আশ্ব-তন্দ্ৰ-জ্ঞানে উৎবেগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে। কথিত কার্য দ্বারা জ্ঞানেচ্ছ ব্যক্তিদেহের জ্ঞান লাভ হয়, বৈশ্বরীভ্যাকরণে বিপ-রীত ফল লাভ হয়। আত্মা—বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, ও অহঙ্কার হইতে অতিরিক্ত চিদান্ধস্বরূপ

এবং নিত্য ও শুদ্ধ এইরূপ নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানের নাম জ্ঞান—পরমাশ্রী-সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান, ঐ বিজ্ঞান দ্বারা সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অব্যয় নিরুপাধ সর্লদা সমানাবস্থাপন্ন প্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, স্তুতরাং স্বয়ং প্রকাশবিশিষ্ট সন্দরহিত অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞান স্বরূপ এবং স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাশ্রীকে জানিতে পারা যায়। যখন মহুঘেরা আচার্য্য-শাস্ত্রোপদেশানুসারে জীবাস্মা পরমাশ্রী এই দুইয়ের অভেদ জ্ঞান করে, তখন তাহাদিগের মূল অবিদ্যা, মূল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ মূল পদার্থের সহিত পরমাশ্রীতে লীন হয়, ঐ অবিদ্যালয়ানবস্থাকে মোক্ষাবস্থা বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন। হে রত্নন্দন! তোমাকে এই-রূপ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য মিশ্রিত মোক্ষপদার্থ কহিলাম। কিন্তু মন্তুক্তি-রহিত ভক্তদিগের এই মোক্ষ অতি দুর্লভ। যে রূপ চক্ষুয়ান ব্যক্তি রাত্ৰিকালে সম্পূর্ণ দেখিতে পায় না, কিন্তু দীপসংযোগ হইলে অনায়াসে দেখিতে পায়, তদ্রূপ মন্তুক্তি-যোগ থাকিলে আশ্রীকে মহুঘেরা অনায়াসে দেখিতে পায়, এই-ক্লেণে মহুঘেরা যে প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার কিছু যথার্থ উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর।

যাহারা নিরন্তর মন্তুক্তের সহিত সঙ্গ ও আমার ভক্তের সেবা, একাদিনীতে উপবাস এবং আমার পূর্বদিনে উৎসব করে এবং আমার কথা রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে অমুরক্ত এবং আমার নাম-কীর্তন ও পূজাদি কার্য অমুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সকল সত্তত বোগীপুরুষদিগের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভক্তি জন্মিলে কোন বস্তুর অভাব থাকে না; যেহেতু ভক্তি হইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য অতিসত্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎপরে মুক্তিলাভ হয়। হে বৎস! তোমার প্রমাণসূত্রে এই সকল গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি আমার এই সকল উপদেশবাচ্যে মনোনিবেশ করিবে, সেই মুক্তিলাভ করিবে। তুমি আমার প্রতি অন্তত ব্যক্তদিগের নিকট আমার এই উপদেশ বহুপূর্বে গোপনীয় এবং আমার তত্তপুরুষদিগকে আশ্রয়ান করিয়াও এই লক্ষ্য বলিয়া গিবে। যে ব্যক্তি মংকৃত উপদেশ প্রচ্ছা-ভক্তিদ্বয়কারে প্রতিদিন পাঠ করে, সেই ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়।

যে সকল ব্যক্তি মংসেবনে অনন্তবুদ্ধি হইয়া মন্তুক্তি নিরুলাভ-করণ শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং মংসেবা-

পরায়ণ পরমজ্ঞানী যোগীদিগের সঙ্গ করে, আমি সর্লদা তাহাদিগের দর্শনপথে অবস্থিতি করি, এবং দুর্লভ মুক্তিপদার্থ তাহাদিগের করস্থিত জামিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

### পঞ্চম অধ্যায়।

তৎকালে জনস্থান বাসিনী, কামরূপিণী—মহাবল রাক্ষসী সেই মহাবন মধ্যে বিচরণ করিত। একদা সে পঞ্চবতী সমীপে গোতমী-নদী-তীরে বস্ত্রাঙ্কুশ সরোজ-লাঙ্ঘিত জগতীপতি শ্রীরামের পদচিহ্ন সকল দর্শন করিয়া কামান্ধ-চিত হইল; চরণ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে সেই পদ-চিহ্ন ক্রমে রামনিলায়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর রাক্ষসী সীতা-দেবীর সহিত একাসনোপবিষ্ট কন্দর্প সচুশ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া কামভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাহার পুল, তোমার নাম কি—কি কারণেইবা জটা-বক্সল ধারণ করিয়া আশ্রমে বাস করিতেছ? এখানে তোমার প্রয়োজনই বা কি? বল। আমি স্বর্ণধা-নান্নী কামরূপিণী রাক্ষসী; রাক্ষসাদিপতি মহাস্মা রাবণের ভগিনী, ধরনামক অপর ভ্রাতার সহিত এই অরণ্য-মধ্যে বাস করিয়া থাকি। রাজা আমাকে সমস্ত দিয়াছেন, আমি মুনিভোজিনী হইয়া আছি। এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে বদতা-স্বর! নিজ পরিচয় ব্যক্ত কর। শ্রীরাম কহিলেন;—“হে সুন্দরি! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র আমার নাম রাম—এই পরমা সুন্দরী জনক-নন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা এবং আমি অপেক্ষা অতি সুন্দর লক্ষণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তিনিও এ স্থানে আছেন;—হে ভুবনমোহিনি! আমি দ্বারা তোমার কি কার্য্য-সাধনে ইচ্ছা আছে, তাহা ব্যক্ত কর। কামার্ত্তী রাক্ষসী শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল,—“হে রাম! আগমন করিয়া আমার সহিত গিরিকাননমধ্যে রমণ কর—হে কমল-লোচন! আমি এক্ষণে অতি কামার্ত্তী হইয়াছি; অতএব তোমাকে কোনরূপে ত্যাগ করিতে পারি না। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া সহাস্র বদনে রাক্ষসীকে কহিলেন—হে সুন্দরি! আমার এই কল্যাণী ভার্য্যা বিদ্যমান আছে, ইহাকে কোনক্রমে ত্যাগ করা উচিত নহে, তুমি আমাকে পতিভাবে স্বীকার করিয়া যাবজীবন সাপণ্য-হৃদে কি জন্ম পীড়িতা হইবে? এক্ষণে তোমাকে সত্বপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর;—

“আমার ভ্রাতা পরম সুন্দর লক্ষণ বহির্দেশে আছেন, তিনিই তোমার অনুরূপ পতি হইবেন; তাহার সহিত এই বনমধ্যে বিচরণ কর।” রাক্ষসী শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর বহির্দেশে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিল;—“হে সুন্দর! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমত্যনুসারে আমার পতি হও, এক্ষণে আমরা উভয়ে মিলিত হই; বিলম্ব করিওনা।” লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;—“হে সাক্ষি! আমি শ্রীরামের দাস; তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তাহার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে?—হে ভদ্রে! তুমি রামের নিকট গমন কর, তিনি অশিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অতএব তদ্বারা তোমার মঙ্গল হইবে। রাক্ষসী লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণানন্তর শ্রীরামের নিকট আগমন করিয়া ক্রোধ সহকারে কহিল;—“হে রাম! তুমি অব্যবস্থিত চিন্তের দ্বারা কি জন্য মিথ্যাবাক্যদ্বারা আমাকে ভ্রমণ করাইতেছ? এক্ষণে তোমার অগ্রেই সীতাকে ভক্ষণ করিব।” অনন্তর রাক্ষসী বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া জানকীর প্রতি ধাবিত হইল। অমিত-পরাক্রম লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে রাক্ষসীকে গ্রহণ করিয়া শাপিত খড়্গদ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণযুগল ছেদন করিলেন। অনন্তর রুধির-সিক্ত শরীর রাক্ষসী ঘোরতর শব্দে ক্রন্দন ও কঠোর বাক্যোচ্চারণ করিতে করিতে খরের সম্মুখে পতিত হইল। অনন্তর খরতর-বাদী খর কহিল, “একি! কোন ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে? তুমি তাহার নাম ব্যক্ত কর; কাল-সদৃশ হইলেও ক্ষণকালমধ্যে তাহাকে বধ করিব। রাক্ষসী তাহাকে কহিল;—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস-ভীতি দূর করত সোণাবারী তাঁরে অবস্থান করিতেছে। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে। যদি তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক ও বর্ষার্থ বীর হও, তবে সেই শত্রুদ্বয়কে বিনাশ কর, আমি তাহাদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিব। আর যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া শমন-সদনে গমন করিব। খর, তৎপ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া বহির্গত হইল। অনন্তর সে রামের বিনাশ-বাসনায় চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্য প্রেরণ করিয়া দূষণ ও ত্রিশিবার সহিত নানা অন্তঃশয়ে সজ্জিত হইয়া দ্বয়ং রামের নিকট গমন করিল। সৈন্তগণের কোলাহল শ্রবণ

করিয়া রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন;—“এ ভীষণ কোলাহল শুনা যাইতেছে, নিশ্চয় রাক্ষসগণ আগমন করিতেছে। অথচ আমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিবে। হে মহাবল! তুমি সীতাকে লইয়া পর্বত-গুহার মধ্যে অবস্থান কর। আমি ঘোরদর্শন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তুমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিও না, আমার দিব্য।” লক্ষ্মণ রামবাক্য স্বীকার করিয়া সীতার সহিত পর্বত-গুহার গমন করিলেন। রামচন্দ্র কঠোর শরাসন, অক্ষয়-শর ও তৃণী-বৃগল ধারণ করিলেন, এবং বক্ষপারিকর হইয়া সাবধান ভাবে রহিলেন। অনন্তর রাক্ষসগণ আগমনপূর্বক রামের উপর বিবিধ অন্তঃশয় শিলা-ধণ্ড ও বৃক্ষ-সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ক্ষণমধ্যে সেই সকল অন্তঃশয় তিলতিল ছেদন করিলেন। রঘুবর প্রেহরাদিমধ্যে দূষণ, ত্রিশিরা ও সমস্ত রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন, অনন্তর, লক্ষ্মণ, গুহাবধী হইতে সীতাকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ও নিহত রাক্ষসগণকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। জনক-নন্দিনী প্রসন্ন-মুখে রামকে আলিঙ্গন করিয়া রামের শরীরের অন্তঃক্ষত-দেশে হস্ত মার্জন করিতে লাগিলেন। সেই সকল রাক্ষস-শ্রেষ্ঠদিগকে নিহত দেখিয়া রাবণ-ভগিনী শূর্ণধা পলায়ন করিল এবং লক্ষ্মণগমনপূর্বক সভামধ্যে রাবণ-চরণ-সমীপে ভূতলে পতিত হইয়া দোদন করিতে লাগিল। রাবণ তাহাকে ভয়-বিক্ষলা দেখিয়া কহিল;—“বৎসে! উঠ, উঠ; ভদ্রে! ইন্দ্র, বম, বরশ, বা কুবের, কে তোমাকে বিরূপ করিয়াছে বল? আমি তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে তদ্ব্যবশেষ করিব।” রাক্ষসী তাহাকে এই কথা বলিল;—“তুমি প্রেমভক্ত, মৃত্যুঞ্জি, পানাসক্ত এবং স্ত্রৈণ; তুমি সর্বত্র যশস্বৎ প্রভাভয়মান হইতেছ; তোমার চররূপ চক্ষু নাই; তবে রাজ্য রক্ষা কিরূপে করিবে? রাক্ষস-শত্রু রাম—মুঁছে খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দশসহস্র মহাবল রাক্ষস বিনাশ করিয়াছে। জনস্থানে মুনিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, তুমি ইহার কিছুই বিদিত নহ—এই জ্ঞা তোমাকে বিমুগ্ধ বণিতেছি।” রাবণ কহিল;—“রাম কে, কি রূপে কিরণেই বা রাক্ষসগণকে বিনাশ করিল? তুমি তাহা সবিস্তারে বল; আমি তাহাকে সমুলে বিনষ্ট করিব।” শূর্ণধা কহিল;—“আমি একদা জনস্থানে হইতে সোণাবারী-তাঁরে গমন করিতেছিলাম। মুনিগণের আবাসস্থান পক্ষবটী-কাননে দেখিলাম প্রকৃত কন্যলোচন ধর্মস্বর্গধর, জটাবদল-বিকৃতমিত, পায়ু কপ-

বানু রাম সেই স্থানে বিরাজ করিতেছে। তাহার কনিষ্ঠ লক্ষণও তাহার জ্ঞায় সুন্দর, তাহার ভাৰ্যা আয়ত-লোচনা মূর্তিমতী লক্ষীর জ্ঞায় সুন্দরী। দেবলোক, গন্ধৰ্বলোক, নাগলোক বা মনুষ্যলোকে তাদৃশী সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই। সে, সেই কানন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে অনন্য! আমি সেই রমণীকে তোমার ভাৰ্যা করিব বলিয়া আনিতে উদ্যোগ করিলে রামের কনিষ্ঠ মহাবল লক্ষণ রামের আঙ্কায় আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দিল। অনন্তর আমি রোদন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। রাক্ষস-সেনাপতিগণ সমভিযাহারে খরও রামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই সমস্ত ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ সেই বলশালী রাম কর্তৃক লগ্নমধ্যে নিহত হইয়াছে। প্রভো! আমার বোধ হয়, রাম মনে করিলে নিমিষক্কে ত্রৈলোক্য উঘাৰ্শন করিতে পারে, সন্দেহ নাই। যদি রামের ভাৰ্যা তোমার প্রণয়িণী হয়, তবেই তোমার জীবন সফল; অতএব হে রাজেন্দ্র! পদ্মপত্র-লোচনা, সৰ্বলোক-সুন্দরী সীতা যাহাতে তোমার প্রেয়সী হয়, তাহার চেষ্টা কর। প্রভো! তুমি রামের সাক্ষাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়াজালে রামকে মোহিত করিয়া তোমাকে জানকী লাভ করিতে হইবে।” রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, সন্মান ও দানদ্বারা ভগিনীকে সমাশ্বস্ত করিয়া শয়নাগারে গমন করিল। তথায় কর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিকালে নিজামুখ অশুভব করিতে পারিল না। “রাম একাকী সামান্য মনুষ্য হইয়াও আমার ভ্রাতা খরকে কিরূপে সটম্ভে বিনাশ করিল অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্ম ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যরূপে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমান্বা রাম আমাকে বিনাশ করেন, তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ রাজ্য পরিপালন করিব অর্থাৎ সাযুজ্য রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। নতুবা চিরকাল এই রাক্ষস রাজ্যভোগ করিব। অতএব বিরোধ-বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করি।” রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এই রূপ চিন্তা করিয়া রামকে জগদীশ্বর বলিয়া স্থির করিল। আরও ভাবিল, তাহার নিকট বিরোধ-বুদ্ধিতেই গমন করা উচিত। যেহেতু জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হন না।

অবশ্য-কাণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

বুদ্ধিমান রাবণ, নিশাভাগে ঐরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে একটা কার্য স্থির করিল; অনন্তর প্রভাতে রথারোহণ পূর্বক সমুদ্রের পরপারে মারীচ-সদনে গমন করিল। মারীচ, তথায় মূনির জ্ঞায় জটা-বন্দল-ধারী হইয়া নিগুণ গুণভাসক পরমান্বাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। তাহার পর সমাধি-বিরামে রাবণকে নিজগৃহে সমাগত অবলোকন করিল; এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোখানপূর্বক রাবণকে আলিঙ্গন, যথা-বিধি পূজা ও আতিথা সংকার করিল। অনন্তর রাবণ হুখে উপবেশন করিলে মারীচ কহিল;—“রাবণ! আপনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন ও হৃদয়ে যেন কোন মহৎ কার্যের চিন্তা করিতেছেন। গোপনীয় না হইলে তাহা প্রকাশ করুন। হে রাজেন্দ্র! যদি ঐ কার্য করিলে আমাকে পাপস্পর্শ না করে ও ঐ কার্য যদি জ্ঞায়সম্বৃত হয়; তবে আমি আপনার প্রিয় কার্য সম্পাদন করিব। রাবণ কহিল, “অযোধ্যা-ধিপতি দশরথ নামে রাজা ছিলেন। সত্য পরাক্রম রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা সেই মূনি-প্রিয় রামকে ভাৰ্যা ও ভ্রাতা-লক্ষণের সহিত নির্কাসিত করিয়াছেন, রাম স্বোর পঞ্চবটী বনে আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছে। ভুবন-মোহিনী বিশাল-নয়না সীতা তাহার ভাৰ্যা; রাম, নিরপরাধে আমার অশুচর ভীম-পরাক্রম রাক্ষসগণ ও খরকে বিনাশ পূর্বক নির্ভয় হইয়া হুখে বাস করিতেছে, আমার ভগিনী শূর্ণগথা তাহার কোন অপকার করে নাই, তথাপি চুরান্বা রাম তাহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করিতেছে। অতএব তুমি আমার সহায় হইলে আমি গমন করিয়া যে সময় রাম বনে না থাকিবে, সেই সময় তাহার প্রাণবল্লভা সীতাকে হরণ করিয়া আনয়ন করিব। তুমি মায়াময় যুগ হইয়া রাম ও লক্ষণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া বাহিলে আমি সীতাকে হরণ করিব। তুমি আমার সাহায্য করিয়া পূর্ববৎ অবস্থান করিবে।” রাবণ এই কথা কহিতেছে দেখিয়া মারীচ সর্ষিষ্যে বলিল;—“এই সৰ্বনাশকর বাক্য কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার বিনাশ কামনা করিতেছে, সেই তোমার শত্রু, সুতরাং বর্ষাই। হে রাবণ! আমার চিন্তা রামের পূর্বস্কার মরণ করিয়া অদ্যাপি বিফল আছে। রাম বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের বস্ত্র রক্ষার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিয়া একবাণে

আমাকে শতযোজন দূর সাগরে পাতিত করিয়াছেন, আমি তদবধি ভয়-বিহীন হইয়া রামের সেই কাৰ্য্য অনবরত স্মরণ করতঃ চতুর্দিক্ রাম-স্বয়ং দেখিতেছি। একদা আমি পূর্বদিকের স্মরণ করিয়া পুনর্বার মাতৃশ রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া তীক্ষ্ণশূক্ মূগরূপ ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম। আমি ত্বরামিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে রাম আমার প্রতি একটী শব্দ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাক্ষসেশ ! আমি সেই বাণে বিক্ৰ-হৃদয় হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে সাগরে পতিত হইলাম। সেই অবধি আমি ভয়পীড়িতাস্তঃকরণে এই নির্ভয় স্থান আশ্রয় করিয়া কাশ ঘাপন করিতেছি। ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ, প্রভৃতির নাম শ্রবণ করিলে রামের আশা অক্ষর 'র' মনে হওয়ার নিত্যস্ত ভীত হইয়া রামকেই চিন্তা করি, 'রাম এই স্থানে আসিয়াছেন', এই শব্দতে আমি বাহু কাৰ্য্যসকল পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিদ্রিত হইলেও রামকে স্বপ্ন দেখি, অগনি বীতনিদ্র হইয়া উপবেশন করি। অতএব আপনিও রামচন্দ্রের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন। চিরাগত রাক্ষস-কুল রক্ষা করুন, রামের প্রতি আক্রোশ করিবেন না, তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। আমার হিত-বাক্য গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধ বৃদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিতাবে তাঁহাকে ভজনা করুন, তিনি পরম কারুণিক।" আমি মহামুনি-নারদের মুখে শুনিয়াছি যে, সত্য-যুগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি কহিলেন 'তোমার অভীষ্ট কি বল ? আমি তাহা সম্পাদন করিব', ব্রহ্মা কহিলেন 'হে হরে ! হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আপনি মনুষ্য শরীরধারণপূর্বক দশরথের পুত্ররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতা আমাদিগের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন'। অতএব রাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ—ভূভার হরণের স্কন্ধ মায়াদ্বারা মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ করিয়া নির্ভয়-চিন্তে বনে আগমন করিয়াছেন। হে ভাত ! রামের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া হৃদে গৃহে গমন কর'। রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল "রাম যদি পরমাত্মা ঈশ্বর হন ও আমাকে বিনাশ করিতে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য-রূপে বহুপূর্বক এখানে সমাগত হইয়া থাকেন, তবে অচিরেই আপনার সঙ্কল্প সত্য করিবেন। অতএব আমি সর্বদ্যে রামের নিকট হইতে সীতাকে

হরণ করিব; হে বীর ! রাম সহ সংগ্রামে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইব। নতুবা রামকে রণে নিহত করিয়া নির্ভয়ে জানকী লাভ করিব। অতএব হে মহাভাগ ! উঠ, বিচিত্র মূগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রয় হইতে দূরে লইয়া যাও; অনন্তর পূর্বকালের দ্রায় হৃদে অবস্থান কর। ইহার পর যদি আমার ভয়োৎপাদক কোন কথা বল, তবে এই অমিহারা এইস্থানেই নিঃসংশয় তোমাকে বিনাশ করিব"।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—“যদি রামচন্দ্র আমাকে বিনাশ করেন, তবে এই ভবাবর্ণ হইতে মুক্ত হইব। আর যদি রাবণ আমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার মরক হইবে”। এইরূপে রাম হইতে মৃত্যুই উৎকৃষ্ট স্থির করিয়া সে সস্তরপাতোখানপূর্বক কহিল;—“হে রাজন্ ! হে প্রভো ! তামি আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিব”; ইহা বলিয়া রথে আরোহণপূর্বক রামাশ্রমে গমন করিল। পরে মারীচ এক আশ্চর্য মূগরূপ ধারণ করিল। ঐ মূগের বর্ণ সুবর্ণ সঙ্গুশ, গাত্র রৌপ্যময়-বিন্দুরাজি-বিরাজিত, শৃঙ্গ রত্নময়, ষ্ট্র মণিময়, নেত্র নীল রত্নরচিত, তাহার প্রভা বিদ্যুৎ-সদৃশ, বদন অতীব সুন্দর। রামের আশ্রমের নিকট সীতার দৃষ্টিপথে মূগরূপধারী মারীচ কখন ধাবিত হয়, কখন অবস্থান করে; কখন বা নিকটে আসিয়া ভীত হয়, এইরূপে সীতাকে বিমোহিত করিতে লাগিল।

৪ষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

অনন্তর, রাম ও রাবণের সেই সমস্ত চেষ্টা জানিতে পারিয়া নির্জনে সীতাকে কহিলেন—“জানকি ! আমার কথা শুন; রাবণ, ভিক্ষুরূপে তোমার নিকট আসিবে। তুমি কিন্তু তোমার সন্তুষ্ট-রুতি ছাড়া কৃতীরে স্থাপনপূর্বক অগ্নিতে প্রবেশ কর; এবং আমার আজ্ঞাক্রমে তথায় এক বৎসর অশুশ-রূপে অবস্থিত কর। হে শুভে ! রাবণ-বধের পর পূর্ববৎ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। জানকী, রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় তাহাই করিলেন; মাতা-সীতা বাহিরে রক্ষা করিয়া আপনি জনলে অন্তর্হিত হইলেন, সেই সময় মায়াসীতা একটা মায়াকল্পিত মূগ-দেহীয়া হাসিতে হাসিতে রামের নিকট আসিয়া সর্দিনয়ে কহিলেন। হে রাম ! দেখুন কেমন আশ্চর্য্য রথবিভূষিত কনকময় মূগ অকুতোভয়ে বিচ



মুগ করিতেছে। উহার গাত্রে চিত্র বিচিত্র বিন্দুসকল  
বিরাজ করিতেছে। আপনি ঐ মুগটী বন্ধ করিয়া  
আমাকে দেন, ঐ মুগের মুগের সহিত আমি ক্রীড়া  
করিব। রামচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিয়া ধনুর্কোণ  
গ্রহণপূর্বক গমনকালে লক্ষ্মণকে কহিলেন;—“তুমি  
যত্নসহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা কর,  
এই কাননে ঘোর-দর্শন মাগ্বাবী রাক্ষসসকল আছে,  
একত্র এখানে সাবধান হইয়া অনিন্দিতা সাক্ষী  
সীতাকে রক্ষা কর।” লক্ষ্মণ কহিলেন;—“দেব! বাহা  
দেখিতেছেন, ইহা মুগ নহে, মুগরূপধারী মারীচ,  
ইহাতে সন্দেহ নাই; রহবিভূষিত কনকময় মুগ  
কোথা হইতে আসিবে?” শ্রীরাম কহিলেন;—“এই  
মুগ যদি মারীচ হয়, তবে নিশ্চয়ই ইহাকে বিনাশ  
করিব, আর যদি ঐকৃত মুগ হয়, তবে সীতার  
ক্রীড়ার নিমিত্ত আনয়ন করিব। আমি সত্ত্বর গমন-  
পূর্বক মুগকে বন্ধ করিয়া আনয়ন করিব, তুমি সময়ে  
সীতারক্ষণে বন্ধপরিষ্কার হইয়া অবস্থান কর”। রামচন্দ্র  
ইহা বলিয়া মুগের অমুসরণ করিলেন। লোক-বিমো-  
হিনী জগৎরূপে পরিণতা মায়ী বাহার আশ্রয়ে  
অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্বিকার, জ্ঞানময়,  
পূর্ণব্রহ্ম হরিণের পশ্চাৎ গমন করিলেন, ইহাতে  
“ভগবান হরি যে ভক্তবৎসল”, এই কথা সপ্রমাণ  
হইতেছে, যেহেতু “ইহা মুগ নহে মারীচ”  
জানিয়াও যেন সীতার প্রিয়সাধন জুইই মুগের  
পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহা না হইলে পূর্ণ-  
মনোরথ বিদিত স্বরূপ পরমাত্মা রামচন্দ্রের মুগে  
বা সীতে কি প্রয়োজন?

অনন্তর, মায়ামুগ কখন, রামের নিকট বিচরণ  
করে, কখন ধাবিত হয়, কখন দৃষ্টিপথের অতীত হয়,  
কখন বা দূর হইতে লক্ষিত হয়, এই রূপে রাম-  
চন্দ্রকে বহু দূরবর্তী করিল। অনন্তর রামও “এ  
নিশ্চয় রাক্ষস”, জানিয়া শরগ্রহণ পূর্বক মুগরূপী  
রাক্ষসকে বন্ধ করিলেন। তখন মারীচ, মুগরূপ পরি-  
ত্যাগ-পূর্বক পূর্বরূপ ধারণ করিয়া পতিত হইল।  
তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে  
লাগিল, অনন্তর মারীচ শ্রীরামের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে  
“হা হতোশি! হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! আমাকে  
শীঘ্র রক্ষা কর”, এই কথা বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল।  
অপণ্ডিত ব্যক্তিও মরণ-সময় রামনাম স্মরণ করিলে  
রামের সাম্য-প্রাপ্ত হয়। মারীচ রামচন্দ্রকে দেখিতে  
দেখিতে তাঁহার বাণে নিহত হইয়া যে সাযুজ্য-প্রাপ্ত  
হইবে ইহা আর বক্তব্য কি? অনন্তর মারীচের  
দেহ হইতে একটা তেজঃ উদ্ভিত হইয়া রাম-শরীরে

প্রবেশ করিল। দেবগণ এইরূপ ব্যাপার দর্শনে  
অভিশয় বিম্বিত হইলেন। “মুনিহিংসক পাপী কি  
কার্য্য করিয়া কি পদ প্রাপ্ত হইল! অথবা রামচন্দ্রের  
মহিমাই এইরূপ ইহাতে সংশয় নাই। মারীচ পূর্বে  
রামবাণে বন্ধ হইয়া ভয়ে গৃহ-বিশ্বাদি-সমস্ত পরি-  
ত্যাগপূর্বক সর্বদা হৃদয়ে রামকে ধ্যান করিতে  
করিতে নিষ্পাপ হইয়াছিল, সুতরাং অস্তিত্বকালে  
রামকর্তৃক নিহত হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে  
রামের সাম্য-প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউক, রাক্ষস  
হউক, পাপী হউক, বা ধার্মিক হউক, রামনাম  
স্মরণপূর্বক শরীর ত্যাগ করিলে অবশুই মুক্তি  
লাভ করে”।

দেবগণ এইরূপ পরস্পর কথোপপথন করিয়া স্বর্ণে  
গমন করিলেন। রাক্ষসাময় মারীচ মৃত্যুকালে, “হা  
লক্ষ্মণ! এই প্রকার আমার ব্যত্যয় অহুকরণ করিল  
কেন? জানকী আমার স্বর-সদৃশ এই সক্রমণ শর-শ্রবণ  
করিয়া না জানি কতই উদ্ভ্রম হইবেন”; রাম এই  
প্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগি-  
লেন। এদিকে সীতা জুবাস্তা মারীচের সেই ব্যাক্য শ্রবণ  
করিয়া ভীতা ও হুঃখিতা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন;—  
“হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গমন কর; তোমার ভ্রাতা রাক্ষস  
কর্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহার ‘হা লক্ষ্মণ’ এই  
ব্যাক্য শ্রবণ করিতেছ না?” লক্ষ্মণ কহিলেন;—  
“দেবি! উহা কখনই রামের ব্যাক্য নহে, কোন  
রাক্ষস মৃত্যুকালে ঐ কথা উচ্চারণ করিয়াছে।  
যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণকালমধ্যে ত্রৈলোক্য  
বিনাশ করিতে সক্ষম, সেই দেব-পূজিত রামচন্দ্র  
কাতর ব্যাক্য বলিবেন কেন?” সীতা লক্ষ্মণের ব্যাক্য  
শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার  
নয়নযুগল বাষ্পজলে সমাকর্ষ হইল—কহিলেন,  
“রে দুর্কৃৎসে লক্ষ্মণ! তুমি ভ্রাতার বিপৎ কামনা  
করিতেছ, তুমি রাম-বিনাশ-আভলাবী ভরতের  
প্রেরিত। তুমি শ্রীরামের বিনাশানন্তর আমাকে গ্রহণ  
করিবার জন্ম বনে আসিয়াছ; কিন্তু ইহা নিশ্চয়  
জানিবে যে, বিপন্ন হইলে কখনই তুমি আমাকে  
গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই দেখ, এখনি আমি  
প্রাণ পরিত্যাগ করি। তুমি যে তাঁহার ভার্য্যা-হরণে  
উদ্যত—রাম, ইহা অবগত নহেন। তুমি ইহাও  
জানিবে যে, আমি রাম-ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে  
স্পর্শও করিব না”। ইহা কহিয়া তিনি স্বীয় বাহুদ্বয়  
দ্বারা বক্ষস্তাড়নপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ  
ইহা শ্রবণ করিয়া হস্তদ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্বক  
হৃৎস্পর্শক হইলেন,—“কে কোপনে। তুমি আমাকে

এইরূপ দুর্ভাগ্য বলিতেছ, তোমাকে ধিক্ ! বোধ করি তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিব্রংশ কোন অনিষ্টপাতের হেতু হইবে" । এই কথা বলিয়া বন-দেবতাগণের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতাত্ত্ব্যকরণে অঙ্গে অঙ্গে রাম সমীপে গমন করিলেন । অনন্তর অবসর পাইয়া রাবণ দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণপূর্বক ভিক্ষু-বেশে সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন । সীতা ভিক্ষুককে সমাগত দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও পূজা করিয়া কন্দ-মূল-ফলাদি প্রদানানন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কহিলেন;—“হে মুনে ! আপনি এই ফলাদি ভোজন করুন ; ও যদি ইচ্ছা হয়, তবে এই স্থানে সুখে বিশ্রাম করুন ; নীচুই আমার স্বামী আগমনপূর্বক আপনার বিশেষ প্রিয় সম্পাদন করিবেন, এক্ষণে স্বদ্যপি আপনার অভিরুচি হয়, তবে এই স্থানে অবস্থান করুন ।” ভিক্ষুক কহিল;—“হে কমল-দল-গোচনে ! তুমি কে ? তোমার বা কে ? হে অনবে ! কি জন্ত তোমরা এই রাক্ষসসঙ্কল কাননে বাস করিতেছ । হে ভদ্রে ! এই সকল আশ্রয় বৃন্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন কর ।” সীতা কহিলেন;—“আমি অধোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ মহা-রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র সর্বগুণাকর রামচন্দ্রের সহধর্মিণী—জনক-রাজ-সুহিতা—নাম সীতা, আমার সহিত রামচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পিতার আদেশে দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর বাস করিতে আসিয়াছেন । আপনি কে ? জানিতে আমার অভিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনার পরিচয় প্রদান করুন ।”

ভিক্ষুক কহিল;—“আমি পৌলস্ত্য-তনয় রাক্ষসেশ্বর রাবণ—তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে নিজ নগরে লইবার জন্ত আসিয়াছি । যুনিবেশধারী রামকে লইয়া তুমি কি করিবে ? তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার সহিত বিষয়সকল ভোগ কর । বনবাস নিতান্ত ক্লেশকর; অতএব তাহা পরিত্যাগ কর । সীতা ভিক্ষুর বাক্য শুনিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন;—“তুমি যখন আমাকে এইরূপ কুবাক্য কহিতেছ, তখন রাম তোমাকে অবশুই বিনাশ করিবেন । তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্ত্বর আগমন করিবেন । তুমি মনে করিও না যে, আমার প্রতি বল প্রকাশ করিবে । সিংহের ভাৰ্য্যার প্রতি সামান্য পশু কখনই অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না । তুমি রামবাশে বিভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইবে ।” রাবণ সীতার কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইল এবং শৈলসদৃশ-সমুদ্রত-দশ বদন ও বিংশতি-

বাহ শোভিত কাশমেঘ-সদৃশ-কাঙ্কি-মুক্ত পায় দেখে সীতাকে দেখাইল । রাবণের সেই করালমুষ্টি দেখিয়া বনদেবতা ও বনস্থ প্রাণিসকল সন্ত্রস্ত হইল । ভয়ানক মুষ্টি রাবণ নখদ্বারা মুক্তিকা বিদীর্ণ করিয়া সেই মুক্তিকার সহিত সীতাকে বাহুদ্বারা উত্তোলনপূর্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীত্ৰ গমনমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল । জনকতনয়া সীতা হয়ে একান্ত অধীরা ও দীন হইয়া পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, “হা রাম ! হা লক্ষ্মণ !” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । সীতার হৃদয়বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর্কত হইতে তাঁক্ষুণ্ড পক্ষীশ্রেণী জটায়ু সীত্র উপস্থিত হইল—“অরে পামর ! থাক, থাক, আমার সম্মুখে শূণ্য বন হইতে রামচন্দ্রের ভাৰ্য্যা অপহরণ করিয়া কে গমন করিতে পারে ? কুক্কর কি কখন মন্ত্রপুত্র ষষ্ঠীয় পুরোডাশ্ ভোজন করিতে সক্ষম হয় ?” এই বলিয়া তাঁক্ষু চণ্ড দ্বারা রাবণের রথ চূর্ণ করিল এবং চরণ-প্রহারে অশ্ব ও ধনু বিভিন্ন করিয়া দিল । তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগপূর্বক খড়গ দ্বারা জটায়ুর পদঘয় ছেদন করিয়া দিল । পক্ষীশ্রেণী আহত হইয়া পতিত হইল, কিন্তু তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল না । রাবণ সীতাকে লইয়া অস্ত-রথে আরোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিল ।

সীতা “রাম রাম” বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিলেন । সে সময় তিনি কাহাকেও রক্ষক পাইলেন না । হা রাম ! হা জগন্নাথ ! আমি নিতান্ত দুঃখিত, আপনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না ; আপনার ভাৰ্য্যাকে রাক্ষস হরণ করিতেছে, সীত্র মোচন করন, হা লক্ষ্মণ মহাতাপ ! আমাকে মোচন কর, আমি তোমাকে বাক্ষ-শরে দ্বিদ্ধ করিয়াছি, হে দেবর ! তুমি তাহা ক্ষমা কর । সীতা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । রাবণ শ্রীরামের আগমনালঙ্কার্য সীতাকে গ্রহণ করিয়া অতিসদৃশ বায়ুবেগে আকাশমার্গে গমন করিতে লাগিল । জানকী অধোমুখী হইয়া দেখিলেন একটি পর্কতের শিখরভাগে পাঁচটী বানর অবস্থান করিতেছে । সীতা আভরণ উন্মোচন করিয়া পায় উত্তরীয়াদি বন্ধ করিয়া, “রামকে আমার বৃত্তান্ত বলিও”, এই অভিপ্রায়ে পর্কতেপরি তাহা নিক্ষেপ করিলেন ।

অনন্তর রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্বক লঙ্কায় গমন করিয়া পায় অস্ত-পূর্বকর্তী নির্জন অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করিল ; এবং রাক্ষসীগণকে তাঁহার

রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মাতৃভাবে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। সীতা রাক্ষস-সমূহ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত ক্লম্ভ ও দীন-ভাবাপন্ন হইলেন; শত্রুর সংস্কারাদি করিতেন না। দুঃখে বদনমণ্ডল বিস্তৃত হইতে লাগিল, ভয়ে বিহ্বল হইলেন, সর্বদা “হা রাম! হা রাম! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।”

।সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

### অষ্টম অধ্যায় ।

অনন্তর শ্রীরাম, কামরূপী মায়ারী রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া আশ্রমভিক্ষুধো প্রস্থান করিতেছেন। ইতিমধ্যে মলিন-বদন ও দুঃখিতান্তঃকরণ মহামতি লক্ষ্মণকে দূর হইতে পশ্চিমধ্যে অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি যে মায়াসীতা করিয়াছি, লক্ষ্মণ ইহা জানে না। আমি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল ঘটনা জানি-য়াও লক্ষ্মণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের স্তায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক প্রকাশ করি। যদি উপস্থিত সময় সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া তৃষ্ণাভাবে আশ্রমে বাস করি, তাহা হইলে আর অন্য কোন্ ছলে কোটি রাক্ষসকুল বিনাশ করিব। যদি এ সময় হইতে কামুক পুরুষের ন্যায় দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতার অন্তঃস্থান-ছলে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব। লক্ষ্মণ গমন করিবামাত্র রাবণকে সর্বশেষ নষ্ট করিয়া আমারই আচ্ছাদনসূত্রে অগ্নি প্রবিষ্টী প্রকৃত সীতাকে পুনর্কার্য অগ্নি হইতে গ্রহণপূর্বক অধোধ্যায় প্রতিগমন করিব। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনাসূত্রে মনুষ্য-ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব পৃথিবীতে মনুষ্য-ভাবে প্রকাশ করিয়া কিছুকাল বাস করিব। এই জগতে আমার মনুষ্য-চরিত প্রকাশিত হইলে বাহারী ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া উচ্চ শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমীপাগত লক্ষ্মণকে কহিলেন;— “হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রিয়তমা জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া কি হেতু আগমন করিলে? হে ভ্রাতৃ! এতক্ষণে রাক্ষসেরা জনকনন্দিনীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে।” অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতজ্ঞালি হইয়া রোদন করিতে করিতে জানকীর দুর্ভাগ্য-সকল শ্রীরামের নিকট কহিতে লাগিলেন। হে

রাম! জনকনন্দিনী সীতা “হা লক্ষ্মণ!” এইরূপ আপনার বাক্য সমূহ রাক্ষসের কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে তাড়াতাড়ি আমাকে কহিলেন “লক্ষ্মণ তুমি গমন কর।” অনন্তর আমি রোদন-পরায়ণ জানকীকে কহিলাম,— “দেবি! আপনি বাহা শ্রবণ করিলেন, উহা কখনই শ্রীরাম-চন্দ্রের বাক্য নহে, সেই মায়ামূগরূপধারী কপট রাক্ষসাধমের বাক্য, হে স্তম্ভচিন্তিতে! বৈধ্যাবলম্বন করুন, কোন চিন্তা করিবেন না।” আমি এই রূপে দেনীকে বহুতর সাস্তুনা করিলাম, সাধনী জনক-নন্দিনী আমার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে যে সকল দুর্ভাগ্য বলিয়াছেন, তাহা আপনার অগ্রে বলিতে পারি না। হে দেবি! আমি সেই সময় হস্ত-যুগল দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছদন পূর্বক পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি।” শ্রীরাম কহিলেন, “ভ্রাতৃ! অতিশয় অনুচিত কার্য করিয়াছ! যেহেতু স্ত্রী জনের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া সেই শুভাননা জানকীকে পরিত্যাগপূর্বক এস্থানে আসিয়াছ, নিশ্চয়ই সীতাকে রাক্ষসেরা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়াছে।”

শ্রীরাম এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া অতি সত্বর আশ্রমে গমনানন্তর সীতাকে সে স্থানে অবলোকন না করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! তুমি কোথায় গমন করিয়াছ। পূর্ববৎ তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাই-তেছি না। হে প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে মুক্ত করিবার জন্য লীলাচ্ছলে কোন স্থানে লুকায়িতা হইয়াছ? অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গমস্ত বনমধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া—বনদেবতা ও বনবাদি-প্রাণি-সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে বন-দেবভাগণ! আমার প্রাণবন্ডভা সীতা কোথায় আছেন, বলিয়া দেও। হে যুগপৎ! হে পক্ষিগণ! হে উরুসকল! আমার প্রিয়তমা জানকী কোন্ স্থানে আছেন, তোমরা আমাকে অবলোকন করাও। সর্কজ্ঞ শ্রীরাম এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে করিতে নানা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সীতা কোন্ স্থানে আছেন, ইহা সর্বপ্রকারে জানিয়াও জানিলেন না। শ্রীরামচন্দ্রে আনন্দময় হইয়াও শোক করিতে লাগিলেন, এবং অচল \* হইয়াও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এবং নিৰ্মম নিরহকার পূৰ্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও  
 “আমার সীতা কোথায় ?” ইহা বলিয়া অতি দুঃখ  
 সহকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন,  
 বাস্তবিক আসক্ত না হইলেও মুঢ় ব্যক্তিগণের  
 নিকট বিষয়াসক্ত বলিয়া প্রতীভাত হন, কিন্তু  
 তত্ত্বজ্ঞপণের নিকট সেইরূপ প্রতীত হন না। অনন্তর  
 শ্রীরাম লক্ষণের সহিত সমস্ত বন অবেষণ করিতে  
 করিতে দেখিলেন যে, একখানি তম্ব রথ, ও একটী  
 তম্ব ছত্র, ও তম্ব ধনু পৃথিবীতলে পতিত রহিয়াছে।  
 শ্রীরাম এইরূপ বিষয়কর রণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া  
 লক্ষণকে কহিলেন—“ভ্রাতঃ! অবলোকন কর—এই  
 সকল রণ-চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে,  
 কোন দুরাশ্বা জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া পলায়ন  
 করিতেছিল, অপর কোন বীর-পুরুষ তাহাকে যুদ্ধ-  
 ক্ষেত্রে জয় করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিয়াছে।”  
 অনন্তর শ্রীরাম কিয়দূরে গমন করিয়া এবং পক্ষীশ্রে  
 জটায়ুর রুমিরাপ্তত পর্বত-সদৃশ শরীর দর্শনানন্তর  
 লক্ষণকে কহিলেন “হে ভ্রাতঃ! দেখ, এই  
 দুরাশ্বা শুভদর্শনা জানকীকে তক্ষণ করিয়া অতি  
 তৃপ্তি-সহকারে নিৰ্জনে শয়ন করিতেছে। অত-  
 এব এই নিশাচরকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব।  
 হে লক্ষণ ? শীঘ্র ধনুর্ধারণ আনয়ন কর।” জটায়ু  
 শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে ভীত হইয়া কহিল, হে  
 মহাবাহো! আমাকে বিনাশ করিও না, আমি নিজ  
 কর্ম দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছি। হে রাম ? তোমার  
 মঙ্গল হউক, আমি ক্রোধ সহকারে তোমার ভার্য্যা-  
 পহারী রাণের অনুগমন করিয়াছিলাম—হে অরি-  
 মর্দন! পৃথিমধ্যে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হই-  
 য়াছিল—আমি রণক্ষেত্রে তুণ প্রহার দ্বারা তাহার  
 অশ্ব, রথ, ও ধনুঃ ছিন্ন করিয়াছিলাম, অনন্তর দুরাশ্বা  
 মহাবল পদাক্রান্ত রাক্ষস আমাকে নিদারুণ প্রহার  
 করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছে। হে জগন্নাথ!  
 এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করি, তুমি সমুখে দণ্ডায়মান  
 হইয়া আমাকে দর্শন কর। শ্রীরাম তাহা শ্রবণ করিয়া  
 কঠাগত প্রাণ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন এবং  
 দুঃখাত্ত্র মোচনানন্তর হস্তযুগল দ্বারা জটায়ুর গাত্র  
 স্পর্শ করিয়া কহিলেন,—“হে জটায়ো! তুমি বল আমার  
 সুবদনা উর্ধ্যাকে কোন ব্যক্তি হরণ করিয়াছে, আমা-  
 রই কার্য্যার্থ-বিনষ্ট হইয়াছে—এই হেতু তুমি আমার  
 প্রিয়বান্ধব।” জটায়ু মুখ হইতে রক্তবমন করিতে  
 করিতে মূহূবচনে কহিল,—“হে রাম! ভীমবিক্রম  
 রাক্ষসাধিপতি রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া দক্ষিণা-  
 ভিমুখে গমন করিয়াছে; আর অধিক বলিতে আমার

শক্তি নাই, এক্ষণে তোমার অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ  
 করি। হে অনন্থ! তুমি মায়ামমুভ্যরূপধারী সাক্ষাৎ  
 পরমাত্মা বিহুঃ; বহু ভাগ-বলে মরণকালে তোমাকে  
 দর্শন করিয়া মুক্ত হইলাম। হে রঘুনন্দন! নিজ  
 করকমল দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে  
 তোমার পরম পদ প্রাপ্ত হইব।” শ্রীরামচন্দ্র জটায়ু-  
 বাক্যে সখ্যত হইয়া বিশ্বাস-সহকারে হস্ত দ্বারা  
 তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। জটায়ুও তৎক্ষণাৎ  
 প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন,  
 পাক্‌ভৌতিক দেহমাত্র তুতলে পতিত রহিল।  
 শ্রীরামচন্দ্র পরমবন্দুর শ্রায় জটায়ুর জন্ম শোকাশ্র  
 পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ দ্বারা কাষ্ঠ আনয়ন করাইয়া  
 তাঁহাকে দক্ষ করিলেন। অনন্তর লক্ষণের সহিত  
 দুঃখিতান্তঃকরণে নান করিয়া বনমধ্যে বহুতর মৃগ  
 বধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঐয়ুগমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া  
 দুর্দা-সমাকীর্ণ ভূমিতলে পৃথক পৃথক নিক্ষেপানন্তর  
 কহিলেন,—“পক্ষিগণ! এই সকল মাংসখণ্ড তক্ষণ  
 করুক, তাহা হইলে পক্ষিরাজ জটায়ু পরিতৃপ্ত হই-  
 বেন।” অনন্তর জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহি-  
 লেন,—“হে জটায়ু! সকল লোক অবলোকন করুন,  
 তুমি অদ্য আমার সারুণ্য প্রাপ্ত হও।” দিব্য-রূপ-  
 ধারী জটায়ু পীতাম্বর পরিধানপূর্বক সূর্য্যাস্ত  
 সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিলেন। তৎকালে  
 তাহার শম্ব, চক্র, গদা, পদ্ম ও কিরীট প্রভৃতি ভুব-  
 ণের অসামান্য প্রভাব দর্শনিক আলোকময় হইল;  
 এবং ঐরূপ সর্গাভরণভূষিত চারিট বিয়ুদত উপ-  
 স্থিত হইয়া জটায়ুকে সেবা করিতে লাগিলেন।  
 যোগিগণও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ স্তব-  
 বাক্যে দিব্যরূপধারী জটায়ুকে স্তব করিতে আরম্ভ  
 করিলেন। অনন্তর পক্ষিরাজ জটায়ু রঘুনন্দন রামকে  
 কৃতজ্ঞালিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। বাঁহার  
 অনন্ত শক্তি এবং দেশকালাদি দ্বারা বাঁহাকে পরি-  
 ক্ষেপ করা যায় না—যিনি সকলের আদি ও সমস্ত  
 জগতের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারী সেই শাস্তিওপময়  
 পরমাত্মস্বরূপ রামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি।  
 এবং মনুষ্যেরা বাঁহা হইতে নিত্য সুখলাভ করিতে  
 পারে এবং যিনি কমলাদেবীর এক মাত্র কটাঙ্ক-স্থান,  
 ব্রহ্ম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিপৎকালে বাঁহার শরণা-  
 পন্ন হইয়া সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া  
 থাকেন, সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারণী মায়া-মনুষ্যরূপী  
 বরপ্রদ রামকে সতত প্রণাম করি।

যিনি ত্রিভুবনেক-স্থলরূপের শতসূর্য্যসম সমু-  
 জ্জ্বল শোভায় জগৎ আলোকময় করিতেছেন এবং

ভক্ত-জনের চিত্তে বাস করিয়া তাহাদিগের সকল আত্মাষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই স্ততিভাজন রঘুনন্দনের শরণাপন্ন হইলাম । যাহার নামরূপ পাবক দ্বারা সংসাররূপ ভীষণ কানন দগ্ধ হয়, যিনি মহাদেব প্রভৃতি দেবগণেরও দেবতা স্বরূপ এবং যিনি মহাকোটি দৈত্য নাম করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই যমুনাঙ্গল-সদৃশ নীলকান্তি-শোভিত পরম দয়াময় হরির শরণাপন্ন হইলাম । যিনি সংসার-বাসনা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতি দুঃখ ভি এবং সংসারবিমুখ মুনিগণের সর্বদা নয়নগোচর হইয়া থাকেন, যাহার চরণরূপ অসামান্য তরলী ভব-সাগর তরণের এক মাত্র উপায়, আমি সেই রঘুনন্দন রামের শরণাগত হইলাম । যিনি হরণপার্কীভীর মানস-মন্দিরে সতত বাস করিতেছেন এবং সুরপতি ও অসুরপতিগণ সতত যাহার চরণ-সেবায় নিযুক্ত আছেন, আমি সেই গোবর্দ্ধনধারী সুরগণের ও বরদাতা রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম । যাহার পরধন ও পরদারে শোভ করে না এবং পরের গুণ কীর্তন ও পরের সম্পদে যাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সেও পরহিতরত ব্যক্তিরাই যাহাকে সেবা করিতে পারে, আমি সেই কমললোচন রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম । যে রামচন্দ্রের বদন-কমল সর্বদা হস্ত-দ্বারা বিকসিত, যাহার নেত্রযুগল ষেতপদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে, আমি সেই ইন্দ্রনীলমণি-সদৃশ কান্তিসম্পন্ন, ভক্তজনের অতিমুগ্ধ এবং ব্রহ্মার গুরু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম । হে রাম ! যেমন জনপূরিত পাত্রে এক রবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ সত্ত্ব-রজ-স্তম্বো গুণভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই তিন প্রকার মূর্তি ধারণ করিয়া জগতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাই-তেছ—বস্তুতঃ তুমি একমাত্র । হে ভগবন্ ! তুমি দেবরাজেরও স্তরণাপন্ন, তোমাকে আমি স্তব করি । যিনি শতকোটি বন্দুকের স্তায় পরম সুন্দর মূর্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, যিনি নানা-পথ-গামী-চিত্ত-বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের অতি দুঃখ ভি বন্ধ, কিন্তু বৃত্তিগণের চিত্তে সর্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্বগুণহারী মহাপ্রভু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম ।”

শ্রীরাম জটায়ু কৃত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, জটায়ো ! তোমার মজল হউক । এক্ষণে বিষ্ণুর পরম নামে গমন কর । যে ব্যক্তি এই জটায়ুকৃত স্তব শ্রবণে যি লিপিবদ্ধ করিবে, কিংবা সংবৃত্ত হইয়া প্রতিদিন পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি বরণ-সময়ে আমার শরণ

লাভ করিয়া অস্ত্রে সারূপ্যালাভ করিবে । পরমানন্দিত পক্ষীশ্রেষ্ঠ জটায়ু শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ-নস্তর শ্রীরামের সমতা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে সীতাবে-ষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে গমন করিলেন । সেই স্থানে একটা বিচিত্ররূপ রাক্ষস তাঁহাদের নয়নগোচর হইল । ঐ রাক্ষসের বক্ষঃ-স্থলে একটা বৃহৎ মুখ; উহার চক্ষু কর্ণ—কিছুই নাই । উহার বাহুদ্বয় যোজন-পরিমিত, ঐ সর্ব-প্রাণি-হিংসক দৈত্যেশ্বর কবন্ধ নামে বিখ্যাত ছিল । উহার বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ উভয়ে বিচরণ করিতে লাগিলেন ; তাহার বাহুস্থলে বেষ্টিত হইয়া মহাবল রাক্ষসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । তখন রামলক্ষ্মণকে হস্ত করিতে করিতে কহিলেন ;—“লক্ষ্মণ ! এই রাক্ষসের বিচিত্ররূপ অবলোকন কর—ইহার মস্তক ও চরণ নাই, বক্ষঃস্থলে একটা বৃহৎ মুখ, যোজন বিস্তৃত বাহুযুগল দ্বারা বাহ্য সংগ্রহ করে, তাহাই ভক্ষণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছে । আমরাও ইহার বাহু-দ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছি । হে রঘুনন্দন ! রাক্ষসের বাহুদ্বয় মধ্য হইতে নির্গমের অস্ত্রপথ নাই, এক্ষণে আমরা কি করি, দুরাত্মা এই দণ্ডেই আমা-দিগকে ভক্ষণ করিবে ।”

লক্ষ্মণ কহিলেন ;—“হে রাম ! আপনি বিচার করিতেছেন কি ? আমরা দুই জনে অবাগ্ৰেভাবে এক একটা করিয়া রাক্ষসের বাহুযুগল ছেদ করি ; বিলম্ব করিবেন না । রাম, লক্ষ্মণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া শাপিত বধুগা দ্বারা রাক্ষসের দক্ষিণ হস্ত ছেদ করিলেন । লক্ষ্মণও তৎক্ষণাত তাহার বাম হস্ত ছেদ করিলেন । অনন্তর দৈত্যেশ্বর রাক্ষস অতি বিষয়া-পন্ন হইয়া কহিল—আমার বাহু-ছেদক তোমরা কি সুরশ্রেষ্ঠ ? না—স্বর্গের দেবতারা বা আমরা বাহু-ছেদন করিবে কিরূপে ?” অনন্তর রাজীবলোচন রাম সহস্র বদনে কহিলেন ;—“আমরা অধোধ্যাদিগণিত মহারাজ দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম, এই সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ত্রৈলোক্য সুলক্ষী জনকনন্দিনী আমার ভার্য্যা, আমাদিগের সহিত বনে আসিয়াছিলেন । এক দিন আমরা দুই জনে বৃ-

যার্থ গমন করিয়াছিলাম; ঐ অবসরে কোন দুঃখী  
রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাঁহার  
অন্বেষণ করিতে করিতে এই ষোল বনে আসিয়াছি।  
হে দৈত্যেশ্বর! আমরা তোমার বাহুযুগে পতিত  
হইয়া প্রাণ-রক্ষার্থ স্বদীয় বাহুযুগল ছেদ করিয়াছি।  
হে মহাবল! তোমার বিকট রূপ দেখিয়া আমরা  
বিস্ময়াগ্ন হইয়াছি; এক্ষণে নিজ পরিচয় প্রদান  
করিয়। আমাদিগের অভিলাষ পূরণ কর।”

কবন্ধ কহিল, “হে রাম! অদ্য তুমি আমার সম্মুখে  
আসিয়া দর্শন দিয়াছ, ইহাতে আমি ধস্ত হইলাম।  
আমার পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর আমি গন্ধর্বদিগের রাজা;  
পূর্বকালে বরাক্ষাদিগের মনোহারী ও রূপ-যৌবন-  
দর্পে মত্ত হইয়া সমস্ত লোক বিচরণ করিতাম। হে রঘু-  
বর! আমার ষোলতর কঠিন তপস্যায় মস্তষ্টি হইয়া ব্রহ্মা  
আমাকে অবধ্যত্ব বর দিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভাব  
অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া আমি হাত করিয়াছিলাম,  
মহাপ্রাণ! অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত  
করিলেন—“রে দুঃশ্রুতে, দুঃসভাব! তুই রাক্ষস  
হইয়া কালাতিপাত কর।” আমি শাপবাক্য শ্রবণ  
মাত্র ব্যাকুল হইয়া তপোধনকে বহুবিধ বিনয় ও  
বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলাম। অনন্তর দয়া-  
শ্রভাব সম্পন্ন, তপঃপ্রদীপ্ত ঋষির আমাকে শাপান্ত  
সময় কহিলেন যে, “দ্রেতাযুগে ভগবান্ নারায়ণ  
দাশরথি-রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে আগ-  
মন করিয়া তোমার যোজন পরিমিত বাহুদ্বয় ছেদন  
করিবেন; তুমি তখন শাপ হইতে মুক্ত হইয়া  
পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি আমাকে এইরূপ  
কহিয়া অন্তর্হিত হইবামাত্র আমি আপনাকে রাক্ষসা-  
কৃতি দেখিতে লাগিলাম।

হে রঘুনন্দন! একদিন আমি ক্রোধপূর্বক  
রাক্ষসরূপে দেবরাজের অনুসরণ করিয়াছিলাম।  
অনন্তর দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার মস্তকে বজ্রা-  
ঘাত করিলেন, ঐ বজ্রাঘাত দ্বারা আমার মস্তক ও  
পাদদ্বয় কৃষ্ণদেশে প্রবিষ্ট হইল; কেবল ব্রহ্মদত্ত-বর-  
প্রভাবে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হইল না। আমাকে  
মুখরহিত দেখিয়া সকল লোকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া  
দেবরাজকে কহিল,—“হে দেবরাজ! এই রাক্ষস মুখ-  
বর্জিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে? অনন্তর  
দেবরাজ কহিলেন,—“হে রাক্ষস! তোমার বক্ষঃস্থলে  
মুখ ও বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত হইবে, এখান  
হইতে গমন কর। হে রাম! আমি দেবরাজ-  
কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তৎকালাবধি এইস্থানে  
বাস করিতেছি এবং বিস্তৃত-কৃষ্ণযুগল দ্বারা বস্ত্র-

জন্তসকল গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করি। এক্ষণে তোমা  
কর্তৃক আমার জীবন-সাধন সেই বাহুযুগল ছিন্ন  
হইল। হে কল্পধাময়! বিলম্ব করিও না, অতি  
সত্ত্বর আমাকে ত্রিলোক-কাষ্ঠপূর্ণ গর্ভমুখে নিষ্ক্ষেপ  
কর। হে রঘুসত্তম! তোমাকর্তৃক অগ্নিদ্বারা দগ্ন  
হইলে আমি পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সীতার সকল  
বৃত্তান্ত কহিব। রাক্ষস এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত  
হইলে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র একটা বৃহৎ গর্ভে নির্মাণ  
করিয়া তন্मध्ये তাহাকে নিষ্ক্ষেপপূর্বক কাষ্ঠধারা  
দাহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসের দেহ  
হইতে কন্দর্প সদৃশ পবন হুন্দর সর্দাভরণ-ভূষিত  
একটা পুরুষ নির্গত হইয়া শ্রীধামকে প্রদক্ষিণ  
করণানন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতান্তলি-  
পুটে ভক্তিগদ্য বাক্যে কহিল,—“হে রাম!  
তোমাকে সর্বব্যাপী অনাদি, অনন্ত এবং বাক্য ও  
মনের অগোচর জানিয়াও আমার মন অতিশয়  
প্রীতিহেতু স্থব্র করিতে উৎসাহ করিতেছে। হে  
ভগবন! সে সকল স্থব-বাক্য পিকল মাত্র, তোমার  
হিরণ্য-গর্ভ মূর্তি ও বিরাট মূর্তি হইতে বিভিন্ন যে  
জ্ঞান স্বরূপ স্বল্প মূর্তি, তাহা যোগিদিগেরও দুঃস্বপ্ন;  
এতদ্বির দৃশ্য বস্তু মাত্রেই জড় পদার্থ, সুতরাং  
তোমা হইতে বিভিন্ন মন তোমাকে কিরূপে  
জানিবে। চিত্ত এবং চিত্তে আত্ম প্রতিবিন্দ, এই  
উভয়ের অভেদ-জ্ঞান বিষয়-পদার্থই, জীব। ঐ  
জীব এই সমস্ত জড় পদার্থের সাক্ষী নহে।  
শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমস্ত জড়  
জগতের সাক্ষী ও অন্তর্ধামী, যেহেতু বাহ্যনের  
অগোচর সেই ব্রহ্ম-পদার্থে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অব-  
স্থান করিতেছে, হে রঘুনন্দন! মনুষ্যের আপনাকে  
সেই নির্দিকার সর্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ জানিয়া আপ-  
নাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ-সমষ্টিরূপ-হিরণ্য-  
গর্ভ-মূর্তির ও স্থূল-দেহ-সমষ্টিরূপ-বিরাট-মূর্তির  
আরোপ করিয়া থাকে। হে রাম! আপনি নিশ্চিন্ত  
নহেন, কারণ যাহারা আপনার স্মরণ করে, তাহা-  
দিগকে নিজলোক প্রদানরূপ মহল চিন্তা আপনার  
হৃদয়-কমলে সর্বদা জাগরক; ভূত, ভবিষ্যৎ,  
বর্তমান সমস্ত পদার্থও ঐ চিন্তার বিষয়। হে  
ভগবন! আপনার মহত্ত্বাদি পরিগৃত স্থূলতম  
বিরাড়দেহে বিশ্বধারণ-শক্তি আছে, হে জগদীশ্বর!  
আপনিই সকলের মুক্তি-দাতা; এই সমস্ত লোক  
আপনার বিরাড়মূর্তিরই অবরণে বাস করিতেছে;  
যে হেতু পাতাল ঐ দেহের পাদমূলে, মহীতল  
পাক্ষিদেশে, ইসাতল গুল কন্যে এবং তলাতল

শূলকৌর্ক জাহুর অধোভাগে, হুতল জাহুধয়ে, বিতল উরু-সুগলে, অতল উরু দেশের উর্কজঘনের অধোভাগে। হে রাম! এই যেদিনী ঐ দেহের জঘনদেশে আছে, ভুবলোক নাভিদেশে, উরুগলে স্বর্গলোক এবং প্রীবাদেশে মহলোক। হে রঘুবর! ঐ দেহের মুখমণ্ডলে জনলোক, তপোলোক ললাটদেশে। হে প্রভো! ঐ দেহের মস্তকে সভালোক আছে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ইস্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদেশে বাস করিতেছেন এবং কর্ণযুগলে দশদিক্, অশ্বিনীকুমার নাসিকায়, বক্রমধ্যে অশ্বি চকুধয়ে সূর্য্য, মনে চন্দ্র এবং ভ্রুভঙ্গমধ্যে নিমিষাদি কাল, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, অহঙ্কারে রুদ্র এবং হে অমর! বাক্যে বেদসকল বাস করিতেছেন। হে রাম! দশনমূলে কৃতান্ত, দন্তমধ্যে নক্ষত্রগণ, হাতে সর্কমোহকরী মায়া, নয়নাপাঙ্গে সৃষ্টি, সম্মুখে ধর্ম্ম, পশ্চাত্তাগে অধর্ম্ম, নয়নের নিমিষে রাত্রি, উন্মোলনে দিবা, হে রঘুবর! মণ্ডসমূহ ঐ দেহের কৃষ্ণদেশে, নদীসকল নাড়ীমধ্যে; এবং ঐ দেহের রোমসকল বৃক্ষ ও গুণধি, রোতসকল বৃষ্টি এবং ঐ দেহের মহিমা জ্ঞানশক্তি। হে রাম এইরূপ আপনার মূল শরীরে বাহারা মন অর্পণ করে, তাহাদিগের অনারাসে মুক্তিশান্ত হয়। হে রাম! আপনার বিরাড় মুর্তি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ জগতে কিছুই নাই, অতএব যে রামরূপ ধ্যান করিলে প্রেমরস ও প্রেমরস হইতে সর্কশরীর রোমাঞ্চ হয়; এই রামরূপকেই বিরাড় রূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি। হে ভগবন্! যদি রামরূপকে বিরাড় রূপ ভাবনা করিয়া মনুষ্যেরা মুক্তি লাভ করিতে না পারে এবং কেবল সেই বিরাড় মুর্তি ভাবনাই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আমি রামরূপ পরিত্যাগ করিয়া মুক্তির জন্ত কেবল বিরাড় রূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, আপনার ধর্ম্মস্বার্থধারী জটাবন্ধলুভিত নবদুর্কাদেশাম রামরূপ সীতাষেষণ সময়ে বৈষ্ণব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় লক্ষ্মণের সহিত আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরিত হউক। হে রঘুনন্দন! সাক্ষাৎ সর্কচর শঙ্কর ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া সর্কধা আপনার এই রামরূপ ভাবনা করিতেছেন এবং কাশীক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণরন্ধ্রে ব্রহ্মবাণীকে রামনাম স্বরূপ তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। হে জ্ঞানকীনাথ! এই সকল কারণে আপনাকে পরম্বাদ্য বলিয়া আমি নিশ্চয় করিয়াছি, মৃতব্যক্তির

আপনার বিশ্বমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে জ্ঞানিতে পারে না। হে অধোধ্যাপতে! আপনি সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর, আপনার সৌমিত্রি-সেবিত রামরূপকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্কলোকমোহিনী মায়া বেন আমাকে আবরণ না করে।” শ্রীরাম কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি এবং স্তব বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম। বাহা বোগিগণ বহুতর তপস্বী দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন, এক্ষণে তুমি আমার সেই নিত্য পরম ধ্যামে গমন কর। হে জ্ঞানিবর! যে সকল ব্যক্তি অনুজ্ঞামনে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার কৃত স্তব পাঠ করে, অহারা ইহলোকে সর্কত্র জয়লাভ করিয়া অজ্ঞানজনিত সংসারবন্ধন পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তকালে আমাকে লাভ করে।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

### দশম অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বরাজ, শ্রীরামের নিকট বরলাভ করিয়া গমন করিবার সময় শ্রীরামকে কহিল;—হে রঘুনন্দন! ভক্তিমাগিবিধারদ শবরী নারী তাপনী আপনার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ করিয়া সম্মুখবর্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন। হে মহাঔগ! আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি সকল কথাই আপনার নিকট সবিস্তরে ব্যক্ত করিবেন। গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীরামকে এই সকল বৃত্তান্ত কহিয়া সূর্য্যমদূর্শ সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। রাম-নাম-স্মরণের এতদূর্শ ফল। অনন্তর রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত সিংহ-ব্যাত্তাদি-দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া মৃত-মন্দ-গমনে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিপরায়ণ শবরী লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে সমীপে আসিতে দেখিবারাত্র তৎক্ষণাৎ সানন্দে গাত্তোখান করিয়া শ্রীরামের পাদযুগলে পতিত হইল; এবং আনন্দাশ্রু-পূর্ণ নয়নে দ্বাগত সন্তাষণ করিয়া উত্তমাসনে উপবেশন করাইল। অনন্তর ভক্তি-সহকারে রাম-লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পাদোদক দ্বারা নিজ অঙ্গ অভিষিক্ত করিল। তৎপরে সাধরে অর্ঘ্যাদি দ্বারা স্বথাবিধি উভয়ের পূজা করিল এবং তৎপরে প্রত্যবে শ্রীরামের ভবি-ব্যৎ আশ্রম জ্ঞানিতে পারিয়া যে সকল অমৃত তুল্য ফল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীরামকে ভক্তি-

পূর্বক প্রদান করিয়া সুগন্ধ ও চন্দনমিশ্রিত নানা-  
বিধ কুহুম দ্বারা শ্রীরামের পাদ পূজনপূর্বক আতিথ্য  
করিলেন, শ্রীরামও আতিথ্য পৌকার করিয়া লক্ষ্মণের  
সহিত সেই আশ্রমে অবস্থিত করিলেন।

অনন্তর ভক্তিমতী শবরী কৃতাজ্ঞালি হইয়া  
শ্রীরামকে কহিলেন :—হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্বকালে  
এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করি-  
তেন, আমি তাঁহাদিগের শুক্রবা করতঃ বহু সহস্র  
বৎসর এখানে থাকি। ঐহাঙ্গী সম্প্রতি ব্রহ্ম-  
লোক গমন করিয়াছেন, বাইবার পূর্বে তাঁহারা  
আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, “বৎসে!  
তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই বাস কর।  
সনাতন পরম্পরায় রাক্ষসকুলের বিনাশ ও ঋষিগণের  
রক্ষার শিস্তি দশরথের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছেন; তিনি মৃত্যু এখানে আগমন করিবেন, তুমি  
স্থিরচিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর আগমন  
প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে সেই শ্রুত চিত্তকূট পর্বতের  
আশ্রমে বাস করিতেছেন। যে কাল পর্য্যন্ত ভগ-  
বান্ এখানে না আসিবেন, তাবৎকাল শরীর ধারণ  
কর, ভগবানকে সমাগত দেখিবামাত্র অনল মধ্যে  
নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিমুখাম বৈকুণ্ঠে গমন  
করবে”। হে রাম! আমি তোমার মরণমাত্র  
অবলম্বন করিয়া গুরুপদেশানুসারে তোমার আগমন  
প্রতীক্ষা করিতেছি, এক্ষণে গুরুবাক্য সফল হইল।  
হে ভগবন্! আমার গুরুগণও আপনার দর্শন  
লাভ করিতে পারেন নাই, হে অপ্রমেয়ান্বন! আমি  
অতি মুঢ়া স্ত্রীজাতি এবং নীচ কুলোদ্ভবা, আপনার  
দাসগণের—দাস, তাঁহার দাস, এইরূপ ক্রমে শত  
দোপানের পরবর্তী অনুদাসের দাসী হইতেও  
অধিকারী নহি, অতএব আপনার দর্শন আমার পক্ষে  
নিতান্ত অসম্ভব। হে দাক্ষরথ! আপনি বাস্তবের  
অগোচর পদার্থ—তবে কিরূপে আমি আজ আপ-  
নার দর্শন লাভ করিলাম! হে দেবদেব! আমি  
স্বব করিতে জানি না, কি করিব নিজগুণে আমার  
প্রতি প্রসন্ন হউন।

শ্রীরাম কহিলেন :—“স্ত্রী জাতি বা পুরুষ,  
সজ্জাতি বা অসজ্জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ, নামা,  
উত্তমাপ্রমাবলম্বী বা অধমাপ্রমাবলম্বী হউক, ভক্তি  
থাকিলেই আমার ভজন অধিকারী হইতে পারে।  
হে তাপসি! আমার দ্রাক্ষ ব্যক্তির স্বভূত, দান,  
তপস্বী ও বেদ-বিহিত-কর্ম্মাচুতান করিলেও কখন  
আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। হে ভামিনি!  
সেই হেতু মন্থকির উপায় তোমার নিকট সংক্ষেপে

বাক্য করি শ্রবণ কর।—সংসর্গ মন্থকির প্রথম উপায়  
—মচরিত-নিবন্ধ রামায়ণদি চর্চা দ্বিতীয় উপায়—  
মৃগুণ কীর্তন তৃতীয় উপায়—মচরিত-প্রকাশক  
উপনিষদ্বাখ্যা চতুর্থ উপায়—এবং অকপটে গুরুতে  
ঈশ্বর-বুদ্ধি পূর্বক আচার্য্যোপাসনা পঞ্চম উপায়—  
পবিত্র স্বভাব ও বম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার  
নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং প্রতিদিন মন্থ-  
পূজনে তৎপরতা এই কয়েকটা মন্থকির ষষ্ঠ উপায়—  
আমার মন্থোপাসনা সপ্তম উপায় এবং মন্থক জনের  
পূজা, সর্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহু বস্ততে বৈরাগ্য  
ও অন্তরিত্তির-নিগ্রহ, বাহু-ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, এই কয়ে-  
কটি অষ্টম উপায়—ব্রহ্মতত্ত্ব-নিরূপণ মন্থকির  
নবম উপায়—হে শুভলক্ষণে! স্ত্রী পুরুষ বা তির্ঘ্যগ-  
যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তি-  
সাধন সম্পন্ন হইলে—আমাতে প্রেম ভক্তি উৎপন্ন  
হইলেই, ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হয়। নিরূপণ হইলে  
তাহারা এই জন্মেই মুক্তিলাভ করিতে পারে,  
সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির প্রথম কারণ, নিশ্চয়  
জানিবে, যে সকল ব্যক্তিদিগের প্রথম ভক্তি-  
সাধন ঘটনা হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের অবশিষ্ট  
উপায়সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা  
ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিতে পারে।  
হে ভদ্রে! যেহেতু তোমার আমাতে ঐকান্তিক  
ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই হেতু আমি পরঃ এ স্থানে  
উপস্থিত হইয়া তোমার নয়নগোচর হইলাম।  
আমার এই দর্শনেই তোমার নিশ্চয় মুক্তি লাভ  
হইবে, সম্প্রতি আমার কমললোচনা সীতা কোন  
স্থানে আছেন;—প্রিয়দর্শনা! প্রিয়াকে কোন হুরাজাই  
বা হরণ করিল? শবরী কহিল;—“হে শ্রুত! হে দেব!  
হে বিশ্বভাবন! আপনি সর্বজ্ঞ—সকলই জানেন—  
তথাপি লোক-ব্যবহারনুসারী হইয়া আমাকে এ বিষয়  
যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে  
ভগবন্! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে,  
এক্ষণে সীতা লক্ষ্য অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাম!  
এই স্থানের অনতিদূরে পম্পা নামক সরোবর আছে,  
ঐ পম্পা সমীপে ঋষ্যমুক নামক মহাপর্বত—ঐ  
পর্বতে মহাবল পরাক্রম বানর-রাজ অতি ভীত  
হইয়া চারিজন মন্ত্রির সহিত বাস করিতেছেন।  
বানররাজ, স্ফোৰ্ত্ত ভ্রাতা বালি কর্তৃক পরাজিত ও  
হৃত-সর্বস্ব হইয়া তাঁহার ভয়ে ঋষি-শাপে বালির  
অগম্য ঋষ্যমুক পর্বত আশ্রয় করিয়াছেন, এক্ষণে  
আপনি সেই স্থানে গমন করিয়া বানর-রাজ স্ত্রীবেশ  
সহিত সখ্য করুন, তিনি আপনার অভিজ্ঞিত



সমস্ত কার্য সম্পাদন করিলেন : হে রঘুনন্দন ! যাবৎ কাল আমি আপনার সম্মুখে আমি প্রবেশ পূর্বক শরীর দগ্ন করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন না করি, সেই মুহূর্ত্ত কাল এ স্থানে আপনি অবস্থিত করুন। শরীর শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণান্তর আমি প্রবেশ করিয়া জ্ঞান কালের মধ্যে আবিদ্যা-জনিত সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীরামের প্রসাদে অতি দুঃখ মুক্তিলাভ করিল। তত্তবৎসল জগন্নাথ শ্রীরাম প্রসন্ন হইলে জগতে কি কোন বস্তু দুঃখ ভূত থাকে ? কি আর বলিতে হইবে, কারণ, দেখ নীচ-কুলসন্তব্য শরীর ও শ্রীরাম-প্রসাদে অতি দুঃখ মুক্তি-পদ লাভ করিল। শ্রীরামোপাসক পুণ্যাশীল প্রধান বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণেরা যে মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। যেহেতু শ্রীরামে ভক্তিই মুক্তির সাধন; হে সাধুগণ ! এই জগতে রাম-ভক্তিই মোক্ষের একমাত্র উপায়। যাহার চতুঃকমল-যুগল অর্ভাট্টসিদ্ধি-প্রদ, সেই রামকে অতি উৎকণ্ঠিতভাবে সেবা কর। হে পণ্ডিতগণ ! যাগ যজ্ঞাদি মন্ত্রকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহাদেবের জগদয়ত্ন সর্বগ শ্রামলাভ রামরূপ অনবরত ভাবনা কর।

অরণ্য-কাণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## কিক্কিঙ্কাকাগু ।

### প্রথম অধ্যায় ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন ;—অনন্তর, রাম, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ক্রমে ক্রমে গম্পা সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়া সেই সরোবর দর্শনে বিস্ময়াবিত হইলেন। তাহা এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ; অগাধ; নির্মূল-জল; প্রকৃষ্ট-পদ্মকঙ্কাল, কঙ্কাল, কুমুদ এবং কমলকুলে ভূষিত; হংস ও কারণ্ডবকুলে পরিবৃত্ত; চক্রবাক প্রভৃতি জলজপক্ষী দ্বারা শোভিত এবং জলকুকুট, টিট্টিত ও ক্রৌঞ্চদিগের কুঞ্জে প্রতিক্ষিপিত; তাহার তীর নানাবিধ কুমুদিত লতাজাল ও বিবিধ ফল-ভারনন্ম তরুগণে আবৃত; ককল-কিক্কিঙ্কগন্ধে সুবাসিত; সেই সরোবরের জল সাধু-দিগের জলয়ের স্তায় স্বচ্ছ। তথায় রাম অশ্রুজ সমভি-ব্যাহারে আচমনপূর্বক প্রমাণনোদন ও জলপান করিয়া সরসীতটের সীতল পাখে গমন করিতে লাগিলেন। জিতেন্দ্রিয়, জটায়বলধারী—সুবিক্রম রাম-লক্ষ্মণ ধনুর্কাণ-হস্তে বিবিধ বৃক্ষরাজি ও পর্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে ধ্বমুক পর্বতের পাৰ্শ্বে

গমন করিতে লাগিলেন। চারজন বানরের সহিত গিরিশিখরে অবস্থিত সুগ্ৰীব, তাঁহাদিগের দুইজনকে গমন করিতে দেখিয়া ভয়ে গিরিশিখরাগ্রে আরোহণ করিল এবং হনুমানকে বলিল;—“সখ্যে! তোমার মঙ্গল হউক; দ্বিজরূপী বটু হইয়া যাও; এই বীর দুইজন কে? জানিয়া আইস; বালিশ্রেণিত হইয়া আমাকে বধ করিতে আসিয়াছে কি না? তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের মনোগত কথা জান গিয়া। যদি বুঝ, তাহারা হুষ্টি হৃদয়, তাহা হইলে করাগ্র-দ্বারা সংক্ৰান্ত করিও; বিনয়-নম্র হইয়া এই সকল তথ্য অবগত হইও।” যে আক্সা, বলিয়া হনুমান বটুরূপে উপস্থিত হইল; এবং শ্রীরামকে প্রণাম পূর্বক বিনয়-নম্র-ভাবে বলিল;—“যুবা পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীরসম্মত আপনারা দুই জন কে? দেখিতেছি, ভাস্করযুগলের স্তায় আপনারা স্ব স্ব শরীর কাণ্ড দ্বারা দিম্বাগুল উদ্ভাসিত করিতেছেন। আপনারা দুই জন ত্রিলোকের কর্তা, ইহা আমার মনে লইতেছে; আপনারা দুই জন জগতের হেতু, জগন্ময়, প্রধান-পুরুষ; লীলাবশে মায়াবলে মনুষ্য-আকারে যেন বিচরণ করিতেছেন; পরম পুরুষ-দ্বয় ভূভার হরণ ও তত্ত পালনের জ্ঞান ক্ষত্রিয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া এখানে গমন করিতেছেন। আপ-নারা অবলীলাক্রমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে উদ্যত, স্বাধীন, সর্বপ্রবর্তক, সর্বাভ্যর্থী, স্তম্ভর মরনারায়ণ; ইহলোকে বিচরণ করিতেছেন—ইহা আমার বিশ্বাস।” শ্রীঃ, লক্ষ্মণকে বলিলেন; “এই বটুরূপীকে দর্শন কর; এই বটু, নিশ্চয়ই অনেক প্রকার শঙ্কশাস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রণয় করিয়াছে, এ ব্যক্তি অনেক কথা কহিল; কিন্তু কিছুমাত্র অপভ্রংশ কথা বলে নাই।” অনন্তর জ্ঞান-বিগ্রহ রাখব হনুমানকে বলিলেন;—“আমি দশরথনন্দন রাম, ইনি আমার অশ্রুজ লক্ষ্মণ; পিতৃ-বাক্যের গৌরব রক্ষার্থ আমি, ভাগ্য্য সীতার সহিত দণ্ডকা-রণ্যে আগত হই; হে দ্বিজ! আমি তথায় কিছুকাল থাকি। কোন রাক্ষস আমার ভাৰ্য্যা সীতাকে তথা হইতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই ভাৰ্য্যা অবেষণার্থ এখানে আসিয়াছি; তুমি কে? এবং কাহার?—বল।” বটু বলিল;—“সুগ্ৰীবনামা মহা-মতি বানর-রাজ, মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের সহিত গিরি-শিখরে অবস্থান করেন। সুগ্ৰীব, পাণ-চিত্ত বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সেই বালী ইহাকে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া ইহার ভাৰ্য্যা হরণ করিয়া লইয়াছে।—সুগ্ৰীব তাহার ভয়ে ধ্বমুক পর্বত আশ্রয় করিয়া আছেন।

হে মহামতি ! আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী ; আমি বায়ুর  
ওরসে অঞ্জনা-গর্ভে উৎপন্ন ; আমার নাম  
হনুমান । হে রঘুবর ! সেই সুগ্রীবের সহিত  
আপনার সখিত্ব করা উচিত হইতেছে । আপ-  
নার ভাৰ্য্যাপহারীকে বধ করিতে তিনি সহায় হই-  
বেন । যদি রুচি হয় ত আমুন, এখনই তাঁহার  
নিকটে গমন করি ।" শ্রীরাম বলিলেন ;—“হে কপি-  
শ্রেষ্ঠ ! আমিও তাঁহার সহিত সখ্য করিতেই  
আসিয়াছি ; সেই সখ্যারও যাহা প্রয়োজন, আমি  
নিশ্চয় তাহা সম্পাদন করিব ।” হনুমান আপন  
স্বরূপে অবস্থিত হইয়া রামকে বলিল ;—“আমার  
স্বক্ৰম্ভবে আপনারা দুইজন আরোহণ করুন,  
যেখানে সুগ্রীব, বালিকরে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে  
অবস্থিত, সেই পর্বত-শিখরে গমন করি ।” “আচ্ছা”  
বলিয়া রাম—তৎপরে লক্ষণ তদীয় স্কন্ধে আরো-  
হণ করিলেন । মহা কপি, ক্ষণমাত্রে গিরিশিখরে  
উপ্তিত হইল । রাম-লক্ষণ, কোন এক বৃক্ষ-  
চ্ছায়া আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিলেন । হনু-  
মানও সুগ্রীবের নিকট কৃতজ্ঞালি-পুটে গমন  
করিয়া কহিল ;—“রাজন ! আপনি নির্ভয় হউন ;  
শ্রীরাম-লক্ষণ আসিয়াছেন ; সত্ত্বর গত্রোখান  
করুন ; আমি রামের সহিত আপনার সখ্য-সম্বন্ধ  
স্থির করিয়াছি ; এখন অধি সাক্ষী করিয়া শৌভ্র  
তাঁহার সহিত সখ্য করুন । অনন্তর সুগ্রীব অতি  
হর্ষে রঘুবর-সমীপে আগমনপূর্বক তদীয় আসনের  
জন্ত দ্বয়ং বৃক্ষ-শাখা ছেদন করিয়া আনন্দ-পূর্বক  
তাঁহাকে পত্রসকল প্রদান করিল । হনুমান লক্ষণকে  
এবং লক্ষণ সুগ্রীবকে আসনার্থ পত্রপুঞ্জ দান করি-  
লেন । তখন-মহাচ্ছত্ত হইয়া সকলে উপবিষ্ট হই-  
লেন । লক্ষণ, শ্রীরামের আমূলবৃন্তান্ত বলিলেন ;  
বনবাস ও সীতাহরণ বৃন্তান্ত বিশেষ করিয়া বলি-  
লেন । সুগ্রীব, লক্ষণ-কথিত বাক্য শ্রবণ করিয়া  
রামকে কহিল ;—“হে রাজেশ্র ! আমি সীতাষেপ  
করিব ; রাম ! আপনি যখন শত্রু বধ করিবেন,  
তখন আপনার সাহায্যও করিব । রাম ! আমি  
যাহা কিছু দেখিয়াছি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ।  
একদা আমি মন্ত্রিগণের সহিত গিরিশিখরে বসিয়া  
আছি, এমন সময়ে দেখিলাম ;—কোন ব্যক্তি এক  
প্রমদোত্তমাকে হরণ করিয়া লইয়া বাইতেছে, ঐ বর-  
বর্ধিনী—কেবল “রাম রাম” বলিয়া আর্তনাদ করিতে-  
ছিলেন ; আমাদিগকে পর্তোপরি দেখিয়া সীয়া  
উত্তরায় বস্ত্র দ্বারা শীত্র শীত্র সেই সকল অলঙ্কার  
বন্ধন করিয়া পুনরায় অধোদশ নিরীক্ষণ পূর্বক

তাহা নিষ্কেপ করিলেন । রোহুদ্যামান্য ঐ রমণীকে  
সেই রাক্ষস হরণ করিয়া লইয়া গেল ; অজু হে !  
আমি শীত্র সেই সকল ভূষণ লইয়া গুহাতে নিষ্কেপ  
করিয়া রাখিয়াছি । এখন আপনি দেখুন ; দেখিয়া  
বুঝুন, সেই সকল অলঙ্কার আপনার কি না ? এই  
বলিয়া বানররাজ সত্ত্বর তাহা আনয়ন পূর্বক  
রামকে প্রদান করিলেন । রাম, খুলিয়া তাহা দেখি-  
লেন ; অনন্তর তৎসমস্ত বন্ধন হলে স্থাপন পূর্বক  
বারবার “হা সীতা” বলিয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ভ্রায়  
রোদন করিতে লাগিলেন । ভ্রাতা লক্ষণ, রাঘবকে  
আস্থাসিত করিয়া এই কথা বলিলেন,—“রাম  
আপনি বানররাজের সাহায্যে যুদ্ধে রাঘব বধ  
করিয়া অবিলম্বে কল্যাণী জানকীকে প্রাপ্ত হইবেন” ।  
সুগ্রীবও বলিল ;—“রাম হে ! আমি আপনার নিকট  
প্রতিজ্ঞা করিতেছি ;—সংগ্রামে রাঘব বধ করিয়া  
আপনার জানকী উদ্ধার করিয়া দিব” । অনন্তর  
হনুমান, তাঁহাদিগের উভয়ের সমীপে অধিপ্রজ্ঞালন  
পূর্বক সখ্য করিতে বলিল । তখন নিষ্কাশ সুগ্রীব ও  
রাম উভয়ে, অগ্নি-সাক্ষী থাকিতে, পরস্পর বাহুগুল  
প্রসারণপূর্বক আলিঙ্গন করিয়া “সখ্য” সম্বোধন  
করিলেন । সুগ্রীব, রঘুনাথ সমীপে উপবিষ্ট হইল ।  
প্রণয়বশতঃ রঘুনাথ সাক্ষে সীয়া বৃন্তান্ত বলিতে  
লাগিল ;—“হে মধে ! পূর্বকালে বালী যাহা  
করিয়াছিল, আমার বৃন্তান্তবশত সে সকল কথা  
শ্রবণ করুন ! একদা মায়াবী নামে পরম-দ্রুতদ ময়-  
পুত্র, কিঙ্কর্যর সমাগত হইয়া যুদ্ধের জন্ত মাহা-  
সিংহ নাদ দ্বারা বালীকে আহ্বান করিল । বালী  
তাহা সন্ধ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধ-রক্ত-নয়নে  
নির্গত হইল ; এবং তাহাকে দৃঢ়-মুষ্টিঘাত করিল ।  
মায়াবী, তাহাতে ব্যথিত হইয়া সীয়া গৃহাভিমুখে  
পলায়ন করিতে লাগিল ; বালী, সেই মায়-  
কুল মায়াবী দৈত্যকে তদীয় গুহায় প্রবিষ্ট  
হইতে দেখিয়া ক্রোধে তাহার অঙ্গুগমন করিল ;  
আমি বালীর অঙ্গুবর্তী হইলাম । অমন্তর, বালী  
আমাকে বলিল ;—“তুমি বহির্ভাগে থাক, আমি  
গুহামধ্যে প্রবেশ করি” । বাসী এই বলিয়া গুহা  
প্রবেশ করিল ; একমাগ তাহা হইতে নির্গত হইল না ।  
এক মাসের পর গুহাচার হইতে বহুতর শোণিত  
নিঃসৃত হইল ; তাহা দেখিয়া বালী নিহত হই-  
য়াছে নিশ্চয় হওয়ার দুঃখিত ও সন্তপ্তচিত্ত হইলাম ।  
অনন্তর গুহাচারে এক প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া  
গৃহে আসিলাম । অনন্তর বলিলাম ; বালীর  
মৃত্যু হইয়াছে ; একজন রাক্ষস, গুহার অভ্যন্তরে

তাঁহাকে নিহত করিয়াছে। তাহা শুনিয়া সকলেই  
 দুঃখিত হইল। তখন বানর-মন্ত্ৰিগণসকলে, আমি  
 অনিচ্ছক হইলেও আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত  
 করিলেন। হে রিশূদ্রমন্! তখন আমি কিছুকাল  
 রাজ্য শাসন করিলাম। অনন্তর বালী আমিয়া  
 সক্রোধে আমাকে কটুবাক্য বলিতে লাগিল; এবং  
 অনেক প্রকার ভৎসনা করিয়া আমাকে মুষ্টিাঘাত  
 করিল। অনন্তর আমি নগর হইতে পলায়ন করিলাম;  
 সাতিশয় ভয়ে সমস্ত লোক ভ্রমণ করিয়া অবশেষে  
 ঋষ্যমুক আশ্রয় করিয়াছি। প্রভু হে! ঋষি-শাপ-  
 ভয়ে, বালী, এই পর্বতে আইসে না। সেই মুচ-  
 সুক্তি বালী, তদবধি আমার ভাৰ্য্যা আপনি ভোগ  
 করিতেছে। এইরূপে আমি হৃতদার ও হৃতশ্রয়  
 হইয়া দুঃখ-দস্তাবে এখানে বাস করিতেছি; আপ-  
 নার শ্রীচরণ-সংস্পর্শে আজ আমি সুখী হইলাম।  
 কমনশোচন রাম, বন্ধুদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া তখন  
 সুগ্রীবসম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন; “তোমার  
 ভাৰ্য্যাপহারী হেন্য ব্যক্তিকে অচিরে নিহত করিব।  
 সুগ্রীবও বলিল;—“রাজেশ্বর! বালী—সকল বল-  
 বানু অপেক্ষা অধিক বলশালী; দেবগণেরও হু-  
 ক্রমণীয়; সেই বীরবরকে আপনি কিরূপে বধ করি-  
 বেন? হে বলিশ্রেষ্ঠ! শুধুন;—আপনার নিকটে  
 তাহার বলের কথা কিছু বলিব। রাম। একদা  
 মহাকায় মহাবল হনুভি নামে দৈত্য, প্রকাণ্ড মহিষ-  
 রূপ ধারণপূর্বক কিল্কিয়া গমন করে। সেই ভীষণ  
 দৈত্য, রাতিকালে বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে;  
 পরম কোপন বালী তৎ-প্রবলে অধীর হইয়া শূঙ্গঘর  
 গ্রহণপূর্বক মহিষকে ভুতলে নিপাতিত করিল।  
 এবং তদীয় শরীর, পাদদ্বারা চাপিয়া দুই হস্তে  
 হাঁহার বিপুল মস্তক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ছিঁড়িয়া  
 ফেলিল; এবং তোলা করিয়া ভুতলে নিক্ষেপ  
 করিল। রাম! তদীয় মস্তক মাতঙ্গ মুনির আশ্রম-  
 সন্নিধানে নিপতিত হয়। একযোজন উচ্চে উঠিয়া  
 ওখা হইতে মুনিবরের আশ্রম মণ্ডলে পতিত হই-  
 য়াছিল। উচ্ছোখিত ছিন্ন মস্তক হইতে অতিশয়  
 রক্ত বর্ষণ হইয়াছিল, মাতঙ্গ মুনি তাহা দেখিয়া  
 অতি ক্রোধে বালীকে বলেন;—“হাঁহার পর আর  
 যদি তুই আমার এই পর্বতে আসিস; তাহা  
 হইলে ভগ্ন-মস্তক হইয়া মৃত্যু মুখে নিপতিত হইবি,  
 সন্দেহ নাই।” এইরূপ শাপগ্রস্ত হওয়া পর্য্যন্ত—  
 আর, সে ঋষ্যমুকে আগমন করে না। ইহা জানিয়া  
 আমিও নির্ভয়ভাবে এখানে বাস করিতেছি। রাম!  
 ঐ দেখুন;—সেই হনুভি দানবের পর্বত-প্রমাণ

মস্তক; যদি আপনি তাহা ছুড়িয়া ফেলিতে সমর্থ  
 হন; তাহা হইলে বালীকে বধ করিতে পারিবেন  
 বলিয়া বিশ্বাস হইবে” এই বলিয়া পর্বত প্রমাণ  
 সেই মস্তক দেখাইল। রাম, তাহা দেখিয়া ঐবৎ  
 হাস্য করত চরণের অঙ্কুষ্ঠ দ্বারা তাহা দশযোজন  
 দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন; তখন তাহা সকলের  
 আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। মন্ত্ৰিগণসহ  
 সুগ্রীব তাঁহাকে “সাদু সাদু” বলিল; সুগ্রীব, ভক্ত-  
 বৎসল রামকে পুনরায় কহিল;—“রঘুবর!  
 দেখুন; এই মহাসার সপ্ততাল তরু; বালী—  
 এক একটা করিয়া এই সকল বৃক্ষ অনায়াসে চাণিত  
 করিয়া সম্পূর্ণরূপে পত্রশূন্য করে। যদি আপনি এই  
 সকল বৃক্ষ একবাণে বিদ্ধ করিয়া ছিঁড় করিতে  
 পারেন; তাহা হইলে আপনি বালীবধ করিয়াছেন,  
 আমার এইরূপ বিশ্বাস হয়। রাম “আচ্ছা” বলিয়া  
 শরায়ন গ্রহণপূর্বক তাহাতে শর-যোজনা কবি-  
 লেন। তখন, মহাবল রাম, সপ্ততালতরু ভেদ  
 করিলেন। শ্রীরাম-শরে সপ্ততালতরু, পর্বত এবং  
 ভূমি ভেদ করিয়া পুনরাগমনপূর্বক পূর্ববৎ রাম-  
 ভূমিরে অবস্থিত হইল। তখন সুগ্রীব অতি হর্ষে ও  
 অতি বিষয়ে রামকে বলিল;—“হে দেব! তুমি  
 ত্রিলোকের নাথ পরমাত্মা;—সন্দেহ নাই; আমার  
 পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য-পুঞ্জ-কলে আজ তুমি আমার  
 সহিত মিলিত হইয়াছ। মহাত্মগণ, সংসার নিব-  
 ত্তির জন্ত তোমাকে ভজনা করেন। মোক্ষমহার  
 তোমাকে পাইয়া আমি সংসারবন্ধন প্রার্থনা করি-  
 তেছি কেন? পুত্র, দার, রাজধন—সকলই তোমার  
 মায়ামূলক; অতএব হে দেবদেবেশ! আমি অস্ত  
 আকঙ্কাকরি না; আমার প্রতি প্রেমসহ হও;  
 হে সতপতি! মুক্তিকার জন্ত তুমি-খনন-কারী  
 ব্যক্তির পক্ষে ভুগর্ভ-প্রোথিত ধন রাশির স্রায়  
 অত্যন্ত ভাগ্যবলে আজ আমি আনন্দাত্তভব-ধরূপ  
 তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ আনাদিগের  
 অনাদি অবিদ্যাসমুত বন্ধন ছিন্ন হইল। প্রভু  
 হে! বজ্র, দান, তপস্তা এবং ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি  
 কর্ণেও এই সংসার বন্ধন বিদীর্ণ হয় না; প্রভূত,  
 হৃদতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আপনার শ্রীচরণ-দর্শনে  
 তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়; সন্দেহ নাই। যাহার  
 হৃদয় ক্ষণাঙ্কও তোমাতে স্থিরভাবে অবস্থান করে,  
 সকল অনর্থের মূল, তাহার অজ্ঞান তৎক্ষণাৎ নষ্ট  
 হইয়া যায়। অতএব, হে রাম! আমার মন সর্বদা  
 যেন তোমাতেই থাকে; অস্ত্র নহে। যাহার বাক্য  
 ক্ষণকালও রাম রাম বলিয়া মধুর পান করে, সে

ব্যক্তি ব্রহ্মবাভী বা সুরাপারী হইলেও সকল পাপ-রাশি হইতে মুক্ত হয়। রাম হে! আমি শত্রু জয় কামনা করি না; পত্নী বা সুবাদি প্রার্থনা করি না; বাহার দ্বারা বন্ধন মোচন হয়, তোমার প্রতি এইরূপ প্রগাঢ় ভক্তি সর্বদা প্রার্থনা করি। রঘুবর! তোমার মায়া আমাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমি তোমারই অংশ (জীব,—পরমাত্মার অংশ)। তুমি স্বীয় শ্রীচরণে আমার ভক্তি উৎপাদন করিয়া আমাকে সংসার, শূন্য হইতে পরিত্রাণ কর। তোমার মায়াযোগে চিত্ত আবৃত থাকিতে পূর্বে আমার শত্রু, মিত্র, উদাসীন ছিল; কিন্তু রাখব হে! আজ ভবদীয় শ্রীচরণ-দর্শনেই সকলই আমার পক্ষে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে,—মিত্রই বা কোথায়? শত্রুই বা কোথায়? জীব, বতদিন তোমার মায়া দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তত দিনই গুণ-বিশেষের সংসর্গ থাকে। যত দিন গুণ-সঙ্গ থাকে, তত দিনই পার্থক্য জ্ঞান থাকে; নতুবা থাকে না। অজ্ঞানবশতঃ যত দিন পার্থক্য বোধ থাকে, তত দিন মৃত্যু-ভয় থাকে। অতএব যে ব্যক্তি অবিন্যাস বশবর্তী, সে গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। এই সমস্ত স্ত্রীপুত্রাদি-বন্ধনের মূল—মায়া। অতএব হে রঘুত্তম! তোমার দাসী সেই মায়াকে তুমি অপসারিত কর। প্রার্থনা করি—আমার চিত্ত-বৃত্তি যেন তোমার পাদপদ্মে আসক্ত থাকে; আমার বাকা যেন তোমার নাম কীর্তনে নিয়ত থাকে, আমার করযুগল, যেন তোমার ভক্তগণের সেবা করিতে নিবৃত্ত থাকে; আমার অঙ্গ, যেন তোমার অঙ্গ-সংসর্গ লাভ করে; নয়নযুগল, যেন তোমার মूर्তি, তোমার ভক্ত বুল এবং আমার গুরুকে নিরন্তর অবলোকন করে; কর্ণ, যেন তোমার অবতার-চরিত্র-কথা শ্রবণ করে; আমার পদদ্বয় যেন সর্বদা তোমার মন্দিরে গমন করে; হে গরুড়কজ! মদীয় অঙ্গসকল যেন তোমার পদধূলিরূপ তীর্থনিচয় ধারণ করে; এবং হে রাম! আমার মস্তক, নিরন্তর যেন শিব-বিরিঞ্চি-প্রভৃতি-সেবিত ভবদীয় শ্রীচরণ-প্রণামে তৎপর থাকে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুগ্রীব, তাঁহার শরীর আলিঙ্গনে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, ইহা সুগ্রীবের কথাবার্তার সুশ্রীয়া স্নম কার্যসিদ্ধির জন্য সুগ্রীবের মোহ-কর

মায়াজাল বিস্তার করত ঐবৎ হস্ত সহকারে এই কথা বলিলেন;—“সখে! আমার প্রতি তুমি বাহা বলিলে, তাহা সত্যই বটে;—সন্দেহ নাই; কিন্তু শোকে আমার বলিবে “রঘুনন্দন, অধি-সাক্ষী সত্য করিয়া বানর-রাজের কি উপকার করিলেন”, আমার এইরূপ লোকনিশ্চয় হইবে; সন্দেহ নাই। অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান করিয়া। তাহাকে এক বাণে হত্যা করিয়া তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিব।” সুগ্রীব “যে আজ্ঞা” বলিয়া ক্রত-গতি কিক্কিঙ্কায় উপবনে গমন পূর্বক অত্যন্ত প্রতিশ্রুতি-জনক শব্দ করিয়া স্পর্ধা সহকারে বালীকে আহ্বান করিল। বালী, ভ্রাতার শব্দ শুনিয়া রোব-কবায়িত-লোচনে সত্ত্বর গৃহ হইতে সুগ্রীব যথায় অবস্থিত ছিল, তদভিমুখে নিষ্ক্রান্ত হইল। আগত-মাত্রেই সুগ্রীব তাহার বক্ষস্থলে আঘাত করিল; বালীও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সুগ্রীবকে মুষ্টিধ্বংস দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল; আবার সুগ্রীব তাহাকে; এইরূপে—ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিতে লাগিল রাম তাহা-দিগের সমান রূপ দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন; এবং সুগ্রীব-বধাশঙ্কার তখন শর নিক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর সুগ্রীব রক্ত বমন করত ভয়াকুল ভাবে পলায়ন করিয়া আসিল; বালী নিজগৃহে প্রতিগমন করিল। সুগ্রীব রামকে কহিতে লাগিল, রাম! শত্রুরূপী ভ্রাতার হস্তে আমাকে হত্যা করা-ইবে কেন? যদি আমাকে শব্দ করিতে একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, শ্রেয় হে! তুমি নিজেই আমাকে বধ কর। হে শরণাগতবৎসল সত্যবাদী রঘুবর! আমার এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া এখন আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কি জঙ্ঘ? সুগ্রীবের কথা শুনিয়া রাম, অশ্রু-পূর্বনয়নে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—“তুমি ভয় পাইও না, তোমাঙ্গিগের চূই-জনের সমান আকার দেখিয়া মিত্র-হত্যা-শঙ্কায় শর নিক্ষেপ করি নাই; ভ্রম-নিবৃত্তির জঙ্ঘ এখনই তোমার চিহ্ন করিয়া দিতেছি; এইবার গিয়া শত্রুকে পুনরায় আহ্বান কর, বালীকে অচিরে নিহত দেখিবে। ভাই! আমি রাম, তোমার দিব্য করিতেছি, ক্ষণমধ্যে বধ করিব।” রাম সুগ্রীবকে এইরূপে আশাসিত করিয়া লক্ষণকে বলিলেন;—“হে মহাতপ! সুগ্রীবের গলদেশে প্রকৃত্ত কুসুম-মালা পরাইয়া তাহাকে বালীর প্রতিকূলে পাঠাইয়া দেও।” লক্ষণ—তখন মালা পরাইয়া “বাও যাও,” বলিয়া সামনে সুগ্রীবকে পাঠাইয়া দিলেন। সুগ্রীবও গিয়া তাহাই করিল।

অৰ্ধাৎ পুনরপি অদ্বৃত শব্দ করিয়া বালীকে আহ্বান করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বালী তাহা শুনিয়া বিশ্বয় ও ক্রোধে বন্ধুপরিকর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্ভোগ করিল।

অনন্তর তারা স্বামীর কর ধারণপূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধে বাইতে নিবেদন করিয়া কহিল;—“হে নাথ! তুমি যুদ্ধ করিতে গমন করিও না, আমার অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু সুগ্রীব এই যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া গিয়াছিল, আবার সম্ভব আমিও উপস্থিত হইল। নিশ্চয়ই তাহার কোন প্রবল সহায় আসিয়াছে।” অনন্তর বালী তারাকে কহিল;—“হে যুদ্ধ! তুমি সুগ্রীবের প্রতি আশঙ্কা করিও না, হে প্রিয়ে! এক্ষণে আমার কর পরিত্যাগ করিয়া গমন কর, আমিও গমন করি, শত্রু-বধ করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব; কোন ব্যক্তি সেই হুরাস্বার সহায়তা করিবে? আর যদি কেহ তাহার সহায়তাই করে, তাহা হইলে লক্ষণকাল মধ্যে উভয়কে নষ্ট করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। হে সুন্দরি! বীর পুরুষেরা শত্রু কর্তৃক আহৃত হইয়া কখন কি গৃহে অবস্থান করিতে পারে? অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর, শীঘ্র শত্রু বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব।”

তারা কহিল;—“হে রাজক্সে! আমার অস্ত্র কিছু বক্তব্য আছে, প্রণয় করিয়া বাহা উচিত হয় করণ। পুত্র অঙ্গদ যুগ্মা করিতে গিয়া এই কথা শুনিয়াছে—যে অবোধ্যাধিপতি দশরথাস্বল্প শ্রীমান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ স্নাতা লক্ষণ ও নিজ ভাষা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রামস্বাসাধিপতি রাবণ তাঁহার ভাষা সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে লক্ষণ সমভিব্যাহারে সেই রাম জানকীকে অবেষণ করত ধ্বংসমূক পর্বতে আসিয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুগ্রীব তাঁহার সহিত অধিসাধিক সখা করিয়াছেন। রাম ও লক্ষণ প্রতিজ্ঞাপূর্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে, সমরে বালীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে রাজ্য করিব। তাঁহারা পরস্পরের সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছেন। আমার নিশ্চিত বাক্য শুন; নতুবা সুগ্রীব ইতিপূর্বে পরাজিত হইয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থে কেন আসিবে? হে মহারাজ! আমার বাক্যানুসারে বৈর পরিত্যাগ-পূর্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং শ্রীমামের শরণাগত হও। হে কপীন্দ্র! আমি, অঙ্গদ, রাজ্য ও বৎস—এই সমস্ত রক্ষা কর।” অঙ্গপূর্ণমুখী তারা বিনয় বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পাদযুগলে পতিত হইল। অনন্তর নিজ

হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ভয়বিহ্বলান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিল। তখন বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া স্নেহ বচনে কহিল;—“প্রিয়ে! তুমি স্ত্রী জাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোন ভয় নাই, শত্রু শ্রীমান যদি লক্ষণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার বন্ধু হইবে, সন্দেহ নাই। হে অনবধে! আমি পূর্বে শুনিয়াছি যে, সাক্ষাৎ অধিল ব্রহ্মাণ্ডপতি নারায়ণ ভূভার-হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরমাশ্রা রামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই। হে সাদ্বিক! আমি তাঁহার চরণ-কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিব; এই ভক্তিগত্যা হুরেখর ভক্তজনের মনোরথ-পুরুক। যদি সুগ্রীব অসহায় অবস্থায় আসিয়া থাকে, তাহা হইলে লক্ষণকালের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া যে যৌব রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বলিয়াছ—হে প্রিয়ে! শুভলক্ষণে! সর্বলোক-সমাজে আমি শুর বগিয়া বিখ্যাত; এক্ষণে শত্রু কর্তৃক সূদার্ব আহৃত হইয়া নিতান্ত ভয়শূচক সেই কথা বালী বিরূপে বলিবে? হে সুন্দরি! অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর, আমি সূদার্ব গমন করি। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ-নয়না তারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সুগ্রীব-বধের জন্ম উদ্ভোগী হইয়া গমন করিল। পুষ্প-মালা-শোভিত ভীম পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের স্তায় লক্ষ্য প্রদান পূর্বক মৃষ্টি দ্বারা তাড়না করিল, বালীও সুগ্রীবকে, সুগ্রীব বালীকে, বালী সুগ্রীবকে, সেইরূপ প্রহার করিতে লাগিল। সুগ্রীব যুদ্ধস্থলে মধ্যে মধ্যে শ্রীমামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপশালী শ্রীমামচন্দ্র ভূধীর হইতে একটা ত্রিলম্বাণ গ্রহণ করিয়া নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন। অনন্তর বৃক্ষসমূহের অস্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত মহাবল রাম বালীকে অবলোকনপূর্বক উহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া ত্রি বজ্রত্বা মহাবেগ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। সেই বাণ বালীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। বালী মহাশব্দে স্বেৎ লাকাইয়া তৎক্ষণাৎ মেদিনী কম্পিত করত ভূতলে নিপতিত হইল। তখন বালী মুহূর্ত্ত কাল জচেতন থাকিয়া পরে সংজ্ঞালাভ করিবামাত্র সম্মুখে দেখিল;—জটামুষ্টিধারী বিশাল-বক্ষঃস্থলে দোতুল্যমান বনমালা দ্বারা অলঙ্কৃত টীরবসন-পরিধান আজালুদ্বিত

মনোহর-শীনবাহ নবদুর্কা-দল-শ্রাম রাজীবলোচন রাম, বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতেছে ;— দেখিয়া বালী শ্রীরামকে নিলা করিয়া মুহু বচনে কহিল, “হে রাম ! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে নষ্ট করিলে ? তুমি রাজধর্ম না জানিয়া এইরূপ গহিত কর্ম করিয়াছ। হে রাম ! বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত হইয়া আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে—চোরের ছায় মুছ করিয়া কি যশোলাভ করিতে পারিবে ? তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান বিশেষতঃ মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যদি আমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে তখন তাহার ফল পাইতে। সুগ্রীবই বা তোমার কি করিয়াছে ? আমিই বা কি করি নাই ? অহে রাম ! শুনিয়াছি বটে মহারণ্য-মধ্যে রাবণ তোমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছ। হায় ! হায় ! তুমি আমার লোক-বিখ্যাত বীর্য জান না ? রাবণ ! আমি যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে মুহূর্ত্তক্ক্ষেত্রে রাবণকে সংশ্লেষে বন্ধ করিয়া লক্ষ্যের সহিত এস্থানে আনয়ন করিতে পারি। হে রঘুনন্দন ! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত ; বল দেখি ব্যাধের ছায় গুপ্ত ভাবে বানর বধ করিয়া কি ধর্ম্ম লাভ করিবে ? বানর-মাংস অভক্ষ্য, আমাকে বধ করিয়া কি করিবে ?” বালী এই-রূপে বহুতর ভৎসনা করিলে শ্রীরাম কহিলেন ;— “হে বানরেন্দ্র ! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম শরাসন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি, অধর্ম্মকারী ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া ধর্ম্মিক-ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই আমার কার্য্য। হে কপীন্দ্র ! কন্ডা, ভগিনী, ভাঙ্ক-জায়া ও পুত্রবধু, ইহার সকলেই সমান, এই চারি-দিক্‌র মধ্যে যে কোন একটাতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী, রাজগণের বধ্য ইহা নিশ্চয় জানিবে। হে বনচর ! তুমিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছ, এই হেতু ধর্ম্মশাস্ত্রানু-সারে তোমাকে নষ্ট করিলাম। তুমি বানর জাতি বলিয়া কিছুই জাননা—মহাঘ্যস্তিরা নিষ্কপদ-সঞ্চারে জগৎ পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করেন ; অতএব তাহাদিগের কার্য্যে নিলা করিতে নাই।” বালী তাহা শুনিবামাত্র শ্রীরামকে সনাতন বিহু জানিয়া অতি ভীত হইল ; অনন্তর প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিল ;—“রাম ! রাম ! হে মহা-তাপ ! এক্ষণে আপনাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিলাম,

ই।তপূর্ব্বক অজ্ঞানবশতঃ আপনাকে যে কিছু বল-  
রাছি, তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। আপনার দর্শন  
যোগিগণেরও দুর্ভাগ্য, কিন্তু আমি আপনার শরাসনে  
বিশেষতঃ আপনারই সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতেছি।  
হে রাম ! মরণ-সময়ে অবশেষের হইয়া বাহার নাম  
গ্রহণ করিলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধাম গমন হয়—সেই  
আপনি আজ আমার মরণ-সময়ে সম্মুখে অবস্থিত।  
হে দেব ! আপনি পরম পুরুষ, রাবণ বার্থ্য ব্রহ্মা-  
কর্ত্ত্বক প্রার্থিত হইয়া তুতল জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ;  
জানকীও সাক্ষ্যে লক্ষ্মী ইহা অবগত হইয়াছি। এক্ষণে  
অনুগ্রহা করুন ;—আমি আপনার উত্তম ধামে গমন  
করি এবং আমার তুল্য বলশালী অঙ্গদের প্রতি কৃপা-  
দৃষ্টি করুন। হে দ্বাপরধে ! আপনি স্বয়ং করকমল  
দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার  
করুন।” শ্রীরাম “তথাস্থ” বলিয়া তাহার হৃদয়  
হইতে স্বয়ং শল্য উদ্ধারকরত করতল দ্বারা স্পর্শ  
করিলেন, বানর-রাজও বানর-দেহ পরিভ্যাগ করিয়া  
কর্ণকাল মধ্যে অমরেন্দ্র-দেহ ধারণ করিলেন। রাম-  
শর-স্পীড়িত বালী রঘুনাথের সুখজনক শীতল কর  
স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানর-দেহ পারিত্যাগ পূর্ব্বক পরম  
হংসগণের দুর্ভাগ্য, ভ্রাতৃগণের অবশ্য-প্রাপ্য দেহ  
পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

### তৃতীয় অধ্যায়।

বানরেন্দ্র বালী পরমাশ্রা শ্রীরামের হস্তে মনুরে  
নিহত হইলে তাঁহার অহুচর বানরগণ সকলে ভয়া-  
কুলিত চিত্তে কিক্কিয়ার পলায়ন করিয়া তারাকে  
কহিল ;—“হে মহাতাপে ! মহারাজ বালী রণক্ষেত্রে  
নিহত হইয়াছেন—আপনি এক্ষণে কুমার অঙ্গদকে  
রক্ষা করুন ও মন্ত্রিগণকে আদেশ করুন, আমরা  
চতুর্দিকের কপাট বন্ধ করিয়া এই নগরী রক্ষা  
করিব। হে ভামিনি ! অঙ্গদকে বানরগণের রাজা  
করুন।” এইরূপে তারা বালীর নিধনবার্ত্তা-শ্রবণে  
শোকে মুচ্ছিত হইয়া বারংবার মস্তকে ও বক্ষঃ-  
স্থলে করাঘাত কারতে লাগিল। “অঙ্গদে—রাজ্যে—  
নগরে—বা ধনে আমার প্রয়োজন কি ? এক্ষ-  
ণেই আমি পতির সছনুতা হইব ;” এই বলিয়া  
আনুলায়িতকেশা রোক্ষদ্যমানা তারা বধায় স্বামী-  
দেহ নিপতিত ছিল, তদ্বার শোকাহুলাসঃকরণে মত্তর  
গমন করিল ; এবং দ্বিগুদ্বিগুত ও শোভিত-মিচ্ছ বালী-  
শরীর দর্শন করিয়া, “হা নাথ ! হা নাথ !” বলিয়া

রোদন করত তাহার চরণদ্বয়ে নিপতিত হইল । কক্ষণ-পরিদেবিনী তারার মননমনকে অবলোকন করিয়া কহিল ;—“রাম ! তুমি যে বাণ দ্বারা বালীকে নিহত করিয়াছ, সেই বাণ দ্বারা আমাকেও বিনষ্ট কর । আমি শীঘ্র পতি সম্মিথানে গমন করিব । পতি আমাকে কামনা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন ! আমা বিনা স্বর্গেও তাঁহার স্থখ নাই । হে অনন্য ! পত্নী-বিরোগ-জনিত হুঃখ তুমি স্বয়ং অমৃতভব করিতেছ—শীঘ্র আমাকে বালীর নিকট প্রেরণ কর, তাহা হইলে তুমি পত্নী-দান-জনিত ফল লাভ করিবে” । অনন্তর সুগ্রীবের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিল ;—“হে সুগ্রীব ! এক্ষণে তুমি বালি-স্বাতী রামচন্দ্রের প্রদত্ত নিকটক রাজ্য ও নিজ পত্নী রুমার সহিত পরম স্থখ ভোগ কর” । মহামনা রামচন্দ্র এইরূপ বিলাপ-পরায়ণ তারাকে সদয়ভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । শ্রীরাম কহিলেন ;—“হে ভীকর ! তুমি অশোচনীয় পতির নিমিত্ত বৃথা শোক করিতেছ কেন ? যথার্থ বল দেখি, রণভূমিশরিত দেহ কিংবা জীব উভয়ের মধ্যে কাহাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়াছ ? যদি দেখকে পতি বল, তাহা হইলে শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু তাহা ত্বকু মাংস রুধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত । পক্ষ-ভূতাস্তক, কাল অদৃষ্ট ও মরাদি গুণবোধে উৎপন্ন জড়দেহ-অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে । যদি জীবা-স্বাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলেও শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু জীব নিরাময়—তাহার জন্ম মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই । জীব, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, বা, স্ত্রী নহেন, তিনি সর্বত্রগ, অব্যয় একমাত্র, অধিতীয় এবং আকাশবৎ নিলেপ ; তিনি নিত্য ; শুষ্ক ; জ্ঞানময় ; তাঁহার নিমিত্ত শোক করিতেছ কেন ?” তারা কহিল ;—“হে রাম ! যদি এই দেহ কাষ্ঠের স্তায় অচেতন এবং জীবাশ্মা জ্ঞানময় নিত্যপদার্থ তবে রাম ! স্থখ হুঃখাদি ভোগ কাহার হয় ; বল ।

শ্রীরাম কহিলেন ;—“যাবৎ অবিবেকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত অহঙ্কার সম্বন্ধ থাকে, তাবৎ পর্য্যন্তই জীবাশ্মার হুঃখ হুঃখাদি ভোগ হয় । হে মুক্লি ! মল্লযোরা বিষয়-ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিত্তিত বিষয়ের মিত্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ স্বপ্নাবস্থায় ঐ অলীক বস্তু হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না ; কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিবেক-শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয় ; সেইরূপ জীব দেহাভিমানাবস্থায়

মিত্যা সংসার আরোপ করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না । জীবাশ্মা অনাদি-অবিদ্যা-সম্বন্ধ-বলে দেহাভিমানী হইয়া রাগ ঘেঘাদি সঙ্কল মিত্যা সংসারে আবদ্ধ হন । হে শুভে ! অন্তঃকরণই সংসারের কারণ ; অন্তঃকরণই বন্ধহেতু ; জীবাশ্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া অন্তঃকরণ-বর্ধক স্থখ হুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন । যেমন স্ফটিক মণি, স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলঙ্কারাদির সান্নিধ্যে সেই-সেই-বর্ণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয় ; কিন্তু সে বর্ণ তাহার বাস্তবিক নহে, সেইরূপ বিগুহ আশ্মা, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদির সান্নিহিত হওয়াতে লোকে জোর করিয়া তাঁহাকে সংসারী মনে করে । আশ্মা, নিজের অনুমাণক-অন্তঃকরণ-সম্বন্ধ-বশতঃ অবিবেকী হইয়া অন্তঃকরণ-জন্ম বিষয়াদি ভোগ করতঃ অন্তঃকরণ-গুণে আবদ্ধ হওয়াতে অবশভাবে সংসার-বদ্ধ হইয়া থাকেন । আদৌ জীবাশ্মা রাগ-দেহাদিরূপ অন্তঃকরণ-গুণ লাভ করিয়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—বিবিধ কর্ম করেন, তদনুসারে উত্তম মধ্যম অধম গতি লাভ হয় । জীব খণ্ড-প্রলয় পর্য্যন্ত এইরূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড-প্রলয়-সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া অনাদি-অবিদ্যায় লীন হইয়া থাকেন ; পুনর্বার সৃষ্টিকালে পূর্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হন ; বারংবার এইরূপে জীবাশ্মা অবশভাবে কুলাল চক্রের স্তায় ভ্রমণ করিতেছেন । যে সময় জীব পূর্নকৃত পুণ্যবলে মনস্ত শাস্ত-প্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কালে আমাতে ভক্তি এবং আমার লীলা-শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন ; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অন্যায়সে স্বরূপ-বিজ্ঞান হয়, তখন গুরুর শ্রমাদে “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যার্থ জ্ঞান হওয়ায় নিদি-ধ্যাসন বলে ক্রমমধ্যে আশ্মাকে—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন সত্য আনন্দময় জ্ঞান করিয়া সদ্যই মুক্তি লাভ করেন, আমি বাহা বলিলাম তাহা সত্য । যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার কথিত বাক্য অনবরত মনে মনে আলোচনা করে, তাহাকে সংসার-হুঃখ কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না ; তুমিও আমার কথিত বাক্য সকল বিগুহ-চিত্তে আলোচনা কর ; তাহা হইলে আর হুঃখ-রাশি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কর্ণ-বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে । হে মুক্লি ! হে শুভে ! পূর্বকন্মে তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তি করিয়াছিলে, সেই কারণে তোমাকে

মুক্ত করিবার জন্য রামরূপে দর্শন দিলাম । অনবরত মদীয় রূপ ধ্যান করতঃ আমার উপদেশ আলোচনা কর, তাহা হইলে যথা উপস্থিত কার্য-সকল করিবাও সংসারে নিপু হইবে না" । তারা অতিবিশ্বাস-সহকারে শ্রীরামের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেখাভিমান-জনিত শোক-পরিত্যাগপূর্বক রঘুনন্দনকে প্রণাম করিল এবং আত্মাহুতবে সজ্জ হইয়া জীব-মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইল । শ্রীরাম-ক্ষণকাল-মধ্যে তারার অনাদি সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও জীবমুক্ত করিলেন ; মহাত্মা সুগ্রীবও শ্রীরাম-মুখ-বিনির্গত সত্রুপদেশ-বাক্য শ্রবণানন্তর অজ্ঞান-রাশি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থচিত্ত হইল । অনন্তর রামচন্দ্র বানর-পুঙ্গব সুগ্রীবকে কহিলেন ;— "সখে ! জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালির যথোচিত পারলৌকিক কার্য তদীয় পুত্রদ্বারা যথাবিধি সম্পাদন কর । সুগ্রীব "যে আজ্ঞা", বলিয়া কতিপয় প্রধান বানর দ্বারা রাজোচিত-উপচার-যোগে বালীর মৃত দেহ বহন করাইয়া পুষ্পক-সদৃশ বিমানে সংস্থাপন করাইল । ভৈরী ও হনুভিক্ষণি হইতে লাগিল । সুগ্রীব— ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রীগণ, যুধপতি-বানরগণ, পুর-বাসিগণ, তারা ও অঙ্গদ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া শান্তাহুসারে যত্নপূর্বক মৃতদেহ-সংস্কারাদি কার্য করাইল । অনন্তর সুগ্রীব রান করিয়া কতিপয় মন্ত্রির সহিত শ্রীরামচরণে প্রণামপূর্বক ছুট-চিত্তে কহিল ;— "হে রাজেন্দ্র ! তুমিই এই সমুদ্র-সম্পন্ন বানর-রাজ্য শাসন কর, আমি লক্ষ্মণের জায় চিরকাল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিব ।" এই-রূপ কথিত হইয়া রাম ঐযৎহাস্ত সহকারে কহিলেন ;— "সখে ! তুমি আমা হইতে অভিন্ন ; মন্দেহ নাই, অতএব শীঘ্র গমন করিয়া আমার আজ্ঞাহুসারে কিঙ্কিয়া-নগরে রাজ্যের আধিপত্যে আত্মাকে অভিষেচিত কর । সখে ! আমি চতুর্দশ বৎসরকাল নগর প্রবেশ করিব না ; আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ, তোমার নগরে গমন করিবে । সখে ! তুমি অঙ্গদকে সমাদরপূর্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে, আমি লক্ষ্মণের সহিত নিকটবর্তী পর্বতশিখরে একবৎসরকাল বাস করিব, তুমি এই বৎসরকাল সময় নগর মধ্যে অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ সীতাষেষণে যত্নবান হইবে ।" অনন্তর সুগ্রীব শ্রীরামের চরণযুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিল ;— "হে দেব ! আপনি বেরূপ আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব", অনন্তর রামের অনুমতি-ক্রমে সুগ্রীব, লক্ষ্মণের সহিত কিঙ্কিয়া নগরে গমন

করিয়া শ্রীরামের আদেশানুরূপ সকল কার্য নির্বাহ করিল । তথায় মহাবীর লক্ষ্মণ, সুগ্রীবকর্তৃক যথোচিতভাবে পূজিত হইয়া শ্রীরাম-সম্মিধানে আগমন-পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । অনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে প্রবর্ষণ নামক পর্বতের অতি বিস্তৃত উচ্চ শিখরে গমন করিলেন । শ্রীরাম, সেই স্থানে দেখিলেন, ক্ষটিক-মণিময় প্রভাসম্পন্ন বৃষ্টি-বাহু-আতপ-নিবারণ একটা গহ্বর ;— তাহার নিকটে কল মূলও পাওয়া যায় দেখিয়া লক্ষ্মণের সহিত ঐ গহ্বরে বাস করিতে বাসনা করিলেন । রঘুনন্দন বিবিধ সুচক্র ফল-মূল-পুষ্প-মুক্তা-সদৃশ-নির্মল-জল-পূর্ণ সরোবর ও নয়নানন্দবর্ধন বিচিত্র বর্ণ পদ্মিণ-শোভিত পর্বতে অবস্থিতি করিলেন ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

রাধব, সেই পর্বতে মণিময়-গুহা মধ্যে সঙ্করণ ও সুপক ফলমূল ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুখে এক বর্ষকাল অবস্থিতি করিলেন । ইতিমধ্যে শ্রীরাম একদিন সুবর্ণময়-পৃষ্ঠাশ্তবদ-শোভিত গজযুধবৎ প্রতীয়মান চপলাচমকিত এবং শকারমান বাতসকালিত সজ্জল জলদানবী-সন্দর্শন করিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইলেন ; এবং ঐ স্থানের নব-বাস-ভঙ্গনে ছুট-পুষ্টাঙ্গ যুগ-পক্ষি-গণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিবার সময় পৃথি-মধ্যে শ্রীরামকে দর্শন করিয়া ধ্যানস্থ মূনিগণের জ্ঞায় নিষ্পন্দ ভাবে অনিমেঘলোচনে অবস্থান করিত এবং সিদ্ধগণ গিরি-বনভূমি-সকারী রামকে মাহুয-রূপী পরমাত্মা নিশ্চয় করিয়া যুগ ও পক্ষি-রূপ ধারণপূর্বক শ্রীরামের অহুগমন করিতেন ; একদা ধ্যান-নিষ্ঠ শ্রীরামকে সমাধি-অবস্থানে লক্ষণ ভক্তি ও প্রণয় সহকারে বিনয় বচনে কহিলেন ;— "হে দেব ! আপনি আমাকে পূর্বে যে সকল জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তদ্বারা আমার অনাদি-অবিদ্যা-জনিত হৃদয়স্থিত সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; বোগিগণ যদ্বারা আপনার আরাধনা করেন, এক্ষণে ঐ কর্তৃমার্গ জানিতে ইচ্ছা করি । নারদ, ব্যাস, কমলযোগি ব্রহ্মা—এই সকল বোগিগণ সর্বদা ইহাকেই মুক্তি সাধন বলিয়াছেন । ইহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি তিনবর্ণ, সকল আশ্রমাবলম্বী ব্রহ্মাচি এবং পুত্রদিগেরও যৌকসাধক । আমি আপনার ভক্ত ভ্রাতা ; মুক্তির



সেই লোকোপকারক মূলত উপায় আমাকে বলুন ।” শ্রীরাম কহিলেন—“হে রঘুনন্দন ! আমার পূজা-নিয়মের সীমা নাই ; তথাপি সংক্ষেপে বধাষথ ক্রিষ্ণং নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর—মহুযা নিজ নিজ গৃহ \* অমুসারে উপনীত হইয়া আমার প্রতি ভক্তিভাবে সদগুরু-সরিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অনন্তর সেই সুবুদ্ধি ব্যক্তি গুরুদর্শিত বিধানামুসারে আমারই আরাধনা করিবে। আলত-শুভ্র হইয়া নিজ মানসে, অগ্নিতে, প্রতিমাতে, ব্রাহ্মণে, সূর্য্যমণ্ডলে, কিংবা শালগ্রাম-শিলাতে আমার পূজা করিবে। প্রথমতঃ দেহ-শুদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত বা পুরাণোক্ত মন্ত্রে মৃত্তিকালেপন প্রভৃতি বিধি অমুসারে প্রাতঃস্নান করিবে। পরে পণ্ডিত ব্যক্তি বধাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কার্য্য করিবে, তদনন্তর, প্রথমে কর্ণ-সিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প করিয়া আমার পূজা-পরায়ণ-ব্যক্তি আমা হইতে অভির বুদ্ধিতে নিজ গুরুর পূজা করিবে। শিলা-নির্মিত মদীয়-প্রতিমাকে স্নান করাইবে, মুগ্ধাদি প্রতিমাকে মার্জ্জন করিবে। গন্ধ পুষ্পাদি প্রসিদ্ধ উপচার দ্বারা ঐ প্রতিমাতে আমার পূজা,—সিদ্ধি দান করিয়া থাকে। দস্তাদিশুভ্র হইয়া সংযম পূর্ব্বক গুরুপ-দেশ-অমুসারে আমার পূজা করিবে। হে কুল-নন্দন ! প্রতিমা-প্রভৃতিতে পূজা করিতে হইলে পুষ্পাদি-উপচার আমার প্রিয় ; অগ্নি, সূর্য্য ও স্থতিলে হুতদ্বারা পূজা করিবে। তোমাকে অধিক কি বলিব ?—ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রদত্ত জল-বিলুও আমার প্রীতিজনক হয়, তক্ষা, ভোজ্য, পক্ষ, পুষ্প, অক্ষত, হুপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচার যে প্রীতিজনক হয়, ইহা বলা বাহুল্য। পূজক, প্রথমতঃ সমস্ত পূজার অব্য সংগ্রহ করিবে, তদনন্তর কুশাসনোপরি অভিনাসন, তদুপরি কণ্ঠা-সন আত্মত করিয়া দেবতা-সম্মুখে বিভূষিত-চিত্তে তদুপরি উপবেশনপূর্ব্বক মাতৃকাম্রাস ও অন্ত-মাতৃকাম্রাস কেশবাদি চতুর্বিংশতি নামদ্বারা তদুপাসন, বিষ্ণুপঞ্জর ভ্রাস ও মন্ত্র ভ্রাস করিবে। নিয়ালত্ব হইয়া প্রতিমাদিতেও নিত্য এই সকল ভ্রাস করিবে। পূজক ব্যক্তি স্বকীয় বামভাগে জলপূর্ণ একটা কলস এবং অক্ষিণ ভাগে পুষ্পাদি ও অর্থা-পাত্র, পান্য-পাত্র, মধুপর্ক-পাত্র এবং আচ-নদীয়-পাত্র—এই চারিটা পাত্র রাখা করিবে এবং নিজ সূর্য্য-প্রভ মদীয় অংশ জীবকে হৃদয়-পক্ষে

ভাবনা করিবে। হে শত্রুদমন ! পূজক ব্যক্তি, নিজ দেহকে তদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া ভাবিবে, সেই মদীয় অংশকেই প্রতিমাদিতে আবাহন করিবে। অনন্তর দস্তাদিশুভ্র হইয়া পান্য, অর্থা, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি বধা-শক্তি উপচার দ্বারা আমার পূজা করিবে ; পূজক বিভবশালী হইলে কপূর, কুঙ্কুম, অগুরু, চন্দন এবং শুভ মৃগকি-পুষ্প, হুপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পক্ষবিধ নীরাভনা দি দ্বারা নিত্য মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আমার পূজা করিবে এবং অগস্ত্য সংহিতা মতে দশটা আবরণ দেব-তারও পূজা করিতে হইবে। পূজক ব্যক্তি ঐ সকল উপচার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে নিত্য প্রদান করিবে। আমি শ্রদ্ধাভোজী ঈশ্বর, মন্ত্রজ পূজক বহুপূর্ব্বক বধাবিধি হোম করিবে। অতীত আগমজ্ঞ পণ্ডিত পূজক, অগস্ত্যসংহিতামতে হোমকুণ্ড নির্মাণ করিবে। অনন্তর, আমার মূলমন্ত্র দ্বারা অথবা পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে, সাধিক দ্বিজ, নিজ উপাসন অগ্নিতে হুতরূপ চরুদ্বারা হোম করিবে, পণ্ডিত ব্যক্তি হোমকালে অনল মধ্যে আমার সমস্ত সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল এবং সর্কালঙ্কার-ভূষিত রূপ চিত্তা করিবে—অনন্তর মদীয় পার্শ্ব-দ-বর্গকে বলি প্রদান করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে। অনন্তর, পূজক ব্যক্তি বাঁকা সংযমপূর্ব্বক আমাকে চিত্তা করত মদীয় মন্ত্র জপ করিবে, তদনন্তর কপূ-রাদি মিশ্রিত তাদুল আমাকে প্রদান করিয়া প্রীত-মনে আমার প্রীতির জন্ত নৃত্য, গীত ও স্তব পাঠাদি করিবে, অনন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করত ভূমি-তলে মাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক আমার প্রসাদ-পুষ্পাদি আমার কর্তৃক অপিত ভাবনা করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে। অনন্তর “ইষ্টদেবের চরণযুগল নিজ পাণি-যুগলদ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম”, ভক্তিপূর্ব্বক ইহা ভাবনা করত পরম জানী পূজক, “হে ভগবন ! আমাকে ধোর সংসার হইতে পরি-ত্ৰাণ করুন”—এই বলিয়া প্রণাম করিবে, পরে জীব হইতে আবাহিত মদীয় অংশকে বিসর্জন করিবে অর্থাৎ ঐ জীবতে প্রতিষ্ট ভাবনা করিবে। আমার ভক্ত যদি উক্তপ্রকারে বধাবিধি পূজা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আমার অকুগ্রহে গ্রীহক ও পার-লৌকিক সিদ্ধি লাভ করে, যদি আমার ভক্ত প্রতি-দিন উক্ত নিয়মে আমার পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। মাফৎ আমারই কথিত এই পরম পাবন সনাতন রহস্ত—যে ব্যক্তি নিয়ত পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সকল

\* বৈদিক-নিত্য-কর্ষ-বিধায়ক স্ববিকৃত-উপবেশ-গ্রহ-বিশেষের নাম গৃহ ।

পূজার ফলভাগী হয়; সন্দেহ নাই। শ্রীরামচন্দ্র কিক্কিয়াসিত হইয়া পরম ভক্ত শেখাবতার মহাত্মা লক্ষণের নিকট সর্বোত্তম ক্রিয়া-যোগ এইরূপে কহিলেন। পুনরায় প্রাকৃত মহাশয়র শ্রায় মায়াবলম্বন পূর্বক অতি দুঃখসহকারে 'হা সীতা', বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। কোনরূপেই নিজা আসিল না।

এই সময়ে সুবুদ্ধি হনমান কিক্কিয়া নগরে কপিরাজ সুগ্রীবকে নিৰ্জনে কহিল;—“হে মহারাজ! আপনাই পরম হিতকথা বলিতেছি, অগ্রহেই শ্রীরাম আপনায় অতিশয় উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বিবেচনা হয়, আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃতঘ্নের শ্রায় নিশ্চিত্ত রহিয়াছেন। শ্রীরাম, আপনায় নিমিত্ত ত্রিলোকবিখ্যাত মহাবীর বালীকে নিহত করিয়াছেন; আপনাকে কিক্কিয়ারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; সেই জন্তই আপনি পরম দুঃখ তা তারাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্রীরামচন্দ্র অহুজের সহিত পর্বতশৃঙ্গে বাস করিয়া গুরুতর কার্যানুরোধ-বশতঃ আপনার আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন; আপনি বানরস্ব-হেতু স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কিছুই বিবেচনা করিতেছেন না। আপনি সীতা অন্বেষণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; এক্ষণে কিছুই করিতেছেন না। আপনি অতি কৃতঘ্ন, অতএব সত্তর বাণির শ্রায় আপনিও নিহত হইবেন।” সুগ্রীব—হনমানের বাক্য শ্রবণান্তর ভয়াকুল হইয়া কহিল;—“তুমি ষড়ার্ধ কথাই বলিয়াছ, অতএব শীঘ্র আমার আজ্ঞা পালন কর; এখন সত্তর মহাবেগসম্পন্ন দশ সহস্র বানর-সৈন্য দশদিকে শীঘ্র প্রেরণ কর। ইহারা সপ্তদ্বীপস্থ বানরসমূহকে আনয়ন করুক। একগজ মধ্যে কৃতকার্য হইয়া সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ প্রত্যাগমন করিবে। যাহারা এক পক্ষকাল অভিবাহিত করিবে—তাহারা নিশ্চয় আমার বধ হইবে।” সুগ্রীব হনমানকে এরূপ আদেশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গান্ধবর সুবুদ্ধি হনমান সুগ্রীবের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ দশ দিকে বানর-সৈন্য প্রেরণ করিল। পর্বতের শ্রিয়-নন্দন হনমান, অসীম গুণশালী বিক্রম-সম্পন্ন বায়ু-সদৃশ বেগপানী পর্বতাকার বনচর-শ্রেষ্ঠ “দূতগণকে অর্ধ ও সন্ধান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে প্রেরণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে প্রবেশ সময়ে মণি-সাতু-হৃদয় পর্বত-শিখরে উপবিষ্ট রামচন্দ্র সীতা-বিরহ-সম্বৃত শোকাবেগ সহ করিতে না পারিয়া লক্ষণকে এই কথা বলিলেন;—“দেখ লক্ষণ, আমার সীতাকে রাক্ষস, বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; জানিতে পারিতেছি না—আমার সেই অভিমানিনী অদ্যাপি জীবিতা আছে কি না? যদি কেহ আমাকে ‘জীবিতা আছে’, বলিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার অতি প্রিয়কারী হয়। যদি জানিতে পারি, সেই সাক্ষী, যে কোন স্থানেই হউক জীবিতা আছে, তাহা হইলে আমি ক্ষীরসাগর হইতে সুধার শ্রায় তাহাকে এইক্ষণেই আনয়ন করি। ভাই! আমার প্রতিজ্ঞা শুন;—যে আমার জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়াছে, পুত্রগণ, দৈত্যগণ এবং অশ্ব-পক্ষ-প্রভৃতি বাহন সমেত তাহাকে ভঙ্গসাৎ করিব। হা শশিমুখি! সীতে! তুমি রাক্ষস-গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; অতএব এই বিষম দুঃখে কাতরা হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? সেই চন্দ্রানন্দের বিরহে হিমকরণ উৎকর্ষায় শ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে। সুধাকর! তুমি তোমার করনিকর দ্বারা জানকীকে স্পর্শ করিয়া সেই কর দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর;—শীতল বোধ হইবে। সুগ্রীবও নিষ্ফটক রাজা পাইয়াছে; এখন পানরত অতি কামুক অবস্থায় নিভৃত প্রদেশে স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া আছে; সে নির্দয়; হৃৎঘাত আমার প্রতি চূর্ণাণ্ড করিতেছে না। অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, সে কৃতঘ্ন। শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াও, সুগ্রীব আমার শ্রিয়তমাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আসিতেছে না। সেই কৃতঘ্ন নিশ্চয়ই আমার কৃত পূর্ব উপকার বিস্মৃত হইয়াছে। নগর এবং বান্দব-গণের সহিত সুগ্রীবকেও সীতা-হর্তার ন্যায় বিনাশ করিব। বালী নেমন আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, আজ সুগ্রীবও সেইরূপ হইবে।”

• লক্ষণ রামচন্দ্রকে এক্ষণে কুপিত দেখিয়া বলিলেন, “রঘুবর! আমাকে আদেশ করুন, আমি এখনই গিয়া সেই চুষ্ট-হৃদয় সুগ্রীবকে বধ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব।” এই বলিয়া লক্ষণ ধর্ম, ষড়্ভা এবং হৃদীর গ্রহণ পূর্বক বাইতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া শ্রীরাম লক্ষণকে বলিলেন; “বৎস! সুগ্রীবকে বধ করিও না, সে আমার শ্রিয়সখা। কিন্তু তোমাকেও বালীর শ্রায় বধ করা

কইবে', এষ্ট বলিয়া সুগ্রীবকে তত্ত্ব দেখাইও । তৎপরে সুগ্রীবের উত্তর লইয়া শীত্র আসিবে ; পরে যাহা কর্তব্য হয় ; তাহা নিশ্চয় করিব" । ভীম-বিক্রম লক্ষণ, "বে আচ্ছা", বলিয়া—বানরদিগকে যেন কোপানলে দক্ষ করিবার নিমিত্তই ক্রোধান্তি কিকিঙ্ক্যার দিকে গমন করিলেন ।

সর্বশত্রু রাশ্বব, লক্ষ্মীরপিণী নিজ শক্তির সহিত ম্লিলিত এবং বিজ্ঞানময় হইয়াও সাম্রাজ্য মনুষ্য যেমন সাম্রাজ্য রমণীর নিমিত্ত শোক করে, সেইরূপ হাতরভাবে সীতার জন্ত শোকে করিয়াছিলেন । বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, মায়্যা ও মায়্যা-কাধোর অতীত এবং রাগ-সেবাদি-শূত্র এই রামচন্দ্রের তাদৃশ আচরণ কিরূপে সম্ভব হয় ?—ব্রহ্মার কথা সত্য করিতে গ্নৎ রাজা দশরথের উপস্থান-সম্বাদান করিবার জন্ত রামচন্দ্র মাতৃস্ববেশে আবিভূত হন । লোক সকল মায়্যা-মোহিত এবং অজ্ঞান ; ইহাদিগের কিরূপে মুক্তি হইবে ? ইহা চিন্তা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিভুবনের কন্সন-নাশিনী রামায়ণ-কথ্য—জগতে বিস্তার করিবার নিমিত্ত রামরূপে মনুষ্য-চেষ্টার অনুকরণ করিয়াছেন ; গুণ-শূত্র হইয়াও গুণানু-যত্নের জায় ব্যবহার সিদ্ধি ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত উপযুক্ত কালানুসারে কখন ক্রোধ, কখন মোহ, কখন বা কামের অনুভবায়ী ব্যবহার করত মায়্যা-মোহিত প্রজ্ঞাদিগকে সেই সেই ব্যবহারের উচিত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন । তিনি বিজ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞান-শক্তিসম্পন্ন, প্রাণি-সমূহের শুভাশুভ-সাক্ষী এবং নিগূর্ণ ; অতএব যেমন আকাশ পদনানীত মলে সংস্পষ্ট নহে, সেইরূপ তিনিও কামাদি দ্বারা লিপ্ত বহেন ।

সনকাদি কোন কোন মুনি তাঁহাকে জানেন গ্নৎ মাঙ্গাৎকার করেন । তাঁর তাঁহার প্রতি ম্চলা ভক্তি করার ইহাদিগের অন্তঃকরণ নির্মূল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সর্বিদা গুণিতে পারেন । উৎপত্তি-বজ্জিত ভগবান্ ভক্ত-জনের চিত্তবৃত্তি-অনুসারে তাঁহাদিগের জ্ঞানগম্য হন । তখন লক্ষণও কিকিঙ্ক্য নগর সমীপে গমন করিয়া নিখিল বানরগণের ভীতি সম্পাদন করত ভীষণ জ্যা শক করিলেন । প্রাকার শিখরস্থিত সাম্রাজ্য বানরগণ তাঁহাকে দেখিয়া দ্বন্দ্ব, প্রস্তর গ্রহণপূর্বক "কিলকিলা" শক করিতে লাগিল । মহাবীর লক্ষণ ক্রোধধরত-নয়নে তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক সমূলে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন । অনন্তর মন্ত্রিগ্রেষ্ঠ অঙ্গদ, লক্ষণ

আসিয়াছেন জানিয়া সত্ত্ব গৃহ হইতে নিকান্ত হইল । পরে বানরদিগকে বুদ্ধি করিতে নিবা-রণ করিয়া লক্ষণ-সমীপে উপস্থিত হইল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল । অনন্তর প্রিয়-বর্জন লক্ষণ, অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন ;—"বৎস ! যাও তুমি, কুপিত রামচন্দ্রের প্রেরিত হইয়া আমি আসিয়াছি—এই সংবাদ পিতৃব্যের নিকট নিবেদন কর ।" অঙ্গদ "বে আচ্ছা", বলিয়া সত্ত্ব সুগ্রীবের নিকট গিয়া নিবেদন করিল ;—"বে, ক্রোধ-মোহিত-নেত্র লক্ষণ নগরদ্বারের বহির্ভাগে অবস্থিত আছেন । অনন্তর তৎপ্রবণে বানরের সুগ্রীব অতীত ভীত হইয়া মন্ত্রিগ্রেষ্ঠ হনুমানকে আহ্বান পূর্বক কহিল ;—"তুমি অঙ্গদ সমভিব্যাহারে শীত্র যাও, ক্রুদ্ধ বীর লক্ষণকে বিনয় সহকারে ক্রমে সান্ত্বনা করত গৃহে লইয়া আইস" । বানর-নাথ, হনুমানকে পার্শ্বায়া তারাকে কহিল ;—"পূণ্যবতি ! তুমি যাও, লক্ষণকে মৃদু-মধুর বচনে সান্ত্বনা করত কোপশূত্র করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাইও, পশ্চৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ করাইবে ।" অনন্তর তারা "আচ্ছা", বলিয়া মধ্য-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল । অঙ্গদ হনুমান্ অঙ্গদের সহিত লক্ষণ সম্মিথানে গমন করিয়া তাঁহাকে অবনিতল-মুষ্টিত মস্তকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিল ; এবং "আসিতে কোন ক্রেশ হয় নাইত ?" জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগ ! আনুন ; এগুহ আপনারই ; হে বীর ! নিঃশঙ্কচিত্তে ইহাতে প্রবেশ করুন ; রাজ-পত্নী প্রভৃতির এবং সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরে যাহা আচ্ছা করিবেন, তৎসমস্তই সম্পাদন করিব" । পবন-নন্দন এই বলিয়া ভক্তিপূর্বক লক্ষণের হস্ত ধারণ করিয়া নগর হইতে রাজ-গৃহাতিমুখে লইয়া গেলেন । লক্ষণ সেই নগরে চতুর্দিকে সেনাপতিগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ-রাজি অবলোকন করিতে করিতে ইন্দ্রভবন সূক্ষ্ম রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন । চন্দ্র-মুখী তারা সেই ভবনের-মধ্য প্রকোষ্ঠে সর্ববালঙ্কার ভূষিত হইয়া অবস্থিত ছিল । তখন তাহার নয়ন-প্রান্ত মধুপানে অরুণ বর্ণ হইয়াছিল । অন্নহাস্ত করিয়া—কথা বলা তাহার অভ্যাস ; সে নমস্তার করিয়া লক্ষণকে বলিতে লাগিল, "দেবর ! চল ; তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি সাধু এবং ভক্ত-বৎসল ; কপিরাজ ভক্ত ভৃত্য ; তাঁহার প্রতি কি জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছ ? কপিরাজ বহুকাল হতাশ্বাসে কেবল দুঃখই ভোগ করিয়াছিলেন, আপনারাই সেই দুঃখরাশি হইতে

উ হাকে রক্ষা করিয়াছেন ; এক্ষণে মহামতি সুগ্রীব আপনাদিগের প্রসাদেই সুখ-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং কামাসক্ত হইয়াছেন বটে ; কিন্তু বানর-রাজ সুগ্রীব, রঘুপতি রামচন্দ্রের সেবা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াই রহিয়াছেন। প্রভো! নামা-দেশ-ছিত বানরগণ আগমন করিবে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! দিগ দিগন্ত হইতে মহাপর্বত সতৃণ বানরগণকে আনয়ন করিবার জ্ঞান সুগ্রীব দশ সহস্র বানরকে পাঠাইয়াছেন। সুগ্রীব সকল বানর-সেনানীগণের সহিত স্বয়ং গমন করিয়া সেনানীগণের দ্বারা রাক্ষসনিকর বধ করাইবেন এবং স্বয়ং রাবণ বধ করিবেন। বানর-শ্রেষ্ঠ, অদ্যই তোমার সহিত গমন করিবেন। দেখ গিয়া, তিনি ভবন-মধ্যে পুঞ্জ-কলত্র-বন্ধু-বান্ধবে পরিবৃত্ত হইয়া রহিয়াছেন ; দেখিয়া সুগ্রীবের প্রতি অভয় দান করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাও।” তারার বচন শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের কোপ ভ্রাস হইল; অনন্তর লক্ষ্মণ, যে স্থানে বানরেরখর সুগ্রীব অবস্থিত ছিল, সেই অভয়-পুরে গমন করিলেন। সুগ্রীব ক্রমাক্রমে আলিঙ্গন করিয়া পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ছিল, লক্ষ্মণকে দেখিবা মাত্র নিরতিশয় ভীতের জ্বায় পর্য্যঙ্ক হইতে উথিত হইল। লক্ষ্মণ সেই মদ-মূৰ্ছিত-লোচন সুগ্রীবকে দেখিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন;—“হৃক্বন্ত ! রঘুবরকে তুলিয়া গিয়াছিস্। যে বাণ দ্বারা বালী নিহত হইয়াছিল, আজ সেই বাণ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে ; আমার হস্তে নিহত হইয়া তুই ও বালীর পক্ষে গমন করিবি।” তখন লক্ষ্মণ এইরূপ অত্যন্ত পর-বোক্তি করিতে থাকিলে বীর হনুমান বলিতে লাগিলেন;—“এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি যতদূর ভক্তি করেন, এই বানর-রাজ, রাবণকে তাহা অপেক্ষা অধিক ভক্তি করিয়া থাকেন; নিরস্তর রাম-কার্যের জ্ঞান উদ্যোগী হইয়া রহিয়াছেন বিম্বু হন নাই; প্রভো! দেখুন চতুর্দিক্ হইতে কোটি কোটি বানর আসিয়াছে ; সীতার আবেষণ করিতে অচিরেই গমন করিবে; সুগ্রীব সম্পূর্ণরূপে রাম-কার্য সাধন করিবেন।” সুমিত্রাতনয় হনুমানের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইলেন। সুগ্রীবও পাম্য অর্থাৎ প্রভৃতি দ্বারা লক্ষ্মণের সম্পূর্ণরূপে পূজা করিলেন; এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—“আমি রামের দাদ এবং তাঁহারই রক্ষিত; রাম স্বীয় ভেজে ক্ষণদ্বির মধ্যে ত্রৈলোক্য জয় করিতে পারেন। প্রভো! বানর-বৃন্দের সহিত আমি তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। সৌমিত্রিও সুগ্রীবকে বলিলেন;—“হে মহাতাপ! আমি বাহা

কিছু বলিয়াছি, তাহা ক্রমা কর; আমি শ্রয়-কোপ-বশতঃই তাহা বলিয়াছি। হে সুগ্রীব! অদ্যই গমন করি; শ্রেষ্ঠ রাম জানকীরিবে অতীব দুঃখিত হইয়া একাকী বনমধ্যে রহিয়াছেন।” কপি-রাজ “যে আজ্ঞা”, বলিয়া, লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে রাম-কর্ণনে যাত্রা করিলেন। তখন ভেরী ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইতে লাগিল;—স্বেতচ্ছত্র এবং চামর-ব্যঞ্জন শোভিত হইল;—বানররাজ;—হনুমান, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বহুতর বানর এবং ভল্লুকগণে পরিবৃত্ত হইয়া রাম সমীপে গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

### ষষ্ঠ অধ্যায়।

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ দেখিলেন, শান্ত-কন্ডাব রামচন্দ্র সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত হইয়া ওহাদ্বারের একধণ্ডে শ্রেষ্ঠে বসিয়া আছেন;—তাঁহার পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র ও মুগচর্ম; বর্ণ—জাম; মস্তকে জটা-ভার; নয়নধর বিশাল; বদন-কমল ঈষৎহাস্যে শোভিত; এবং ঔদাস্যবয়লক; দৃষ্টি পশু পক্ষীদিগের উপর বিস্তৃত ছিল;—দেখিযামাত্র দূরে রথ হইতে অবতরণপূর্বক বেগে আসিয়া ভক্তি সহকারে রামচন্দ্রের চরণগুণল সম্মিধানে নিপতিত হইলেন। ধর্মজ্ঞ রাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় পাশে উপবেশন করাইবার পর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অনন্তর ভক্তিবিনম্রচিন্তিত সুগ্রীব রঘুবরকে বলিলেন;—“দেব! বানরগণের মহাচমু আসিতেছে অবশোকন করুন। কামরূপী অসংখ্য বানর আসিতেছে। ইহাদিগের অনেকের উৎপত্তি হিমালয় প্রভৃতি কুলা-চলে; এবং অনেকেই সেরু বা মন্দর পর্বত সতৃণ; অনেকের নিবাস নানা দ্বীপে, নানা নদীতীরে এবং নানা পর্বতে; সকলেরই দেহ পর্বতবৎ দৃঢ়। ইহারা সকলেই দেবাংশ-সন্তৃত এবং যুদ্ধ-বিশারদ। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বানর এক হস্তীর জ্ঞান বলবান, কতকগুলি দশ হস্তীর সমান ও কতকগুলি অমৃত হস্তীর সমান ঋণ-সম্পন্ন; এবং হে প্রভো! এতস্তির অনেকেই বল অপরিমেয়। কতকগুলির বর্ণ অগ্ন-পুঞ্জের জ্বায়; কতকগুলির কান্তি সুবর্ণের জ্বায়; কাহাদিগেরও বদন রক্তবর্ণ; এবং অপর কতকগুলি শোমরাজি-বীর্ণ। কাহাদিগেরও কান্তি শুক্ক কটিক তুল্য; কাহারাও বা রাক্ষসবৎ ঘোর-দর্শন। বানরগণ যুদ্ধাভিলাষী হইয়া পর্বতন করত

চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছে। প্রতো! ইহার সকলেই কল-মূল-ভোজী এবং আপনার আজ্ঞাকারী। এই আমার মন্ত্রশ্রেষ্ঠ ভল্লুরাজ বিচক্ষণ বীর জাম্ববানু। ইনি বহুকোটি ভল্লুরাজ অধিপতি। এই বিখ্যাত হনুমান; ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, বাহু-পুত্র, অতি-তেজস্বী, এবং বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; ইনিও আমার মন্ত্র।। নল, নীল, গবয়, গবাক্ষ, পক্ষমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুবেণ, তার এবং হনুমানের পিতামহাপস্তীর প্রকৃতি বলবানু কেশরী—হে রঘুবীর। ইহার আমার সেনাপতি। প্রধান দেখিয়া কয় জনের উল্লেখ কুরিলাম। ইহার সকলেই মহাত্মা; মহাবীর্য এবং ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী। ইহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে কোটি কোটি বানর-গুহ; ইহার সকলেই দেবাংশ-সন্তৃত এবং সকলেই আপনার আজ্ঞাকারী। ইনি বালিনন্দন বিখ্যাতনামা মহাবীর শ্রীমান অজদ; ইহার বল বালিতুল্য এবং ইনি রাক্ষস-মৈন্দ্র-সংহারক। ইহার এবং অস্ত্র অনেকে আপনার জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে। বানরগণ পর্বতাগ্রে দ্বারা যুদ্ধ করে এবং শত্ৰুনাশনেও সুদক্ষ; হে রঘুবর! যথেষ্ট আজ্ঞা করুন, সকলেই আপনার বশবর্তী। রামচন্দ্র আনন্দাশ্রু পূর্ণনয়নে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন;—“সুগ্রীব! তুমি কার্যের গুরুতর উপলক্ষ করিয়াছ। যদি তোমার অভিপ্রায় হয় ও জানকীর অবেশণ করিতে আদেশ কর”। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিচিন্তে বলবানু বানরদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। অস্ত্র সকল দিকে সত্ত্বর বিবিধ বানরগণকে পাঠাইয়া অজদ, জাম্ববানু, মহাবল হনুমান, নল, সুবেণ, শরভ, মৈন্দ্র এবং দ্বিবিদ—এই সকল বানরগণকে অতিশয় বলবানু বোধে দক্ষিণদিকে বহুপূর্বক পাঠাইলেন;—এবং এই কথা বলিয়া দিলেন;—“তোমরা মঞ্জলয়ী জনক-নন্দিনীকে বহুপূর্বক অবেশণ কর গিয়া; কিন্তু একমাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে। আমার আদেশ বিশ্বস্ত হইও না। হে বানরসকল! সীতাদর্শন না পাইয়া যদি একমাসের উর্দ্ধ একদিন অতিবাহিত কর; তাহা হইলে আমি ত্রেমাদিগের প্রাপদও করিব”। সুগ্রীব এইরূপে ভীমবিক্রম বানরদিগকে পাঠাইয়া শ্রীরামকে শ্রণতিপূর্বক তদীয় পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পবনন্দনকে যাইতে দেখিয়া রাম এই কথা বলিলেন;—“অভিজ্ঞানের জন্ত আমার নামাকরয়িত্ব এই আমার উদ্ভব অনুরূপী সীতাকে নিরঙ্কনে দিবে; হে কণিশ্রেষ্ঠ! কাৰ্য্যে তুমিই

সমর্থ; আমি তোমার সমস্ত বলবুদ্ধি অবগত আছি; বাও পবনতনয়! তোমার বাত্রা শুভ হইবে”। এইরূপে কণিরাজ সীতাধেষণে পাঠাইলে, অজদপ্রভৃতি বানরগণ সেই সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকিল; একদা তাহার বিদ্যাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্কটোপম ভীষণাকার পশু-গজ-ভোজী একটা রাক্ষসকে দেখিতে পাইল। কোন কোন বানরশ্রেষ্ঠগণ “এই রাবণ”, এই বোধ করিয়া কিল কিল শব্দ করত তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে “এ রাবণ নহে”, এই বলিয়া সেই সকল বানরশ্রেষ্ঠ অস্ত্র এক অরণ্য-নীতে গমন করিল; তথায় তৃপ্তার্থ হইয়া জল পাইল না। পিপাসায় তাহাদিগের কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও তালু বিগুহ্ব হইল। অনন্তর মহাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় তৃপ-গুপ্তারূত মহৎ গহ্বর দেখিতে পাইল। তথা হইতে আজ-পক্ষ বক এবং হংসমণ্ডলী নিঃসৃত হইতেছে দেখিয়া দ্বির করিল এখানে নিশ্চয় জল আছে।

“আমরা মহা-শুহাতে প্রবেশ করি”; এই বলিয়া হনুমান অগ্রে তাহাতে প্রবেশ করিল, পরে সকলেই পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু ধারণ করত উৎসুক চিন্তে সেই হনুমানের অনুসরণ করিল। কণিশ্রেষ্ঠগণ, অজকারে বহুদূর গমন করিয়া মণি-সদৃশ-হুনির্মল সলিল-পূর্ণ জলাশয়; পরিণত-ফল-ভরে নত্র কম-বৃক্ষ-সদৃশ বৃক্ষরাজি; এবং মিথিল গুণসম্পন্ন ও মণি-বস্ত্রাদি-পূর্ণ গৃহশ্রেণী তাহাদিগের নয়নপথে পতিত হইল; দেখিল সেই সমস্ত গৃহে দ্রোণ (পরিমাণ বিশেষ) পরিমিত মধু এবং দেবভোজ্য অন্ন রাখিয়াছে অথচ মনুষ্যের নাম গন্ধ নাই; ইহাতে তাহার বড়ই আশ্চর্য্যচিত হইল। (কিয়ৎক্ষণ পরে) দেখিতে পাইল; সেই ভবনमध्ये দিবা কনকাসনে প্রভা-শালিনী, ধ্যান-মগ্ন, চীতবসন-পরিধানা এবং যোগাবলম্বিনী এক যোগিনী রমণী একাকিনী বলিয়া আছেন। বানরগণ, ভয়-ভক্তি-সহকারে সেই মহাভাগকে প্রণাম করিল। সেই সকল বানরগণকে অবলোকন করিয়া দেবী কহিলেন;—“তোমরা কি জন্ত আসিয়াছ? কোথা হইতে আসিয়াছ? এবং কাহার দূত? আমার অধিকৃত স্থানে বলপূর্বক প্রবেশ করিলে কেন?” তাহা শুনিয়া হনুমান কহিল;—“দেবি! আপনার নিকট সকল কথা বলিজেছি শ্রবণ করুন,—ক্ষমতামালা শ্রীমানু রাজা দশরথ অস্বাধ্যায় অধিপতি; তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে বিখ্যাত; এই মহাভাগ, পিতৃ-আজ্ঞার

অনুবর্তী হইয়া ভাৰ্ঘ্য ও অনুজের সহিত বন গমন করিয়াছেন; দুর্য্যোধ্য রথের তাঁহার সাক্ষী ভাৰ্ঘ্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; অনন্তর সামুদ্র রামচন্দ্র, সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হন; বন্ধুতা হওয়ায় সুগ্রীব আমাদিগকে বলেন, “রামের প্রিয়-তমাকে অবেষণ কর ।” তাহাতে আমরা জানকীকে অবেষণ করত বনে আসিয়াছি; জল পাইবার আশয়ে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া দৈব ঘটনাক্রমে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। শুভে! আপনিই বা এখানে আছেন কেন? কেইবা আপনি? আমাদিগকে বলুন।” যোগিনী বানরদিগকে ধুধা-ভুধা-কাতর দেখিয়া হঠাৎ উঠিতে বলিলেন,—“অগ্রে ইচ্ছানাত কল মূল ভোজন এবং অমৃতবৎ সুস্বাদু জল পান করিয়া আইস, স্নেহের পর আমার আমূল বুদ্ধান্ত বলিব।” সেই সকল বানরগণ সহর্বে “যে আজ্ঞা,” বলিয়া পান ভোজন করিল। পরে দৈবী সন্নিধানে গমন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত হইল; অনন্তর দিব্য-দর্শনা যোগিনী হনুমানকে বলিলেন,—“পূর্বকালে বিশ্বকর্মা-তনয়া হেমানন্দা সূন্দরী রমণী নৃত্যদ্বারা মহেশ্বরের সন্তোষ উৎপাদন করেন; মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া এই মহৎ দিব্যপুর হেমাঙ্ককে প্রদান করেন, আমি তাঁহার সখী বিষ্ণুপরায়াণ হইয়া মোক্ষ আকাজক্ষা করিতেছি; আমার নাম স্বয়ম্প্রভা; আমি দিব্য-নামা গন্ধর্বের দুহিতা; পূর্বকালে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিবার সময় আমাকে এই বলিয়া যান যে ‘তুমি নিখিল প্রাণি-শূন্য এইস্থানেই অবস্থিত থাকিয়া তপস্বী কর, অব্যয় নারায়ণ ভূতার হরণের জন্য ত্রেতাযুগে দাশরথিক্রমে অবতীর্ণ হইয়া বনে বিচরণ করিবেন; বানরগণ তদীয় ভাৰ্ঘ্য অবেষণ করিতে করিতে তোমার এই গুহা মধ্যে আগমন করিবে; অনন্তর তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনাদি দ্বারা সন্মানিত করিবার পর যত্নসহকারে রামসন্নিধানে গমন ও তাঁহার স্তব করিয়া বিষ্ণুধামে গমন করিবে; চিরস্থায়ী বিষ্ণুধাম কেবল ভক্ত যোগীদিগেরই প্রাপ্য।’ অতএব আমি সত্বর রামদর্শনার্থ এস্থান হইতে যাইতে ইচ্ছা করি। তোমরা নয়ন আচ্ছাদন কর, গুহার বহির্ভাগে যাইতে পারিবে; তাহারা সকলেই ঐরূপ করিল; এবং সত্বর পূর্বাবস্থিত বনে উপস্থিত হইল। এদিকে স্বয়ম্প্রভাও গুহা পরিতোাগ করিয়া সত্বর রাম সমীপে গমন করিলেন; তথায় সুগ্রীবের সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন; স্মৃতি স্বয়ম্প্রভা

পুলক-পূর্ব-দেহ রামকে বার বার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গঙ্গাদ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, “গাজেজ্ঞ! আমি আপনার দাসী; একবার দেখিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। আপনাকে দেখিব বলিয়াই আমি বহুসংস্রয় বৎসর গুহামধ্যে কঠোর তপস্বী করিয়াছি; আজ আমার সেই তপস্বী সফল হইল। (আহা আজ কি দিন!) আজ আমি,—তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তুমি মায়াবী অতীত; সর্ব-ভূতের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত করিতেছ বটে, কিন্তু তাহারা তোমাকে লক্ষ্য করিতে পারে না; নাটকের অভিনেতা একব্যক্তিই জবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কত প্রকার লোক সাজিয়া আইসে, কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণ তাহাকে চিনিতে পারে না; সেই-রূপ তুমিও যোগেশ্বরের জবনিকার অন্তরালে থাকিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়াছ, মায়ামোহিত-মনুজমগ্নী তোমাকে লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না; হে ভগবন! বাহারা ভগবানে ভক্তি করিতে ইচ্ছুক, সেই সকল মহৎ ব্যক্তিদিগের ভক্তিযোগ সিদ্ধ করিতে তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ; আমি মুঢ় স্ত্রীজাতি, আপনাকে জানিব কিরূপে? লোকের তোমার ব্রহ্ম-তত্ত্ব যে জানে, সে জানুক।—কিন্তু হে রঘুবর! আমার হৃদয়-মন্দিরে তেন তোমার এইরূপ রূপই সর্বদা বিরাজ করে। তোমার যে চরণ-যুগল—মোক্ষ-উপায় দেখাইয়া দেয়, হে রাম! তুমি তাহা আমাকে দেখাইলে, উহা দেখিলে আর ভবসাগর দেখিতে হয় না এবং তদুজ্জ্বল লাভ হয়। হে আদ্য! তুমি অকিঞ্চনদিগের (বিষয়-ত্যাগীদিগের) ধন। পুস্ত্র-কলত্র প্রভৃতি সম্পত্তি মদে মত্ত জনগণ তোমার বিষয়ে কোন কথাই বলিতে পারে না। তুমি সংসার-স্বপ্ন-শূন্য অকিঞ্চনদিগের ধন, আত্মারাম, নিঃশুণ এবং গুণময়; তোমাকে নমস্কার; তুমি কালরূপী (সংসার-রক) তুমি ঈশান (শ্রেষ্ঠা ও পালক); তুমি আদি মধ্য এবং অন্তশূন্য; তুমি সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত, অতএব তোমাকে পরম পুরুষ বোধ করি। হে দেব! তোমার চেষ্টা যে মনুষ্য-চেষ্টার অনুকরণ মাত্র—ইহা কেহ অবগত নহে; প্রকৃতপক্ষে তোমার কেহ ভালবাসার পাত্র নহে; কেহ ছেঁবের পাত্র নহে; এবং কোন ব্যক্তিই তোমার অতিরিক্ত নহে; কিন্তু বাহারা তোমার মায়ায় মুগ্ধ, তাহারাই, তোমার শত্রু মিত্র উদাসীন আছে বলিয়া মনে করে। হে দেব! প্রকৃত-পক্ষে আপনি জন্মরহিত; আপনায় সাক্ষ্যরূপে কর্তৃত্ব নাই; আপনি পরম্পরায় সর্বনিয়ন্তা; আপনায় যে তিষ্ঠয় যোনি বা

মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম এবং তদনুরূপ কার্যাদি, তাহা কেবল অনুকরণমাত্র। কেহ কেহ বলেন, তুমি নির্দিকার হইলেও আপনার চরিত-বর্ণনাদি-কথা শুনাইয়া শোককে সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে আবির্ভূত হইয়াছ; কেহ কেহ বলেন, কোশল-রাজ দশ-বর্ষের উপস্থার ফলসিদ্ধি করিতে অবতীর্ণ হইয়াছ; অথ কৌশল-রাজ লোকে বলেন, কৌশল্যার প্রার্থনা মতে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ; পৃথিবীর ভারভূত দুই রাক্ষসদিগকে বধ করিতে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন, তদনুসারে প্রভু এই মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও কেহ কেহ বলেন। যাহাই হউক না কেন হে রঘুনন্দন! যাহারা আপনার কথা শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তাঁহারা ই ভব-মাগর-নিস্তারক তোমার শ্রীপাদপদ দর্শন করিতে পান। দেব! তুমি তোমার মায়া-পাশ-বদ্ধ অভিমানী জীবগণ হইতে বিভিন্ন ও ত্রিগুণ-পরিচালক, আমি তোমাকে বুনিব কিরূপে? বিশেষতঃ প্রভু তুমি বাহু-পথাভীত; তোমার স্তব করিব কিরূপে? সুতরাং অমূল্য লক্ষণ এবং সুগ্রীবাদি সহচরগণে পরিবৃত্ত ধনুর্কোপধারী রঘুবরকে (কেবল) নমস্কার করি। এইরূপ স্তব করিলে পর ভক্ত-জনের পাশ-নাশক রঘুবর প্রসন্ন হইয়া ভক্তিমতী যোগিনীকে বলিলেন, “তোমার মনোবাঞ্ছা কি?” যোগিনী ভক্তি সহকারে রাঘবকে বলিলেন, “হে ভক্তবৎসল! হে প্রভো! আমি যে ধানেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে। প্রাকৃত ব্যক্তিদেগের সহিত নহে; সর্বদাই যেন তোমার ভক্তবৃন্দের সহিত সঙ্গ হয়; আমার রসনা যেন ভক্তিপূর্বক সর্বদা “রাম রাম”, এই নাম উচ্চারণ করে; হে রাম! আমার মন যেন সর্বদা পার্শ্ব লক্ষণ-সীতা; হস্তে শর-শরাসন; পরিধানে পীতবস্ত্র; অঙ্গ-নুপূর-মুক্তাহার-কৌস্তভ-কুণ্ডল এবং মুকুট-ভূষিত প্রশান্ত শ্রামরূপ ধারণ করে। হে প্রভো! আমি অস্তবর প্রার্থনা করি না।”

শ্রীরাম বলিলেন;—“মহাভাগে! ‘তথাস্ত’; এদ্বয়ে তুমি বর্ষিকাক্রমে গমন কর, তুমি সেই ধানেই আমাকে ধ্যান করত এই পঞ্চ ভূত-ময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পরমাত্ম-রূপী আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তিনি রঘুবরের এই অমূল্য-ভূষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ বদরী-তরু-নিকর শোভিত সেই তীর্থে গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রে সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করত কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।”

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায় ।

এদিকে সেই সকল বানরগণ সেই বনমধ্যে তরু-সমূহের উপর উপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; তাহারা সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে ক্রম হইয়াছিল; সীতার অনুসন্ধান না পাওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। তখন বানর-শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ কতকগুলি বানরকে বলিতে লাগিল “গম্বীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে নিশ্চয় আমা-দিগের এক মাসকাল অতীত হইয়াছে। আমরা সীতার অনুসন্ধান পাই নাই, রাজার আদেশও পালন করা হয় নাই, এখন যদি কিছুকিছ্যয় ঘাই”; তাহা হইলে সুগ্রীব আমাদিগকে বধ করিবে। বিশেষতঃ আমি শত্রুর পুত্র; ছল পাইলেই আমাকে বধ করিবে। আমার প্রতি, তাহার শ্রীতি নাই; রাম কেবল আমাকে রক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে “আমি রাম-কার্য করিতে পারি নাই”, দুঃখী সুগ্রীবের আনাকে হত্যা করিবার এই এক ছল হইবে। এই পাণ্ডা মাড়-ভুল্য ভাতৃজায়া সম্বোধন করিতেছে, অতএব হে বানর-পুঙ্খ-গণ! তাহার নিকট গমন করিবনা; এই স্থানেই যে কোন উপায়ে প্রাণত্যাগ করিব।” কতিপয় বানর-শ্রেষ্ঠ, যুবরাজ অঙ্গদকে এই জ্ঞান সজল-নয়ন দেখিয়া ব্যথিত ও সজল-নয়ন হইল এবং তাহাকে বলিতে লাগিল। এ বিষয়ে কি জ্ঞান তুমি শোক করিতেছ? আমরা তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। আইস, আমরা এই গুহা-মধ্য-স্থিত সর্ব-সৌভাগ্য-সম্পন্ন হ্রদ-নগর-সদৃশ-পুরে নির্ভয়ে বাস করিব। এইরূপে পরস্পর ধীরে ধীরে বলাবলি করিতে থাকিলে নীতজ্ঞ পহন-তনয় তৎসমুদায় শ্রবণপূর্বক অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “কেন এরূপ তর্কবিতর্ক করিতেছ? এইরূপ দুঃখগ্রণা করা সম্পূর্ণ অহুচিত। তুমি রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; তারার গর্ভ সন্তৃত বলিয়া তুমি তাঁহার সকল প্রিয়পাত্রকে অতিক্রম করিয়াছ, অর্থাৎ তুমি রাজার সর্বোপেক্ষা অধিক প্রিয়। রামের শ্রীতি লক্ষণ অপেক্ষাও তোমার উপর দিন দিন বাড়িতেছে। অতএব রাম হইতে বা রাজা হইতে তোমার কোন ভয় নাই; বিশেষতঃ আমি তোমার হিতসাধনে ওৎপন্ন রহিলাম; বৎস! অজ্ঞ বিচার করিও না। কতিপয় বানরেরা যে বলিয়াছে “গুহাগৃহ অভেদ্য, নির্ভয়ে বাস করিব;” তাহাও অব্যক্ত; কেননা ত্রিভুগতে এমন কি পদার্থ আছে? যাহা রাম শরের অভেদ্য? হে

বানর-শ্রেষ্ঠ ! যে সকল বানর তোমাকে কুমন্ত্রণা দিতেছে, তাহারাই বা স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমার সহিত থাকিবে কিরূপে ? বৎস ! আর একটী অভিযোগনীয় কথা বলি, আমার নিকট শ্রবণ কর,—প্রভু শ্রীরাম মনুষ্য নহেন; সাক্ষাৎ স্বয়ং নারায়ণ; সীতা,—জনমোহিনী ভগবতী মায়ী; লক্ষ্মণ;—সাক্ষাৎ জগতের আশ্রয় সর্পরাজ অনন্ত । ইহারা সকলে ত্রিলোকের রক্ষাকর্তা; প্রজা, রাক্ষস বিনাশ করিতে প্রার্থনা করায় মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আমরা সকলেই বৈষ্ণবধর্মী বিশ্বর পার্শ্বদ; পরমাশ্রমী দেহভ্রমণে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইলে আমরাও তাঁহারই মায়াবলে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । আমরা পূর্বের তপস্বী দ্বারা জগৎপতির আরাধনা করিয়াছিলাম, তাই তাঁহার অনুগ্রহে তদীয় পার্শ্বদ হইয়াছি; ইদানীও মার্য-যোগে তাঁহারই সেবা ফলে পুনর্বার আমরা বৈষ্ণব-লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিব ।” হনুমান এইরূপে অঙ্গদকে আশ্বাসিত করিলে পর সকল বানরেরাই বিদ্যাগিরি পর্যটন করিল; ক্রমে জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্তী মহেন্দ্রগিরির পবিত্র পাদদেশে উপস্থিত হইল : দুষ্টর, ভয়বন্ধন, অগাধ জলরাশি দর্শন করিয়া অতি ভীতভাবে বানর-গণ “আমরা কি করি”, বলিতে বলিতে সমুদ্রতীরে উপবেশন করিল । অনন্তর, মহাবল-পরাক্রান্ত অঙ্গদ প্রভৃতি সকলেই চিন্তাপিত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। “সেই গুহামধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমরাদিগের এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি রাবণ বা জনকনন্দিনী সীতার দর্শন পাইলাম না ! কঠোর-শাসন সুগ্রীব আমাদিগকে নিশ্চরই নিহত করিবে; অতএব আমরাদিগের সুগ্রীবের হস্তে নিহত হওয়া অথেষ্ট! প্রায়োগবেশন করাই শ্রেয়ঃ। তাহার সকলে এই নিশ্চয় করিয়া সেই স্থানেই কুশসকল আস্তৃত করিল; মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আস্তৃত কুশোপরি নানাস্থানে উপবিষ্ট হইল; এই সময়ে এক পর্বতাকার গৃধ্র পর্বতের গুহামধ্য হইতে নিঃসৃত হইয়া শঠন: শঠন: সেই স্থানে আসিতে লাগিল। গৃধ্র, সেই সকল বানর-পুত্রবদিগকে প্রায়োগবিষ্ট দেবীয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, “আজ আমার প্রচুর ভক্ষ্য মিলিয়াছে; এক একদিন একটী একটী করিয়া ক্রমে সকলগুলিকে ভোজন করিব”। গৃধ্রের সেই বাচ্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় বানর ভীতচিন্তে বলিতে লাগিল; হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এই গৃধ্র আমাদিগের সকলকেই

ভোজন করিবে; সন্দেহ নাই। আমরা রামের কিছুমাত্র কাৰ্য্য করিতে পারি নাই ও সুগ্রীবের বা আপনার আপনার নিজের হিতও করিতে পারিলাম না; নিরর্থক ইহার হস্তে নিহত হইয়া আমরাদিগকে যমালয় বাইতে হইবে। অহো জটায়ু, কি ধর্ম্মাশ্রম! সেই সুবুদ্ধি শত্রুনাশন, রাক্ষসকাৰ্য্য করিতে নিহত হইয়া যোগিদিগেরও দুঃখ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তখন সম্প্রতি সেই বানর-কথিত বাচ্য শ্রবণ করিয়া কহিল, “কে তোমরা? আজ বহুদিনের পর পরস্পর ‘জটায়ু’ নাম করিতেছ? জটায়ু আমার ভ্রাতা; ঐ নাম যেন আমার কর্ণকূহের অমৃত বর্ষণ করিল। বানরশ্রেষ্ঠগণ, বল,—আমার নিকট তোমাদিগের ভয় নাই”। তখন শ্রীমান্ অঙ্গদ, গৃধ্রসমীপে উখিত হইয়া সেই গৃধ্রকে বলিতে লাগিল;—দশরথ-তনয় শ্রীমান্ রাম অত্যুজ লক্ষ্মণ ও ভাৰ্য্যা সীতার সুহৃত মহাবলে ভ্রমণ করেন; হুবাশ্রা রাবণ তাঁহার সান্দ্রী ভাৰ্য্যা; সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; রাম লক্ষ্মণ যুগ্মা করিতে বাইলে রাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে হরণ করে; তখন সীতাদেবীর “রাম! রাম!” রবে উচ্চঃস্বরে রোদন দ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাবল বীর প্রতাপশালী পাক্ষিরাজ জটায়ু নামে গৃধ্র, রামের জঙ্ঘ (সীতার উদ্ধার করিতে) রাবণের সহিত ষোড়শত যুদ্ধ করেন, অবশেষে রাবণ হস্তে নিহত হইলে রাম তাঁহার দাহ করেন; তাহার পর ঋণমধ্যেই জটায়ু, রাম-মাতৃক্য প্রাপ্ত হন। রাম সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া অধিক সান্দ্রী করত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, অনন্তর মহাবল রাম সুগ্রীবের কথাশ্রমারে অতীত দুর্দর্ভ বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্য প্রদান করেন। মহাবল সুগ্রীব, আমরাদিগের এই মহাবীর্য্য বানর-বৃন্দকে ‘এক মাসের মধ্যে প্রত্যগত হইও, নচেৎ তোমাদিগের প্রাণ দগু করিব;’ এই আজ্ঞা করিয়া সীতা অন্বেষণ করিবার জঙ্ঘ পাঠাইয়াছেন। বিদ্যাবনে গুহামধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, অদ্যাপি সীতা বা রাবণের কোন সন্ধান পাই নাই, তাই আমরা মরিবার জঙ্ঘ লবণ-সাগর-তীরে প্রায়োগ-বেশন করিয়াছি। হে পক্ষিবর! যদি জান ত আমাদিগকে মঙ্গলময়ী জনক-নন্দিনীর সন্ধান বলিয়া দাও”। সম্প্রতি অঙ্গদের কথা শুনিয়া জটায়ু চিন্তে বলিতে লাগিল, “হে বানর শ্রেষ্ঠগণ! জটায়ু আমার প্রিয় ভ্রাতা; বহু মহৎ বৎসরের পর আজ আমি ভ্রাতার সমাচার পাইলাম; বানর



শ্রেষ্ঠগণ! আমি কথ্য দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য করিতে পারিব। এক্ষণে আমি ভ্রাতার তর্পণ করিব; আমাকে জল সমীপে লইয়া চল; পশ্চাৎ তোমাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির জন্ত সমস্ত স্তম্ভসংবাদ বলিব।" তাহারা "আচ্ছা," বলিয়া সেই পক্ষীকে সমুদ্র জলসমীপে লইয়া গেল; পক্ষীও সমুদ্র জলে স্নান করিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে অঙ্কলি-পূর্ণ জল বান করিল; পরে বানরগণ-কর্তৃক জানীত হইয়া পুনর্বার দস্থানে অবস্থিত হইল, তখন সম্প্রতি বানরদিগের আনন্দ উৎপাদন করত বলিতে লাগিল,—“ত্রিকট পিরিশিখরে লক্ষা নামে এক নগরী আছে, তথায় কাশোক বন মধ্যে রাক্ষসীগণ সীতাকে অতি সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেছে; লক্ষা এখান হইতে শত যোজন দূরে—সমুদ্রের মধ্যস্থলে; আমি দেখিতে পাইতেছি—সীতাকেও দেখিতে পাইতেছি; কিছু-মাত্র সন্দেহ নাই। আমি গৃহে বলিয়া আমার দৃষ্টি দূরগামিনী; অতএব এ বিষয়ে সংশয় করিও না। যিনি শত-যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিবেন, তিনিই জানকীকে দেখিয়া পুনরাগমন করিবেন, ইহা নিশ্চয়। একাকী আমিইসেই ভ্রাতৃ-হস্তা দুরাশ্বা রাবণকে নিহত করিতে উৎসাহাধিত বটে; কিন্তু কি করিব? আমার পক্ষ নাই। সুতরাং তোমরাই সমুদ্র-লঙ্ঘন করিতে যত্নপূর্বক চেষ্টা কর। তাহার পর রঘুবর, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে বধ করিবেন। তোমাদিগের মধ্যে কে শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্র লঙ্ঘন, লক্ষা প্রবেশ, বৈদেহী দর্শন এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিয়া পুনর্বার সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে? বিচার করিয়া দেখ।”

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টম অধ্যায় ।

অনন্তর সেই সকল বানরগণ কৌতূহলাধিত হইয়া সম্প্রতি কহিল; “ভগবন্! আপনার নিজ-বৃত্তান্ত আদি হইতে বলুন।” সম্প্রতি নিজের পূর্ব-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। পূর্বকালে ঋধ্যদেবনে আমি এবং জটায়ু—আমরা দুই ভাই বলঙ্গপিত হইয়া বল-পত্নীকার জন্ত অহঙ্কারবশতঃ সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত গমন করিতে আকাশ পথে উড়ীন হইলাম; এবং আমরা উত্তরেই বহুসংখ্য যোজন গিয়াছিলাম; তথায় জটায়ু তপনতাপে মুচ্ছিত প্রার হইল; তাহাকে মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত অর্থাৎ

বাহাতে সম্পূর্ণ মুচ্ছিত না হয় এইজন্ত পক্ষদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিলাম; সূর্য্যরশ্মি দ্বারা আমার পক্ষ দগ্ন হইয়া বাওয়ায় বিদ্যাশিখরে পতিত হইলাম। হে বানর-শ্রেষ্ঠগণ! দূর হইতে পতন হওয়ায় তিন দিন মুচ্ছিত অবস্থায় থাকি; পরে পুনর্বার চৈতন্য লাভ করিলাম বটে; কিন্তু পক্ষদাহের বন্ধণায় মতি ভ্রম হইয়াছিল, স্বদেশ কি পিরিশিখর প্রথমতঃ তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; ক্রমে উত্তম-রূপে নয়ন উদ্বীণন করিয়া তথায় এক স্তম্ভ আশ্রম দেখিতে পাইলাম; দেখিয়া আশ্চে আশ্চে আমি আশ্রম সমীপে গমন করলাম, চন্দ্রমা নামে মুনি-রাজ সেই আশ্রমের অধিকারী; আমাকে দেখিয়া সবিম্বায়ে বলিলেন, ‘সম্প্রাতে! আজ তোমার এই—রূপ-বিকৃতি কিরূপে হইল? কেই বা করিল? আমি পূর্বে হইতেই জানি তুমি অত্যন্ত বলবান; তোমার পক্ষদাহ হইল কি জন্ত? যদি বলিবার উপযুক্ত হয় ত বল।’ অনন্তর আমি আপোনার সমস্ত বিবরণ বলিয়া অতি গুণ্ধিতভাবে বলিলাম, ‘হে মুনিশাস্ত্র! আমি দাবানলে দগ্ন হইতেছি (আমার বিষম চিন্তা হইয়াছে); প্রভো! পক্ষহীন হইয়া জীবন ধারণ করিব কিরূপে?’ এই কথা বলিলে পর মুনি রূপাবশতঃ সজল-নয়নে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন;—“বৎস! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া বাহা ইচ্ছা হয় করিও। এই সকল দুঃখের মূল দেহ; কৰ্ম্ম,—দেহ সংস্কার কারণ; দেহের প্রতি “অহং (আমি)” জ্ঞান শরীরীর কৰ্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু; অহঙ্কার অর্থাৎ চিত্ত, দার্য্য-সাহিক চলিয়া আসিতেছে বলিয়া অনাদি, অচেতন এবং অবিন্দ্য হইতে উৎপন্ন; যেমন উত্তপ্ত কৌহ পিণ্ড বহির সহিত একীভাবাপন্ন, সেইরূপ চিত্তও সর্বদা আত্মার প্রতিবিন্দ্যগ্রাহী হওয়ার আত্মরূপে প্রতীয়মান হয়; তাহার (ঐ চিত্তের) সহিত দেহের একীভাব প্রযুক্ত দেহও চেতনাসম্পন্ন বলিয়া ব্যবহৃত হয়। অহঙ্কার সম্বন্ধ বলেই আত্মার “আমি দেহ” এইরূপ জ্ঞান হয়; সেই জ্ঞানই এই সূখ-দুঃখ-সাবধ সংসারের মূল। আত্মা নিরীকার বটে; তথাপি দেহ-প্রভৃতি সবিচার পদার্থে সর্বদাই আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাতেই “আমি দেহ” (দেহের প্রতি আত্মা বলিয়া ভ্রম পূর্বে পুণ্যকলে দূর হইলেও) “আমি কৰ্ম্ম করি” এই স্থির করিয়া জীব সর্বদা নানাবিধ কৰ্ম্ম করে; তাহার পর ক্ষমতা শূন্য হইয়া সেই কৰ্ম্ম-কলের অধীন হইয়া পড়ে। তখন জীব স্বয়ং পাশী হইলে অধোগতি এবং

পুণ্যবান হইলে উচ্ছিন্নতা লাভ করে, ইহা নিশ্চয়। “আমি মজ্জনান প্রভৃতি অধিক পুণ্য কার্য করিয়াছি, আমি স্বর্গে গিয়া নিশ্চয় সুখভোগ করিব” এইরূপ সঙ্কল্প বাহার মনে মনে, সে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করে। সেইরূপ আমি বহুপুণ্য করিয়াছি এইরূপ অধ্যাস (জন্ম বিশেষ) থাকার স্বর্গে বহুকাল উৎকৃষ্ট সুখভোগ করিয়া শেষে পুণ্যক্ষয় হইবামাত্র অনিচ্ছক হইলেও কৰ্মবশে তাহাকে অধঃপতিত হইতে হয়। প্রথম চন্দ্র-মণ্ডলে পতন, অনন্তর শিশির-বোণে ভূমিতলে পতন, তাহার পর সূক্ষ্ম ও স্থূল ধাত্বাদি রূপে বহু-দিন অবস্থিতি, তৎপরে চতুর্ভিধ (চর্ক্যা, চোষ্য, লেছ, পেয়) ভোজ্যের অন্যতম রূপে পরিণত হইলে পর তাহা পুরুষণ ভোজন করে, তাহা হইতে, বীৰ্য্যরূপে পরিণতি পুরুষ, ঋতুকালে রমণী যোনিতে সেই বীৰ্য্য নিক্ষিপ্ত করিলে, তাহা, প্রথম দিনে যোনি-রক্ত-মিশ্রিত ও জরায়ু বেষ্টিত কলল হইয়া কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহা আবার পাঁচ দিনে বৃদ্ধ দাকার হইয়া উঠে, তাহা আবার সাতদিনে মাংসপেশীরূপে পরিণত হয়; সেই পেশী একপক্ষে রুঘিরাঙ্গুত পেশী হইতে অঙ্গুর উৎপন্ন হইয়া থাকে; একমাসে গ্ৰীবা, মস্তক স্কন্ধ, পৃষ্ঠ-বংশ এবং উদর এই পঞ্চবিধ অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গুর এক একটা করিয়া যথাক্রমে উৎপন্ন হয়; দুইমাসে, হস্ত পাদ, পার্শ্ব, কটিদেশ এবং জাহ্নু যথাক্রমেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না। তিন মাসে ক্রমে অঙ্গসকলের সন্ধি স্থান উৎপন্ন হয়; চার মাসে ক্রমে অঙ্গুণী সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে; পাঁচমাসে নাসা, কর্ণ, নেত্র, দন্তপঞ্জি, নখর নিকর এবং গুণ্ড উৎপন্ন হয়; মনুষ্যদিগের ছয় মাসের মধ্যে কর্ণধরের ছিদ্র, পায়, মেঢ়, উপস্থ এবং নাভি হইয়া থাকে; এই সমস্ত কথা বৈদ্যকাদি শাস্ত্রে পরিক্ষুট আছে। সপ্তম মাসে শরীরের রোমসকল, মস্তকের কেশ এবং অবয়ব-বিভাগ হয়; অষ্টম মাসে সকল সম্পন্ন হইয়া যায়। হে বিহঙ্গম! রমণীর জঠরে এইরূপে গর্ভ বাড়িতে থাকে; জীব পঞ্চম মাসে সকল রকমে চেতনা লাভ করে, জননী বাহা ভোজন করে, সেই অঙ্গের সারাংশ—নাভি সূত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা গর্ভস্থ বালকের জঠরে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই সে বুদ্ধি পাইতে থাকে; নিজ কৰ্ম্মবলেই গর্ভমধ্যে যুক্ত হইতে অব্যাহতি পায়। তখন সকল জন্ম এবং পূর্বকৃত কৰ্ম্ম সকল সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করিয়া জঠরানল তাপে সত্ত্বশূন্য হইতে হইতে এই কথা বলে;—“বহুসহস্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়া

কোটি কোটিবার স্ত্রীপুত্রাদি মন্থক, গবাদি, পশু, সম্পত্তি এবং বহুবাকব লাভ করিয়াছি মাত্র। পরিবার প্রতিপালনে আসক্তিনিবন্ধন জ্ঞায় অজ্ঞায় বিচার না করিয়া ধনোপার্জন করিয়াছি। কিন্তু আমি এমনই দুর্ভাগ্য যে স্বপ্নেও (একবার) বিষ্ণু চিন্তা করি নাই। এখন তাহার কণ—ঘোরতর গর্ভ-বন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। লগভঙ্গুর দেহকে চিরস্থায়ীর জ্ঞায় মনে করিয়া বিষয়-তৃষ্ণা-বশতঃ কেবল অকার্য্যই করিয়াছি, নিজের হিত (কিছুমাত্র) করি নাই। এইরূপ নিজ কৰ্ম্মাভুসারে বহুবিধ দুঃখভোগের পর এক্ষণে গর্ভবন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এই নরক-সদৃশ মলমুক্তময় গর্ভ হইতে কবে আমার নিঃসরণ হইবে? ইহার পর আমি নিরন্তর বিষুসেনাই করিব।” জীব ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে জন্ম-সময়ে যোনি-বস্ত্র নিষ্পেষিত হইয়া নরক হইতে পাতকীর জ্ঞায় অতি দুঃখে বহির্গত হয় এবং দুর্গন্ধরূপে মধ্য হইতে কুমির শ্রময় জঠর হইতে নিপতিত হয়। অনন্তর সে বাণ্যাদি দুঃখভোগ করে। সকল প্রাণীই এইরূপ ভোগ করিয়া থাকে। আর যৌব-নাদি কালে যে সকল দুঃখ, সকলেরই সম্পূর্ণ রূপে বিদিত এবং তুমিও অমুভব করিয়াছ; হৃতরাং হে গৃধ! আমি আর তাহা বর্ণনা করিলাম না। এইরূপে “আমি—দেহ,” এই-অধ্যাস-সম্ভূত অক্তি-নিবেশ হইতেই নরকাদি ভোগ এবং গর্ভবাস প্রভৃতি দুঃখ লাভ হইয়া থাকে। অতএব জীব, আত্মাকে দেহদ্বয় (স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ) এবং প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া দেহপ্রভৃতি পদার্থে মমতা পরিত্যাগ করিলে পর আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। তখন জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সূয়শ্চ এই তিন অবস্থ—আত্মার নহে; সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দ প্রভৃতিই আত্মার স্বরূপ; ইহাতে মায়াদোষের সম্পর্ক নাই; ইনি বুদ্ধ, (ইহা) ভিন্ন সকলই অচেতন; অথবা ইনি স্বীয় সম্বন্ধবলে জ্ঞান উৎপাদন করিতে-ছেন) এবং নিক্রিয়, ইহা অবধারণ করিবে। চেতন্য স্বরূপ আত্মা পরিজ্ঞাত হইলে পর যখন অবিদ্যা-সম্ভূত মোহ বিনষ্ট হয়, তখন প্রারব্ধ কৰ্ম্মফলে দেহ থাকু আর থাক, যোগীর কিছুতেই দুঃখ বা সুখ হয় না, কারণ দুঃখ—অজ্ঞান-সম্ভূত। যেমন যত দিন ত্যাগ করিবার সময় না হয়, ততদিন সর্প কক্কু (খোলাস) ধারণ করে, সেই রূপ যত দিন প্রারব্ধ অকৃতকর্ম্ম না হয়, ততদিন এই দেহের সহিত নিশ্চিন্তভাবে অবস্থিতি কর। হে পশ্চিম! আরও কিছু পরম হিত-কর বাণ্য তোমাকে বলিতেছি আমার নিকট শ্রবণ

কর; অব্যয় নারায়ণ ত্রেতাযুগে দশরথ-তনয়-রূপে অবতীর্ণ হইয়া রাধণ বধার্থে ত্যাগী সীতা ও অমৃত্যু লক্ষণের সহিত মণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন। সেই অরণ্যাত্মে রাম লক্ষণের অতুপস্থিত কালে রাধণ, জনকমন্দিনীকে চোরের ভ্রায় হরণ করিয়া লক্ষ্মণে স্থাপন করিলে। বানরগণ দুর্গীবের আদেশ মত সেই সীতার অমৃত্যুসন্ধান করিতে সমুদ্র-তীরে আগমন করিলে। সেইখানে কারণ বশে তোমার সহিত তাহাদিগের দেখা সাক্ষাৎ হইবে; সংশয় নাই। তখন তুমি তাহাদিগকে বধার্থরূপে সীতার সন্ধান বলিয়া দিও। তখনই তোমার নৃতন পঞ্চদশ উৎপন্ন হইবে।” সম্প্রতি বলিল, চন্দ্র নামে মুনিকুল-শ্রেষ্ঠ, আমাকে অনেক বুকাইলেন। দেখ আমায় অতি কোমল নৃতন পঞ্চদশ উৎপন্ন হইল। তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। সীতাকে নিশ্চয় দেখিতে, পাইবে; হস্তুর সাগর লঙ্ঘন করিতে যত্ন কর। “নিকট ব্যক্তিও ঠাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে অনন্ত সংসার-সমুদ্রে পার হইয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পরম পদ প্রাপ্ত হয়; বানরগণ! তোমরা ত্রিভুবনের সৃষ্টি স্থিতি-সংহার-কারী সেই রামচন্দ্রের প্রিয়ভক্ত; এই শত যোজনমাত্র বিস্তীর্ণ সামান্ত সমুদ্রে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না কি? কেন পারিবে না?

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায় ।

গৃধ্ররাজ, আকাশ-পথে গমন করিলে, সীতা দর্শনে একান্ত অভিলাষী বানরশ্রেষ্ঠগণ অতীব আনন্দিত হইয়া পরস্পরের নিকট সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর নন্দকুলভীষণ, বৃহৎকুন্ড-তরঙ্গ-মালা সঙ্কুল, আকাশের ভ্রায় দূরবগাহ জলনিধি অবলোকন করিয়া বিষমভাবে পরস্পর বলিতে লাগিল “হঁহা পার হইব কিরূপে?” তন্মধ্যে অঙ্গদ বলিল;—বানর শ্রেষ্ঠগণ! শ্রবণ কর। তোমরা অভ্যস্ত বলশালী, শূর এবং নানা স্থানে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছ; ইহার মধ্যে সমুদ্রে লঙ্ঘন করিয়া রাজকাৰ্য্য করিতে পারিবে কে? যে পারিবে সে এই সমস্ত বাসরমণ্ডলীর প্রাণদাতা;—ইহাতে সংশয় নাই; অতএব যিনি মহাবল, তিনি নীচ আমার সম্মুখে উদ্ভিত হউন; তিনি সমস্ত বানর-গণের শুভ বানরগণের কেন, রাম এবং সুগ্রীবেরও

রক্ষাকর্তা হউন।” গৃধ্ররাজ এই কথা বলিলেও সকল বানর সৈন্তগণ চূপ করিয়া রহিল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; কেহ কিছু বলিল না। অঙ্গদ বলিল, কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমরা সকলেই প্রত্যেকে আপন আপন বল বর্নন কর। তাহার পর বুধিব, কাহার দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধ হইবে। অঙ্গদের বাক্য শুনিয়া বীরগণ পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ বলের কথা উল্লেখ করিতে লাগিল। দশযোজন হইতে অরন্ত করিয়া ক্রমে দশ দশযোজন অধিক হিসাবে লঙ্ঘন-সামর্থ্য জানাইল। অর্থাৎ যাহার বল সর্বপেক্ষামূল্য, সে দশযোজন লঙ্ঘন করিতে পারে বলিল, যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে বিংশতি যোজন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ত্রিংশৎ যোজন; এইরূপ নিজ নিজ সামর্থ্য জানাইল; এইরূপ ক্রমানুসারে উচ্চিতে উচ্চিতে অরণ্য-চাৰীদিগের মধ্যে জাম্ববানু, নবতি-যোজন লঙ্ঘনে সামর্থ্য জানাইল। এবং বলিল পূর্বকালে ভগবানু নারায়ণ ত্রিবিক্রম হইলে (বাম-নাবতারে বিরাট মুক্তি ধরিয়া চরণ দ্বারা ভুবনমণ্ডল অধিকার করিবার সময়) তাঁহার যে চরণ পৃথিবী ব্যাপক হইয়াছিল, একবিংশতি বার তাহা প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। অধুনাব্দ হইয়াছে, আর অধিক লঙ্ঘন করিতে পারি না। অঙ্গদও বলিল; সমুদ্রপারে গমন করিতে আমার সামর্থ্য আছে বটে; কিন্তু পুনর্বীর লঙ্ঘন করিয়া আসিবার শক্তি আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। বীর জাম্ববানু তাঁহাকে বলিল;—“তুমি রাজা, অতএব তুমি আমাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে; সুতরাং তুমি যদিও সমুদ্রে লঙ্ঘনে সমর্থ; তথাপি তোমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা আমাদিগের উচিত হয় না। অঙ্গদ বলিল;—যদি এইরূপ হইল, তবে আমরা সকলে পূর্ববৎ কুশাসনে শয়ন করি (প্রায়োপবেশন করি) যখন কেহ কার্য্য সাধন করিতে পারিল না; তখন জীবন ত থাকিবেই না। বীর জাম্ববানু তাহাকে কহিল;—“বৎস! (চিন্তিত হইও না) যাহার দ্বারা অবিলম্বে আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইবে, এমন ব্যক্তি তোমাকে দেখাই-তেছি।” জাম্ববানু এই বলিয়া (একপার্শ্বে) অবস্থিত হনুমানকে বলিল “হনুমন! এতবড় গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তুমি কিনা অনভিক্তের ভ্রায় নিৰ্জনে চূপ করিয়া রহিয়াছ! হে মহাবল! আজ নিজ সামর্থ্য প্রদর্শন কর। তুমি সাক্ষাৎ বায়ুর পুত্র, তোমার পরাক্রম বায়ুর সমান, রাম কার্য্যের জন্যই মহাঈশ্বর বায়ু তোমাকে উৎপাদন করেন। পূর্বে তুমি জম্বিব মাত্রে অচিরোদিত পৃথ্যকে, পক

ফল বোধ করিয়া গ্রহণ-লালসায় \* বাণ্য-লীলা ক্রমে উক্কে পঞ্চশত যোজন লক্ষ দিয়া উঠিয়াছিলে, তাহার পর (ইন্দ্রের বজ্র প্রহারে) ভূতলে পতিত হইয়াছিলে। অতএব তোমার বল-মাহাত্ম্য বর্ণন করে কাহার সাধ্য ?। হে সুব্রত ! উঠ, রাম কার্য্য সাধন কর, আমাদিগকে রক্ষা কর"। জাম্ববানের বাক্য শুনিয়া হনুমান্ অতি আনন্দে সিংহনাদ করিল, তাহাতে বোধ হইল হেন ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হইতেছে। হনুমান্ দ্বিতীয়ত্রিক্রমের জ্ঞায় পর্বতাকার হইয়া উঠিল; এবং বলিতে লাগিল;—“সমুদ্র লঙ্ঘন করিব, লঙ্কা ভঙ্গসাৎ করিব, পরে রাবণকে সবৎস ধ্বংস করিয়া জনকনন্দিনীকে আনয়ন করিব। অথবা রাবণের গলদেশে রক্তবন্ধন করিয়া এবং ত্রিকূট পর্বতের সহিত লঙ্কানগরীকে বাম করভলে ধারণ করিয়া রামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব। অথবা কেবল শুভ-লক্ষণা জনকনন্দিনীকে দেখিয়াই প্রত্য্যাগমন করিব।” হনুমানের কথা শুনিয়া জাম্ববান্ ইহা বলিল;—“তোমার মঙ্গল হউক, শুভা জনক-তনয়াকে জীবিত দেখিয়াই ফিরিয়া আইস, পশ্চাৎ রামের সহিত একত্র হইয়া পৌরুষ প্রদর্শন করিবে। ভদ্র ! তোমার মঙ্গল হউক। আকাশ পথে গমন করিতে যেন তোমার কোন বিঘ্ন না হয়। তুমি রামকার্যের জগ্ন গমন করিতেছ; বায়ু তোমার অঙ্গুগমন করুন”। এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া বানর-শ্রেষ্ঠগণ বিদায় দিলে পর হনুমান্ মহেন্দ্রে পর্বতের শিখরে আরোহণ পূর্বক অতুত-দর্শন হইল অর্থাৎ তাহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল। তখন তাহার শরীর সুবিশাল গিরিশ্রেষ্ঠের জ্ঞায়, বর্ণ—সুবর্ণের জ্ঞায়, বদনমণ্ডল অরুণের জ্ঞায় মনোহর ও সুদীর্ঘ বাহুযুগল মহাকণ্ঠীয়ে সদৃশ হইল; মহাত্মা পবননন্দন এইরূপে সর্বভূতের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

কিঙ্কিাক্যাকাণ্ডে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## সুন্দর কাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন;—পবন-নন্দন অতীব আনন্দ সহকারে শতযোজন বিস্তীর্ণ মকরালয় সমুদ্রে পার হইতে অভিলাষী হইয়া পরমাত্মা রামচন্দ্রের ধ্যান করিয়া এই কথা বলিল;—যেমন সকলে রাম-পরি-ত্যক্ত অমোঘ মহাশরকে শূভ মার্গে বাইতে অব-লোকন করে, সেইরূপ আমিও (ক্রতু এবং নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধি করিবার জগ্ন) আকাশপথে গমন করি-তেছি, সকল বানরগণ আমাকে অবলোকন করুক ! অদ্যই রাম-ভাৰ্গ্যা জনক-নন্দিনীকে অবলোকন করিব; আমি কৃত-কৃতার্থ হইয়া পুনর্বার রাম দর্শনও করিলাম আর কি ?। মুখ্য্য প্রাণ-ত্যাগ সময়ে একবারমাত্র যাহার নাম স্মরণ করিলে অপার ভবসাগর পার হইয়া তদীয় পদ প্রাপ্ত হয়; আমি তাঁহার দূত; আবার তাঁহার—অঙ্গুলি, যে অঙ্গুরীয় দ্বারা শোভিত হয়, সেই অঙ্গুরীয় আমার নিকটে; তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতেছি; আমি যে এই স্কুদ্রে সমুদ্রে পার হইব, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? এই বলিয়া পবন-বিক্রম পবন-নন্দন দক্ষিণ-মুখে হইয়া সত্ত্বর লক্ষ প্রদান করিল। তৎকালে তাহার বাহু-দ্বয় ও লাক্স প্রসারিত, গ্রীবা সরল, দৃষ্টি উক্কে বিগ্নস্ত এবং চরণদ্বয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। দেবগণ আকাশমণ্ডল হইতে তাহাকে অব-লোকন করিতে লাগিলেন। হনুমান্ সত্ত্বর গমন করিতে লাগিল। দেবগণ, পবন-তনয়কে বায়ু-বেগে গমন করিতে দেখিয়া সেই বানরের সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জগ্ন বলাবলি করিতে লাগিলেন;—“এই বায়ুবিক্রম মহাবল বানর বাইতেছে ত; কিন্তু লক্ষা প্রবেশ করিতে পারিবে কি না ? ইহার কিরূপ বল তাহা ত আমরা জানি না”, এইরূপ নিতর্ক করিয়া কুতূহলাধিত দেবভায়ুল্ক নাগমাতা সুরসাকে বলিলেন “যাও তুমি, বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানের পৃথি-মধ্যে কিছু বিঘ্ন কর গিয়া; তাহার বলবৃদ্ধি বুঝিয়া আবার সত্ত্বর ফিরিয়া আইস।” এই কথা বলিলে সুরমা হনুমানের বিঘ্ন করিবার জগ্ন সত্ত্বর গমন করিল; অগ্রপথ আবরণ করিয়া (আপপথ আন্ত-লিয়া) অবস্থান করত বানরকে বলিল;—“মহামতে ! আইস, শীঘ্র আমার মুখকুহরে প্রবেশ কর; আমি মুখায় জর্তীব কাতর আছি, দেবগণ তোমাকে

\* মূলে “জিম্বকানি” কথাটি “গ্রহীয্যামি” অর্থে আর্ষ; টীকাকার এই কথা বলেন; কিন্তু লামার উঃ আর্ষ স্বীকার না করিয়াই সহজ ভাবে অর্ষ করিয়াছি। মূলের ১৯ নোকের সহিত অদৃশ্য বিলাইয়া লটন।

আমার ষাঢ়্যক্রম করিয়াছেন।” হনুমান্ তাহাকে বলিল;—“মাতঃ! আমি রামের আদেশমত জানকীকে দেখিতে বাইতেছি; অতি সত্ত্ব ফিরিয়া রামের নিকট তাঁহার মঙ্গল সমাচার দিয়া আসিয়াই তোমার মুখকুহরে প্রবেষ্ট হইব; এক্ষণে আমাকে পথ দাও, তুমি সুরসা—তোমাকে নমস্কার।” এ কথা বলিলে সুরসা পুনর্বার বলিল;—“আমি ক্লম্বিতা হইয়াছি, আমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়া (ক্লম্বিতা থাকে ত তথা হইতে নির্গমনপূর্বক) গমন কর। নতুবা তোমাকে এখনই আমি ভক্ষণ করিয়া ফেলি।” ইহা বলিলে হনুমান্ উত্তর করিল, “তবে শীঘ্র মুখ ব্যাদান কর, বড় স্তুরা আছে, আজ তোমার মুখে প্রবেশ করিয়া তৎপরেই বাইতেছি”, এই বলিয়া হনুমান্ একযোজন বিস্তৃত শরীর ধারণপূর্বক তদীয় সম্মুখে অবস্থিত হইল। হনুমানের সেই দেখিয়া সুরসা নিজ মুখ পঞ্চাযোজন বিস্তৃত করিল হনুমান্ দ্বিগুণ (দশযোজন বিস্তৃত) রূপ ধারণ করিল; অনন্তর সুরসাতো বিংশতি যোজন মুখ করিল; হনুমান্ ত্রিংশ যোজন পরিমিত দেহ করিল; সুরসা পঞ্চাশৎ যোজন বিস্তৃত মুখ করিল—তখন হনুমান্ অল্পট সচুশ ক্রুড়াকার হইল; এবং তাহার বদন মধ্যে এবিষ্ট হইয়া নির্গমন পূর্বক পুনর্বার সম্মুখে আসিয়া অবস্থিত হইল। “দেবি! তোমার বদনে এবিষ্ট হইয়া নির্গত হইয়াছি; তোমাকে নমস্কার।” হনুমান্ এই কথা বলিলে, সুরসা হনুমান্কে বলিতে লাগিল;—“হে সুধীবর! যাও রামের কার্য সাধন কর। হে কপি! তোমার বল বৃদ্ধি জানিতে ইচ্ছুক হইয়া দেবগণ আমাকে পাঠাইয়াছেন; অহে! ষাও; সীতা দর্শনের পর প্রত্যাগমন করিয়া পুনর্বার রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। এই বলিয়া সুরসা দেবগণকে গমন করিল, পবন-নন্দনও পশ্চিমে গরুড়ের ছায় (সত্ত্ব) বায়ুপথে আবার গমন করিতে থাকিল। সমুদ্রও মণি-কাক্ষন-পূর্বক মৈনাককে বলিল;—এই মহাবল পরাক্রান্ত পবননন্দন হনুমান্ রামের কার্য সিদ্ধির জন্ত গমন করিতেছে, বিশ্রাম স্থান প্রদান করয়া তুমি ইহার সাহায্য কর। পূর্বকালে সগর-সন্তান-গণ আমাকে বর্জিত করে, এই জন্ত আমার নাম সাগর; প্রভু দাশরথি রাম, সেই সগর-বংশে উৎপন্ন; এই মহাকপি, তাঁহার কার্য সিদ্ধ করিতে গমন করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র জল হইতে উখিত হও; তোমার উপর বিশ্রাম করিয়া গমন করুক; বিবিধ-মণিময়-শূক্রে মহোন্নত মৈনাক “আচ্ছা”।

বলিয়া জলমধ্য হইতে প্রোজ্জ্বলিত হইল। মৈনাক সেই পর্বতের উপরে মনুব্যাকারে অবস্থিত হইয়া গমনশীল হনুমান্কে বলিল; “মহাকপে! আমি মৈনাক; তোমাকে বিশ্রাম করাইতে আমি সমুদ্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি; হে পবনতনয়! আইস; আমার-অমৃত তুল্য পক-কলরাশি ভোজন পূর্বক এক্ষণে বিশ্রাম করিয়া পশ্চাৎ মুখে গমন করিবে।” ইহা বলিলে পর বায়ুপুত্র হনুমান্ তাহাকে বলিতে লাগিল;—“আমি রাম কার্যের জন্ত গমন করিতেছি, তাহা না করিয়া আমার ভক্ষণ করা অসুচিত; আর আমাকে অতি শীঘ্র যাইতে হইবে, সুতরাং বিশ্রাম করাই বা কিরূপে সম্ভবে? এই বলিয়া বানর, মৈনাকের মানরম্ভার্থ হস্তাগ্র-দ্বারা শিখর স্পর্শ করিয়া গমন করিতে লাগিল। কিছুদূর গমন করিলে পর ছায়া-গ্রহ ইহার ছায়া ধরিয়া আকর্ষণ করিল। সেই ছায়া-গ্রহের নাম সিংহিকা; সেই ভীষণা সূর্যদা জলমধ্যে অবস্থান করে; এবং আকাশচারীগণের ছায়া আক্রমণপূর্বক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ভোজন করে। বীর্ঘবানু হনুমান্ তৎকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; “অ্যা! কে বিঘ্নকারী হইয়া আমার বেগ রোধ করিল? কেই এখানে ত কাহাকেও দেখিতে পাই না, আমার আশ্চর্য বোধ হইতেছে।” এইরূপ চিন্তা করত হনুমান্ অধোভাগে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; তথায় বিকটাকৃতি মহাকায়া সিংহিকাকে অবলোকন করিবামাত্র সত্ত্বর জলে পড়িল এবং ক্রোধভরে চরণদ্বয় প্রহারে তাহাকে বধ করিল; পুনর্বার উল্লম্বনপূর্বক হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর ফল-ভার-নন্দ্র পাদপ-নিকরে শোভিত নানাজাতীয় গুণপঙ্কিপূর্ণ কুম্মিত লতাভালে সমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে ত্রিকূট গিরিশিখরে অবস্থিত লঙ্কানগর দেখিতে পাইল; নগরের চতুর্দিকে বহুতর প্রাকার এবং পরিখা ছিল। ইহা দেখিয়া “কিরূপে লঙ্কা প্রবেশ করিব”, হনুমান এই চিন্তাই করিতে লাগিল; “নিশাভাগে সূক্ষ্মরূপে এই রাবণ-পালিত লঙ্কানগরে প্রবেশ করিব” স্থির করিয়া তথায় অবস্থানপূর্বক উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; পরে (বধাসময়ে) লঙ্কা নগরাভিমুখে গমন করিল। অনন্তর প্রতাপশালী হনুমান্ সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া দ্বারে প্রবেশ করিল; সেখানে রাক্ষসী বেশ ধারিণী মূর্তিমতী লঙ্কার আধিপত্যী দেবী, হনুমান্কে লঙ্কানগরে প্রবেশ করিতে দোষণ্য তাহার প্রতি উর্জ্জন গর্জন করত কাহিল; “কেরে তুই;—

আমি লক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—আমাকে অবজ্ঞা করিয়া রাত্রিকালে বানররূপে চৌরের জায় এই নগরে প্রবেশ করিতেছিল। কি—করিতে ইচ্ছা করিল” ক্রোধকথায়িতলোচনে এই কথা বলিয়া হনুমানকে পদাঘাত করিল; হনুমানও তাহাকে অবজ্ঞাপূর্বক বামমুষ্টি প্রহার করিল, লক্ষা-দেবী তৎক্ষণাৎ অতীব রক্ত বমন করত ভূতলে পতিত হইল, ( কিংক্ষণ পরে ) উঠিয়া মহাবল পরাক্রান্ত হনুমানকে বলিতে লাগিল; “হনুমন! বাও, তোমার মঙ্গল হউক, আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম;—নির্কিয়ে নগরে প্রবেশ কর। হে অনন্য! তুমি লক্ষাজয় করিবে, পূর্বকালে রক্ষা আমার নিকট বলিগ্ধেহন, “কোন সময়ে তুমার হরণ করিতে আমি প্রার্থনা করিলে অবিনাশী নারায়ণ অষ্টাবিংশ চতুর্ভূগের অন্তর্গত ত্রেতাযুগে রাম নামে দশরথ-নন্দনরূপে অবতীর্ণ হইবেন। যোগ-মায়াও সীতা নামে জনকগৃহে আবির্ভূতা হইবেন। ভার্যা এবং অনুল্লেখের সহিত রামচন্দ্র মহাবনে গমন করিবেন। সেই বনে রাবণ, মহামায়া সীতাকে অপ-হরণ করিবে। পশ্চাৎ রামের সহিত সূগ্রীবের বন্ধুত্ব হইবে। সূগ্রীব সীতা অন্বেষণ করিতে বানর-গণকে প্রেরণ করিবে। তন্মধ্যে এক বানর রাজি-কালে তোমার নিকট আসিবে। তুমি তাহাকে ভৎসনা করিলে সেও তোমাকে মুষ্টিাঘাত করিবে। হে অনন্য! তদীয় আঘাতে তুমি যখন ব্যথিতা হইবে, তখনই রাবণের শেষ হইবে; সশেষ নাই। হে অনন্য! যখন আমি লক্ষা—তোমার নিকট পরাক্রান্ত হইলাম, তখন সকল রাক্ষসকুল-কেই তুমি পরাজয় করিলে। রাবণের প্রধান অন্তঃপুরে উৎকৃষ্ট প্রমোদ-বন; তাহার মধ্যে দিব্য পানপসঙ্গুল অশোক-বনিকা; তাহার মধ্যস্থলে শিংশপা নামে মহাবনস্পতি আছে; সেই শিংশপা তরুতলে জানকী অবস্থিত করিতেছেন, দারুণ রাক্ষসীগণ তাঁহাকে সাবধানে রক্ষা করি-তেছে; তাঁহাকে দেখিয়াই সত্ত্বর প্রতিনিবৃত্ত হও;—রাবণের নিকট নিবেদন কর গিয়া। যৎকালের পর রামচন্দ্র আমার স্মৃতিপথে উল্লিখিত হইলেন; স্ত্রীরামকে স্মরণ করিলে সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; অতএব আজ আমি ধন্য হইলাম। তদীয় ভক্তের সংসর্গও অভিজ্ঞত, তাহাও লাভ করিলাম। এক্ষণে প্রার্থনা দশরথ-নন্দন প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত করুন।” পবন-নন্দন সমুদ্র লঙ্ঘন করিলে পর ধরতী-তনয়া সীতা ও দশাননের বামনেত্র ও বাম ভঙ্গ এবং ইন্দ্রিয়াতীত

রামচন্দ্রের দাম্পত্য আভঙ্গ স্পষ্ট হইতে লাগিল। \*

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনন্তর হনুমান, সেই নিশাভাগে ক্ষুদ্রবানর-রূপে পরমশোভনা লক্ষানগরীতে গমন করিল; এবং পুরীর চতুর্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর সীতা অন্বেষণ করিতে অভিজিলায়ী হইয়া রাজবতনে প্রবেশ করিল। বানর হনুমান, তথায় সকল স্থান সূক্ষ্মিয়াও জনকনন্দিনীকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর হনু-মান লক্ষা-বাক্য স্মরণ করিয়া সত্ত্বর শুভ অশোক বনিকাতে গমন করিল। এই বনিকা—নিবিড় সুরতরু-শ্রেণী, রত্ন-সোপান-শোভিতদীর্ঘিকা সকল ও সুবর্ণময় প্রাসাদে সর্নিশেষ শোভাভিত, নানা জাতীয় পশু পক্ষিগণে পরিপূর্ণ এবং যাহাদিগের শাখাগ্রোভাগ ফলভারে অবনত সেই সকল পাদপ-কূলে পরিবৃত্ত ছিল। সেখানে পবননন্দন এতোক বৃক্ষতলে জানকীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শত মণি-স্তুভে শোভিত, গগন স্পর্শী এক উৎ-কৃষ্ট চৈতয় প্রাসাদ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। বায়নন্দন হনুমান তাহা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর গমন করিলে পর, এক শিংশপা বৃক্ষ তাহার নয়ন-গোচর হইল; ঐ শিংশপা বৃক্ষের পত্রচয় অত্যন্ত নিবিড়, সূতরাং তলস্থিত লোক একেবারেই রৌদ্দের মুখ দেখিতে পায় না; আর সুবর্ণবর্ণ বিহঙ্গরূপ, বৃক্ষ-টাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, বীর হনুমান সেই বৃক্ষমূলে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় রাক্ষসা-মধ্যে অবস্থিতা শুভা জনকতনয়াকে দেখিতে পাইল;—দেখিল, তাঁহার কেশপাশ সংস্কারশূন্য; মনোহরধে দেহ দীর্ণ; পরিধানে মলিন বস্ত্র; তিনি ভূমি শয্যায় পড়িয়া কাতর ভাবে শোক করিতেছেন; মুখে মাত্র “রাম রাম” শব্দ; এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন একজনকেও পাইতেছেন না; দুঃখ-দীর্ণ দেহ অনাহারে দীর্ণতর হইয়াছে, বানর-শ্রেষ্ঠ শাখাগ্রস্থিত পত্র-পুঞ্জের মধ্যে নিলান হইয়া অনিমিষ-নেত্রে দেখিতে লাগিল; ও মনে মনে বলিল; “আমি কৃতার্থ হইলাম—জনক

\*রঃ শোকের বাসায় স্মরণ এবং পুরণের দিকিনাক স্মরণ ও তৎকৃত। পুরণের বাসায় স্মরণ ও তৎকৃত।

নন্দিনীকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম; পরমাশ্রম  
রামের কার্য আমার দ্বারাই সাধিত হইল।” অন  
ন্তর অস্ত্র-পুত্রের বহির্ভাগে কিল-কিলা শব্দ ( গোল  
মাল ) হইতে লাগিল; পবনন্দন-বৃক্ষ-পত্রে লীন  
হইয়াই “একি আবার ?” এই ভাবিতেছিল; ইত্যাব-  
সরে দশ-মুখ বিংশতি-হস্ত সুবীল-অঙ্কন-রাশি-তুল্য  
রাবণ রমণীগণে পরিবৃত্ত হইয়া আগমন করিতেছে,  
দেখিয়া সন্নিহয়ে পত্র-পুঞ্জের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে  
বিলীন হইল। “রামের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে কি  
রূপে ? এমন কি কারণ উপস্থিত হইতে পারে যে,  
রামচন্দ্র সীতার জন্মও আসিতেছেন না” রাবণ অন-  
বরত এইরূপ চিন্তা করত সর্সদা রামচন্দ্রকেই জড়য়ে  
ধ্যান করিতেছিল; সেই দিন শেষ রাত্রে রামচন্দ্র  
রামসরাজ রাবণকে স্বপ্ন আদেশ করেন—“কোন  
এক কামরূপী বানর আসিয়া স্তম্ভরূপে বৃক্ষাশ্রে  
অবস্থিত করত সীতাকে দেখিতেছে।” রাবণ এই  
অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল;  
“কখন কখন স্বপ্নও সত্য হয়; অতএব এখানে  
এই করা যাউক—জানকীকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া  
নিরতিশয় চূর্ণিত করি; যদি আসিয়া থাকে ত  
বানর তাহা দেখিয়া গিয়া রাম সন্নিধানে নিবেদন  
করুক;” এইরূপ চিন্তা করত সত্তর সীতা সমীপে  
গমন করিল; স্তম্ভরাম-রমণী সীতা নৃপুবল্লী এবং  
কিষ্কিন্দরনি ভ্রবণ করিয়া ( সস্ত্রীক রাবণ আসি-  
তেছে বুঝিয়া ) ভয়ে যেন নিজ শরীরেই বিলীন  
হইয়া রহিলেন ( জড় সড় হইলেন ); ও অথোমুখী  
হইলেন; নয়ন হইতে দ্বিগুণিত বেগে অশ্রু-  
ধারা পড়িতে লাগিল; তাঁহার মন রামচন্দ্রেই সন্নি-  
বেশিত রহিল। তখন রাবণও সীতাকে অবলোকন  
করিয়া বলিল, হে স্তম্ভরামে! হে স্তম্ভ! আমাকে  
দেখিয়া কেন মিছা জড় সড় হইতেছ ? রামচন্দ্র  
অমৃতের সহিত বনচর মধ্যে অবস্থিত করে;  
তাহাকে কেহ কেহ কখন দেখিতে পায় কখন বা  
দেখিতেই পায় না (২৩) তাহাকে দেখিবার জন্ম  
অনেক বার আমি চর পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহারা  
যত্নপূর্বক চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়াও তাহাকে  
দেখিতে পায় নাই (২৪)। রাম তোমার উপর  
সর্সদা বিড়ক; তাহাকে লইয়া তুমি কি করিবে ?  
তুমি সর্সদাই তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে;  
সেও সর্সদা তোমার সমীপে থাকিত; তথাপি  
এই রামের হস্তে তোমার প্রাতি কিছুমাত্র স্নেহ  
সকার হয় নাই; রাবণ, তোমার প্রসাদে সমস্ত  
ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়াছে; তোমার বিবিধ গুণ-

রাশির পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু সেই নিগুণ অধম,  
কৃতঘ্ন (একবারও) তাহা স্মরণ করে না। তুমি  
সাধনী; আমি তোমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি  
বলিয়া তুমি শোক হুঃখে আকুল হইয়া রহিয়াছ;  
কিন্তু সে অদ্যাপি আসিল না; তোমার উপর  
যখন তাহার শ্রদ্ধা নাই, তখন সে আসিবে কেন ?  
সে, বলহীন, মমতা-শূন্য, বুধামানী এবং মৃঢ়;  
সে আপনাকে আপনি পণ্ডিত বলিয়া মনে করে।  
২৫—২৮। হে কোপনে! তোমার প্রাতি বিমুখ  
সেই নরাধমকে লইয়া কি করিবে ? (ক) \*

আমি তোমাতে অতীব আসক্ত এবং আমি  
দেব-রিপুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; আমাকে ভজনা কর।  
আমাকে ভজনা কর ত দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, বক্ষ এবং  
কিন্নরগণের কামিনীরা তোমার আদেশ প্রতীপালন

\* ২৩ শ্লোক হইতে (ক) চিহ্নিত শ্লোকার্ধ পর্যন্ত  
রাবণ রামচন্দ্রের বিষয়ে যে যে কথা বলিয়াছে, তাহার  
কাব্যোপযোগী অর্থ মূলে নিবেশিত হইয়াছে; আর  
যে অর্থ রাবণের মনোগত, তাহা এহলে উল্লিখিত হইল।  
বনবাসী নির্লিপ্তযোগিগণ পরমাশ্রমকে বিকল্পপে  
বা অনন্তরূপে ধ্যান করেন। দেই যোগীদিগের মধ্যে  
কেই কেহ কখন কখন তাঁহাকে দেখিতে পান, কখন বা  
পান না। ২৩। আমি তাঁহাকে জানিবার জন্ম চক্ষু,  
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ঘৃৎ এবং মন এই সকল ইন্দ্রিয়কে  
যাব্যাব নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে  
জানিতে সর্বশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হয় নাই। ২৪।  
তিনি নিগুণ এবং সদা পরিতুষ্ট, তাঁহার কোন বিষয়েই  
ইচ্ছা নাই, তোমাতেও ইচ্ছা নাই। তুমি প্রকৃতি;  
তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছ; তিনি সর্সব্যাপক সর্সদা  
সমীপে অবস্থিত। কেহই তাঁহার ঘেঘের বা শ্রীতির  
পাত্র নহে, জাই তোমার উপর স্নেহ নাই। বিষয়-  
ভোগ বা সুখ হুঃখানি-লোগ—প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নহে—  
প্রকৃতির; তিনি সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত। লোক ভাবে  
তিনি ভোক্তা; তিনি কিছ আপনাকে ভোক্তা বলিয়া  
জানেন না। তিনি কর্ণ-বন্ধন ছেদন করিয়া দেন।  
তিনি নিগুণ এবং বাক্যধাতীত। তুমি গুণময়ী  
বলিয়া হুঃখণোকোপি সমস্ত—তোমারই; তোমাকে  
আনিলাম; তিনি কিছ আশ্রিতও আনিতেছেন না।  
( নিগুণপে আসিবার সম্ভব নাই; কেন না ) তিনি  
সর্সব্যাপক, তাঁহার গমন হইবে কিরূপে ? ( সত্ত্বগুণপেও  
আসিতে পারেন না, কারণ আসিলেই ) আশ্রিত ভক্তি-  
হীন, সত্ত্বগুণবর্জিত, রমভাসম্পন্ন, স্বভিমানী, মৃঢ় এবং  
পণ্ডিত-বানী; আদি তাঁহাকে পাইব। তাহা কিছ  
অসম্ভব। ২৫—২৮। রাম নরোত্তম এবং মারাভীত।  
(ক)

করিবে" । রাবণের বাক্য শ্রবণ করত সীতা অধো-মুখী হইয়া এবং মধ্যে তৃপ্ত রাখিয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন,—“জানি তোর পরাক্রম জানি । রাবণের ভয়েই আমাকে হরণ করিবার সময় তুই ভিকুবেশ ধরিয়াছিলি । যেমন সামান্য কুকুরী (গোপনে) যজ্ঞীয় হবি হরণ করে; রে নীচ । রামলক্ষ্মণ যখন আশ্রমে ছিলেন না, তখন সেইরূপে আমাকে হরণ করিয়াছিলি; অচিরে ইহার ফল পাইবি । যখন তোর দেহ রাম-শরভাষাতে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং তুই শমন-মদনে গমন করিবি, তখন বুঝিবি রাম কেমন মানুষ ! রাক্ষসাদম । দেখিবি; লক্ষ্মণের সহিত রামচন্দ্র শর-নিকর দ্বারা সমুদ্র শোধন অথবা সেতুবন্ধন করিয়া তোকে বধ করিবার জন্ত নিশ্চয় আসিবেন । তোকে সম্পূর্ণে সটেন্দ্রে ধ্বংস করিয়া আমাকে অধোধানগরে লইয়া যাইবেন" । রাক্ষসরাজ জানকীর পরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল । ক্রুদ্ধ রাবণ আরক্ত লোচনে খড়্গ উদ্যত করিয়া জনক-ভনয়াকে হত্যা করিতে ব্যগ্র হইল । স্বামি-হিত-রতা মন্দোদরী স্বামীকে নিবারণ করিয়া কহিল;—“দীনা দুঃখিতা, কাতরা এবং কৃশা এই মানুষীকে ত্যাগ কর; দেবতা পঙ্কর্ষ এবং নাগকুলের রমণীগণ আছে; সেই সকল মদমত্তনয়না বরাক্ষনাগণ তোমাতেই বিশেষরূপে প্রার্থনা করে" । অনন্তর দশানন, বিকৃত-বদনা রাক্ষসাদিগকে বলিতে লাগিল; “সীতা আমার প্রীতি অভিলାষিণী হইয়া বাহাতে আমার বশবর্তিনী হয়, তর মৈত্রী দেখাইয়া সস্তর তরবিষয়ে যত্ন কর । সীতা যদি দুই মাসের মধ্যে আমার বশীভূতা হয়, তাহা হইলে নিখিল সুখ-শালিনী হইয়া আমার সহিত রাজ্যভোগ করিবে । যদি দুই মাসের পরেও আমার শয্যা আসিতে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে এই মানুষীকে হত্যা করিয়া আমার পূর্বাভূতাজনের জন্ত পাক করিয়া দিও ।” এই বলিয়া রাবণ স্ত্রীগণের সহিত অস্তঃপুর ভবনে গমন করিল । রাক্ষসীগণ জানকীর নিকট আসিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকল্পিত উপায়দ্বারা তর দেখাইতে লাগিল । তাহার মধ্যে একজন জানকীকে বলিল;—“যৌবন, তোমার বুঝা গেল;—এখনও যদি রাবণের সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে ইহা সকল হয় ।” আর একজন সক্রোধে বলিল;—“বিলম্বে বল কি ? প্রত্যেক অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া এখনই জানকীকে ছেদন করিয়া ফেল" । আর একজন খড়্গ তুলিয়া জনকনন্দিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল ।

আর একজন করালবদনা মুখ ব্যানন করিয়া তর

দেখাইতে লাগিল । বিকৃত বদনা রাক্ষসীগণ এইরূপে সীতাকে তর দেখাইতেছিল; বুঝা রাক্ষসী ত্রিজটা ডাহাদিগকে নিবারণ করিা বলিতে লাগিল;—“দুষ্ট রাক্ষসীগণ ! আমার কথা শোন ।—তোদের হিত হইবে । রোহুদ্যমানা জনকনন্দিনীকে আর তর দেখাইয় না;—ইহাকে নমস্কার কর; এখনই আমি সঙ্গ দেখিলাম—“যেন কমললোচন রাম, লক্ষ্মণের সহিত শুভ্র ঐরাবতে আরোহণ করত সমস্ত লক্ষ্মণগরীকে দন্দ করিয়া রণস্থলে রাবণকে বধ করিলেন, অনন্তর জানকীকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হস্তভাবে পরিত-শিখরে অবস্থিত হইলেন, আর রাবণ তৈলা-ভ্যক্ত এবং উলঙ্গ অবস্থায় নিজ মুণ্ডমালা হাতে করিয়া পুত্রপৌত্রগণের সহিত গোময়দ্রুপে অবগাহন করিতেছেন; বিভীষণ, লঙ্কচিত্তে রামসমীপে অবস্থিত হইয়া ভক্তিসহকারে শ্রীরামের পদসেবা করিতেছেন" । রাম নিশ্চয়ই রাবণকে সম্পূর্ণরূপে সবংশে নিধন করিয়া বিভীষণকে রাজত্ব দান করিবেন এবং শুভাননা সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া নিজ নগরীতে গমন করিবেন; মন্দেহ নাই" । সেই সকল রাক্ষসীগণ ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করত ভীত হইয়া চূপ করিয়া রহিল, ক্রমে সেই সেই স্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়িল । রাক্ষসীগণ সীতাকে এইরূপে তর দেখাইলে সীতা তর-বিহ্বলা হইলেন, কিন্তু কাহাকেও রক্ষাকর্তা না পাইয়া দুঃখে মুছিত-প্রাণ হইয়া পড়িলেন; অশ্রুপূর্ণ-নয়নে চিন্তা করত এই কথা বলিলেন; রাক্ষসীগণ প্রাতঃকালে ত আমাকে নিশ্চয়ই ভোজন করিয়া ফেলিবে; কি উপায়ে এখনই আমার মুক্তা হয় । দুঃখ-পরিণত জনকনন্দিনী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগলেন; এবং মরণে কৃত-নিশ্চয় হইলেন বটে; কিন্তু মরণের কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় অনেককক্ষ শাখা ধরয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় ।

উদ্বন্ধনেই দেহত্যাগ করি । রাম বিনা এই রাক্ষস-গণের মধ্যে আমার জীবনে ফল কি ? আমার এই দীর্ঘবেশী উদ্বন্ধনের উত্তম উপযোগী হইবে । এইরূপে জনকনন্দিনীকে মরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া সুন্দ-দেহ হনুমান্ কিঞ্চিৎ বিবেচনা ক্রমত জানকী বাহাতে গুনিতে পান এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে বাগতে লাগিল;—“ইক্ষু-বংশ-সত্তত মহারাজ দশরথ-অসো-



খ্যার অধিপতি, তাঁহার—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন নামে লোকপ্রসিদ্ধ সর্বলক্ষণাক্রান্ত দেবতুল্য চার পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাম, পিতৃ-বাক্যে জাতা লক্ষ্মণ এবং ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। সেই মহামনা পঞ্চবটী বনে গৌতমী তীরে বাস করিতেন। একদা সাতুজ রামচন্দ্রের অমুপস্থিতিতে দুঃখান্না রাবণ তথা হইতে জনকনন্দিনী মহাভাগা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। অনন্তর, রামচন্দ্র, অতীব দুঃখাতি হইয়া জানকীকে অবেষণ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত পক্ষিরাজ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন। তাঁহাকে স্বর্গদান করিয়া সত্তর ঋষ্যমুকে উপস্থিত হন। সুগ্রীব, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। রঘুনন্দন, সুগ্রীবের ভার্য্যাপহারী বালীকে বধ করিয়া এবং সুগ্রীবকে রাজপীভিষিক্ত করিয়া বন্ধুর কর্তব্য কার্য করেন। বানররাজ সুগ্রীবও বানরগণকে আনাইয়া সীতাষেবণের জন্ত ঐ সকল বানরকে চতুর্দিকে পাঠাইয়াছেন। প্রেরিত বানরগণের অন্তর্গত আমি একজন বানর; আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। আমি সম্পাত-বচনানুসারে সত্তর শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লক্ষানগরীতে জানকী অবেষণ করত ক্রমে অশোক-বনিকাতে উপস্থিত হইয়াছি, তথায় তাহাকে অবেষণ করিতে করিতে এই শিংশপা বৃক্ষ দেখিলাম, এই তরুমূলে শোকপরা-গ্না দুঃখ-পরিমিতা রামমহিষী জানকী দেবীকে দেখিতে পাইয়াছি; অতএব আমার আগমন-প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।” অনন্তর সুবীবর পবন-নন্দন এই বলিয়া বিরত হইল। সীতা ক্রমে ক্রমে তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াগ্ন হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন “আমি বাহা ভূনিলাম, গগনমণ্ডলে পবন-মুখে কি এ বার্তা উদ্‌ঘোষিত হইল ? না—ইহা আমার স্বপ্ন ? না—মনের ভ্রম ? না—সত্য ঘটনা ? দুঃখবশতঃ আমার নিদ্রা নাই; আর যখন ঠিকঠাক বলিয়া বুঝিতেছি, তখন ভ্রমই বা বলি কি রূপে ? প্রথমে অমৃত-তুল্য এই বাক্য যে ব্যক্তি উচ্চারণ করিল, সেই শ্রিয়ভারী মহাভাগ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখা দিন।”

হনুমান জানকীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পত্র-পুঞ্জের মধ্য হইতে অল্পতরুপূর্বক ধীরে ধীরে সীতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বানরটী ধীরে ধীরে কৃতাজলিপুটে সীতা-সম্মুখে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল; বানরের শরীর-প্রমাণ চটক পক্ষীর ছায় ছুড়; বদন রক্তবর্ণ;

এবং বর্ণ পীত। জানকী তাহাকে দেখিয়া ভীত হইলেন। “আমাকে মোহিত করিবার জন্ত মায়্যা-বলে বানর রূপ ধারণ করিয়া রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে” এইরূপ চিন্তা করিয়া সীতা মুখ হেঁট করিলেন; এবং চুপ করিয়া রহিলেন। হনুমান, সেই জনক-নন্দিনীকে পুনর্বার বলিতে লাগিল; “দেবি! তুমি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, আমি সেরূপ নহি; মাতঃ! আমার উপর যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা ত্যাগ কর। আমি কোশ-লেপ্তে পরমাত্মা রামচন্দ্রের দাস; হে শুভপ্রদে! আমি বানরেন্দ্রে সুগ্রীবের মন্ত্রী; এবং হে ভোক্তনে! আমি জগৎ-জীবন পবন দেবের পুত্র”। তাহা শুনিয়া জানকী, কৃতাজলিপুটে অবস্থিত হনুমানকে বলিলেন, “তুমি ত বলিতেছ যে, আমি রামচন্দ্রের দাস; কিন্তু বানর এবং মনুষ্যের সঙ্গ-ঘটনা কি রূপে হইল ?। সমুদ্রস্থিত মারুতি, প্রীত হইয়া জানকীকে বলিল;—“সুবীবর রামচন্দ্র শবরীর কথামতে ঋষ্যমুকে গমন করেন; ঋষ্যমুকে অবস্থিত সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পান; ভীত হইয়া রামের মনোগত ভাব জানিবার জন্ত আমাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন; আমি ব্রহ্মচারবেশে রাম সমীপে গমন করি। রামের সন্তাব অর্থাৎ সদভিপ্রায় অখট ব্রহ্মরূপণ অবগত হইয়া তাঁহাদিগের দুই জনকে স্বক্কেপরি স্থাপনপূর্বক সুগ্রীব সমীপে লইয়া যাই এবং রাম সুগ্রীব—উভয়ের বন্ধুত্ব করাইয়া দিই। বালী, সুগ্রীবের ভার্য্যা হরণ করে; রঘুবর সেই বালীকে এক শরাঘাতে নিহত করিয়া সুগ্রীবকে বানর-রাজ্যে অভিষিক্ত করেন; সেই সুগ্রীব, আপনার অবেষণের জন্ত মহাবল পরাক্রান্ত বানরসকলকে দিগ্‌দিগন্তে পাঠাইয়াছেন। রামচন্দ্র, আমাকে আপনার অবেষণ করিতে গমনোদ্যত দেখিয়া মাগরে বলিয়া দিলেন;—“হে পবন-নন্দন! তোমার উপরই আমার সকল কার্য নির্ভর করিতেছে; সীতার নিকটে আমার এবং লক্ষ্মণের সমস্ত মঙ্গল কহিবে; এবং প্রত্যভিজ্ঞানার্থ, আমার নামাঙ্কন-মুক্তিত (নাম খোঁদা) এই আমার উত্তম অঙ্গুরীয় সীতাকে সাবধানে দিবে;” এই বলিয়া অঙ্গুলি হইতে বলিয়া এই অঙ্গুরীয় আমার নিকট দিলেন; আমি বহু করিয়া তাহা আনিয়াছি। দেবি! আপনি সেই অঙ্গুরীয় অবলোকন করিয়া বানর পবন-নন্দন, এই বলিয়া নমস্কার করিয়া দেবীকে মুদ্রিকা (অঙ্গুরীয়) প্রদান করিল; এবং আবার নমস্কার করিয়া

কুতাম্বলিপুটে দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তখন সীতা, সেই রাম নামাঙ্কিত মুদ্রিকা অবলোকন করিয়া সহর্ষে তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু ধারা নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন;—হে বানর! তুমি বুদ্ধিমান; তুমি আমার প্রাণদাতা; তুমি বামচন্দ্রের উক্ত এবং প্রিয়কারী বটে; এবং (বুঝিতেছি) রামচন্দ্রেরও তোমার উপরেই বিশ্বাস। নতুবা তুমি পর-পুরুষ,—তোমাকে আমার নিকট পাঠাইবেন কেন? হনমন! আমার দুঃখাদিত তুমি সচক্ষে দেখিলে; রামকে সকল কথা শুছাইয়া বলিও, যেন আমার প্রতি তাঁহার দয়া হয়। হে সন্তম! আর দুই মাস আমার জীবন থাকিলে; রাম যদি না আইসেন ত খল রাবণ আমাকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে। অতএব রামচন্দ্র সস্তর বানর-রাজ সুগ্রীব এবং অস্ত্রাশ্রয় বানর সেনাপতিগণের সহিত আগমন করত যুদ্ধক্ষেত্রে সপুত্র সটেমগু রাবণ বধ করিয়া প্রভু যদি আমাকে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই তাঁহার কাণ্ডের অনুরূপ কার্য করা হয়। (আবার বলি) হে নৌর! আমার দুঃখ-কাহিনী তাঁহার নিকট বর্ণনা করিও; শীঘ্র দশাননকে বধ করিয়া রামচন্দ্র যাহাতে আমাকে উদ্ধার করেন হে, হনমন! উদ্বিগ্নে বন্ধ করিও; একটু কথার উপকার করিয়া ধর্মপাত কর।" হনুমানও তাঁহাকে বলিল;—“দেবি! আমি যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, রাম অস্ত্র শস্ত্র লইয়া লক্ষণ এবং সটেমগু সুগ্রীবের সহিত শীঘ্র আগমন করিবেন; দশাননকে বধপূর্বক নিহত করিয়া তোমাকে অঘোষণায় লইয়া যাইবেন; ইত্যতে সংশয় নাই” জানকী তাহাকে বলিলেন;—“অমোঘাস্তা রামচন্দ্র, বিশাল জলধি পার হইয়া বানর সেনাপতিদিগের সহিত কিরূপে আসিবেন?” হনুমানবলিল;—পুরুষশ্রেষ্ঠ রামলক্ষণ আমার ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া আসিবেন; -এবং বানররাজ-সুগ্রীব বানর সেনাপতিগণের সহিত লক্ষ দিয়া এই নিস্তৃত সমুদ্র স্রবণকালের মধ্যে পার হইয়া তোমার জন্ত রাক্ষসকুল নিশ্চল করিবেন; ইহাতে সংশয় নাই। দেবি আমাকে অনুমতি করুন, আমি সস্তর সাহসে রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্ত গমন করি; এবং আপনার নিকট আসিতে ত্বরাদি। দেবি! যাহাতে রাবণ আমার কথায় বিশ্বাস করেন, এইরূপ কিছু অভিজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন; তাহার পর বধপূর্বক সেই অভিজ্ঞান রক্ষা করত রাম-

দর্শনে উৎসুক হইয়া গমন করিব।” অনস্তর কমল-নয়না সীতা কিঞ্চিৎ বিবেচনাপূর্বক কেশপাশের অগ্রভাগে অবস্থিত চূড়া-মণি ধূলিয়া প্রদান করিলেন; এবং বলিলেন;—“হে বানর-শ্রেষ্ঠ! লক্ষণের সহিত রামচন্দ্র এই অভিজ্ঞান দর্শন মাত্র তোমার কথায় বিশ্বাস করিবেন। হে মুস্ত! অভিজ্ঞানের জন্ত অস্ত্র কোন কথাও তোমাকে বলিয়া দি। পূর্বে একদা রঘুনন্দন চিত্রকূট পর্বতে নির্জন স্থানে আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তখন ঐশ্র কাক জয়ন্ত আসিয়া আমিষাভিলাষে আমার আরক্ত চরণামুঠে—চকুপুট ও নখর-নিকর দ্বারা বার বার বিদীর্ণ করিতে লাগিল। অনস্তর রাম জাগরিত হইয়া আমার চরণে দ্রুত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—‘ভদ্রে! কেন দুঃখী আমার এই অশ্রিয় কার্য করিল?’ তখনই তিনি সমুখে দেখিতে পাইলেন; কুকী টা আমাকে বার বার চুক-রাইতেছে এবং তাহার চকু-পুট ও নখাণ্ড আমার রক্ত-স্নানুত হইয়াছে; দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। এক গাছি তুণ দিব্যাস-মন্ত্রে মন্ত্রণ করিয়া রামচন্দ্র, অবলীলাক্রমে তাহা কাকের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা প্রছলিত ভাবে ঐশ্রায়-মকে আক্রমণ করিতে ছুটিল। বায়মণ্ড ভাঁহ হইয়া রক্ষা পাইবার আশায় ত্রিলোক ভ্রমণ করিল; কিন্তু যখন ইশ্র, ভ্রঙ্গা প্রভৃতিও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; তখন আসিয়া করণানিধান রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইল। তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া রাম বলিলেন;—‘আমোর এট অস্ত্র অমোঘ; অতএব একটা চকু পুট দিয়া এছান হইতে প্রস্থান কর।’ অনস্তর কাক, রাম চকু-প্রদান করিয়া গমন করিল। সেই রাবণ, এইরূপ বাধা-সম্পন্ন হইলেও আমাকে এই দারুণ অবস্হাতেও কেন উপেক্ষা করিতেছেন? হনুমান ও সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল; ‘দেবি! আপনি এখানে আছেন, রঘুবর ইহা যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে এই রাক্ষস-পরিবৃত লক্ষা নগরীকে ক্ষণ মধ্যে ভস্মমাং করিবেন। জনক-মন্দিরী তাহাকে বলিলেন;—‘বৎস! দেখিতেছি, তোমার দেহ অতি ক্ষুদ্র; বোধ হয় সকল বানরগণই তোমার স্রায় ক্ষুদ্র-কায়; (তাই বলিতেছি) হু-রিপুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে কিরূপে?’ হনুমান তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেবীকে রাক্ষসগণের ভয়াবহ মেরুমন্দর সদৃশ পূর্বতন মূর্তি দেখাইলেন; সীতা হনুমানকে বৃহৎ পর্বতাকার দেখিয়া মহা আঙ্গাদে সেই বানর-

শ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিলেন ;—“মহাবল! হৃদ্ধ করিতে হুমি সমর্থ বটে। রাক্ষসীগণ তোমার এই মহাবল মূর্তি দেখিতে পাইবে। সীত্রে, রাম-সমীপে গমন কর। পথে যেন তোমার বিষয় না হয়।” বানর বলিল ;—“আমি ক্লান্ত ; অপুণ্যকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন আমাকে আপনার পারণ করান উচিত হইতেছে। আপনার চক্ষের উপর যে সকল ফল রহিয়াছে ; তাহার দ্বারা পারণ করিতে আমাকে অনুমতি দিন।” অনন্তর জানকী “প্রহ্লাদ” বলিয়া অনুমতি করিলে বানর সেই সমস্ত ফল ভোজন করিল। অনন্তর জানকীর নিকট গমনে অনুমতি লইয়া জানকীকে প্রণামপূর্বক প্রস্থান করিল। কিছুদূর গমন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;—“যে দূত স্বামিকার্যের জন্য আসিয়া যাহাতে স্বামি-কারণ্যের ক্ষতি না হয়, (প্রহ্লাদ স্বামীর অভিপ্রেত) ; এরূপ অপর কোন কার্য না করিয়া গমন করে ; সে অধমের মতোই গণ্য। অতএব আমি আরও কিছু কার্য করিয়া অগ্রে রাবণের সহিত সাক্ষাৎ ও সন্তাষণ করি, অনন্তর রামদর্শনের জন্য গমন করিব। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া মহাবল হনুমান্ বৃক্ষসমূহকে উৎপাটন করতঃ ক্ষণমধ্যে সেই অশোক-বনিকাকে বৃক্ষশূন্য করিয়া ফেলিল ; মাত্র সীতার আশ্রয় শিংশপাবৃক্ষ অবশিষ্ট রহিল। (এইরূপে) সমস্ত-বন বৃক্ষ-শূন্য করিল। রাক্ষসীগণ হনুমান্কে বৃক্ষ-সকল উৎপাটন করিতে দেখিয়া সীতাকে জিজ্ঞাসা করিল ;—“এই বানরকপী অপরিচিত ব্যক্তি, কে ?” জানকী বলিলেন ;—“রাক্ষসের মায়ী তোমরাই বুঝ ; আমি আপনার দুঃখশোকের জ্বালায় আপনি মরি ; উহাকে আমি জানি না।” এই কথা বলিলে রাক্ষসীগণ ভয়ান্ত হইয়া সত্ত্বর রাবণের নিকট গমন করিল ; এবং হনুমানের সকল আত্যাচার-কাহিনী রাবণকে নিবেদন করিল ;—“দেব ! বানরকপী কোন এক মহাবল প্রাণী সীতার সহিত সন্তাষণ করিয়া ক্ষণ-মধ্যে অশোক-বনিকা উৎপাটন করিল এবং চৈত্য প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিল ; সেই অসীম পরাক্রম প্রাণী প্রাসাদ-রক্ষকসকলকে হত্যা করিয়া সেইখানেই অবস্থিত করিতেছে। রাক্ষসরাজ অত্যন্ত অশ্রিয় সেই বনভঙ্গের কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্ত্বর উঠিয়া দৃশ্যকোটি ক্রুর প্রেরণ করিল। এদিকে পর্ত্তা-কার হনুমান্ চৈত্য প্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার প্রথম মহলে অবস্থান করিতেছিল ; একটা লৌহ-ময় স্তম্ভ, তাহার প্রহরণ হইয়াছিল ; লাকুল গাছটী

অন্ন অন্ন নাড়িতেছিল ; এবং তাহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ, মুখ, ক্রোধে আরও রক্তবর্ণ হইয়াছিল ; অতএব তৎকালে তাহার আকৃতি, সকলেরই ভীতি উৎপাদন করিতেছিল। সে, দলে দলে রাক্ষসদিগকে আসিতে দেখিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিল। তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রাক্ষসগণ অতিশয় বিহ্বল হইল। নিখিল-রাক্ষস-হস্তা ভীষণাকৃতি হনু-মান্কে অবলোকন করিয়া রাক্ষসগণ বিবিধ অস্ত্র-সমূহ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অন-ন্তর যেমন গজরাজ মশককুলকে ক্ষণমধ্যে নিষেধ করিতে পারে (কোন ক্রেশ হয় না) ; সেইরূপ হনুমান্ উঠিয়া মুগ্ধার প্রহারে সেই সমস্ত রাক্ষস-গণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। রাবণ, ক্রিষ্ণরগণকে নিহত হইতে শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে মুচ্ছিত-প্রার হইয়া তথায় পাঁচজন দূর্ধ্ব সেনাপতি পাঠাইল। হনুমান্ও তাঁহাদিগের সকলকেই লৌহস্তম্ভ-আঘাতে শমন-সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া মাতঙ্গন মন্ত্রিপুত্র পাঠাইয়া দিল। বানর-শ্রেষ্ঠ পবনন্দন, সমুখাগত সেই সকল মন্ত্রিপুত্রগণকেও পূর্বের জ্ঞায় লৌহ-স্তম্ভাঘাতে ক্ষণমধ্যে নিঃশেষ করিয়া পূর্বস্থানে অবস্থিত করত অস্ত্রাস্ত্র রাক্ষসদিগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর, প্রেতাণ-সম্পন্ন বলবান্ রাজ-কুমার অক্ষ, তথায় গমন করিল। হনুমান্ তাহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধার গ্রহণ করিয়া আকাশে উখিত হইল ; এবং সত্ত্বর গগনমণ্ডল হইতে তাহার মস্তকে মুগ্ধার প্রহার করিল। এইরূপে হনুমান্ কুমার অক্ষকে বধকরিয়া সমস্তসৈন্য নিঃশেষ করিল। অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ, কুমার অক্ষের নির্ধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র মহাক্রোধে অধীর হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বলিল ;—“পুত্র ! আমার পুত্রস্বাতী শত্রু ষেখানে অবস্থিত করিতেছে, আমি সেখানে গমন করিতেছি, সেই শত্রুকে নিহত করিয়া বা বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে আনয়ন করিব।” ইন্দ্রজিৎ পিতাকে বলিল ;—“মহামতি ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি থাকিতে দুঃখিতের জ্ঞায়, নিঃসহায়ের জ্ঞায়, এরূপ বাক্য বলিতেছেন কেন ? তাত ! আমি বানরকে ব্রহ্মাস্ত্রপাশে বন্ধন করিয়া সত্ত্বর লইয়া আসিব।” বীর-বিক্রম ইন্দ্রজিৎ, এই বলিয়া রথারোহণপূর্বক বহুতর রাক্ষসগণে পরিযুত হইয়া বাহু-পুত্র সমীপে গমন করিল। অনন্তর বীরবর মারুতি রাক্ষসগণের সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া স্তম্ভ উদ্যত করত গরুড়ের

জায় আকাশমণ্ডলে উখিত হইল। অনন্তর ইশ্রজিৎ নভোমণ্ডলে নিচরণ-শীল হনুমানকে শর-নিকর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অর্থাৎ আট বাণে তাহার মস্তক, ছয় বাণে বক্ষঃস্থল ও চরণদ্বয় এবং এক বাণে লাঙ্গুল বিদ্ধ করিয়া বোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। অনন্তর বীর্যবানু হনুমান, লুপ্ত-চিত্তে স্তম্ভাঘাতে সারথিকে বধ করিল এবং ক্ষণ-কালের মধ্যে অশ্ব-সহিত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরে, মহাবল পরাক্রান্ত মেঘনাদ অস্তরথে আরো-হণপূর্বক ব্রহ্মাস্ত্র-প্রহারে বানর-শ্রেষ্ঠকে বন্ধন করিয়া সত্তর রাবণ-রাজের সমীপে লইয়া গেল। সর্বদা ঘাঁহার নাম জপ করিলে ক্ষণমধ্যে অস্তান-সম্ভূত কন্দীবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সদ্যঃই কোটি-সূর্য্য-সম-প্রভ মঙ্গলময় তপস্বী ধামে গমন করা যায়; পবন-নন্দন, সেই রামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্বীয় জ্ব-পদে নিরন্তর নিবেশিত করিয়া সকল সময়েই সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত ছিল; সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্র-পাশে বা অস্ত্র কোন বন্ধনে তাহার আর দুঃখ কি ?

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

পাশ-বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ বানর-শ্রেষ্ঠ যেন বিশেষ ভয়ে ভয়ে নগরের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছে, দেখিবার জন্ম নগরবাসিগণ চতুর্দিক হইতে তাহার অনুসরণ করিল এবং অতীব ক্রোধ সহকারে তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত করিতে লাগিল। ব্রহ্মার-বর প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র ইহাকে অধিকক্ষণ পীড়া দেয় নাই; ক্ষণমাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। হনুমান, তাহা জানিয়াও বিশেষ গুরুতর কার্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে অকিঞ্চনকর রঞ্জুনিকরে বদ্ধ হইয়াই গমন করিতে লাগিল। ইশ্রজিৎ সেই হনুমানকে সভামধ্যস্থিত রাবণের সম্মুখে রাখিয়া বলিতে লাগিল; “আমি ইহাকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া আনিয়াছি;—এই বানর, প্রধাত প্রধান রাক্ষসগণকে বধ করিয়াছে। আর্ঘ্য! এক্ষণে যাহা উচিত হয়, মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া তাহা করুন; এই বানর সামান্ত নহে।” অনন্তর রাক্ষস-রাজ সম্মুখে অবস্থিত অল্পন-শৈলপ্রভ কৃষ্ণবর্ণ প্রহস্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল;—“প্রহস্ত! ইহাকে জিজ্ঞাসা কর;—এই বানর কেন আনি-য়াছে? এ স্থানে উহার প্রয়োজন কি? কোথা

হইতে আনিয়াছে, আমার সমস্ত বন উন্মূলিত করিয়াছে কি জন্ম? এবং বলপূর্বক আমার রাক্ষস গণকেই বা বধ করিল কেন?” অনন্তর প্রহস্ত হন-মানকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল;—“বানর! তোমাকে এস্থানে পাঠাইল কে? তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। এই ত্রিভুবনের স্বর-পের সমীপে সত্য বল।” অনন্তর পবননন্দন, অতি আনন্দে, ত্রিলোক-কটক, বৈরী রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বার বার রামচন্দ্রকে মনে মনে মরণ করত ক্রমে তাঁহার পবিত্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল। “হে দেবাদি শত্রু! সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ কর। ব্রহ্মর যেমন উৎকৃষ্ট হবি হরণ করে, সেইরূপ তুমি সস্ত্রাতি আপনার মরণের জন্ম যে ত্রিলোকনাথের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া আনিয়াছ, আমি সেই সর্কান্তধামী রামচন্দ্রের দূত। সেই রাধব, মতঙ্গ-পর্বতে (ঋষ্যমূকে) আগমনপূর্বক অগ্নিসন্ধিধানে সূগ্রীবের সহিত বন্দুত্ব স্থাপন করিয়া একবাণে বালী বধ করেন এবং সেই সূগ্রীবকেই রাজা করেন। রাক্ষসরাজ! সেই বানরাধিপতি মহাবল সূগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত কোটি কোটি বানর-গুণ এবং রাম-লক্ষণের সহিত প্রবর্ধন পর্বতে অবস্থান করিতেছেন। সূগ্রীব, ধরনী-নন্দিনীকে অধেষণ করিবার জন্ম দশদিকে প্রধান প্রধান বানর শ্রেষ্ঠদিগকে পাঠাইয়াছেন; তাহা-দিগের মধ্যেই আমি একজন বানর; আমি পবনের পুত্র; সীতাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি কমলদলনয়না সীতাকে .দেখিতে পাইয়াছি; বানর স্তম্ভাব বলিয়া বন বিনষ্ট করিয়াছি। তাহার পর দেখিলাম ধনুর্কাপধারণ করিয়া বহুতর রাক্ষস আমাকে বধ করিবার জন্ম বেগে আদি-তেছে, আমি নিজ শরীর রক্ষার্থ তাহাদিগকে বধ করিয়াছি; রাজনু! দেখ—সকল প্রাণীরই প্রিয় পদার্থ। অনন্তর মেঘনাদ নামে একজন, ব্রহ্মাস্ত্র পাশদ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মা, আমাকে যে বর দেন, তাহার প্রভাবে ব্রহ্মাস্ত্র মাত্র স্পর্শ করিয়া আমাকে পরিত্যাপ করত চলিয়া গিয়াছে; এই সকল আমি জানিতে পারিতেছি। তথাপি রাবণ! আমি দয়াজ্ঞ চিন্তা বলিয়া তোমাকে হিত উপদেশ করিবার জন্ম বন্ধের জায় হইয়া (এখানে) আসিলাম। হে রাবণ! বিবেক-বলে শোকের অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসার-সোচনী দৈবী গতি (পরসী-

ডেন হইতে নিরুক্তি) অবলম্বন কর। রাক্ষসী-বুদ্ধি  
 অশ্রয় করিও না। তুমি উত্তম-বংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ ;  
 তুমি যখন পুত্রস্ব্য-ঋষির পৌত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা,  
 তখন দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়াও বিবেচনা করিয়া  
 দেখ—তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর উদ্ধজ্ঞানমতে  
 বিবেচনা করিতে গেলে, যে রাক্ষস বলিয়া প্রতিপন্ন  
 হইবে না, ইহা আর বলিতে হইবে কি ? শরীর, বুদ্ধি  
 এবং ইন্দ্রিয় হইতে সমস্ত দুঃখরাশি তোমার নহে ;  
 এবং তুমি—শরীর বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় নহ ; কেননা তুমি  
 নির্দিষ্টকার। যেমন লোকে দ্রব দেখিতে দেখিতে  
 সমস্তই বস্তু সকলকে সত্য বলিয়া মনে করে, অথচ  
 বস্তুতঃ তাহা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ এই অজ্ঞানমূলক  
 সুখ দুঃখাদিও অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতীয়-  
 মান হয়, অথচ বস্তুতঃ তাহা অলীক। তোমার  
 বিকার নাই ; একমাত্র তুমিই সত্য ; তোমার ভিন্ন  
 অতিরিক্ত বস্তু নাই বলিয়ঃ বিকারের হেতু অজ্ঞানও  
 সত্য নহে। যেমন আকাশে জগদ্ব্যাপক হইলেও  
 পুষ্টিপ্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেইরূপ অস্তি হুঙ্ক  
 তুমি, দেহ সংস্কৃত হইলেও সুখ দুঃখাদি দ্বারা  
 লিপ্ত হও না। হৃদয়দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ অথবা  
 (হৃদয়) শরীরকে আত্মা বলিয়া বুঝিলেই সকল বন্ধনে  
 বদ্ধ হয়। “আমি চৈতন্য মাত্র, আমি জঘনহিত,  
 আমি অবিনাশী ; এবং আমি আনন্দস্বরূপ,” ইহা  
 বুঝিলে মুক্ত হয়। দেহ, আত্মা নহে (আমি নহি) ;  
 কেননা তাহা পৃথিব্যাদির বিকারে উৎপন্ন ; প্রাণ  
 আত্মা নহে, কারণ তাহা বায়ু মাত্র ; মন অহঙ্কারের  
 বিকার, অতএব তাহা আত্মা নহে ; এবং প্রকৃতির  
 বিকারোৎপন্ন বুদ্ধিও আত্মা নহে ; আত্মা চৈতন্য  
 ও আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার বিকার নাই, তিনি কাহা-  
 রও বিকার সম্ভূত নহেন ; আত্মা দেহাদি প্রকৃতি-  
 সমষ্টি হইতে অতিরিক্ত, ঈশ্বর, নিরঞ্জন এবং সর্বদা  
 নিরুপাধি (স্বখ-দুঃখাদি উপাধি-মুক্ত) আত্মাকে এই  
 রূপ ধারণা করিতে পারিলে সমসার হইতে মুক্তি  
 লাভ করিতে পারা যায়। বাহ্যতে তোমার এইরূপ  
 ধারণা হয়, সেই জন্ত তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির  
 উপায় বলিয়া দিতেছি ; হে মহামতি ! মনোযোগ  
 করিয়া শ্রবণ কর। বিষুভক্তি হইতে চিত্ত শুদ্ধি  
 হয় ; তাহা হইতে নির্গল জ্ঞান উৎপন্ন হয়,  
 তাহাতে পরমাত্মসাক্ষ্যকার লাভ হইয়া থাকে, এই  
 রূপে ষষ্ঠাৰ্থ বিষয় অবগত হইলে পরম পদ প্রাপ্ত  
 হইয়া থাকে। অতএব আজ পুরাণ পুস্তক, প্রকৃতির  
 পর, পরম বিদ্বৎ, রম্যপতি শ্রীহরি রামকে ভজনা  
 কর। মুখতা ত্যাগ কর ; তাঁহার প্রতি হৃদয়ের শব্দে

ভাব বিসর্জন কর ; শরপাণ্ড-বৎসল রামচন্দ্রকে  
 ভজনা কর ; নীতাকে অগ্রে করিয়া পুত্র পৌত্রাদি  
 বন্ধু বান্ধবগণের সহিত গমনপূর্বক রামকে  
 নমস্কার করিলে সকল ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে  
 পারিবে। মনুষ্য, ভক্তি সহকারে রামচন্দ্রকে পর-  
 মাত্মা, অন্তর্ধামী, আনন্দময় এবং অদ্বিতীয় বলিয়া  
 না ভাবিলে, দুঃখ-তরঙ্গ-মালা-সম্মুল ভবজগদির পারে  
 গমন করিবে কিরূপে ? নতুবা তুমি যেন আপনার  
 শব্দে আপনি হইয়া অজ্ঞানময় বহিঃ দ্বারা প্রজ্বলিত  
 আত্মাকে নিজকৃত পাপরাশির সাহায্যে অধোগত  
 করিতেছ—তোমার মুক্তির সম্ভাবনাও হইবে না।”

অহর দশকক্ষর পবননর্দনের সেই অমৃতান্দ-  
 তুল্য সূক্ষ্মরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃত্রিম কোপ অধীর  
 হইল এবং জালিয়া উঠিয়া আরক্তলোচনে বানর-  
 শ্রেষ্ঠকে বলিতে লাগিল ;—“অরে ! আমার সমক্ষে  
 নির্ভয়ের ছায় প্রদাপ করিতেছিস্ কেন তুই  
 বানরগণের মধ্যে অপকৃষ্ট এবং হুষ্ঠবুদ্ধি ; বাহার  
 নাম করিতেছিস্ এ রামই বা কে ? আর বানর  
 হুষ্ঠীবই বা কে ? (তুই দেখাস্ কি) আমি হুষ্ঠী-  
 বের সহিত নরায়ণ রামকে অচিরে নিহত করিল  
 অরে বানর ! আজ তোকে বধ করিয়া জনকনন্দি-  
 নাকে নিহত করিব ; তাহার পর রাম ও লক্ষ্মণকে,  
 অনন্তর বানরগণের সহিত বলশালী বানররাজ  
 হুষ্ঠীগকে অবিলম্বে বধ করিব।” পবননন্দন দশ-  
 গ্ৰীবের বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধে যেন রাক্ষসকে  
 দগ্ধ করত কহিল ;—“আমি রানের দাস ; আমার  
 বিক্রম অসীম ; কোটি কোটি অধম রাবণও আমার  
 সমবোধ্য নহে।” হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 দশানন অতিশয় ক্রোধসহকারে পার্শ্বে অবস্থিত  
 একজন রাক্ষসকে বলিল ; এই বানরকে ধণ্ড ধণ্ড  
 করিয়া মারিয়া ফেল ; রাক্ষসগণের বন্ধুবান্ধবগণ  
 তাহা অবলোকন করুক। মহাহূর সেই অজ্ঞাভাবে  
 তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিভীষণ, সে-  
 কার্য্য করিতে নিবারণ করিল, বলিল ;—“রাজন !  
 অপদ রাজার প্রেরিত দূত এই বানর, কোমরূপেই  
 প্রতাপশালী ভবাতৃশ রাজ্যগণের বধ্য নহে। এই  
 দূত-বানর যদি নিহত হয় ; কাহা হইলে বাহাকে  
 বধ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছেন, সেই রামকে  
 এ সমাচার দিবে কে ?” \* অতএব বধের সমান অস্ত

\* আপনি বাহার হতে নিজে নিহত হইবেন, সেই  
 রামকে এ সমাচার কে দিবে ? এই বিভীষণের পুত্র অভি-  
 প্রায়ও মূল-লোক সম্ভব।

কোন দণ্ড ভাবিয়া দেখুন; তাহা হইলে বানর, চিহ্নিত হইয়া যাইবে। তাহা দেখিয়া রামচন্দ্র, বানর-গণ সমভিব্যাহারে সুগ্রীবের সহিত সত্বর এখানে আগমন করিবেন; অনন্তর তাহাদিগের সহিত আপনীর যুদ্ধ হইবে।' বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণও বলিল; "বানরদিগের লাঙ্গলের প্রতি বড়ই আদর; অতএব যত্নপূর্বক ঐ লাঙ্গল বস্ত্রাদি বেঁটন করিয়া তাহাতে বহি লাগাইয়া দেও; সেই অবস্থায় নগরের চতুর্দিক ভ্রমণ করাইয়া তাহার পর ছাড়িয়া দেও; বানর সেনাপতিগণ সকলে (ইহার দুর্দশা) দেখুক।" রামসাগর যে অজ্ঞা বলিয়া শব্দ পড়ে এবং তদ্ব্যতীত বস্ত্র সকলে বানর বাঁধি তৈলাক্রম করিয়া তদ্বারা পবন-তনয়ের লাঙ্গল দৃঢ়রূপে বেঁটন করিল। বনবানু অম্বরগণ, কিছু অগ্নি লাঙ্গলের অগ্রভাগে লাগাইয়া দিয়া রক্তধারা দৃঢ় বন্ধনপূর্বক তাহাকে ধারণ করিল;—অনন্তর, "এ চোর" এই বলিতে বলিতে নগরের চতুর্দিকে ভ্রমণ করাইল;—তৃতীয়-বোম্ব দ্বারা বোম্বা করিতে লাগিল (অর্থাৎ চেড়া পিটিতে লাগিল) এবং মুহুর্মুহু তাহাকে তাড়না করিতে লাগিল। হনুমানও কিছু করিবার ইচ্ছায় তৎসমস্ত সহ করিল। পবনতনয় পশ্চিমদ্বার সমীপে গমন করিয়া তথায় যত্ন দেখি ধারণপূর্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইল এবং অনন্তর পুনর্বার পর্বতাকার হইয়া লক্ষ্য দিয়া পূর্বদ্বারে উঠিল;—তথায় একটা স্তম্ভ গ্রহণ করিয়া ক্ষণকালমধ্যে সেই সকল রক্ষাদিগকে বধ করিল; পরে হনুমান অবশিষ্ট কার্য বিচার করিয়া প্রাসাদাগ্র হইতে প্রাসাদাগ্রে; গৃহ হইতে গৃহান্তরে; লক্ষ্য দিতে লাগিল। এইরূপে বানর, প্রকাণ্ড জলস্ত লাঙ্গল দ্বারা অট্টালিকা, প্রাসাদ এবং তোরণচয়ের সহিত সমস্ত লক্ষানগরী দগ্ধ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসীগণ;—“হাপুত্র! হাপিতঃ। হা নাথ।” এই-রূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে প্রাসাদশিখরে আরূঢ় হইলেও অগ্নি তাহাদিগকে গ্রাস করিল; তাহার সেই সমস্ত প্রাসাদ-শিখরারূঢ় রাক্ষসীগণ অনল-কবলিত হইবার সময় হুরনারীগণের শ্রায় প্রত্যয়মান হইয়াছিল। বানর একমাত্র বিভীষণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত নগর দগ্ধ করিল। অনন্তর পবনতনয় হনুমান তথা হইতে সমুদ্রে লক্ষ্য প্রদান-পূর্বক জলমধ্যে লাঙ্গল নিমজ্জিত করিয়া মুস্থচিত হইল। অগ্নি, বায়ুর মধ্য; হনুমান সেই বায়ু-পুত্র; এই কারণে এবং সীতার আশ্রয়ক্রমে অনল বানরের পুচ্ছ দাহ করেন নাই, অত্রুত চন্দনের শ্রায় অতি শীতল হইয়াছিলেন। যাহার নাম

অরুণমাত্রের সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিতৈতিক ও আধিদৈবিক) অনলকে অতিক্রম করা যায়, সেই ব্রহ্মবরের প্রধান দূত কি কখন সামান্য অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতে পারে?

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনন্তর হনুমান (সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া) সীতাকে নমস্কার করিয়া বলিল;—“দেবি! আপনি আমাকে অনুমতি করুন; আমি রাম-সমীপে গমন করি। বান, অনুজের মত একত্রে (শীত) আপনাকে দেখিতে আসিবেন”; এই বলিয়া মারুতি, সীতাকে হিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণামপূর্বক গমন করিতে উদ্যত হইল এবং এই কথা বলিয়া;—“দেবি! আমি গমন করি; আপনার হৃদয় হউক; অগ্নিস্থেই রামচন্দ্রকে এবং যজ্ঞ অর্ঘ্য কোটি পায়র সৈন্ত সমভিব্যাহারে সুগ্রীব ও অক্ষয়বৎ দেখিতে পাইবেন”। অনন্তর হৃৎকাতরা জানকী হনুমানকে বলিলেন;—“(বৎস!) তোমাকে দেখিয়া আমি সকল দুঃখ তুলিয়াছিলাম, এখন তুমি যাইবে; ইহার পর রামের সংবাদ না পাইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব?” মারুতি বলিল;—“দেবি! যদি এরূপ; তবে আমার স্বন্ধে আরোহণ করুন; আমি ক্ষণ কালের মধ্যে আপনাকে রামের সহিত মিলিত করিয়া দিব। কেমন (মা!) জনক-নন্দিনী! ইহা ভাল কথা বোধ হয়?” জানকী বলিলেন;—“রামচন্দ্র, সমুদ্র শোষণ করিয়া হউক, আর শরনিকর দ্বারা সেতুবন্ধন করিয়াই হউক, বানরগণের সহিত (এখানে) আপগমনপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ বধ করিয়া আমাকে যদি লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার অক্ষয় কীর্তি হয়; অতএব তুমি যাও; আমি কোনরূপে জীবন ধারণ করিব। সীতার নিকট এইরূপ বিদায় পাইলে দীর হনুমান তাহাকে প্রণাম করিয়া সমুদ্রে পাবে গমন করিবার জন্ত পর্বত-শৃঙ্গে উপস্থিত হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মহাবীর পদ-ভরে পর্বত পীড়ন করত লক্ষ্য দিয়া বায়ু-বেগে গমন করিতে লাগিল, পর্বতও (পদভরে) রসাতলে প্রদগ্ধ হইল; ঐ পর্বত পূর্বে পৃথিবী হইতে ত্রিশংশ বোজন উচ্চ ছিল, এক্ষণে পৃথিবীর সমতল হইয়া পড়িল। এদিকে মারুতি গগন-মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহাশব্দ করিল। বানরগণ তাহা শ্রবণ মাত্র হনুমান আসিতেছে, বুঝিয়া মহা

আনন্দে শব্দ করিয়া উঠিল, তাহাতে তুমুল প্রতি-  
 ক্রমি হইল। “শব্দ দ্বারাই অমুমান করিয়াছি ;  
 হনুমান্‌ই কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন ;  
 বানরগণ ! ঐ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ অবলোকন কর।”  
 বীর বানরগণ এইরূপ বলিতেছে, ইত্যবসরে পবন-  
 তনয় নিরিশিখরে অবতরণ পূর্বক বানর-গণকে  
 বলিল ;—“সীতাকে দেখিয়াছি ; লক্ষ্মা নগরী এবং  
 তাহার উপবন ছার খার করিয়াছি ; দশাননের  
 সহিত আলাপ করিয়াছি ; তাহার পর পুনরাগমন  
 করিলাম। চল এখনই রাম-সুগ্রীবের নিকট গমন করি  
 হনুমান্‌ এই কথা বলিলে সকল বানরগণ আনন্দে  
 তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কেহ কেহ লালু ল চুষন  
 করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা উৎসুক হইয়া  
 নাচিতে লাগিল। তাহার হনুমানের সহিত মিলিত  
 হইয়া প্রশ্রবণ পূর্বক মুখে যাত্রা করিল। বীর  
 বানরশ্রেষ্ঠগণ, যাইতে যাইতে সুগ্রীব-রক্ষিত মধুবন  
 দেখিতে পাইয়া অঙ্গদকে বলিল ;—“বীর ! আমরা  
 ক্ষুধিত হইয়াছি ; মহামত্ত ! অনুমতি প্রদান কর।  
 আজ কতকগুলি মল ভোজন করি এবং অমৃত তুল্যা  
 মধুপান করি। আবার সমুদ্র হইয়া আজ্‌ই সামুদ্র  
 রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে যাইব।” অঙ্গদ বলিল ;—  
 “বানর-শ্রেষ্ঠগণ ! হনুমান্‌ কৃতকার্য হইয়া আসি-  
 য়াছে, ইহার প্রসাদে তোমরা সত্ত্বর মলমূল ভোজন  
 করিয়া লও।” অনন্তর, দধিমুখ-প্রেরিত রক্ষকগণের  
 নিবারণ স্তমিল না ; বানরগণ কাননে প্রবেশ করিয়া  
 মধুপান করিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল বানর-  
 গণ মধুপান করিতেছিল ; উদ্যানরক্ষক বানর-  
 শ্রেষ্ঠগণ তাহাদিগকে আশ্বাত করিতে লাগিল ;  
 অনন্তর ঐ আশ্বাতকারীদিগকে মুট্টাঘাতে পদা-  
 শ্বাতে চূর্ণ করিয়া মধুপান করিতে থাকিল। অনন্তর  
 সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ ক্রুদ্ধ হইয়া রক্ষকগণের  
 সহিত বানর-রাজসমিধানে গমন করিল। গিয়া  
 তাঁহাকে বলিল ;—“দেব ! কুমার অঙ্গদ এবং হনুমান্‌  
 তোমার চিরদিনের রক্ষিত মধুবন আজ্‌ বিনষ্ট করিয়া  
 ফেলিল।” সুগ্রীব দধিমুখের কথিত বাক্য শ্রবণে  
 ছট্‌চট্‌তে বলিতে লাগিল ;—“পবনন্দন সীতাকে  
 দেখিয়া আসিয়াছে ; নতুবা আমার মধুবন দর্শন  
 করে কাহার সাধ্য ? পবনন্দনই এ কার্যসাধন  
 করিয়াছে ; সংখর নাই।” রামচন্দ্র, সুগ্রীব-বাক্য  
 শ্রবণপূর্বক আনন্দ-মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলিতে  
 লাগিলেন ; “রাজন্ ! তুমি কি বলিতেছ ? সীতা  
 সম্বন্ধে কোন কথা কি ?” সুগ্রীব বলিলেন “দেব !  
 ধরশি-বন্দিনীকে নয়ন-গোচর হইয়াছেন ; তাই হনু-

মান্‌ প্রভৃতি বানরসকল, মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া  
 সকল মধুভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং রক্ষাদিগকে  
 আশ্বাত করিয়াছে। দেব ! আপনাদ কার্যসাধন  
 না করিয়া আমার মধুবন দর্শন করিতে সাহসী হইত  
 না, এই জন্য নিশ্চয় করিয়াছি ;—“সীতাকেবীকে  
 দেখিয়াছে।” রক্ষিগণ ! তাহাদিগকে বলিয়া  
 “তোমাদিগের ভয় নাই” \* এবং আমার আদেশে  
 অঙ্গদ প্রভৃতি বানরসকলকে আমার নিকট লইয়া  
 আইস।” সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার  
 বায়ুবেগে তথায় গমন পূর্বক হনুমান্‌ প্রভৃতি বানর-  
 গণকে বলিল ; “রাজার আদেশে তোমরা (রাজ  
 সমীপে) গমন কর ; সুগ্রীব, রাম, এবং লক্ষ্মণ  
 তোমাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; হে  
 মহাবল সকল ! তাঁহারা অতীত আনন্দিত হইয়া  
 (তোমরা বাহাতে সীত্র যোগ এ বিষয়ে) ত্বর দিতে-  
 ছেন।” সেই সকল বানরশ্রেষ্ঠগণ “যে আঙ্কা”  
 বলিয়া আকাশমার্গে গমন করিল। হনুমান্‌ এবং  
 যুবরাজ অঙ্গদকে সমুখে করিয়া সত্ত্বর সুগ্রীব এবং  
 রামচন্দ্রের অগ্রভাগে ভূতলে নিপতিত হইল। প্রথম  
 রামকে,—পরে, বানররাজ সুগ্রীবকে সান্ত্বক প্রণাম  
 করিয়া হনুমান্‌ রামচন্দ্রকে কহিল ;—“সীতাকে কুশ-  
 লিনী দেখিয়া আসিয়াছি। হে রাজেশ্র ! শোকাদিতা  
 জানকী আপনাদ নিকট গিঞ্জের কুশলবার্তা নিবেদন  
 করিয়াছেন ; আমি দেখিলাম ; তিনি অশোক-বনিকা  
 মধ্যে শিংশপা মূল আশ্রয় করিয়া আছেন ; রাজসী-  
 গণ চতুর্দিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ; প্রভো ! জনা-  
 হারে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; (নিঃস্বর)  
 “হা রাম ! হা রাম !” বলিয়া শোক প্রকাশ করিতে-  
 ছেন ; পরিধানে এক বগু মলিন বস্ত্র ; এবং কেশ-  
 পাশ সংস্কারশূন্য ; দেখিয়া সেই মঙ্গলময়ীকে  
 অঙ্গে অঙ্গে আশ্বাসিত করিলাম। সূদ্রে দেহ  
 ধারণপূর্বক বৃক্ষশাখার অবহিত থাকিয়া আপ-  
 নাদ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া দণ্ডকারণ্যে  
 আগমন, আপনাদ অমুপস্থিতিতে দশানন কর্তৃক  
 তাঁহার সীতা হরণ, সুগ্রীবের সহিত আপনাদ বন্ধুত্ব,  
 বাসিবধ প্রভৃতি সকল বৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে বলিলাম।  
 সুগ্রীব, বৈদেহীর আবেশাধী—মহাবল পরাক্রান্ত  
 অঞ্জের বানরগণকে লক্ষ্যে পাঠাইয়াছেন, সকলেই  
 এক এক স্থানে গিয়াছে, তন্মধ্যে এক আমি এখানে

\* টীকাকার রামচন্দ্রের মতে “রক্ষিগণ। তাহা-  
 দিগের নিকট তোমাদিগের ভয় নাই”, এইরূপ অমুমান  
 হইতে পারে ; কিন্তু তাহা হইলে ঐ শোকের দ্রুত কথাটা  
 হনুদ্রুত হইত না। শোকাক ০১।

আসিয়াছি—আমি স্ত্রীবেদ মন্ত্রী এবং রামচন্দ্রের দাস। আমি যে ভাগ্যক্রমে জানকীকে দেখিতে পাইলাম ; তাহাতে আজ আমার প্রয়াস সফল হইল,—আমার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকমন্দিরী, বিষয়-হর্ষ-বিকারিত-নেত্রে বলিলেন ;—“শ্রবণে—অমৃততুল্য এই শুভাকর বচন, কে আমাকে শুনাইল ? যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে সে আমার নয়নগোচর হউক।” হে প্রভো! অনন্তর আমি ক্ষুদ্র বানরাকারে জানকীকে প্রণাম করিয়া কৃতান্তলিপটে দূরেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। “তুমি কে ?” ইত্যাদি অনেক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে! শক্রনাশন! আমি ক্রমে ক্রমে সে সকল কথার উত্তর করিয়া পরে আপনার প্রদত্ত অসুরীয়, দেবীকে অর্পণ করি। তাহাতে তাঁহার আমার প্রতি অতিশয় বিশ্বাস জন্মিল, আমাকে এই কথা বলিলেন, “হনুমান! রাক্ষসীগণের তর্জনে গর্জনে আমি নিরস্তর হুঃখভোগ করিতেছি; তুমিও সচক্ষে দেখিয়া গেলে, এসকল কথা রামচন্দ্রের নিকট বলিবে। আমি বলিলাম “দেবি! রাম ও অনবরত আপনার জন্ত চিন্তা করিতেছেন; তিনি আপনার সংবাদ না পাইয়া দিবারাত্র আপনার জন্ত শোক করিতেছেন। আমি এখনই গিয়া আপনার বিবরণ রামকে বলিব। রাম, শুনিবামাত্র স্ত্রীবেদ, লক্ষ্মণ এবং বানর সেনাপতিগণের সহিত আপনার নিকট আসিবেন: রামকে সবংশে ধ্বংস করিয়া আপনাকে নিজ নগরীতে লইয়া যাইবেন; দেবি! বিহু রামচন্দ্র বাহাতে আমার কথায় বিশ্বাস করেন, আমাকে এরূপ কোন অভিজ্ঞান চিহ্ন প্রদান করুন।” আমি এই কথা বলিলে তিনি কেশপাশে অবস্থিত প্রিয় চূড়ামণি আমার নিকট দিলেন; পূর্বে চিত্রকট-পর্কতে কাকের সহিত বাহা হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন এবং অঙ্গুষ্ঠপূর্ণ নয়নে বলিলেন, রঘুবরের নিকট আমার মঙ্গল-সংবাদ দিও; আর লক্ষ্মণকে বলিও;—“হে বংশ প্রীতিকর! আমি পূর্বে যে কিছু ছুঁকাইয়া বলিয়াছি, তাহা আমার অঙ্গুষ্ঠামূলক বলিয়া মার্জন্য করিবে; রামচন্দ্র বাহাতে আমায় সত্তর বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, দয়া করিয়া তাহা করিবে।” এই কথা বলিয়া সীতা মহা হুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম! আমিও আপনার সমস্ত বিবরণ বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলাম। রাম! অনন্তর তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া তোমার নিকট এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। (হী ভাল কথা মনে হইয়াছে)

লক্ষা হইতে এখানে আসিবার সময় রাবণের সখের অশোক-বনিকা উৎপাটন করিয়া লক্ষ্মণমধ্যে অধায় অনেক রাক্ষসকে এবং রাবণের একপুত্রকে বধ করিয়াছি; পরে রাবণের সহিত কথোপকথন করিবার পর সম্পূর্ণরূপে লক্ষা মজ্জ করিয়া লক্ষ্মণমধ্যে প্রত্যাপিত হইয়াছি।” হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম অতীব চ্তুষ্টচিত্ত হইলেন এবং কহিলেন “হনুমান! তুমি যে কাজ করিয়াছ, ইহা দেবগণেরও অতি দুষ্কর; তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার ত দেখিতে পাইতেছি না। হে মারুতি! এখন আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব প্রদান করি;” এই বলিয়া রঘুর সজলনয়নে বানরশ্রেষ্ঠকে আকর্ষণপূর্বক পাট আলিঙ্গন করিলে, তাহাতে হনুমান পরমপ্রীত হইল \*। ততনঃসল রাঘব হনুমানকে এই কথা বলিলেন “আমি পরমেশ্বর, আমার আলিঙ্গন জগতে দুর্লভ; হে বানরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়; সুতরাং তুমি ইহা প্রাপ্ত হইলে।” রাঘব পাদপদ্ম-মুগল ভূগমীদল প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলে নিরুপম বিষ্মলোকে গমন করা যায়, এই পবন-নন্দন কত পুণ্যই করিয়াছে। সেই রামচন্দ্র ইহার দেহ আলিঙ্গন করিলেন; সুতরাং এ যে বিষ্মলোকে গমন করিবে, ইহাতে আর কথা কি ?।

পঞ্চমাদ্যায়ে সুন্দরকাণ্ড সমাপ্ত।

## লক্ষ্যাকাণ্ড ।

প্রথম অধ্যায়।

রামচন্দ্র হনুমানের যথাবথ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা-আনন্দে নিয়মিথিত কথা বলিলেন;—“হনুমান! যে কার্য করিয়াছে, তাহা দেবভাগ্যেরও অতি দুষ্কর; আর পৃথিবীর মধ্যে ত অপার কেহ ইহা মনে মনে কল্পনা করিতেও পারে না। শত যোজন বিস্তীর্ণ জলমিথি লঙ্করন করিতে কে সমর্থ হয় ? কে—বল রাক্ষসগণের রক্ষিত লক্ষানপরীকে হৃদিশা-গ্রাস্ত করিতে পারে ? হনুমান! ভৃত্য-কার্য সম্পূর্ণরূপে করিয়াছে। স্ত্রীবেদের এই ভৃত্যটী যেমন, জগতে এরূপ কাহারও হয় নাই, হইবে না। হনুমান! আজ জানকী দর্শন করিয়া আমাকে, লক্ষ্মণকে, রঘুরাজের বংশকে এবং স্ত্রীবেদকে রক্ষা করিল।

\* “আলিঙ্গন করিয়া রামচন্দ্র পরম শ্রীতি লাভ করিলেন” এইরূপ অসংবাদ টীকারার অনুমোদিত।



নন্দিনীর অবেশণ উত্তমরূপেই করিয়াছে। তবে সমুদ্রকে স্মরণ করিয়া আমার মন যেন অলস হইয়া পড়িতেছে। মৎস্ত-নক্র-মকরাদি-লল-জগতে পরিপূর্ণ শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আমি কিরূপে শত্রু সংহার করিব? কিরূপেই বা জনক-নন্দিনীকে দেখিতে পাইব?” সুগ্রীব, রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে বলিল;— “আমরা বৃহৎ বৃহৎ নক্র ও মৎস্তে পরিপূর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করিব, লক্ষ্য ভঙ্গসাৎ করিব এবং অদ্যই রানবকে বধ করিব; হে রঘুবর! চিন্তা ত্যাগ কর; চিন্তাই কার্য-নাশের মূল। দেখ—এই সকল মহাবল পরাক্রান্ত বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমার শ্রিয়-কার্য সম্পাদনের জন্ত অগলে প্রবেশ করিতেও উদ্যত। প্রথমত সমুদ্র পার হইবার উপায় দেখ; তাহার পর সমুদ্র পার হইলে লক্ষ্যদর্শন; তাহা হইলেই ত বিবেচনা করিলাম, দশানন নিহত হইয়াছে। রাখব! আমি ত্রিলোকের ভিত্তর একরূপ কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, তুমি শরাসন গ্রহণ করিলে রণস্থলে তোমার সম্মুখীন হইতে পারে। হে রাম! সর্ব-প্রকারে আমাদিগেরই জয় হইবে, সংশয় নাই; নানাবিধ জয়শ্রুত গিমিত্তও দেখিতে পাইতেছি।” সুগ্রীবের এইরূপ ভক্তিবুদ্ধ এবং বীরোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম, সম্মুখে অবস্থিত হনুমানকে প্রীতিজ্ঞা করত কহিলেন;— “যে কোনপ্রকারে আমি মহাসমুদ্র পার হইবই। এখন আমার নিকট দেব-দানবগণের অজ্ঞেয় লক্ষ্যর স্বরূপ বর্ণন কর।” হনু-মান রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মবিনয়ে কৃতাজ্জলি-পুটে বলিতে লাগিল;— “দেব! আমি যেমন দেখিয়া আসিয়াছি, তদনুসারে আপনাকে বলিতেছি, হে দেব! দিবা লক্ষ্মণগরী ত্রিকূট পর্বতের শিখরে অবস্থিত; তাহার প্রাকার ও অট্টালিকাসকল সুবর্ণ-ময়; বিমল মণিল-পূর্ণ পরিধাসকল তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; বহুতর উপবন, নগরীর শোভা সম্পাদন করিতেছে; ঐ নগরী উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা এবং বিচিত্র শোভাসম্পন্ন রত্নসম্ময় উত্তম গৃহ-সকলে পরিবৃত। পশ্চিমদ্বারে সহস্র সহস্র গজ গজারোহী; উত্তর দ্বারে হস্তী পদাতি এবং অর্ধা-রোহী সৈনিক অবস্থান করিতেছে; পূর্নদিকে অর্জুদ সংখ্যক ঐ সকল সৈন্ত; এবং অর্জুদ সংখ্যক বীর রাক্ষস রক্ষকগণ, দক্ষিণদ্বার আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; মধ্যকক্ষেও অসংখ্য হস্তী অথ-রথ পদাতি; প্রভো! নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগেকুশল বীরগণ—সর্বদা লক্ষ্মণগরী রক্ষা করিতেছে; লক্ষ্মণগরী,

বিবিধ সংক্রম (শস্ত্রপথ বিশেষ) এবং শতরীকুলে পরিবৃত। হে দেবেশ! এইরূপ বন্দোবস্ত থাকিলেও আমার তত্ত্ব্য কার্যকলাপ শ্রবণ করুন;—রাবণ-সৈন্তগণের এক চতুর্থাংশ আমি বিনষ্ট করিয়াছি; লক্ষ্মণগরী দগ্ন করিয়া সুবর্ণ প্রাসাদসকল হার ধার করিয়াছি। হে রঘুবর! শতদ্বা এবং সংক্রম সমু-দ্রায় বিনষ্ট করিয়াছি—প্রাকার ফেলিয়া দিয়া শস্ত্রপথ ব্যস্ত করিয়া দিয়াছি। হে দেব! এখন একবার আপনি দেখিলেই লক্ষ্য ভঙ্গীকৃত হইয়া যায়। দেবেশ! যাত্রা করুন;—চতুর্দিকস্থ মহাবীর বানরগণ সম-ভিব্যাহারে লবণ সমুদ্রের তীরে গমন করি।” রঘু-নন্দন হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগি-লেন;— “সুগ্রীব! সমস্ত সৈন্তগণকে (সমুদ্র-তীরে) প্রস্থান করিতে আদেশ কর। এই সময়েই বিজয় মুহূর্ত্ত বর্তমান; এই মুহূর্ত্তে যাত্রা করিলে, রাক্ষস-সমূহ প্রাকার-পরিবেষ্টিত দুর্জয় লক্ষ্মণগরী এবং রাবণকে বিনষ্ট করিতে পারিব। নিশ্চয় দীর্ঘকালেও আনয়ন করিব, আমার দক্ষিণ চক্ষুর অধিভাগ স্পন্দিত হইতেছে; বেগম্পন্ন সমস্ত বানর-বাহিনী গমন করিতে থাকুক, যুগপতিগণ অগ্র, পশ্চাৎ, এবং পার্শ্বদ্বয়ে অবস্থিত থাকিয়া সেনাসক-লকে রক্ষা করুক; আমি হনুমানে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করি, তৎপশ্চাৎ লক্ষ্মণ অগ্রে আরোহণ করিয়া যাত্রা করুক। সুগ্রীব! তুমি আমার সঙ্গেই চল। গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নল, নীল, সুশেণ, জাম্ববানু এবং অজ্ঞাত শত্রু-হস্তা সেনাপতি-গণ—সকলে সেনার সকল ভাগে অবস্থিত হইয়া গমন করুক।” শ্ৰী রামেস্ত বানরগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমভিব্যাহারে সৈন্ত-গণের মধ্যে অবস্থিতি করত অনন্দে গমন করিতে লাগিলেন। গজরাজ সদৃশ সেই সকল কামরূপী বানর-গণ ক্ষেপন \* এবং গর্জন করত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিল; তাহার। সকলে যাইতে যাইতে কল ভঞ্জন এবং মধুপান করিতে লাগিল; এবং বলিতে লাগিল, “অদ্য ত্রীরামের সম্মুখে রাবণ বধ করিব।” এইরূপে সেই অমিত-পরাক্রম বানরেশ্বরগণ গমন করিতে লাগিল। বদি চন্দ্র-সুহৃৎ নক্র-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া একসময়ে গণ-মণ্ডলে উদিত হন, তাহা হইলে বলা যায় যে, হনুমান এবং অজ্ঞদের পৃষ্ঠে অবস্থিত দুই রঘুশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ সেইরূপ

\* বৃহদাঘা বীরগণের গমনবিশেষকে “ক্ষেপন” বলা যায়।

শোভা পাইতেছিলেন,—(কলতঃ সে শোভা নিরুপম)। সেই মহতী চমু উত্তর্য সমুদয় ভূতগণ আবৃত করিয়া চলিল। লাক্ষ্মীর অগ্রভাগ আন্দোলিত করত বুদ্ধরাজি ধারণ করত এবং পর্কতে আরোহণ করত পবনবেগে বানরণ গমন করিতে লাগিল। রাম-পালিত অসংখ্য বানররূপ, যতদূর দেখা যাইতে লাগিল, বরাবর পরিপূর্ণভাবে অতিশয় আনন্দে গমন করিল। মলয় পর্কত এবং সহ পর্কতের বিচিত্র কানন রাজি দর্শন করত সেই চমু দিবারাত্র গমন করিয়াছিল; কোন স্থানে দ্রুণকালও বিলম্ব করে নাই। তাহার। সহ এই মলয় পর্কত অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে ভীমগর্জ্জন সমুদ্রের সমীপে আগমন করিল। রাম, সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে হনুমানের পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সলিল-সন্নিধানুে আগমন করিয়া রামচন্দ্র এই কথা বলিলেন,—“আমরা সকলে নকরালয় সমুদ্র পর্য্যন্ত আগমন করিলাম। কিন্তু যে বানরগণ! বিশেষ উপায় ব্যতীত ইহার পারে গমন করা অসম্ভব। সুতরাং এইখানেই সৈন্ত সমাবেশ হউক; সমুদ্র পার হইবার উপায় স্থির করিতে হইবে।”

সুগ্রীব, রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগর-তীরে সেনা নিবেশ-স্থাপন করিল; বানর-শ্রেষ্ঠ-গণ সৈন্তাদিগের বক্রপাবেক্রমণ করিতে লাগিল। তাহার। ভীমগর্জ্জন উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ভীম-দর্শন সমুদ্র অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ হইল। আকাশ-সদৃশ অগাধ-জলরাশি দর্শন করিয়া বানর-গণ হুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। “রাক্ষস-াধম রাবণ অদ্যই আমাদিগের বধ্য; কিন্তু এই ঘোর বক্রপালয় সাগর পার হই কিরূপে?” এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া তাহার। রামের পার্শ্বে অবস্থিত করিতে লাগিল। মারা-মামুষ্য রাম জনক-নন্দিনী সীতার জন্ত অনেক বিলাপ করিলেন এবং তাঁহাকে চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রামচন্দ্র,—অস্থিতীয়, চৈতন্যরূপ, একমাত্র, পরমাত্মা এবং নিত্য, ইহাই রামের স্বরূপ; যে ব্যক্তি বহাধরূপে ইহা জানে, যখন দুঃখশোকাদি, তাহাকেও স্পর্শ করিতে পারে না; তখন স্বয়ং অব্যয় আনন্দময়কে যে ইহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ, ইহা কি আর বলিতে হইবে? হুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, শোভ, মোহ এবং মদ প্রভৃতি সকলই অজ্ঞানের চিহ্ন বা অজ্ঞানমূলক; সুতরাং ইহার। চৈতন্য-বরূপ ভগবানে থাকিলে কিরূপে? দেহাভিমাত্রী ব্যক্তি-

রই হুঃখ হইয়া থাকে; দেহাভিমানশূন্য চৈতন্য-ময়ের হুঃখ অসম্ভব। সুযুক্তিকালে আশ্রয় ভিন্ন অপর বস্তুর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হওয়ার তখন মাত্র হুঃখ-রূপই অনুভূত হয় এবং ত্রিগুণাতীত হইলে বুদ্ধি-প্রভৃতির সহিত সংবন্ধ না থাকায় হুঃখানুভব হয় না। অতএব হুঃখ প্রভৃতি সমস্ত গুণ-কার্যই বুদ্ধি-ধর্ম; সন্দেহ নাই। শ্রীরাম—পরমাত্মা, পুরাণ পুরুষ, নিত্য-প্রকাশ, নিত্য-সুখ এবং নিক্রিয়; তথাপি অনভিত্ত লোকে ইহাকে মারা গুণে বিভ্রান্ত ভাবিয়া হুঃখী ও হুঃখী বলিয়া মনে করে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

এদিকে রাবণ দেখিল, হনুমান লক্ষ্মীতে যে কার্য করিয়া গেল, ইহা দেবগণেরও হৃদয়; সুতরাং লক্ষ্মায় হুঃখ অধোমুখ হইয়া সকল মন্ত্রগণকে আহ্বান-পূর্বক এই কথা বলিল;—“হনুমান যে কার্য করিয়া গেল, তাহা ত তোমরা দেখিয়াছ;—এই হৃদয় লক্ষ্মায় প্রবেশ করিয়া হুঃখ মনে অবস্থিত জনক-নন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছে; রাক্ষস বীর-বৃন্দকে এবং মলোদরী-তনয় কুমার অক্ষকে নিহত করিয়াছে; সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্মী দগ্ন করিয়াছে, তাহার পর তোমাদিগের সকলকে অতিক্রম করিয়া হুঃখ দেহে পুনর্বার সাগর লজ্জনপূর্বক স্বমানে প্রস্থান করিয়াছে। ইতঃপর আমরা কি কি? তোমরা ত সকলে মন্ত্রগণ-কুশল, বাহা করিলে আমার ভাল হয়, বয়-সহকারে এমন একটা মন্ত্রগণ স্থির কর।” রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-গণ রাবণকে বলিল; দেব! আপনি ত্রিলোক-বিজেতা; সমরে রামের নিকট আপনার আবার শক্তি কি? আপনার পুত্র ইন্দ্রকে পাঁধিয়া আনিয়া এই নগরে ফেলিয়া রাখেন; আপনি কুবেরকে জয় করিয়া তদীয় পুস্পক রথ আনয়ন পূর্বক ভোগ করিতেছেন; প্রভো! যমকে যখন জয় করেন, তখন আপনি কাল-দণ্ড হইতেও ভীত হন নাই; বরুণকে এবং সকল রাক্ষস-গণকে হস্তারমাত্রে জয় করিয়াছেন; স্বয়ং মহাসুর ময়, ভয়ক্রমে আপনাকে পায় কস্তা দান করিয়া এখনও আপনার অধীনস্থ হইয়া রহিয়াছেন।

\*“বরুণকে হস্তার মাত্রে জয় করিয়াছেন এবং সকল রাক্ষসগণ আপনার অধীন” এই অনুবাদ টীকাকার মত। কিন্তু “আপনার অধীন” একথাটা মূল্য নাই; যোজন্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়।

অপরায়ণ অমরদিগের কথা আর কি বলিব ? এ বানর আমাদের কি করিবে ? এবং ইহার প্রতি শৌর্য প্রকাশেই বা ফল কি ? আমরা অবজ্ঞা করিয়াছিলাম বলিয়াই হনুমান এতদূর অনিষ্ট করিতে পারিয়াছে। আমরা এইরূপে উপেক্ষা করিয়া-ছিলাম; তাই কিছু বিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছে; তাহাতে আর হইবে কি; আমরা প্রমাদবশতঃ অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহাতেই হনুমানের নিকট বঞ্চিত হইয়াছি। আমরা সকলে যদি তাহাকে বৃথিতে পারিতাম, তাহা হইলে সে বাঁচিয়া ফিরিতে পারিত না। আত্মা করুন, আমরা সকলে এই সমস্ত জগৎকে বানর-শূত্র এবং মনুষ্য-শূত্র করিয়া প্রত্যাগত হইতেছি; অথবা সকলে কেন এক এক ব্যক্তিকেই নিয়োগ করুন (জগৎকে মানুষ-বানর-শূত্র করিয়া আসিবে) তখন কুন্তকর্ণ, রাক্ষস-রাজ রাবণকে বলিতে লাগিল;—“তুমি যে কার্যের উপ-ক্রম করিয়াছ, তাহা কেবল তোমার আত্মনাশের নিমিত্ত। ভাগ্যক্রমে তুমি তখন মহাত্মা রামের দৃষ্টিপথে পতিত হও নাই। হে রাবণ! রাম, যদি তোমাকে দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে আর জীবন থাকিতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। রাম—মনুষ্য নহেন; সাক্ষাৎ অব্যয় নারায়ণ দেব। রাম-পত্নী যশস্বিনী সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী লক্ষ্মী; রাক্ষসগণের বিনাশার্থেই তুমি সেই মূমধ্যমাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ। মহামন্ত্রের বিধিগণ্ড গ্রাস ঘেরণ অনর্থকর, তোমার জানকী-হরণও তদ্রূপ; অথবা পরে আরও কিছু হইতে পারে। যে মন্ত্র, বিষভোজন করে, সেই মরে; কিন্তু জানকী হরণ করায় কেবল তুমি নহে—সবংশে নিহত হইবে, বোধ হয়। তুমি না জানিয়া যদিও অনুচিত কার্য করিয়াছ; তথাপি প্রভো! সব মিটাইয়া দিব, সুস্থ-চিত হও।” কুন্তকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ বলিল;—“দেব! আমাকে অনুমতি করুন; রাম, লক্ষণ, সুগ্রীব এবং অশ্বাস্ত্র সকল বানর-সেনা-লগ্নকে বধ করিয়া আপনার নিকট পুনঃ প্রত্যাগত হইব।” ইত্যবসরে শ্রীরাম-পাদযুগলে একাগ্রচিত্ত ভাগবতপ্রধান, সুধীশ্রেষ্ঠ বিভীষণ তথায় আসিয়া হরণকৃত রাবণকে প্রণাম-পূর্বক উপবেশন করিল। অপ্রমত্ত এবং বিগত-বুদ্ধি বিভীষণ, কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষস এবং মান্যবর মত্ত এবং প্রমত্ত রাক্ষসকে \* অবলোকন করিয়া

অতীব বিশ্বয় সহকারে কামাতুর দশাননের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিল;—“রাজন! কুন্তকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্ব, মহোদর, নিকুন্ত, কুন্ত, বা অতিকায়, কেহই রণস্থলে রাক্ষসসমূহে অবস্থান করিতে পারিবে না। রাজন! আপনি সীতানামক মহাগ্রহে গ্রস্ত হইয়া-ছেন; আর আপনার মুক্তি নাই; তবে সেই সীতাকেই রত্নাদিদ্বারা সম্মানিত করিয়া রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলে সুখী হইতে পারিবেন। যে পর্যন্ত রামচন্দ্রের নিশিত শর-নিকর লক্ষা নগরী আচ্ছন্ন করিয়া রাক্ষসবৃন্দের মস্তক ছেদন না করে; হে রাজন! তদ্যধৌই সেই রঘুবরের জানকী রঘুবরকেই প্রত্যর্পণ করা আপনার উচিত। যে পর্যন্ত পর্কতাকার মহাবলশালী নখ-দংষ্ট্রা-বোধী বানরেন্দ্র-সদৃশ বানরগণ লক্ষা আক্রমণ করিয়া আপনার সৈন্যদিগকে বিনাশ না করে,—তদ্যধৌই সত্ত্বর রঘুবরকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন। নতুবা হরণ-শ্রেষ্ঠগণ বা সাক্ষাৎ মহাদেব, যদি আপনাকে রক্ষা করেন, অথবা আপনি যদি ইন্দ্র বা যমের ক্রোধে অবস্থান করেন, কিংবা রম্যতলে প্রবেশ করেন, তথাপি জীবিত থাকিতে রামের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারিবেন না।” আসন্ন-মৃত্যু বাক্তি যেমন গুঁবধ গ্রহণে পরানুধ হয়, সেইরূপ খল রাবণ,—শুভ-জনক হিতজনক এবং পবিত্র বিভীষণ-কথিত বাক্য গ্রহণ করিতে পারিল না। প্রত্যুত সেই রাক্ষস কাল-প্রেরিত হইয়া বিভীষণকে বলিতে লাগিল;—“আমি ইহার হিতকারী; আমার প্রদত্ত ভোগে ইহার অঙ্গ পুষ্ট হইয়াছে; আমার নিবর্তে অবস্থান করিতেছে; তথাপি এ কিনা আমারই প্রতিকূল আচরণ করিতেছে। অতএব আমি দেখিতেছি;—প্রকৃত শত্রুই মিত্রবেশে উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাতে সন্দেহ নাই। এই অনার্থ্য কৃত্যের সহিত সংসর্গ করা আমার অনুচিত। জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণের বিনাশই সর্বদা কামনা করিয়া থাকে। অন্য কোন রাক্ষস যদি আমাকে এইরূপ কথা বলে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করি; তুই ভাই;—তোকে আর কি বলিব ? তুই রাক্ষস হুলের অধম, তোকে দিক্।” রাবণ, বিভীষণকে এইরূপ কঠোর বাক্য বলিলে মহাবল বিভীষণ গম্ভীর হস্তে লইয়া স্বীয় মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত সজা মধ্য হইতে গগনতলে উল্লিখিত হইল। গগনতলে অবস্থিত হইয়া মহাক্রোধে দশকন্ডর রাবণকে বলিল; “আমি শ্রিয় বাক্যই বলিতেছিলাম; আমাকে দিকার দিলে বটে; তথাপি তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃভৃত্য; তাই বলি বুদ্ধি-দোষে বিনষ্ট হইও না।

\* “কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসকে অত্যন্ত মত্ত অবলোকন করিয়া” ইহা টীকা-সমস্ত অনুবাদ।

সাক্ষাৎ সর্বসংহারক কাল, রামরূপে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং সেই কালশক্তি, সীতা নামে জনকবন্দিনীরূপে উপনয়ন হইয়াছেন; তাঁহারা উভয়েই ভূভারহরণের জন্ত এখানে উপস্থিত। তুমি তৎকর্তৃক পরিচালিত হইয়াই আমার হিত উপদেশ শ্রবণ করিতেছ না। শ্রীরাম প্রকৃতি-সাক্ষী এবং প্রকৃতির পরবর্তী; তিনি সর্বকর্তৃদের অন্তরে বাহিরে অবস্থিত ও সমদর্শী; নামরূপ ইত্যাদি ভেদে তিনিই সেই-সেই-বস্তু-স্বরূপ; তেদাতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই। তিনি নির্দ্বন্দ্ব; যেমন এক প্রচণ্ড অনলই নানাবিধ বস্তু দগ্ধ করত সেই সেই বস্তুকে আকার ভেদবশত: অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ তিনিও পঞ্চকোষ (অন্নময় কোষ প্রাণময় কোষ ইত্যাদি) প্রভৃতি ভেদে সেই সেই কোষাদিরূপে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন। বিশুদ্ধ স্ফটিক যেমন নীল-সীত প্রভৃতি বস্তু সাহায্যে সেই সেই বর্ণক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ তিনি নিত্যযুক্ত হইলেও নিজমায়াগুণে প্রতিবিস্তৃত হইয়া কাল, প্রধান, পুরুষ এবং অব্যক্ত এই চাররূপে প্রতীত হন। সেই অজ্ঞ, প্রধান ও পুরুষরূপে (রজোগুণ প্রতি-বিশ্বরূপে) সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন; সেই অবি-নাশী, কালরূপে (তমোগুণ-প্রতিবিশ্বরূপে) জগৎ-সংহার করেন; অব্যক্তরূপে জগৎপালন করেন; (অব্যক্ত সত্ত্ব-গুণ-প্রতিবিশ্ব) সেই দেব ভগবান, ব্রহ্মার প্রার্থনামতে মায়া-গৃহীত রামরূপে কালরূপী হইয়া তোমার বধের নিমিত্ত এখানে আসি-তেছেন। ঈশ্বর সত্য-সংকল্প; তাঁহার সে সংকল্প লোকে কিরূপে অগ্রথা করিবে? রাম, তোমাকে পুত্র, সৈন্য এবং বাহনের সহিত বিনাশ করিবেন। রাবণ! আত্মীয়জ্ঞান থাকিতে আমি তোমাকে এবং নিখিল রাক্ষস-কুলকে রামের হস্তে নিহত হইতে দেখিতে পারিব না; অতএব তোমাদিগের প্রতি আত্মীয় জ্ঞান দূর করি, আমি রাবণ সন্ধিধানে গমন করি। আমি ধাইলে তুমি মুখী হইয়া চির দিন নিজ ভবনে বিহার কর।” বিভীষণ রাবণের বাক্যে ক্রমকাল মধ্যে পরিভ্রমণ এবং গৃহ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু পরিত্যাগপূর্বক—শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম সেবনে অভিলষী হইয়া রামসমীপে প্রস্থান করিল। এত-দিনে তাহার মনোরথ পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

### তৃতীয় অধ্যায় ।

মহাভাগ বিভীষণ মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের সহিত রাম-চন্দ্রের সম্মুখবর্তী গগণ-প্রাঙ্গণে আসিয়া পাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল;—“হে সখিনি! কমল-লোচন! রাম! আমি আপনার ভাষাপহারী দশাননের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ; ভ্রাতা রাবণ আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে; আমি আপ-নারই শরণাপন্ন হইলাম; দেব! ‘বিদেহ-নন্দিনী সীতাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও’ এই হিত-কথা সেই অনাজ্ঞকে বারংবার বলিয়াছিলাম, বলিলেও সেই কাল-পাশ-বশবর্তী রাক্ষসাদয় তাহা শুনিল না। প্রত্যুত খড়্গ লইয়া আমাকে বধ করিতে ধাবমান হইল। অনন্তর সুশীলাম; সংসার মোচন না হইলে ভয় মোচন হয় না। তাই প্রভু হে! নির্ভয় হইতে অভিলাষী হইয়া সংসার মোচনের জন্ত, অবিলম্বে আমি চারজন মন্ত্রীর সহিত তপা হইতে আসিয়া আপনার শরণ লইলাম।” বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব বলিতে লাগিল;—“রাম! মায়াবী অধম রাক্ষস জাতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আপনার অনুরূপ; বিশেষতঃ এ ব্যক্তি সীতাপ-হারক রাবণের কনিষ্ঠ; বলবান এবং অরণ্যধারী মন্ত্রিগণে পরিবৃত। ছিদ্র পাইলেই আমাদিগকে নিহত করিবে। অতএব দেব! আমার প্রতি অনুমতি করুন; বানরেরা ইহাকে বধ করিয়া ক্লেশক, আমার ত এই রকম বোধ হইতেছে, রাম! তোমার বুদ্ধিতে কিরূপ ধরিতেছে বল। সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন;—“হে বানরশ্রেষ্ঠ! যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলে অধি-পতি সমেত সমস্ত লোককে অর্ধ নিমিষের মধ্যে সংহার করিতে পারি এবং অর্ধনিমিষের মধ্যে স্বজন করিতে পারি। অতএব আমি ঐ রাক্ষসকে অভয়দান করিলাম, সীত্র নিকটে আনয়ন কর। সর্বভূতের মধ্যে একবার মাত্র যে ‘আমি তোমার’ এই বলিয়া আমার অধীন হইয়া অভয় বাচ্য করে; আমি তাহাকে অভয়দান করি, আমার ব্রতই এই।” সুগ্রীব রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বিভীষণকে আনাইয়া রামদর্শন করাইল। অনন্তর বিভীষণ রম্যবরকে সান্ত্বনা প্রণয়ন করিয়া স্তম্ভবর্ণ, বিশাললোচন, প্রসন্ন-মুখ-কমল, ধনুর্কাপধারী, শান্ত-স্বভাব এবং লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত শ্রীরামকে পরম ভক্তি-সহকারে কৃতান্তলিপুটে স্তব করিতে লাগিল। তৎকালে আনন্দ-বাস্পে তাহার কণ্ঠস্বর

কৃত হইয়া আসিতে লাগিল। বিভীষণ কহিল;—  
 "হে রাম! হে রাজেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার;  
 হে সীতা মনোরম! আপনাকে নমস্কার; হে ভীম-  
 কান্দুক! আপনাকে নমস্কার; হে ভক্তবৎসল!  
 তোমাকে নমস্কার। অনন্তর, অমিত-ভেজা, প্রশান্ত  
 রামচন্দ্রকে নমস্কার; আপনি স্ত্রীদেবের মিত্র; এবং  
 রঘুবলের রাজা; আপনাকে নমস্কার। জগতের  
 সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের হেতু; মহান্না, ত্রৈলোক্যগুরু,  
 অনাদিগুহস্বকে বার বার নমস্কার করি। হে রাম!  
 তুমি জগতের আদি; তুমিই লোকস্থিতির মূল;  
 অস্তকালে তুমিই সংহারের স্থান; এবং একমাত্র  
 তুমিই স্বাধীন। হে রাশব! আপনি স্থাবর জগম  
 প্রাণিগণের বাহিরে ও অন্তরে ব্যাপ্যব্যাপকরূপে  
 প্রকাশ পাইতেছেন; অতএব আপনি জগম্বর।  
 বাহারা আপনার মায়া দ্বারা মোহিত, অতএব  
 আত্মজ্ঞানে বঞ্চিত; তাহারা প্রযুক্তিমার্গে আসক্ত  
 হইয়া পাপপুণ্যবশতঃ নিরন্তর গভায়াত করিতেছে।  
 যেমন হতদিন স্তম্ভিকার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, তত  
 দিন স্তম্ভিকাতে যথার্থ রক্ত বলিয়া ভ্রম থাকে,  
 সেইরূপ চৈতন্যরূপে আসক্ত অনন্ত বিষয় চিন্তা-  
 দ্বারা হতদিন আপনার স্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন  
 জগৎ ও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে বিভো!  
 তোমাকে জানিতে না পারার সর্বনাশী—পুত্র—  
 গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া পরিণামে-দুঃখজনক বিষয়  
 সকলে নিরত হয়। তুমি,—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈকৃত,  
 বরুণ, বায়ু, কুবের এবং ঈশান; তুমিই পুরাষোত্তম।  
 প্রভু হে! তুমি হস্ত হইতে হস্ততর; তুল হইতে  
 তুলতর; তুমি সমস্ত লোকের পিতা মাতা; এবং  
 তুমিই বিধাতা। তুমি, আদি, মধ্য এবং অন্তশূন্য;  
 তুমি পরিপূর্ণ, অচ্যুত এবং অব্যয়। তুমি হস্ত-পাদ-  
 হীন এবং কর্ণ-নেত্র-বর্জিত হইয়াও গ্রহণ, ধারণ,  
 প্রবণ এবং দর্শন কর; আর তুমি খর রাক্ষসকে  
 বধ করিয়াছ; তুমি পঞ্চকোষ হইতে বিভিন্ন  
 নিওণ এবং আশ্রয়-রহিত। নির্ঝিকরক জ্ঞানদ্বারা  
 তোমাকে বৃথা ধায়; তুমি নির্ঝিকর ও নিরাকার;  
 তোমার আর ঈশ্বর নাই; জন্ম প্রভৃতি ছয় ভাব  
 তোমাতে নাই; তুমি অনাদি এবং প্রকৃতির পর-  
 বর্তী পুরুষ। আপনি মায়া অবলম্বন করিয়া  
 মনুষ্যের দ্বার পরিচিত হইতেছেন, কিন্তু বৈকল্য  
 আপনাকে উৎপত্তিশূন্য এবং নিওণ বলিয়া অব-  
 ধারণ করিয়া যুক্তিলাভ করেন। হে ঈশ্বর!  
 রাশব! তোমার শ্রীচরণে অচলা তক্তিরূপ নিজেদি  
 অবলম্বন করিয়া জ্ঞানযোগ নামক সৌধে আরো-

হণ করিতে ইচ্ছা করি। হে রাম! সীতাপতে!  
 আপনাকে নমস্কার; হে দয়ালু-শ্রেষ্ঠ! আপনাকে  
 নমস্কার; হে রাশব-শত্রু! আপনাকে নমস্কার;  
 এই সংসার সাগর হইতে আমাকে পরিদ্রাণ করুন।"  
 অনন্তর ভক্তবৎসল শ্রীরাম শ্রবণ হইয়া বলি-  
 লেন;—"তোমার মঙ্গল হউক; আমি বর দিতেছি—  
 তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর"। বিভীষণ  
 কহিল;—"রাশব হে! আমি ধর্ম হইলাম; আমি  
 কৃতকৃত্য হইলাম, আমি কৃতকার্য হইলাম; \*  
 তোমার শ্রীচরণে দর্শনেই আমি মুক্ত হইলাম;  
 সন্দেহ নাই। রাম হে! আজ যখন আমি  
 তোমার মূর্তি অবলোকন করিয়াছি তখন জগতে  
 আমার ভ্রায় আর ধর্ম পুরুষ নাই; আমার ভ্রায়  
 পবিত্র ব্যক্তি নাই; আমার সঙ্গীই কেহ নাই।  
 হে রঘু-নন্দন! কর্ণ-বন্ধন বিজ্ঞানের জ্ঞান তোমাতে  
 তক্তিরূপে জ্ঞান এবং মুক্তি-সাধন তোমার ধ্যান-  
 যোগ আমাকে প্রদান করুন। হে রাজেন্দ্র! রাম!  
 আমি বিষয়-সম্বৃত সুখলাভ করিতে প্রার্থনা করি  
 না। সর্বদাই যেন আমার ভক্তি, আপনার চরণ-  
 কমলে আসক্ত থাকে। রামচন্দ্র, "তথাস্ত" বলিয়া  
 প্রীতিবশতঃ পুনর্বার রাক্ষসকে বলিলেন;—  
 "হে ভদ্র! আমার কিছু নিশ্চিত রহস্য কথা আছে,  
 তাহা বলিতেছি—শ্রবণ কর; আমার যে সকল  
 ভক্ত প্রশান্ত, যোগী এবং রাগবর্জিত, তাহাদিগের  
 হৃদয়ে নিত্য সীতার সহিত বাস করি; ইহাতে  
 সন্দেহ নাই। অতএব তুমি জিতেন্দ্রিয় এবং নিপাপ  
 হইয়া আমাকে নিরন্তর ধ্যান করিলে যোরতর  
 সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।  
 যে ব্যক্তি, আমার প্রীতির জন্ম এই স্থব পাঠ করিবে,  
 লিখিবে বা শ্রবণ করিবে, সে, অতীষ্ট ফল এবং  
 অন্তে মদীয় সারুপ্য লাভ করিবে।" এই বলিয়া  
 ভক্তবৎসল শ্রীরাম লক্ষণকে বলিলেন;—"এই  
 রাক্ষস আমার দর্শন জন্ম (আহুবাধিক) ফল এখনই  
 দর্শন করুক। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য ও যতদিন পৃথিবী  
 থাকিবে, আমি ততদিনের জন্য ইহাকে লক্ষারাজ্যে  
 অভিষিক্ত করিব; সমুদ্র হইতে জল আনিয়ন কর।  
 যতদিন জগতে আমার কথা প্রচার থাকিবে, তত-  
 দিন এই রাক্ষস রাজত্ব করুক" এই বলিয়া লক্ষণ  
 দ্বারা কুস্তে করিয়া জল আনাইলেন; অনন্তর,

\* কৃতকৃত্য এবং কৃতকার্য উভয়ের একার্থ বহু;  
 "আমি কৃতকার্য হইলাম, আমি প্রাণ্যবৃত্ত পাইলাম"  
 এই অর্থ টীকামতঃ ।

রমাপতি রাম, মল্লিচতুষ্টয়-বায়া বিশেষতঃ লক্ষ্মণ-দ্বারা, লক্ষ্যারাজ্যে আধিপত্যের জন্য বিভীষণকে অভিবিক্ত করাইলেন। বানররূপ, “সাদু সাধু,” বলিয়া অতীব স্তব করিতে লাগিল; সুগ্রীবও বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া এই কথা বলিল;—“বিভীষণ! আমরা সকলেই পরমাত্মা রামের কিঙ্কর; উন্মধ্যে তোমার ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্র তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব তুমিই প্রধান; রাবণ-বিনাশে তোমাকে রামের সাহায্য করিতে হইবে।” বিভীষণ কহিল;—“আমি অতি সামান্য লোক, পরমাত্মা রামের আর সহায় হইব কি? তবে যথাশক্তি ভক্তিসহকারে অক্ষপটে তাঁহার দাস্ত করিব।” শুক-নামে প্রধান রাক্ষস, দশাননের আদেশে আকাশ-মণ্ডলে অবস্থিত হইয়া সুগ্রীবকে বলিতে লাগিল;—“তুমি রাক্ষসেশ্বর রাজা রাবণের ভ্রাতৃতুল্য; তাই তিনি তোমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি মহাবংশে উৎপন্ন; বনচরণের রাজা; তুমি আমার ভ্রাতৃসদৃশ, আমি তোমার অনিষ্ট করি নাই, তবে নৃপনন্দন রামের যে ভার্য্যাহরণ করিয়াছি, তাহাতে তোমার কি? তুমি বানরগণের সহিত কিঙ্কিঙ্কার্য গমন কর, লক্ষ্য আধিকার করা দেবগণেরও অসাধ্য, হীনবল মনুষ্য কিংবা বানর-মুখপতিদিগের কথা ত সামান্য।” বানরগণ, দীর্ঘ লক্ষ্য দিয়া উঠিয়া সেই বার্তাবহকে দূতের মুষ্ঠ্যাশ্বাতে সত্বর নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল। যখন বানরগণ তাহাকে আশ্বত করিতে লাগিল, তখন শুক, রামকে বলিল, “হে রাজেন্দ্র! হে প্রভো! দূতগণ অবধ্য; বানরদিগকে নিবারণ করুন।” তখন রাম, শুকের পরিদেবন-বাক্য শ্রবণ, করিয়া, “বধ করিওনা,” বলিয়া বানরদিগকে নিবেদন করিলেন। পুনর্বার আকাশে উঠিয়া শুক, সুগ্রীবকে বলিল;—“রাক্ষস! আমি ষাঁটলাম, দশাননকে কি বলিব বলিয়া দেও।” সুগ্রীব বলিল;—“রাক্ষসার্থী! রাবণ। বলী আমার যেরূপ ভ্রাতা, তুমিও ভ্রাতৃপুত্র; আমি এই জন্মই পুত্র, সৈন্ত এবং বাহনাদির সহিত তোমাকে বধ করিব। আমাকে বল রামচন্দ্রের ভার্য্যাহরণ করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন কারবে?” সুগ্রীব রাবণকে এই কথা বলিতে বলিল। অনন্তর রামের আদেশে শুককে বন্ধন করিয়া রাখা হইল। শাক্‌দিল নামে একজন রাক্ষসও তৎপূর্বে বিশূল বানর-সৈন্ত দর্শন করিয়া যথাবৎ রাবণ সকাশে নিবেদন করিল। রাক্ষসরাজ, দীর্ঘচিন্তাশ্রান্ত হইয়া দার্শনিস্বাস পরিভ্যাগকরত গৃহে বসিয়া রহিল।

এদিকে রামচন্দ্র সমুদ্রদর্শন করিয়া আরক্তলোচনে

বলিতে লাগিলেন, “দেখ! অন্য লক্ষ্মণ! সমুদ্র বেটা বড়ই চুষ্ট। আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—এই চুষ্টাশ্বা কিনা আমার দর্শনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছে না। যনে করিয়াছে, যে এ একজন মাহুঘ, আর সঙ্গে কতকগুলি বানর; এ আমার কি করিতে পারিবে? কিন্তু দেখ মহাবাহু! আজ আমি জলদি শোষণ করিব। বানরগণ নিশ্চিন্ত হইয়া পদস্ত্রজেই গমন করিবে। এই বলিয়া ক্রোধ-কষায়িত-লোচনে শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। অনন্তর, হৃদীর হইতে কাশালল তুল্য ভীষণ বাণ গ্রহণ করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন; পরে রামচন্দ্র শরাসন আকর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন;—“আজ সর্ক-ভূতে রাধ-বাণের সামর্থ্য অবলোকন করুক, এখনই আমি সরিৎপতি সমুদ্রকে তম্বসাৎ করি।” রাম এই কথা বলিলে গিরিবনগহনবতী বহুমতী যন যন কম্পিত হইতে লাগিল;—“নভস্তল এবং দিম্বগুল অক্ষকারাক্ষর হইল; সমুদ্রে বিন্দুক হইল, তয়ক্রমে একয়োজন বেলা ছাড়িয়া পিছাইয়া গেল। তিনি, তিমিজিল, নক্র, মকর ও মীনসকল, সমুদ্র ও ভীত হইল। এই সময়ে, সাক্ষাৎসাগর, দিব্যরূপ ধারণ-পূর্বক দিব্য ভূষণে ভূষিত হইয়া খীর অভয়ভুলে অবস্থিত দিব্য রত্নসকল করপুটে গ্রহণ করত আসিতে লাগিল। তাহার শরীর প্রত্যয় দিম্বিগন্ত উজ্জ্বল হইল। শ্রীরামের পাদমূলে বহুতর উপচোকন স্থাপনপূর্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সেই আরক্তলোচন রামচন্দ্রকে কহিল;—“হে জগৎপতে! ত্রিলোক-রক্ষক রাম! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন; হে রাম! আপনি নিখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; আমি আপনার সৃষ্ট জড় পদার্থ; দেবনির্গমিত স্বভাব অপ্রাণ্য করিতে কে সমর্থ হয়? আপনি এই মূল পঞ্চভূতে স্বভাবতঃ জড়পদার্থ করিয়াই স্বজন করিয়াছেন; ইহারা আপনার আদেশ লক্ষন করে না। হে রাম! ভূত-সকল তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়, কারণগুণে তাহাদিগেরও জড়ত্ব দ্বাভা-বিক। প্রভুহে! আপনি নিগুণ, নিরাকার, যখন লীলাক্রমে মায়াগুণ অবলম্বন করেন, তখন আপনার “বিরাট” সংজ্ঞা হয়। আপনার সেই গুণময় বিরাট-রূপের সঙ্কাশ হইতে সনকাদি দেবগণ, রজো-গুণাংশ হইতে প্রজাপতি প্রভৃতি এবং তমো-গুণাংশ হইতে ভূতপতিগণ (করু এবং পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা) উৎপন্ন হন। অতএব আমি (ভূত-দেবতা) জড়, মূর্খ এবং জড়ভূক্তি; আপনি নিগুণ হইয়াও যে মায়াবৃত্ত হইয়া লীলামনুষ্য হইয়াছেন,

তাহা আমি জানিব কিরূপে? হে শ্রেষ্ঠ! হে প্রভো! লগ্নে-প্রহার যেমন পশুদ্বিপকে ঠিক-পথে চালিত করে, সেইরূপ তুমিই মুখ্য প্রাণিগণকে সংপথে লইয়া যাব। হে ঈশ্বর! আপনি শরণ্য; আপনার শরণাপন্ন হইলাম। হে তত্ত্ববৎসল! আমাকে অত্যন্ত দান করুন। রাম হে! আমি আপনাকে লক্ষ্য গমনের পথ দিতেছি।” শ্রীরাম বলিলেন;—“এই অমোঘ মহাবাহু কোথায় নিক্ষেপ করি? সত্ত্বর এই অমোঘপাতী বাণের লক্ষ্য স্থান লেখাইয়া দেও।” মহাতেজস্বী মহাসমুদ্রে, রামের বাক্য শ্রবণ এবং তদীয় করে মহা-শর অবলোকন করিয়া শ্রীরামকে বলিল;—“রাম হে! উত্তর দিকে ‘ক্রম-ফুল্য’ নামে বিখ্যাত প্রদেশ আছে, তথায় বহুতর পাপাস্রা বাস করে; তাহার। আমাকে দিবারাত্রি ক্রেশ দেয়; সেই ধানে আপনি শরক্ষেপ করুন।” অনন্তর, রাম, তথায় শর নিক্ষেপ করিলে, সেই শর ধ্বংসমধ্যে সমুদয় আতীরমণ্ডলী বধ করিয়া পুনরাগমনপূর্বক পূর্ববৎ তুলীতে অবস্থিত করিল। অনন্তর, সাগর, মদিনয়ে রঘুবরকে বলিল, “বিশ্বকর্মাণ পুত্র নল, আমার এই জ্বলে সেতু করুন; নল বানর বুদ্ধিমান এবং বরলাভ করাতে এই কার্যে সমর্থ। লোক-সকল, নিখিল লোক-পাবনী ভবদায়ী কীর্্তি অবগত হউকু” সাগর এই কথা বলিয়া রাবণকে প্রণাম করিয়া অদৃশ হইল। অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও শূর্য্যবী নীল নলকে সকল বানরবৃন্দের সহিত, সেতু বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর নল, বৃহৎ বৃহৎ পর্বত সচুশাকার বানর সেনাপতিগণের সহিত একযোগে পর্বত এবং বনশক্তি-নিকর দ্বারা শতযোজন বিস্তৃত বহু-পরিসর চূড়তর সেতু প্রস্তুত করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

রামচন্দ্র, সেতু আরম্ভ করিতে উদ্যত হইয়া লোক-বিদার্য তথায় রামেশ্বর শিব স্থাপনা করিলেন এবং পূজা করিয়া কহিলেন;—“যে ব্যক্তি সেতুবন্ধ দর্শন করিয়া রামেশ্বর শিবকে প্রণাম করিবে; সে, আমার অনুরোধে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ হইতে মুক্ত লাভ করিবে। সেতুবন্ধে স্থান করিয়া রামেশ্বর শিবদর্শন, অনন্তর বারাগণী গমন, ঐ বারাগণী হইতে গঙ্গা জল আনয়নপূর্বক তদ্বারা রামেশ্বরের অভিষেচন, তৎপরে সেই জলের ভার সমুদ্রে

নিক্ষেপ—মুখ্য এই কার্য সঙ্গতপূর্বক করিলে নিশ্চয় ব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। শুনা যায়, প্রথম দিন চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিন বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিন একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু িদ্বাণ হয়। বানরশ্রেষ্ঠ নল, এই প্রকারে সম্পূর্ণ-রূপে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে। অসংখ্য বানর এবং বানর-সেনাপতিগণ তদ্বারাই সত্ত্বর শত যোজন গমন করিয়া সুবেল পর্বত অবরোধ করিল। রাম—হনুমান, এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদে আরোহণ করিয়া (বাইলেন)। রাবণ, লক্ষ্য দর্শনান্তিলাবে সেই মহা পর্বতে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন;—লক্ষ্য অতিশয় বিস্তৃত; চিত্র বিচিত্র ধ্বজপতাকা তাহাতে উজ্জয়মান হইতেছে, ঐ নগরী বহুতর বিচিত্র প্রাসাদ, সুবর্ণময় প্রাকার, সুবর্ণময় তোরণ, পরিখা, শতদ্বী এবং সংক্রম শ্রেণী দ্বারা বিরাজিত। এদিকে দশকক্ষর, প্রাসাদের উপর বিস্তীর্ণ স্থানে বীর মস্ত্রিগণের সহিত আসীন; দশ মস্তকে দশ কিরীট তাহার উজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছে; আকার নীল পর্বতের শিখর সদৃশ; প্রভা ঘন রূক্ষ মেঘ-রাজির স্থায়; এবং তাহার মস্তকোপরি বহুতর বহু-দণ্ডযুক্ত শ্বেতচ্ছত্র পরিশোভিত। বানর-তাড়িত শুক রাক্ষস, রামের আজ্ঞাক্রমে বন্ধন-যুক্ত হইয়া সেই সময়ে দশানন সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ হস্ত করত কহিল,—“কিহে শুক! শত্রুরা কি তোমাকে প্রহার করিয়াছে?” রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক কহিল;—“সমুদ্রের উত্তর তাঁরে গিয়া আপনি যেরূপ বলিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিলাম। অনন্তর বানরগণ লক্ষ্য দিয়া উঠিল, লক্ষ্মণ-মধ্যে আমাকে গ্রহণ করিল;—অনন্তর মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিতে, নখদ্বারা ও দন্তদ্বারা ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। তৎপরে আমি ‘রাম! রক্ষা কর’ বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, রঘুবর বলিলেন ‘বানরগণ! উহাকে পরিত্যাগ কর।’ তখন বানর-শ্রেষ্ঠগণ আমাকে পরিত্যাগ করে। অনন্তর আমি সেই বিপুল বানররাজ সৈন্ত অবলোকনে ভীত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যেমন দেব দানবগণের সন্ধি হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ রাক্ষস সৈন্য ও বানর-সৈন্যগণের সন্ধি হওয়া অসম্ভব। বানরগণ, নগরের প্রাকার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত। প্রভো! হয় নীল রামকে সীতা প্রত্যর্পণ করুন; না হয় বুদ্ধ করুন; ইহার বাহা হয়, একটা নীলই করিতে হইবে। আমাকে রাম বলিয়াছেন; শুক! রাবণকে আমার

এই কথা বলিও, 'যে বলের ভরসা করিয়া আমার সীতাকে হরণ করিয়াছে, সেই বল, সৈন্য ও বান্ধবগণের সহিত যতদূর পার, লক্ষ্যতা প্রকাশ করিও। আগামী কল্যা প্রাতঃকালে আমার শরে প্রাকার-তোরণবতী লক্ষ্য নগরী এবং নিখিল রাক্ষস সৈন্য বিনষ্ট হইবে— দেখিও; আমি ষোড়শের ক্রোধামি ত্যাগ করিব। রাবণ! (দেখি তুমি কত) বল ধারণ কর।' এই বলিয়া কমললোচন রাম বিরত হইলেন। শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চার জন পুরুষশ্রেষ্ঠ, যখন এক পক্ষে অবস্থিত; তখন হে প্রভো! ইহারাই তোমার লক্ষ্য-নগর উপাটন করিয়া বা তন্ম্য করিয়া বিনাশ করিতে পারেন। সকল বানরবৃন্দের কথা ছাড়িয়া দিলাম। একা রামের যেরূপ বীর্ঘ্য, রূপ এবং অস্ত্র-শস্ত্র দেখিলাম, তাহাতে তিনি একাই, এই নগর ধ্বংস করিতে পারেন; অন্য তিনজনের কথাও ছাড়িয়া দিলাম। ঐ দেখুন;—পরিপূর্ণ অসংখ্য বানর সেনা দেখুন, তথায় পর্দিতাকার বানরসকল গর্জন করিতেছে; তাহাদিগকে গণনা করা অনাধ্য; তথাপি আপনার নিকট বাছিয়া বাছিয়া প্রধান কএক জনের কথা বলিতেছি;—এই যে বহু-লক্ষ-যুধপতি-পরিবৃত্ত বানর, লক্ষ্যর অভিমুখীন হইয়া অবস্থিতি করত গর্জন করিতেছে, এ সুগ্রীবের সেনাপতি; ইহার নাম নীল; এ্যাক্তি অধির পুত্র। এই যে পর্দিতাশিখরাকারে পদ্ম-কিঙ্করের ন্যায় গৌরবর্ণ, বানর, অতি ক্রোধ সহকারে বার বার লাঙ্গল অক্ষফালন করিতেছে; ইনি বাণির পুত্র সুবরাজ অঙ্গদ ইহার নাম; ইনি অতি পরাক্রান্ত। রামের প্রিয়তমা জনক নন্দিনীকে যে দেখিয়া গিয়াছে, যে আপনার পুত্রকে বধ করিয়াছে; সেই বিখ্যাত হনুমান—ঐ। ঐ যে রক্ততবর্ণ, মহা-বুদ্ধি-বিক্রমশালী বানর, সুগ্রীবের নিকট আসিয়া আবার তখনই গমন করিতেছে, ইহার নাম শেত। ঐ যে অতুল-বিক্রম বানর সিংহের ঞ্চায় অবলোকন করিতেছে, ইহার নাম রক্ত; এ ব্যক্তি অতি মহাবল (এমন কি একাই) লক্ষ্যনগরী নাশ করিতে পারে। ঐ যে বানর যেন ভয়সাৎ করিতে আভি-লাষী হইয়াই লক্ষ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহার নাম শরভ, হে রাজেন্দ্র! এ ব্যক্তি, কোটি যুধপাতর অধিনায়ক। ঐ—পনস, ঐ—মহাবীড় সৈল; এবং ঐ—দ্বিবিদ। ঐ—বিষ্ণুকর্ম্মার পুত্র বলবান্ নল; এই নলই সেতু বন্ধন করিয়াছে। বানরগণের বর্ণনা করিতে বা সংখ্যা করিতে কেহই সমর্থ নহে। (মূল কথা এই যে) সকলেই মহাকায় এবং পরা-

ক্রান্ত; আর সকলেই যুদ্ধ করিতে অভিনায়ী, সকলেই রাক্ষসগণ-পূর্ণ লক্ষ্যনগরীকে চূর্ণ করিতে সমর্থ। আপনার নিকট ইহাদিগের (এই নীল প্রভৃতি কথিত দশজন বানরের) প্রত্যেকের সৈন্ত সংখ্যা বলিতেছি অ্রণ করুন; ইহাদিগের এক-বিংশতি কোটি সহস্র, শত সহস্র এবং ণত অক্ষর করিয়া সৈন্ত; বাহারা সুগ্রীবের সচিব অর্থাৎ উক্ত দশ বানর, তাহাদিগের সৈন্ত সংখ্যা কীর্তিত হইল। হে রাবণ! অপরের সৈন্ত সংখ্যা বলিতে আমি অসমর্থ; শ্রীরাম মনুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ আদিদেব পুরম পুরুষ নারায়ণ। আর সীতা—সাক্ষাৎ জগতের কারণ জগন্ময়ী চিৎশক্তি। তাহাদিগের উভয় হইতেই এই আবার জগন্মায়ক জগতের উৎপত্তি; অতএব সেই রাম সীতাই স্বাভাব জগন্মের পিতা মাতা। হে মহাপতে! তাহাদিগের বৈরী হইলে কি আর জীবিত থাকিতে পারে যার? জানকী জগন্মাতা, তুমি নীলজানিয়া সেই জগন্মাতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। হে রাজন! এই সংসার-ক্ষণক্ষণসী; তাহাতে আবার পঞ্চভূতময় চতুর্দিক-শক্তি-তত্ত্ব-বচিৎ, মল-মাংস-অস্থি ও দুর্গন্ধ পূর্ণ, অহঙ্কারের আশ্রয় এবং জড় স্বরূপ এই শরীরের ক্ষণ ভঙ্গুর; তুমি (আত্মা) ইহা হইতে নিষ্কৃত বস্তু; এই শরীরে তোমার আবার আত্মা কি? তাহার জন্য তুমি ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি বহুবিধ পাপ অকাঙ্কিত অচুষ্ঠান করিয়াছ; এবং যে দেহ, মালা, চন্দন ও রমণী প্রভৃতি বিষয় ভোগ করে; সে দেহ (মূল) ত এখানে পড়িয়া থাকিলে। সুখ দুঃখের কারণ-ভূত পুণ্য পাপ জীবের সঙ্গে গমন করে; এবং ঐ পুণ্য পাপই আত্মার দেহ-সম্বন্ধ সম্পাদন করিয়া নিরন্তর সুখদুঃখ বিধান করে। আত্মা ষড়দিন মায়ার অধীন হইয়া অধ্যাসবশত: "আমি দেহ", "আমি করিয় থাকি", এইরূপ অহঙ্কার করে, তত-দিনই তাহার জন্ম মৃত্যু জরাব্যাদি প্রভৃতি হইয়া থাকে। হে মহামতে! অতএব তুমি দেহাদির প্রতি অভিমান ত্যাগ কর; আত্মা—অতি নিম্নল, শুদ্ধ, বিজ্ঞানময়, অচল এবং অবয়ব। আত্মা, আপনার স্বরূপ জ্ঞানে বঞ্চিত হওরাতেই বন্ধনগ্রস্ত হইয়া বিমূঢ় হইতেছে। অতএব তুমি আত্মাকে শুদ্ধ ভাবাপন্ন জানিয়া অনবরত তাহাই ধ্যান কর। ঐ পুত্র গৃহ পরিজন প্রভৃতি সকল বস্তুতেই বিচল হও। ভোগ ত নরকেও হয়, বৃদ্ধয়—মূর্খয়—প্রভৃতি-শরীরেও হয়, তবে তাহার জন্ম সত্যক হও কেন? একেত বিবেক জ্ঞানের উপযুক্ত হইবেই হুয় ত-



বিশেষতঃ ব্রাহ্মণত্ব; তাহাতেও আবার কৰ্ম-ভূমি জ্ঞানতত্ত্ব উহা অতীব দুঃখিত। কিন্তু তাহা লাভ হইলেও কোন বিদ্যানু দেহের প্রতি আশ্চর্য্যকি করিয়া ভোগের অমুভবতা হয়? অতএব তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া— (ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ!) পুণ্যস্তোর্য পৌত্র হইয়া, অজ্ঞানীর জ্ঞান কেন মিছা ভোগের অমুসরণ করিতেছে? বাহা হইবার হইয়াছে, ইহার পর তুমি সকল সঙ্গত্যাগ করিয়া সর্বদা পরমাত্মা রামচন্দ্রকেই ভক্তিভাবে আশ্রয় কর; সীতাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের অমুচর হও গিয়া। তাহা হইলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিম্বলোকে গমন করিতে পারিবে। নতুবা ক্রমে ক্রমে অযোগ্য হইতে থাকিবে, আর উঠিতে পারিবে না। আমার বাক্য গ্রহণ কর আমি তোমার হিতই বলিতেছি। তুমি সাধুসঙ্গ কর; এবং সীতা-সমবিত্ত শ্রীরামরূপী ইরিকের নিরন্তর ভজনা কর, তিনি শরণাগত-পালক (অবশ্য তোমাকে দয়া করিবেন) তাঁহার কমনীয় কান্তি মরকত মণির তুল্য, তিনি ধনুর্কর্ষণ ধারণ করিয়া আছেন, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।”

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাবণ, শুক-মুখোক্তাত অজ্ঞান-নাশন বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-রক্ত-লোচনে যেন তাহাকে দহু করত কহিতে লাগিল;—“রে দুর্ভাগি! তুই আমার অমু-জীবী হইয়া গুপ্তর জ্ঞান উপদেশ দিতেছিস্ কি রূপে? আমি ত্রিজগতের শাসন-কর্তা; আমাকে শিক্ষা দিতে তোর লজ্জা হইতেছে না? যদিও তুই আমার বধ্য, এবং এখনই তোকে বধ করিতে পারি; তথাপি তুই—পূর্বে যে সকল উপকার করিয়াছিস্, তাহা স্মরণ করিতেছি বলিয়াই বধ করিলাম না। রে বিমুঢ়! তুই সীত্ব এস্থান হইতে দূর হ; সৈন্য বাক্য শ্রবণ করা যায় না।” তখন শুকও, “বিশেষ অমুগ্রহ”;—এই কথা বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া বৈশামন আশ্রম অবলম্বন করিল। শুক, ব্রহ্মপরাশর ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল; বানপ্রস্থবিধি অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম অমু-ষ্ঠান করত যেন অবস্থিত করিত। মহামতি শুক, দেবগণের উন্নতি এবং দেব-শত্রুগণের বিনা-শার্থ—অবিচ্ছেদ্যে বহুতর বজ্র করে। শুক, দেব-গণের হিত কাঁথ করিতে উদ্যত বলিয়া তাহার

প্রতি রাক্ষসদিগের ঘেঘ জন্মিল। উন্নধ্যে বজ্র-দংষ্ট্র নামে একজন প্রধান রাক্ষস, শুকের অপকার করিতে উদ্যত হইয়া উপযুক্ত অবসর-লাভে যত্ন-বানু হইয়া রহিল। একদা অগস্ত্য শুক মূনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; শুক সেই অগস্ত্যকে পাদ্য অর্থাৎ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর মূনিবর কুস্ত-বোনি স্নান করিতে গমন করিলে, সেই রাক্ষসও (বজ্র-দংষ্ট্র) অবসর পাইয়া অগস্ত্যরূপ ধারণ করত শুককে কহিল;—“ব্রহ্মণ! যদি ভোজন করাইবে ত, সামিষ অমু ভোজন করাইও; আমি ছাগ-মাংস বহুকাল ভোজন করি নাই।” শুক “যে আজ্ঞা”, বলিয়া বহুতর মাংস সমেত ভোজ্য প্রস্তুত করা-ইল। এ দিকে অগস্ত্য ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলে সেই খল রাক্ষস শুক পতীর মন মুগ্ধ করিয়া অতি সুন্দর শুক-পতী-শরীরে প্রবেশ পূর্বক \* সুপক বহুবিস্তৃত নরমাংস পরিবেষণ করিল। পরিবেষণ করিয়াই রাক্ষস অস্তর্হিত হইল। অন-ন্তর সেই অগস্ত্য অপবিত্র মনুষ্য মাংস অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; অগস্ত্য শুককে বলিতে লাগিলেন;—“রে দুর্ভাগে! আমাকে তুই অপবিত্র মনুষ্য মাংস দিয়াছিস্; অতএব মনুষ্যপী রাক্ষস হইয়া থাক।” শুক, এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া অগস্ত্যের সম্মুখে সভয়ে বলিল;—“আপনি এখন বলিলেন, ‘আজ আমাকে বহুতর মাংস প্রদান কর’। দেব! আমি তদনুসারেই দিয়াছি, তবে আমাকে শাপ দিলেন কেন?” শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমতি অগস্ত্য মুহূর্তকাল ধ্যান অবলম্বন করিলেন, তাহাতে এ সমস্ত কাঁথই রাক্ষসের কৃত বলিয়া বুঝিয়া শুককে বলিলেন;—“হে মূনিসত্তম! তোমার অপকারী একজন রাক্ষস এই সমস্ত করিয়াছে; আমি তাহা বিচার না করিয়াই তোমাকে শাপ দিয়াছি। তথাপি আমার বাক্য অমোঘ—বাহা বলিয়াছি তাহা হইবেই। তুমি এখন রাক্ষস-শরীর ধারণ পূর্বক রাবণের সহায় হইয়া থাক; তাহার পর যখন রাম, রাবণ বদেয় জন্ত বানরগণ সমভি-ব্যাহারে লঙ্কা সমীপে আগমন করিবেন, তখন তুমি রাবণ-প্রেরিত চর হইয়া গিয়া রঘুবরকে দর্শন করিবামাত্র শাপমুক্ত হইবে; পরে রাবণকে তত্ত্ব-জ্ঞান উপদেশ দিলে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত

\* শুকপতীকে পাকশালা মধ্যে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া তাহার রূপ ধারণ পূর্বক” ইহা টিকা সম্বত অমুশাসন।

হইবে।" অগস্ত্য মুনি এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক, তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইল; এবং রাবণ সন্নিধানে আসিয়া থাকিল। সম্প্রতি শুক, চররূপে সাহুজ্য রামকে দর্শন করিয়া এবং রাবণকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া সত্বর পুনর্কার পূর্বক ব্রাহ্মণ হইল; এবং বৈখানসপনের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর বুদ্ধিমান, নীতিকুশল, মালাবানু নামে প্রধান বুদ্ধ রাক্ষস তথায় আগমন করিল; মালাবানু রাজার প্রিয়পাত্র এবং মাতামহ। আসিয়া—প্রশান্ত অন্তঃকরণে সেই বীর রাক্ষসকে বলিতে লাগিল;—  
“রাজন্! অদ্য আমার বাঁকা শ্রবণ কর, শুনিয়া ইচ্ছামত কার্য করিও। যে পর্যন্ত রাম-প্রিয়া জানকী নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, যে দশানন। তদবধি নগরে যে সকল নাশসূচক খোর নিমিত্ত-সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। “অতি ভয়ঙ্কর মেঘগণ কঠোর গর্জন করিতেছে, কড় কড় শব্দে বজ্রপাত হইতেছে এবং লক্ষা নগরে নিরন্তর উক্ষুণ্ণ শোণিত বর্ষণ হইতেছে; দেবপ্রতিমাসকল রোদন করিতেছে, স্বর্ষ্যক ও প্রচলিত হইতেছে; কালিকা বিশদ দশনরাজি প্রকটিত করিয়া হাঙ্ক করত সকল রাক্ষসের সমুখভাগে অবস্থান করিতেছেন। গো-গর্ভে গর্ভভ উৎপন্ন হইতেছে; মূষকগণ নকুল ও মার্জারগণের সহিত ও সর্পগণ গরুড়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কাল;—কৃষ্ণ-পিঙ্গল মুণ্ডিত-মুণ্ড বিকটাকার করাল-পুরুষরূপে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সকলের গৃহে উ কি বুঁ কি মারিতেছে। এই সকল দুর্নিমিত্ত এবং অস্বাভাব্য দুর্নিমিত্ত-সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; আরও নতন নতন দুর্নিমিত্ত উৎপন্ন হইতেছে। অতএব হে দশানন! কুল-রক্ষার জন্ত ইহার বাহাতে শাস্তি হয়, তাহা কর। হে রাবণ! সীতাকে রত্নাদি প্রদানপূর্বক সম্বাদিত করিয়া শীঘ্র রামচন্দ্রকে প্রদান কর। রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিও; রাবণের প্রতি বিষেষ পরিত্যাগ কর। ভক্তি-বিশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানিগণ ইহার চরণ-তরণি আশ্রয় করিয়া ভব-সমুদ্র পার হন, সেই রাম মনুষ্য নহেন; সর্কান্ত-ধ্যায়ী সেই রামচন্দ্রকে ভক্তিভাবে ভজন্য কর। যদিও তুমি দুর্ভাগ্য, তথাপি তাঁহাকে ভক্তি করিলেই পাবিত হইবে। হে রাজেশ্ব! কুলের মঙ্গলার্থ—আমার কথামত কাজ কর।” দুঃস্থান দশানন সেই মালাবানের কথিত হিত-বাক্য সহ করিতে

পারিল না; কেননা সে, কালের বশবর্তী হইয়াছিল। “দীন হীন মনুষ্য রামকে ক্রমতাশালী বলিয়া মনে করিতেছে কেন? কতকগুলি বানর তাহার আশ্রয়; আর দ্বিতীয় সহায় নাই; পিতা, তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে; এবং জন কএক তপস্বী তাহার প্রতি অসুখই করে (এই ত ক্রমতা!)। তুমি নিশ্চয়ই রামের প্রেরিত; অনর্গল তাহারই স্তুতিবাদ করিতেছ; যাও তুমি যুদ্ধ হইয়াছ; এবং আমার মাতামহ; (কি বলিব) তোমার কথিত সকল বাক্যই সহ করিলাম, তোমার মুখ-নিঃসৃত এই বাক্য আমার শ্রবণপথ দগ্ন করিতেছে;” এই বলিয়া তখন রাবণ, সকল মন্ত্রিগণের সহিত সভাস্থল হইতে চলিয়া গেল। প্রাসাদ-নিধরে আসীন হইয়া বানর-সেনাগণকে অবলোকন করত সমীপস্থিত রাক্ষসদিগকে যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইতে বলিল। এ দিকে রাম, মন্ত্রি-পরিবেষ্টিত কিরীট-ধারী রাবণকে আসীন দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। রাবণ, লক্ষ্মণের আনীত শরাসন গ্রহণ করিয়া অর্জুচন্দ্রাকৃতি এক বাণ দ্বারা নিমিষার্ধের মধ্যে সহস্র খেত-চ্ছত্র এবং দশটী কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার হইয়াছিল। রাবণ লজ্জিত হইয়া সত্বর দ্বীয় ভবনে প্রবেশ করিল; অনন্তর খল রাবণ, প্রহস্ত প্রভৃতি সকল রাক্ষসগণকে আহ্বান করিয়া বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সত্বর আদেশ করিল। অনন্তর, ভেরী, মৃদঙ্গ, পণ, ঢকা এবং গেমুখ প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাক্ষসগণ, মহিষ, উষ্ট্র, গর্ভভ, সিংহ ও শার্দূল—এই সমস্ত বাহনে আরোহণ এবং ধড়গা, শূল, ধনু, পাশ, শ্বাষ্টি, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া লক্ষ্য সকল ভাগ হইতে প্রত্যেক নগরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র, তাহার পুর্বদেই বানরশ্রেষ্ঠদিগকে আজ্ঞা করিয়া রাধিয়ার্থিলেন; তাহারা পর্বতের দূর দূর শৃঙ্গ ও বৃহৎ বৃহৎ শিখর উত্তোলিত করিয়া এবং নানাবিধ বুদ্ধিশ্রেণী উৎপাটিত করিয়া যুদ্ধের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। (এখন) সেই বানর-যুধপতি-গণ, দলে দলে বিভক্ত সেই সকল রাবণ-সৈন্য অবলোকন করিয়া রাবণের প্রীতি-সাধন মানসে তখনই লক্ষ্য আক্রমণ করিল। অনন্তর, সেই সমস্ত যুধপতি বানরগণ কেহ কেহ সহস্র যুধ, কেহ কেহ কোটি যুধ, কেহ কেহ বা শত কোটি যুধে পরিবৃত হইয়া বনস্পতিভিনিকর, পর্বত শৃঙ্গ এবং মুষ্টি তুলিয়া ভীষণভাবে নগরী অবরোধ করিল। প্রবলমগণ

লাফাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল; আবার ভূমিতে পড়িতে লাগিল; এবং গর্জন করিতে লাগিল; "জতি বল রামচন্দ্রে কী জয়; মহাবল লক্ষ্মণ কী জয়; রাম-পালিত মহারাজ সুগ্রীব কী জয়;" এইরূপ চীৎকার করত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হনুমান, অঙ্গদ, কুম্ভ, নীল, নল, শরভ, মৈন্দ, দ্বিবিধ, জাম্ববান, দধিযুধ, কেশরী এবং অস্ত্রাশ্রয় লক্ষ্মণী যুধপতি বানরগণ লক্ষ্মণ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়া (ভিতরে প্রবেশপূর্বক) সর্বতোভাবে লক্ষ্মণ অবরোধ করিল; তখন মহাকায় বানরগণ সবেগে যুদ্ধ, পরিত্য, নখাঘাত ও দস্তাঘাতে সেই সকল রাক্ষসগণকে নিহত করিতে লাগিল। তখন মহাকায় মহাবল ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণও ক্রোধভরে সমস্ত হারদেশের বহির্ভাগে আসিয়া ভিন্দিপাল, ষড়্ভাঙ্গ, শূল এবং পরশু প্রভৃতি দ্বারা বানর-সৈন্য-ধ্বংস করিতে লাগিল; জয়োৎফুল্ল বানরগণও রাক্ষসদিগকে নিহত করিতে লাগিল। বানরগণের ও রাক্ষসগণের অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল, দেখিতে দেখিতে রণ-ক্ষেত্র, মাংস এবং শোণিত-প্রবাহে কর্মময় হইয়া উঠিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ—অশ্ব, গজ এবং সুবর্ণপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী হইল। বানরগণ রাক্ষসদিগকে ও রাক্ষসগণ বানরদিগকে বধ করিতে লাগিল। অমৃত পান করিলে বেরূপ আনন্দিত ও বলশালী হয়; সেইরূপ, তখন দেবাংশ-লভ্য বানরগণ রামরূপী বিষ্ণুকর্তৃক অবলোকিত হইয়া আনন্দিত ও বলশালী হইতে লাগিল। বাবণ, সীতাকে ধুঁকিতভাবে স্পর্শ করিয়া পাঁচ দক্ষয় করিয়াছিল; তাহাতেই বাবণ-পালিত রাক্ষসগণের শ্রী ও বল বিনষ্ট হইয়াছিল; এক্ষণে লম্বক রাক্ষস সৈন্যের একচতুর্থাংশ অবশিষ্ট রহিল! আর সমস্ত নিহত হইল। দুঃস্থিত্রী হনুমান মেঘনাথ রাক্ষস, নিজ মৈন্দগণকে নিহত হইতে দেখিয়া, অদ্ভুতভাবে আকাশে অবস্থিত থাকিয়া, ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা চতুর্দিক্ বানরসৈন্যগণকে মর্দন করত নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ও শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা অতি অপ্রচেষ্টার দ্বারা বোধ হইল। ত্রৈলোক্য ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত এবং সকল অস্ত্রশস্ত্রে সুনিপুণ। অস্ত্রশস্ত্র-শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রেও ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করত অক্ষয়কাল তৃকীভাবে বসিয়া রহিলেন। অনন্তর দেখিলেন, বহুতর বানরসৈন্য রণস্থলে পতিত হইয়াছে; দেখিয়া ক্রোধে অগ্নির দ্বারা প্রজ্জলিত

হইয়া উঠিলেন; (বলিলেন) "সৌমিত্রি! শরাসন আনয়ন কর। রবুবর লক্ষণ! আজ আমার সামর্থ্য অবলোকন কর; এই রাক্ষসকে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা অশ-মধ্যে ভষ্মসাৎ করি।" অনলস মারাবী অহুর মেঘনাথও রামের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারাবলে সত্ত্বর নগরে গমন করিল। রাম বানরসৈন্যগণকে পতিত নিরীক্ষণ করিয়া অতি দুঃখিত-ভাবে পবন-নন্দকে বলিলেন, "তুমি শীঘ্র স্বীরদসমুদ্রে গমন কর। তথায় দিব্য ওষধিগণের উৎপত্তিক্ষেত্র দ্রোণ নামে এক পর্বত আছে, গিয়া লইয়া আইস; হে মহামতে! এই মহাবল বানরবৃন্দকে পুনর্জীবিত কর তোমার চিরস্থায়িনী কীর্তি হইবে।" বায়ু-নন্দক "যে আজ্ঞা" বলিয়া গমন করিল। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ সেই পর্বত আনয়ন করিয়া বানরগণকে পুনর্জীবিত করিল। অনন্তর ঐ পর্বত আবার সেইখানে স্থাপিত করিয়া সত্ত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বানরগণের সৈন্য-মাগর হইতে পূর্ববৎ ভীষণধ্বনি শ্রবণ করত বাবণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিল; রাধব—আমার প্রবলশত্রু; দেব নিশ্চিত হইয়া আসিয়াছে; আমার সেনাপতিগণ তাহাকে বধ করিতে সত্ত্বর যুদ্ধে গমন করুক; যে সকল বীরগণ আমার প্রীতিসম্পাদন করিতে ইচ্ছুক মন্ত্রিগণ, বান্দবগণ এবং তাহার সকলে আমার আদেশে সত্ত্বর যুদ্ধে গমন করুক। যাহারা প্রাণ-নাশ-ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধে গমন না করিবে; আমার আদেশ-পালনে পরাশ্রুধ, সেই সকল ব্যক্তিকে আমি বধ করিব। রাক্ষসগণ তাহা শুনিয়া ভয়-সমস্তচিত্তে (যুদ্ধার্থ) বহিগত হইল। অতিকার, প্রহস্ত মহানাথ, মহোদর, দেবশত্রু নিকুন্ত, দেবাস্তক, নরাস্তক এবং অন্যান্য বলশালী রণপণ্ডিত রাক্ষস-সকল বানরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিল। এই সকল এবং এতদ্বিত্ত বহুসংখ্যক ষড়্ভাঙ্গ সহস্র সহস্র বলদর্পিত বীরগণ, বানরসৈন্য-ব্যুহে প্রবিষ্ট হইয়া আন্দোলিত করিতে লাগিল। ভূতত্ত্বি, ভিন্দিপাল, বাণ, ষড়্ভাঙ্গ, পরশু, এবং অপরাম নানাবিধ অস্ত্রদ্বারা বানরসেনাপতিদিগকে আঘাত করিতে লাগিল। তাহারও যুদ্ধ, পরিত্যগ, নখ, দংষ্ট্রা ও মুষ্টিপ্রহারে সকল রাক্ষস-সেনাপতি-দিগকে জীবনশূন্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ রাম-হস্তে তত্ত্বিত অনেকেই সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ এবং মহাত্মা লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইল। ক্রমে সেই সমস্ত রাক্ষসকে বানরসেনাপতিগণ নিহত করিল। কেননা বানরগণ রাম-তেজের আবেশে

বলবানু হইয়াছিল; আর বাহারা রাম-শক্তি-শূন্য, তাহাদিগের এতাদৃশ শক্তি কোথা হইতে হইবে ? শ্রীরাম, সর্বকর্মনিরস্তা সর্বকর্ম, সর্ববিধাতা এবং সর্বদা চিন্তানন্দময় হইলেও মায়্যাগৃহীত মনুষ্যবৃন্দের অনুকরণে মুক্ত-লীলা প্রভৃতি মায়্যা বিস্তার করেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

রাবণ,—অভিকার প্রভৃতি প্রচুর সৈন্ত, যুদ্ধে নিহত হইয়াছে গ্রহণ করিয়া দুঃখসমুদ্র এবং অতিশয় কোপাবিষ্ট হইল। মহাহত্যাতী রাক্ষস, ইন্দ্র-জিন্দকে লক্ষ্মণরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রামের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিল। মহাবল রাক্ষস-রাজ, সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন দিব্য-স্তম্ভনে আরোহণ করিয়া রামকেই আক্রমণ করিতে চলিল। আশী-বিধ-সদৃশ ভীষণ-শরপ্রহারে বহুতর বানরগণকে নিহত করিয়া সুগ্রীব-শ্রমুখ দূষণভিগকেও সমর-শায়ী করিল। তথায় গদাপাণি মহাবল বিভীষণকে অবস্থিত দেখিয়া বিভীষণের প্রতি ময়-প্রদত্ত মহা-শক্তি পরিত্যাগ করিল। সেই শক্তি বিভীষণকে বিনাশ করিতে আসিতেছে দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন;—“রামচন্দ্র এই রাক্ষসকে অভয়দান করিয়াছেন; সুতরাং ইহার বধ হওয়া অসুচিত”, বলিয়া বীর্ঘ্য-বানু লক্ষ্মণ ভীষণ শরাসন গ্রহণ-পূর্বক নিশ্চল পর্বতের স্তায় বিভীষণের সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সেই শক্তি, অমোঘবল বলিয়া লক্ষ্মণ-শরীরে প্রবিষ্ট হইল। জগতে মায়ার বতশক্তি প্রকটিত হয়, মহাস্বা লক্ষ্মণ—সেই সমস্ত শক্তির আশ্রয় স্বরূপ; তিনি অনন্তের অংশ এবং নারায়ণের মূর্তি; তাঁহার আর মায়্যা-শক্তিদ্বারা কি হইতে পারে ? তথাপি মনুষ্যতাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, বলিয়া তদনুসারে মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। দশানন তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য গিয়া বিংশতি হস্তেও উত্তোলন করিতে পারিল না। তখন অত্যন্ত বিম্মিত হইল ! সামান্য রাক্ষস—সমস্ত জগতের সার, লোকান্তর বিরাটরূপী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে উত্তোলন করিবে কিরূপে ? রাবণ, লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে দেখিয়া পবন-নন্দন সক্রোধে তাহার বক্ষঃস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টি আঘাত করিল। সেই মুষ্টি-প্রহারে রাবণ জায় পাতিয়া ভূতলে পতিত হইল। মুখ, কর্ণ ও নয়ন দ্বারা বহুতর রক্ত বমন করিতে লাগিল; নয়ন দুর্গিত হইতে

লাগিল; তখন রথमध्ये বসিয়া পড়িল। অনন্তর হনুমান, সেই রাবণ-তাড়িত লক্ষ্মণকে বাহ মুগলদ্বার গ্রহণ করিয়া রাম সমীপে লইয়া আসিল। আনাদি দেব পরমেশ্বর-সকল গুরুতর পরাধ আপেকা গুরুত্বসম্পন্ন হইলেও হনুমানের মৌহর্দি এবং ভক্তি-বলে লঘুত্ব অবলম্বন করিলেন। সেই শক্তিও তাঁহাকে নারায়ণাংশসম্বৃত জানিয়া পরিত্যাপ-পূর্বক রাবণ-রথে গমন করিল। এদিকে রাবণও ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধভরে শরাসন গ্রহণ করিল;—অনন্তর রামকেই আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া, জগদীশ্বর রাবণ রামচন্দ্রও মহাবল হনুমানে আরোহণ পূর্বক ক্রোধে রাবণের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাম বজ্রনির্ধাত সদৃশ কঠোর তীত্র জ্যাশক করিলেন। অনন্তর তিনি গস্তীর বচনে রাক্ষস-রাজকে বলিতে লাগিলেন;—অরে রাক্ষসাধম ! দেখি স্মাজ আমার সম্মুখে অবস্থান কর; আমি ব্যাবহিত সন্নিহিত প্রভৃতি সকল স্থানই সমান দেখিতে পাই, সুতরাং তুই কোথায় ঘাইবি ? আমি সর্বত্র সমদর্শী হইলেও আমার এরূপ অপরাধ করিয়া (জীবন ধারণ করিতে পারিবি না) \* অর্থাৎ আমার সমদর্শিতা এইরূপ;—পাপীর দণ্ড ও পুণ্যবানের উন্নতি আমার সমদর্শিতার ফল; তোর অসুচর রাক্ষসগণ জন স্থানে যে বাণ প্রহারে নিহত হইয়াছে; তোকেও তদ্বারাই নিহত করিব (কিছুক্ষণ) আজ আমার সম্মুখে থাকু”। রাবণ, শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া রণস্থলে রাম-বাহন পবননন্দনকে সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা আঘাত করিল; রঘুনন্দন, সুতীক্ষ্ণ শরে আহত হইলেও সহজ-তেজে পুনরায় তাহার তোকাযুগ্মি হইল; এবং ঐ মহাকাপ গর্জন করিতে লাগিল। অনন্তর, রঘুবর, শরাঘাতে হনুমানের ক্ষত হইয়াছে দেখিয়া অস্ত্র এক প্রণয় কালীন স্তম্ভের স্তায় অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন। রামচন্দ্র সবেগে নিশিত শারকের দ্বারা অশ্র, রথ, ধন, সারথি, পাতাকা, অস্ত্রসমূহ, শরাসন এবং রাজচ্ছত্র সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পাক-শাসন ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্বত ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রঘুবর বজ্রতুল্য মহাশর দ্বারা লঘুসন্ধান রাবণকে বিদ্ধ করিলেন। বীরবর (রাবণ) শ্রীরামচন্দ্রের শরাঘাতে স্থানভ্রষ্ট ও মুচ্ছিতপ্রায় হইল; হস্ত হইতে শরাসন খলিত হইয়া পড়িল;

\* রে রাক্ষসাধম ! বাধু তুই। আমি সর্বত্র সমদর্শী হইলেও আমার এরূপ অপরাধ করিয়া আমার সম্মুখে হইতে কোথায় ঘাইবি ? ( ব্যাখ্যান্তর )

বসুধ, তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অর্জুনে বাণ  
 ছাড়া হৃদ্যসরিভ তদীয় কিরীট ছেদন করি-  
 লেন এবং বলিলেন;—“আমি অনুমতি করিতেছি,  
 এখন তুমি গমন কর, শরাঘাতে বড়ই পীড়িত  
 হইয়াছ। এখন লক্ষ্যে প্রবেশ করিয়া আশস্ত  
 হও; কল্যাণ আবার আমার সাধৰ্থ্য দর্শন  
 করিবে।” অনন্তর রাবণ, রাক্ষসে পাট বিদ্ধ হওয়ার  
 হতদৰ্শ ও সৰ্বিশেষ লজ্জায়ুক্ত হইয়া আতুর  
 ভাবে লক্ষ্যমধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে রামও  
 লক্ষ্মণকে মুচ্ছিত ও ভুতলে পতিত দেখিয়া লীলা-  
 ক্রমে মনুষ্য ভাব অবলম্বন করত লক্ষ্মণের জঙ্গ-  
 শোক করিলেন। অনন্তর হনুমানকে বলিলেন;—  
 “বৎস! পূর্বের জ্ঞায় মহৌষধি আনয়ন করিয়া  
 লক্ষ্মণকে এবং বামরসকলকে সংজীবিত কর।” রাম  
 এই কথা বলিলে। মহাকপি হনুমান “বে আঞ্জা”  
 বলিয়া বায়ুবলে ঋণ মধ্যে মহাসমুদ্র পার হইয়া  
 সমুদ্র তথায় গমন করিল। ইত্যবসরে রাক্ষস চর-  
 গণ রাবণের নিকট নিবেদন করিল;—“দেব! হনু-  
 মান্ রামের প্রেরিত হইয়া লক্ষ্মণের পুনর্জীবনার্থ  
 মহৌষধি আনয়ন করিতে কৌর সমুদ্রে গমন করি-  
 য়াছে।” চারপাশের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা  
 (রাবণ) অতিশয় চিন্তিত হইল; ক্ষণমধ্যে (কি  
 ভাবিয়া) নিশাভাগে একাকী কালনেমি গৃহে গমন  
 করিল। কালনেমি, রাবণকে গৃহাগত দেখিয়া  
 বিস্মিত ও ভীত হইল; অনন্তর পান্য, অর্ঘ্য প্রভৃতি  
 প্রদানপূর্বক কুড়াগুলি-পুটে রাবণের সমুখ ভাগে  
 অবস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল;—“হে রাজেশ্বর!  
 আমি আপনায় কি করিব? কি কারণে এ অধীনের  
 গৃহে আগমন?” হুঃখার্ভ রাবণ কালনেমিকে ইহা  
 বলিল;—“আমি; রাবণ কালবশতঃ আমারও  
 এই হুঃখ উপস্থিত হইল, আমি শক্তি দ্বারা বীর  
 লক্ষ্মণকে আঘাত করিয়াছি, তাহাতে তিনি ভুতলে  
 পতিত হইয়া আছেন তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার  
 জঙ্গ ঔষধ আনয়ন করিতে হনুমান গমন করিয়াছে।  
 হে মহামতে! বাহাতে তাহার বিদ্র হয়, তাহা  
 তোমাকে বলিতে হইবে; তুমি মায়াবলে মুনিবেশ  
 ধারণ করিয়া সেই মহাকপিকে বোহিত কর গিয়া;  
 বাহাতে এই রাত্রিটা কাটিয়া যায়, তাহা করিয়া গৃহে  
 প্রত্যাগমন কর। রাবণের বাক্য শুনিয়া কালনেমি  
 তাহাকে বলিল;—“হে রাবণ! হে প্রভো! জাক  
 আমার বাক্য শ্রবণ করুন; বর্ধারূপে তাহা ধারণা  
 করুন;—আমি আপনায় শ্রিয় কার্যই করিব—আর  
 আমাকে প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না। হে দশানন!

পূর্বের যুগরূপী মারীচের অরণ্যমধ্যে বাহা হইয়া-  
 ছিল আমারও তাহাই হইবে; সন্দেহ নাই। আপ-  
 নার পুত্র, পৌত্র, বান্ধব,—সকল রাক্ষসই এইরূপে  
 নিহত হইল। নিখিল রাক্ষসকুল ধ্বংস করাইয়া  
 আপনাই বা জীবন-ধারণে কল কি? রাজ্যে কল  
 কি? সীতাতে বা কল কি? ভক্ত-স্বরূপ দেহেতেই  
 বা কাজ কি? সীতা—রামকে প্রদান করুন, রাজ্য—  
 বিভীষণকে অর্পণ করুন; আর হে মহাবাহো!  
 আপনি মুনিপর্ণ-নিবেদিত রম্য অরণ্যে গমন করুন।  
 প্রাতঃকালে পবিত্র জলে দ্বান করিয়া সন্ধ্যা প্রভৃতি,  
 নিত্য কার্য্য করিবেন; অনন্তর নির্জন প্রদেশে আশ্রয়  
 করিয়া সুখকর আসন বদ্ধ করিবেন। সর্বত্র সজ্ঞ  
 পরিভ্রাম্য করিয়া অজ্ঞান বিষয় সকল দূর করিয়া  
 বহিঃসুখ ইন্দ্রিয়গণকে অজমুখ করুন। হে জনক!  
 আত্মা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন কিনা ইহা সর্বদা  
 বিচার করুন। দেহ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং  
 ব্রহ্মা হইতে ভ্রূণশুদ্ধ পর্যন্ত বাহা কিছু দৃষ্টিগোচর  
 বা শ্রুতিগোচর হয়—স্বাবর জন্মাত্মক এই সম্পূর্ণ  
 জগৎ; ইহা প্রকৃতি বলিয়া কথিত; এবং “মায়া”  
 বলিয়াও কীর্তিত হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতি  
 এই বিশ্ব-বনশ্রুতির দৃষ্টি-স্বিত্তি-বিনাশের হেতু।  
 সর্বদা রাজসিক, সাত্বিক এবং তামসিক এই ত্রিবিধ  
 শ্রেণী দৃষ্টি করিয়া থাকেন; কাম, ক্রোধ প্রভৃতি  
 পুত্র পৌত্রাদিকে এবং হিংসা তৃষ্ণা প্রভৃতি কল্যা-  
 ণকে স্বজন করেন। তি নি প্রজ্ঞ-আত্মা দেবকে,  
 নিজগুণে নিরন্তর মোহিত করেন। আত্মা—ঈশ্বর;  
 প্রকৃতি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি নিজগুণ তাঁহাতে  
 আরোপিত করিয়া তাঁহাকে আপনায় বশবর্তী  
 করেন এবং সর্বদা তাঁহার সহিত ক্রৌড়া করিতে  
 প্রবৃত্ত হন। আত্মা, শুদ্ধ—নির্নিকার হইলেও  
 ইঁহাই সংসর্গে মায়াগুণে বিমোহিত হওয়ার আপ-  
 নার স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যেন বাহু বিষয়-সকলকে  
 দর্শন করিয়া থাকেন। যখন জীবমুক্ত সদ্গুণের  
 উপদেশে বিষয়-দৃষ্টি নিবৃত্ত হয়, তখন যোগাবলম্বী  
 হইয়া সুস্পষ্টরূপে নিরন্তর আত্ম-সাক্ষাৎকার  
 করিতে সক্ষম হন। দেহী ক্রমে জীবমুক্ত হইলে  
 কোন সময়েই তাঁহার প্রাকৃত গুণসম্বন্ধ থাকে না।  
 আপনিও ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্বক এইরূপে সর্বদা  
 আত্ম-বিচার করিয়া আত্মাকে প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন  
 বলিয়া আন্মিতে পারিলে মুক্তি লাভ করিবেন। যদি  
 এইরূপ ধ্যান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে  
 সপ্তদেবের আশ্রয় গ্রহণ কর। হুঃপদ্মের কর্তিকা  
 তাহাতে মণিগণশোভিত অতীব সুহৃৎ এবং নিভ

সুবর্ণ পীঠ; তদুপরি জনকনন্দিনীর সহিত অবস্থিত শ্রীরামচন্দ্র; তিনি বীরাসনে আসীন; তাহার নয়ন-মুগ্ধ বিশাল; পরিধান বস্ত্র, উড়িৎ পুঞ্জ সর্শ্ব পীত বর্ণ; তিনি কিরাট, হার, কেয়ূর কোম্বুত, নুপুর, বলয় এবং বনমালা প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত; শরাসন-মুগ্ধল-হস্তে লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন;—সর্কা-ভর্গামী পরমাত্মা রামকে পরমভক্তি সহকারে সর্কনা এইরূপে ধ্যান করিলে মুক্তি লাভ হয়; ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ভক্তোচ্চারিত তদীয় চরিত্র একাগ্রচিত্ত হইয়া অনবরত শ্রবণ করিবেন, তাহা হইলে অগ্নি যেমন লক্ষণমধ্যে রাশি রাশি তুল ভস্মমাংস করে, সেইরূপ তাঁহার পূর্বকৃত মহা মহাপাপরাশিও লক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বৈরিভান পরিত্যাগ পূর্বক অনভ্রান্ত হইয়া সেই পুরাণপুরুষ পরিপূর্ণ স্বরূপ একমাত্র রামকে ভজনা করুন। তিনি নাম-রূপ বর্জিত; মনে মনে সর্কনা তাঁহার ব্রহ্মরূপ ভাবনা করিতে হইবে। \*

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

### সপ্তম অধ্যায় ।

রাবণ, কালনেমির অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ অতি উত্তপ্ত হৃত, জল বিন্দুসংযোগে প্রজলিত হয়, সেইরূপ ক্রোধাধারিতলাচনে জলিয়া উঠিল। তুই আমার আদেশপালনে পরাভূষ, দ্রাস্তা; তোকে নিহত করিব। তুই শত্রুদিগের নিকট কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া ধনলোভে ঠিক যেন রাম-ভৃত্য ছায় হইয়া বলিতেছিস।

কালনেমি এই বলিল;—“দেব! ক্রোধে কাজ কি? যদি আমার বাক্য আপনার মনোনীত না হয়, তাহা হইলে (আপনি বাহা বলিতেছেন) গিয়া তাহা করিতেছি।” এই বলিয়া মহাসুর কালনেমি রাবণের প্রেরিত হইয়া হনুমানের বিদ্ব কবিবার জ্ঞান সত্ত্ব গমন করিল। সেই ষণ, হিমাণয়ের পার্শ্বে (মায়াবলে) তপোবন নির্মাণ করিল এবং তাহাতে মূনিবেশ ধারণপূর্বক শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া রহিল। সেই স্থানটী কীরোদগামী মহাত্মা পবন-নন্দনের পৃথিমধ্যে অবস্থিত। এদিকে হনু-মান বাইতে বাইতে তথায় উৎকৃষ্ট আশ্রম দেখিতে

পাইল। শ্রীমান পবন-নন্দন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি ত পূর্বে এই উৎকৃষ্ট মূনি-মণ্ডল দেখি নাই; তবে কি আমি অল্পপথে আসিয়া পড়িয়াছি?—না—আশ্রম না হইলেও আশ্রম বলিয়া আমার মনের ভ্রম হইতেছে। বাহাই হউক আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সম্পূর্ণরূপে মূনিগণকে দর্শন করিয়া কিছু জলপান করি; পরে সর্কোত্তম ভোগ পর্কিতে গমন করিব।” এই বলিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল। আশ্রমটী চতুর্দিকে একযোজন বিস্তৃত; নির্দোষ ও নির্মল স্বরূপ; কদলী, শাল, ধর্কুর, পনস প্রভৃতি পাদপ শ্রেণীর, শাধা সকল সুপক ফলভরে নৃত্ত হওয়ার আশ্রমটী তদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; তথায় বৈরভাবের চিহ্নমাত্র নাই; রাক্ষস কালনেমি, সেই রম্য মহা-শ্রমে কাপট্য অবলম্বনপূর্বক শিবপূজা করিতে-ছিল; হনুমান, গৌরবপূর্বক মহাসুরকে অতি-বাদন করিয়া ক’হল। ভগবন্! আমি রামদূত; আমার নাম হনুমান; রামের অত্যন্ত আবশ্রুকীয় কাণ্ডের জন্ত ক্ষীর-সমুদ্রে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি; ব্রহ্মন্! আমি পিপাসাকুল হইয়াছি; হে মূনিবর! আমাকে বলিয়া দিন—কোথায় জল আছে; আমি ইচ্ছামত পান করিতে অভিলাষ করি। মারুতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালনেমি তাহাকে বলিল;—“তুমি আমার কমণ্ডলু-জল পান করিতে পার; এবং এই সমস্ত পক ফল ভোজন কর; তৎপরে এখানে বিদ্রাম কর; সুখে নিদ্রা যাও; হুৱা কিছুমাত্র নাই। আমি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান দেখিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ এবং সমস্ত বানরগণ, রাম কর্তৃক অবলোকিত হইয়া উথিত হইয়াছেন।” তাহা শুনিয়া হনুমান বলিল;—“আমার তৃষ্ণা অতিরিক্ত হইয়াছে, কমণ্ডলু-জলে তাহার শাস্তি হইবে না; অতএব আমাকে জলাশয় দেখাইয়া দিন।” কালনেমি “আচ্ছা” বলিয়া মায়াবিশ্রিত একজন বটকে বলিল “অহে বট! পবন-নন্দকে বিস্তীর্ণ জলাশয় দেখাইয়া দেও (বলিয়া হনুমানের প্রতি বলিল) নয়নহর মুদ্রিত করিয়া জলপান কর গিয়া, তৎপরেই আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করিব, সেই মন্ত্র প্রভাবে গুণবিনসকল দেখিতে পাইবে।” বট “হে আচ্ছা” বলিয়া সত্ত্ব জলাশয় দেখাইয়া দিল, হনুমান, সেই জলাশয়ে নামিয়া মুদ্রিত-নয়নে জলপান করিতে লাগিল। অনন্তত, মহামায়াবিনী খোর-রূপিণী মকী মহাবনেণে আসিয়া বহা-কপি পবনভনরকে গ্রাস করিতে

\*—“মনে মনে সর্কনা ভজনা করুন। তিনি স্বয়ং নামরূপ বর্জিত, কিন্তু এই ভুবনের নামরূপ তাহা হইতেই হইতেছে” এরূপ অস্থাপণও সুসঙ্গত।

লাগিল। অনন্তর হনুমান্ দেখিল, একটা মকরী তাহাকে গ্রাস করিতেছে; তখনই ক্রোধে দুই হস্তে তাহার মুখ ধরিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল; তাহাতে মকরী প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পরেই দেখা-গেল—শুভ্রমার্গে একজন দিব্যরূপ-ধারিণী রমণী; দ্বাদশমালী নামে বিখ্যাতা সেই অপ্সরা হনুমান্কে বলিতে লাগিল;—“হে বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার প্রসাদে আমি শাপবিমুক্ত হইলাম; আমি অপ্সরা; এক-জন মুনি কোন কারণে আমাকে অভিসম্পাত করেন, তাহাতেই আমি মকরী হইয়াছিলাম। হে অনন্য! আশ্রমে যাহাকে দেখিয়া আসিলে, পথে তোমার বিশ্ব করিবার জন্ম রাবণ উহাকে পর্তাইয়াছে; ঐ মহাহুরের নাম কালনেমি; ঐ ব্যক্তি ব্রহ্মহিংসক;—মুনি নহে; মুনিবেশধারী মাত্র; হুষ্টকে বধ কর; শাস্ত্র সর্বোত্তম জ্যোপকর্মে গমন কর। আমি তোমার স্পর্শে নিশ্চাপ হইয়াছি; এক্ষণে ব্রহ্মলোকে চলিলাম। এই বলিয়া অপ্সরা ব্রহ্মলোকে গমন করিল। হনুমান্ও আশ্রমে প্রত্যাপ্ত হইল। হনুমান্কে আগত দেখিয়া কালনেমি বলিল;—“বানরশ্রেষ্ঠ! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? (যাহা হউক এক্ষণে) আমার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, করিয়া) আমাকে গুরুদক্ষিণা দেও;” এই কথা বলিলে, হনুমান্ দৃঢ়তর মুষ্টিবন্ধন করিয়া রাক্ষসকে কহিল, “এই দক্ষিণা গ্রহণ কর” বলিয়া তাহাকে আশ্বাত করিল। অনন্তর মহাহুর কালনেমি, মুনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ মায়া প্রকাশ পূর্বক বায়ুদম্বনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মহামায়িক শ্রীরামের দূত এবং মায়াবী রাক্ষসগণের শত্রু হনুমান্ তাহার মস্তকে মুষ্টিাশ্বাত করিল, তাহাতে কালনেমি ভঙ্গ-মস্তক হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর; কীরসমুদ্রে গমন করিয়া জ্যোৎস্না নামক মহাপর্কত দর্শন করিল। হনুমান্, কিন্তু তাহাতে গুণধি-সকল দেখিতে না পাইয়া সত্তর পর্কত উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিল। পরে হনুমান্ বায়ুবেগে রাম-সমীপে গমন করিয়া শ্রীরামকে কহিল, “আমি এই মহাপরি লইয়া আসিয়াছি; হে দেবেশ! এক্ষণে যাহা উচিত হয় তাহা করন; আর বিলম্ব করা উচিত নহে।” মহামতি রাম হনুমানের বাক্য শ্রবণপূর্বক সন্তুষ্ট চিত্তে সত্তর গুণধিসকল সংগ্রহ করিয়া সুবেশ দ্বারা মহাত্মা লক্ষ্মণের চিহ্নসং করাই-লেন। অনন্তর লক্ষ্মণ মোহ পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রোখিতের দ্বার বলিতে লাগিলেন, “রে দশানন! ধাঁক, ধাঁক; কোথায় বাইবি? এখনই আমি তোকে

বধ করিব।” শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিতে দেখিয়া তাঁহার মস্তকাত্মাণ করিলেন এবং হনুমান্কে বলিলেন;—“বৎস! মহাকপি! অদ্য তোমার প্রসাদেই আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণকে মুহু দেখিতে পাইলাম।” এই বলিয়া বিভাবর্ণের মতে বানরগণের সহিত স্ত্রীবা সমভিব্যাহারে যুদ্ধের জন্ম উপোগী হইলেন; যুদ্ধাভিলাষী সকল বানরগণ—পাষণ, বনস্পতি, ও পর্কত-শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের জন্ম শত্রুদিগের সম্মুখীন হইতে গমন করিল। মহাহুর রাবণ রাম-বাণে বিদ্ধ হইয়া সতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল। সিংহের নিকট হস্তা বা গরুড়ের নিকট বিষধরের দ্বার রাজা রাবণ মহাত্মা রাঘবের নিকট পরাজুত হইয়; গৃহে গমন করিল; তথাগ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণকে এই কথা বলিল;—“মহুঘ্য-হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে, ইহা ব্রহ্মা পূর্বে স্থির করিয়া দিয়াছেন; আমাকে বধ করিতে পারে; এমন মহুঘ্য পৃথিবীতে কেহ নাই। অতএব সাক্ষাৎ নারায়ণ, দশবর্ধনন্দন রামরূপে মহুঘ্য হইয়াছেন সন্দেহ নাই; তিনি আমাকে বধ করিবার জন্ম লক্ষ্য উপস্থিত। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ! পূর্বে অনরণ্য আমাকে শাপ দিয়াছিলেন। “আমার বংশে সনাতন পরমাত্মা উৎপন্ন হইবেন; তিনি তোমাকে পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণের সহিত বধ করিবেন; সন্দেহ নাই।” এই বলিয়া অনরণ্য স্বর্গে গমন করেন। সেই পরমাত্মাই আমার বধের জন্ম রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমাকে বধ করিবেনই। মুঢ়-বভাব কুস্তকর্ণ সর্কদা নিজার বশবর্তী; সেই মহাবলকে জাগরিত করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস;” এই কথা বলিলে সেই সকল মহাকায় রাক্ষসগণ, সত্তর গিয়া যত্নসহকারে কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিয়া রাবণ সম্মিধানে আনয়ন করিল। কুস্তকর্ণ, রাজাকে প্রণাম করিয়া আসনের উপর উপবিষ্ট হইল। রাজা রাবণ, কাতরবচনে তাহাকে বলিতে লাগিল;—“কুস্তকর্ণ! ভাই! শুন তুমি; বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে; রাম ত পরাজুত পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবগণকে নিহত করিল; মৃত্যুকাল উপস্থিত; এক্ষণে কর্তব্য কি? এই বলশালী দাশরথি রাম, স্ত্রীবা সমভিব্যাহারে সসৈন্তে সমুদ্র পার হইয়া আমাদের মূলচ্ছেদন করিতেছে। যে সকল রাক্ষস প্রধান প্রধান ছিল; বানরগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছে; কিন্তু এই যুদ্ধে কদাচ বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাইতেছি না। হে মহাবল! তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, যে জন্ম তোমাকে জাগরিত করা গেল; হে মহাবল!

ভ্রাতার ক্রম সেই হৃদয় কার্য সম্পাদন কর।  
 রাবণ রাজার সেই পরিদেবন-বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 ক্রুদ্ধকর্ণ উচ্চহাস্ত করিল এবং এই কথা বলিল;—  
 “হে রাজন! আমি মন্ত্রণা-সময়ে তোমাকে বাহার  
 অবশ্যসম্ভাবিত বলিয়াছিলাম—সেই পাপকার্যের  
 ফল আজ তোমার বলিয়াছে। পূর্বেই আমি  
 বলিয়াছিলাম—রামচন্দ্র পরম পুরুষ নারায়ণ; এবং  
 সীতা যোগমায়া; তুমি ত ইহা বুঝাইলেও বুঝিবে  
 না। আমি একদা হেমন্ত রজনীতে \* বনমধ্যে  
 পূর্বভেদে সান্নিদেশে আসীন ছিলাম; তথায় দিব্য-  
 দর্শন সাক্ষাৎ নারদ মুনিকে দর্শন করি। তাঁহাকে  
 বলিলাম;—“হে মহাভগ! আমাকে বলুন, আপনি  
 কোথা হইতে আসিতেছেন।” এই কথা বলিলে নারদ  
 বলিলেন;—“আমি দেবভাগণের মন্ত্রণাস্থানে ছিলাম।  
 তথা হইতে আসিতেছি। সেখানকার বিবরণ  
 তোমার নিকট স্বার্থরূপে বলিতেছি;—শ্রবণ কর—  
 তোমাদিগের দুই ভ্রাতা দ্বারা পীড়িত—হইয়া সকল  
 দেবগণ বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন; তাঁহার একাগ্র-  
 চিত্তে ভক্তিসহকারে দেবদেবের স্তব করিয়া বলেন,  
 দেব! বৈশ্বাক্য-কটক অজেয় রাবণকে বধ করুন।  
 ব্রহ্মা পূর্বেই তাহার মনুষ্য হস্তে মৃত্যুবিধান করিয়া  
 দিয়াছেন; অতএব আপনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ  
 হইয়া কটক স্বরূপ রাবণকে বধ করুন। সত্য-  
 সঙ্গম উপর মহাবিক্রু “উপাস্ত” বলিলেন। এবং  
 সেই দেব রত্ন কুলে উৎপন্ন হইয়া রাম নামে বিখ্যাত  
 হইয়াছেন। তিনি তোমাদিগের সকলকে বধ করি-  
 বেন;” এই বলিয়া মুনি গমন করিলেন। অতএব  
 তুমি রামকে সনাতন পরদক্ষ বলিয়া জানিবে। বৈরি-  
 ভাব পরিত্যাগ কর; যাহাবলে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ  
 শ্রীরামকে এখন ভজন কর; “যে ভক্তিভাবে ভজন  
 করে, রত্নর তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। ভক্তি—  
 জ্ঞানের হেতু; ভক্তি—মুক্তিদায়িনী; ভক্তিহীন  
 হইয়া যে কিছু সংকার্য করা যায়, তৎসমস্ত না  
 করার হুলা। লীলাচুকরী বিষ্ণুর বহুতর অবতার;  
 জ্ঞানময় মঙ্গলময় রামাবতার—উপাধি সহস্র  
 অবতার সদৃশ। নিপুণ ব্যক্তিগণই বাক্য ও মন  
 দ্বারা সর্বদা রামকে ভজন করেন। তাঁহার অনা-  
 য়াসে সংসার পার হইয়া হরিপদ প্রাপ্ত হন। ভূম-  
 গুলে যে সকল বিশুদ্ধবুদ্ধি সাধুগণ, সর্বদা রাম-  
 চন্দ্রকেই ধ্যান করেন এবং তাঁহার চরিত্র পাঠ

করেন, তাঁহারাই সংসার-জ্ঞো-ধরুপ মহানাগ পাপ  
 হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত সুখসম্পন্ন সীতাপতি  
 পদ প্রাপ্ত হন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টম অধ্যায় ।

দশগ্রীব, ক্রুদ্ধকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিবারাত  
 ক্রোধে ধেন আসন হইতে লাকাইয়া উঠিল;  
 বদনমণ্ডলে বিকট ভুহুটী দেখা দিল; রাবণ এই  
 কথা বলিল;—“জানি হে তুমি বড় বুদ্ধিমান! কিন্তু  
 জ্ঞান উপদেশ লইবার জন্য আমি তোমাকে আনয়ন  
 করি নাই; আমি ধাধা করিয়াছি, তাহা সফল করিয়া  
 যদি রুচি হয় ত মুক্ত কর গিয়া। নতুবা সুগুপ্তির অঙ্গ  
 গমন কর; (বুঝিতেছি) এক্ষণে তুমি নিস্ত্রায় কাতর  
 হইতেছ।” মহাবল ক্রুদ্ধকর্ণ রাবণের বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া “হীন রুপ্ত হইয়াছেন” বুঝিয়া সস্তর মুক্ত  
 করিতে নির্গত হইল। সেই মহাপর্বতাকার ক্রুদ্ধ  
 কর্ণ প্রকার অতিক্রমপূর্বক বানরসৈন্যদিগকে  
 বিত্রানিত করত নগর হইতে সস্তর বহির্গত হইল।  
 সেই রাক্ষস জলনিধি প্রতিশ্রুতি করিয়া মহা-  
 শক করিতে লাগিল; ক্রোধতরে দুইহস্তে বানর-  
 গণকে ভোজন করত তাড়না করিতে লাগিল।  
 তখন যেমন নিধি প্রাণিগণ, কাল অথবা অন্তরক  
 অবলোকন করিলে পলায়ন করে, সেইরূপ পক্ষ-  
 সম্পন্ন পূর্বভেদে জ্ঞান সেই ক্রুদ্ধকর্ণকে অবলোকন  
 করিয়া বানরসকল পলায়ন করিতে লাগিল।  
 মহাবল ক্রুদ্ধকর্ণ-বানর-বাহিনী মধ্যে ভ্রমণ করত  
 বানরদিগকে সবেগে মুগুর প্রহার করিতেছে, চতু-  
 দিক হইতে বানরদিগকে ভোজন করিতেছে,  
 মুগুরাঘাত ও কর চরণ প্রহার প্রভৃতি নানা উপায়ে  
 তাহাদিগকে চূর্ণ করিতেছে, দেখিয়া পদাপাণি  
 বুদ্ধিমান বিতীষণ সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণমুগুশে  
 প্রণাম করিল;—এবং বলিল ভ্রাতঃ! আমি বিতীষণ  
 হে মহামাতে! আমার প্রতি দয়া করুন; ভ্রাতঃ!  
 “রামকে সীতা প্রদান কর, রাম সাক্ষাৎ নারায়ণ”  
 ইত্যাদি নানা প্রকার উপদেশ আমি রাবণকে দিয়া-  
 ছিলাম, কিন্তু ক্রুদ্ধকর্ণের পরিবৃত থাকায় তিনি তাহ  
 শুনে নাই; প্রত্যুত বড়ো উন্মত্ত করিয়া আমাকে  
 পদাঘাত করিয়া গেলেন “তোকে দিক্। তুই গমন  
 কর।” তাহার পর আমি চারজন মন্ত্রী সহিত রামের  
 শরণাগত হইয়াছি। ক্রুদ্ধকর্ণ তাহা শুনিয়া ভ্রাতঃ  
 বিতীষণ আসিয়াছে বুঝিলেন, অনন্তর তাঁহাকে

\* “বিশাল রজনী” শব্দের অর্থ—“হেমন্ত রজনী”।  
 টীকাকার বলেন “বিশাল” অর্থে—“বিশাল শিলা”  
 “বুঝিতে হইবে অর্থাৎ “বিশাল শিলায় উপর”।



আশিষ্যন করিয়া বলিলেন;—“বৎস! বংশ রক্ষা এবং রাক্ষসগণের হিতার্থে তুমি রামচরণের আশ্রয়ে থাকিয়া চিরজীবী হও । আমি পূর্বে নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তুমি পরম বৈষ্ণব; বৎস! এখন যাও; আমি এখন মদ-মত্ত-নয়ন; শত্রু মিত্র কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না” । এই কথা বলিলে বিভীষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিয়া চিন্তিতভাবে রামপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল । এদিকে কুস্তকর্ণ, মত্ত হস্তী যেমন অস্ত্র ক্ষুদ্র পশুদিগকে পীড়িত করিয়া বিচরণ করে, তদ্রূপ কর-চরণাঘাতে বানরদিগকে পেথিত করত বানর-বাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল । রাঘব তাহাকে দেখিয়া সক্রোধে যতপূর্বক, কুস্তকর্ণের প্রতি বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তদ্বারা সেই রাক্ষসের মুগ্ধর-সমোত দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া পড়িল, তাহাতে রাক্ষস ষোরতর শক করিল । সেই, হস্ত—ভূতলে পতিত হইবার সময় অনেক বানরগণকে দলিত করিল । তখন সকল বানরেরা ভয়কাম্পিত হইয়া রণক্ষেত্রের শেখভাগে অবস্থান করত রাম এবং রাক্ষসের যুদ্ধ দেখিতে থাকিল । ছিন্ন-বাহু কুস্তকর্ণ—সমরে রাঘবকে বধ করিতে ( বাম হস্ত দ্বারা ) শালবৃক্ষ উদ্যত করিয়া সবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল । অনন্তর, রামচন্দ্র, ঐশ্রাঙ্ক-দ্বারা তাহার শাল-বৃক্ষ-সহিত বাম-হস্ত ছেদন করিলেন । পরে রাঘব, ছিন্ন-বাহু কুস্তকর্ণ শক করিতে করিতে আসিতেছে দেখিয়া, দুইটী শাণিত অর্ধচন্দ্র বাণ গ্রহণ করিলেন এবং তদ্বারা হিহার পদ-দ্বয় ছেদন করিলেন; ছিন্ন পদ-মুগল মহাশকে লঙ্কানগরীর দ্বারদেশে পতিত হইল । রাঘু যেমন মুখ ব্যাদন করিয়া চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হয়, হস্ত-পাদ ছিন্ন হইলেও কুস্তকর্ণ, সেইরূপ অভিতীষণ ভাবে বড়বা মুখের দ্বায় মুখ ব্যাদন করিয়া শক করিতে করিতে শ্রীরামের প্রতি ধাবমান হইল । রঘুবর নিশিত-ধার শরনিকরে তাহার দুখবিবর পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন । অতি ভয়ঙ্কর এই রাক্ষস, মুখ-কুহর শরনিকরে পরিপূর্ণ হইলে, কীংকার করিতে লাগিল । অনন্তর রাম সেই রাক্ষসকে বধ করিবার নিমিত্ত সূর্য-প্রোত অশনি সচূষ সর্বোচ্ছিন্ন ঐশ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । বজ্র যেমন বৃত্তকে ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ সেই বাণ রাক্ষসপ্রোতের কুণ্ডল-মণ্ডিত বিকট-দণ্ড পর্বত-সমূহ হইতে সঙ্কট ছেদন করিয়া ফেলিল । তাহার মস্তক লঙ্কাদ্বারে এবং শরীর মহাসমুদ্রে নিপতিত হইল; মস্তক, লঙ্কাদ্বার

রুদ্ধ করিল; এবং শরীরনক্রে প্রভৃতি জলজন্তুগণকে চূর্ণিত করিল । অনন্তর দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ, সর্পগণ, বিহঙ্গমগণ, সিংহগণ, বক্ষগণ, শুভকগণ ও অপ্সরাগণ শ্রীরামের জব করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি কুহুম ধারা বর্ষণ করত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তখন দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ, শ্রীরামকে দেখিবার জন্ত, নিজ কাণ্ডি দ্বারা দিগন্ত উজ্জ্বলিত করত গগনমণ্ডল হইতে সত্তর অবতরণ করিলেন । ইন্দীবরের দ্বায় শ্রামবর্ণ, স্তচিরাবয়ব-সম্পন্ন এবং ধনুর্ধারী শ্রীরামের নয়নমুগল বিশাল ও আরক্ত; বাহুতে ঐশ্র অস্ত্র বিরাজ করিতেছে; তিনি শর-পীড়িত বানর মণ্ডলীর প্রতি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তি সহকারে গন্দাদ নাকো স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন । নারদ বলিলেন;—হে দেবদেব! হে জগদাধি! হে পরমাশ্বিন! হে নারায়ণ! হে জগদাশ্রয়! হে বিশ্বাসাশ্বিন! তোমাকে প্রণাম । তুমি বিপুল জ্ঞান স্বরূপ; তথাপি তুমি মায়াবলে মনুষ্যাকার হইয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করত তাহাদিগের নিকট সুখসুখাদি সম্পদের দ্বায় প্রতীয়মান হইতেছ । তুমি সকলের অন্তর্ধ্যামী এবং স্রয়ং জ্যোতিঃ স্বভাব—স্বপ্রকাশ-স্বরূপ হইলেও মায়াবলে গুঢ় হইয়া রহিয়াছ; কেবল নির্মলাশ্রা মায়ুগণের নিকট তুমি সুব্যক্ত হে রাম! তুমি নেত্র উদ্বীলন করিলেই জগত্ৰয়ের সৃষ্টি—এবং তুমি নেত্র মুদ্রিত করিলেই সমস্ত জগতের সংহার হয়; অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি ও সংহার তোমার নেত্রপলকের ব্যাপার মাত্র । এই সমস্ত জগৎ ধাঁহাতে প্রকাশিত; এই চরাচর ধাঁহা হইতে উৎপন্ন; ইহ জগতে ধাঁহার অতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই; তুমি—সেই ব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার : মুনিশ্রেষ্ঠগণ, ধাঁহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, ব্যক্ত-স্বরূপ—পঞ্চভূতাদি “এবং অব্যক্ত স্বরূপ—ব্রহ্ম \* বলিয়া বিবেচনা করেন তুমি—সেই রামচন্দ্র; তোমাকে নমস্কার । যে প্রকৃতি, তোমাকে নির্বিকার, শুদ্ধ এবং জ্ঞানরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন; সেই প্রকৃতিই আবার তোমার মূর্তিকে সর্ব জগৎ স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করেন । হে দেব! বেদ-বাণি-গণের তোমার সম্বন্ধে এইরূপ বেদ-যুগিত বিরোধ দেখা যায়; কিন্তু পণ্ডিতগণ, তোমার অজুগ্রহ ব্যতীত কোন পক্ষেই নিশ্চয় করিতে

\* প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্যক্ত স্বরূপ কাল (নিদে-বাধি) এবং অব্যক্ত স্বরূপকাল (কপাদি) এই অর্থ টীকা সম্বত ।

পায়েন না। হে দেব! যখন তুমি মায়া-সাছায্যে  
ক্রীড়া কর, তখন আর কিছুমাত্র বিরোধ নাই, "তুমি  
নিরাকার এবং সাকার", এই দ্বিবিধ শ্রুতি দ্বারা  
বিরোধ হইতেন্তিল; কিন্তু তোমার প্রমাণে নিশ্চয়  
হয় যে, তুমি মায়া-আশ্রয়ে সাকার এবং বস্তুতঃ  
নিরাকার; অতএব আর বিরোধ নাই। যেমন ভ্রম-  
বশতঃ স্থূঁয়রশ্মি-জাল জলের দ্বারা বোধ হয়,  
অর্থাৎ যেমন মরীচিকার জলভ্রম হয়, হে রাম!  
সেইরূপ ভ্রমজ্ঞানবশতঃ তোমাতে সমস্ত জগৎ  
কল্পিত হয়; হে দেব! তোমার নিতুল পূরম রূপ  
মনের আপোচর; \* হে দেব! তাহা দৃশ্য  
হইবে কিরূপে? দৃশ্য না হইলেই বা ভজনা  
করিতে কি প্রকারে? অতএব ভ্রমশূন্য হে সকল-  
রূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, বুদ্ধিসম্পন্ন নিপুণব্যক্তি-  
গণ, সেই সমস্ত রূপ ভজনা করেন এবং তদ্দ্বা-  
রাই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন! কাম  
ক্রোধ প্রভৃতি অনেকেই—সেই ভজনার শত্রে।  
মার্কার্জগণ যেরূপ মুমুক্কে ভয় দেখায়, সেইরূপ  
ঐ সকল শত্রুগণ চিত্তকে ভয় প্রদর্শন করে। নিত্য  
বাহারা তোমার নামস্মরণ ও মনে মনে তোমার  
রূপ স্মরণ করেন, বাহারা তোমার পূজাকাঙ্খে  
আসক্ত; বাহাদিগের চিত্ত তোমার কথানুত-পানে  
তৎপর এবং যাহারা তোমার ভক্তগণের সহিত সঙ্গ  
করিয়া থাকেন, রাম হে! সংসার-সমুদ্র তাঁহাদিগের  
পক্ষে গোপ্পদ-ভূল্য। অতএব আমি, তোমার সগুণ  
রূপ সর্বদা ছন্দয়ে ধ্যান করিয়া জীবমুক্ত; সুতরাং  
সকল দেবগণের পূজ্য হইয়া ত্রিলোক বিচরণ করি।  
হে রাম! দেবগণের হিতাভিলাষে কুস্তকর্ণ বধ  
করিয়া তুমি মহৎ কাৰ্য্য করিলে; হে প্রভো! অদ্য  
ভূতাঃ গতপ্রায় হইল। সৌমিত্রি আগামী কল্যা  
অর্থাৎ সত্ত্বর রণস্থলে ইন্দ্রে জ্ঞৎকে বধ করিবেন। তুমি  
রাম, পরম;—অর্থাৎ তৎপরে দশাননকে নিহত  
করিবে। হে দেবেশ! আমি সিদ্ধগণের সহিত নভো-  
মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছি।  
হে দেব! আমার অনুগ্রহ করুন; আমি সুরাণয়ে  
গমন করিব। এই বলিয়া ভগবান্ নারদ কথি,  
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সম্ভাষণ করিয়া নির্মল ব্রহ্মলোকের  
গমন করিলেন; তখন দেগণ তাঁহাকে পূজা  
করিতে লাগিলেন। রাবণ অক্রিষ্ট-কর্মা রামের  
হস্তে মহাবল ভ্রাতা কুস্তকর্ণকে নিহত হইতে

শ্রবণ করিয়া শোক-সম্পন্ন হইল; এবং মুচ্ছিত  
হইয়া ভূতলে পতিত হইল। উঠিয়া নানাবিধ  
বিলাপ করিতে লাগিল;—ইন্দ্রেজিৎ, পিতৃব্যের  
নিধন এবং উজ্জ্বল পিতার অতীব কাতরতা-সংবাদ  
শ্রবণ করিয়া পিতৃ-সরিধানে আসিল; এবং  
শোকাকর্ষিত পিতাকে বলিতে লাগিল, "হে মহামতে!  
শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহামতি দেবহস্তা  
হাজেন্দ্র! আমি মহাবল মেঘনাদ; আমি জীবিত  
ধাকিতে আপনার দুঃখের অবসর কোথায়? আপ-  
নার সমুদায় দুঃখ বিনষ্ট হউক; হে মহীপতে!  
আপনি সুস্থ হউন। সকলকে আমাদিগের সম-  
দুঃখ-ভাগী করিব। আমাদিগের যেমন প্রধান প্রধান  
আত্মীয় নাশে দুঃখ হইয়াছে, শত্রুদিগের প্রধান  
প্রধান আত্মীয়বিনাশ করিয়া, এইরূপ দুঃখ উৎপাদন  
করিব। আমি শত্রুগণকে বধ করিব। এখনই  
নিকুক্তিলা বজ্রাগারে গমন করিয়া; সত্য: অগ্নিদেবকে  
তৃপ্ত করি, অনন্তর তাঁহার নিকট সাংগ্ৰামিক রথাদি  
প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে, যুদ্ধে শত্রুগণের অজ্ঞেয়  
হইব।" এই বলিয়া সত্ত্বর পুর্বোক্ত বজ্রাগারে গমন  
করিল; পরে রক্ত-মালা, রক্ত-বসন পরিধান ও রক্ত-  
চন্দন-অনুলেপন করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক নিকুক্তিলা  
বজ্রশালাতে হোম করিতে আরম্ভ করিল। এদিকে  
বিভীষণ চর-মুখে মেঘনাদের কাৰ্য্য শুনিয়া হুরাস্তা  
মেঘনাদের হোম আরম্ভ-সম্বন্ধে সকল কথা রামকে  
বলিল; এবং কহিতে লাগিল;—"হে রাম! যদি  
দুর্মতি মেঘনাদের এই হোম সমাপ্ত হয়, তাহা  
হইলে, মেঘনাদ হুরাস্তরের অজ্ঞেয় হইবে। অত-  
এব আমি শীঘ্র লক্ষ্মণ দ্বারা রাবণিকে নিপাত্ত  
করিব। বলিপ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে আমার সহিত বাহিতে  
আদেশ করুন। আপনার অনুজ, নিশ্চয়ই মেঘ-  
নাদকে বধ করিতে পারিবেন।" শ্রীরাম কহিলেন;—  
"শত্রে-ইন্দ্রেজিৎকে নিধিল-রাক্ষস-বিনাশী আয়ের  
অস্ত্রদ্বারা নিহত করিতে আমিই গমন করিব।"  
বিভীষণও তাঁহাকে বলিল;—"এই ইন্দ্রেজিৎ অস্ত্রের  
বধ্য নহে; যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য বৎসর আহার নিজে  
বর্জিত; তাহার হস্তে এই হুরাস্তার মৃত্যু; ব্রহ্মা  
স্থির করিয়া দিয়াছেন। হে রাজেন্দ্র! ধ্রুবর!  
লক্ষ্মণ, আপনার সহিত অথোধ্যা হইতে নির্গত  
হইয়া-অর্বাধি, পাছে আপনার সেবার ক্রটি হয়,  
এইজন্ত তাহার নিজ প্রভৃতি কাহাকে বলে  
জানেন না। এই সম্বন্ধই আমি অবগত আছি।  
হে দেবেশ! সত্ত্বর লক্ষ্মণকে আমার সহিত বাহিতে  
আজ্ঞা দিন। লক্ষ্মণ, সাক্ষাৎ ধরণীরধর অনন্ত;

\* তুমি বিগুস্ত-মনের দৃষ্ট। ইহা টীকাসম্বত  
ঠের অস্বাভাব।

তাহাকে যে নিহত করিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুমিই সাক্ষ্য করণীর ন্যায়গণ; এবং লক্ষণই অনন্ত; তোমারা দুইজনে বিশ্বনাটকের সূত্রধার, ভূতার হরণের জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

### নবম অধ্যায় ।

বিভীষণের বাক্য শুনিয়া রাম, এই কথা বলিলেন;—“হে বিভীষণ! সেই রৌদ্র-ইন্দ্রজিতের সকল মায়া অবগত আছি;—সে ব্রহ্মান্বেষতা মায়াবী ও মহাবল পরাক্রান্ত; এবং লক্ষণের স্বরূপ ও আমার সেবার জন্ত তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগের কথাও বিদিত আছি। আমি বরাবরই জানি লক্ষণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে; জানিয়াও ভবিষ্যৎ কার্যের ইন্দ্রজিৎ বধের প্রকৃততরত উপলক্ষি করিয়া তখন হইতে চুপ করিয়া আছি কঠোর করিতে নিবেদ্য করি নাই (বিভীষণকে এই কথা বলিয়া) জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষণকে বলিলেন “ভাই লক্ষণ! যাও; প্রচুর সৈন্তসমভিব্যাহারে গিয়া রাবণ-তনয়কে নিহত কর। লক্ষণ! হনুমান্ প্রভৃতি সকল যুধপতিগণ সৈন্তসমপরিবৃত ভদ্রুক রাজ জাম্ববান্ এবং মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ, তোমার অনুগমন করিবেন। তিনি (বিভীষণ) সেই দেশের অভিজ্ঞ এবং রিপুদিগে ছিদ্রে অবগত আছেন।” বিভীষণের সহিত ভীম-বিক্রম লক্ষণ, রাম-বাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্র এক শ্রেষ্ঠ কামুক গ্রহণ করিলেন। সুমিত্রা-নন্দন, শ্রীরামের পাদ-পদ্ম স্পর্শ করিয়া সহর্ষে বলিলেন “আজ আমার শরাসন মুক্ত শরজাল, রাবণিকে নির্ভিন্ন করিয়া ভোগবতী (পাতাল-গন্ধা) জলে স্নান করিবার জন্ত পাতালে গমন করিবে।” সৌমিত্রি ইহা বলিয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া ইন্দ্রজিতের নিধনাভিলাষে ক্রুত পাদ-বিক্ষেপে গমন করিলেন। বহুসংখ্য বানর পরিবৃত হনুমান্, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিল। মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে বিভীষণ, সত্ত্বর তাঁহার সহিত গমন করিল। জাম্ববান্-প্রমুখ ভদ্রুকগণ সত্ত্বর সৌমিত্রির অনুগমন করিল। বানরগণের সহিত লক্ষণ নিকুন্তিলা দেশে গমন করিয়া দূর হইতে রাক্ষস-বহল-সৈন্ত-সমূহ দেখিতে পাইলেন। (তখন) মহাবিক্রম সৌমিত্রি, শরাসন উল্ল্যত করিয়া সাবধান হইয়া রহিলেন; বীর অঙ্গদ এবং জাম্ববান্ ও (সাবধান হইলেন)

তখন রাক্ষস রাজ বিভীষণ সৌমিত্রিকে কহিল;—“রাক্ষসদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন; এই যে জলদ শ্রামল রাক্ষস সৈন্ত শ্রেণী দেখা যাইতেছে; এই মহতী রাক্ষস চমু বিদীর্ণ করিতে বরবান্ হউন। এই ব্যুহ ভেদ হইলে রাক্ষসরাজ-নন্দনও দৃষ্টি-পোচর হইবে। যাবৎ ইন্দ্রজিতের হোম কার্য সমাপ্ত না হয়, তখনোই যত শীঘ্র পারেন, আক্রমণ করুন; হে বীর! হিংসাপরায়ণ, অধাৰ্মিক দুঃস্বাক্যকে বধ করুন।” শুভ লক্ষণ লক্ষণ, বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণতনয়ের (সৈন্তগণের) প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বানর যুধপতিগণ, পারাণ, পুরুর্ভশিখর ও তরুনিকর দ্বারা চতুর্দিকের রাক্ষসগণকে; তাহারাও বানর যুধপতিদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। কুঠার, নিশিত বাণ, খড়্গা, যষ্টি ও তোমার ছায়া (রাক্ষসের) বানর সৈন্তদিগকে আঘাত করিতে লাগিল; তখন অত্যন্ত কোলাহল হইয়া উঠিল। বানর ও রাক্ষসগণের তুমুলযুদ্ধ বাধিয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ নিজ সৈন্তগণকে শক্রহস্তে দলিত হইতে দেখিয়া নিকুন্তিলা যজ্ঞশালা এবং হোম পরিচ্যাপ করিয়া শীঘ্র নির্গত হইল। মহাক্রোধে রথারোহণ এবং শরাসন গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধের জন্ত সুমিত্রা-নন্দনকে আহ্বান করত রণক্ষেত্রে গমন করিল। “হে সৌমিত্রি! আমি মেঘনাদ; তুমি জীবিত থাকিতে আর আমার নিকট হইতে মুক্তি পাইবি না” তথায় পিতৃত্যাকে দেখিয়া নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে লাগিল;—“তুমি এইখানেই জন্মিয়াছ, বৃদ্ধ হইয়াছ; আমার পিতার সহদোর ভ্রাতা তুমি; কিন্তু এক্ষণে সজ্ঞান পরিচ্যাপ করিয়া শত্রুর দাসত্ব করিতেছ; তোমাকে বিহ্ব! তুমি পুত্র হোহ করিতেছ কিরূপে? তুমি অতি-শয় পাশিষ্ট এবং দুর্বুদ্ধি।” এই বলিয়া রথবরে অধিষ্ঠিত ইন্দ্রজিৎ হনুমানের পশ্চাতে অবস্থিত, লক্ষণকে দর্শন করিয়া মহা প্রমাণ ঘোর শরাসন উল্ল্যত করিয়া বিফারিত করিতে লাগিল; তাহার অধিষ্ঠিত রথে আয়ুধ ও রূপাণ সকল স্বব্যক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। ইন্দ্রজিৎ বলিতে লাগিল;—“আরে বানরগণ! আজ আমার শরনিকর তোদের জীবন গ্রহণ করিবে।” অনন্তর শত্রু নাশন দাশরথি লক্ষণ, ক্রুদ্ধ সর্পের জায় নিশাস ফেলিতে ফেলিতে শর সম্বান করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ আরক্তলাচেনে লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। লক্ষণের বস্তৃত্য কঠোরস্পর্শ শরাসনে মুহূর্তকাল সংজ্ঞাহীন হইয়াছিল পুনর্বার

সংজ্ঞালাভ করিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ, বীর দশবধ-তনয়কে নিশ্চরচিত্তে অবস্থিত দেখিল। তখন কোপ-কবারিতলোচনে সৌমিত্রির অভিযুখে ধাবমান হইল। ধনুতে শর সকল যোজিত করিয়া লক্ষ্মণকে এই কথা বলিল “প্রথম যুদ্ধে যদি আমার পরক্রম না দেখিয়া থাক, তাহা হইলে আজ তাহা তোমাকে দেখাইতেছি এখন একটু স্থিরভাবে অবস্থান কর” এই বলিয়া সপ্তশরে লক্ষ্মণকে ও তাঁহাধার উৎকৃষ্ট দশ বাণে হনু বানুকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর বীণ্য-বানু ইন্দ্রজিৎ দ্বিগুণ ক্রোধে কাশ্মুক মুক্ত এক শত শর দ্বারা বিভীষণকে গাঢ়বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণও শুরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎের স্বর্ণপ্রত-বর্ণ লক্ষ্মণের বাণে অতীব বিদ্ধ হইয়া রথमध्ये পতিত হইল; তথায় আবার তিল তিল ধণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর রাবণনন্দন, অতিশয় কুপিত হইয়া রণস্থলে ভীম বিক্রম বীর লক্ষ্মণকে সহস্র শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। লক্ষ্মণেরও দিব্যকবচ বিশীর্ণ ও পতিত হইল। তাঁহারা পরস্পরে পরস্পরের কশ্মের প্রতিকার করিতে লাগিলেন; সাতিশয় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পরস্পরের প্রতি পরস্পারে ধামান হইয়া তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সর্বাঙ্গই শরনি-করে আচ্ছন্ন এবং উভয়েই শোণিতাক্ত হইলেন। এইরূপেই সেই বীরদ্বয় পরস্পরে অনেকক্ষণ যুদ্ধ করেন, উভয়েই মহাবল হুতরাং কাহারও জয় পরাজয় হয় নাই। ইতিমধ্যে বীর লক্ষ্মণ, পৃকশরে বাবর্ণনন্দনের সারথি ও অধ-সম্মেত রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন; হস্ত লাঘব প্রদর্শন করত তাহার কাশ্মুক ছেদন করিলেন। সেই ইন্দ্রজিৎ সত্বর অস্ত্র এক উত্তম ধনু লইয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিল। লক্ষ্মণ তিন বাণে সেই শরাসনও ছেদন করিলেন। এবং সেই ছিন্ন কাশ্মুক রাক্ষসকে বহুতর শর প্রহারে বিদ্ধ করিলেন। ভীম-পরাক্রম ইন্দ্রজিৎ পুনরায় অস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া সূর্য-সন্নিভ বহুতর নিশিত শরে লক্ষ্মণকে, এবং সমস্ত বানরগণকে বিদ্ধ করিলেন; তাহার শর-জ্বলে দিগ্ভাঙল আচ্ছন্ন হইল। অনন্তর লক্ষ্মণ, ক্রমশঃ অস্ত্র গ্রহণ পূর্বক রাবণতনয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাশ্মুকে বোজন্য করিলেন; অনন্তর বীর লক্ষ্মণ হুতররূপে আকর্ণ পর্য্যন্ত কাশ্মুক আক-র্ণ করিয়া শ্রীরামের পাদপদ্ম স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন;—“যদি দাশরথি রাম,—ধর্ম্মাশ্রা সত্য-প্রতিজ্ঞ এবং ত্রিভুগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হন, তাহা

হইলে হে বাণ! এই রাবণিকে নিহত কর।” বীর লক্ষ্মণ বাণকে এই কথা বলিয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ণ পূর্বক রণক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎের প্রতি সেই বাণ ত্যাগ করিলেন। তখন সেই বাণ ইন্দ্রজিৎের উকীষসম্পর্শ, উজ্জ্বল-কুণ্ডল-শোভিত হু শ্রীমস্তক ছেদন করিয়া তাহার শরীর হইতে ভূতলে নিপতিত করিল। অনন্তর, দেবগণ পরম আনন্দিত হইয়া রঘুবর লক্ষ্মণের গুণকীর্তন এবং তাহার মুহমুহ স্তব করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভগবানু ইন্দ্র, দেবগণ ও মহর্ষিগণের সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আকাশেও দেবগণের হৃদয়িত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। আকাশ নিম্বল হইল; পৃথিবী সুস্থিরা হইল। রাবণনন্দনকে নিহত দর্শন করিয়া লোকে জয় জয়কার করিতে লাগিল; তাহাতেই সেই সুমিত্রানন্দন, গতা-শ্রম হইয়া রণক্ষেত্রে শঙ্কলনি করিলেন। অনন্তর বিভু, সিংহনাদ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন। বানরগণ, সেই শব্দে পরম আনন্দিত হইয়া শান্তিশুভ হইল। স্তম্ভচিত্ত বানরেন্দ্রগণ, স্তব করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গ চলিল; লক্ষ্মণ, সস্তম্ভচিত্তে আসিয়া শ্রীরামকে দর্শন করিলেন। অনন্তর হনুমানু এবং বিভী-ষণের সহিত লক্ষ্মণ সবিনয়ে জোষ্টভ্রাতা প্রভু নারায়ণ রামকে বন্দনা করিলেন; এবং কহিলেন “হে রঘুবর! আপনার প্রসাদে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।” লক্ষ্মণের নিকট এই কথা শুনিয়া রঘুবর রাম আনন্দিত হইয়া অতুরাগ সহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাত্মাণ করিয়া স্নেহে এই কথা বলিলেন;—“লক্ষ্মণ! অতি উত্তম; তুমি হৃদয় কাণ্ড করিয়াছ। আমি ডুট হইলাম; হে শক্রনাশন! যেখনাদকে বধ করার তুমি সমস্তই জয় করিলে, তাই! তিন দিন তিন রাত্রি যুদ্ধ করিয়া কতই কষ্টে সেই বীরকে নিপতিত করিয়াছ। আজ আমাকে তুমি শত্রুশূন্ত করিলে; (কেন না) রাবণ পুত্রশোকবশতঃ নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে নির্গত হইবে; আমিও সেই রাবণকে বধ করিব।

এদিকে রাবণ, মহাবল মেঘনাদকে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত শুনিয়া মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সংজ্ঞা পাইয়া পুনরায় উঠিয়া বসিল। রাবণ, পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল; পুত্রের গুণগ্রাম এবং কর্ত্ত্ব সকল স্মরণ করত শোক প্রকাশ করিল। “আজ সমস্ত দেবগণ, লোক-পালগণ এবং মহর্ষিগণ, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে।

অবগত হইয়া নির্ভরে সুখে নিজা বাইবেন" পুত্রা-  
 স্ত্রীগণী রাক্ষস রাজ রাবণ ইত্যাদি বিবিধ বিলাপ  
 করিল। অনন্তর, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া (শক্রেদিগকে)  
 বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া সকল রাক্ষসগণকে যুদ্ধে  
 গমন করিতে \* বলিল। সেই বীর রাবণ, পুত্র-বধে  
 সাতশয় সমস্ত গুণ ও ক্রোধের বশবর্তী হওয়ার বুদ্ধি  
 দ্বারা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া সীতাকে বধ করিতে  
 ধাবমান হইল। রাক্ষসগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত  
 সীতা, দশাননকে ধড়া হস্তে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতে  
 দেখিয়া ভয় এবং শোকে ব্যাকুল হইলেন। ইতা-  
 বসরে সুপার্শ্ব নামে একজন তাহার (রাবণের)  
 বুদ্ধিমান পবিত্র ও স্বেথাবী মন্ত্রী, রাবণকে এই কথা  
 বলিল;—“হে দশানন! আপনি সাক্ষ্য কুবেরের  
 কনিষ্ঠ, (স্বথাবিধি) বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্যা করিয়া  
 সমাবর্তন স্থান করিয়াছেন; এবং স্বধর্ম-পরায়ণ  
 ইত্যাদি বিবিধ গুণ সম্পন্ন, বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত;  
 আপনি স্ত্রী হত্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন  
 কিরূপে? আমাদিগের সহিত আপনি, রাম ও  
 লক্ষ্মণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া অচিরে জনকনন্দিনীকে  
 প্রাপ্ত হইবেন” এই কথা বলিলে রাবণ নিবৃত্ত  
 হইল। অনন্তর দুর্ভাগা রাবণ, বন্ধু-কথিত উত্তম  
 ধর্ম-যুক্তবাক্য গ্রাহ্য করিল; এবং শোকে বিমূঢ় বুদ্ধি  
 হইয়া সত্বর গৃহে গমন করিল। তথা হইতে  
 আবার সুহৃদ্বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া সভাতে উপস্থিত  
 হইল।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

রাবণ, সভামধ্যে রাক্ষস মন্ত্রীগণের সহিত বিচার  
 করিয়া পাতঙ্গ যেমন বহুপঙ্ক সমভিব্যাহারে জলস্ত  
 অনলে প্রবেশ করে—সেইরূপ বাহারা অবশিষ্ট ছিল,  
 সেই সকল রাক্ষসগণের সহিত শ্রীরামের সম্মুখীন  
 হইতে যাত্রা করিল। সেই সকল রাক্ষসগণ যুদ্ধস্থলে  
 রামের হস্তে নিহত হইল। আর স্বয়ং দশানন রাম-  
 চন্দ্রের তীক্ষ্ণ বাণে বন্ধুস্থলে আহত হইয়া ব্যথিত  
 হওয়ার সত্বর লঙ্কা প্রবেশ করিল। রাবণ বারংবার  
 রাম এবং হনুমানের আলোকিক পুরুষকার দর্শন  
 করিয়া নীত্র গুত্রের নিকট গমন করিল। দশানন  
 শুক্রাচার্যকে প্রণাম করিয়া কৃতান্তলি পুটে বলিতে  
 লাগিল;—“হে ভবগন! রাবণ রামস্ত ত এই এই

রূপে রাক্ষস যুধপতিগণের সহিত লঙ্কা নগরী  
 ধ্বংস করিল, আমার পুত্র এবং আত্মীয় সকল—  
 প্রধান প্রধান দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে; আপনি  
 সদৃশ; আপনি থাকিতে আমার এত দুঃখ কেন? ”  
 এইরূপ নিবেদিত হইয়া দৈত্য-গুরু, দশাননকে  
 বলিলেন;—“হে দশানন! বহু সহকারে নির্জনে  
 তুমি হোম কর। যদি হোমে বিঘ্ন না হয়, তাহা  
 হইলে মহান রথ, অশ্বপণ, শরাসন, তুম্বীর এবং  
 শরনিকর হোমাদি হইতে উত্তৃত হইয়া তোমার  
 নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি সেই সমস্ত যুদ্ধোপ-  
 করণে সজ্জিত হইলে অজেয় হইবে। আমি  
 তোমাকে যন্ত্র দিতেছি, গ্রহণ কর; যাও, নীত্র হোম  
 কর পিয়া।” এই বলিলে রাক্ষসরাজ রাবণ নীত্র  
 আসিয়া নিরুত্তরনে পাতাল সদৃশ গুহা নির্মাণ  
 করাইল। স্বধূপূর্বক লঙ্কা নগরীর সকল দিকের  
 দ্বারে কপাট প্রভৃতি অবরুদ্ধ করিয়া অভিচার কার্যে  
 যে সমস্ত কথিত আছে, সেই সকল হোমদ্রব্য  
 সংগ্রহপূর্বক নির্জন গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল।  
 তথায় মৌনালম্বনপূর্বক হোম করিতে আরম্ভ  
 করিল। রাবণামুজ বিভীষণ, ধূমপুঞ্জ উখিত  
 হইয়াছে, অবলোকন করিয়া তয়াকুলিতচিত্তে  
 শ্রীরামকে সেই হোম-ধূম দেখাইল। এবং কহিল;—  
 “দেখুন রাম! দশানন হোম করিতে আরম্ভ করি-  
 রাছে; হোম যদি সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সে অজেয়  
 হইবে। অতএব হোমের বিঘ্ন করিতে অবিলম্বে  
 বানরশ্রেষ্ঠদিগকে প্রেরণ করুন। রাম “আচ্ছা”  
 বলিয়া সুগ্রীবের সম্মতিক্রমে অঙ্গদ বানরকে, আর  
 হনুমানপ্রমুখ মহাবল পরাক্রান্ত বানরদিগকে  
 হোমবিঘ্ন করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা  
 প্রাকার লঙ্কনপূর্বক রাবণ ভবনে গমন করিল।  
 দশকোটি বানর তথায় গিয়া গৃহ রক্ষকদিগকে চূর্ণ  
 করিল এবং ক্রমধ্যে অশ্বও হস্তীরুদ্ধকে নিহত  
 করিল। অনন্তর প্রাতঃকালে সরমা নামে একজন  
 রমণী হস্ত সঙ্কেতে হোম স্থান জানাইয়া দিল। ক্রমশঃ  
 বিভীষণ ভাড়া। মহাবল অঙ্গদ, গুহামুখস্থিত  
 আচ্ছাদন পাশাণ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া মহা-গুহা  
 মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় রাবণ মুদ্রিত নয়নে দূর্ভা-  
 সনে উপবিষ্ট আছে দেখিয়া অঙ্গদ সকলকে প্রবেশ  
 করিতে আজ্ঞা দিল, তাহাতে সকল বানরেরাই সত্বর  
 প্রবেশ করিল। তদ্রূপে সেবকগণকে তাড়না করত  
 কোলাহল করিতে লাগিল। হোমদ্রব্য সকল চতু-  
 র্ধিক হইতে সেই হোমস্থলে নিক্ষেপ করিল।  
 বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সক্রোধে বলপূর্বক রাবণের

যুদ্ধে সকল রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক  
 হইয়াই ইত্যাদি সত্য অনুবাদ।

হস্ত হইতে শ্রব কাড়িয়া লইয়া তদ্বারাই তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। বানরগণ, দস্ত ও কাষ্ঠদ্বারা রাবণকে ইউল্লভতঃ আঘাত করিতে লাগিল। রাবণ, এইরূপ আহত হইয়াও বিঞ্জিরীষাবশতঃ ধ্যান পরিত্যাগ করিতে পারিল না। অভিশয় বেগবান অঙ্গদ, অন্তঃপুর-গৃহে প্রবেশপূর্বক কেশমুষ্টি ধারণ করিয়া অনাধার স্তায় রোরুদ্যমানা শুভা মন্দোদরীকে রাবণেরই সম্মুখে আনয়ন করিল। অঙ্গদ তাহার রত্নালঙ্কৃত কণ্ঠক (কাঁচুলি) ছিঁড়িয়া দিল। অস্ত্রাস্ত্র রত্ন-নিকরের সহিত মুক্তাসকল, তাহা হইতে বিক্লিষ্ট হইয়া চতুর্দিকে নিপতিত হইল। রত্নবিচিত্রিত মেখলাছিন্ন হইয়া নিপতিত হইল। রাবণের সমক্ষেই কটিদেশ হইতে নীলিবন্ধ শিথিল হইয়া পড়িল; এবং অস্ত্রাস্ত্র সকল ভূষণই চতুর্দিকে পতিত হইল। আর আর বানরগণ স্তম্ভচিত্তে (রাবণপত্নী) দেবকন্যা এবং গন্ধর্বকন্যাাদিগকে হোমস্থানে আনয়ন করিল। অনন্তর মন্দোদরী রাবণের সম্মুখে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিল এবং কাহারা হইয় কল্পনাবরে বিলাপ করত দশাননকে বলিতে লাগিল, তুমি একেবারেই নিলজ্জ হইয়াছ; তে:মারই সম্মুখে শক্রগণ, তোমার ভার্য্যার কেশপাশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে; তথাপি তুমি কি না হোম করিতেছ; লজ্জত হইতেছ না। পাপাচারী শক্রগণ,—সমক্ষে, বাহার ভার্য্যাকে প্রহার করে, তাহার সেইখানেই মরা উচিত; জীবন অপেক্ষা তাহার মরণ ভাল; হা মেঘনাদ! কি খেদের বিষয়, তোমার জননীকে বানরগণে ক্লেষ দিতেছে। তুমি জীবিত থাকিলে আমাকে কি এতাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হইত? আমার দামী জীবনের আশায়, পত্নী এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়ছেন।”

রাজা দশানন মন্দোদরীর সেই বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া “দেবীকে পরিত্যাগ কর” এই কথা বলিতে বলিতে খড়্গ গ্রহণপূর্বক উথিত হইল; এবং নির্ভয়ে অঙ্গদের কটিদেশে প্রহার করিল। অনন্তর বানরসকল (এইরূপে) সেই মহৎ হোম-কার্য্য ধ্বংস করিয়া (মন্দোদরী প্রভৃতিকে) পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিল। সকলেই আনন্দে রাম পার্শ্বে আসিয়া অবস্থিত হইল। এদিকে বাণ, ভার্য্যাকে সাদৃশ্য করত বলিতে লাগিল;—“ভদ্রে! এসময় ষটনাই দৈবায়ত্ত। পাঁচিয়া থাকিলে কি না দেখা যায়? হে বিশাল-নয়নে! নিশ্চিত জ্ঞান অবলম্বন করিয়া শোক পরিত্যাগ কর। শোকের উৎপত্তি অজ্ঞান হইতে: শোক, জ্ঞানকে বিনষ্ট করে; শরীর-প্রভৃতি আশ্রয়-ভিন্ন বস্তুতে অহংজ্ঞান

(আত্মা বলিয়া জ্ঞান), অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন। তাহাই স্ত্রী-পুত্রাদি-সম্বন্ধের মূল; সেই সম্বন্ধ হইতেই সংসার। হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, মোহ, মোহ ও কামনা প্রভৃতি (বুদ্ধি বর্ধনসকল) এবং জন্ম, মৃত্যু ও জরা প্রভৃতি (দেহ বর্ধনসকল) এতৎসমস্ত (আত্মার বলিয়া বুঝা) অজ্ঞানমূলক। আত্মা একমাত্র, শুদ্ধ, জুতাতির অতিরিক্ত, নিলেপ, আনন্দরূপ এবং জ্ঞানময়;—সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন ভাবই ইহাতে নাই; এই নিত্য বস্তুর কাহারও সহিত সংযোগ বা বিয়োগ নাই। হে অনিশ্চিত! সৌয় আত্মাকে এইরূপ জানিয়া শোক পরিত্যাগ কর। আশ্রি এখনই যাই!—রাম ও লক্ষ্মণকে বধ করিয়া প্রত্য্যাগমন করিব; নতুবা শ্রীরাম বজ্র-তুল্য নিজ শর-নিকরে আমাকে বিদৌর্ধ করিবেন; তাহা হইলে আমি তদীয় স্থান প্রাপ্ত হইব। হে প্রিয়ে! আমি আজ্ঞা করিতেছি সীতাকে বধ করিয়া আমার সমুদায় প্রেতকার্য্য তুমি করিবে; অথবা আমার (মৃত শরীরের) সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।” (মন্দোদরী) রাবণের এবং বিধ বাক্য শুনিয়া অতি দুঃখিতভাবে বলিতে লাগিল;—“হে নাথ! আমার মত্যা বাক্য শ্রবণ কর এবং তদমুসারে কাজ কর। তুমি বা অপারে রাষবকে কখনই জয় করিতে পারিবে না; রাম—সাম্রাণ্য দেববর (পরমেশ্বর); ইনি প্রকৃতি এবং পুরুষগণের নিয়ন্তা। ততঃ বৎসল প্রজু রাষব, পূর্বকল্পে মৎসারূপে অবতীর্ণ হইয়া বৈবস্বত মনুকে সকল বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন। এই রাম, পূর্বের লক্ষ যোদ্ধন বিস্মৃত কৃষ্ণরূপ গ্রহণ করেন এবং সমুদ্র মণ্ডনকালে পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণ পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মা কোন সময়ে পৃথিবী উদ্ধার কারবার জগৎ বরাহ-শরীর ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষ অহুরকে নিহত করেন। রত্ন-নন্দন, পূর্বকালে নরসিংহরূপে অবলম্বন করিয়া ত্রিলোক-কটক হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বধ করেন। এই রব্বরই ত্রিপাদে ত্রিজগৎ অধিকার ও বলিবন্ধন করিয়া সূত্র্য দেবরাজকে (ত্রিজগৎ) দান করেন। রামসগণ ক্ষত্রিয়রূপে জন্মিয়াছিল; তাহাতে পৃথিবী অতি ভারাক্রান্ত হয়। পরশুরাম রূপে বহুবার তাহাদিগকে নিহত করিয়া জয়-লক্ষ্য ডুমণ্ডল মুনিবর কণ্ঠপকে প্রদান করেন। সেই পরাংপরই রঘুশ্রেষ্ঠ; তিনিই আপনাকে বধ করিতে সম্প্রতি রঘুকুলে জন্ম পরিগ্রহ করত মনুষ্য-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার পুত্র নাশের জন্ম এবং আপনার নিঃশেষ মৃত্যুর জন্ম কেনই বা

সেঁহার ভাৰ্য্যা সীতাকে বন হইতে বলপূৰ্বক হরণ করিয়া আনিলেন ? এখনও বা না হই, বিদেহ-নন্দিনীকে রঘুবর সমীপে প্রেরণ করুন। হে রাজন ! বিভীষণকে রাজ্য দিয়া আমরা বনে গমন করি।" রাবণ মন্দোদরীর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিল;— "ভদ্রে ! আমি রণ-স্থলে পুত্রগণ—ভ্রাতৃগণ—(এমন কি) সমুদায় রাক্ষসমণ্ডলীকে রাখব-হস্তে নিহত করিয়াছি; এখন আমি বনবাসী হইয়া জীবন ধারণ করিব কি বলিয়া ? আমি রামের সহিত যুদ্ধ করিব, সুশীলগামী রাম-বাণে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইব। আমি রাখবকে বিষ্ণু বলিয়া জানি; জনক-নন্দিনীকেও লক্ষ্মী বলিয়া জানি; রামের হস্তে নিহত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইব, এই জন্ম—জানিয়াই জনক-নন্দিনী সীতাকে আমি বলপূৰ্বক বন হইতে লইয়া আসিয়াছি। হে প্রিয়ে ! সংসার ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যত বন্ধুসপ্নের সহিত গমন করিব। যুমুক্ষুগণ, যে নির্মূল পরমানন্দময় স্থান লাভ করেন, আমি রণক্ষেত্রে রামের হস্তে নিহত হইয়া সেই স্থান প্রাপ্ত হইব। ইহলোকের সকল পাপ দূরীকৃত করিয়া দুর্ভেদ মুক্তিপদ লাভ করিব। আমি এই সংসারসমুদ্র পার হইয়া (অচিরে) বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব। ইহাতে, গন্ধকেশ \* এবং তমূলক স্থলযুক্ত সকল তরঙ্গ স্বরূপ; যুগ-পরিবর্তন আবর্ত; (এই সমুদ্র) জ্ঞা, পুত্র, আশু, বন্ধু এবং ধনসম্পত্তিরূপ জল জন্তুগণে আবৃত; ইহাতে প্রাণীদিগের নিজ নিজ ক্রোধই বাড়বানলের তুলা; অনঙ্গই ইহাতে জালরূপে অবস্থিত।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়।

তখন রাবণ, রাজ্ঞী মন্দোদরীকে প্রশ্নপূৰ্বক এই কথা বলিয়া রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রণস্থলে গমন করিল। ভীষণরূতি রাবণ ষোড়শতর নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ভয়াবহ বৃহত্তর রথে আয়োজনপূৰ্বক সহস্রা (যুদ্ধার্থ) নিগত হইল।

\* হবিম্বা, অশ্বিতা, রাণ, বেব এবং অতিনিবেশ— এই গন্ধকেশ। দেহাধিতে "আজ্ঞা" বলিয়া যে জাম হই, তাহা অবিম্বা; "পরীর ধাতীত আর আজ্ঞা নাম" এই জ্ঞান—অসিতা; রাণ—অস্থরাণ; অতিনিবেশ—স্থূহা-জ্ঞ। অশ্বিতা প্রভৃতির অস্ত্রবিধ ব্যাখ্যাও আছে।

সেইরথে ষোড়শখানি চক্রে, উত্তম রক্ত ও উত্তম কুবর বর্তমান ছিল। উহা পিশাচের ন্যায় ভীষণ-মুখ ষোড়শতর অশ্ববিশেষ দ্বারা পরিচালিত, এবং সকল প্রকার অস্ত্র শস্ত্র ও সকল প্রকার যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত ছিল। সমর-নিষ্ঠর ভয়াবহ রাবণকে আসিতে দেখিয়া তখন রাম-পালিত বানর-বাহিনী ভয়াঙ্কুল হইল। অনন্তর, হনুমান লক্ষ দিয়া উঠিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। অতুল-পরাক্রম হনুমান আসিয়া দৃঢ় মুষ্টি-বন্ধন-পূৰ্বক সবেগে রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল। রাবণ, সেই মুষ্টি প্রহারে মুচ্ছিত হইল এবং জাহ্নু পাতিয়া রথমধ্যে বসিয়া পড়িল; মুহূর্তমধ্যে আবার উঠিয়া হনুমানকে বলিল, "হাঁ তুমি আমার অভিমত বীর বটে।" হনুমান তাহাকে বলিল;— "আমাকে ধিক্, যেহেতু রাবণ ! তুমি আমার মুষ্টি-প্রহার পাইয়াও জীর্ণিত রাহ-য়াছ;—রাবণ ! তুমি ততক্ষণ আমার বক্ষঃস্থলে মুষ্টি-আঘাত কর; পরে আমি আঘাত করিলে যে, তুমি প্রাণ-ত্যাগ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।" রাবণ "আজ্ঞা" বলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মুষ্টিপ্রহার করিল; তাহাতে কপিবর হনুমান ঘূর্ণিতনেত্র হইয়া কিঞ্চিৎ অজ্ঞান হইয়াছিল (তৎক্ষণাৎ) সংজ্ঞা লাভ করিয়া রাবণকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। তখন রাক্ষসরাজ রাবণ ভয় পাইয়া অস্ত্র গমন করিল। (এদিকে) হনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল—সমবেত এই চারজন, সমুখে—অগ্নিবর্ণ, সর্প-রোমা, খড়্গ-রোমা এবং বৃশ্চিক-রোমা নামে চারজন রাক্ষস শ্রেষ্ঠকে অবলোকন করিয়া যথাক্রমে সেই সকল অনুরদিগকে নিহত করিল। চারজন বানর ভীমপরাক্রম চারজন রাক্ষসকে বধ করিয়া পৃথক পৃথক সিংহনাদ করত রামের পার্শ্বে আদিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রুর দশানন, সক্রোধে অধর দংশন ও নয়ন ঘূর্ণিত করত রামের প্রতিই ধাবমান হইল। জলধরের জলধারায় পূৰ্বভেদর জ্ঞায়—রামচন্দ্রে, রথারূঢ় দশাননের বস্ত্র-সদৃশ মহা-ষোর শরজালে আহত হইতে লাগিলেন। রামের সমুদ্বস্থিত সকল বানরবৃন্দও শরাঘাতে ব্যথিত হইতে লাগিল। অনন্তর, রামচন্দ্রে সাবধান হইয়া রণস্থলে দশাননের প্রতি সুবর্ণ ভূষিত বায়ু-তুল্য শীলগামী শরনিকর নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রে, রাবণকে রথারূঢ় এবং রঘু-নন্দনকে ভূতলে দণ্ডায়মান অবলোকন করিয়া আজ্ঞান পূৰ্বক মাতলিকে এই কথা বলিলেন;— "তুমি সীত আমার রথ লইয়া মুক্তিকোপরি অবস্থিত রঘুবরের নিকট গমন

কর; যে অন্যব। সত্তর ভূতলে গিয়া আমার কার্য কর"; এই কথা বলিলে দেব সারথি মাতলি তাঁহাকে (ইন্দ্রকে) নমস্কার করিয়া সেই উত্তম-শব্দনে হরিতবর্ণ অশ্ব যোজনা করিলেন।

অনন্তর মাতলি, রামচন্দ্রের বিজয় উদ্দেশে স্বর্ণ হইতে রাম সমীপে সমাগত হইলেন; পরে অস্ত্র সকলের অদৃশ্য সেই রথে অবস্থিত হইয়া কৃতাক্ষলিপুটে রামকে বলিলেন;—“রঘুবর! দেবরাজ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; হে প্রভু! এইরথ, দেবরাজের; আপনি শত্রু জয় করিবেন বলিয়া ইহা প্রেরিত হইয়াছে। হে মহারাজ! ইন্দ্র, অলঙ্কৃত ইন্দ্র-ধনু, অভেদ্য কবচ, খড়্গ এবং দিব্য তুণীর-মুগল প্রেরণ করিয়াছেন। হে রাম! আমি সারথি; এই রথ; ইহাতে আক্রমণ হইয়া দেবরাজ যেমন ব্রতাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন, হে দেব! আপনিও সেইরূপ রাক্ষস রাবণকে বধ করুন” মাতলি ইহা বলিলে রামচন্দ্র সেই রথ-শ্রেষ্ঠকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া লোক-সকলকে আনন্দিত করত রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর, মহাত্মা রাধব এবং বুদ্ধিমান রাবণের রোম-হর্বণ ভীষণ মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। পরমাত্মজ্ঞ রাধব, রাক্ষস-রাজের আশ্রয় অস্ত্র—আশ্রয় অস্ত্র দ্বারা; এবং দৈব অস্ত্র—দৈব অস্ত্র দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর, অস্ত্র-বেতা রাবণ, অত্যন্ত কোপাধিষ্ট হইয়া রামের প্রতি ঘোর রাক্ষস-অগ্র পরিচ্যোগ করিল। রাবণের শরাসন-মুক্ত সুবর্ণ-পুঙ্খ-মুখ্রত শর-নিকর মহাবিধ ভূজঙ্গ হইয়া রাধবের চতুর্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন তথায় সেই সকল সর্পমুখ শর জাল, মুখ দ্বারা অনল উদ্গিরণ করত দিক্‌কু বিদিক্‌কু সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তখন রাম, চতুর্দিক্‌কু পরিপূর্ণ সর্প-রাজি অবলোকন করিয়া প্রসিদ্ধ বোরতর গরুড় অস্ত্র রথ-স্থলের সামুখে প্রবর্তিত করিলেন। রাম নিষ্কিণ্ড সেই সকল বাণ গরুড়রূপী সর্প-শত্রু হইয়া চতুর্দিক্‌কু সর্প-সর্পবাণ ছেদন করিয়া ফেলিল। রাম, সমরে তদীয় অস্ত্র নিরাকৃত করিলে, দশানন, তখন রামের উপর দারুণ শর বৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর, অনায়াসকারী রামকে পুনরায় শরসমূহ-প্রহারে সীড়িত করিয়া ঘোর-শরে মাতলিকে বিদ্ধ করিল। রাবণ, সাতভিন্ন ক্রোধে রথমধ্যে কাকনময় রথ-ধ্বজ নিপাতিত করিয়া ঐন্দ্র-অশ্বদিগকে আঘাত করিল। তখন হরিকে কাতরের ছায় হইতে দেখিয়া দেবগণ, গন্ধর্ভগণ, চারণগণ পিতৃগণ এবং মহাবিগণ

ব্যথিত ও বিধ্ব হইলেন। বিভীষণ এবং বানর-শ্রেষ্ঠগণও ব্যথিত হইয়াছিল। সেখানে দশবদন বিংশতি-বাহু গৃহীত-শরাসন রাবণ মৈনাক-পর্কীভের ছায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। রামচন্দ্র, কোপা-রুণিত-নয়নে ডাকুটী করিয়া যেন রাক্ষসদিগকে নিঃশেষে দগ্ধ করত নিজের অমুরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। হস্তে ইন্দ্রধনু (রামধনু) সদৃশ অক্ষুণ্ড শরাসন এবং কালাগ্নি সদৃশ বাণ গ্রহণ করিয়া যেন দৃষ্টিপাতে দগ্ধকরত সমীপস্থিত শত্রুকে অবলোকন করিলেন। কাণরূপী রাম, যেন তেজে প্রজ্বলিত হইয়া সকল লোকের সমক্ষে পরাক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাম শরাসন আকর্ষণ-পূর্বক রাবণকে প্রতি-প্রহার করিয়া বানর-সৈন্য-দিগকে আনন্দিত করিলেন এবং দ্বয়ং কালাস্ত্রকে ছায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। শত্রুর প্রতি ধাবমান রামচন্দ্রের ক্রোধ-ভীষণ বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া সর্বভূতই ভয়াকুল হইল; এবং পৃথিবী কম্পিতা হইল। মহারোদ্ভ রাম, অতি-দারুণ উৎপাত এবং ভয়াকুল ভূতসকল অবলোকন করিয়া রাবণের ভয় সকার হইল। দেবগণ ও সিদ্ধ-গন্ধর্ভ-কিনরগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া লোক-প্রলয়-কর আড়ীবাণ-মুকের ছায় সেই হুমহৎ-যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। রাম ঐন্দ্র অস্ত্র গ্রহণ করিয়া রাবণের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর, যেমন ভাগতরু হইতে ফলরাজি নিপতিত হয়, রাবণের বহুতর মস্তক শোণিতাশ্রুত হইয়া সেইরূপ গগন হইতে পতিত হইতে লাগিল। তখন দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, অথবা দিগ্‌গল কিছুই প্রকাশ ছিল না, কিন্তু সেই যুদ্ধে রাবণের সেই কবচরূপ কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেন না যতবার মস্তক ছিন্ন; হইয়াছিল, ততবার পুনরায় উদ্ভূত হইতে থাকিল। অনন্তর, রাম বিস্মিতচিন্ত হইলেন। পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত সমানভেদজ মস্তক একশত একবার ছিন্ন হইল; কিন্তু তাহাতে রাবণের প্রাণনাশ বা চেষ্টা-নিবৃত্ত হইতে দেখা গেল না। অনন্তর সর্বাত্ম-বেগা বহু-অস্ত্র সম্ভার কৌশল্যানন্দ-বর্ধন ধীর রাধব চিন্তা করিতে লাগিলেন;—“যে যে বাণে মহাবল পরাক্রম দৈত্য-সকল নিহত হইয়াছে এই ত সেই সমস্ত বাণ, রাবণ বধে ইহারাই নিষ্ফল হইল। রাম এইরূপ চিন্তাকুল হইলে, সমীপস্থিত বিভীষণ, রাধবকে এই কথা বলিল;—“ইহার বাহু বা মস্তক সকল, ছিন্ন হইলেও পুনরায় অবিলম্বে উৎপন্ন হইবে, তদ-বানু দয়স্কু এই কথা বলিয়াছেন; ইহার নাভ



দেশে কুণ্ডলাকারে অমৃত অবস্থিত আছে; আধেয়  
অস্ত্রদ্বারা তাহা বিশোধিত করুন; তবে ইহার  
সূত্র্য হইবে।" বিতীষণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র  
সীতল-পরাক্রম রাম-আধেয় অস্ত্র সম্বান করিয়া  
সেই রাক্ষসের নাভি বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর ক্রুদ্ধ  
মহাবল রঘুবর, পুনর্বার রাবণের মস্তক ও বাহ  
সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দশানন, ক্রোধ-  
বিহ্বল হইয়া বিতীষণকে বধ করিবার জন্ম ষোড়-  
শত মহাশক্তি গ্রহণ পূর্বক নিক্ষেপ করিল। রাবণ,  
সুবর্ণ-ভূষিত নিশিত-শর-নিক্ষেপে সেই শক্তি ছেদন  
করিয়া ফেলিলেন। তখন দশাননের মস্তকচ্ছেদ  
হওয়ায় তেজ নির্গত হইয়া গেল; ভয়ঙ্কর মস্তক-  
সকল ছিন্ন হওয়ায় রাবণ ম্লান-কাণ্ডি হইল।  
রাবণ, তখন অবশিষ্ট একমাত্র প্রধান মস্তক  
এবং দুই বাহুদ্বারা শোভা পাইতে লাগিল। রাবণ,  
ক্রুদ্ধ হইয়া রামের উপর পুনর্বার নানাবিধ অস্ত্র-  
শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং রামও  
তাহার উপর বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই-  
রূপে তথায় ষোড়শ তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে  
থাকিল; অনন্তর মাতলি, তখন রাবণকে স্মরণ  
করাইয়া দিলেন; বলিলেন; হে রঘুবর! ইহার  
বধের জন্ম সত্ত্বর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করুন; দেবগণ,  
যাহাকে ইহার বিনাশকাল বলিয়া কীর্তন করেন,  
আজ তাহা উপস্থিত। হে রাবণ! আপনি ইহার  
মস্তক ছেদন করিবেন না; প্রভু! মস্তকে আঘাত  
করিলে ইহার বধ হইবে না, মর্মে আঘাত করি-  
লেই বধ হইবে।" মাতলির এই বাক্যে রামের  
স্মরণ হইল; তখন তিনি নিখসস্ত্র সর্পের চ্যায়  
প্রদীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। ঐ শরের পার্শ্বে পবন;  
কলাতে সূর্য ও অনল; এবং শরীর আকাশময়;  
উহা সূর্যের ও মন্দর পর্বতের চ্যায় গুরুতর;  
সমুদয় পর্বত মহাতেজা লোকপাল সকল অব-  
স্থিত; মহা-বাহ বলাী রাম, শরীর-প্রভায় জাভুল্য-  
মান ভাস্কর-কিরণ-জালে প্রতিফলিত ত্রিলোক-  
ভরাপহ সেই অদ্বুত উগ্র-অস্ত্র—বেদোক্ত বিধি  
অনুসারে মন্ত্র-পুত-করিলেন, পরে সেই মহাশর  
শরাসনে যোজিত করিলেন। রাবণ, যখন সেই  
শর-শ্রেষ্ঠ যোজনা করেন, তখন সর্বভূতগণ  
বিতস্ত ও বল্লমতী কম্পিতা হইল। তিনি রাবণের  
প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্বক  
পরম যত্ন-সহকারে সেই মর্ম্বশাতী অস্ত্র নিক্ষেপ  
করিলেন। ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের চ্যায় সেই প্রচণ্ড  
বাণ বিকট-বদন কৃতান্তের চ্যায় রাবণের বক্ষঃস্থলে

নিপতিত হইল। সেই শরীরনাশক ষোড়শ শর  
নিপতিত হইবামাত্র মহাবল রাবণের জঘন বিদৌর্ধ  
করিল। (অনন্তর) সেই শর রাবণের প্রাণ হরণ  
করিল; রাবণ বধ করিয়া রসাতলে প্রবিষ্ট হইল;  
আবার শ্রীরামের তুলীর মধ্যে প্রবেশ করিল।  
মহৎ শশর শরাসন রাবণের হস্ত হইতে অবি-  
লম্বে খসিয়া পড়িল; রাক্ষসরাজ, গতজীবন  
হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বেগে ছুতলে পতিত হইল;  
হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ, তাহাকে ছুতলে পতিত  
হইতে দেখিয়া নায়ক-নিধনে ভয়াকুল হওয়ার সকল  
দিকে পলায়ন করিল। অনন্তর জ্যোৎস্নক  
বানরগণ, দশাননের নির্ধন এবং রাবণের জঘন  
দর্শন করিয়া অতীব আনন্দে রামজয় ও রাবণ-বধ  
কীর্তন করত সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন  
আকাশে মঙ্গলময় দেব-দ্রুম্বুত নিনাদিত হইল;  
চতুর্দিক হইতে রাবণের উপর পুষ্প-বৃষ্টি হইতে  
লাগিল। মুনি, সিদ্ধ চারণ ও দেবগণ, তাঁহার স্তব  
করিতে লাগিলেন; এবং আকাশে সর্বত্র অম্বর-  
গণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দেবগণ দেখিতে  
থাকিলেন, সূর্য্যতুল্য ভাস্কর জ্যোতিঃ, রাবণের দেহ  
হইতে উদ্ভিত হইয়া রঘুবরে প্রবিষ্ট হইল। দেব-  
গণ বলিতে লাগিলেন, "ও; মহাত্মা রাবণের  
মহাভাগ্য! আমরা সত্ত্বগুণ প্রধান দেবগণ—বিষ্ণুর  
দয়ার পাত্র; তথাপি আমাদের ভয়—ঃ—থ—  
শোকাদি প্রচুর পরিমাণে আছে; আমাদের  
সংসারে গভায়াত করিতে হয় (যুক্তি লাভ  
করিতে পারি নাই); কিন্তু এই রাক্ষস—ক্রুর,  
ব্রহ্মশাতী, অতীব তমোগুণ-সম্পন্ন, পরত্রীতে  
আনন্ত, বিষ্ণু-দেহক এবং তাপস-হিংসক; তথাপি  
সে, সর্বভূতের সমক্ষে রামচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইল!"  
দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে। নারদ ঈশৎ হস্ত  
করিয়া কাহিলেন;—“আছে দেবগণ! তোমরা ধর্ম্ম-তত্ত্বে  
বিচক্ষণ; এবিষয়ে একটা কথা শুন;—রাবণ, সর্বদা  
রামের প্রতি দ্বেষবশতঃ ভৃত্যগণের সহিত নিরন্তর  
দেহক ভাবে রাম-চরিত্র শ্রবণ করিয়া সেই রামকেই  
মনে মনে ভাবনা করিত; রামের হস্তে আশ্রয়  
হইবে জানিয়া ভয় ক্রমে সর্বত্র রামকে লোথিতে  
পাইত; প্রত্যহ স্বপ্নেও রামকেই দেখিত; রামের  
প্রতি রাবণের ক্রোধও অবিলম্বে, গুরুপদে-জনিত  
জ্ঞান হইতে অধিক ফলজনক হইয়াছিল। রাবণ  
অবশেষে রামহস্তে নিহত হওয়ার তাহার সমস্ত পাপ-  
রাশি বিনষ্ট হইল এবং বন্ধন-মুক্ত হইয়া রাম-  
সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইল। দুরাস্বাই হউক, আর পরধন

বা পরস্মীতে আসক্ত পাপিষ্ঠই বা হউক, যদি শ্রীতি-বশতঃ বা ভয়ক্রমে নিরস্তর রঘুকুল-ভিলক রামচন্দ্রকে ভাবনা করতঃ দেহত্যাগ করে, তাহা হইলে সে নির্মূল-চিত্ত এবং শত শত জন্মার্জিত নানা গৌৰ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রামরূপী বিষ্ণুর সুরবর-বন্দিত আদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। ত্রৈলোক্য-পীড়ক দশাননকে যুদ্ধে নিহত করিয়া ভূতল-স্পর্শী শরাসনে বামহস্তের ভ্রু দিয়া দণ্ডায়মান রাম, একটা বাণ লইয়া দক্ষিণ হস্তে বুড়াইতেছেন; তাঁহার লোচন-প্রান্ত আরক্ত; শরাঘাতে শরীর ক্ষতবিক্ষত, কোটি সূর্যের ছায় জ্যোতিঃ এবং জয় লক্ষ্মীর আলিঙ্গনে অবরবে\* অপূৰ্ণ শ্রী সঞ্চার হইয়াছে; সেই সুরপতি-বন্দিত বীর-বেশধারী রাম আমাকে রক্ষা করুন।”

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাম,—বিভীষণ, হনুমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ বানর-রাজ (সুগ্রীব), জাম্ববানু এবং অপর অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সন্দেহচিত্তে সকলকেই বলিতে লাগিলেন;—“তোমাদিগেরই বাজবীর্যে আমি রাবণকে নিহত করিতে পারিলাম। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবেন, ততদিন তোমাদিগের এই পবিত্র কীর্তি বর্তমান থাকিবে; এবং তোমাদিগের কীর্তি-ঘটিত ত্রিলোক-পাবন কলি-কস্য-নাশন এই সকল বিবরণ কীর্তন করিলে মনুষ্য পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। ইত্যবসরে, মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ-পালিতা সকল রমণীগণ, রাবণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া শোক করিতে করিতে আসিয়া রাবণের সমীপে নিপতিত হইল; এবং অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিল। বিভীষণ, মহাশোকে কাতর হইয়া শোক করিতে লাগিল; এবং রাবণের সমীপে নিপতিত হইয়া নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।

রাম, যক্ষগণকে বলিলেন;—“হে মানদ! বিভীষণকে বুড়াও; বিভীষণ ভ্রাতার সংকার করুন; বিলম্বে শ্রেয়োজন কি? মুনোদরী-প্রমুখ স্ত্রীগণ পতিত হইয়া বিলাপ করিতেছে; এই সকল রাবণ-রমণী রাক্ষসীগণকে বিভীষণ নিবারণ করুন।”

রাম এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ বিভীষণের নিকট গমন করিলেন। শবের পার্শ্বে শবের ছায় নিশ্চেষ্ট ভাবে নিপতিত মহাশোকে আচ্ছন্ন বিভীষণকে সুমিত্রাতনয় ইহা বলিলেন;—“অহে বিভীষণ! তুমি বাহার জন্ম দুঃখ সহকারে শোক করিতেছ;

জন্মের পূর্বে, মৃত্যুর পর এবং বর্তমান সময়েই বা এ তোমার কে? তুমিই বা ইহার কে? যেমন শ্রোত-জলে নিপতিত বাসুকানিচর শ্রোতের বশে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে থাকে; সেইরূপ কালবশে দেহিগণ ও সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; বাস্তবিক তাহাদিগের কোন নিয়মিত সম্বন্ধ নাই; যেমন বীজ হইতে অশ্রান্ত বীজ উৎপন্ন হয় এবং না ও হয়, বিশেষ নিয়ম নাই; সেইরূপ ঐশ্বরিক মায়াবলে বাধ্য হইয়া প্রাণিগণ প্রাণিগণের সহিত (পুত্রাদিরূপে) সংযুক্ত ও হয়; এবং বিযুক্তও হয়; অর্থাৎ প্রাণিগণের জন্ম জনকভাবও নীজের ছায় মাত্র; সংযোগ বিরোগও মাস্য বিজ্ঞপ্তিত; অতএব শোক করা অমুক্তিত।

\* তুমি, ইহার, আমরা এবং অশ্রান্ত সকলেই সমান; কালবশে সকলেই সংযোগ বিরোগ হয়। যে-কালে বিধেতা জন্ম-মৃত্যু বিধান করিয়াছেন, জন্ম-মৃত্যু সেইকালে হইতেই হইবে। স্বয়ম্ভু ঈশ্বর, অসোজন সিদ্ধি অপেক্ষা না থাকিলেও বাণকের ছায়, নিজস্বষ্ট পরতজ প্রাণী সকল দ্বারা প্রাণিগণের স্বষ্টিও সংহার করেন। জীবাণ দেহসংযোগবশতঃই দেহী; বীজ হইতে বীজান্তরের ছায় দেহ হইতে (পিতৃদেহ হইতে) দেহ উৎপন্ন হয়। (জীব) নিত্য; স্মৃতরাং অনিন্য দেহ হইতে বিভিন্ন। বস্তুতঃ চিরকাল প্রচলিত এই দেহ-দেহি-বিভাগ অজ্ঞানমূলক মাত্র। যেমন কাষ্ঠের সারল্য, বক্রত্ব প্রভৃতি বিকারবশতঃ অগ্নি ও সরল বক্রে নানারূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ পার্থক্য, জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি এবং কর্মফল, বস্তুতঃ আশ্চার্য ধর্ম না হইলেও বুদ্ধি প্রভৃতির ধর্ম বলিয়া দ্রষ্টার (আশ্চার্য) ধর্মস্বরূপে প্রকাশিত হয়। দেহাদি ঘটিত অসং জ্ঞানেই (দেহাদিকে “আমি” বা “আমার” বলিয়া বুঝতেই) আত্মা সেই সকল ধর্মে আক্রান্ত হয়। আগ্রহ সহকারে ভাল মন্দ যে কিছু চিন্তা করিবে, চিন্তাকর্ত্তাকে তদনুরূপ হইতে হইবে।

\* শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক “অধিকল এই শ্লোকের অনুরূপ; ঈশ্বরবানী তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, উপরে তদনুরূপের অনুষঙ্গ প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যায় রামায়ণ টীকাকারের সম্বন্ধ অনুষঙ্গ এই;—“যেমন ভর্জিত বব, ভর্জিত ববের সহিত মিলিত হইয়া উৎক অধোভাবে থাকে (এবং ভটি মন্থন বঙ্গিয়া তৎক্ষণাৎ) বিস্লিষ্ট হইয়া পড়ে; সেইরূপ ঈশ্বর মায়্য-প্রেরিত প্রাণীসকল প্রাণীসকলের সহিত সম্বন্ধানু হইয়া অচিরে বিচ্যূত হইয়া থাকে।

বেমন সুসুপ্তি অবস্থার অহঙ্কার-অভাবে সংসার প্রতীতি হয় না; সেইরূপ জীবমুক্ত পুরুষ অহঙ্কার-মুক্ত হয় বলিয়া তাহারও সংসার-জ্ঞান থাকে না। অতএব মায়া-পরিণাম মনের ধর্ম অহং মনতা ( “আমি” “আমার” এই জ্ঞান ) পবিত্র্যণ কর; মায়া-মুখ্য সর্বভূতের অন্তর্ধারী পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান্ রামভক্তে মন নিবিশ্ট কর। বহিরিন্দ্রিয় ও বিষয় সঙ্গন্ধে দোষ দেখাইয়া তাহা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; করিয়া আনন্দময় শ্রীরামে নিবোধিত কর। দেখে আত্মবুদ্ধি করিলেই কেহ ভ্রাতা, কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ সূত্রং এবং (কেহ) প্রিয়জন হইয়া থাকে; কিন্তু যখন আত্মাকে দেখে হইতে বিভিন্ন বলিয়া বুকে, তখন কে কাহার বন্ধু? কে কাহার ভ্রাতা? কে কাহার মাতা? কে কাহার পিতা? এবং কেই বা কাহার সূত্রং? গৃহিণী; গৃহ; শাস্তাদি বিষয়; বিবিধসম্পত্তি; সৈন্য সামান্ত; ধনাগার; ভৃত্য-পূর্ণ; রাজ্য; ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতি—সমস্তই সর্বদা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। অজ্ঞানমূলক বলিয়া এতৎসমুদায় জ্ঞানভঙ্গুর। উঠ; তন্নি সহকারে শ্রীরামকে মনে মনে চিন্তা ও রাজ্যাদি ভোগকরত প্রতিনিরত প্রারন্ধের অনুবর্তী হইয়া চল। ভূত ভবি-শ্যৎ বিচার না করিয়া উপস্থিত বিষয় দ্বার-মত আচরণ করত বিহার কর; তাহা হইলে আর সংসার-দোষে লিপ্ত হইবে না। রাম, তোমাকে অল্পমতি করিতেছেন: ভ্রাতার প্রেত কার্য যথা শাস্ত সম্পা-দন কর; হে মহামতে! রোক্ষণ্যামান রমণীগণকে নিবারণ কর; ইহঁরা অবিলম্বে লঙ্কামধ্যে গমন করুন।” বিভীষণ, লঙ্কণের যথোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোক মোহ পরিভ্যাগপূর্বক রাম-পার্শ্বে উপস্থিত হইল। ধর্মজ্ঞ বিভীষণ, মনে মনে সেই ধর্মার্থ-সম্পন্ন থাকার তাৎপর্য বিচার করিয়া রামের অনুবৃত্তির জ্ঞানই এই উত্তর করিল;—“হে প্রভূ! হে দেব! মূর্খস, মিথ্যাবাদী, ক্রু, ধর্ম-ভেদী, ব্রত-হীন এবং পর-লারপামী এই রাক্ষসের সংকার করিতে আমি পারিব না।” রাম তাহার বাক্য শ্রবণপূর্বক প্রীত হইয়া এই কথা বলিলেন;—“অরণ পর্যন্তই শত্রুতা; আমাদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে; (আর-কেন?) ইহার সংস্কার কর; এই রাবণ তোমার পক্ষে যেমন আমার পক্ষেও তৎসং।”

ধর্মাত্মা বিভীষণ, রামের অল্পমতি মন্তকে লইয়া তখন অবিলম্বেই যুদ্ধিষ্ঠী রাজ্ঞী মন্দোদরীকে নানা-বিধ শোক-নাশক ঘটনে সান্ত্বনা করিল। পরে ধর্ম-বুদ্ধি ধর্মজ্ঞ বিভীষণ, ভ্রাতৃসংস্কারের জ্ঞান ধীর

বাক্যবর্ণনাকে ত্বরান্বিত করিল। বন্ধু ও মন্ত্রিগণের সহিত বিভীষণ, পিতৃ-মেধ বিধি অনুসারে মৃতদেহ চিতায় আরোপিত করিয়া অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের বেরূপ কর্তব্য, রাবণের উৎসমস্তই করিয়াছিল। বিভীষণ, তাহার যথাবিধি অধিকার্য করিল। অন-স্তর, নানান্তে আত্ম বস্ত্রে কুশাদি-স্পৃষ্ট সতিল জল নির্ধিপূর্বক প্রদান এবং তাহার উদ্দেশে শুভ জল স্থাপন করিয়া মন্তক নত করিয়া ইহাকে (রাবণকে) প্রণাম করিল। পরে বারবার সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া সেই সকল রমণীগণের শোকাপনোদন করিল; তাহাদিগকে “নগরমধ্যে গমন করুন;” এই কথা বলিলে তখন সেই সকল রাক্ষসভাৰ্য্যাগণ, নগরে প্রবেশ করিল। রাক্ষস-পত্নীগণ সকলে নগর প্রবেশি হইলে; বিভীষণ তখন রামপার্শ্বে আসিয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইল। ইঙ্গ যেমন ব্রত বধ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ শত্রুগণকে বধ করিয়া—সৈন্যগণ, সুগ্ৰীব এবং লঙ্কণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রেও আনন্দ লাভ করিলেন। তখন মাতলি, রামকে প্রশিক্ষণ ও প্রণাম করিয়া রামের অল্পমতি ক্রমে আকাশ পথে স্বর্গগমন করিলেন। অনস্তর রাম স্তম্ভচিত্ত হইয়া লঙ্কাকে এই বলিলেন;— “আমি পূর্বেই বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য প্রদান করি-য়াছি, আবার এখন ভূমিও লঙ্কামধ্যে গমনপূর্বক ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করাইয়া বিভী-ষণের অভিষেক কার্য সম্পাদন কর।” এই কথা বলিলে লঙ্কণ, বামনগণ-সমভিব্যাহারে সত্তর লঙ্কানগরে গমন করিলেন; গিয়া সমুদ্র জল পূর্ণ স্বর্গকুন্তসমূহ দ্বারা ধীমান্ রাক্ষসরাজের স্তম্ভ অভিষেক বিধি সম্পাদন করিলেন। অন-স্তর সৌমিত্রিসমভিব্যাহারে বিভীষণ, পুরবাসী জনগণের সহিত আসিয়া অনায়াসকারী শ্রীরা-মকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল। পুরবাসীদিগের হস্তে নানাবিধ উপঢৌকন সামগ্রী ছিল; স্বয়ং বিভীষণও উপঢৌকন দ্রব্য আগ্রহে করিয়া আনিয়াছিল। সানুজ রামচন্দ্রে,—বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছে দেখিয়া আন-ন্দিত হইলেন এবং যেন আপনাকে চরিভাৰ্য বলিয়া বোধ করিলেন। অনস্তর রাম, সুগ্ৰীবকে আলি-ঙ্গন করিয়া বলিলেন;—“হে বীর! আমি তোমার সাহায্যে এই মহাবল রাবণকে জয় করিলাম এবং হে অনন্স! বিভীষণকেও লঙ্কাতে অভিষিক্ত করি-লাম।” অনস্তর বিনীতভাবে পার্শ্বে অবস্থিত হনু-মানকে বলিলেন;—“ভূমি বিভীষণের অল্পমতিক্রমে রাবণভবনে গমন কর; রাবণ-বধ প্রভৃতি সকল

বিবরণ জানকীর নিকট বল গিয়া ; এবং জানকী কি উত্তর করেন, শীঘ্র আসিয়া তাহা আমার নিকট নিবেদন কর ।” বুদ্ধিমান পবননন্দন রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া লক্ষ্মীনাগরে প্রবেশ করিল ; তখন রাক্ষসগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিল । তখন হনুমান রাবণ-গৃহে প্রবেশ করিয়া শিংশপা মূলে অবস্থিতা, রাক্ষসীগণে পরিবৃত্তা রামচিন্তা-পরায়ণা সেই কৃশা কাতরা অনিন্দিতা জনক-তনয়াকে দেখিতে পাইল । পবননন্দন ক্রিয়-নন্দ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল ; অনন্তর ভক্তিসহকারে কৃত-ঞ্জলি হইয়া নন্দভাবে সম্মুখে অবস্থিত হইল । জানকী তাঁহাকে দেখিয়া তৃষ্ণাভাবে থাকিলেন, ( কিৎক্ষণ পরেই ) তাঁহার পূর্বস্মৃতি হইল । তিনি তাহাকে রামের দূত জানিয়া আনন্দে প্রসন্ন-মুখী হইলেন । পবননন্দন তাঁহাকে প্রসন্নমুখী দেখিয়া রামের কথিত সকল কথা তাঁহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিল ;—“হে দেবি ! রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, সহায়—বিভীষণ এবং বানরসৈন্যগণ—সকলেই মঙ্গল । শ্রীরাম, সুপুত্র সৈন্যে মস্তি-সম্মত রাবণকে নিহত এবং বিভীষণকে রাজ্যাভিযুক্ত করিয়া আপনাকে তাঁহার কুশল সমাচার দিয়াছেন ।” সীতা ভক্তার প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ-গন্দাদ বাক্য বলিলেন ;—আজ আমি তোমার কি প্রিয় কার্য করিব ? তুমি আমাকে যে প্রিয় সমাচার দিয়াছ, তাহার সদৃশ রত্ন বা আভরণ জিজ্ঞাস্তে দেখি না । বৈদেহী এই কথা বলিলে হনুমান উত্তর করিল ;—“রাম যে শত্রু বধ করিয়া বিজয়ী এবং স্থস্থির হইয়াছেন দেখিতেছি ; ইহাই আমার বিবিধ রত্নরাজি হইতে—এমন কি স্বর্ণ রাজ্য হইতেও অধিক ।”—মৈথিলী, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতিকে বলিলেন ;—“হে সৌম্য ! সকল সৌম্য-গুণই তোমাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে । রাম আমাকে অনুমতি করুন, সত্বর আমি তাঁহাকে দেখিব ; হনুমান “যে আজ্ঞা” বলিয়া, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া রত্নবরকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিল । জানকী-কথিত সকল কথা রাম সম্মুখে নিবেদন করিল ; এবং বলিল ;—“তাঁহার জন্ম এই সকল কার্যের আরম্ভ এবং ফল নিশ্চয় হইল ; এখন সেই শোকসমগুণা দেবী মৈথিলীকে দর্শন করা আপনার উচিত হয় ।” হনুমান এই কথা বলিলে, জ্ঞানিপ্রেষ্ট রমণীর বিগ্রহ রাম, মায়ী-সীতাকে পরিত্যাগ এবং অনলে অবস্থিত প্রকৃত জানকীকে গ্রহণ করিতে মনে মনে স্থির করিয়া বিভীষণকে বলিলেন ;

—“রাজন ! গমন কর ; জনকনন্দিনী দ্বান করিয়া নির্মূল বসন এবং সকল প্রকার অলঙ্কারে ভূষিত হইলে তাহাকে আমার নিকট সত্বর আনয়ন কর ।” বিভীষণও তাহা শ্রবণ করিয়া মারুতির সহিত গমন করিল । অতিবুদ্ধ রাক্ষসীগণ দ্বারা মৈথিলীকে দ্বান এবং সর্বলঙ্কারে ভূষিত করাইয়া উত্তম শিবিকায় আরোহণ করাইল । কঙ্ক ও উকীষধারী বহুতর বাষ্টিকগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল । সকল বানরগণ, সেই শুভময়ী জনকতনয়াকে দেখিতে আসিল ; বহুতর বেত্রধারী তাহাদিগকে দেখিতে আসিতে নিবেশ করিতে লাগিল । এইরূপে কোলাহল করিতে করিতে রক্ষীগণ রাম সমীপে উপস্থিত হইল ; অনন্তর ববুর দূর হইতেই জানকীকে শিবিকারূঢ়া দেখিয়া বলিলেন ;—“বিভীষণ ! তোমার অনুচরগণ বানরদিগকে নিবারণ করিতেছে কি জন্ম ? সকল বানরগণ জননীর জ্ঞায় মৈথিলীকে অবলোকন করুক । জানকী পদতলে আমার নিকটে আগমন করুক ।” সীতা রামের সেই-বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্বক পদতলে ধীরে ধীরে রাম সন্নিধানে আসিলেন । বহুদন্দন রামও কার্য নির্বাহের জন্য কল্পিত সেই মায়ী-সীতাকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে নানা-প্রকার অবলুক্য কথা বলিলেন । সীতা, রাম-কথিত সেই বাক্য সহ করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, “আমার প্রতি রামের বিশ্বাস এবং লোকের প্রাত্যয়ের জন্ম শীঘ্র অগ্নি প্রজ্বলন কর ।” লক্ষ্মণও রাবণের মন জানিয়া তখনই বৃহৎ কাষ্ঠরাশি করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করিলেন । অনন্তর, শত্রুহস্তা লক্ষ্মণ রামের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তৃষ্ণাভাবে রহিলেন । অনন্তর মৈথিলী সীতা, ভক্তি সহকারে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, সকল লোক এবং দেবমহিলা ও রাক্ষস মহিলাদিগের সম্মুখে শেখতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম পূর্বক অগ্নির সমীপবর্তিনী হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে ইহা বলিলেন ;—“আমার চিত্ত যেমন কখনই রাবণ হইতে অপস্থত হয় না, তদনুসারে লোক সাক্ষী পাবক আমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ( সীতল হউন ) ।” সতী সীতা এই বলিয়া তখন অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর সিদ্ধ ও চুতগণ, সীতাকে মহাবহ্নিতে প্রবেষ্ট হইতে দেখিয়া অতীব কাতর হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল ;—“বড়ই আশ্চর্য ! রাম সর্বজ্ঞ হইয়াও স্বীচ লক্ষ্মী সীতাকে কিজন্ম পরিত্যাগ করিলেন ?”

## ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

অনন্তর রাম যেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে—সহস্রাক ইন্দ্র, বশু, মহাতেজা কুবের, সুবাহন মহাদেব, ব্রহ্মজ্ঞ প্রধান ব্রহ্মা, মুনিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্ব-গণ, অপসরাগণ, এবং সর্পগণ—ইহারা ও অস্ত্র সকলে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বিমান-আরোহণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহারা কৃতাজলি হইয়া পরমাত্মা রামকে বলিতে লাগিলেন,—“আপনি সর্ব লোকের কর্তা ও সাক্ষী এবং বিজ্ঞান মূর্তি; আপনি বহুগণের মধ্যে অষ্টম বস্তু; একাংশ কুহেলের মধ্যে শঙ্কর; আপনি ত্রৈলোক্যের আদিকর্তা চতুরানন ব্রহ্মা; অশ্বিনীকুমার-যুগল, আপনার নাসিকা; চন্দ্র সূর্য আপনার নয়ন ছয়। আপনি লোকসকলের আদি ও অন্ত; আপনি নিত্য, একমাত্র, সদা-প্রকাশ, সদাশুদ্ধ, সদাশুদ্ধ সদায়ুক্ত, নিগূর্ণ এবং অদ্বিতীয়। বাহারা আপনার মায়ার আবৃত, তাহা-দিগের নিকটেই আপনি মনুষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হন। হে রাম! বাহারা আপনার নাম স্মরণ করে; সেই সকল মায়ী-যুক্ত ব্যক্তির নিকট চেতন্ত্বরূপে প্রতিভাত হন। রাবণ আমাদের তেজ এবং অধিকার হরণ করিয়াছিল; আজ আপনি সেই হৃষ্টকে নিহত করিলেন, আমরা আবার স্বল্পপদ প্রাপ্ত হইলাম।” দেবগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা, প্রথমে হইয়া সত্যপথে অবস্থিত শ্রীরামকে বলিতে লাগিলেন,—আপনি ত্রিলোক-স্থিতির মূল দেব বিশ্ব; তত্ত্বজ্ঞানিগণ হৃদয় মধ্যে আপনাকে ধ্যান করেন; সূখ-হৃৎ-প্রভৃতি—গ্রাহ্য ও ত্যজ্য হৃদয় আপনাতে ভর্তমান নাই। আপনি পরাংপর, অদ্বিতীয়, সন্তামাত্র, সকলের অন্তর্ধারী এবং জ্ঞানস্বরূপ; আপনাকে বন্দনা করি। নিশ্চয়-বুদ্ধি করিয়া হৃদয়ে প্রাণবায়ু এবং অপান বায়ু রোধ, ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল সন্দেহ নিবারণ এবং বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মোহ-যুক্ত ষড়গুণ যে ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন; সেই যগি-মুহূর্তে শোভিত সূর্যপ্রভ রামচন্দ্রকে বন্দনা করি। লোকরঞ্জন রমণীয় রাম আপনাকে বন্দনা করি; আপনি মায়ী-ভীত, মাধব, এবং জগতে আদি; আপনার আদি নাই; পরিমাণ নাই; আপনি অজ্ঞাননাশন মুনি-গণের বন্দনীয়, যোগিগণের চিন্তনীয়, যোগমার্গ-প্রবর্তক এবং পরিপূর্ণ। আপনি অন্তর-সংহারী বীর-বেশ-ধারী শ্রীরাম আপনাকে বন্দনা করি; আপনি ভাব-জ্ঞান

অভাব-জ্ঞানের অপোচর; মহাদেব প্রভৃতি ভোগে অনাসক্ত ব্যক্তিগণ আপনার পাদপদ্মবুগল পূজা করেন; আপনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অনন্ত এবং প্রেতব বাচ্য। আপনি আমার নাথ; আমি বাহা বাহা প্রার্থনা করি আপনি সেই সকল কার্য সম্পাদন করেন। আপনি অভিমানশূন্য; (অথবা পরিচ্ছেদশূন্য), মাধব স্বরূপ; ও ত্রিলোক-ধারক, ভক্তিদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বাহারা আপনার স্বরূপ চিন্তা করে, আপনি তাহাদিগকে সংসার-মুক্ত করেন; এবং বাহাদিগের চিন্ত যোগোপায়সদ্বারা বিমুক্ত; আপনি তাহাদিগের সহচরস্বরূপ। আপনি, লোক সকল স্বজন ও সংহার করেন, আপনি সমস্ত লোকের পরম ঈশ্বর, লৌকিক প্রেমাধ্বারা আপনাকে বুঝা যায় না, আপনি ভক্তিতাব এবং শ্রদ্ধা-ভাবাপন্ন পুরুষদিগের সেব্য; আপনি ইন্দ্রবীর শ্রামল সুন্দর রাম, আপনাকে বন্দনা করি। হে মাধব! আপনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইন্দ্রিয়শূন্য (অথবা পরিচ্ছেদ-শূন্য) এবং মুনিগণের মাননীয়; কোন অভিমান মুঢ় ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সমর্থ? আপনি শিব প্রভৃতির বন্দনীয় হইয়াও বন্দ্যবনে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবগণের বন্দনা করিয়াছেন; আপনি সেই পরমসুখ-মূল রাম আপনাকে বন্দনা করি। বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, নিত্যানন্দ, নির্বিকল্পক জ্ঞান বিষয়, অনাদি হইয়াও আমার প্রার্থনার মায়ুষ-ভাব-প্রাপ্ত মরকত প্রভ মথুরা-নাথ রামকে বন্দনা করি। পৃথিবীতে যে মনুষ্য, অভ্যষ্ট-বস্ত্র-দাতা ঈশ্বর শ্রামবর্ণ রামকে ধ্যান করত শ্রদ্ধাসহকারে ব্রহ্মজ্ঞানীজনক এই ব্রহ্মকৃত আদ্য স্তব পাঠ করে, সেই ধ্যানকারী পুরুষ, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। লোক-সাক্ষী—বিভাবহু হতানন ব্রহ্মকৃত রামস্বয় প্রবণপূর্বক, বিমল-অরুণ-কান্তি রক্ত-বসন-পরিধানা দিব্য বিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া বিরাজমানা জনক-উনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া শরণাগত-দিগের নিখিল পীড়ানাশক রঘুবরকে বলিতে লাগিলেন;—“হে রঘুনাথ! হে হরে! দশাননের প্রাণ বিনাশের জন্য মায়ীসীতা নির্দ্বন্দ্ব করিয়া পূর্বে বনে ধাঁহাকে আপনি আমার নিকট রাখিয়াছিলেন, (এখন) সেই দেবী জানকীকে এই গ্রহণ করুন; হে শ্রু! পুত্র ও বাহুবলগণের সহিত দশানন নিহত হওয়ার ভৃত্যের বিদূরিত হইয়াছে। সেই প্রতিবিশ্ব-রূপী সীতা যে জন্ম নিশ্চিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে কৃতকার্য হইয়া অস্তিত্ব হইয়াছেন।” অন-ন্তর রাম আনন্দসহকারে অগ্নির প্রতি সম্মান প্রেত-

শর্ন পূর্বক অতিসঙ্কীর্ণ জ্ঞানকৌকে গ্রহণ করিলেন। (করিয়) শ্রীপাত, সেই চিরসহচারী ত্রিলোক জননী লক্ষ্মীকে আপন ক্রোড়ে স্থাপিত করিলেন। তখন আনন্দে সুরপতি শ্রীরামকে জনকতনয়া-মিলনে অপূর্ব-শোভাসম্পন্ন অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে কৃতাজ্জলিপুটে গর্দান বচনে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র কহিলেন;—“বাহার নাম সংসার-কাননের বাধানল তুল্য; ভবানী বাহার আনন্দময় রূপ, মনে মনে ভাবনী করেন; সেই সংসার-মোচক শিবাঙ্গ-সেবিত ইন্দ্রবীর-প্রভ রামকে আমি সর্বদা ভজনা করি। যিনি, অমর-নিকরের ক্লেশরাশি নাশে একমাত্র হে হু, যিনি (বসন্তঃ) নিরাকার হইয়াও শ্রীমায়ী বলে) মনুষ্য সৃষ্টি দেহ ধারণ করিয়াছেন, সেই স্তবনীয় পরাংপর পরমেশ্বর পরমানন্দময় ভূতারহারী শ্রীহরি রামকে ভজনা করি। যিনি শরণাগত ব্যক্তিদিগকে নিখিল আনন্দ দান করেন; বাহার নামে শরণাগত ব্যক্তিদিগের ক্লেশরাশি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়; যিনি মহাতপস্বী যোগিবরণের চিন্তনীয়; বানররাজ-প্রভৃতি-পরিবৃত সেই ভবানীধন রামরূপী সূর্য্যকে ভজনা করি। যিনি সংসারিণের সর্বদা দূরস্থিত; অথচ যোগীদিগের সর্বদা অনুরে বিরাজমান; জনকতনয়ার আনন্দরূপী সেই চিদানন্দ মূল ঈশ্বর রাধবের সর্বদা শরণাগত হই। মহতী যোগমায়ার গুণবিশেষে সংশ্রিত হইয়া হে ঈশ্বর। আপনি লীলামনুষ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। বাহার আনন্দজনক আপনার লীলা কীর্তনে পরিপূর্ণ কর; তাহারাই হইলোকে সর্বদা আনন্দস্বরূপ হয়। গৌরবমদে মত্ত এবং সুরাদি-সেবনে শ্রমস্ত হইয়া অধিল রাজগণের দ্বার অতিমানে আমি, আপনাকে জানিতে পারি নাই। এখন আপনার চরণকমল প্রসাদে আমার সেই ত্রিলোকাধিপত্য অভিমান বিনষ্ট হইল। দীপ্তিসম্পন্ন রত্নকেবুর ও রত্নহারে রমণীয়, পৃথিবীর ভারভূত অস্তুর সৈন্তগণের ক্রেশদাতা, শরস্রোতের দ্বার সুন্দর-মুখ, কমনীয়-কমল-নয়ন এবং চন্দ্র-ভ-পারাপার ঈশ্বর রাধবকে ভজনা করি। মরকত-শ্রামলাজ, বিরাধ প্রভৃতির নিধনদ্বারা লোক-শান্তি-কর, কিরীটাদি-শোভিত, পুরারির ধন-রত্ন-স্বরূপ রত্নপতি রামচন্দ্রকে ভজনা করি। সুদীপ্ত-হেম-বরণী চপলাচার-কান্তি সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া কোটি-চন্দ্র-প্রকাশবৎ শোভমান সিংহাসনোপরি আসীন মোহ-বিবাদ শূন্য রামচন্দ্রকে ভজনা করি। অনন্তর, গগনমণ্ডলে বিমানারূঢ় ভবানী-সহিত ভব, কমলদল-লোচন রামকে বলিলেন;—“হে রাধব! তুমি রাজ্যাভিষিক্ত

হইলে, তোমাকে গোধিবার জন্ত অবশ্যপায় আসিব; এখন তুমি এই মনুষ্য দেহের পিতাকে অবলোকন কর।”

অনন্তর, সাহুজ শ্রীরাম, সন্মুখে বিমানারূঢ় দশরথকে অবলোকন করিলেন; হর্ষ ও ভক্তি সহকারে অবনিতল লুপ্তিতমস্তকে তদীয় চরণদুগলে প্রণত হইলেন। দশরথ রামকে আলিঙ্গন ও তদীয় মস্তক আভ্রাণ করিয়া বলিলেন;—“বৎস! সংসার-জুখ সাগর হইতে আমাকে তুমি উত্তীর্ণ করিয়াছ”; এই বলিয়া তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন;—“অনন্তর রামকর্তৃক পূজিত হইয়া প্রশস্তান করিলেন। রাম, সেই সুরপতিকে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন;—“হে মহশয়! আমার জন্ত যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত বানরগণকে আমার আদেশে সুধারুণি দ্বারা সত্তর জীবিত কর।” মহশয় “যে আত্মা,” বলিয়া অমৃতবৃষ্টি দ্বারা সেই সকল বানরকে জীবিত করিলেন। বাহার পূর্বে নিহত হইয়াছিল, তাহার সুশোখিতের দ্বার পূর্ববৎ সবেল ও চুট অবস্থাতেই রামপার্শ্বে উপস্থিত হইল। কিন্তু তথায় রাক্ষসগণ, অমৃতস্পর্শেও উথিত হইল না।

বিভীষণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া এইকথা বলিল;—“হে দেব! আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন; যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ভ্রাতাও সীতাসমভিব্যাহারে অদ্য আপনি মঙ্গল-স্থান করিয়া অলপ্ত হউন। আগামী কল্য আমরা অসোধ্য গমন করিব।” বিভীষণের কথা শুনিয়া রত্নবর বলিলেন;—“সুহৃদ্যর ভরত, আমার অত্যন্ত ভক্ত; সে ভ্রাতৃ-বন্ধল-ধারী ও প্রণব-ধ্যান-ভঙ্গের হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছে। সেই ভরত ব্যতীত স্নান বা ভূষণাদি কিরূপে হইবে? অতএব তুমি অবিলম্বে সুগ্রীব প্রভৃতির সহিত পূজা কর। বানর-শ্রেষ্ঠগণ পূজিত হইলেই আমি পূজিত হইলাম; সন্দেহ নাই।” রাধব এই কথা বলিলে রাক্ষস-রাজ বিভীষণ, বানরগণের রুচি ও ইচ্ছাসুত্রে সুবর্ণ রত্ন, এবং বসনসকল বিতরণ করিল। অনন্তর, রাম, সেই মঙ্গল যুদ্ধপতি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে রত্নরাশি দ্বারা পূজিত—অবলোকন করিয়া যথোচিতরূপে অভিনন্দন পূর্বক বিদায় দিলেন। অনন্তর, সলজ্জা যশস্বিনী বৈদেহীকে ক্রোড়ে করিয়া বিক্রম-সম্পন্ন ধনুর্ধর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত রাম, বিভীষণের আনীত সূর্য্যসম-প্রভ সর্বোচ্চ বিমান পুশ্যকে আরোহণ করিলেন। শ্রীরাম, বিমানে অবস্থিত হইয়া সকল বানরদিগকে বানর-রাজ সুগ্রীবকে,

অন্যদিকে এবং বিভীষণকে বলিলেন;—“সকল বানরগণের সহিত তোমরা আমার মিত্রোচিত কার্য করিয়াছ; এখন তোমাদিগের সকলকে অহুমতি দিতেছি, স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে যথাস্থানে গমন করিতে পার। সুগ্রীব! তুমি সকল বানর-সৈন্যের সহিত অবিলম্বে কিঙ্কিন্যা নগরে প্রত্যাগমন কর। বিভীষণ! তুমি আমার উক্ত;—নিজ রাজ্য লঙ্কাতে বাস কর। ইন্দ্র সমেত দেবগণও তোমাকে অপমানিত করিতে পারিবেন না। আমি এক্ষণে আমার পিতৃ-রাজধানী অযোধ্যা নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি।” সেই সমস্ত মহাবল বানর এবং রাক্ষস-বিভীষণ শ্রীরাম কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে বলিতে লাগিল;—“হে রঘুবর! আপনার সহিত আমরাও অযোধ্যা নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করি; আপনাকে অভিষিক্ত দেখিয়া এবং কোসল্যাকে অভিবাদন করিয়া পরে নিজ নিজ রাজ্য গ্রহণ করিব; প্রভু হে! অহুমতি কর।” শ্রীরাম, “তথাক্ষ” বলিয়া সুগ্রীব! তুমি—বানর সকল, বিভীষণ ও হনুমতের সহিত এখন সীত্র পুষ্পকে আরোহণ কর” বলিলেন। অনন্তর, সেনা-সহ সুগ্রীব, মন্ত্রি সহ বিভীষণ—সকলেই সত্তর পুষ্পকে আরোহণ করিল। তাহারা সকলে আরুঢ় হইলে কুবেরের পরম আসন পুষ্পক রাষবের অহুমতি প্রাপ্তিমাত্র গগনপথে উভিত হইল। তখন হঠাৎ শ্রীরাম, সেই হংসযুক্ত জাম্ববির বিমানে আরুঢ় হইয়া দ্বিতীয় চতুর্দশ খণ্ড বিরাট করিতে লাগিলেন। অনন্তর, সেই সূর্যমুগুল সদৃশ তপোলক কুবের-যান, সীতা-সম্মেত সাহুজ রামের আরোহণে অভিশয় শোভা পাইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

### চতুর্দশ অধ্যায় ।

অনন্তর রঘুনন্দন রাম, সর্বত্র দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া চন্দ্রমুখী মৈথিলী সীতাকে বলিতে লাগিলেন, “ত্রিকূট শিখরের অগ্রভাগে অবস্থিত মহাপ্রান্ত লঙ্কানগর দর্শন কর; মাংস-কর্দম-পঙ্কিল এই রণক্ষেত্র অবলোকন কর। এইস্থানে রাক্ষস ও বানরদিগের বিবম হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে; রাক্ষসরাজ রাবণ, আমার হস্তে নিহত হইয়া এখানে নশন করিয়া আছে। এখানে কুস্তক ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকল রাক্ষসেরাই আমাদিগের হস্তে নিশ্চিত হইয়াছে। জলাশয় সাগরে এই সেতু আমি বন্ধন করিয়াছি।

মহাস্মা সাগরের ত্রিলোক-পূজিত সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত এই তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহা পরম পবিত্র এবং দর্শনযাত্রাে পাপনাশক। এখানে আমি রামেশ্বর নামে দেবদেব শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। এইখানেই বিভীষণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে আমার শরণাপন্ন হন। এই বিচিত্র-বন-শালিনী সুগ্রীবনগরী কিঙ্কিন্যা।”

সেখানে সুগ্রীব সীতার প্রিয়কামনার রামের আশ্রয়ক্রমে তাম্র-প্রমুখ বানর-রমণীগণকে আনয়ন করাইল। বিমান, সেই সকল রমণীগণকে লইয়া সত্তর উভিত হইল দেখিয়া রাঘব, সীতাকে বলিলেন;—“দেখ এই ষ্ণ্যমুক পর্বত! এখানে—আমি বালীকে নিহত করি; যেখানে আমি বহুতর রাক্ষস সংহার করি, সেই পঞ্চবটী বন এই। অগস্ত্য ও সুভীক্ষের বিস্তৃত আশ্রম স্থান এই। হে বরবর্ণিনি! সেই সকল তাপসগণ এই যে দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। দেবি! ঐ পর্বত শ্রেষ্ঠ চিত্রকূট, এই শোভা পাইতেছে। কৈকেয়ীনন্দন ভরত, আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য এই স্থানে আসিয়া-ছিলেন। ভরত্বাজের আশ্রম অবলোকন কর—ঐ যে যমুনাভীর দেখা যাইতেছে। সীতে! লোক-পাবনী ভাগীরথী পদ্মা ঐ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন; যুগ-মালা-ভূষিত সেই সরযুনদী ঐ দেখা যাইতেছে। ঐ সেই অযোধ্যা-নগরী নয়নগোচর হইতেছেন; হে ভামিনি! প্রশংস কর। নারায়ণ রঘুনন্দন রাম, ক্রমে ঐরূপ বলিতে বলিতে পূর্ণ চতুর্দশ বৎসরে পঞ্চমী তিথিতে ভরত্বাজ-আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ভাতা ও ভার্ঘ্যা-সম্মিত প্রভু রাম, ভরত্বাজ মুনিকে অবলোকন করিয়া বন্দনা করিলেন। তথায় আসীন মুনিকে সন্নিহয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“জনিতে পান,—সাহুজ ভরত, কুশলে আছেন ত? অযোধ্যা-প্রদেশ হৃভিঙ্ক-পীড়িত নহে ত? মাতৃগণ জীবিত আছেন ত?” রামের কথা শুনিয়া ভরত্বাজ হঠাৎ বলিলেন;—“সকলেরই মঙ্গল; মহামান ভরত, ফল-মূলভোজী ও জটা-বস্ত্রধারী হইয়া তোমার পাদুকা-যুগলে সকল রাজ্যভার অর্পণপূর্বক তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে রঘুনন্দন! তুমি দণ্ডকারণ্যে বাহা বাহা করিয়াছ; এবং সীতাহরণের পর তোমার সহিত রাক্ষসগণের বিনাশজনক যুদ্ধ—হে রাম! তোমার প্রসাদে তপস্তা প্রভাবে তৎসমস্তই জ্ঞাত আছি। তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম; তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই; তুমি, কৃত স্বজন করিবার উদ্যোগে প্রথমে জল হৃষ্টি করিয়া তাহাতে মূগু ছিলে, সেই

জন্য তোমার নাম নারায়ণ; এবং হে বিশ্বাস্বনু !  
 জীবনমুহুরে অন্তরাঙ্গা বলিয়াও তুমি নারায়ণ \*  
 শোক পিতামহ ব্রহ্মা তোমার নাভি-কমলে উৎপন্ন;  
 অতএব তুমি সর্বলোক-নমস্কৃত জগদীশ্বর। তুমি  
 বিষ্ণু; সীতা লক্ষ্মী; আর এই লক্ষ্মণ জনস্ত। তুমি  
 আশ্রমভাষ্যাবলে আপনা হইতেই আপনাতে এই  
 জগৎ সৃষ্টি করিতেছ; কিন্তু তুমি আকাশের গায়  
 সর্বত্র নিঃসঙ্গ, চৈতন্য-শক্তি বলে সকলের সাক্ষী।  
 হে রঘুনন্দন! তুমিই সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে  
 পরিপূর্ণ; তথাপি মুঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ তোমাকে  
 বিচ্ছিন্নবৎ বিবেচনা করে: হে জগৎপতে! তুমি  
 জগৎ; তুমিই জগতের আধার; তুমিই সর্বভূতের  
 পরিপালক; তুমি স্তোত্রা এবং তুমি তোজা। হে  
 রঘুবর! যাহা কিছু দৃষ্ট-শ্রুত-বা স্মৃত-ব্য, তৎসমস্তই  
 তুমি; তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। হে রাম!  
 মায়া তোমার শক্তিবলে প্রেরিত হইয়া নিজ গুণ  
 অহঙ্কারাদি দ্বারা শোক সকল সৃষ্টি করে; তাহাতে  
 তুমিই স্রষ্টা বলিয়া ব্যবস্তৃত হও। যেমন চুপকের  
 সন্নিকটবর্ত্ত: শৌহ বিচলিত হয়; সেইরূপ জড়  
 মায়া তোমা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া জগৎ সঞ্জন করে।  
 তুমি বসন্ত: নিরাকার হইলেও জগৎ-পালনেচ্ছ-  
 তোমার দুই দেহ—বিরাট-শরীর মূল দেহ এবং  
 হিরণ্য-গর্ভ সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া কথিত হইয়াছে।  
 হে রঘুনন্দন! এই সমস্ত সহস্র সহস্র  
 অবতার বিরাট দেহেরই হইয়া থাকে, আবার  
 প্রয়োজন সিদ্ধি হইলে ঐ সকল অবতার-দেহ  
 বিরাট শরীরেই প্রবিষ্ট হন। হে রঘুবর! যাহারা  
 শোকে জনস্ত-মনে অবতার-কথা গান ও কীর্তন  
 করেন, তাঁহাদিগেরই মুক্তি হয়। হে রাঘব!  
 তুমি পূর্বে ভূতার হরণের জন্ত ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত  
 ও তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রঘুকুলে অবতীর্ণ  
 হইয়াছ। হে রাম! তুমি হৃদয় দেব-কার্য সাধন  
 অশেষরূপে করিলে। তুমি বহু সহস্র বৎসর মনুষ্যদেহ  
 আশ্রয় করিয়া উভয় লোকে হিতজনক পাপনাশক  
 হৃদয় কার্য করত ডুবন—যশে পূর্ণ করিলে। হে  
 জগন্নাথ! আমি প্রার্থনা করি, আমার গৃহ পবিত্র  
 কর; আজ সপরিজন এখানে আহািরাদি করিয়া  
 অবস্থানপূর্বক আপামী কল্যাণনগরে যাইও\* রাঘব  
 “তথাস্ত,” বলিয়া সীতা, লক্ষ্মণ ও সৈন্যগণ সমভি-  
 ব্যাহারে ভরদ্বাজ কর্তৃক পূজিত হইয়া সেই উত্তম

আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন। জনস্তর, রাম মুহূর্ত-  
 কাল চিন্তা করিয়া পবন-তনয়কে বলিলেন;—“হনু-  
 মনু! তুমি সত্ত্বর এখান হইতে অযোধ্যানগরে  
 গমন কর; অবগত হইয়া আইস, রাজত্ববনের  
 পরিবারসকল কুলে আছে ত? পরে শৃঙ্গবের-  
 পুরে গমন করিয়া আমার মিত্রে গৃহকে, জানকী ও  
 লক্ষ্মণের সহিত আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন  
 কর। পরে নন্দিগ্রামে গিয়া আমার ভ্রাতা ভরতের  
 সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভার্য্যা সীতার, ভ্রাতা লক্ষ্মণের  
 এবং আমার কুলল সমাচার বল গিয়া। তথায় সীতা-  
 হরণ, রাঘবদেহ ইত্যাদি বিবিধ বিবরণ ক্রমে ক্রমে  
 বলিও। রাম, সকল শক্রগণকে নিহত করায় কৃত-  
 কার্য হইয়া সীতা, লক্ষ্মণ, ভ্রমুক্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠ-  
 গণের সহিত উপস্থিত হইতেছেন।” তথায় এই  
 সকল বৃত্তান্ত বলিয়া ও ভরতের সমস্ত চেষ্টা জানিয়া  
 দীপ্ত পুনরায় আমার সন্নিধানে আগমন করিবে:  
 পবননন্দন হনুমান, “যে আশা,” বলিয়া তখন  
 মনুষ্য-দেহ ধারণপূর্বক বায়ুবগে শ্রেষ্ঠ সর্পগ্রহণে  
 অভিলাষী গরুড়ের ন্যায় বেগে ক্রান্তগতি নন্দিগ্রাম  
 অভিমুখে গমন করিল:

পবননন্দন শৃঙ্গবের পুরে গমনপূর্বক গৃহের  
 নিকট উপস্থিত হইয়া স্তম্ভচিত্তে মপুর বাক্যে বলিল;—  
 “তোমার সখা ধর্ম্মাঙ্গা স্ত্রীমান দামোদরি রাম, সীতা  
 ও লক্ষ্মণের সহিত কুলে আছেন, তিনি, তোমাকে  
 কুলল সংবাদ দিয়াছেন। রাঘব অদ্য ভরদ্বাজ  
 মুনির অনুমতি লইয়া এখানে আসিবেন, তখন তুমি  
 রঘুবর দেবকে দেখিতে পাইবে।” মহাতেজা  
 মহাবেগ পবন-তনয় রোমাঞ্চিত-কলেবর গৃহকে  
 এই কথা বলিয়া বায়ুবগে লক্ষ প্রদান করিল;  
 হনুমান, রাম তীর্থ ও মহা নদী সরস্ব দর্শন করিল;  
 তাহা পার হইয়া অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ-  
 মাত্র ব্যবধান নন্দিগ্রামে আসন্থে গমন করিল।  
 তথায় দেখিল কাডর-ভাবাপন্ন শৌণ্ডদেহ কল-মূল-  
 ভোজী রাম-চিন্তা-পরায়ণ জটিল ভরত চীর কুল-  
 জিন ও বকল পরিধান করিয়া আশ্রমে অবস্থিত;  
 সংস্কার অভাবে তাঁহার অঙ্গ পঙ্কের গায় মলা  
 হইয়াছে; স্ত্রীরামের পাদুকায়ুগল সম্মুখে রাখিয়া  
 পৃথিবী শাসন করিতেছেন, কাষায়-বসনধারী শ্রীগান  
 প্রধান পুরবাসী ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত; সাক্ষাৎ মুক্তি-  
 মানু খন্ডের গায় অবস্থিতি করিতেছেন। পবন-  
 নন্দন হনুমান কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে এই কথা  
 বলিলেন; “কহুংস্ববংশে উৎপন্ন আপনি দণ্ডকারণে  
 অবস্থিত যে উপসদী রামকে চিন্তা করিতেছেন, ও

\* নার—জল, ও জীব সমূহ; অনন—অবস্থান। নারে  
 গাঁহার অবস্থান—তিনি নারায়ণ।



যাঁহার জন্ম শোক করিতেছেন, তিনি আপনাকে মঙ্গল-সংবাদ দিয়াছেন। হে দেব! আমি আপনার প্রিয় কথা বলিতেছি, হৃদাক্রম শোক পরিত্যাগ করুন, অতি শীঘ্রই আপনি ভ্রাতা রামের সহিত মিলিত হইবেন। শ্রীরাম, রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছেন; এখন কৃতকার্য হইয়া সীতাও লক্ষ্মণের সহিত এখানে উপস্থিত হইতেছেন। এইরূপ কথিত হইলে কৈকেয়ীর প্রিয় পুত্র মহাতেজা ভরত, হর্ষাবেগে মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন, আনন্দে অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর, ভরত প্রিয়বাদী বানর পবন-নন্দনকে শীঘ্র আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; বলিলেন, “তুমি দেবই হও, আর মনুষ্যই হও, দয়া করিয়া এখানে আনি-রাছ। হে সৌম্য! তোমার এই প্রিয় সংবাদ প্রদানের পারিতোষিক—শত সহস্র গো, উৎকৃষ্ট এক শত গ্রাম এবং সর্কালঙ্গর ভূমিত যোল জন হৃন্দরী কথা দান করিতেছি;” এই বলিয়া ভরত, পবন-তনয়কে পুনরায় বলিলেন, “প্রভু আমার বহু বৎসর হইল, বনে গিয়াছেন; আজ আমার প্রীতিকর ওদীর কীর্তন শ্রুতিগোচর হইল; অতএব মনুষ্য-প্রীতিয়া থাকিলে অসম্ভব: একশত বৎসরেও তাহার আনন্দ উপয় হয়, এই লৌকিক গাথা আমার পক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রাঘব ও বানরগণের পরস্পর মিলন কিরূপে হইল? সত্য বল; তোমার মঙ্গল হউক; তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিব।” হনুমান, মহাত্মা ভরত কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া যথাক্রমে রামচরিত সম্পূর্ণরূপে বলিল। ভরত, পবনতনয়ের সেই পরমানন্দ-জনক বাক্য শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে হৃষ্টচিত্ত শত্রুঘ্নকে আজ্ঞা করিলেন;—“হে রঘুনন্দন! নগরে বস দেবমূর্তি আছেন—সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণগণ, বিবিধ উপহার ও বলি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করুন। সূত, বৈতাণ্ডিক, বন্দী, স্তম্ভিপাঠক ও বেষ্ঠাগণ—অদ্যই দলে দলে নির্গত হউক, রাজপত্নীগণ, অমাত্যগণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, সেনাসমূহ, ব্রাহ্মণগণ, পুর-বাসিনগণ এবং যে সকল রাজা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহারা—সকলেই আজ রাঘবের চন্দ্রানন দেখিবার জন্ম বহির্গত হউন।” ভরতের কথা শুনিয়া শত্রুঘ্ন আদেশ করিলে, বিবিধ-উপহার-বিশা-সদ ব্যক্তিগণ, মুক্তা-রত্নময়-সমুচ্ছল-ভোরণ-চয় দ্বারা নগরী সজ্জিত করিতে লাগিল এবং বিচিত্র পতাকা-মিকর দ্বারা নানা রকমে গৃহসকল অলঙ্কৃত করিতে

লাগিল। সকলেই রামদর্শনে সবিশেষ অভিলাষে নানাবিধ রাজোচিত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া দলে দলে নির্গত হইল; শত সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তী, বর্গ-সূত্র ভূষিত দশ সহস্র রথও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রাজ-পত্নীগণ, শিবিকারূঢ় হইয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন; ভরত, পাদুকাগুণল মস্তকে স্থাপিত করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে শত্রুঘ্নের সহিত পদব্রজে রাম-দর্শনে যাত্রা করিলেন। তখনই পবননন্দন বলিয়া উঠিল “ঐ ব্রহ্মার মানস-কল্পিত চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ পুষ্পক-বিমান দূর হইতে দেখা যাইতেছে, ইহাতে সীতা-সম্মত রাম লক্ষ্মণ—দুই বীর ভ্রাতা, বানর রাজ সূত্রীণ ও ময়ূ-পরিবৃত্ত বিভীষণ নরীণ গোচর হইতেছেন; হে জনগণ! দর্শন কর।” বাল-বৃদ্ধ-বনিতা-তরুণগণের—“এই রাম এই রাম” এইরূপ কীর্তন-সম্বৃত্ত আনন্দ-কোলাহল গগন স্পর্শ করিল। রথ, হস্তী ও অশ্ব-যানে অবস্থিত জনগণ, অবতরণপূর্ব্বক ভূতলে দণ্ডায়-মান হইয়া আকাশমণ্ডলে বিরাজমান চন্দ্রের স্তায় বিমানারূঢ় শ্রীরামকে দেখিতে লাগিল। কৃতাজ্জলি-পুটে রাম-দর্শনার্থ উদ্গীর্ণ হৃষ্টচিত্ত ভরত, সূর্য্যেক-পর্ব্বতস্থ দিবাকরের স্তায় বিমান সমুখে অবস্থিত রঘুনন্দন রামকে আনন্দে প্রণত হইয়া বন্দনা করিলেন। অনন্তর, সেই বিমান, রামের অনুমতিক্রমে ভূতলে অবতরণ করিল। সামুজ্জ ভরত, রাম কর্তৃক সেই বিমানে আরোহিত হইলেন। তখন ভরত রাম সমীপে উপস্থিত হইবামাত্র সহর্ষে পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রঘুনন্দন, বহুকাল পরে অবলোকিত ভ্রাতা ভরতকে উঠাইয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন ও আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর প্রেম-বিহ্বল ভরত, প্রীতি সহকারে লক্ষ্মণের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়া নিজসাম কীর্তনপূর্ব্বক জনক-নন্দনিকে অভিবাদন করিলেন। পরে ভরত—সূত্রীণ, জাম্ববানু, যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, হিবিদ, নীল, ধ্বজ, সূর্য্যেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পানসকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই সকল সৌম্য বানরেরাও মনুষ্য-রূপ ধারণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কুশল প্রশ্ন করিল। অনন্তর, ভরত, সূত্রীণকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া ভক্তি-সহকারে বলিতে লাগিলেন;—“তোমার সাহা-য্যেই শ্রীরামের জয় হইয়াছে, রাবণ বধ হইয়া গিয়াছে। সূত্রীণ! আমরা চার ভাই ছিলাম, তুমি আমাদের পঞ্চম ভ্রাতা হইবে।”

তখন শত্রুঘ্ন সবিনয়ে রাম-লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ সীতার চরণ বন্দনা করিলেন। রাম,

বিবর্ণা শোকবিহ্বলা জননীর নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্বক তদীয় চরণ বন্দনা করিলেন; তাহাতেই কৌসল্যা প্রসন্নচিত্ত হইলেন। রাম, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা প্রভৃতি অস্ত্রাশ্রয় মাতৃগণকেও প্রণাম করিলেন। ভরত, সেই সুপুঞ্জিত শ্রীরামের পাছুকা-মুগল, ভক্তিভাবে রাম-চরণে পরাইয়া দিলেন এবং বলিলেন;—“এই রাজ্য আমার নিকট গচ্ছিত ছিল, আমি ইহা তোমাকে ফিরত দিলাম। প্রভু হে! তোমাকে যে আমি অযোধ্যাতে পুনরাগত দেখিলাম, তাহাতেই আজ আমার জন্ম সফল হইল; মনোরথ পূর্ণ হইল। হে জগৎপ্রভো! আমি তোমারই ভেঙ্গে অন্নাদি-স্থাপন গৃহ, সৈন্য এবং কোশাগার দশগুণ বাড়াইয়াছি, এখন আপনি নিজ-রাজ্য পালন করুন।” ভরত এই কথা বলিতে-ছেন দেখিয়া সকল বানর-শ্রেষ্ঠগণ আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিল; এবং আনন্দে ভরতের প্রশংসা করিতে লাগিল। অনন্তর ছুটিচিত্ত রাম, ভরতকে আপন ক্রোড়ে রাখিয়াই সেই বিমান যোগে ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন। তখন দেব রাম, দিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পক হইতে ভূতলে অবতরণপূর্বক ঐ পুষ্পককে বলিলেন;—“ঘাও; বৈশ্রবণকে বহন কর গিয়া; আমি অমুমতি দিতেছি, তুমি ধনপালক কুপেরের নিকট গমন কর। ইন্দ্র যেমন, বৃহস্পতির চরণকমলে প্রণাম করেন, সেইরূপ, রাম, গুরু বসিষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া গুরুরূপে মহার্ষি উত্তম আসন—বসিতে দিলেন; অনন্তর আপনিও গুরুসমীপে উপবেশন করিলেন।

চূর্দন অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অনন্তর, কৈকেয়ী-পুত্র ভরত, ভক্তিভাবে মনুকে অঞ্জলি স্থাপনপূর্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বলিলেন;—“রাম! আপনি আমার মাতার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন—আমাকে আপনি রাজ্য দান করিয়াছেন। তবে আপনি যেমন আমাকে দান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আপনাকে দান করিতেছি;” এই বলিয়া রামচরণে সান্ত্বনা প্রদত্ত হইয়া রাম ঘাহাতে রাজ্য গ্রহণ করেন, দ্বিধয়ে কৈকেয়ী ও বসিষ্ঠের সহযোগে বিবিধরূপে আকিঞ্চন করিলেন। মায়াবলহনে মানব-লীলা প্রাপ্ত ঈশ্বর “আচ্ছা” বলিয়া ভরত হইতে সমগ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। সুখ ও চৈতন্য ঘাহার বাস্তবিক স্বরূপ, যে পরমাত্মার মূর্তিই

সর্বোত্তম আনন্দ এবং বিনি আত্মাতেই পূর্ণ সুখ অনুভব করিতেছেন,—সেই জগদীশ্বরের এই মনুষ্য-রাজ্যে প্রয়োজন কি! ঘাহার জ্ঞানক্রিয়ায় অশ্রমযো ক্রিলোক বিনষ্ট হয়; ঘাহার অনুগ্রহমাত্রে হরিজের ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি হয়; অবনীলাক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড-শ্রেষ্ঠা সেই রম্যপতির পক্ষে এই মনুষ্য-রাজ্য কতটুকু জিনিষ! তথাপি তিনি নিত্য ভক্তগণের মনোরথ পূরণেচ্ছায় লীলা-মনুষ্য-শরীরে সকল ব্যবহার অনুসারেই চলিয়া থাকেন।

অনন্তর শক্রয়ের আদেশে উৎকৃষ্ট ন্যাপিত এবং শ্রীরামের আভিষেকনিচক্র জব্য সামগ্রী আনীত হইল। ভরত, মহাত্মা লক্ষ্মণ, বানররাজ সুগ্রীব ও রাক্ষস-রাজ বিভীষণ প্রথমে স্নান করিলে, তৎপরে রাম জটীপরিষ্কার করিয়া স্নান করিলেন। অনন্তর, মহার্ষি-বসন বিচিত্রমালা ও বিচিত্র অমুল্যপন ধারণপূর্বক এবং মুষমা সমুজ্জ্বল হইয়া তথায় অবস্থিত হইলেন। মহামতি ভরত, রাম লক্ষ্মণের বেশভূষা করিয়া দিলেন, আর রাজপত্নীগণ মহার্ষি বসন ও আভরণে সুমধামা সীতাকে অলঙ্কৃত করিলেন। অনন্তর, পুত্রবৎসলা শোভনা কৌসল্যা জটীচক্রে সকল বানর-পত্নীগণেরই বেশভূষা সম্পাদন করিয়া দিলেন। অনন্তর, সুবুদ্ধি সুমন্ত্র, শক্রয়ের আদেশে সূর্য্য-সম্মিত সন্ধান লইয়া তাহাতে অশ্রমযোজনাপূর্বক সমুদ্রে উপস্থিত হইল, তখন মতা-ধর্মু পরায়ণ রাম, রথে আরোহণ করিলেন; সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, এবং বিভীষণ স্নানান্তে দিব্য-বসন ভূষণে শোভিত হইয়া রথ, অশ্ব ও হস্তী আরোহণে রামের অগ্রে ও পশ্চাতে গমন করিল। সুগ্রীব পত্নীগণ ও সীতা, শিবিকা-রোহণে মহতী অযোধ্যা নগরীতে গমন করিলেন। যেমন ইন্দ্র হরিত-বর্ণ-অশ্ব-চালিত রথে অবস্থিতি করত দেবগণে পরিবৃত হইয়া গমন করেন; সেইরূপ রাম রথারূঢ় হইয়া মহানগরীতে গমন করিতে লাগিলেন। ভরত, রামের সারথ্য করিতে লাগিলেন; মহাত্ম্যতি শক্রয়ে রত্ন-দণ্ড-সম্পন্ন শেখরচ্ছত্র এবং লক্ষ্মণ, তালবৃন্ত গ্রহণ করিলেন। শক্রহৃদয় সুগ্রাব সমীপস্থ হইয়া চামর বাজন করিতে লাগিলেন, রাক্ষস-রাজ বিভীষণ সমীপস্থ হইয়া চন্দ্র-দণ্ড শেখরবর্ণ অপর এক চামর গ্রহণ করিলেন। দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং দিব্য-দর্শন কৃষ্ণিগণ, শ্রীরামকে স্তব করিতে লাগিলেন; তৎকালে সেই স্তবের মধুর-শব্দ সকলের প্রকৃতি-গোচর হইয়াছিল। বানরগণ মনুষ্যরূপে ধারণ করিয়া হস্তী আরোহণে গমন করিতে লাগিল। রঘুবর—ভেটী, শম্ব, মৃদঙ্গ, পণব ও পটহ প্রভৃতি বান্যধ্বনি-

পূর্ণ সুসজ্জিত নগরে গমন করিলেন, সেই সকল নগর-বাসিগণ আবার রাষবকে আসিতে দেখিল। অতিশয় শূণ্যবান প্রজাগণ মহার্ঘ্য কিরীট ও রত্নভরণে আবৃত-দেহ, অরুণ-কমল-বিশাল-লোচন, বিচিত্র-নয়-সুত্র-গ্রন্থিত-পীতাম্বর-পরিধান, পীন-বাহু পীত-বক্ষঃস্থল, বহুমূল্য-মুক্তার উৎকৃষ্ট হারে সুশোভিত, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্ত বানরগণে সমিতি, সূর্য্যসম জ্যোতিঃ, কস্তুরিক ও চন্দনে অমূল্যলিগু-দেহ, কক-বৃক্ষ-পুষ্প-মালাধারী দুর্দাদল-শ্যামল রঘুনন্দনকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া, 'মানন্দাবেগে রমণীগণের, মুখ-শ্রী উজ্জ্বল হইল; তখন তাহার আরক্ত গৃহকার্য্য সকল পরিচর্যাগ-পূর্ব্বক উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রাসাদোপরি আরোহণ করিল। ষাঁহার মূর্ত্তি নিখিল-জন-নয়-নের উৎসবজনক, সেই হরিকে দেখিবামাত্র তাহার ঈষৎ হাস্যবোগে রুচির-বদন হইয়া তাঁহার প্রতি কুসুম বর্ণন করিতে লাগিল এবং নয়ন-মনের রসায়ন স্বরূপ আত্মারাম-মূর্ত্তি রামকে নয়ন ও মনের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় প্রকার ন্যায়, প্রভু শ্রীহরি রাম, ঈষৎহাস্য সহকারে মেঘ-দর্শনে প্রজাগণকে অবলোকন করিতে করিতে মহেন্দ্রভবন সর্ব্বশ সুসজ্জিত পিতৃগৃহে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিলেন। কুলকাজ প্রভু রাম, তথায় প্রবেশ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন; সেই স্থানে পূর্ব্বা-গত নিজজননীর চরণযুগল সহর্ষে বন্দন করিলেন; এবং ক্রমে ক্রমে সকল বিমাতাদিগকেই ভক্তি সহ-কারে প্রণাম করিলেন। অনন্তর, সত্যপরাক্রম রাম, ভরতকে বলিলেন;—“সকল সম্পত্তি-পূর্ণ—আমার উৎকৃষ্ট বাসভবন বানর-রাজ সখা সুগ্রীবকে থাকিতে দাও; এবং অন্যান্য সকলে বাহাতে সুখে বাস করিতে পারে, এইরূপ গৃহ সকল নির্মাণ করাইয়া দাও।” ভরত, রাম কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তাহাই করিলেন এবং মহাতেজা রাষবাজ্ঞ ভরত সুগ্রীবকে বলিলেন;—“শ্রীরামের অভিষেকার্থ—মঙ্গল-জনক চতুঃসমুদ্রজল আনয়ন করিতে দ্রুতগামী দূত সকল প্রেরণ কর।” সুগ্রীব—জাম্ববান, পবন-নন্দন, অঙ্গদ ও মুষেপকে পাঠাইল; তাহারায় বায়ুবেগে গমনপূর্ব্বক সুবর্ণ-কলশ সকল জলপূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। “রাষবের অভিষেকার্থ তীর্থজল আনীত হইয়াছে,” মন্ত্রিগণের সহিত শক্রয় এই কথা বসি-ঠকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর, সংঘনী বৃদ্ধ বসিষ্ঠ, ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া সীতা-সমেত রামকে রত্নময় পীঠে বসাইলেন। বসিষ্ঠ, বাষদেব,

জাবালি, গৌতম ও বাস্কীক—ইহারা সকলে শ্রীরা-মের অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। বহুগণ, যেমন, বাষদেব অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার কুশাগ্র ও তুলসীদলযুত পবিত্র গন্ধজল ও সর্কৌষধিজল দ্বারা রঘুবরকে সহর্ষে অভিষিক্ত করি-লেন। ঋষিগণ, শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণগণ, কুমারীগণ ও মন্ত্রিগণ, তাঁহাদিগের সহকারী হইল; তখন দেবগণ ও লোকপালগণ, অমুচরণের সহিত আকাশে অবস্থিত হইয়া শ্রীরামের স্তব করিতে লাগিলেন। শক্রয়, তাঁহার শুভবর্ণ শুভছত্র ধারণ করিলেন; সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ, খেতচামরযুগল ধারণ করিল; বায়ু, ইন্দ্রের প্রেরিত হইয়া কাঞ্চনময়ী মালা তাঁহাকে অর্পণ করিলেন; আর সয়ং ইন্দ্র, সর্ব্বরত্ন-খচিত মণিহেম-শোভিত একছত্র হার, নরনাথকে ভক্তি-ভাবে প্রদান করিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল; অপ্সরা বৃন্দ, নৃত্য করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবহৃদুতি বাজিয়া উঠিল; গগনমণ্ডল হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে থাকিল।

তখন নবদুর্দাদলশ্যাম-কমলদল-বিশাল লোচন-কোটি-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল-কিরীট দ্বারা বিরাজমান, কোটি কন্দর্প-কমনীয়, পীতাম্বর-পরিধান-উৎকৃষ্ট-ভূষণভূষিত, দিব্য-চন্দনে অমূল্যলিগু আবৃত-ভাস্কর-জ্যোতিঃ, দ্বিজুজ রঘুনন্দন—সর্ব্বালঙ্কার-শোভিত অরুণ-কর-কমলা নিরতিশয় শোভা-সম্পন্ন নিজবাম-ভাগে সুন্দর-ক্রোড়ে আসীনা সুবর্ণবরণী সাতাকে বাম বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন দেখিয়া সকল দেবগণে পরিবৃত শঙ্করী-মিলিত দেব শঙ্কর, রঘুনন্দন রামকে ভক্তিভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাদেব কহিলেন;—“নীলোৎপল-শ্যামল, কোমল-কায়, কিরীট-হার-কেয়ূর-ভূষিত, সিংহাসনে অবস্থিত, মায়ী-শক্তি-সম্পন্ন মহাপ্রভু রামকে নমস্কার। “আদি-মধ্য-অন্তহীন একমাত্র তুমিই নিজ মায়ীগুণে লোক-সমূহের স্বজন পালন সংহার করিয়া থাক। কিন্তু মায়ীগুণে লিপ্ত হওনা; কারণ তুমি বিতুল স্বরূপ, নিরস্তর নিজ আনন্দে নিমগ্ন; তুমি, শরণাগত ভক্তগণের মূর্ত্তিদানের জন্য গুণসমূহে সংবৃত হইয়া দেব মহুভ্য প্রভৃতি নানাবিধ অবতারাে লীলা প্রকাশ করিয়া থাক। কেবল জ্ঞানিগণ, নিত্যই তোমার স্বরূপ অবগত আছেন। নিজ অংশে লোক সকল বিধান করিয়া তাহার অধো-দেশে অবস্থিত-কপিরাজ-রূপে তাহা ধারণ করিতেছ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, ওষধি ও মেঘরূপে নানাপ্রকারে এই জগতের উর্দ্ধ অধোভাগ রক্ষা করিতেছ।

ভূমি, এই জগতে অধিরূপী হইয়া প্রাণিগণের ভূক্ত নানাবিধ অন্ন পঞ্চবায়ুর সাহায্যে নিরন্তর পরিপাক করিতেছে; এইরূপে ভূমি নিখিল জগৎপালন করিয়া থাকে। হে ঈশ্বর! চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নির অন্তর্গত তেজ-নিখিল শরীরিগণের চৈতন্য এবং প্রাণিগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য ও আয়ু—তোমার সম্বন্ধেই এতৎ-সমস্ত রূপে পরিণত হয়। হে ঈশ্বর! ভেদশূন্য একমাত্র নিশ্চিত ব্রহ্মই ভূমি; কিন্তু, ভূমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কাল, কৰ্ম্ম, চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাদীদিগের নিকটে পৃথক্ বসিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেমন, বেদে, পুরাণে ও লোকে প্রসিদ্ধ আছে যে, একমাত্র ভূমিই মৎস্যাদি রূপ ধারণ করিয়াছে, সেইরূপ সৎ ও অসৎ (ব্রহ্ম ও জগৎ) রূপে প্রতীয়মান একমাত্র ভূমিই সমস্ত; তোমা ব্যতীত আর কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই স্থাবর জঙ্গমাঙ্গি রূপ অনন্ত সৃষ্টিতে বাহা বাহা উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, বাহা উৎপন্ন হইবে ও বাহা বর্তমান, তন্মধ্যে তোমা ব্যতীত কিছুই নয়ন গোচর হয় না; অতএব ভূমি পরাংপর। যেহেতু, জনগণ, তোমার মায়াদ্বারা আবৃত, অতএব তাহারা পরমাঙ্গরূপী তোমার তত্ত্ব অবগত নহে। আর বাহারা তোমার ভক্ত-বৃন্দের সেবা করিয়া নির্মল চিত্ত, তাহারাই একমাত্র পরম ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিতে পারে। বাহ বিষয়ে আসক্ত-চিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার চিন্ময় আশ্রিত অবগত নহেন। এইজন্য স্ফাজীব্যক্তি, ভক্তিসহকারে তোমার এইরূপেরই ভজনা করিতে করিতে নিখিল-দুঃখ-শূন্য হইয়া মুক্তিলাভ করেন। আমি তোমার নাম কীর্তন করত কৃতার্থ হইয়া ভবানীর সহিত নিরন্তর কাশীধামে বাস করি। আর তথায় মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মুক্তি দিবার জন্য তোমার রামনাম মন্ত্র প্রদান করি; বাহারা নিত্য এই স্তব শ্রবণ গান বা লিপাবদ্ধ করিবে; তাহারা যেন আপনার প্রসাদে সকল পরম সুখলাভ করিয়া ভবদীর্ঘ ধামে গমন করে।

ইচ্ছা করিলেন;—হে দেব! রাক্ষসরাজ রাবণ, ব্রহ্মার বর-প্রভাবে আমার নিখিল দেব-রাজ্য-রূপ সৌখ্য হরণ করিয়া লইয়াছিল। আপনি সেই দুষ্ট শত্রু রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন; এখন আপনি আমার প্রসাদে তৎসমস্ত পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি।

দেবগণ বলিলেন;—হে মুরারে! হে বিষ্ণে! যে, জন্মান্তরে হিরণ্য কশিপু ছিল, সেই ষল রাক্ষস, আমাদের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত বস্ত্র ভাগ সকল, হরণ করিয়া লইয়াছিল, সম্প্রতি আপনি, তাহাকে

নিহত করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রসাদে বহু-পূর্বের স্তায় আবার বস্ত্রভাগ আমাদের হইবে।\*

পিতৃগণ বলিলেন,—হে মহাশয়! মনুস্যেরা নয়াদি ক্ষেত্রে পিতৃাদি দান করিলে যে দুষ্ট দৈত্য আমাদের সকলকে আঘাত করিয়া কাড়িয়া লইয়া সবলে ভোজন করিত, আপনি সম্প্রতি তাহাকে বধ করিয়াছেন, এখন আমরা আবার সুষ্টপুষ্ট হইব।

যক্ষগণ করিলেন,—হে রাঘব! হে ঈশ্বর! এই দশাঙ্গ বলপূর্বক আমাদের পক্ষেই অসংখ্যক দাস্তে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, দুঃখিত চিত্তে আমরা তাহাকে বধন করিতাম; আপনি সেই দুঃখী রাঘবকে বধ করিয়াছেন, আমরা এখন দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইলাম।

গন্ধর্ভগণ বলিলেন;—সঙ্গীতমিগুণ আমরা পূর্বের আপনার অন্ত-গাথা গান করত নির্ভয় প্রমোদ-শীঘ্রবে আক্রান্ত ও পরিতপ্ত ছিলাম। হে রাম! পশ্চাৎ রাঘব বল-পূর্বক আমাদের বশবর্তী করিলে তাহার আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহার চরিত্র-গান করত অবস্থিত ছিলাম, এখন আপনি সেই দুষ্ট রাক্ষসকে বধ করিয়া, আমাদের পরিত্রাণ করিলেন।

এইরূপ মহোৎসবগণ, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ, মরুদগণ, বায়ুগণ, মূনিগণ, গোগণ, শুভ্রকগণ, পক্ষিগণ, প্রজাপতিগণ এবং অঙ্গরোগণ—সকলেই সেই নয়নানন্দ-কর রাম-সমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন ও সকলেই পৃথক্ পৃথক্ স্তব করিলেন; অনন্তর, শ্রীরাম, ব্রহ্মা ও ব্রহ্ম প্রভৃতি সকলেরই বন্দনা করিলেন। তখন তাঁহারা আনন্দে শ্রীরামের প্রশংসা করত ও তদীয় চরিত্র গান করত স্ব স্ব ধামে গমন করিলেন। সকলেই অভিষেকাজ সীতা-লক্ষ্মণ-সম্বন্ধিত সিংহাসনে অবস্থিত অন্তর্ধারী রাজেশ্বর রামকে ধ্যান করত গমন করিয়াছিলেন;—আকাশে বায়ুধাম হইতেছে, সুষ্ট চিত্ত দেবগণ, স্বর্গ হইতে পুষ্প ঝুটি করত শ্রীরামের স্তব করিতে-ছেন, মূনিগণ চতুর্দিকে তদীয় স্তবকীর্তনে নিরত, সীতা, লক্ষ্মণ, পবননন্দন, মূনিগণ ও বানরগণ তাঁহার সেবার নিযুক্ত। কোটি সূর্য-প্রকাশ শ্যামবর্ণ শ্রীরাম প্রসন্নভাবে বিরাজমান; ঈবৎহাস্তযোগে তদীয় বদন-মণ্ডল সুন্দরতর হইয়াছে।\*

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাদেব নিজ হৃদয়ে সেইরূপ স্বলোকন করত উপ-স্থিত ঘটনার স্তায় বর্ণন করিলেন অথবা শ্রীরামের উক্ত প্রকার স্তব চিরস্থায়ী।

### ষোড়শ অধ্যায় ।

মহাদেব কহিলেন ;—সৰ্বলোক-স্ব্ৰাহ্মণ রাজেশ্ব  
 রাম অভিমুক্ত হইলে, পৃথিবী শস্যশালিনী  
 হইল ; বৃক্ষ সকল ফলবান হইল ; গন্ধহীন পুষ্প-  
 সকল সুগন্ধি হইয়া প্রকাশিত হইল । রঘুনন্দন  
 রাম, অভিমুক্ত হইবার পূর্বেই ব্রাহ্মণদিগকে  
 শত সহস্র অশ্ব ধেনু ও গাভী এবং শতশত  
 সূদান করিয়াছিলেন । অভিমুক্ত হইবার পর  
 আবার ব্রাহ্মণগণকে ত্রিশং কোটি সুবর্ণ-  
 দান করিলেন ; এবং সর্ব্বই ব্রাহ্মণদিগকে বসন,  
 ভূষণ ও রত্ন প্রদান করিলেন । ভক্তবৎসল রাঘব,  
 সূৰ্য্যসমিত কাঞ্চনময়ী মালা প্রীতি সহকারে সূৰ্য্যবকে  
 আঁর দিবা কেশব সুগল অঙ্গদকে প্রদান করিলেন  
 রঘুকুলোত্তম রাম, কোটি-চন্দ্র-সমিত মনিরত্ন-খচিত  
 হার প্রীতি সহকারে সীতাকে অর্পণ করিলেন ।  
 জনকনন্দিনী নিজ গলদেশ হইতে হার খুলিয়া  
 সকল বানরগণের দিকে ও ভর্তার প্রতি মুহুমুহু  
 দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ইন্দ্ৰিতান্তিক রাম,  
 বৈদেহীকে দেখিয়া বলিলেন ;—“হে সুবদনে!  
 বৈদেহি ! যাহার প্রতি তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকে  
 হার প্রদান কর”, তখন সীতা রাঘবের সমক্ষেই হনু-  
 মানুকে হার প্রদান করিলেন । পবননন্দন, সেই  
 হার এবং সীতাকৃত গৌরবে শোভিত হইল ।  
 রামও মার্কটকে পরমভক্তি সহকারে কৃতাজ্জলিপুটে  
 উপস্থিত হইতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা  
 বলিলেন ;—“হনুমন ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন  
 হইয়াছি ; অভিলষিতবর প্রার্থনা কর ; ত্রিভুবনে  
 দেবগণেরও যাহা দুর্লভ, তাহাও প্রদান করিব ।  
 হনুমানও সন্তুষ্ট হইতে রামকে প্রণাম করিয়া বলিল ;—  
 “হে রাম আপনার নাম স্মরণ করিতে করিতে আমার  
 মনের আশা মিটে না । অতএব সৰ্ব্বদা আপনার  
 নাম স্মরণ করত ভূতলে থাকিব । জগতে যতদিন  
 আপনার নাম থাকিবে ; ততদিন যেন, আমার দেহ  
 থাকে ; হে রাজেশ্ব, ইহাই আমার অভিলষিত  
 বর ”। রাম, তাহাকে “তথাস্থ” বলিয়া বলিলেন ;—  
 “এখন তুমি জীবমুক্ত হইয়া স্ববস্থান কর ; কজাবদানে  
 আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে,—এ বিষয়ে সন্দেহ  
 নাই ”। জানকী প্রীত হইয়া তাহাকে বলিলেন ;—  
 “হে পবননন্দন ! তুমি যে কোন স্থানেই থাকনা কেন  
 আমার আদেশে সকল প্রকার ভোগ্য বস্তু তোমার  
 অঙ্গুগত হইবে।” মহামতি পবননন্দন, সেই  
 ঈশ্বর-স্বপ্নী কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া সন্তুষ্ট হইল

আনন্দাশ্র-পূর্ণনয়নে তাঁহাদিগের উভয়কে বার বার  
 প্রণাম করিল ;—অনন্তর তপস্তা করিবার জন্ত রাম-  
 বিয়োগ দুঃখ অসুভব করত হিমালয় পর্ব্বতে গমন  
 করিল । অনন্তর রাম, কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত গুহের  
 সমীপে আসিয়া বলিলেন ;—“সখে সৰ্ব্বোত্তম রমণীয়  
 শৃঙ্গবের পুরে গমন কর । অনবরত আমাকেই চিন্তা  
 করত নিজোপার্জিত বিষয় ভোগ কর ; তুমি অস্তে  
 আমরায়ী সাক্ষ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।” এত  
 এই কথা বলিয়া তাহাকে দিবা অলঙ্কার ও বিপুল  
 রাজ্য দান করিয়া বিস্কানোপদেশ দিলেন । গুহ,  
 রামকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সন্তুষ্ট হইতে নিজভবনে গমন  
 করিল । অন্তর্য যে সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ অশেষাধ্য-  
 নগরে আসিয়াছিল, রাঘব, তাহাদিগের সকলকেই  
 অমূল্য বসন ভূষণ দ্বারা সম্মানিত করিলেন । পর-  
 মাত্মা রাম, সূর্য্যবপ্রমুখ বানরগণকে ও বিভীষণকে  
 যথোচিত রূপে সম্মানিত করিলেন ; তখন তাহার  
 সকলে যেখান হইতে আসিয়াছিল, সন্তুষ্ট হইতে সেই  
 খানে চলিয়া গেল অর্থাৎ সূর্য্যবপ্রমুখ বানরগণ  
 আনন্দে কিঙ্কর্য্য গমন করিল । আর আনন্দিত  
 বিভীষণ নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছিল ; এখন  
 প্রীতিভরে রাম কর্তৃক পূজিত হইয়া লঙ্কানগরে  
 গমন কারণ ।

এদিকে নিখিল লোক বৎসল রাঘব, নিখিল  
 রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । লক্ষণ অনিচ্ছুক  
 হইলেও রাম তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিমুক্ত করি-  
 লেন । লক্ষণ পরম ভক্তিসহকারে রাম-সেবার  
 নিযুক্ত রহিলেন । পরমানন্দময় রাম, যদিও পরমাত্মা  
 কর্ণধাষ, নির্ম্মল, কর্তৃত্বাদিহীন, নির্দ্বন্দ্বিত এবং  
 সৰ্ব্বদা স্মরণ আনন্দে তুষ্ট ; তথাপি লোক-শিক্ষার্থ  
 মনুষ্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক বিপুল দক্ষিণা দিয়া অশ্ব  
 মেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন । রামচন্দ্র রাজ্য শাসন  
 করিতে থাকিলে বৈধব্য-নিবন্ধন রমণীগণের বিলাপ  
 করিতে হয় নাই ; হিংস্রজন্তুর ভয় ছিল না ; রোগ  
 ভয় ছিল না ; লোকে দস্যুভয় ছিল না ; কোন  
 অনিষ্ট হইত না এবং বৃদ্ধ জীবিত থাকিতে বাসক-  
 গণের স্মৃতাভয় ছিল না । সকলে রাম-পূজা-পরায়ণ  
 ছিল ;—সকলেই স্মীরামের ধ্যান করিত । জলদঙ্গাল,  
 যথাসময়ে প্রয়োজনমত রুটি করিত । প্রজাগণ,  
 বর্ণ ও আশ্রম গুণে আধিত এবং স্বধর্মে নিরত ছিল ।  
 রাম ও পিতার গ্রাম, সৰ্ব্বলক্ষণাধিত সৰ্ব্বধর্ম্মপরায়ণ ;  
 প্রজাগণকে ঔরস-পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন ।  
 রাম দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিলেন । পূর্ব্ব-  
 কালে আদি শত্ৰু এই পবিত্র অধ্যায় রামায়াণ ব্যক্ত

করিয়াজেন ; ইহা গোপনায় ; অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ করিলে, ধন, ধান্য, সমৃদ্ধি, দীর্ঘ আয়ুঃ, আরোগ্য এবং উত্তম পুণ্য লাভ হয় । মনুষ্য, দম্যহিতচিন্তে ভক্তি-সহকারে ইহা শ্রবণ করিলে, অথবা আনন্দিতচিন্তে ভক্তি-সহকারে পাঠ করিলে, সকল মনোভীষ্ট লাভ করিবে এবং ক্ষণমধ্যে কোটি কোটি পাতকরাশি হইতে মুক্ত হইবে । যে ব্যক্তি, পবিত্রভাবে রামাভি-ষেক কথা শ্রবণ করিবে, সে যদি ধনাভিলাষী হয়, তাহা হইলে অচূর ধন প্রাপ্ত হইবে । আর আদি হইতে রামায়ণ পাঠ করিলে, পুত্রাভিলাষী ব্যক্তি, শিষ্ট সম্ভ্রাত পুত্র লাভ করিবে । যে রাজা আধ্যাত্ম-রামায়ণ-সংহিতা শ্রবণ করে, সেই নরপতি সমৃদ্ধি পূর্ব পৃথিবী রাজ্য প্রাপ্ত হয়, রিপুগণের অজেয় হইয়া শত্রুগণকে জয় করিতে পারে এবং দ্রুপ-শৃগু হইয়া বিজয়যুক্ত হয় । যে সকল রমণীগণ, অধ্যাত্মরামায়ণ-সংহিতা শ্রবণ করে, তাহারা জীবৎপুত্র ও সম্মানিতা হয় । যে রমণী, ভক্তিপূর্বক এই কথা শ্রবণ করে, সে বন্ধ্যা হই-লেও হরুপপুত্র লাভ করে । যে মানব, শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে, কোপ-জয়ী মাংসখ্যা-হীন সকল-সম্পদ-জেতা ও নির্ভর হইয়া রাঘ-বের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন ও সুখী হয় । যে সকল মনুষ্য, অধ্যাত্মরামায়ণ আদি হইতে শ্রবণ করে, তাহাদিগের প্রাত সমস্ত হুরগণ সঙ্কট হন, তাহাদিগের সকল বিষরাশি বিদূরিত হয়, এবং সকল উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ হয় । ঋতুমতী স্ত্রী যদি স্নানান্তে শ্রীরামে একাগ্রচিত্ত হইয়া এই রামায়ণ ;—আদি হইতে শ্রবণ করে ; সে, শ্রেষ্ঠ দীর্ঘায়ু পুত্র প্রসব করে এবং পতিব্রতা ও লোক-পুঞ্জিতা হয় । বাহারা নিত্য নিত্য এই পুস্তক পূজা করিয়া প্রণাম করে, তাহারা নিখিল-পাপ-মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় । বাহারা সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্ম-রামায়ণ ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে বা নিজমুখে পাঠ করে, রাম, তাহাদিগের প্রতি প্রেম হন । রামই পরত্রক, সেই অধিলাঙ্গা সহষ্ট হইলে, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে যাহ যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই হইবে । এই রামায়ণ নিয়মপূর্বক সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিবে । তাহাতে আয়ুর্দৈর্ঘ্য, আরোগ্য এবং কোটি-কল্পো-পার্জিত-পাপ-শাস্তি হয় ; রামায়ণ শ্রবণ করিলে সকল দেবতা, সকল গ্রহ, সকল মহর্ষি এবং সকল পিতৃলোক সঙ্কট হন । যে সকল মনুষ্য, বৈরাগ্য ও বিজ্ঞান-যুক্ত পুরাতন এই অদ্বুত অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ, শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করে ; এই সংসারে তাহা-

দিগের পুনর্জন্ম হয় না । ভূতনাথ ভব, বারংবার নিখিল বেদরাশি আলোড়ন করিয়া জানিয়াছেন, “শ্রীরাম, বিষ্ণুর রহস্য মূর্তি” । তিনি উপনিষৎ-সকলের মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া শ্রীরামের এই সমস্ত নিগূঢ়ত্ব সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টরূপে প্রিয়া সন্নিধানে ব্যক্ত করেন ।

ষোড়শাধ্যায়ে লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত

## উত্তর কাণ্ড

প্রথম অধ্যায় ।

রঘু-বংশ-ভিলক, কৌসল্যা-সুন্দর-নন্দন রাঘ-বন্ত : পুণ্ডরীকাক দাশরথি রাম জয়যুক্ত হউন ।

পার্বতী বলিলেন ;—‘অনন্তর কৌসল্যার আনন্দ-বর্দ্ধন ভীম-পরাক্রম রাম, যুদ্ধে রাঘব প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বধ করিয়া তাহার পর কি করিলেন ? পরমাত্মা সনাতন দেব রাঘব, মায়ামনুষ্যরূপে অভিযুক্ত হইয়া শৌলাক্রমে সীতার সহিত কত বৎ-সর জুতলে অবস্থিত ছিলেন ? রঘুবর অস্ত্রে কিরূপে মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিলেন ? হে ভগবন্ ! আমি ইহা শুনিতে শ্রদ্ধাবতী । প্রভু হে ! আমার নিকট ইহা ব্যক্ত করন । রামচন্দ্রের কথামৃত আগাদন করিয়া আমার অর্থাৎ তৃপ্তা বৃদ্ধি হইতেছে ; হে ভগ-বন্ ! ক্রমে সবিস্তারে ইহা বলুন ।’

শ্রীমহাদেব বলিলেন ;—শ্রীরাম রাক্ষস বধ করিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইলে সকল মুনিগণ, শ্রীরামকে বন্দনা করিবার জন্ত আগত হইলেন । বিশ্বামিত্র, আসিত, কনু, দুর্কাসা ভূত, অদিগাঃ, কশ্চপ, বামদেব, অত্রি, নিম্বল সপ্তর্ষিগণ \* এবং সশিষ্য অগস্ত্য, মুনিগণ সমাভব্যাহারে উপস্থিত হইলেন । অগস্ত্য, শ্রীরামের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে বলিলেন ;—‘রামকে বল,— অগস্ত্য প্রমুখ সকল মুনিগণ, আশীর্বাদ দ্বারা আপ-নাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া বহুর্দেশে দণ্ডায়-মান আছেন’ । অনন্তর, দ্বারপাল, অগস্ত্য-বাক্যে দ্রুতগতি প্রভু রামের নিকট গিয়া প্রণামপূর্বক কৃতাজলিপুটে সবিনয়ে বলিল ;—‘দেব ! অগস্ত্য ইহা বলিয়া দিয়াছেন যে, আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মুনিগণ সমাভব্যাহারে অগস্ত্য, আসিয়া বহুর্দেশে

মহত্তর ভেদে সপ্তর্ষি ত্রিঃ ত্রিঃ । সেই মহত্তরের সপ্তর্ষিগণ ।

দণ্ডায়মান”। রাম দ্বারপালকে বলিলেন ;—যথা মুখে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও”। অনন্তর, কসিগণ সম্মুখে বিবিধ-রথ ভূষিত ভবনে প্রবেশ করিলেন । রাম, মুনিগণকে দর্শন করিবামাত্র কুতাঞ্জলিপুটে সত্ত্ব প্রভুত্বান করিলেন ও যথাবিধি পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া মধুপর্কে গো নিবেদন করিলেন । অনন্তর প্রণাম করিয়া যথা-যোগ্যভাবে তাঁহাদিগকে দিব্য আদান সকল দিলেন । রাম-পূজিত মুনিগণ, সুষ্টচিত্তে উপবেশন করিলে শ্রীরাম সকলকেই কৃশণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পরে তাহার রামকে কৃশণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“হে মহাবাহু ! রাম ! তোমার সর্বত্র কৃশল ত ? হে শত্রুদমন ! আমরা আজ ভাগ্যক্রমে তোমাকে শত্রু বধ করিয়া সমাগত দেখিতেছি । রাম ! সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার পক্ষে ভার নহে ; তুমি শরাসন গ্রহণ করিলে ত্রিলোক জয় করিতে সমর্থ । ভাগ্যক্রমে তুমি রাবণ, প্রভৃতি সকল রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছ । হে মহাবাহু ! বরং এই রাবণ বধ-সাধ্য ; কিন্তু এই যে ইন্দ্রজিৎ হইয়াছে, তাহা অসাধ্য সাধন । হে রঘুব ! অন্তকোপম কুন্ত-কর্ণাদি, যুদ্ধস্থলে তোমার অন্তক-সদৃশ শরা-ঘাতে নিহত হইয়াছে । তুমি পূর্বেই আমাদেরকে এই অভয় দান করিয়াছিলে । সেই অভয় দান সফল হইয়াছে । রণক্ষেত্রে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আজ কুতাকাৰ্য্য হইয়া পাঁচিলে ।” ভাবিতাত্মা ঋষিগণের কথা শুনিয়া রাম পরম বিস্ময়াগ্ন হইলেন এবং কুতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“রাবণ প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া ত্রিলোক-বিজয়ী কুন্তকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্র-জিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন ?” অনন্তর মহাতেজা কুন্তবোনি অগস্ত্য, মহাত্মা রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্ৰীতি সহকারে বলিলেন ;—“রাম ! রাবণ এবং ইন্দ্রজিতের জন্ম, কৰ্ম্ম ও বর-গ্রহণ সম্বন্ধে বাহা হইয়াছিল, আমি সজ্ঞেপে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । রাম ! পূর্বে সত্য-যুগে, ব্রহ্মার পুত্র বিদ্বান্ মহামতি পুলস্ত্য, তপস্যা করিবার জন্ম মুমুকু-পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন । এই মহাতেজা মুনিশ্রেষ্ঠ তৃণবিন্দুর আশ্রমে অবস্থিত করিলেন এবং সর্বদা সাধায়া-নিরত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । সেই মহারমণীয় আশ্রমে দেবকন্ডা ও গন্ধর্বকন্ডাগণ নৃত্যগীত বাদ্য ও হস্ত পাঠ্য করিত ; এইরূপে সেই সকল অনিন্দিত রমণীগণ পুলস্ত্যের তপোবিষয় করিতে লাগিল । তখন

মহাতেজা পুলস্ত্য কুপিত হইয়া এই মহৎ বাক্য বলিলেন ;—“যে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে ।” তাহার সকলে সেই অভিশাপে উদ্ভিন্ন হইয়া সেই স্থানে আর আসিত না । কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্ডা সেই বাক্য শ্রবণ করে নাই ; নির্ভয় ভাবে মুনিকে অবলোকন করত তাঁহার সমুখ ভাগে বিচরণ করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ তাহার শরীর পাতুবর্ণ হইল এবং গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইল । তৃণবিন্দু-তনয়া শরীরের বিবর্ণতা অবলোকন করিয়া সত্তয়ে পিতৃ-সমীপে গমন করিল । অমহাতেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু, তাহাকে অবলোকন করিয়া ধ্যানযোগে জ্ঞানেন্দ্রে পুলস্ত্য-কৃত সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন । তখন পিতা তৃণবিন্দু, মুনিবর পুলস্ত্যকে সেই কন্ডা দান করিলেন । দ্বিজ পুলস্ত্যও সেই কন্ডা প্রতিগ্রহ করিয়া বলিলেন “ভাল ।” মুনি পুলস্ত্য তাহাকে শুশ্রূষাপরণা দেখিয়া প্ৰীতিসহকারে বলিলেন ;—“স্নাতপিতৃ কুলের বংশবর্দ্ধন এক পুত্র তোমাকে প্রদান করিব । পরে তৃণবিন্দু-নন্দিনী পুলস্ত্য-সংসর্গে এক লোক-প্রসিদ্ধ পুত্র প্রসব করিলেন । সেই পুলস্ত্য-সম্বৃত ব্রহ্মকৃত মুনি “বিশ্রবা” নামে বিখ্যাত হন । বিশ্রবার দত্তবচরিত্রাদি দেখিয়া মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার ভাব্যা করিবার জন্ম নিজ দুহিতাকে আনন্দে তদীয় হস্তে সমর্পণ করেন । পুলস্ত্য-পুত্রের ওরসে তদীয় গর্ভে লোক-সম্মত এক পুত্র উৎপন্ন হন । বৈশ্রবণ, পিতৃ তুল্য ও ব্রহ্মার অমুমোদিত ব্যক্তি । ব্রহ্মা তদীয় তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মনোভি-লম্বিত সম্পূর্ণ ধনাধ্যক্ষতারূপ শুভবর প্রদান করেন । অনন্তর, কুবের, বরলাভে ধনাধ্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল পুষ্পক বিমান যোগে পিতাকে দেখিতে আসিলেন । পরে পিতাকে নমস্কার করিয়া তপস্যার ফল নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন ;—“ভগবান্ পরমেশ্বর ব্রহ্মা আমাকে উৎকৃষ্ট বর দান করিয়াছেন ; কিন্তু বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই ; যেখানে কাহারও হংসা না হয়, নিয়ত-বাসের এমন কোন স্থান বলিয়া দিন” । বিশ্রবাও তাঁহাকে বলিলেন ;—“সকলানামে এক উত্তম নগরী আছে ; রাক্ষসগণের নিদার্মণ বিশ্ব-কর্মা তাহা নির্মাণ করিয়াছিলেন । তাহার অধি-বাসী রাক্ষসগণ বিষভয়ে সেই নগরী পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছে ; সাগর মধ্যে অবস্থিত সেই নগরী অপরের দূরাক্রমণীয় । তুমি

মান করিবার জন্ম সেইখানে গমন কর; রাক্ষস-  
পনের তথা হইতে গমনাবধি এতদিন তাহাতে  
অপরে বাস করে নাই।" কুবের, পিতার আদেশে  
গমন করিয়া সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পিতৃ-  
প্রিয় কুবের অনেককাল তথায় বাস করেন।

পরে কোন সময়ে আঙ্গামাণী সুমালী নামে রাক্ষস,  
সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর স্ত্রায় সুন্দরী অবিবাহিতা নিজ-  
তনয়াকে সঙ্গে লইয়া রাসাতল হইতে মন্তালোকে  
বিচরণ করিতেছিল। ইত্যবসরে, ধনত দেব কুবেরকে  
পুষ্পক বোণে পর্যটন করিতে দেখিল। তখন  
মহামনা রাক্ষস, রাক্ষসসুলের হিতার্থে চিন্তা করিল;  
এবং নৈকবী নামা নিজ তনয়াকে বলিল;—“বৎসে!  
তোমার বিবাহের উপস্থিত সময় যৌবন কাল ত  
অতিক্রান্ত হয় হয় হইয়াছে; হে শুভে! পাছে  
প্রত্যাখ্যান কর, এই ভয়ে কোন বরই তোমাকে  
গ্রহণ করিতে সাহস্য হয় না; তোমার মঙ্গল হউক;  
তুমি ব্রহ্মকুল-সমুত এই বিশ্রবা ঋষিকে আপনিই  
গিয়া বরণ কর। হে শুভে! তাহাতে কুবের-ভূগ্য  
ঈন্দ্র শস্রশোভন-সপার মহাবন পুত্র সকল উৎপন্ন  
হইবে।” নৈকবা—“আচ্ছা!” বলিয়া আশ্রমে গিয়া  
মুনি-সামুদ্রে উপস্থিত হইল; এবং তথায় চরণাশ্র  
দ্বারা স্নান উপবেশন করত অবৈবুর্ষী হইয়া রছিল।  
মুনি, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“হে বর-  
বর্ধিনি! দোখতেছি তোমার বিবাহ হয় নাই, তুমি  
কে?” নৈকবা কৃতজ্ঞানি মুটে বলিল;—“ব্রহ্মন! ধ্যান  
করিয়া অবগত হইতাম। অনন্তর, মুনি, ধ্যানযোগে  
সমস্ত বিদিত হইয়া তাহাকে বলিলেন;—“তোমার  
যথার্থ অভিলষ জানিয়াছি; তুমি আমা হইতে পুত্র  
কামনা করিতেছ। কিন্তু হে স্তমব্যমে! দাক্ষণ সময়ে  
আসিয়াছ। অতএব তোমার দুইটা দাক্ষণ-প্রকৃত  
রাক্ষস পুত্র হইবে। নৈকবা বলিল;—“হে মুনিবর!  
আপনি হইতেও অরূপ পুত্র হইবে?” তখন  
মুনি তাহাকে বলিলেন;—“তোমার যেটা কনিষ্ঠ  
পুত্র হইবে, সেই মহাভাগবত, শ্রীমান, মহামাত ও  
সম্বন্দ্য রাম-ভাক্ষ-পরায় হইবে”; অরূপ কথত  
হইয়া নৈকবা বাক্যকলে আত দাক্ষণ দশপ্রাব  
রাবণকে প্রসব করিল; তাহার বিংশতি বাছ ও  
দশ মস্তক। সেই রাক্ষস জমিবাশত্রি বহুবরা  
কল্পিত হইল; এবং ধ্বংসযুগ বহুতর স্থানান্ত  
প্রাচুত হইল। তৎপরে মহা পরিতাপক কুস্তকর্ণ  
জন্ম গ্রহণ করে। তাহার পর শূর্ণবধা নামে  
রাবণের এক সহোদরা উৎপন্ন হয়। অনন্তর,  
প্রশান্তচিত্ত দৌম্য-দর্শন বিভাষণ উৎপন্ন হন।

বিভাষণ, দ্বাধ্যায়-তৎপর, সংযতভোগা ও নিত্য  
কর্ম-পরায়ণ হইলেন; অতি দাক্ষণ দুঃখা  
কুস্তকর্ণ প্রশান্তচিত্ত দ্বিজগণকে ও ঋষি-সমূহকে  
ভক্তিগণ করত বিচরণ করিত। শরীরগণের বিনাশার্থ  
রোগ যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শোক ভয়াবহ  
মহাবল রাবণও সকল লোক বিনাশের জন্ম বৃদ্ধি  
পাইতে লাগিল।”

“রাম! তুমি নির্মূল নিত্য প্রকাশ পরম পদার্থ;  
সকলেরই মনোগত বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত  
আছ; কারণ তুমি বিজ্ঞানরূপে সর্বদর্শী, সাক্ষী ও  
সকলের ছন্দয়ে অবস্থিত; তোমার মর্হিমা মাত্র  
তুমিই জান; যারোগ্য তোমাকে স্পর্শ করিতে  
পারে না। তুমি লীলাক্রমে মনুষ্য দেহ ধারণ  
করিয়া লীলার জন্মই আমাকে বলিতে আদেশ  
করিয়াছ, তাই আজ তোমার নিকটে রাক্ষসপনের  
উৎপত্তি বিবরণ বলিতেছি। রাম হে! আমি মুঢ়  
হইলেও তোমার অক্ষুণ্ণ হই তোমাকে অবগত  
আছি;—“তুমি একমাত্র, ধনন্ত অচিন্ত্য শক্তি ও  
চৈতন্য স্বরূপ তোমার নাশ নাই, উৎপত্তি নাই;  
তুমি আশ্রয় তর্হাভক্ত, নিজ স্বরূপ গোপন করিয়া  
রহিয়াছ; আমি তদনুসারেই প্রস্তুত হইয়া তোমার  
প্রতি মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছি,” কুস্তমস্তুত  
ঋষি এইরূপ বলিতে থাকিলে, হৃদ্যবংশের পুণ্য-  
শ্লোক রঘুর্পতি হাস্য করত তাহাকে বলিলেন;—  
“আমা ভিন্ন আ কিছুরই সত্য নহে; অতএব জানিও  
জগতে সমস্তই মায়াময়। জানিও যোগ্য চরিত্র-  
কাউন কলুষরাশি বিনাশ করে,”

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ;

তীয় অধ্যায় ।

অনন্ত মুনি, শ্রীরামের কথা শুনিয়া পরমানন্দে  
সভামধ্যে সকল ভ্রাতৃবর্গ সমক্ষে বাগতে লাগিলেন;—  
“কিছুকাল পরে কোন সময়ে দেব ধন্যধাক্ষ, পিতাকে  
দেখিবার জন্ম পুষ্পকারোহনে মস্তর তথায় উপস্থিত  
হইলেন। রাক্ষসা নৈকবা তথায় মহাতেজা কুবের-  
রকে বিরাজমান দেখিয়া পুত্র মমাপে গমনপূর্বক  
রাবণকে বাগল, —“পুত্র! দীর্ঘ তেজে সনুজ্জ্বল  
ধন্যধাক্ষকে অবলোকন কর! হে সমর্থ! তুমিও  
যাহাতে এইরূপ হইতে পার, —তদ্বিষয়ে যত্ন কর।”  
তাহা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রতিজ্ঞা করিল;—“আমি  
অবিলম্বে ধন্যধাক্ষের মনুষ্য বা তদপেক্ষা প্রবান  
হইব; মা! আমার প্রতি দৃষ্টিপাতকর; হে মূরতে!



সত্তাপ পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া দশানন, ইষ্ট সিদ্ধির জন্য হৃৎকর তপস্যা করিতে অনুজ্জ্বল সমভি-  
 ব্যাহারে গোকর্ণ-তীরে আগমন করিল। সেই ভাতৃ-  
 ত্রেয়, নিজ নিজ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক ষোরতর  
 হৃৎকর মহাতপস্যা করিতে আরম্ভ করিল; তাহাতে  
 সমস্ত লোক অভ্যস্ত সত্তাপযুক্ত হইয়াছিল। কুস্ত-  
 কর্ণ দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিল; সত্য-  
 ধর্ম-পরায়ণ ধর্মস্বা বিভীষণ, পঞ্চসহস্র বৎসর এক  
 পাদে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিলেন। আর  
 দশানন নিরাহার হইয়া দশ সহস্র দিব্য বৎসর  
 তপস্যা করিয়াছিল। দশানন এক এক সহস্র বৎসর  
 পূর্ণ হইত, অমনি এক একটা মস্তক অগ্নিতে আহুতি  
 দিত; এইরূপে তাহার নয়টা সহস্র বৎসর  
 অতিক্রান্ত হইল অনন্তর রাবণ দশম সহস্র বৎ-  
 সরে দশম মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষী হইলে,  
 ধর্মস্বা ব্রহ্মা তাহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং  
 “বৎস! বৎস! দশগ্রীব! আমি প্রীতি হইয়াছি;  
 বর প্রার্থনা কর, তোমার যাহা অভিলষিত, আমি  
 তাহা প্রদান করিব”; এই কথা বলিলেন। দশগ্রীবও  
 তাহা শুনিয়া ঝট্টিচিলে বলিল;—“হে ঈশ্বর! যদি  
 আপনি আমাকে বর দানে উদ্যত হইয়া থাকেন,  
 তাহা হইলে আমি অমরত্ব প্রার্থনা করি; এই বর  
 প্রদান করুন, আমি যেন সুরাসুর, সুপর্ণ নাগ ও  
 যক্ষগণের অবধ্য হই; মনুষ্যেরা ত তুণ-তুল্য  
 অপ্রাক্ষ, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব! প্রজা-  
 পতি “ভৃগুস্বা! গিয়া পুনরায় দশাননকে বলি-  
 লেন;—“হে অক্ষয়শ্রেষ্ঠ! তুমি যে সকল মস্তক  
 অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ, তাহা পূর্ববৎ হইবে এবং  
 হে সাধক-শ্রেষ্ঠ! তাহা অক্ষয় হইবে। হে রাম!  
 তজ্জবৎসল প্রজাপতি দশাননকে এই কথা বলিয়া  
 অনন্তর, প্রণত বিভীষণকে বলিলেন;—“বৎস বিভী-  
 ষণ! তুমি ধর্মের জন্য উত্তম তপস্যা করিয়াছ। অত-  
 এব হে বৎস! অভিলষিত হিতজনক বর প্রার্থনা  
 কর। বিভীষণও পুনরায় তাঁহাকে নমস্কার করিয়া  
 কৃতভ্রলিপুটে এই কথা বলিলেন;—“হে দেব!  
 আমি যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমার বুদ্ধি  
 যেন নিরন্তর ধর্মের রত থাকে, কোন সময়ে কোন  
 কালে যেন অধর্মের নিরত না হয়” অনন্তর, প্রজাপতি  
 প্রীত হইয়া বিভীষণকে বলিলেন;—“বৎস! তুমি  
 বর্তমানের ধর্মশীল, ভবিষ্যতেও এইরূপ থাকিবে। হে  
 বিভীষণ! তুমি প্রার্থনা না করিলেও আমি তোমাকে  
 অমরত্ব প্রদান করিতেছি।” অনন্তর কুস্তকর্ণকে  
 বলিলেন;—“হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর;” তখন

কুস্তকর্ণ দুই মরহতীকর্তৃক অক্রান্ত হইয়া পিতাম-  
 হকে বলিল;—“দেব! আমি ছয়মাস নিদ্রা ঘাইব;  
 আর এক দিন আহার করিব।” ব্রহ্মা অলক্ষ্যে সমা-  
 গত দেবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে বলি-  
 লেন;—“তথাস্ত”। তখন সরস্বতী, তাহার মুখ  
 হইতে নির্গত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দুষ্টাস্বা  
 কুস্তকর্ণ চম্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল; “হা  
 অদৃষ্ট! আমার এইরূপ বর অভিপ্রোত না হইলেও  
 মুখ দিয়া নির্গত হইল কেন?” সুমালী, দৌহিত্র—  
 সেই সমস্ত রাক্ষসগণ বর পাইয়াছে জানিয়া প্রহস্তা-  
 দির সহিত নির্ভয়ে পাতাল হইতে রাবণ সমীপে  
 গমন করিল; এবং দশাননকে আলিঙ্গন করিয়া এই  
 কথা বলিল;—“বৎস! আমি ঘাহা মনে মনে অভি-  
 লাষ করিতাম, ভাগ্যক্রমে তাহা তোমার সফল হই-  
 য়াছে; বাহার ভয়ে আমরা লক্ষা পরিত্যাগ করিয়া  
 রমাতলে গিয়াছিলাম, হে মহাবাহু! সেই বিষ্ণু-  
 সন্ত মহাত্ম্য আমাদিগের দূর হইয়াছে। আমরাই  
 পূর্বে এই লক্ষাতে বাস করিতাম, এক্ষণে তাহা  
 তোমার ভ্রাতা ধনপতির অধীন; এখন ভাল কথা  
 না হয়, বলপূর্বক তোমার তাহা আচ্ছিন্ন করিয়া  
 লগ্না উচিত হইতেছে; রাজাদিগের আবার সুসং-  
 বদ্ধ কেথায়?” এইরূপ কথিত হইয়া রাবণ বলিল;  
 —“এইরূপ বলা আপনাদিগের উচিত হইতেছে  
 না; ধনাধার আমাদিগের গুরু!” এইরূপ শুনিয়া  
 প্রহস্ত দশগ্রীব রাবণকে সর্দিনয়ে এই কথা বলিল;—  
 “রাবণ! ষড়মহকারে আমাদিগের কথা শুন; এরূপ  
 বলা তোমার উচিত হইতেছে না; বোধ হয়, তুমি  
 রাজধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর নাই। দেব-  
 গণের ভাতৃ-সৌহার্দ নাই; প্রতো! আমি ঘাহা  
 বলিতেছি, তাহা প্রবণ কর। মহাবল রাক্ষস ও  
 দেবতারূপ সকলেরই কণ্ঠগের পুত্র; তাহার পরস্পর  
 সৌহার্দ্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিয়াছিল।  
 বিশেষতঃ রাজনু! দেবগণ নূতন আমাদিগের সহিত  
 শত্রুতাচরণ করে নাই।” দশানন হুরাস্বা প্রহস্তের  
 কথা শুনিয়া “আচ্ছা” বলিয়া কোপাক্রান্ত-লোচনে  
 ত্রিকুট-পর্বতে গমন করিল এবং প্রহস্তকে দূত পাঠা-  
 ইয়া কুবেরকে নিষ্কাশিত করিয়া দিল। অনন্তর লক্ষা  
 অধিকার করিয়া দশানন, মন্ত্রী ও রাক্ষসগণের সহিত  
 তথায় সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাবাহু  
 ধনেশ্বর, পিতৃ-বাক্যে লক্ষা পরিত্যাগপূর্বক কৈলাস-  
 শিখরে গমন করিয়া তপস্বাদ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করি-  
 লেন। অনন্তর তাঁহার সহিত সখিত্ব হইলে, তাঁহার  
 এই আশ্রয়ে কৈলাস পর্বতে বিশ্বকর্মা দ্বারা অলকা

নগরী নির্মাণ করাইলেন। এইখানে শিবপালিত হইয়া দিকপালত্ব করিতে লাগিলেন। রাক্ষসেরা সেই সাহস্ৰ রাবণকে লকারাজ্যে অভিজিত করিল। ত্রিলোক উৎপীড়ন করত সেইখানে, রাক্ষসরাজ্য পালন করিতে লাগিল। কালখণ্ড বংশীয় বিদ্যু-জ্জিহ্ব নামা রাক্ষসের হস্তে বিকটরূপিণী—নিজ ভগিনীকে সম্প্রদান করিল; এই নিশাচর অহাস্ত মায়াবী। অম্বরশিল্পী ময়দানব প্রীত চিত্তে রূপ তের মধ্যে প্রধান সুন্দরী মন্দোদরী নামী নিজ চুহিতা ও অমোঘ শক্তি রাবণকে দান করিল। রাবণ, বৃত্ত ভ্রাতানামে বিখ্যাত। নৈরোচননৌহিতীকে কুন্তকর্ণের জন্য লইয়া আসিল; তদীর পিতা ইচ্ছা পূর্বক ঐ কন্তাদান করিয়াছিল। রাবণ সর্বলক্ষণ-বিশিষ্ট সুভগা ধর্মজ্ঞা সরমা নামী গন্ধর্করাজ-মহাস্ত্রা শৈলম্বের তনয়াকে বিভীষণের ভার্য্যা করিতে লইয়া আসিল। অনন্তর মন্দোদরী, মেঘনাদ নামক পুত্র প্রসব করিল। এই মন্দোদরী-তনয়, জন্মিবামাত্র মেঘবৎ গর্জন করিয়াছিল; তাই সকলেই তারবার “এই বালক মেঘনাদ,” এই কথা বলিয়াছিল। কুন্ত কর্ণ বলিয়াছিল; “প্রভো! আমি নিদ্রা পীড়িত হই-তেছি।” তখন রাবণ, সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত গৃহনির্মাণ করাইল। কুন্তকর্ণ নিদ্রা-বর্জিত ও মুঢ়-চিত্ত হইয়া তাহার মধ্যে নিদ্রিত রহিল; কুন্তকর্ণ নিদ্রিত হইলে লোক-রাবণ রাবণ—ভ্রাক্ষণগণ, প্রধান প্রধান ঋষিগণ, দেবগণ, দানবগণ, কিন্নরগণ মনুষ্যগণ ও মহাসমর্পণকে নিহত করিতে লাগিল; এবং দেব-গণের সম্পত্তি হরণ করিতে লাগিল। প্রভু ধনা-ধ্যক্ষ ও দেবাদির প্রতি রাবণের অশ্রুত ব্যবহার প্রবণ করিয়া “অধর্ষ করিও না” বলিয়া দূতমুখে রাবণকে অধর্ষ করিতে নিবারণ করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া কুবের-ভবনে গমন করিল। ধনাধ্যক্ষকে পরাজিত করিয়া তাঁহার উৎকৃষ্ট পুষ্পক-নিমান হরণ করিয়া লইল। পরে সেই সুরশক্র, যম ও বরুণকে যুদ্ধে জয় করিয়া ইন্দ্র-বদেচ্ছায় সত্তর পর্যালোকে গমন করিল। তথায় দেবগণ পরিগ্রত ইন্দ্রের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ হইল। পরে, সুরপতি, রাবণ-সমীপে আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিলেন। প্রত্যপবান্ মেঘনাদ, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র আসিয়া ষোড়শতর তুমুল যুদ্ধ করিয়া সুর শ্রেষ্ঠদিগকে জয় করিল; এবং ইন্দ্রকে গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া পিতাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া পরে মহাবল মেঘনাদ ইন্দ্রকে লইয়া নগরে গমন করিল। ব্রহ্মা মেঘনাদের হস্ত হইতে ইন্দ্রকে মুক্ত করেন।

অনন্তর মেঘনাদকে বহুতর বরদান করিয়া নিস্ত ভবনে গমন করিলেন। নিজস্বী রাবণ, ক্রমে ক্রমে সকল লোক জয় করিয়া সর্বিষ শতৃষ বাহু দ্বারা কৈলাস পর্বত উত্তোলিত করিল। তথায় নন্দীশ্বর রাবণরাজাকে “বানর ও মনুষ্য হস্তে নিহত হইবে।” এই অভিসম্পাত প্রদান করেন। রাবণ, শাপ-গ্রস্ত হইয়াও সে কথা গ্রাহ না করিয়া কার্ত-বীর্যের রাজধানীতে গমন করে। তথায় কার্ত-বীর্য দশাননকে বন্ধন করিয়াছিল, পরে পুণ্ড্র্য ঋষি, তাহাকে মুক্ত করেন। অনন্তর দশানন বলবান্ বানরশ্রেষ্ঠ বাণীকে বধ করিবার জন্ত তদীয় সন্নিধানে উপস্থিত হয়। বাণী তাহাকে কক্ষমধ্যে স্থাপন করিয়াছিল। ঐ বানর, রাবণকে চতুঃ সমুদ্র ঘুরাইয়া পরিভ্রাণ করে। তাহার পর, রাবণ পরম-প্রীত হইয়া বাণীর সহিত সখিত্ব করিল; হে রাম! সেই মহাবল, রাবণসকল লোক বশীভূত করিয়া স্বয়ং তাহা ভাগ করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! রাবণ ও ইন্দ্রজিতের প্রভাব এইরূপ। লোক-রাবণ রাবণকে তুমি যুদ্ধে নিহত করিয়াছ। মহাস্ত্রা লক্ষণ মেঘ-নাদকে বধ করিয়াছেন। পরকাত্যকার কুন্তকর্ণকে তুমি নিধন করিয়াছ। তুমি সাক্ষাৎ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ; এই সমস্ত চরাচর জগতই তোমার স্বরূপ। লোকপিতামহ ব্রহ্মা তোমার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হে রঘুবর! অগ্নিও ব্যকোর সহিত তোমার মুখ হইতে সঙ্কৃত; লোকপাল সকল তোমার বাহুযুগল হইতে, চন্দ্র সূর্য্য নয়ন যুগল হইতে এবং দিপু বিদিক্ সমস্ত কর্ণদ্বয় হইতে উদ্ভূত; প্রাণবায়ু ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিনীকুমারদ্বয় নাসিক হইতে এবং “ভূমঃ” প্রভৃতি লোক জন্মা, জানু, উরু ও জ্বন হইতে উৎপন্ন। হে ধরে! তোমার কৃক্ষদেশ হইতে চতুঃসাগর উৎপন্ন হয়। ইন্দ্র ও বরুণ স্তনযুগল হইতে, বাণখিলা মুনিগণ বীর্ঘ্য হইতে, যম লিঙ্গ হইতে, মৃত্যু গুহ হইতে, ত্রিলোচন ব্রহ্ম ক্রোধ হইতে, পর্বত সকল অশ্বিনিকর হইতে, মেঘ-রাশি কেশ পাশ হইতে, ওষধিগণ তোমার রোম-সমূহ হইতে এবং ধরাদিনপথনিকর হইতে উৎপন্ন। তুমি বিরাট পুরুষ, মারাত্মকসমর্থিত হইয়া গুণ-গণের বিশেষ বিশেষ সংসর্গ-অনুসারে নানা-রূপবৎ প্রতীয়মান হও। সুরগণ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই যজ্ঞে হবির্ভোজন করেন। এই সকল চরাচর জগৎ তোমারই স্টম্ভ; চরাচর—সকলেই তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে। হে রাঘব! যেমন

হৃৎমধ্যে—ত সকল দুঃখ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই-  
রূপ বানবানকালেও সকল বস্তুই তোমার সহিত  
সম্বন্ধ। সূর্য্যপ্রভৃতি পদার্থ তোমার প্রভায় প্রভা-  
সম্পন্ন হয়; ভূমি তুম্বারা প্রভাসম্পন্ন হও না।  
যাচার জ্ঞানচক্ষু আছে, সে, তোমাকে সর্বত্রগ মিত্য  
এবং একমাত্র বলিয়া দেখিতে পায়; অন্ধ যেমন  
সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, সেইরূপ অজ্ঞানদর্শী  
ব্যক্তি তোমাকে বুঝিতে পারে না। বাহ্যতে আত্ম-  
ভিন্ন বস্তুর নিরাকরণ আছে, বেদের শিরোভাগ সেই  
উপনিষৎ শাস্ত্রের সাহায্যে—যোগিগণ, পরমেশ্বর-  
স্বরূপ তোমাকে নিজস্বদয়ে নিরন্তর অবেশণ করেন।  
সেই সকল যোগিগণ যদি, আপনার শ্রীচরণের প্রতি  
ভক্তি-লেশ-সম্পন্ন হন, তবেই চিন্মাত্ররূপী তোমাকে  
অবেশণ করত দেখিতে পান; নতুবা নহে। ভূমি  
সর্বজ্ঞ, তোমার সম্মুখে আমি কিছু প্রকাশ করিলাম,  
হে দেবেশ! ক্ষমা কর, আমি তোমার অন্তঃগ্রহের  
পাত্র। বাহার দিক্ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ  
নাই;—বাহার উৎপত্তি বিনাশ ও গমনাদি নাই,  
বাহার গুণ অনন্ত, এবং যিনি ভক্তগণ হইতে বিভিন্ন  
নহেন, সেই অদ্বিতীয় একমাত্র চিৎস্বরূপ মারাতীত  
বস্তুপতিকে ভজনা করি।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

### তৃতীয় অধ্যায় ।

শ্রীরাম বলিলেন;—“বাণি ও সূত্রীনের জন্মবিব-  
রণ-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। আমরা শুনিয়াছি;—  
সূর্য্য ও ইন্দ্র বানররূপে উৎপন্ন হন।” অগস্ত্য  
বলিলেন;—সুবর্ণময় পর্ব্বত সুরেকর মণিপ্রভ মধ্য-  
শূক্রে শতযোজন বিস্তৃত ব্রহ্মসভা আছে; একদা  
সাক্ষাৎ চতুশ্চুখ তাহাতে যোগাবলম্বন করিয়া অব-  
স্থিত ছিলেন। তখন নয়ন-মুগল হইতে বহুতর  
দিব্য আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। ব্রহ্মা তাহা হস্তে  
লইয়া, কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করি-  
লেন। ভূমতে পতিত হইবামাত্র সেই জল হইতে  
এক মহাবানর উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা তাঁহাকে  
বলিলেন;—“বৎস! কিছুকাল আমার সমীপে  
নিধিল শোভা-সম্পন্ন এই স্থানে বাস কর; তাহা  
হইলে মঙ্গল হইবে।” ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সেই  
বানর-শ্রেষ্ঠ তথায় বাস করিতে লাগিল।

এই রূপে বহুকাল অতীত হইলে, কোন সময়ে  
সেই ঋক্ষরাজ বানর, পর্ব্বতে বিচরণ করত ফলমূল  
গ্রহণে উদ্যত হইল। তখন সে নিঃশূল-সলিলা মণি

শিলা-খচিত একটা দীর্ঘাকা দেখিতে পাইল: জল  
পান করিবার নিমিত্ত তথায় আগত হইল। সেই  
জলমধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব বানর অবলোকনপূর্ব্বক  
প্রতিমন্তী অন্ত বানর ভাবিয়া জল মধ্যে নিপতিত  
হইল। সেখানে কোন বানরের দর্শন না পাইয়া  
সেই বানর, সত্ত্বর পুনরায় লক্ষ প্রদান করিয়া উঠিল  
অনন্তর আপনাব সূক্ষ্মী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া বিষয়াপন্ন  
হইল। এ দিকে সুররাজ, সুরশ্রেষ্ঠ চতুশ্চুখকে  
পূজা করিয়া মধ্যাহ্নকালে গমন করত পথি মধ্যে  
সেই—মনোমোহিনী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাই-  
লেন; দেখিয়া কন্দর্পশরে বিদ্ধ-হৃদয় হইয়া  
তাহার সহিত সঙ্গ না হইলেও অমোঘ-বীৰ্য্য  
পরিত্যাগ করিলেন। সেই বীৰ্য্য তদীয় কেশপাশে  
পতিত হইয়া ভূতলে পড়িল। তাহাতে ইন্দ্র-ভূলা-  
পরাক্রম বালী উৎপন্ন হইল। সুরপতি, বালীকে  
সুবর্ণমালা প্রদান করিয়া স্বীয় ভবনে গমন করি-  
লেন। তখনই সূর্য্যও তথায় আসিয়া সেই ভামিনী-  
দর্শনে কাম-পরতন্ত্র হইয়া তদীয় গ্রীবাদেশে  
অমোঘ বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে তৎ-  
ক্ষণাৎ মহাকায় বানর জন্ম গ্রহণ করিল; সূর্য্য,  
সেই বানরের সাহায্যার্থ হনুমানকে প্রদান করিয়া  
স্বস্থানে গমন করিলেন। সেই রমণী পূজ্যম্ব  
লইয়া গিয়া কোন স্থলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।  
প্রাতঃকালে আবার আপনাকে পূর্ব্ববৎ বানরাকার  
দর্শন করিল। সুবুদ্ধি ঋক্ষরাজ বানর, ফলমূলাদি  
লইয়া পূজ্যমূল সমভিব্যাহারে চতুশ্চুখকে প্রণাম  
পূর্ব্বক তদীয় সম্মুখে অবস্থিত হইল। অনন্তর  
ব্রহ্মা, অমর-সদৃশ কপিশ্রেষ্ঠকে বিবিধরূপে আশ্বা-  
সিত করিয়া তথায় একজন দেব দূতকে আহ্বান  
করিয়া বলিলেন;—“দূত! আমার আদেশে এই  
বানরোত্তমকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বকর্মা নির্ম্মিত দিব্য-  
নগরী কিঙ্কিয়াতে গমন কর। কিঙ্কিয়া নগরী  
সকলপ্রকার সৌভাগ্যে অধিত এবং দেবগণের  
পক্ষেও হুর্জয়। তাহার সিংহাসনে এইবীর  
বানরকে রাজত্বে অভিষিক্ত কর। সপ্তদ্বীপে যে  
ধকল হুর্জয় বানর আছে, তাহার সকলেই ঋক্ষ-  
রাজের বশবর্ত্তী হইবে। যখন সাক্ষাৎ সনাতন  
নারায়ণ, পৃথিবীর ভার-ভূত অমুরগণের বিনাশার্থ  
রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন সকল  
বানরেরা তাঁহার সাহায্যার্থ গমন করিবে।” সেই  
মহামতি দেবদূতকে ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, তিনি  
ব্রহ্মার আদেশমত সেই বানরকে রাজা করিলেন  
পরে দেবদূত তথা হইতে গিয়া ব্রহ্মার নিকট সেই

সমস্ত কাৰ্য্য নিবেদন করিলেন হে নৃপ ! কিঙ্করী  
 তদবধি বানরগণের আশ্রয়স্থান হইয়াছে। তুমি  
 সকলের ঈশ্বর, এখন প্রকার প্রার্থনায় লীলা-  
 মাহুষ-শরীর ধারণ পূর্বক—সম্পূর্ণরূপে ভূভার  
 হরণ করিয়াছ, সর্কভূতের অন্তরে অবস্থিত  
 নিত্যমুক্ত বিশ্বয়-পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ তোমার  
 শব্দে এই পরাক্রম প্রকাশ কতটুকু কাজ ?  
 তথাপি লোকসকলের পাপ নাশ ও মুখের জন্ম  
 সাধুগণ লীলা-মহুয্য-রূপী তোমার যশঃ কীর্তন  
 করিয়া থাকেন। যে মহুবো, বাণী ও সুগ্রীবের  
 এই মহৎ জন্ম বৃত্তান্ত কীর্তন করে, ইহাদিগেব  
 জন্ম তোমার উপকারার্থ বলিয়া স ব্যক্তি, সকল  
 পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। রাম ! ইহার পর  
 তোমা খাটিত অস্ত্র এক কথা বলিতেছি, হুয়াস্ত্রা  
 গাণ যে জন্তু সীতা হরণ করে, ইহাতে তাহা প্রকাশ  
 আছে। রাম ! পূর্বকালে মত্য় যুগে, দশানন,  
 নিরুজ্জনে আসীন প্রজাপতি-নন্দন বিজু সনৎকুমারকে  
 অভিবাদন করিয়া সবিনয়ে বলিয়াছিল;—“এই  
 জগতে সর্কশ্রেষ্ঠ কে ? দেবগণের মধ্যে প্রধান বল  
 বান কে ? ঈর্হাকে আশ্রয় করিয় দেবগণ সমরে শত্রু  
 জয় করেন। দ্বিজগণ কাঁহার পূজা করেন ? যোগি-  
 গণই বা কাঁহার ধ্যান করেন ? হে প্রমাভিজ্ঞ-  
 শ্রেষ্ঠ ভগবন ! আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিন।”  
 যোগ বলে সর্কদর্শী সনৎকুমার দশাননের মনে  
 যাহা ছিল, সমস্ত সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া  
 তাহাকে বলিলেন;—“পুত্র ! বলিতেছি শ্রবণ কর ;  
 যিনি জমতের ভর্তা, ঈর্হার জন্মাদি নাই ; বিশ্ব-  
 শ্রেষ্ঠ-প্রজাপতিগণের স্বামী প্রজ্ঞা বাহার নাভি-কমল  
 হইতে উদ্ভূত, যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ  
 সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই সুরাসুরগণের নিত্য-  
 বন্দিত অব্যয় শ্রীহরি নারায়ণ। সুরগণ, তাঁহাকেই  
 আশ্রয় করিয়া সমরে রিপুজয় করেন, যোগিগণ ধ্যান  
 যোগে তাঁহারই জপ করেন।” দশানন, মহর্ষির  
 কথা শুনিয়া প্রতুষ্ট করিলেন;—“বিষ্ণু যে সকল  
 দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণকে নিহত করেন, হে  
 মুনিবর ! তাহারা কিরূপ গতি লাভ করে ?” মুনিবর  
 রাক্ষস রাজ রাবণকে বলিলেন;—“দেবনিহত ব্যক্তি-  
 গণ, অনবরত সর্কোত্তম স্বর্গ স্থখ সন্তোষ করিয়া  
 ভোগাবসানে পুনরায় তথা হইতে স্থলিত হইয়া  
 ভূতলে টংপন হয় ; এবং তথায় তাহাদিগের  
 পূর্ব উপার্জিত পাপ পুণ্যে মুক্ত্য ও জন্ম হইয়া  
 থাকে। আর বাহারা বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হন  
 তাহারা মুক্তি লাভ করে।” মুনিবরের মুখে সেই

সমস্ত কথা শুনিয়া রাবণ চতুর্ভিজে চিন্তা পরায়ণ  
 হইল;—“আমি কি রূপে শ্রীহরির সহিত যুদ্ধ  
 করিব ?” মহামুনি, রাবণের মনোগত অ ভপ্রায়  
 অবগত হইয়া বলিলেন ; “বৎ ! তোমার অভীষ্ট  
 সিদ্ধ হইবে ;—সন্দেহ নাই। দশানন। কিছু-  
 কাল প্রতীক্ষা কর, পরে সুখী হইবে।” মহামুনি,  
 এই কথা বলিয়া পুনরায় তাহাকে বলিলেন ;—  
 “তিনি বশ্বতঃ নিরাকার হইলেও মায়াবলম্বনে  
 তাঁহার যে আকার হয়, তাহা বলিতেছি ; তিনি  
 নিখিল স্থাবর ও নন্দ-নদীতে বর্তমান। তিনি ওঙ্কার,  
 মত্য়, গায়ত্রী এবং পৃথিবী। তিনি সমস্ত জগতের  
 আধার অনন্তরূপী : সর্কদেব, সকল সমুদ্র, কাল,  
 স্বর্গ, চল্ল, সূর্য্যোদয়, দিবা, রাত্রি, যম, বায়ু, অগ্নি,  
 ইন্দ্র, মৃত্যু, মেঘ, বসুগণ, প্রজ্ঞা ও রুদ্র-প্রভৃতি সক-  
 লই তিনি। অস্ত্রাত্ম দেবদানবগণ ও তিনি। ইনিই  
 তেজ প্রকাশ করেন, প্রজ্জ্বলিত হন, বিখরকা করেন,  
 সংহার করেন ও নাশ করেন। সেই অব্যয় এইরূপে  
 ক্রৌড়া করিয়া থাকেন। তিনিই মনাতন বিষ্ণু। এই  
 সমস্ত মচরাচার ত্রৈলোক্য তৎকর্তৃক পরিব্যাপ্ত।  
 তাঁহার বর্ণ নীলকমলদলের দ্রায় স্ফামল ; পরিধানে  
 বিদ্যাসম্মিত পাঁচবস্ত্র ; তিনি বিশুদ্ধ সুবর্ণবর্ণী  
 বামক্রেড়ে অবস্থিত। চিরসচরী লক্ষ্মীদেবীকে  
 আলিঙ্গন ও তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করত অব-  
 স্থিত করিতেছেন। দেবদানব পমগ কেহই  
 তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি বাহার প্রতি  
 প্রসন্ন হন, সেই কেবল ইটাকে দেখিতে সমর্থ হয়।  
 নকুবা স্বপ্ন, তপস্তা, দান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি শত  
 শত উপায় দ্বারাও ভগবানকে দর্শন করা যায় না :  
 তপত-চিন্ত বেদান্ত-জ্ঞানদ্বারা নির্মূল-দুর্গে নিম্পাপ  
 তদীয় ভক্তগণই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ। অথবঃ  
 যদি পরমেশ্বরকে দেখিতে তোমার একান্ত ইচ্ছা  
 হইয়া থাকে ত শুন ;—সেই দেবদেব হরি ; দেবতা  
 ও মহুয্যগণের হিতার্থ ত্রেতাযুগে কত্রিয় দেহ ধারণ-  
 পূর্বক ইক্ষাকুকুলে দশরথ-নন্দন মহাবল পরাক্রান্ত  
 রামরূপে অবতীর্ণ হইবেন। সেই ধর্ম্মাত্মা পিতৃ-  
 নিয়োগে ভ্রাতা ও জগজ্জননী নিজমায়াক্রিপণী  
 ভার্য্যার সহিত দশকারণ্যে বিচরণ করিবেন। রাবণ !  
 আমি সবিস্তারে তোমার নিকট এই সমস্ত কথাই  
 বলিলাম। এখন, লক্ষ্মী-সমপিত রামকে ভক্তিভাবে  
 ভজনা কর।” রাক্ষস-রজ মহাবল রাবণ ইহা শুনিয়া  
 মনে মনে চিন্তা করত কিঞ্চিৎ বিচার করিল এবং  
 তোমার সহিত বিরোধ করিতে অভিলাষী হইয়া  
 আনন্দিত হইল :—এতকাল—মুদ্বার্থী হইয়া সকল

লোক পর্যটন করত অবস্থিত ছিল। মহারাজ ! অতি বুদ্ধিমান রাবণ, এইজন্ম তোমার হস্তে নিজ নিধন কামনা করিয়া জানকী দেবীকে হরণ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি সর্বদা এই কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, অথবা শ্রবণেচ্ছ ব্যক্তিগণকে শ্রবণ করায়, সে দীর্ঘ আয়ু, আরোগ্য, অনন্ত সুখ অক্ষয় ধন এবং অন্যান্য সম্পত্তিলাভ করে।

৩তীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

রাবণ, ত্রিলোক পর্যটন করিয়া বেড়ায় ; একদা নারদমুনিকে ব্রহ্মলোক হইতে আসিতে দেখিয়া প্রণামপূর্বক এই কথা বলিল ;—“ভগবন ! আপনি ত্রিজগতের অতিশুভ ; আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ কোথায় আছে—বলিয়া দিন। আমি বঙ্গশালী ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।” মুনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন ;—“শ্বেতদ্বীপ-নিবাসিগণ মহাবলপরাক্রান্ত ও মহাকাির ; হে মহামতি ! তথায় গমন কর। যাহারা বিষ্ণু-পূজনে নিরত এবং যাহারা বিষ্ণুকর্তৃক নিহত, সেখানে তাহারাই উৎপন্ন হয়। উত্তরতালোক সকল সুরাপুরগণের অজেয়।” রাবণ, তাহা শুনিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিলাষে বেগে মন্ত্রিগণের সহিত পুষ্পকারোহণে, শ্বেতদ্বীপ, সমীপে গমন করিলে শ্বেতদ্বীপ-প্রভায় পুষ্পকের তেজ দিনটাই হইল। পুষ্পক সেই স্থান হইতে আর অগ্রসর হইল না। তখন দশানন,—মন্ত্রিগণ ও পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া পদপ্রজে একাকী গমন করিল। রাবণ, দ্বীপে প্রবেষ্ট হইবামাত্র, একজন রমণী তাহার হস্ত ধারণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল ;—“তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? কেই বা তোমাকে পাঠাইল ?” অনেক গুলি রমণী লীলাসহকারে হাসিতে হাসিতে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল “বল”। দশানন, অতি কষ্টে সেই সকল রীলোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইল। হৃষ্ট হইয়া রাবণ, তখন অত্যন্ত আশ্চর্যঘটিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ; এবং নিশ্চয় করিল ;—“আমি বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব, অতএব বিষ্ণু আমার প্রতি যাহাতে কুপিত হন, আমি সেই কার্য করিব ; ইহা নিশ্চয় করিয়াই সেই সুর-ঐবরী অরণ্য মধ্যে বিদেহ-নন্দিনীকে হরণ করে।” সে, আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়াই ধরণি-সম্বৃত্তা সীতাকে হরণ

করিয়াছিল। এইজন্মই কেবল তোমার হস্তে নিহত হইবার ইচ্ছায় হরণ করিয়াও সীতাকে মাড়াভাবে রক্ষা করিয়াছিল। রাম, তুমি বিজ্ঞান-চক্ষুঃ ত্রিকাল-দর্শী অক্রান্ত পরমেশ্বর ; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই অবগত আছ। হে ঈশ ! তুমি ত্রিলোক-পূজিত হইয়াও ভক্তগণের অনুসরণীয় পথ দেখাইবার জন্ম মনুষ্যরূপে কর্তৃমকল সম্পাদন এবং অশ্বাদৃশ মনিগণের বাক্য শ্রবণ করত বিরাজ করিতেছ।” কুন্তযোনি এইরূপে শ্রীরামের স্তব করিলেন। পরে শ্রীরামকর্তৃক পূজিত হইয়া মনিগণের সহিত স্তুতিচিন্তে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন।

রমাপতি রাম, ভাতৃগণ ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া সংসারীর জ্ঞান সীতার সহিত আমোদ প্রমোদ করত গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। বিষয়ে আসক্ত না হইলেও হনুমৎপ্রমুখ সাধু বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া শ্রিয়র সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। একদা মহাপ্রভু শ্রীরামের নিকট পুষ্পক, পূর্ববৎ উপস্থিত হইল, এবং বলিল ;—“দেব ! ‘তুমি প্রথমে আমার নিকট হইতে রাবণের জয় লব্ধ হও, পশ্চৎ রাবণের জয় লব্ধ হইয়াছ ; অতএব স্বকাল শ্রীরাম ভূতলে অবস্থিত করিবেন, ততকাল নিত্য তুমি তাঁহাকে বহন করিবে। পরে রঘুবর যখন বৈকুণ্ঠ গমন করিবেন, তখন আমার নিকট প্রত্যগত হইও, কুবের আমাকে এই কথা বলিয়া আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।” রাবণ তাহা শুনিয়া সেই স্বর্গ-সম-শ্রেষ্ঠ পুষ্পককে বলিলেন ;—“তোমার মঙ্গল হউক ; আমি যখন তোমাকে স্মরণ করিব, তখন আমার নিকট আসিও; এখন আমার আদেশে অন্তর্হিত হইয়া অবস্থান কর ; এবং ইচ্ছামত সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও”, এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদ্যায় দিলেন। রামচন্দ্র, ভাতৃগণ ও মন্ত্রিগণে পরিবৃত্ত হইয়া জ্ঞান-নুসারে পৌরগণের সমস্ত কার্য করিতে লাগিলেন। রমাপতি শোকনাথ রাবণ, পৃথিবী শাসন করিতে থাকিলে বহুমতী শত্রুশালিনী এবং তরুণিকর মল-পূর্ণ হইল। শ্রীরাম, রাজা হইলে জনগণ ধর্ম-নিরত, রমণী-গুণ পতিভক্তিপরায়ণ হইল এবং কেহ পুত্রশোক পায় নাই। সীতা-সম্মত প্রভু রাবণ, বানরগণ ও ভাতৃগণের সহিত বিমানশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে আরোহণ করিয়া পৃথিবী বিচরণ করিতেন। তিনি পৃথিবীতে বহুতর অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন। এক ব্রাহ্মণের বালক-পুত্র এককালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্ম ব্রাহ্মণকে শোক করিতে দেখিয়া পর মহামতি রাম, বনমধ্যে শূদ্র ভাপসকে নিহত করিয়া ব্রাহ্মণবালককে

পুনর্জীবিত করেন ; এবং শূদ্রতাপসকে সর্বোৎকৃষ্ট সর্গসুখ প্রদান করেন । পরমাত্মা রঘুবর, লোক-শিক্ষার্থ নানাস্থানে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন । অপার্থিব বিবিধ ভোগদ্বারা সীতাকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন । পরম-ধর্ম্মজ্ঞ রাম ধর্ম্মতঃ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । তিনি নিখিল-লোক-মল-নাশিনী এই রামায়ণ-কথা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন । তাহার চরণকমল সকল লোকের বন্দনীয়, সেই রাম, মায়ামনুষ্যরূপে দশ সহস্র বৎসর স্বখানিয়মে রাজ্য করেন । শ্রীরাম রাজবিরূপে একপদ্বী-তত ধারণ করিয়া ছিলেন গু সর্ষদাদ পবিত্র ভাবে থাকিতেন । তিনি এই মনুষ্য সকল লোককে নিখিল গৃহস্থ্যচার শিক্ষা দিয়াছিলেন । ভাবজ্ঞা সান্দ্রী সীতা—প্রেম, অনুরক্তি, বিনয়, ইন্দ্রিয়-জয়, লজ্জা ও ভয়ে সান্দ্রীর মনোহরণ করিতে লাগিলেন । একদা কমল-দল-শোচনা সর্ষাসঙ্গার ভূমিতা সীতা, সর্ষ-ভোগ-সাম্পন্ন প্রমাদবরন দিবা-ভবনে নির্জনে হুখে আমীয় নীল-মর্ণ-সম-প্রভ দিব্যালঙ্কার-ভূষিত বিদ্বৎপুঞ্জের শ্রায়-পীত-বসন-পরিধান প্রসন্ন-বদন শাস্ত রঘুবরের চরণ-কমল-সুগলে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহাকে বলিলেন ;—“হে দেবদেব ! হে জগন্নাথ ! হে পরমাত্মন ! হে বনাতন ! হে চিদানন্দ ! হে আদি মব্য-অস্ত-রহিত ! হে অখিল কারণ ! হে দেব ! দেবগণ আসিয়া বাহাতে আপনি বৈকুণ্ঠ গমন করেন, তদ্বিষয়ে আমার নিকট নির্জনে প্রার্থনা করত বলিয়াছেন ;—“শ্রীরাম, আমাদিগকে এবং নিজ সনাতন ধাম বৈকুণ্ঠকে পরিত্যাগ করিয়া চিৎ-শক্তি রূপিনী তোমার সহিত ভূতলে অবস্থিতি করিতেছেন । কমল-শোচন রাম তোমার সহিত বলিয়াই—রহিয়াছেন ; অতএব অগ্রে তুমি বৈকুণ্ঠ গমন কর । তাহা হইলে রঘুবর বৈকুণ্ঠে আসিবেন । আমাদিগকে নাথবানু করিবেন । দেবগণ আমার নিকট এই কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, আমি আপনীর নিকট জানাইতেছি । যাহা উচিত হয়, এখন তাহা করুন ; প্রভু হে ! আমি আপনাকে আশ্রয় করিতেছি না ” ; সীতার সেই কথা শুনিয়া রাম, স্বপকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“দেবি ! আমি সকলই জানিতেছি ; সে বিষয়ে তোমাকে উপায় বলিতেছি ;—দেবি ! তোমার প্রতি লোকাপবাদ ছল করিয়া লোকাপবাদ-ভীত সামাজ্য মনুষ্যের শ্রায় তোমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করি । এখন গর্ভ দেখা যাইতেছে, বাস্তুকির আশ্রম-সমীপে তোমার দুইটী কুমার উৎপন্ন হইবে । তুমি পুনরায় আমার

নিকট আসিয়া লোক-প্রত্যর্থাৎ সান্দ্রের শপথ করত, ভূ-বিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র শীত্ৰই বৈকুণ্ঠে গমন করিবে । পশ্চাৎ আমি গমন করিব, ইহাই স্থির-নিশ্চয়” । একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ রাম, এই বলিয়া সীতাকে বিদায় দিয়া মন্ত্রণ-বিশারদ মন্ত্রিগণ ও প্রধান প্রধান সৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইলেন । শ্রীরাম তথায় উপবিষ্ট হইলে হস্ত পরিহাস ও জাহাজে-গম্ব করিতে সুনীপুণ মে সাহেবগণ শ্রীহার রামকে হাসাইতে লাগিল ; এইরূপে তাহার তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিল ; রাম, কথা-শ্রমঙ্গে নিজের নামক দ্রুতকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—“পুর-বাসী ও জনপদ-বাসিগণ,—আমি, সীতা, জননী, ভাতৃগণ ও কৈকেয়ী—আমাদিগের কাহারও সম্বন্ধে ভাল মন্দ—কি কথা বলে ? তত্ত্ব পাইওনা বল, আমার দিব্য ।” এইরূপ কথিত হইয়া বিজয় বলিল ;—“দেব ! তাহার সকলেই বলে, বিদিতাত্মা রাম, অতীত ক্রুদ্র কার্য সকল করিয়াছেন ; কিন্তু রাঘব, রাঘববধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া, অনহয় বোধ না করিত। সেই সীতাকে আবার গৃহে প্রবেশ করাইতেছেন ! নির্জনে অরণ্যে দুরাত্মা রাঘব ঘাহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল ; বলিতে পারি না সেই সীতাতে সম্ভোগ করিয়া রামের হৃদয়ে কিরূপ হুখ হয় ? তবে আমাদিগের রমণীরাও যদি ক্রুদ্র হইবে, আমাদিগেরও তাহা সম্ব করিতে হইবে ; কারণ রাজা বৈকুণ্ঠ হন, প্রজারাও নিশ্চয় তদ্রূপ হইয়া থাকে” । রাম, তাহার কথা শুনিয়া অস্ত্র সকল আশ্রয়দিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন ; তাহারও রামকে নমস্কার করিয়া বলিল,—“হী এইরূপ বলে বটে, সন্দেহ নাই” । অনন্তর রাম মন্ত্রিগণকে, বিজয়কে এবং অস্ত্রাস্ত্র মুহুদগণকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণকে আশ্রয়ানুষ্ঠান এই কথা বলিলেন ;—“লক্ষ্মণ ! সীতাকে লইয়া আমার ত বড়ই লোকাপবাদ হইয়াছে, অতএব প্রাতেই সীতাকে রথে করিয়া লইয়া গিয়া বাস্তুকির আশ্রম সমীপে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সত্তর প্রত্য্যাগত হইবে । ইহার পর যদি কিছু বল, তাহা হইলে, আমাকে মারিয়া ফেলা হইবে” । এইরূপ কথিত হইয়া লক্ষ্মণ ভীত হইলেন । অনন্তর তিনি প্রাতঃকালে জান-কীকে উঠাইয়া সুরমের রথে করিয়া তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন । বাস্তুকির আশ্রম-সমীপে সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন ;—“রাঘব লোকাপবাদ-ভয়ে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; আমার ইহাতে কোন দোষ নাই ; মা ! মুনিবর বাস্তুকির আশ্রমে গমন কর” । এই বলিয়া লক্ষ্মণ সত্তর রাম

সমীপে গমন করিলেন। সীতাও অতি অজ্ঞানের  
শ্রম দুঃখ-মস্তপ্ত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন।  
দিব্য-দর্শী বাহীকি শিষ্য-মুখে রমণীর নিলাপ-বাক্তী  
শুনিয়া তাঁহাকে সীতা বলিয়া বুঝিলেন; এবং সেই  
জনক নন্দিনীকে অর্থাঙ্গি দ্বারা পূজা করিয়া ভবিষ্যৎ  
বৃত্তান্ত অবগত থাকিতে, তাঁহাকে আশ্বাসিত করি-  
লেন এবং মুনিপত্নীগণের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ  
করিলেন। সেই সমস্ত রমণীগণ, বাহীকির কথায়  
তাহাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী জানিয়া দিন দিন  
ভক্তি সহকারে পূজা ও সাধনের সনিনয়ে তাঁহার  
সেবা করিতে লাগিল। মুনিগণ যাহাবু চরণ গুলল  
সেবা করেন, সেই পরমাত্মা, বিজ্ঞান-নেত্র, কেবল,  
আদি, দেব রাম সীতাবিরহবশতঃ বিরাগ সুক্ত  
হইয়া সমস্ত ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক মুনিগণের  
ব্রত ধারণ করিলেন। ৫.

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায় ।

রাম-গীতা

শ্রীমহাদেব কহিলেন;—অনন্তর রঘুবর, ত্রিভু-  
বনের আনন্দ বাহার অধীন, সেই আনন্দ—স্বরূপ  
দ্বারা উত্তম রামায়ণ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূর্বপুরুষ-  
গণের আচারিত কার্য—শ্রেষ্ঠ-রাজধিগণ যেরূপে  
পালন করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে পালন করিতে  
লাগিলেন। রঘুনন্দন রাম, উদার-বুদ্ধি সৌমিত্রি-  
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুরাতন শুভকথা বলি-  
লেন; এবং প্রমত্ত নৃগরাজের ব্রহ্মশাপে তির্যগ্ যোনি  
প্রাপ্তির কথা বলিলেন। লক্ষ্মী যাহার পাদপদ্ম সেবা  
করেন, সেই শ্রুত শ্রীরাম একদিন, নিরঞ্জন উপবিষ্ট  
আছেন, এমন সময়ে বিভূক্তান্তঃকরণ সৌমিত্রি, ভক্তি  
পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সনিনয়ে বলিলেন;—  
“হে সর্বক্ক! আপনি বিশুদ্ধ-বোধ-স্বরূপ; আপনি  
সকল প্রাণীর আত্মা; নিরাকার এবং সর্বনিয়ন্তা;  
যাঁহারা আপনীর চরণকমলে ভ্রমরের শ্রম আসক্ত;  
সেই সকল জ্ঞানদর্শী ব্যক্তিগণ আপনাকে হইতেই  
আপনাকে জানিতে পারেন। শ্রুত হে! আমি,  
যোগিগণের চিন্তনীয় সংসার-মোচক ভবলীল পাদ-  
পদ্মের শরণাপন্ন হইলাম; আমি বাহাতে অজ্ঞান-  
রূপ অপার জলধি—অনার্যাসে পার হইতে পারি,  
তাহা আমাকে শিক্ষা দিন।” তখন শরণাগত-  
গণের দুঃখহারী ক্ষিতিপাল-ভূষণ রাম, হুমিত্রা-

তনয়ের সেই সকল কথা শুনিয়া অক্ষানাক-  
কার-শাস্তির জন্ম প্রসন্নচিত্তে বেদবোধিত বিজ্ঞান  
উপদেশ করিতে লাগিলেন;—“প্রথমে দ্বীপ বর্ষ ও  
আশ্রমোচিত ক্রিয়া-কলাপ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে  
পর এবং ঐ ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানপূর্বক শমদমাদি  
সাধন লাভ হইবার পর সন্ন্যাস করিয়া আত্মা-তত্ত্ব-  
জ্ঞানের জন্ম সদ্গুরু আশ্রয় করিবে। পূর্বজন্মে  
অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম, শরীরোৎপত্তির হেতু; তাহাতে  
অনুরাগী ব্যক্তির শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মুখ-দুঃখ-জনক  
ধর্ম্মাধর্ম্ম হইয়া থাকে, তদ্বারায় পুনরায় শরীর গ্রহণ-  
পুনর্ব্বার ধর্ম্মাধর্ম্ম এইরূপ সংসার চক্রবৎ পরি-  
বর্তনশীল;—ইহা পশ্চিমগণ, বলিয়া থাকেন।  
অক্ষানই এই সংসারের মূল কারণ; সংসার নিরুক্ত  
করিতে হইলে অজ্ঞানকে বিনষ্ট করা বিধি: বিদ্যাই  
অজ্ঞান বিনষ্ট করিতে সবিশেষ পটু; কর্ম্ম হইতে  
অজ্ঞান বিনষ্ট হয় না; যেহেতু, কর্ম্ম অজ্ঞান হইতে  
উৎপন্ন এবং বিদ্যার বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত। কর্ম্ম  
হইতে অজ্ঞান নাশও হয় না, রাগক্ষয়ও হয় না,  
কেবল তাহা হইতে নানাবিধ দোষাক্রান্ত কর্ম্ম-  
জাল উদ্ভূত হয়। তাহা হইতে আবার অনিবার্যত  
সংসার; অতএব পশ্চিম ব্যক্তি জ্ঞান-বিচারে  
তৎপর হইবেন। বলি;—বিদ্যা যেমন মুক্তির  
সাধন, বেদাদি শাস্ত্র বিহিত ক্রিয়াও ত তদ্রূপ। কেন  
না ক্রিয়া শরীরগণের অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট;  
অতএব তাহা বিদ্যার সাহায্য করিয়া থাকে।  
কর্ম্ম না করিলে যে দোষ হয়, একথা বেদে কথিত  
আছে। অতএব মুমুকু ব্যক্তিও সর্বদা কর্ম্ম করিতে  
থাকিবে। বলিতে পার;—মুক্তিরূপ অক্ষয়-ফলজনক  
বিদ্যা কাহারও অধীন নহে, মনে মনেও অন্য  
কাহারও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তাহা ঠিক  
নহে; কেন না যেমন যাগ যজ্ঞ অক্ষয়-ফলজনক  
হইলেও প্রযাজাদি অঙ্গ ও দেশকাদির অপেক্ষা করে,  
সেইরূপ বিপি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত-কর্ম্ম-সাহায্যেই  
বিদ্যা মুক্তির উপযোগিনী হয়। কোন কোন  
বিতর্কবাদিগণ, এইরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু  
কর্ম্ম ও বিদ্যার প্রসিদ্ধ বিরোধ থাকায় সে কথা গ্রাহ্য  
নহে। বিরোধ এই যে, দেহের প্রতি আত্মা বলিয়া  
জ্ঞান থাকিলে ক্রিয়া কর্ম্মে আসক্তি হয়; আর  
বাহার সেই জ্ঞান—অহঙ্কার গিলাছে, বিদ্যা তাহারই  
হইয়া থাকে। বিভূক্ত-জ্ঞান-জনক শাস্ত্রালাচনায়  
পরিস্কৃত চরম-আত্ম-বৃত্তিই “বিদ্যা” নামে কথিত।  
কর্ম্ম, নিখিল কারকাদির সাহায্যে উদ্ভিত হয়, আর  
বিদ্যা ঐ সকল কারকাদিকে বিনষ্ট করে। (কোরক

শব্দে কৰ্ম্মাদি কৰ্ত্ত্ব্ব বুদ্ধি ইত্যাদি)। অতএব অমুক্তি ব্যক্তি, সম্পূর্ণরূপে কৰ্ম্ম ত্যাগ করিবে। কৰ্ম্মের সহিত বিদ্যার বিরোধ থাকায় বিদ্যা ও কৰ্ম্মের যৌগ-পদ্য হইতে পারে না; তবে বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া সৰ্পদা; আত্মা-নুসন্ধানপরায়ণ হইবে। যত কাল মায়াবশে শরীরাদির প্রতি আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে, তত কাল বিধি-বোধিত কৰ্ম্মের স্বধীন থাকিবে অর্থাৎ কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবে না। “তন্ন তন্ন” করিয়া বেদ-বাক্যে সমস্ত বস্তু নিরাকরণ পূৰ্ণক তত্ত্বং বস্তু হইতে বিভিন্ন আত্মারূপ অবগত হইবার পর ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করিবে। যখন জীবাশ্মা ও পর-মাত্মার ভেদজ্ঞান-নাশক সমুচ্ছল বিজ্ঞান আত্মাতে প্রতিভাত হয়, তখনই আত্মার সংসার-বন্ধের কারণী-ভূত মায়, কৰ্ম্মের সহিত স্মৃতি বিলীন হয়; অজ্ঞান, বেদ-প্রমাণে বিনাশিত হইয়া আর কার্যকর হইতে পারে না; এবং শুদ্ধাভিত্য-বৃত্তি বিজ্ঞান মাত্রের প্রভাবে পুনরায় আর উৎপন্নও হইতে পারে না। যদি তাহা বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন না হইল, তাহা হইলে “আমি কৰ্ত্তা” এইরূপ অভিমানও হইতে পারিল না। অতএব স্বাধীন বিদ্যা বিনা সাহায্যেই মুক্তিজনক হইয়া থাকে। অগ্র কাহারও অপেক্ষা করে না। প্রসিক্ত তৈত্তিরীয় শক্তি-সমস্ত প্রশস্ত কৰ্ম্মগণকেও পরিত্যাগ করিতে সাদরে স্থপ্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন। জ্ঞান মুক্তি-সাধন; কৰ্ম্ম মুক্তি-সাধন নহে; “এতাবৎ” ইত্যাদি বাজমনেয়-শ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন। (প্রতি-পক্ষ ১) তুমি যজ্ঞকে বিদ্যার সমান বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছ; কিন্তু তত্ত্বল্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পার নাই। বিদ্যাও যজ্ঞের ফলও পৃথক্ পৃথক্; (বিদ্যাও কৰ্ম্মের একবিধ ফল হইলে বরং দৃষ্টান্ত মিলিত)। আর যজ্ঞ বস্তুর অঙ্গ-যোগে সাধনীয় এবং জ্ঞান ইহার বিপরীত; আমি পাপী হইব এইরূপে আত্ম ভিন্ন আত্ম-জ্ঞান বস্তুর প্রতি অঙ্গগণেরই সম্ভবে, তত্ত্বজ্ঞানীয় নহে; কৰ্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে যথাবিধানে কৰ্ত্তব্য বলিয়া বিধি-বোধিত, কৰ্ম্মও জ্ঞানীগণের পরিত্যক্ত। শ্রদ্ধালু ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া গুরুর প্রসাদে অধিগত “তত্ত্ব-মসি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা জীবাশ্মা ও পরমাত্মার অভেদ বুঝিতে পারিলে পরম আনন্দে হৃদয়ের স্রায় অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিবে। বধার্থ রূপে বাক্যার্থ জ্ঞান করিতে হইলে, প্রথমে পদার্থ জ্ঞান তাহার কারণ # “তত্ত্বমসি” এই

শক্তি-বাক্যের অবয়ব “তত্ত্ব” পদে পরমাত্মা “মসি” পদে জীব “অসি” পদদ্বারা উভয়ের অভেদ জ্ঞাপন হইতেছে। “আমি” বলিলে জীবাশ্মাকে বুঝায়; আর পরমাত্মা ইন্দ্রিয়াতীত; জীবাশ্মাও পরমাত্মার এই বিরুদ্ধ ভাব ত্যাগ করিয়া মুক্তি বলে সম্পূর্ণ বিচারিত ও “তত্ত্বং মসি” পদের লক্ষণা \* দ্বারা লক্ষিত আত্মব্রহ্মের চৈতন্য-রূপত্ব গ্রহণ করিবে; এই রূপে নিজ-আত্মাকে অবগত হইয়া স্বৈত-ভাব-রহিত হইবে। “তত্ত্বং মসি” পদের জহংস্বার্থ লক্ষণা হইতে পারে না। কারণ, “তত্ত্বং মসি” পদের বিশেষাংশ এক। অজহংস্বার্থ লক্ষণাও হইতে পারে না; কারণ বিশেষাংশ ত্যক্ত হওয়াতে স্বার্থ একেবারে অপরিভ্যক্ত রহিল না; কোন দোষ না থাকায় “সোহমং (মে এই)” † পদের

\* প্রতি কথার অর্থ বোধক হইতে পারে; একটা শক্তি, অপরটা লক্ষণা। যদ্বারা শব্দ প্রয়োগে মত মতজ্ঞানে অর্থবোধ হয়, মোটামুটি তাহাকেই “শক্তি” বলা যায়। আর যদ্বারা শব্দ প্রয়োগের স্বতিরিক্ত অর্থবোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা। “যদু বাইতেছে” বলিলে মতজ্ঞানে যে অর্থ বোধ হয়, তাহা শক্তি সাধিত। আর “গঙ্গাবাস করিয়াছে” বলিলে যে অর্থবোধ হয়, তাহা লক্ষণা সাধিত; কেননা কেবল “গঙ্গাবাস” শব্দ প্রয়ুক্ত হইয়াছে; অর্থবোধ হইতেছে গঙ্গাভীরে বাস, তাহা শব্দ-প্রয়োগের স্বতিরিক্ত ইত্যাদি।

যেমন ব্যবহার আছে—বাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, “মে এই”, এইরূপেও বেশকাল অভূত্বিত হেঁহে বিশেষণের পরিবর্তন হইলেও বিশেষণের অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ বসত: ভাগলক্ষণা দীকার্য। অত্র লক্ষণা ব্যটিতে পারে না। এই হলে ব্যটিবার গোণা ত্রিবিধ লক্ষণার কথা উক্ত হইতেছে; জহংস্বার্থ (১) অজহংস্বার্থ (২) ও জহংস্বার্থ স্বার্থ বা ভাগ লক্ষণা (৩) যে শব্দ স্বীয় মতজ্ঞ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একবারে অপর অর্থের বোধক হয় তাহা প্রথম লক্ষণাভিত্ত; যথা “গঙ্গাবাস করিয়াছে”। † এইরূপে গঙ্গাশব্দ স্বীয় মতজ্ঞ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া “গঙ্গাভীর” রূপে অত্র অর্থের বোধক। যে শব্দ স্বীয় মতজ্ঞ অর্থের বোধক এবং অত্র অর্থেরও বোধক তাহা দ্বিতীয় লক্ষণাভিত্ত;—যথা “দেখা বিড়ালে যেন ছু বায় না”। এই হলে বিড়ালশব্দ স্বীয় মতজ্ঞ অর্থের এবং অত্র মতজ্ঞ-ভিত্তিক জহংস্বার্থ অপর বোধক; এই জহংস্বার্থ ব্যটি প্রতি একবার প্রয়ুক্ত হয়, সে, ক্রুরে মাহ বাইতে আশিলেও নিখারণ করে। আর তাহা স্বীয় মতজ্ঞ অর্থের অংশ বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া অংশবিশেষের বোধক হয়, তাহা তৃতীয় লক্ষণাভিত্ত। “হে জীবাশ্মা তুমি পরমাত্মা” ইহা “তত্ত্বমসি” বাক্যের স্বারসিক অর্থ। কিন্তু হে “শ্রাম! তুমি তুমি” এইরূপে কথা যেমন অস-মত; স্বারসিক অর্থের উপর নির্ভর রাখিলে “তত্ত্ব-মসি” বাক্যটিও সেইরূপ অসমত বোধ হয়। কাজেই

\*এক একটা কথার নাম শব্দ, পদসমূহের নাম বাক্য



জ্ঞায় "তত্ত্বং" পদেরও ভাগ লক্ষণা করাই মুক্তি-  
যুক্ত। যাহা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চমূলভূত হইতে  
সম্ভূত, যাহাতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি কৰ্মফলের ভোগ  
হয়, সেই উৎপত্তি বিনাশশালী, প্রাজ্ঞন কৰ্ম্মো-  
পার্জিত যোগায় স্থূল শরীর, আত্মার উপাধি;  
আর মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণে ও পঞ্চতন্ত্রে  
সংগঠিত এবং আত্মার সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধের  
কারণ, অল্প এক স্থূল শরীর আত্মার উপাধি অর্থাৎ  
পার্থক্য ভ্রমাদির হেতু; ইহা পণ্ডিতগণ অগত  
আছেন; অনাদি অনির্কচনীয় কারণ যোগ্য, ব্রহ্মের  
পরম প্রধান শরীর; তাহাতেই ঈশ্বর বলিয়া ব্যবহার  
হইয়া থাকে। এইরূপ উপাধি ভেদ বশতঃ স্ত্রীর  
আত্মা যাহা হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত; সেই  
পরমাশ্রীর সহিত নিজ আত্মাকে ক্রমে ক্রমে  
অভিন্ন দেখিবে। যেমন, ফটিকমণি, জ্বাদি সংসর্গে  
সেই সেই বস্তুর সমবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ  
জীব ও অন্নময় প্রভৃতি সেই সমস্ত কোষের সংসর্গে  
সেই সেইরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এই  
"তত্ত্বমসি" বাক্য বিচার করিলে জীব—যে, সংসর্গ  
শূন্য অজ ও অদ্বিতীয়, ইহা বিজ্ঞাত হয়। ত্রিগুণা-  
স্বিক্য বুদ্ধির ত্রিবিধ ধর্ম্ম জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—  
উৎপত্তি নাশশূন্য ত্রিগুণাতীত, সর্বব্যাপক, নিঃসঙ্গ  
ও আনন্দময় এই আত্মাতে যে উপলব্ধি হয়, তাহা  
ভ্রম; কেননা ঐ ধর্ম্মত্রয় পরম্পরব্যভিচারী।  
দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং চিত্তস্বরূপ-আত্মার  
পরম্পর অধ্যাসবশতঃ;—তদামূল অজ্ঞত্বসূচক  
বুদ্ধিবৃত্তি যতকাল ঘুরিতে থাকে, তবৎ এই সংসার।  
"নেতি" ইত্যাদি স্তম্ভপ্রমাণ বলে জগৎকে  
মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মন দ্বারা চৈতন্যরূপ অমৃত  
আপাদন করিবে। অনন্তর, তৎকার্ত্ত ব্যক্তি যেমন  
নারিকেলাদির জলপানে পরিতপ্ত হইয়া ঐ জল-  
পাত্র ফল পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জগতের  
সারাংশ লাভের পর সমস্ত জগৎ পরিত্যাগ করিবে।  
চিরদিন সমভাবে অবস্থিত আত্মার কখন মৃত্যু  
নাই, জন্ম নাই, ক্ষয় নাই, বুদ্ধি নাই; আত্মা,  
সর্বাত্মশায়ী, আনন্দরূপ, স্বপ্রকাশ, সর্বব্যাপক  
এবং অদ্বিতীয়। এইরূপ জ্ঞানময়—আনন্দময়-  
স্বায়মিক অর্ধ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাসম্বিত অর্ধ স্বীকার  
করিতে হইতেছে। অস্তঃকরণ-সম্বন্ধ চিত্তস্বরূপের নাম  
জীব; সারানন্দক চিত্তস্বরূপের নাম পরমাশ্রী বা ঈশ্বর  
"তুমি সেই চিত্তস্বরূপ," ইহা "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্ধ।  
উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণার মধ্যে ইহা কোথ লক্ষণা-স্বায়মিক  
অর্ধ? তদন্তরে নিম্নলিখিত বিচার প্রসূত হইতেছে।

আত্মার দুঃখময় সংসার। একি বিশ্বাস হয়?  
অজ্ঞান-জনিত অধ্যাসবশেই ঐ রূপ প্রতীতি হয়।  
তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎ-  
পন্ন হইবামাত্র সংসার বিলীন হইয়া যায়। ভ্রম-  
বশতঃ এক বস্তুকে অল্পবস্তু বলিয়া বুঝাকেই পণ্ডিত-  
গণ "অধ্যাস" নামে অভিহিত করেন যথা; রজ্জু  
প্রভৃতিতে সর্পভ্রম। রজ্জু, বস্তুতঃ সর্প না হইলেও  
তাহাতে সর্পভ্রমের ভ্রায়, ঈশ্বরে জগৎ-ভ্রম হইয়া  
থাকে। শিকর-কারণ-মায়-শূন্য, চৈতন্যময়, নিখিল  
কারণ, আনন্দ-ময়, সকল-নিকার-বর্জিত, পরাৎপর  
আত্মাতে প্রথম কল্পিত অহংবুদ্ধিই অধ্যাস; সর্পিদা  
ইচ্ছ-উপেক্ষা রাগ-দ্বेष, সুখ-দুঃখ, এই সকল ধর্ম্ম  
শালিনী বুদ্ধি হইতে সর্বসামান্য আত্মার সংসার-  
সঙ্গ উদ্ভূত হয়। কারণ সুযুক্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তি  
তিরোহিত থাকতে, আত্মা স্বীয় আনন্দময় রূপে  
থাকেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অনাদি-  
অবিদ্যা-সম্ভূত অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চিত্তপ্রকাশ  
জীবনামে কথিত হইয়া থাকেন। আর পরমাশ্রী  
বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী স্বরূপে পৃথকভাবে অবস্থিত, বুদ্ধি-  
দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এবং পরজ্ঞান হইলে, সেই জীবই  
পরমাশ্রী। অগ্নি ও লৌহের একত্র সহবাসে যেমন  
অনলতপ্ত লোহপিণ্ড অগ্নিরূপে—ও অগ্নি, লোহবৎ  
বর্ত্তলাদিক্রমে প্রতীত হয়, সেইরূপ চিদাত্মাস,  
ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির পরম্পর জাতাত্তিক সংসর্গে  
পরম্পর অধ্যাস বশতঃ চৈতন্যময় আত্মা জড়রূপে  
এবং চিত্ত চৈতন্যরূপে প্রতীত হয়। বেদ-বাক্যে ও  
গুরুপদশে সঙ্গাত বিদ্যাবলে আত্মার অহংভূতি  
করিয়া, উপাধি-বর্জিত স্বীয় আত্মাকে পরমাশ্রী  
হইতে অভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করিবে। অনন্তর আত্মা-  
গোচর সমস্ত জড়পদার্থে উদাসীন হইবে। "আহি  
প্রকাশস্বরূপ, আমি অজ, আমি অদ্বিতীয়, আমি  
একবার ও অপর কর্ত্তক উদাসিত হই না, আমি  
অভিশয় নিশ্চল, আমি বিগুণ বিজ্ঞান-স্বরূপ, কর্ত্তৃত্বা-  
ভিমানশূন্য, সম্পূর্ণ, আনন্দময় এবং নিকিয়।  
আমি সদামুক্ত ও অচিন্ত্য-শক্তি; আমি অতীন্দ্রিয়  
জ্ঞানস্বরূপ, নির্বিকার ও অসীম; বেদবাদিপণ্ডিত-  
গণ দিবানিশি আমাকে মনে মনে চিন্তা করেন।"  
বিষয়-বিতৃষ্ণ-চিত্তে সর্পিদা এইরূপে আত্মবিচার  
করিতে করিতে উৎপন্ন বিতৃষ্ণ সংস্কার,—রসায়ন সেবা  
ধেরূপ রোগবিনাশ করে;—সেইরূপ অবিলম্বেই কল্প-  
সহ অবিদ্যাকে বিনষ্ট করে। নির্জন স্থানে যথো-  
চিত্ত আসনে উপবিষ্ট, প্রশান্ত-ইন্দ্রিয়, বিজিতাস্তঃ-  
করণ, শুদ্ধচিত্ত, নিঃসঙ্গ, আত্মনিষ্ঠ, অনন্তপরায়ণ

এবং বিজ্ঞান-মাত্র-দর্শী হইয়া একমাত্র ধ্যানে করিবে। পরমাত্ম-প্রকাশিত এই সমস্ত বিষয়ে নিখিল-কারণ পরমাত্মাতে বিলীন করিবে। তখন একমাত্র পূর্ণ চিদানন্দময় অবস্থিত রহিবেন; বাহ ও অন্তর্গত কোন পদার্থই তাহা ব্যজ্ঞানগম্য হইবে না। সমাধি-সিদ্ধির পূর্বে সচরাচর নিখিল জগৎকে ওঙ্কার-বোধিত মনে করিবে। জগৎ ওঙ্কারের বাচ্য এবং ওঙ্কার-জগতের বাচক; যতদিন জ্ঞান না হয়, ততদিন এইরূপ চিন্তা হইবে। জ্ঞানের পর আর হইবে না। অকার-পদ-বাচ্য জাগ্রদবস্থা-সাক্ষী বিরাট-পুরুষ; উকার-পদ-বাচ্য-স্বপ্ন-সাক্ষী হিরণ্য-গর্ভ, মকার-পদ, বাচ্য সৃষ্টি-সাক্ষী প্রাজ্ঞ—ইহা নিখিল বেদের উক্তি অ-উ-ম্ ইত্যাকার ওঙ্কারে এইরূপে চিন্তা সমাধিসিদ্ধির পূর্বেই কর্তব্য; তৎ-সাক্ষ্য-কার হইলে নহে। নানা-রূপে অবস্থিত বিরাট-পুরুষকে এবং অকারকে উকার মধ্যে বিলীন ভাবনা করিবে অনন্তর প্রণবের শেষবর্ণ মকারে হিরণ্য-গর্ভ পুরুষকে এবং দ্বিতীয় বর্ণকে বিলীন ভাবনা করিয়া কারণ-স্বরূপ প্রাজ্ঞ পুরুষকে ও মকারকে চিন্তন পরমাত্মাতে বিলীন ভাবনা করিবে এবং চিন্তা করিবে; আমি সেই উপাধি বর্জিত, নির্মূল, বিজ্ঞান-দর্শী, সর্বা-বিমুক্ত, পরম-তন্দ্র; এই রূপে সর্বদা পরমাত্ম-ভাবনা করিয়া সমস্ত বিশ্ব-ত হওয়াতে স্বীয় আনন্দে সমগ্ৰ, অখণ্ড আত্ম-স্বরূপ সুখ প্রকাশক, সাক্ষ্য জীবমুক্ত হইয়া হিরণ্য-গর্ভ সাগরের ত্রায় অবস্থিত হইবে। এইরূপে সম্পদা সমাধি যোগ-অভ্যাসী বিষয়-বিমুক্তির কামাদি-নিখিল-হি পূজ্যা যে ব্যক্তি যত্ন-পূর্ণ-সম্পন্ন \* আত্মাকে বশীভূত করিবে; সর্বদা আমি তাহার দৃশ্য হইব। মুনি এইরূপে দিবানিশি আত্মধ্যানবলে নিরতি-মানে প্রারম্ভ ভোগ করত সমস্ত-বন্ধন-মুক্ত হইয়া ক্রমপরে সাক্ষ্য আমাতেই বিলীন হইবে। সংসা-রের আদি, মধ্য ও অন্ত ভোগ-শোক-সঙ্কল অবগত হইয়া বিক-বাদ-বোধিত নিখিল কর্ম পরিত্যাগ করত সঙ্কল-জীব-স্বরূপ আমাকে ভজনা করিবে। জ্ঞান, নিজ স্বরূপকে আমায় সহিত অভিন্ন ভাবনা করিতে করিতে, সমুদ্রে জলবিদ্রব ত্রায়, দুর্ভরাশিতে দুর্ভ-বিন্দুর ত্রায় মহাকাশে বগুকাশের ত্রায় শ্রবণ বায়ুতে তালবন্ত পবনের ত্রায় আমায় মিশ্রিত হইয়া যায়। যখন জীবমুক্ত মুনি, লোক ব্যবহার অমুসারে চলি-লেও 'জগৎ মিথ্যা' এই চিন্তা করত জীবাত্মা ও

পরমাত্মার অভেদ প্রত্যক্ষ করে, তখন যেমন বন্ধ-জ্ঞান হইলে দ্বিচ্ছন্দ্র ভ্রম ও দ্বিভ্রমাদি অপগত হয়, সেইরূপ শ্রুতি, যুক্তি ও প্রমাণে নিরাকৃত বনিয়া জগতের প্রতি সত্যভ্রম দূর হয়। যত দিন, জগৎ-কে মৎস্বরূপ প্রত্যক্ষ না করে, ততদিন আমার আরাধনা-পরায়ণ হইবে। যে ব্যক্তি অঙ্কায় এবং সাত্বিক-ভক্তি-সম্পন্ন; আমি দিবানিশি তাহার মন দ্বারা দৃশ্য। প্রিয়তম! এই রহস্য আমি নিঃসংশয় রূপে বেদের সার সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট বলিলাম। এই ভূতলে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি, ইহা আলোচনা করিবে, সে ক্রমমধ্যে সমস্ত-পাতক-জালা হইতে বিমুক্ত হইবে। তাই! এই যে পরিদৃশ্য-মান জগৎ; ইহা মাত্র মাত্র জানিয়া সমস্ত বস্তুর মনের আনন্দ দূর করিবে, অনন্তর, আমার ভাবনা-বশতঃ শুদ্ধ-চিন্তা হইয়া আনন্দময় ও নিরাময় ভাবে সুখে অধস্থান কর। যে ব্যক্তি, যে কোন সময়ে মনে মনে গুণাতীত আমার নিঃগুণভাব বা সগুণরূপ সেবা করে, আমায়ই স্বরূপ সেই ব্যক্তি, স্বর্ঘ্য যেমন নিজ কিরণ-জাল দ্বারা স্পর্শ করিয়া ত্রিলোক পবিত্র করেন, সেইরূপ বন্দনীয়-নিজ-চরণ-পরগা স্পর্শে বৈলোক্য পবিত্র করিয়া থাকে। এই সমস্ত বাক্য বেদের একমাত্র সরাংশ এবং বিজ্ঞান জনক; বাহার চরিত্রে বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচ্য, সেই আমি ইহা কৌতূহন করিলাম যে ব্যক্তি গুরুভক্তি সহকারে শ্রদ্ধাপূর্বক ইহা গঠ করিবে, যদি আমার কথায় ভক্তি থাকে ত সে আমায় সারূপ লাভ করিবে।

পরম অধ্যায় সমাপ্ত। রামগীতা সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কছিলেন;—একদা যমুনা-তীর-বাসী মুনিগণ, শব্দ রাখসের ভয়ে শ্রীরামের সহিত সাক্ষ্য করিতে আসিলেন। সেই অমংখ্য ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী তুণ্ডবংশীয় মুনির চাবনকে সম্মুখে করিয়া শ্রীরামের নিকট অস্ত্র পাইবার আশায় তথায় সমাগত হন। রত্নকল্যাণম রাম, পরম ভক্তি সহ-কারে তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া সেই মুনিগণসাকে আনন্দিত করত মদুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন; হে মুনিবর্গণ! আমাকে কি করিতে হইবে? কি জ্ঞান আপনারা আগমন করিয়াছেন। আপনারা যে আমাকে গীতি সহকারে পোষিত আসিয়াছেন। ইহাতে আমি ধন্ত হইলাম। আপনাদিগের প্রয়ো-

\* সর্বজ্ঞ, মিথ্য, নিতাত্ত্বক, চৈতন্যস্বরূপ বতজ্ঞ এবং অনন্তর এই বতজ্ঞক।

জনীর কাব্য শুরু হইলেও আমি তাহা করিব ; আমি ভৃত্য, আমাকে অসঙ্কোচে আজ্ঞা করুন ; ব্রাহ্মণেরা আমার দেবতা, তাহা শুনিয়া চ্যবন হস্তচিহ্নে তৎক্ষণাৎ বলিলেন ;—“প্রভো ! পূর্কালে সত্যযুগে মধু নামে অত্যন্ত ধর্ম্মায়া এক দেবতা ছিল। সে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিত। মনোদেব, তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অত্যাশুপ্ত শূল প্রদান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা যাহাকে শ্রহার করিবে, সে ভয়াভূত হইবে। কুস্তানসী নারী রাবণের অনুজ্ঞা তাহার ভাষা ছিল। লবণ নামে ভীম পরাক্রম রাক্ষস, সেই কুস্তানসীর পর্তে উৎপন্ন ; সেই হ্রস্বা—দুর্জয় এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র ! আমরা তৎকর্তৃক পীড়িত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। তাহা শুনিয়া শ্রীরাম বলিলেন ;—“হে মুনিবরণ ! আপনাদিগের ভয় নাই ; আমি লবণকে পিন্ধিত করিব ; আপনারা নিরুদ্ধেণ হইয়া গমন করুন। এই বলিয়া রাম ভ্রাতৃগণকে বলিলেন ;—“তোমাদিগের মধ্যে কে লবণ রাক্ষসকে বধ করিবে ?—ব্রাহ্মণগণকে মহৎ অভয় দান করিবে ?” তাহা শুনিয়া ভরত কুচাঙ্গলিপুটে বলিলেন ;—“প্রভো ! আমিই বধ করিব ; দেব ! আজ্ঞা করুন” অনন্তর শক্রঘ্ন, রাসকে নমস্কার করিয়া এই কথা বলিলেন ;—“হে রাবণ ! লক্ষ্মণ, যুদ্ধস্থলে মহৎ কাৰ্য্য করিয়াছেন। মহাবুদ্ধি ভরত, নন্দিগ্রামে দ্রুপ ভোগ করিয়াছেন। অতএব লবণ বধের জন্ত আমিই গমন করিব। হে রঘুবর ! আপনার প্রসাদে সেই রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারিব।” শক্রসুদন রাম, তাহা শুনিয়া শক্রঘ্নকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিলেন, আমি আজই তোমাকে মথুরারাজ্য দিবার জন্ত অভিষিক্ত করিব। রাম, লক্ষ্মণদ্বারা আভিষেচনিক উচ্চম উত্তম দ্রব্য আনাইয়া, শক্রঘ্ন অনিচ্ছুক হইলেও স্নেহপূর্বক তাঁহাকে আভিষিক্ত করিলেন। রাম, শক্রঘ্নকে দিব্য শর প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন ; এই শরদ্বারা লোককণ্ঠক লবণকে বধ করিবে। লবণ সেই শূল পূজা করিয়া গৃহে রাখিয়া জন্মগণকে ভোজন করিবার জন্ত এবং বিবিধ-প্রাণিবধের জন্ম বনগমন করিয়া যাবৎ সে গৃহে প্রত্যাগত না হয়—বনে থাকে ; তুমি তাবৎ শরাসন ধারণপূর্বক অবস্থান করিবে। শূল আনয়ন করিতে তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে ; তাহা হইলে সে

তোমার বধ্য হইবে। সেই ক্রুর লবণকে বধ করিয়া সেই মধু নামক বনে নগর স্থাপনপূর্বক আমার আদেশে তুমি তথায় থাকিও। তুমি অগ্রে রাক্ষসকে বধ কর, পশ্চাৎ পক্ষ সহস্র অশ্ব, তদন্থ রথ, ছয় শত গজ, তিন শত পদাতি গমন করিবে ; রাবণ, এই বলিয়া শক্রঘ্নের মস্তক আজ্ঞাপূর্বক তাঁহাকে আশীর্বাদ প্রয়োগে অভিনন্দিত করিয়া মুনিগণের সহিত শ্রেণ করিলেন। রাম যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, শক্রঘ্নও তাহা করিলেন এবং মধু-তনয়কে যুদ্ধে নিহত করিয়া তথায় মথুরাপুরী স্থাপন করিলেন। অর্থাৎ দান ও সম্মান প্রদর্শন করায় অনেক লোক তথায় বাস করিতে লাগিল ; এইরূপে মথুরা বিস্তৃত সমৃদ্ধ-জনপদ হইয়া উঠিল।

এদিকে সীতা বাহ্মিকর আশ্রমে পুত্রদ্বয় প্রসঙ্গ করিলেন। বাহ্মিকমুনি, তাহাদিগের নামকরণ করিলেন ;—জ্যেষ্ঠের নাম “কুশ” কনিষ্ঠের নাম “লব”। সীতার তনয়দ্বয়, ক্রমে বিদ্যাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাঁহারা মুনিকর্তৃক উপনীত হইয়া বেদ-অধ্যয়নে তৎপর হইল। মুনি বাহ্মিক, সেই বালকদ্বয়কে সমস্ত রামায়ণ কাব্য শিক্ষা দিলেন ; পূর্নিকালে ত্রিপুরহারী শম্বর পাক্ষতীকে বাহা বলিয়াছিলেন, ক্ষমতাসম্পন্ন মুনি বেদজ্ঞানের গভীর-তর্ক তাবৎ রামায়ণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন। অশ্বিনীকুমারদুগলের ন্যায় সুন্দর পরধনী কুমারদ্বয় তত্তীতাল্যবোপে রামায়ণ গান করত বনে বিচরণ করত। দেবাকৃতি বালকদ্বয়, সেই সেই মুনি সমাজে গান করিত, মুনিগণ, চারিদিক হইতে তাঁহাদিগকে দেখিয়া সর্বিভায়ে বলিতেন, “আমরা চিরজীবী অনেককাল হইতে সকল দিক দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেবলোকে গন্ধর্ব্ব কিম্বা বা দেব-গণের নিকট অথবা ভুলোকে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে—আধক কি কোন লোকেরই এতাদৃশ গীতবাদ্যের উৎকর্ষ দেখি নাই, শুনি নাই, জানি নাই।” নিখল মুনিগণ প্রতিদিন এইরূপ প্রশংসা করিতেন। কুশ-লব, তাঁহাদিগের সহিত নিরুজন বাহ্মিক আশ্রমে অনেক কাল সুখে রহিল।

এদিকে অমিত-তেজা রাম, সীতা পরিত্যাগের পর স্বর্ণময়ী সীতা নিষ্কাণ করাইয়া প্রচুর দাম্ভ্যা দিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিলেন। সকল ঋষি-গণ, রাজাধিগণ, ব্রাহ্মণ-স্বত্রিয় ও বৈশ্যগণ দর্শনাভিলাষে সেই যজ্ঞ-সভায় সমাগত হইল। মুনিশ্রেষ্ঠ বাহ্মিক ও গানকারী কুশীলবকে সঙ্গে লইয়া ঋষি-

বাটে \* উপস্থিত হইলেন। তথায় সমাদি-অবসানে নির্জনে উপবিষ্ট প্রশান্তচিত্ত বাম্বীক মুনিরূপে, কুশ, কথায় কথায় জ্ঞানশাস্ত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিল;— ভগবন্! আমি আপনীর নিকট সঙ্ক্ষেপে সম্পূর্ণ জ্ঞানিতে ইচ্ছা করি—শরীরীর দৃঢ়-সংসার-বন্ধ কিরূপে উৎপন্ন হয়? এবং দেহী এই সংসার-সংস্কৃত দৃঢ়বন্ধ হইতে মুক্ত হইয়ি বা কিরূপে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! মুনি। আমি শিষ্য আমার নিকট ইহা বলিতে আচ্ছা হয়।

বাম্বীক বলিলেন;—শুন; আমি তোমার নিকট বন্ধ ও মুক্তির ধরুপ এবং উপায়ের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি; আমার নিকট ইহা তুমি অর্ঘ্যি বেরুপ বলিব, তন্মুসারে আচরণ করিও; তোমার মঙ্গল হইবে, তুমি জীবমুক্ত হইবে। দেহই নিরাকার চৈতন্যধরুপ আত্মার মহাপ্রহ, এই দেখে অহঙ্কারই আত্মার মস্তা; অহঙ্কার আত্মারই নির্মিত; ঐ অহঙ্কার দেখে-গেহ-বটে দীর অভিমানে চৈতন্য ধরুপ আত্মাতে আরোপিত করিয়া আত্মার সহিত অভিন্নবৎ প্রাণীয়মান হয় এবং আত্মসমিধিবশেই সয়ং উজ্জাসিত-ধরুপ হইয়া বাবদীয় নিজ চেষ্টা চিদানন্দ আত্মার উপর স্থাপিত করে। দেখা, সেই অহঙ্কার-রুত-সঙ্গল বশে সঙ্গল নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া নিরন্তর স্ত্রী-পুত্র-গ্রহাদি কামনা করে। দেখা, সর্সদা তাহা দিগকে কামনা করাতে আপনাই নানারকমে শোকা-কুল হয়। সেই অহঙ্কারের তমঃসত্ত্বরজ নামক অধম উত্তম মধ্যম তিন প্রকার দেখ। ইহা জগৎ-স্থিত্তির কারণ। তমোরুপ-সঙ্গল-বলে নিত্য তামস চেষ্টা করায় অত্যন্ত তামস হইয়া কৃমি কীটাদি যেনি প্রাপ্ত হয়। সঙ্গল-রুপ সঙ্গলের অবলম্বনে ধর্ম্ম-জ্ঞান হয়; মোক্ষ সাম্রাজ্য তাহার অদূরবন্দী; এইজন্ত সঙ্গ-সঙ্গল-শালা পুরুষ সুখা হইয়া অবস্থান করে। বাহার রজোরুপ সঙ্গল, সে লোক ব্যবহারে কুশল এবং দ্বা পুত্রে অনুরক্ত হইয়া সংসারে অবস্থিত করে, হে মহামতি! বাহার সঙ্গল এই ত্রিবিধরুপ পরিচ্যাগ করিয়া সয়ং উপরত হয়, সে ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে। তুমি সমস্ত বাহ-ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরিহার পূর্কক ধ্যান যোগে মনকে িষরান্তরে ব্যাপ্ত করিয়া বাহ ও আন্তর বিষয় যুটিত ব্যবদীয় সঙ্গলের ক্ষয় কর। যদি সহস্র বৎসর

হুকর তপস্বা কর এবং হে জনব! পাতালে, ভূতলে বা দেবলোকে অবস্থিত হও, তথাপি সঙ্গল-উপশম ব্যতীত নির্দিয় অবিকৃত পরম পাবন আত্ম-রুপ আনন্দ প্রাপ্তির জন্ত কোন উপায় নাই অতএব তদীয় উপশমের জন্ত পৌরুষ সহকারে পরম ব্রত কর। হে জনব! কথিত আছে, সংসার-প্রবর্তক নিখিল উৎকৃষ্ট ভাব সংসার-স্বত্রে গ্রথিত; সেই স্বত্রে ছিন্ন হইলে, জানি না সেই সমস্ত ভাব কোথায় পমন করে? সঙ্গল পরিচ্যাগ পূর্কক যথা-যক্ত বস্ত ব্যবহার করিবে। সঙ্গলসমূহ ক্ষয় হইলে জীব, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। বিকম্ভলে মবলে সম্পূর্ণ রুপে পরিচ্যাগে পূর্কক সঙ্গলর জ্ঞান লাভ করিয়া সেই অধিতীয় পরম পদ চির সুখের জন্য প্রাপ্ত হইবে, তুমি চিন্তবৃত্তিকে সুস্থ করিয়া রাখ

বষ্ট কথায় সমাপ্ত।

### সপ্তম অধ্যায় ।

এই কুশ, বাম্বীক কর্তৃক উপবিষ্ট হইয়া ভ্রম-শূন্য হইল এবং অন্তরে যোগ করত বাহিরে মাংসা-রিক সমস্ত কার্গের অনুকরণ করিতে লাগিল। বাম্বীক, মহাপুত্রি সৌভা-পুত্র-দ্বয়কে বলিলেন;— "তোমরা নগর ও রাজপথের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সকল স্থানে গান করিতে থাকিলে শ্রীরাম, যদি জানিতে ইচ্ছা করেন ত, তাঁহার সম্মুখেও গান করিবে, তাহার পর তিনি যদি কিছু পারিতোষিক দেন ত তাহা তোমরা লইও না।" এইরূপে স্বগি প্রেরিত লব-কুশ গান করত তথায় বিচরণ করিতে লাগিল। পূর্কক স্বগি যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, তদনুসারে তত্ত্ব স্থানে গান করিতে লাগিল। কাঙ্কুৎস্ব রাম, সেই সকল স্থানে অপূর্কক-পার্শ্ব-জাতি-সম্পন্ন তানলয়-জুহু সীম পূর্ককচিত্র কথা বালকদ্বয় সম্মুখে শুনিতে পাইলেন। রাশব, তাহা শুনিয়া কুহল্যায়ত হইলেন। অনন্তর মহারাজ নন্দর রাম, কাঙ্ক্যা-পলক্ষে, মহার্ঘবৃন্দ, রাজগণ, বেদজ্ঞপৌরাণিক ও বৈয়াকরণ প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী এবং বৃদ্ধ দ্বিজগণ—ঐহীদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া গায়ক বালক-দ্বয়কে আহ্বানপূর্কক সভাতে প্রবেশ করাইলেন। সেই সকল রাজা ও ব্রাহ্মণাদি, স্তম্ভচিত্তে রামকে ও বালকদ্বয়কে অনিমেষ-লোচনে অবলোকন করিয়া বিম্মিত হইলেন। এবং সমাগত সকল ব্যক্তিই পরম্পর বলিতে লাগিল;—এই বালকদ্বয় অবিকল

\* সেই যজ্ঞসভাতে বেথানে অধিবণকে বাস দেওয়া হইয়াছিল তাহার নাম "অধিবাসী"।

রাম সচ্চরিত; রামের মূর্ত্তি হইতে যেন প্রতি-  
মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে। ইহার যদি জটিল ও  
বহুলাধারী না হইত, তাহা হইলে, রাম ও এই বালক-  
দ্বয়ের পরস্পর পার্থক্য উপলক্ষি করিতে পারিতাম  
না।" তাহার পরস্পরে সন্নিহয়ে এইরূপ বলাবলি  
করিতে থাকিলে, মুনিবেশধারী সেই উভয় বালক  
গান করিতে আরম্ভ করিল। সেই অপার্থিব গান  
মধুরবর্ণ করিতে থাকিল। রঘুবর, সেই মধুর  
সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া অপরাহ্নে ভরতকে বলিলেন;  
—ইহাদিগের উভয়কে অমৃত ধন প্রদান কর।  
তখন ভরত, তাহাদিগকে সুবর্ণ দিতে গেলে,  
তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিল না। বলিল;—  
“রাজন! আমরা বন্যফলমূল-ভোজী এই সুবর্ণে  
আমাদিগের প্রয়োজন কি? দত্ত সুবর্ণ, এইরূপে  
পরিত্যাগ করিয়া কুশীলব, মুনিসন্ন্যাসে গমন করিল।  
রাম, এইরূপে আশ্চরিত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত  
হইলেন। এবং ঐ বালক দ্বয়কে সীতাতনয় জানিয়া  
মধুর হইতে প্রত্যাপ্ত শক্রয়কে এবং হনুমান  
সুশেপ, বিভীষণ ও অঙ্গদকে বলিলেন;—“নিয়মি-  
প্রধান মহাশয় দেবতুল্য ভগবান্ মহর্ষি বাণ্মীকিকে  
সীতা সমভিব্যাহারে লইয়া আইস। তাঁহাকে  
বলিও, জনকনন্দিনী এই সভামধ্যে, এইরূপ পরীক্ষা  
প্রদান করুক, যাহাতে সভাস্থ সকলের তাহাকে  
ভক্ত বলিয়া বিশ্বাস হয়। সকলে সীতাকে নিষ্পাপা  
বলিয়া জ্ঞানুন।” সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা অতি  
বিস্মিতভাবে বাণ্মীকি সমীপে গমন করিলেন। সেই  
রাম-পার্শ্বদগণ রাম যাহা বলিয়া দিরাছেন বাণ্মীকিকে  
তাহা বলিলেন। বাণ্মীকি, রামের মনোপত্ত অভি-  
প্রায় সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন;—“সীতা  
আগামী কলা লোকপূর্ণ সভামধ্যে পরীক্ষা প্রদান  
করিবেন। পতিই রাজ্যতির পরম দেবতা; সন্দেহ  
নাই।” বাণ্মীকির কথা শুনিয়া তাঁহারা রাঘবসমক্ষে,  
তাহা নিবেদন করিলেন। রামও মুনি বাণ-  
মীকি শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—“হে রাজগণ! হে মূনি-  
গণ! আপনাদের সকলে শ্রবণ করুন;—সীতার  
পরীক্ষা দেখিয়া লোকের তাঁহার সম্বন্ধে ভাল মন্দ নির্ণয়  
করুন।” রাঘব এই কথা বলিলে, মহর্ষি, ব্রাহ্মণ,  
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বানরগণ—সকল লোককেই  
দর্শনাভিলাষে কোটুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় সমাগত  
হইল। অনন্তর মুনিবর বাণ্মীকি, সীতা সমভি-  
ব্যাহারে ক্রতপতি তথায় উপস্থিত হইলেন।  
বাণ্মীকি-কথী সীতা, কিঞ্চিৎ অধোমুখে কৃতাজ্জলি-  
পুটে অতি দীনভাবে ঋষির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন

করত যজ্ঞ ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ  
অনুগামিনী লক্ষ্মীর স্তায় সীতাকে বাণ্মীকির পশ্চাতে  
আসিতে দেখিয়া সভা মধ্যে অভ্যন্ত সাধুবাদ  
পড়িয়া গেল। তখন মূনি-পুঙ্গব বাণ্মীকি, সীতা  
সমভিব্যাহারে, জন-সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া  
শ্রীরামকে বলিলেন;—“দাশরথি! এই সুভ্রতা,  
বর্ষাচারিণী সীতা দেবী; রাম! অনেক দিন হইল;  
তুমি লোকপবাদে তীত হইয়া এই নিষ্পাপা জনক-  
নন্দিনীকে আমার আশ্রম-সমীপে মহা বনে পরি-  
ত্যাগ করিয়াছিলে। সীতা পরীক্ষা দিবেন; তদ্বিষয়ে  
অনুমতি প্রদান কর। এই দুর্দ্ধর্ষ বালকদ্বয় সীতার  
গর্ভসম্বৃত ও তোমার ঔরস-জাত, ইহার যমজ;  
আমি তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। হে রঘু-  
কুল-পুরস্কর! আমি প্রচেতা-মহর্ষির দশম পুত্র;  
আমি যে কখন মিথ্যা কথা বলিয়াছি, ইহা শ্রবণ হয়  
না, অতএব জানিও ইহার। তোমারই ঔরসজাত  
পুত্র। আমি বহু-বৎসর-বৃদ্ধ সম্পূর্ণ রূপে যে  
তপস্যা করিয়াছি, এই মৈথিলী যদি দুষ্টা হন, তাহা  
হইলে আমার যেন সেই তপস্যার ফল ভোগ না  
হয়।” বাণ্মীকি এই কথা বলিলে রাঘব উত্তর করি-  
লেন;—“হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যাহ বলিতেছেন,  
তাহা সত্য, শুক্লসূচক ভবদীয় বাক্যে আমার  
বিশ্বাস হইল। বৈদেহী, লক্ষ্মীতেও দেবগণের  
সম্মুখে আমার নিকট ভীষণ পরীক্ষা দিয়াছিল; তাহী  
আমি তাহাকে নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছিলাম।  
ব্রহ্মণ! সেই নিষ্পাপা সত্য সীতাকেও আমি  
লোক-ভয়ে পূর্বে পরিত্যাগ করিয়াছি; আপনি  
তাহা ক্ষমা করুন। আমি জানি, এই কুশীলব,  
আমারই ঔরস জাত পুত্র। এখন সীতা জগতের  
মধ্যে শুদ্ধা বলিয়া পরিচিতা হইলে তাহাতে আমার  
স্পীতি হইবে।” দেবগণসকলে, রামের অভিপ্রায়  
অবগত হইয়া উৎসুকভাবে ব্রাহ্মীকে অগ্রবর্তী  
করিয়া দলে দলে সমাগত হইলেন। প্রজাগণ সঙ্ক-  
চিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৌষেয়-  
বসন-পরিধানা সীতা উত্তর-মুখী এবং আধোদৃষ্টি  
হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন;—“আমি  
যদি মনে মনেও রাম ভিন্ন অপর পুরুষকে চিন্তা  
করিয়া না থাকি; তাহা হইলে পৃথিবী দেবী আমাকে  
বিবর প্রদান কারবেন,” সীতা এইরূপ শপথ করিতে  
থাকিলে অতীব দিব্য সর্বোত্তম মহাবিচিত্ত সূর্য্য-  
প্রভ সিংহাসন রসাতল হইতে প্রাচীর্ত্ত হইল।  
দিব্য-দেহ নাগেন্দ্রগণ তাহা ধারণ করিয়াছিল। ধরণী-  
দেবী, সম্বন্ধে জনকতনয়াকে বাহুগলদ্বারা আলি-

জনপূর্বক মুখে আগমন করিতে বলিয়া সেই আসনে সন্নিবেশিত করিলেন। তখন বিদেহ-নন্দিনী সীতা, সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া রম্যভালে প্রবেশ করিতে করিতে আকাশ হইতে নিশ্চিত নিবিড় পুষ্পরাষ্ট্রদ্বারা আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। তখন শ্বেতগণের মধ্যে পরমবিচিত্র মহান সাধুবাদ পড়িয়া শেল। আকাশস্থিত হরমণ্ডলা, বিবিধ-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সীতা শপথে বাহুজ্ঞানশূন্য হইয়া গণগমণে ও ভূমণ্ডলে সকল স্বাবর-জন্ম-গণ এবং মহাকাব্য বানরগণ—কেহ কেহ উদাসমনে চিন্তা করিতে লাগিল; কেহ কেহ সীতাকে ধ্যান করিতে থাকিল; কেহ কেহ রামকে এবং কেহ কেহ সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত-কাল সেই সমস্ত লোকবৃন্দ অজ্ঞান ও আবাক হইয়া বহিল। সীতার পাতাল-প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল। রাম, সমস্ত গুরুতর ভবি-কাৰ্য্য নিশ্চিতরূপে জানিয়াও অনভিজ্ঞের ছায় দুঃখসদকারে জনক-নন্দিনীর জন্ম শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা, বৃন্দ-নন্দনকে বুঝাইলে তিনি স্বপ্রোণিতের ছায় হইয়া অনন্তর কর্তব্য-ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিলেন। সমাগত ঋষিগণ ও ঋত্বিন্দুদকে বিদায় দিলেন; তাঁহাদের মঙ্গলকে ছুরি ছুরি ধন ব্রহ্মাদিহারা মঙ্গল করিলেন। এড় শ্রীরাম, সেই কুমারদ্বয়কে লইয়া যজ্ঞস্থান হইতে অযোধানগরীমধ্যে আগমন করিলেন। রাম, তদবধি, সর্ষদা সর্ষভোপে নিষ্পৃহ ও অস্বচ্ছন্দ্যাবয়ন হইয়া নির্জনে অবস্থিত করিতেন। একদা, রাঘা, নির্জনে ধ্যান-রত থাকিলে; প্রিবাদিনী কৌবল্যা তাঁহাকে সাফাং নারায়ণ জ্ঞানিতা তাহার আগমন করিলেন। এবং প্রবাদ সুদূর শ্রীমাদে তক্তিমহকারে প্রণাম করিয়া স্তম্ভ চক্ৰ বসনেন;—“রাম! তুমি জগৎপতি আদি, তোমার আদি, মদা ও অন্ত নাই; তুমি পরমাত্মা পরমানন্দর পুরুষ, পূর্ব ঈশ্বর; আমায় পূণাপূত্রবলে মদীয় গর্ভে অর্জিত হইয়াছ। হে রম্ভন! এখন আমার শেষদশা; তোমাও অবতারীণী সম্বরণের সময় আগত-প্রায়; অন্য প্রঙ্গ করিতে অবসর হইল;—আমার অজ্ঞান-সমুত নিখিল ভববন্ধন অদ্যপি নিবৃত্ত হইতেছে না; এ সময়েও বাহাতে ভব-বন্ধন-চ্ছেদক জ্ঞান উপপর হয়; প্রভু হে! সংক্ষেপে আমাকে তদনুরূপ জ্ঞান উপদেশ কর। জরা-জর্জ-রিত-দেহী পবিত্রা জননী, নির্দেহ-সহকারে এইরূপ বলিতে থাকিলে, মাতৃবৎসল দয়ালু ধর্ম্মাত্মা রাম,

তাঁহাকে বলিলেন;—“আমি পূর্বকালে মুক্তিলাভ-সাধক ত্রিবিধ পথ ব্যক্ত করিয়াছি। ষষ্ঠা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং চিরশায়ী তক্তিযোগ। মা! গুণ-ভেদে, তক্তির ভেদ তিনপ্রকার, স্বভাব বাহার বেরূপ, তদনুরূপে তাহার তক্তি বিভিন্ন হয়। ১যে ভক্ত, ভেদ-দৃষ্টি এবং সংরক্ত সহকারে হিংসা, দম্ব, কিংবা মাংসর্ষ্য উদ্দেশে আমাকে পূজা করে, সে তামস ভক্ত বলিয়া বিদিত। যে ব্যক্তি,—ভোগ, ধন, ষষ্ঠ ইত্যাদি ফলাভিসন্ধান করিয়া, তিন্ন বোধে প্রতিমাদিতে আমাকে পূজা করে, সে রাজস ভক্ত। যে ব্যক্তি, পাপ নাশের জন্য কর্ম্ম করে, অথবা কৃতকর্্ম্ম পুরমপুরুষ আমাতে অর্পণ করে, কিংবা ফলাদি আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কৃত্বা বোধে কর্ম্ম করে, ভেদ-বুদ্ধি সম্পন্ন সেই পুরুষ সাত্ত্বিক ভক্ত। এই মদীয় মন্ত্ৰগুণ আশয় করিলে, সমুদ্রে গঙ্গাজলের ন্যায় অনন্ত গুণালয় স্তুমাতে তাহার মন্মোহুতি অবিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ইহাই নিগুণ তক্তিযোগের লক্ষণ। আমার প্রতি যে অহৈতুকী—অভিদক্ষিহীন নিরন্তর-সম্বন্ধ তক্তি উপপর হয়, তাহা ভক্তদিগকে আমার সালোকা, সামীপা, সান্ধি বা সাম্যজ্য মুক্তি প্রদান করে; কিন্তু তাহাতে আমার সেবা করিতে পারিবেন না বলিয়া ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। হে জননি! ইহাই তক্তি-পথের আত্মাত্মক যোগ। এই আত্মাত্মক যোগকালে ত্রিগুণাতীত হইয়া মৎসরূপতা প্রাপ্ত হয়। নিকাম—স্বধর্ম্মাঙ্গালন, হিংসা পরিত্যাগ, আমার দর্শন, স্মরণ, মননা, স্তব ও মগ্ধাপূজা, সর্কভূতে আমাকে ভাবনা করা, স্তম্ভ-সঙ্গত্যান, অন্তা-বর্জন। মৎস ব্যক্তিরের প্রতি সম্মানে প্রদর্শন, সংখ্যাদয়ের উপর দয়াপ্রকাশ, মূল্য ব্যতির সহিত মিত্রতা, বন-নিরমাদি সেবা; কোমো-বাক্য শ্রবণ, আমার নাম সংকীর্তন, মৎসঙ্গ, গহং-বুদ্ধি পরিহাণ, এবং মৎস পূজাদরুপ ধর্ম্মে একান্ত আত্মসায়—এই প্রশস্ত কর্ম্মযোগে গুণভক্ত মনুষ্য ভক্তত আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেনন গদ্য, বাসবশে স্বায় আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে লোকের নামভক্তে প্রতিষ্ট হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাস-তৎপর চিত্ত, আত্মাতে লক-প্রবেশ হইয়া থাকে। সকল প্রাদি-রূপে আমি আত্মরূপে অবস্থিত। নিমুতাশ্রা, ব্যক্তি ইহানা জানিয়া কেবল বাহ কর্ম্ম করিয়া থাকে। হে জননি! সেই-কর্ম্মোপকরণ বিবিধ ভব্যে আমার সমস্তাষ ঘন না। যে ব্যক্তি প্রাণীর অবদাননা করে, সে, প্রতিমাতে পূজা করিলেও আমি তাহা গ্রহণ করি না। বাবৎ আমাকে সর্কভূতে ও আপনাতে

অবস্থিত বলিয়া জানিতে না পারিবে, তাৎ দেবরূপী আমাকে নিজ-কর্মাচ্যুতান দ্বারা পূজা করিবে। যে ব্যক্তি আশ্র-পরে, ভেদজ্ঞান করে, মুহূর্ত্ত সেই ভিন্ন দর্শী ব্যক্তির তীতিজনক হইয়া থাকে, সংশয় নাই। অতএব পরিচ্ছিন্ন সর্বভূতে অবস্থিত একরূপ আমাকে, অভিন্নবোধ জ্ঞানমূলক সম্মান-প্রদর্শন ও মিত্রতা দ্বারা পূজা করিবে। হুবুদ্ধি ব্যক্তি, আমাকে জীবরূপে অবস্থিত শুদ্ধ চৈতন্য-রূপে জানিয়া নিরন্তর মনদ্বারাই সর্বভূতকে প্রণাম করিবে। অতএব কখনই ঈশ্বর এবং জীবের ভেদজ্ঞান করিবে না। মা! আমি ভক্তিবোধ ও জ্ঞানযোগের কথা বলিলাম। মনুষ্য, এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটা অবলম্বন করিলেই শান্তি লাভ করে। অতএব জননি। ভক্তিবোধে আমাকে সর্বাঙ্গতরামীকরূপে বা পুস্তরূপে নিত্য স্মরণ করিলে শান্তিলাভ করিবে” কেঁদুলিয়া রামের কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। সর্বিদা রামকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সংসার-বন্ধন ছেদন এবং ত্রিগুণগতি অতিক্রম করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। কৈকেয়ীও রঘুপতির কথিত বোধ পূর্নকৈই অবগত হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে শান্তভাবে মনে মনে রঘুভিলক রামকে চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবার পর পরগমন করেন। তথায় সমুজ্জ্বলভাবে দশ-রথের সহ আয়োদ্য প্রয়োদ্য করত অবস্থিত করিলেন। অতি-বিশুদ্ধ-মতি দেবী লক্ষ্মণ জননীও তর্কসমীপে গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন;—অনন্তর কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, ভীম-বিক্রম ভরত, মাণ্ডল যুধা-জিৎকর্তৃক গন্ধর্ব্ব বধের জন্ত আহুত হইয়া রামের আদেশে সৈন্তগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। গিয়া তিনকোটি গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বধ করিয়া সেই গন্ধর্ব্ব রাজ্যে দুইটা নগর স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পুষ্করা-বতী নগরীতে পুস্ত্র পুষ্করকে এবং তক্ষশিলা নামক নগরে পুস্ত্র তক্ষকে অভিবিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে ধনধান্য ও সহায়-সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভরত, তথা হইতে পুনরায় আগত হইয়া রামের সেবাকার্য্যে তৎ-পর হইলেন। অনন্তর রঘুবর, প্রীতি-সহকারে সাদরে সৌমিত্রিকে বলিলেন;—“সৌমিত্রি! তুমি স্বীয় পুত্র-দ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দিকে গমন কর। তত্রত্য

অধিবাসী সর্বাধিকারী দুষ্ট ভিন্নগণকে পরাজিত করিয়া তথায় মহাবলপরাক্রান্ত অঙ্গদ ও চিত্রকেহুর দুইটা নগর স্থাপন কর। সেই নগরদ্বয়ে পুস্ত্রদ্বয়কে হস্তী, অশ্ব, ও ধনে পরিবৃত্ত করিয়া অভিবিক্ত কর। অনন্তর আমার নিকট পুনরাগত হইবে।” সৌমিত্রি রামের আজ্ঞানুসারে গজাশ্ব-বাহন-সৈন্ত-সামন্তে পরিবৃত্ত হইয়া গিয়া সমস্ত শত্রু বধ করিলেন। অন-ন্তর তিনি পুস্ত্রদ্বয়কে স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাম-সেবনে নিরত হইলেন। তৎপরে বহুকাল অতীত হইলে সদা ধর্ম্মপথে অবস্থিত রামরূপী নারায়ণকে দেখিবার জন্ত ঋষি-বেশ-ধারী কাগল সমাগত হইলেন। অনন্তর তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন, “হে ধীমান! পুরুষোত্তম রামের নিকট নিবেদন কর; আমি ঋষিশ্রেষ্ঠ অতিবলের দূত; তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। সেই মহর্ষির— রামের নিকট বহু-সময়-সাপেক্ষ কিছু বক্তব্য আছে। সৌমিত্রি, তাঁহার সেই কথা শুনিয়া সত্তর রামের নিকট তপোপন্যের আগমন সংবাদ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ সেই সমাচার প্রদান করিলে, শ্রীরাম, তাঁহাকে বলিলেন,—“বৎস! মুনিকে সমম্মানে শাস্ত্র প্রবেশ করাও” লক্ষ্মণ “যে আজ্ঞা” বলিয়া দ্ব্য-মিত্ত অনলের স্তায় স্বীয় তেজে সমুজ্জ্বল তাপসকে প্রবেশ করাইলেন। স্বীয় তেজে দীপ্যমান সেই মুনি, রঘুবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে “উন্নত হও” বলিলেন। মনোভিরাম, রাম সেই মুনিকে ষথাবিধি পূজা করিয়া অব্যগ্রভাবে কুশল প্রশ্ন করিলেন। অনন্তর মুনিও রামের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দিব্য আসনে আসীন শ্রীরাম, তাপসকে বলিলেন;—“আপনি যে জন্ত এই স্থানে আসিয়াছেন, তাহা আমার নিকট বিজ্ঞাপন করুন” রাম কর্তৃক এই বাক্যে অমুরুদ্ধ হইয়া মুনি বলিলেন;—“সেই কথা কেবল আমাদের দুই জনের সমক্ষে প্রয়ুক্ত হইবে, অপরে যেন লক্ষ্য না করে। ইহা অস্ত্রের শ্রোতব্য নহে; আমরাও অপর কাহাকেও বলিতে পারিব না। প্রত্যো! যে ব্যক্তি প্রবণ করিবে বা লক্ষ্য করিবে সে তোমার বধ্য হইবে।” রাম “যে আজ্ঞা” বলিয়া, প্রীতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন;—“সৌমিত্রি! তুমি দ্বারে থাক; অস্ত্র লোক যেন এই নির্জন স্থানে না আইসে। যদি কেহ আইসে সে আমার বধ্য হইবে, সন্দেহ নাই।” অনন্তর রাম, মুনিকে বলিলেন;—“আপনি যে জন্ত প্রেরিত হইয়াছেন—যাহা আপনার অভিলষিত কথা, তাহা আমার অগ্রে প্রকাশ করুন।” অনন্তর মুনি বলি-

লেন;—“রাম! যথার্থ কথা শুনুন; হে ঈশ্বর! হে প্রভু! কার্যোপলক্ষে ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। হে পরতপ! হে দেব! আমি আপনার মায়াসম্বন্ধ-সম্ভূত পূর্বজাত পুত্র; হে বীর! আমার নাম কাণ; আমি সর্ক-সংহারক। সকল দেব-মহর্ষি-পুঞ্জিত-ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন;—“হে মহামতে! আপনার স্বর্গ লোক রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত। পূর্বকালে মায়া, বলে সকল লোক সংহার করিয়া একমাত্র আপনিই ভাৰ্য্যা-সহ বর্তমান ছিলেন। আদিতে আমাকে ও ভোগবান্ জলশায়ী অনন্ত-নাগকে পুত্র রূপে উৎপাদন করিয়াছিলেন।” হে পুরুষোত্তম! অনন্তর মায়া দ্বারা মহাবল পরাক্রান্ত মনুকৈটভ নামক দৈত্য স্বয়ংকে উৎপাদনপূর্বক তাহাদিগকে বধ করিয়া তদীয় মেদ ও অস্থি সংগ্রহ দ্বারা এই পর্বত-সম্বন্ধ মেদিনী নির্মাণ করেন। অত্রোই স্বর্ঘ্য সমপ্রভ দিব্য নাভি-পক্ষে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন; যখন আমাকে প্রজাগণের অধিপতি করিয়া সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করেন। হে জনগণতে! আপনি আমাকে এইরূপে ভার দিয়াছেন; আমি তখন আপনাকে বলিয়াছিলাম; তাহারা আমার প্রজাগণকে দুঃখিত করে; তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করুন। অনন্তর, সাক্ষাৎ নারায়ণ আপনি, কল্পপ হইতে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসগণের দুরীকরণ দ্বারা জুভার হরণ করেন। হে ধরনীধর! সকল প্রজা উৎসন্ন হইতে থাকিলে, পূর্বে আপনি মর্ত্যালোকে দশ সহস্র ও দশ শত বৎসর অবস্থিতি করিতে দেবগণের সমুখে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া রাবণ বধাভিলাষে মনুষ্যালোকে অবতীর্ণ হন। আপনার সেই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। এবং মনুষ্যালোকে প্রতিজ্ঞাত অবস্থিতি কালও পূর্ণ; এক্ষণে আমি কাল, তাপসরূপে ভবনীয় সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পরেও যদি পুনরায় রাজ্য শাসন করিতে মন থাকে, তাহা হইলে তাহাই করুন, আর হে জিতেন্দ্রিয়! যদি দেবলোক-গমনে মতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেবগণ, বিষ্ণু-সনাধ হইয়া নিরুদ্ধহেগ হউন, ব্রহ্মা এই কথা বলিয়াছেন।” রাম, কাল-কথিত চতুঃশুভের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে সর্ক-সংহারক কালকে বলিলেন;—“আমি আজ তোমার কথা শুনিলাম; আমারও তাহা অভিশয় অভিলষিত জানিবে। আমি তোমার আগমনে পরম সন্তুষ্ট হইলাম। ত্রিলোকের কার্য্য-সিদ্ধির জন্তই আমার

উৎপত্তি। তোমার মন্ত্রল হউক; আমি বেধান হইতে আসিয়াছি অবিলম্বে সেইখানে প্রতিগমন করিব। আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে; এখন আর এ বিষয়ে স্বেদ নাই। হে পুত্র! প্রজাপতি, যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারে, আমি “মায়াষোপে মদীষসেবক দেবগণের সকল কার্য্যে উদ্যোগী থাকিব।” তাঁহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে দুর্কাসামুনি রাশ্বকে সাগরে অবলোকন করিবার জন্ত রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দুর্কাসা মুনি লক্ষণের নিকট আসিয়া বলিলেন;—“শীঘ্র রামের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেও; আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। সৌমিত্রি, তাহা শুনিয়া অধি-তুলা ডেজস্বী মুনিকে বলিলেন;—“এখন আপনার রামের নিকট প্রয়োজন কি? আপনার অভিলষিত কি বলুন; আমি সম্পাদন করিতেছি। ৩ রাজ্য, কার্য্যান্তরে ব্যগ্র আছেন মুহূর্ত্তমাত্র প্রতীক্ষা করুন।” মুনি তৎ-শ্রবণে ক্রোধ-সম্ভূত হইয়া সৌমিত্রিকে বলিলেন;—“সৌমিত্রি! এইক্ষণেই যদি তুমি প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া না দেও, তাহা হইলে সৰ্ব্বাভ্য-রামকে এবং এই কুলকে ভয় করিব; সংশয় নাই।” লক্ষণ, দুর্কাসা ঋষির অত্যন্ত নিদারুণ সেই বাক্য শ্রবণ এবং সেই বাক্যের স্বরূপ চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন, “সকলের বিনাশ অপেক্ষা একের বিনাশ বরং ভাল।” অনন্তর, রামকে সেই সংবাদ প্রদান করিলেন। সৌমিত্রির কথা শুনিয়া রাম, কালকে বিদায় দিলেন; এবং শীঘ্র নির্গত হইয়া মুনিবর অত্রিতনয়কে অবলোকন করিলেন। রাম, মুনিকে অভিবাদন করিয়া অতি প্রীতিভরে, সাগরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর “আমি আপনার কি কার্য্য করিব?” ইহা রমুভর, মুনিকে বলিলেন।

রামের সেই কথা শুনিয়া দুর্কাসা তাঁহাকে বলিলেন;—“অদ্য সহস্র বর্ষ-উপবাস সমাপ্তির দিন। অতএব হে রমুভর! তোমার গৃহে সিদ্ধার ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। রাম, মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তোষ সহকারে তাঁহাকে উচিত মত সিদ্ধার প্রদান করিলেন। মুনি, সেই অন্ততুলা অন্ন ভোজন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করিলেন। তিনি নিজ আগ্রসে গমন করিলে, রাম, কালের প্রতি-জ্ঞাপিত কথা শ্রবণ করিলেন। তখন রাম—শোক-দুঃখে কাশ্মর, বিহবস, অতি বিহবল, অধোমুখ ও দীন চিত্ত হইয়া কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন



না। অধিকাংশ রঘুবর, মনে মনে লক্ষ্মণকে ছত্রপ্রায় জানিয়া অধে মূগে স্ফীতভাবে রহিলেন। অনন্তর সৌমিত্রে দেখিলেন, শ্রীরাম দুঃখ পরম্পূত ও তৃষ্ণা-স্তাব্য হইয়া চিত্তা করিতেছেন এবং স্নেহ বন্ধনকে লক্ষ্য করিতেছেন—নৌখর্য বলিলেন, “হে রঘুবর! আমার জন্ত সস্তাপ করিবেন না। প্রভু হে! পূর্বে হইতেই জানা আছে; কালের পক্ষি এইরূপ। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা পালন না কর, তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে। হে প্রাজ্ঞ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রীতি থাকে; যদি আমি আপনার অনুগ্রহ-পাত্র হই; তাহা হইলে শপথ ত্যাগ করিয়া আমাকে বধ করুন, প্রভো! ধর্ম পরি-ত্যাগ করিবেন না।” প্রভু শ্রীরাম, সৌমিত্রির কথা শুনিয়া বিচলিত-চিত্তে সকল মন্ত্রাদিগকে এবং বসিষ্ঠকে আহ্বানপূর্বক দুর্কামার আগমন, কালের প্রতিজ্ঞা করিতে কখনও আপনার প্রতিজ্ঞা এই সমস্তই ব্যক্ত করিলেন। পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ, রামের কথা শ্রবণ করিয়া অক্রেপ্ত কর্তব্য রামকে সকল-শেষে কৃতান্তলিপুটে বলিলেন, “ভূভারহারী তোমার লক্ষ্মণের সহিত যে বিয়োগ হইবে, ইহা পূর্বে হইতেই নির্দিষ্ট আছে। এই লক্ষ্মণ-বিরহ জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা আমরা অবগত আছি। রাম! শীঘ্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর, প্রভো! প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিওনা। প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে ধর্ম নিষ্ফল হয়। হে রাম! সমস্ত ধর্ম নষ্ট হইলে, নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্য বিনষ্ট হয়। হে রঘুবর! তুমি ত ত্রৈলোক্যের পালক; একমাত্র লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া ত্রৈলোক্য রক্ষা করা তোমার উচিত হই-তেছে।” রাম, সভামধ্যে তাঁহাদিগের ধর্মার্থযুক্ত অনিন্দিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রিকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন;—“ধর্মক্ষয় হইয়া কাজ নাই; সৌমিত্রি ইচ্ছামত স্থানে গমন কর; পরিত্যাগ এবং বধ শিষ্টদিগের পক্ষে উত্তরই তুল্য।” রঘুবর এই কথা বলিলে, সৌমিত্রি, দুঃখ ব্যাহুল-লোচনে রামকে প্রশংসা করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর সরস্বতীরে গমন করিলেন; তথায় আচমনপূর্বক কৃতান্তলিপুটে নব দ্বার সংঘত করিয়া প্রাণকে মস্তকে রক্ষা করিলেন; এবং নিজের সেই অব্যয় পদ পরম-ধাম বাসুদেব নামক অক্ষর পরম ব্রহ্ম—মনে মনে চিন্তা করিলেন। সকল দেবগণ বহুবিধ গণ ও অগ্নি, বৃহ-বায়ু লক্ষ্মণ-দেহ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা আচ্ছন্ন করিলেন, এবং স্তব কারণে লাগিলেন। তখন ইস্র, কতিপয় দেবতা-মহাভিযাহারে সশরীর লক্ষ্মণকে লইয়া

অদৃশ্যভাবে স্বর্গলোকে গমন করিলেন। তখন সকল সুরশ্রেষ্ঠগণ ও দেববিগণ ষিঃ চতুর্দশ লক্ষ্মণ-দেবকে অবলোকন করিয়া পূজা করিলেন। তখন নারায়ণাংশ লক্ষ্মণ, স্বর্গে গমন করিলেন, সিন্ধুলোক-স্থিত যোগিরন্দ্র, অনন্ত-রূপ-প্রাপ্ত লক্ষ্মণকে দোহবার জন্ত আনন্দে ব্রহ্মার সহিত সমাগত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়।

শ্রীমহাদেব কহিলেন;—রাম, লক্ষ্মণকে পরি-ত্যাগ করিয়া দুঃখিত চিত্তে, মন্ত্রিগণ, বানশূদ্র এবং বসিষ্ঠকে বলিলেন;—“মহামতি! ভরতকে রাজ্যা-ভিষিক্ত করিব। আমি লক্ষ্মণের পদবা অনুসারে অদ্যই গমন করিব।” রঘুবর এই কথা বলিলে, নগর-জনপদ-বাসী সকলে দুঃখ-কাতর হইয়া ছিন্ন-মূল পাদপের দ্বার ভূতলে পতিত হইল; ভরতও রামের কথা শুনিয়া মুচ্ছিত হইলেন; এবং তিনি রাম-সমীপে রাজ্যের নিন্দা করিয়া ইহা বলিলেন;—“আমি সত্যের উপর শপথ করিতেছি, হে রঘুবর! তোমা বিন আমি স্বর্গে বা ভূতলে রাজ্য কামনা করি না। প্রভু হে! তোমার চরণযুগল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি। রাজ্য! এই কুশ লবকে অভি-ষিক্ত কর; হে রাবণ! বাঁ কুশকে কোশল দেশে এবং লবকে উত্তর প্রদেশে অভিষিক্ত কর। শক্ৰ-রূকে আনয়ন করিবার জন্ত দুঃগণ, সত্ত্বর গমন করুক। আমরা যে স্বর্গবাসের জন্ত গমন করিতেছি এ কথা শক্ৰের কর্ণগোচর হউক।” ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান বসিষ্ঠ, তাঁহাকে এবং রাম-বিরহে কাতর ভয়োদ্ভিন্ন সেই সকল প্রজাগণ ভূতলে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া রামকে সদয়ভাবে বলিলেন;—“বাবা! সকল প্রজাবল্লভ ভূতলে পতিত রহিয়াছে; সাদরে তাহাদিগকে অবলোকন কর; রাম! ইহাদিগের অভিপ্রায়ানুযায়ী অনুগ্রহ করা তোমার উচিত।” বসিষ্ঠের কথা শুনিয়া রঘুনাথ তাহাদিগকে উঠাইয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং সন্মুখে বলিলেন;—“আমি তোমাদিগের কি করিব?” অন-ন্তর প্রজাগণ কৃতান্তলিপুটে ভক্তিসহকারে রঘুবরকে বলিল, হে রাম! আপনি যথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, আমরাও তথায় আপনার অনু-গমন করি। ইহাতে আমাদের পরম প্রীতি; ইহাই আমাদের অক্ষর ধর্ম। রাম! আপনার অনুগমনে আমাদের মনোপত দৃঢ় অভিপ্রায়।

হে রঘুনন্দন ! তপোবন স্বর্ণ অথবা নগর যেখানে  
আপনি বাইবেন ; অদ্য স্ত্রী পুত্রাদির সহিত  
সর্বস্বত্ব করণে আমরাও সেইখানে আপনার অনু-  
গমন করিব ।” রাম তাহাদিগের মানসিক দৃঢ়তা  
অবগত হইয়া সেই সমস্ত পৌরজনকে ভক্ত বলিয়া  
জ্ঞানিলেন এবং কাল-বচনানুসারে নিজকর্তব্য স্থির  
করিয়া তাহাদিগের ব্যক্তো “আচ্ছা” বলিয়া সম্মতি  
দিলেন । প্রভু শ্রীরাম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া  
কুশ ও লবকে স্ব স্ব নবরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন ।  
রামভক্ত, তাহাদিগের প্রত্যেককে অষ্টমহত্স রথ,  
একমহত্স হস্তী এবং ষষ্টিমহত্স অশ্ব সৈন্য প্রদান  
করিলেন । তখন বহুরথ ও বহুশব্দ-সম্পন্ন স্তম্ভপুষ্ট  
জনগণে আবৃত, স্তম্ভ এবং লব, রামকে অভিবাदन  
করিয়া কষ্টে প্রস্থান করিল । রাঘব, শক্রশব্দকে আন-  
য়ন করিবার জন্ত দৃঢ় প্রেরণ করিলেন । তাহারা  
সত্তর দিয়া কালের আগমন, রাঘবের প্রতিজ্ঞা, পশ্চাৎ  
হর্দ্যামার কার্য, লক্ষ্মণের নিঃশ্বাস, রামকর্তৃক পুত্র-  
দ্বয়ের আভ্যেক এবং রাঘবের মনস্ত চিত্তবিশিষ্ট ব্যাপার  
শক্রশব্দ নিকট নিবেদন করিল । শক্রশ্ব, সেই কুল-  
ক্ষয়-সমাচার স্বাটতে দৃঢ়বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যথিত হই-  
য়াও ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন । অনন্তর মহাবল শক্রশ্ব,  
পুত্রদ্বয়কে আহ্বানপূর্বক সুবাহকে মথুরানগরে  
এবং সুগকেহুকে বিদিশা নগরে অভিষিক্ত করি-  
লেন । তৎপরে তিনি স্বয়ং রাম-দর্শনাভিলাষে ক্র-  
মতি অশোধ্যা গমন করিলেন ; এবং গিয়া অনল-  
হৃত্য তেজস্বী, তুলসী-মুগল-পরিধান অক্ষয় গুণিগণে  
আবৃত মহাস্বা রাগকে অবলোকন করিলেন । মহা-  
মতি শক্রশ্ব, রমাগতি রঘুবরকে কৃতাজ্ঞাপুটে ধর্ম-  
যুক্ত কথা বলিলেন —“হে কমলগোচন ! হে  
রাজনু ! আমি সেইরাজ্যে পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত  
করিয়া আপনার অনুগমন করিতে নিশ্চয় করিয়াছি  
জ্ঞানিবেন । বিশেষতঃ আমি আপনার ভক্ত ; হে  
বার ! আমাকে পরিভ্যাগ করা আপনার অসুচিত” ।  
রঘুনন্দন শক্রশ্বের দৃঢ়বাক্য অবগত হইয়া এই কথা  
বলিলেন ;—“তুমি মধ্যাহ্নকালে প্রস্তুত হইয়া  
থাকিবে । অনন্তর রামের প্রয়াণ-সংবাদ-শ্রবণে,  
কামরূপী—বানর ভদ্রক, রাক্ষস ও গোপুঞ্জ বানর-  
রূপ এবং গুণিপুত্র ও দেবপুত্রগণ লক্ষ্মণমধ্যে তথায়  
উপস্থিত হইলেন । তখন সকল বানর ও রাক্ষসগণ  
রঘুবরকে বলিল ; “প্রভো ! আমরা আপনার অনু-  
গমন করিতে কৃত-সম্মত ; জানিবেন ।” ইত্যবসরে,  
মহাবল সুগ্রীবও ভক্তবৎসল রাঘবকে যথোচিত অভি-  
বাदन করিয়া বলিল ;—“মহাবল অজ্ঞকে রাজ্যে

অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি ;—“রাম, জানিবে—  
আমি তোমার অনুগমনে কৃতনিশ্চর ।” শ্রীরাম, সেই  
সমস্ত বানর, ভদ্রক ও রাক্ষসবৃন্দের দৃঢ়তাসূচক বাক্য  
শ্রবণ করিয়া মনেতে বিভীষণকে কোমল ভাবে এই  
কথা বলিলেন ;—“যাবৎ পৃথিবী বর্তমান থাকিবে,  
আমার আদেশে তুমি তাবৎ রাক্ষস রাজ্য শাসন  
কর আমার দিব্য,—আমি যাহা করিগাম হইর  
আর উত্তর করিও না ।” বিভীষণকে এই কথা  
বলিয়া অনন্তর হনুমানকে বলিলেন ; “হংস্রত !  
তুমি চিরজীবী হও ; আমার আশ্রা বিধা করিও  
না ।” অনন্তর জাম্ববানুকে বলিলেন ; “তুমিও  
জীবিত থাকি ; ছাপর শেষে কোন সামান্য কারণে  
তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে ।” অনন্তর রাঘব  
মদয় হইয়া আর আর সমস্ত ভদ্রক, বানর ও রাক্ষস-  
গণকে “আমার সহিত গমন কর” বলিলেন ।  
অনন্তর প্রভাত কালে শ্রীমদ-কমল-গোচন বিশাল-  
বক্ষস্বল রঘুগুনায়ক রামচন্দ্র, পুরোহিত আর্ঘ্য  
বিস্তৃতকৈ বলিলেন ;—“গুরুদেব ! আমাদের অগ্রে  
অধিহোত্র গমন করুক ।” তখন বিষ্ণিও প্রস্থান-কাল-  
কর্তব্য সমস্ত মহৎ কর্তব্য যথানিধি সম্পাদন করিলেন ।  
কোটা-শশধর-কমনীয় রাম, ক্ষৌম বসন পরিধান  
ও হস্তে কুশ পবিত্রে গ্রহণ পূর্বক, মহা প্রস্থানে  
কৃতসম্মত হইয়া পাণ্ডুর জলদ জাল হইতে নিশা-  
করের স্রায় নগর হইতে নিগমন করত প্রস্থান  
করিলেন । কমল-বিশাল-গোচনা রাজ্যলক্ষ্মী কর-  
কমলে সুর পদ্ম লইয়া রামের বামভাগে গমন  
করিতে লাগিলেন । দীপ্তিমতী শ্রামা পৃথিবী দেবীও  
অরুণ-কমল-হস্তে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত  
হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । শায়, শত্রু, ধনু ও  
শরনিকর—শরীর ধারণ পূর্বক তাঁহার অগ্রে অগ্রে  
চলিল । সম্মল দেবগণ মূর্তিমান হইয়া গমন  
করিতে লাগিলেন । দিব্য মূনিগণ বাইতে লাগিলেন ।  
সাক্ষী বেদমাতা গায়ত্রীও প্রেমাণ ও ব্যাঙ্কতি সমভি-  
ব্যাহারে নারায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন ।  
স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত সেই সকল নগরজনপদ-  
বাসী জনগণ গমনপর রামের অনুগমন করিল ।  
তাহারা পূর্ব-মনোরথ হইয়া রামের সঙ্গে সঙ্গে  
চলিল ; বোধ হইল যেন তাহারা উদ্ভাটিত  
মুক্তি দ্বারে গমন করিতেছে । ভরত শক্রয় অন্তঃ-  
পুরচর নরনারী অল্পচর ও পরীগণ সমভিব্যাহারে  
তাঁহার অনুগমন করিলেন । রাজ্য-লক্ষ্মী-সহ  
শ্রীরামকে বাইতে দেখিয়া আবাণবদ্ধ সমস্ত পৌর-  
জন, বিজশ্রেষ্ঠগণ, অমাত্যগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহার

অনুগমন করিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র, অশ্রাজ্জ জাতি এবং সুগ্রীবপ্রমুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই লষ্টচিত্তে গমন করিতে লাগিল। সকলেই দ্বান করিয়া বিস্কৃত হইয়াছিল এবং শুভ শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। তখন কেহই সংসার-দুঃখ-কাতর, দীন, অথবা বাহুসুখে আসক্ত ছিল না। জনগণ সংসার-বিরক্ত হইয়া পশু ও ভূতাবর্ণ সমভিব্যাহারে সাক্ষাৎ আনন্দময় রামের অনুগত হইয়া গমন করিতে লাগিল। তথায় যে সকল অদৃশ্য প্রাণী ছিল, তাহারা—এবং অশ্রাজ্জ স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মা অনন্ত-শক্তি পরমেশ্বরের অনুগমন করিল। অযোধ্যা-নগরে এমন কোন প্রাণী ছিল না; যে রামের প্রতি আনন্দক্ৰান্ত হইয়া রামের অনুগমন করে নাই। সেই রাক্ষা রামচন্দ্র, গমন করিলে সমস্ত নগরী প্রাণি-শূন্ত হইয়াছিল।

ক্রমে শ্রীরাম, নগর হইতে দূরে গিয়া নারায়ণ-নয়ন-সমুত্ত সরস্ব নদী দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তথায় তিনি স্বীয় পবিত্র বিরাট মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া এই নিখিল জগৎকে ছদ্মবেশে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর মহান পিতামহ, সকল দেবতাবৃন্দ, ঋষিগণ এবং সিদ্ধসমূহ তথায় সমাগত হইলেন। অনন্ত পার আকাশ, সুর-সেবিত সূর্য্য-সমুজ্জ্বল কোটি কোটি বিমানে আবৃত হইল। তথায় স্বয়ং-প্রকাশ অতিপ্রধান পৃথ্বীশীল-শ্রেষ্ঠগণে সমাবৃত দীপ্তিসম্পন্ন নভোমণ্ডল জ্যোতির্গয় হইল। সুগন্ধবায়ু বহিতে থাকিল। পুষ্পসমূহবর্ষণ হইতে লাগিল। স্বর্গীয় বাদ্য বাদিত হইল। বিদ্যাধর কিরণগণ গান করিতে থাকিল। অনন্তশক্তি রাম, চরণস্পর্শে একবারমাত্র সরস্বতীস্পর্শ করিয়া তরুণ পরিভ্রমণ করিলেন। ব্রহ্মা, তখন কৃতাজ্জলিপটে রামকে বলিলেন;—“হে পরাশ্রয়! আপনি সদা-নন্দময় পূর্ণ পরমেশ্বর বিষ্ণু; আপনি স্বীয় অদ্বিতীয় ক্রীণ তত্ত্ব অবগত আছেন। হে অখিল জগৎপতে! আমি দাস; তথাপি আমার বাক্য রক্ষা করিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভক্তবৎসল বটে; আপনি ভাঙুগণের সহিত, এক আদ্য দৈক্য-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবগণকে রক্ষা করুন। অথবা যদি ক্রটি হয় ত সেই পরদেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদেরকে রক্ষা করুন। আপনি সুরপতি বিষ্ণু; আমি ভিন্ন অপার পুরুষবৃন্দ আপনাকে অবগত নহে। আপনাকে সর্ব্ব সহস্রবার নমস্কার; হে দেবেশ! প্রসন্ন হউন; আপনাকে পুনরায় নমস্কার।” তখন রাম,

পিতামহের প্রার্থনাক্রমে দেবগণের সমক্ষেই মহা জ্যোতির্গয় হইয়া দেবগণের চৃষ্টি প্রতিষ্ঠাত কর্ত্ত চক্রাদি সূক্ত চক্রভূজ মূর্ত্তি হইলেন। সৌমিত্রি, বিষ্ণু-শাখ্যা-স্বরূপ অতি-বিচিত্র-কার অনন্ত হইয়া-ছিলেন; কৈকেয়ী-পুত্র ভরত ও লবণাসুর বিনাশী শক্রয়, চক্র ও শব্দ হইলেন। সীতা পূর্বেই লক্ষ্মীরাপিনী হইয়াছিলেন। পুরাণ পুরুষ রামরূপী বিষ্ণু, অনুগমন সমভিব্যাহারে পূর্ক শরীরে তেজো-ময় দিব্য-মূর্ত্তি হইলেন। সুরেন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, সিদ্ধগণ, মুনিগণ, ঋক্ষগণ, এবং পিতামহ-প্রভৃতি, চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া পরমেশ্বরের স্তব কীর্ত্তন ও পূজা করত, সফল-মনোরথ হইয়া আনন্দ প্রাপিত-চিত্ত হইলেন। তখন মহাত্মা বিষ্ণু, ব্রহ্মাকে বলিলেন;—“এই সমস্ত ধর্ম্মিষ্ঠগণ আমার ভক্ত ও অনুরক্ত; অধিক কি ইহাদিগের মধ্যে তির্ঘ্যগ-জাতিরাও—আমি স্বর্গে গমন করিতেছি—তথাপি আমার অনুগমন করিয়াছে। ইহারা বৈকুণ্ঠের সমান লোক প্রাপ্ত হউক; আমার আশ্রয় ক্রমে তুমি ইহাদিগকে তথায় লইয়া যাও

ব্রহ্মা নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—“এই সকল সজ্জিত-পৃথ্বী-রাশি আপনার ভক্তগণ, মদীয় লোকোপরি বিরাজমান বিচিত্র ভোগ স্থান সান্তানিক লোকে গমন করুন; রাম হে! যে সকল মনুষ্য, মৃত্যুকালে অজ্ঞানেও আপনার পবিত্র নাম কীর্ত্তন করে; তাহারাও যোগলভ্য সেই সমস্ত লোকে গমন করে। অনন্তর, বানর রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই অতি আনন্দে সরস্ব জল স্পর্শ করিয়া দেহ ত্যাগ করিল! তাহাতে ভল্লুক ও বানর শ্রেষ্ঠগণ যে যে দেবতার অংশ-সমুত্ত, সেই সেই পূর্ব্বতন রূপ প্রাপ্ত হইল। বানর-শ্রবীর সুগ্রীব, সূর্য্যবীর্ঘ্যে উৎপন্ন বলিয়া সূর্য্যে মিলিত হইল অনন্তর সেই সকল মনুষ্যগণ সরস্ব জলে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যকলের পরিভাণ করিল। অনন্তর স্বর্গীয় আভরণে ভূষিত ও দিব্যবিমানে আকৃষ্ট হইয়া সান্তানিক নামক লোকে গমন করিল। তির্ঘ্যগ-জাতিরাও শ্রীরামকর্ত্তক অবলোকিত হওয়াতে জল প্রেযিত হইবামাত্র স্বর্গে গমন করিল। যে সকল জনপদবাসী লোক রামকে দেখিতে আসিয়াছিল; তাহারাও তদর্শনে মুগ্ধসঙ্গ হইল। তখন তাহারা লোকগুণ পরমেশ্বর হরিকে স্মরণ করত সরস্ব-জল স্পর্শ করিয়া উৎসর্গে স্বর্গে গমন করিল।”

মহাদেব, রাম-কথার অবশিষ্ট-বচন-পূর্ণ উত্তর ভাণ এই পর্য্যন্তই বলিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি,

ইহা হইতে একচরণ ও পাঠ করে, সে সহস্র জন্ম-  
জিহিত পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করে। মনুষ্য,  
দিন দিন রাশি রাশি পাপ করিয়াও ভক্তিপূর্বক  
ইহার যদি একশ্লোকও পাঠ করে, সে, সৰ্বপাপ-  
বিনিমুক্ত হইয়া অনন্য-লাভ্য রাম-সালোক্য প্রাপ্ত  
হয়। মহেশ্বর, অন্তর্ধামি রাধব কর্তৃক প্রবর্তিত  
হইয়া রামাবতারের পূর্বেই এই ভবিষ্য-স্টন-পূর্ণ  
রঘুনাথের উপাখ্যান রচনা করেন, বাচকের মুখে  
ইহা শ্রবণ করিয়া রঘুনাথ পরিতুষ্ট হন। যাহা হউক,  
পরে এই শ্রীমহাদেব অনন্ত-পুণ্যজনক রামায়ণ  
কাব্য ভবানীর নিকট ব্যক্ত করেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-

সহকারে ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে, শত শত  
জন্মজিহিত পাপ হইতেও মুক্তি লাভ করে। যে  
ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে নিত্য অধ্যাক্ষ রামায়ণ নিত্য  
পাঠ করে, বা শ্রবণ করে অথবা লিপিবদ্ধ করে,  
সীতা-সহিত রামচন্দ্র তাহার প্রতি অভিশয় প্রসন্ন  
হইয়া সর্বদা সমীপে অবস্থান করত, সম্পত্তি  
প্রদান করেন। শ্রদ্ধা প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেব-  
গণেরও বন্দিত জন-মনোহর আদি-কাব্য রামায়ণ  
শ্রদ্ধা সহকারে যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করে, বা শ্রবণ  
করে, সে বিশুদ্ধ-দেহ হইয়া বিষ্ণুভবনে গমন করে।  
নবম অধ্যায় সমাপ্ত ।

উত্তর-কাণ্ড সমাপ্ত ।



শ্রীরামো নব-নীল-নীরদ-নিভঃ সর্দাশয়াবস্থিতঃ  
শ্রীপঞ্চানন-বাচিতং স্.চরিতং পঞ্চাননেনারুনা ।  
বদ্বোক্তিস্বকুর্ভয়ন স্ততিপদং নিন্দাস্পদং বা ভবেৎ  
গ্রন্থেহশ্বিন্ গুণদোষয়োঃ সদসতোমূলং স এব প্রভূঃ ॥

অধ্যাক্ষ-রামায়ণ সম্পূর্ণ ।













